CONTENTS
Thersday, The 29th August, 2002

Monday, The 2nd September, 2002

Tuesday, The 3rd September, 2002.

Wednesday, the 4th September, 2002.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

THURSDAY, THE 29TH AUGUST, 2002

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Thursday, the 29th August, 2002 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Speaker in the chair, The Hon'ble Chief Minister. The Hon'ble Deputy Speaker, 16 Ministers and 38 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মি স্পীকার ঃ- আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী প্রণব দেববর্মা।

শ্রী প্রণব দেববর্মা (সিমনা) ঃ- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং -৯

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দল নেতা) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আমাদের বিজনেস্ অ্যাডভাইজারী কমিটির এবারের অধিবেশন এত বেশী সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা একটা নজীরবিহীন ঘটনা। আমরা শুনেছি বিজনেস অ্যাডভাইজারী কমিটিতে দুই দিনের জন্য অধিবেশন ডাকা হয়েছে। অথচ দেখুন, রাজ্যের যে সমস্যা, এই টি .এস. আরের অস্ত্র লুট থেকে শুরু করে সারা রাজ্যে মন্ত্রীদের বিভিন্ন রকম অর্থনৈতিক কেলেংকারী, সরকারী গ্রামোন্নয়নের কোটি কোটি টাকার ব্যাপার, সব মিলিয়ে রাজ্যের পরিস্থিতি একটা অগ্নিগর্ভ অবস্থা। সেখানে আমরা চাইছি অধিবেশনটা কম করে ওয়ার্কিং ডে হিসাবে যাতে ৭ দিন করা হয় যাতে প্রত্যেক সদস্য সুযোগ পায় রাজ্যের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য। এজন্য আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ এই বিধানসভা কতদিন বসবে, এটাতো স্পীকারের উপর নির্ভর করে না, এটা নির্ভর করে গভর্নমেন্টের যে বিজনেস আছে, গভর্নমেন্টের বিজনেসের পলিসি অনুযায়ী। গভর্নমেন্ট যে বিজনেস্ দিয়েছেন তাতে তারা এই দিন অ্যাকোমোডেট করেছেন। সুতরাং এতে স্পীকারের কোন হাত নেই।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ - শুধু সরকারী বিজনেসের উপর অধিবেশন চলে না। এটা প্রভিশান আছে যে সেখানে সদস্যদের নানা রকম তাদের প্রপোজ্যাল থাকবে এবং সেটা নিয়ে আলোচনা করা হবে। সরকারী বিজনেসের উপর নির্ভর করে লোকসভা, বিধানসভা বা রাজ্যসভা চলে না। সেখানে দেখতে হবে পরিস্থিতি কি। এবার প্রত্যেক সদস্য এত বেশী প্রশ্নপত্র দিয়েছেন, আমি তথ্য নিয়ে জানতে পারলাম এবার প্রায় ৮০০ এর মত প্রশ্নপত্র জমা পড়েছে। বিল না থাকতে পারে, অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। আপনি, বিজেনস্ অ্যাডভাইজারী কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে, হাউসের কর্তা হিসাবে আপনাকে তো সদস্যদের অধিকারের দিকটা দেখা উচিত। এই ব্যাপারে বিবেচনা করে কিভাবে অধিবেশনকে কমপক্ষে ৭ দিন করা যায় সেটা দেখবেন যাতে সমস্ত বিষয়গুলি, দপ্তরগুলি নিয়ে সমস্যা আছে সেগুলি আলোচনার করার সুযোগ পাওয়া যায়।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা হচ্ছে অল ইন্ডিয়া কনফারেন্স অফ প্রিসাইডিং অফিসারস্, চীফ মিনিস্টারস্, মিনিস্টারস্ (পার্লামেন্টারী অ্যাফেয়ারস্) লিডার অফ দি পারটিস, হুইপস্, চেয়ারম্যান অফ দি কমিটির যেখানে আপনিও ছিলেন, আমিও গিয়েছিলাম। এখানে সর্বসম্মতিভাবে যে ডিসিশান হয়েছে, towards

the end, resolved that the practice of parliment and Legislature of the States and Union Territories be preserved and enhanced by adopting and enforcing a code of conduct.

কোড অফ কনডাক্ট অলরেডী হয়েছে। এই অ্যাসেম্বলীতে লাস্ট অধিবেশনে এথিক্স কমিটি গঠন করা হয়েছে । এই সিদ্ধান্তমূলে। ৪ নং সিদ্ধান্তমূলে বলা হযেছে

immediate steps be taken to ensure a minimum of 90 days and 50 days of sitting & of the legislatures for the big and small state respectively.

এটা কেন হবে না? বড় রাজ্যের ক্ষেত্রে আগে ছিল ১০০ দিন এবং ছোট রাজ্যের ক্ষেত্রে ছিল ৬০ দিন, এই সম্মেলনে এটা হয়েছে ১০০ দিনের জায়গায় ৯০ দিন এবং ৬০ দিনের জায়গায় ৫০ দিন। আমাদের এখানে গত মার্চ মাসে হয়েছে ১৩ দিন, আর এবার হবে ২ দিন। সব মিলিয়ে ১৫ দিন, ৫০ দিনের মধ্যে ১৫ দিন গেলে আর ৩৫ দিন কখন করা হবে। এটা কি ধরনের হচ্ছে? গণতন্ত্রের সমাধি দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে অ্যাজেন্ডা তার মধ্যে বিজনেস্ সংক্রান্ত অ্যাজেন্ডা আছে। বিজনেস্ বাড়বে কি বাড়বে না তখন আলোচনা করা হবে। কোয়েশ্চান আওয়ারে সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে, আগে এটা হোক, তারপরে আলোচনা করা যাবে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- স্যার, বিজনেস বলতে ২৫ পারসেন্ট হচ্ছে গভর্নমেন্ট বিজনেস্, ২৫ পারসেন্ট হচ্ছে অ্যাসেম্বলী বিজনেস্, আর ৫০ পারসেন্ট হচ্ছে পাবলিক ইন্টারেস্ট।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় শ্যামাচরণ বাবু, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, বিজনেস অ্যাড্ভাইসারী কমিটির রিপোর্টটা যখন টেক আপ হবে তখন আলোচনা করতে পারেন, এখন কোয়েশ্চান আওয়ার এটা শেষ হয়ে যাক।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- বিজেনস অ্যাডভাইসারী কমিটি মিটিংতো বসে গেছে, আবার কী বসবে নাকি?

মিঃ স্পীকার ঃ- হ্যাঁ, বসে গেছে, কমিটিতো রিপোর্টটা প্লেইস করবে তখন আলোচনা করুন। এখন কোয়েশ্চান আওয়ারটা শেষ হয়ে যাক।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- বিজনেস অ্যাড্ভাইসারী কমিটির মিটিং এ আমাদের সদস্যরা ছিলেন, স্যার। আপনি এই কমিটির চেয়্যারম্যান, সেখানে এটা নিয়ে আমাদের বিরোধী দলের প্রতিনিধি যারা ছিলেন তারা বার বার একথাগুলি বলেছেন যে, হাউসটা বাড়ানো হোক। এখন যে জিনিসটা বলছেন যে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, এটা পরবর্তী সময় আলোচনা হবে যখন বিজনেস অ্যাড্ভাইসারী কমিটির রিপোর্টটা আসবে তখন। স্যার, আমাদের কথা এটা নয়, আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি যে, বিধানসভার অধিবেশনটা বাড়ানো হবে কি না? কারণ আপনি যে কথাটা বললেন, সরকারের কোন বিল নেই, সরকার চাইছে না। আমাদের কথা হচ্ছে সরকারের চাওয়া না চাওয়ার উপরে কিন্তু বিধানসভার অধিবেশন চলাটা ঠিক হবে না। বিধানসভা চলবে আপনার ইচ্ছার উপর এবং সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে। সুতরাং আমরা চাইছি আপনি এই ব্যাপারে বলুন না, এটা বিবেচনা করা হচ্ছে নাকি বাধা দেওয়া হবে। আমরা তো বলেছি হাউস চালানোর জন্য আমরা সহযোগিতা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ আমি তো বলেছি, বিজনেস অ্যাড্ভাইসারী কমিটির রিপোর্টটা প্লেইস করার সময় আপনারা আপনাদের এই প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করুন, আলোচনা হবে। এখন কোয়েশ্চান আওয়ারটা চালাতে দিন।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- একদিনের কোয়েশ্চান আওয়ারে আর কয়টা কোয়েশ্চান আসবে, আমাদেরতো কয়েকশো প্রশ্ন বাদ পড়বে। সুতরাং আজকের প্রশ্নটা বড় এটা কোন কথা না, কথা হল বাকী প্রশ্নগুলি যাতে আসতে পারে এবং সেটা যাতে সকলে জানতে পারে। কাজেই আপনি আগে বলুন হাউসটা বাড়ানোর ব্যাপারে কী করা হবে।

শ্রী রতনলাল নাথ (মোহনপুর) :- স্যার, আমি নিজে বিজনেস অ্যাড্ভাইসারী কমিটির মেম্বার। আমি সুদীপবাবু ও রতিমোহন বাবু আমরা বিরোধী দলের সদস্য হিসাবে এই মিটিং এ অ্যাটেন্ড্ করেছিলাম। আমরা জানি আর্টিক্যাল ওয়ান ৭৪ মোতাবেক বিধানসভার সামন্ করে গভর্নর, চীফ হুইপ গভর্নমেন্ট থেকে একটা বিজনেস্ প্লেইস করে এবং অ্যাকর্ডিংলী সেখানে বিএসি মিটিং হয় এবং সেই মিটিং এ সিদ্ধান্ত হয় হাউস কতদিন চলবে ? এখন সেখানে সেদিন আলোচনার সময় গভর্নমেন্টের মাত্র কয়েকটা বিজনেস্ আমাদের কাছে প্লেইস্ করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও বিজনেস এখানে রয়েছে। আমরা বার বার বলেছি রাজ্যের যে পরিস্থিতি তাতে মিনিমাম ১৫ দিন হাউস হওয়া উচিত। আর সম্ভব না হলে অন্তত সাত দিন হওয়া উচিত। যাতে সপ্তাহের সবগুলি দিন পাওয়া যায়। তদুপরি আমরা শুক্রবার ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও সেদিন হাউস করতে চেয়েছি। কারণ সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র বার না পেলে তো সব ডিপার্টমেন্টের প্রশ্নের উত্তরগুলি আমাদের সামনে আসবে না এবং জনগণও সেগুলি জানতে পারবে না। স্যার, আপনিতো ইচ্ছা করলেই একদিনে সবগুলি ডিপার্টমেন্টের প্রশ্ন এখানে দিতে পারবেন না। তার জন্য নির্দিষ্ট ডে লাগবে এবং আমরা মনে করি আমাদের অধিকার আছে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের প্রশ্নের উত্তরগুলি জানার। আমরা ৩০ তারিখ শুক্রবার ছুটির দিনে হাউস করতে চেয়েছিলাম। কারণ এখানে প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলিউশন রয়েছে। এখানে শ্যামাবাবু যেটা বলতেন সেটাতে আমরাও ছিলাম, আমাদের চীফ হুইপ ছিলেন, অপজিশন লিডার ছিলেন, মাননীয় চীফ মিনিস্টার অবশ্য সেখানে যাননি, গভর্নমেন্ট চীফ হুইপও সেখানে অ্যাটেন্ড্ করেননি, আগে গেছেন কিনা আমার জানা নেই। সেই মিটিং এ সিদ্ধান্ত হয়েছিল ২৫ পারসেন্ট হবে গভর্ণমেন্ট বিজনেস্, ২৫ পারসেন্ট হবে অ্যাসেম্বলি বিজনেস এবং ৫০ পারসেন্ট হবে পাবলিক ইন্টারেস্টের বিজনেস। এই কথাগুলি সেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়ো

আজকেও অনেক শর্ট ডিউরেশন নোটিশ জমা দেওয়া হয়েছে বেকার সমস্যার ব্যাপারে, কর্মচারীদের ডি, এ, র ব্যাপারে, ও, বি, সি দের ব্যাপারে। তারপর সুদীপবাবু জমা দিয়েছেন বিমল সিন্হার ব্যাপারে শর্ট ডিউরেশন নোটিশ। তাহলে বিজনেস্ নেই কেন ? অনেক বিজনেস আছে। আজকে বৃহস্পতিবার এবং আর সোমবার পাচ্ছি। তাহলে আমরা আর পাব না। এইগুলি কি ইমপোর্টেন্ট নয় ?। কাজেই এটা ডিসিশন নেওয়া হোক, এটা বললে তো হবে না। আপনি হঠাৎ করে এসেম্বলী ডাকলেন। নিয়ম হলো ক্লীয়ার ১৪ দিন গ্যাপ দিয়ে এসেম্বলী ডাকতে হয় তখনইতো নিয়ম হলো কোয়েশ্চান জমা দেবার। এখন ইমারজেন্সী হলে কল করা যায়। ঠিক আছে, বর্তমানে রাজ্যের আইন শৃংখলার যে পরিস্থিতি, তাতে ইমারজেন্সী রয়েছে। তাহলে ১৪ সেপ্টেম্বর আপনি ইচ্ছে করলে এসেম্বলী ডাকতে পারতেন। কারণ লাস্ট এসেম্বলী তো হয়েছে ১৪/৩/২০০২ ইং। এখন যে দুই দিন করা হবে তাতে তো অনেক দপ্তর বাদ যাবে। শিক্ষা দপ্তর বাদ যাবে, পূর্ত্ত দপ্তর বাদ যাবে, ইন্ডাস্ট্রি বাদ যাবে, ফিনান্স বাদ যাবে। এইগুলি যদি বাদ যায় তাহলে আর কিসের উপর আলোচনা ? এসসি, ওবিসি, ওয়েলফেয়ার, এবং এসটি, ওয়েলফেয়ার বাদ যাবে। তাহলে কিসের আলোচনা ? কাজেই ফর দ্যা ইন্টারেস্ট অব্ দ্যা পিপল সেটা বাড়ানো দরকার। এখন আগামী ফেব্রুয়ারীতে ইলেকশন হতেও পারে নাও হতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো এই বছরে এই দুই দিন ধরলে হাউস হয়েছে মাত্র ১৩ দিন। এর আগে ৯৮ সালে হয়েছে ১৩ দিন, ৯৯ সালে ১৪ দিন, ২০০১ সালে ১৯ দিন, টোট্যাল হয়েছে ৮০ দিন। যেখানে হওয়ার কথা ৩০০ দিন। তাহলে বিধানসভা থেকে আর কি বেশী ইমপোর্টেন্স আছে ? আমি কোয়েশ্চান দেব, তার রিপ্লাই পাব না, আই হ্যাভ্ গট ট্রাইড। এখানে ইন্ফর্মেশন বিল নেই, অথচ অন্যান্য রাজ্যে সেটা রয়েছে। তাহলে আমি বিভিন্ন তথ্য জানব কি করে ? ইজ্ দেয়ার অ্যানি স্কোপ্ ?

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য, আমি তো বলেছি যে, কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ হলে পরে এটা নিয়ে আলোচনা হবে। আগে কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ হোক তারপর আলোচনা করুন। আর ভারতবর্ষের কোথাও এই ধরনের কিছু

বলা হয়নি বা পার্লামেন্টারী আইন রয়েছে তাতে কোথাও বলা হয়নি যে, বিধানসভার টাইম একস্‌টেনশন করার ব্যাপারে স্পীকারই হচ্ছেন কাস্টডিয়ান অথোরিটি। এটা কোথাও বলা হয়নি। আর এই ব্যাপারে সর্বদলীয় মিটিং এ শুধুমাত্র যে স্পীকাররা উপস্থিত ছিলেন তা নয়, সেখানে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, এবং সব রাজ্যের স্পীকার ও মুখ্যমন্ত্রীদের সেই মিটিং এ ডাকা হয়েছে এবং উয়িথ্‌ দ্যা কন্‌সেন্ট অব্‌ দ্যা অল্‌ পার্টি'স এটাকে এগজিকিউটেট করা। প্রশ্নটা অ্যাপিলেটেও ছিল। নর্থ ইস্টার্ন রিজিওনের রাজ্যগুলির যে বিজনেস থাকে তাতে ৪০ দিনও চলে না। সেজন্য আমি বলেছিলাম সেখানে যে সিক্সটি ডেজ উয়িল নট বি পসিবল ফর আস। কাজেই এই যে ছোট ছোট স্টেটগুলি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ৪০ দিন করা যায় কি না দেখুন। সেখানে শ্যামাচরণ ত্রিপুরাও ছিলেন। জানিনা উনার সেটা মনে আছে কি না। কাজেই এই যে ৪০ দিন বা তার কম বা বেশী ডেজ্‌, সেটাতে স্পীকারের উপর নির্ভর করে সেটা কোথায় বলা আছে? কাজেই এই ব্যাপারে সবাই চিন্তা ভাবনা করবেন কতটুকু বাড়ানো যায়। স্পীকার গভার্নমেন্টের বিজনেস- এর সঙ্গে আদারস যেগুলি আছে সেগুলির ক্ষেত্রে টাইম অ্যালোকেট করেন। সেখানে কোনটা প্রায়রিটি পাবে সেটা হচ্ছে স্পীকারের জুরিস্‌ডিকশান। কিন্তু স্পীকার হাউসের টাইম দশ দিন বাড়িয়ে দেওয়া বা কমিয়ে দেওয়া সেটা করতে পারেন না বা এই ধরনের কোন প্রভিশনও কোথাও নেই। কাজেই হাউসে আপনারা আছেন, বিএ, সি, আছে আপনারা দেখুন এটাকে বাড়ানো যায় কি না। কিন্তু স্পীকার ইচ্ছা করলেই বাড়াতে পারেন এই ধরনের কোন বিধি বিধান কোথাও নেই।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- স্যার, আজকের 'ডেইলি দেশের কথা' পত্রিকায় চতুর্থ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলামে একটা খবর প্রকাশিত হয়েছে চার সেপ্টেম্বর বিধানসভা অভিযানে অংশ নেবেন দেবীপুর ফার্ম শ্রমিকরা। এই শিরোনামে খবরে বলা হয়েছে যে আগামী ৪, সেপ্টেম্বর তারিখে বিধানসভা অভিযানে দেবীপুর ফার্ম শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করবেন এবং এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গত ২৬ আগস্ট ত্রিপুরা ফার্ম শ্রমিক ইউনিয়নের সভায়। তাহলে স্যার, তারা নিশ্চয়ই জানেন যে বিধানসভার অধিবেশন চার সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে।

মি ঃ স্পীকার ঃ- এটা তো একটি পত্রিকার খবর। এখন কোন পত্রিকায় কি খবর বেরুবে তা দিয়ে তো আর কিছু করা যায় না।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- আজকের ডেইলি দেশের কথা পত্রিকায় আছে। তাহলে পাবলিক জানল, দলমত নির্বিশেষে মিনিমাম ইস্যু নিয়ে এবার আলোচনা হবে। ভেরি সেনসেটিভ ইস্যু নিয়ে আলোচনা হবে। দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা হবে। নারী কেলেংকারী নিয়ে আলোচনা হবে। স্কোপ কোথায়?

মিঃ স্পীকার ঃ- আর একটা পয়েন্ট আমি মিস করেছি। শুনুন, প্লীজ্‌, আর্জেন্ট মিটিং কি? যেটা শর্ট নোটিশে আনা যায়। উই আর গাইডেট বাই সাম নর্মস। এটা আমাদের বইতে উল্লেখ রয়েছে। ১৫ দিন হবে। এটা প্রয়োজনে ৭ দিনেও করা যায়। কিন্তু ইমারজেন্ট মিটিং আর শর্ট মিটিং দুইটাতো আর এক জিনিস না। ইমারজেন্ট মিটিং হলে পরে হয়তবা করা যেতে পারে। কিন্তু এই যে শর্ট নোটিশের জায়গা প্রভিশন ইজ দ্যায়ার। এটাতে বাড়তি কিছু নেই। কাজেই এর জন্যতো এত ভাবার কিছু নেই। আমাদেরতো ১০ দিন পূর্বেই ইনফরমেশান দেওয়া হয়েছে। দেয়ার ইজ্‌ এ প্রভিশান।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, এটা আমাদের বক্তব্য নয়। আমাদের বক্তব্য হল, অধিবেশন এবার দুই দিনের জন্য করা হচ্ছে। সেটা কেন কম পক্ষে ৭ দিন করা হবে না (ওয়ার্কিং ডেইজ)?

মিঃ স্পীকার ঃ- সেটাতো বললামই যে এটা স্পীকারের সঙ্গে কোন বিষয় নয়।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- শুনুন স্যার, আমাদের অল ইন্ডিয়া পার্লামেন্টারী কমিটিতে।

শ্রী সুদীপ রায়বর্মন ঃ- স্যার, আমরা ঐ অনুসারে যদি যাই তাহলে দেখা যাচ্ছে, সিটিং অব দ্য হাউস, চাপ্টার ১৭

(প্র্যাকটিস এন্ড প্রসিডিউর অব পার্লামেন্ট) এখানে উল্লেখ করা আছে, ফর ফিক্সিং এ সিটিং অব দ্যা হাউস দ্যা স্পীকারস্ পাওয়ার ইজ এবসুলেট অন্ড দ্যা কনসেন্ট াব দ্যা গভর্নমন্ট ইজ নেদার নেসেসারী নর সর্ট। হাউএভার, দ্যা স্পীকার নর্মালি গোজ বাই দ্যা জেনারেল উইসেস্ উইস্ অব দ্যা হাউস অব দ্যা রিকমেনডেশান অব দ্যা বিজনেস এডভাইজারি কমিটি এজ এডপটেড বাই দ্যা হাউস। হাউএভার দ্যা স্পীকার এয়াচেস্ দ্যা ইন্টারেস্ট অব দ্যা মেম্বারস্ মেইক্ সিউর দ্যাট প্রাইভেট মেম্বার গেট এ প্রপার শেয়ার ইন দ্যা টাইম এভেইলেবল ডিউরিং এ সেসান। গো বাই দ্যা বুক। আপনি বলছেন, ডিসক্রিসনারী পাওয়ার। ইট ইজ এবসলিউটলি ইউর ডিসক্রিসনারী পাওয়ার।

মি ঃ স্পীকার ঃ - এই বিষয়ই আমরা বিজনেস এডভাইজারী কমিটিতে বলেছি। তখন উনাদেরও বলেছিলাম। উনারা বলেছেন যে আর কোন বিজনেস উনাদের কাছে নেই। কাজেই এখানে স্পীকারের কি করার আছে?

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ - এটাকে আরো একটু এলাবরেট করতে চাই। পি এ সাংমা যখন স্পীকার ছিলেন তখন তিনি ইচ্ছামত যখন দেখলেন হাউস ডিস অর্ডার। তখন আবার তিনি হাউস ডাকলেন। কাজেই স্পীকারই হচ্ছেন এই ক্ষেত্রে সুপ্রীম অথরিটি। এই বইতে যেটা বলা হয়েছে, সেটাই পি এ সাংমা কার্য্যকর করেছেন। আর ঐ সম্মেলনে কি বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, পার্লামেন্ট বা বিধানসভায় কেন গন্ডগোল হয়? নন অ্যাভাইলিটি অব এডুকুয়েট টাইম এন্ড কনসিকুয়েন্ট ফ্রাস্টেসন অব্ মেম্বারস্। এই কারণটা এখন সবাই বলছেন। প্রত্যেকের এলাকার বহু সমস্যা আছে। আমরা কিছুই করতে পারব না। শুধু সরকার করবে। এটাতো নয়। কাজেই ইউ আর সুপ্রিম অথরিটি। আপনি বাড়াতে বা কমাতে পারেন। এটা আপনার উপর নির্ভর করে। বি এ সি রিপোর্ট নেসেসারিলী নট রিকোয়্যার। এটা শুধুমাত্র ফর্মালিটি। এটা দরকারই নেই। এটা আপনিই পারেন স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ- আপনাকে কে বলছেন দরকার নেই? তাহলেতো স্পীকারই সব কিছু। এটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা। তাহলে বি এ সির কোন দরকার নেই। এই রকমভাবে বললে চলবে না। এটা হচ্ছে ইন কনর্সান অব দি লিডার অব্ দি হাউস। তারপরে যদি এই রকম একসটেনশন হয় যদি হাউস অনুমোদন করে যে আমরা হাউস আরও বাড়াব তাহলে অসুবিধা কি আছে? প্রশ্ন হচ্ছে স্পীকার হচ্ছে সোল অথরিটি। কাজেই, এটা সব সময় হচ্ছে, হাউসের এসেন্ট নিয়ে অনেক কিছু করা যায়।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ - একটা বিষয় নিয়ে তখন কথা উঠেছিল আলোচনা ছাড়াই লিডার অব্ দি হাউস উইথ আউট নলেজ অব্ প্রাইমমিনিস্টার তিনি করেছিলেন তখন এটা নিযে প্রশ্ন উঠেছিল যে এটা করতে পারে কিনা? পারে। কাজেই, কনস্টিটিউন্যাল হিজ এমপাওয়ারমেন্ট ওয়্যার সুপ্রীম অথরিটি। ইউ হ্যাভ কাস্টডি অব্ দি হাউস, ইউ কেন টেক দি রিজন, নেসেসারী নট রিক্যুয়ারড দি অপনিয়ন অব্ অপজিশন লিডার।

মিঃ স্পীকার ঃ- আপনাদের বলি, দিস ইজ দি ইনসপেকটিভ অব্ দি কনসেন্ট অব্ দি গভর্নমেন্ট এন্ড আই বিলিভ আই হেভ গেট দি পাওয়ার অব্ ফিক্সিং প্রোসিডিং ফ্রম ডে টু ডে। যে ব্যাপারটা আছে এটাকে প্রায়রিটি দিয়ে কোনটা কি হবে না হবে এটা হচ্ছে স্পীকারের জুরিডিকশান। কিন্তু এটাকে একসটেন করে দেওয়া উইথআউট কনসেন্ট অব্ দি লিডার অব্ দি হাউস এটা হতে পারে না। আর এখানে স্পীকারের কোন ক্ষমতা নেই।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, পার্লামেন্টের যে বিষয়টা এটা আপনি সঠিকভাবে বলেছেন, এটা স্পীকারের উপর নির্ভর করে না, হাউসের উপর নির্ভর করে। তবে আজকে যে বিজনেস্ অ্যাডভাইজারী কমিটি তা একটা বিজনেস রেখেছেন গ্রহণ করবে না, এটা হাউসের উপর নির্ভরশীল। আপনারা এরজন্য সময় নির্দিষ্ট করেছেন। সেখানে এজেন্ডা আছে, বিজনেস প্লেস করবেন সেখানে প্রত্যেক মাননীয় সদস্য তাঁরা তাদের মতামত রাখতে পারেন।

তারপর হাউস একটা সিদ্ধান্তের মধ্যে আসবে। এখন, সময় বাড়ানো কমানো যায় কিনা এটা বিএসি ছাড়া, তাদের সুপারিশ ছাড়া সম্ভব না। দরকার হলে, বিএসি কমিটি বসে দেখেন যদি সেখানে সময় বাড়ানোর দরকার, তাহলে তারা সেটা দেখবেন সরকারের প্রস্তাব সেখানে রাখা হবে। সুতরাং আমার অনুরোধ থাকবে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের কাছে যে এখন প্রশ্নপর্ব, প্রশ্নপর্ব চলুক। সময়মতো এইসমস্ত মতামত আছে সব দিতে পারবেন। সেখানে সেই সুযোগ আছে। এখন কোয়েশ্চান আওয়ার এটা যদি না থাকত তাহলে এক কথা ছিল।

শ্রী দীপককুমার রায় (বড়জলা) **:-** মিঃ স্পীকার স্যার, কমিটির মিটিংতো হয়েছে, সেখানে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বলেই তো হাউসে আলোচনা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :- উনি বলেছেন যে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে ।

শ্রী দীপককুমার রায় :- আজকে এখানে হাউসে বসে আপনাকে বলতে হবে যে, এই সভার সময় বাড়ানো হবে কি না এই কারণে, রাজ্যের যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষে কি নতুন প্রকল্প রয়েছে আর কি ব্যর্থতা রয়েছে তাই নিয়েতো আলোচনা হবে। সেখানে দুইদিন হাউস করে এটা জনগণের কণ্ঠকে, বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার জন্য একটা অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে পার্লামেন্ট এফেয়ার্স মিনিস্টার বসে আছেন উনার দফতরের কোটি কোটি টাকার কেলেংকারী, পঞ্চায়েত দফতরের লুটতরাজ, টিএসআরের রাইফেল ছিনতাই, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে বসে আছেন। আমরা এইসব কথাবার্তা বলব আমাদের বলার জন্যইতো এখানে আসা। এখানে বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার যে অপকৌশল এটাকে বন্ধ করতে হবে। বিএসির মিটিং এ কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। যার জন্য আজকে আমরা এখানে আলোচনা করছি। আপনাকে সময় বাড়াতেই হবে।

মিঃ স্পীকার : প্রশ্নপর্ব শেষ হউক তারপরে। মাননীয় সদস্য শ্রী প্রণব দেববর্মা।

শ্রী প্রণব দেববর্মা (সিমনা) **:-** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৬

(গন্ডগোল)

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) **:-** স্যার, বিএসিতে বার বার দাবী জানানো হয়েছিল সেখানে পরিষদীয় মন্ত্রী মহোদয় ছিলেন এখন এখানে চুপ করে বসে আছেন। তিনি বাধা দিলেন যে না হবে না। আপনার কথায়ই বুঝা যায় আপনি বলেছেন আমি অসহায়। আমার কিছু করণীয় নেই।

মিঃ স্পীকার :- না, না, অসহায় মানে, আমি বলে দিয়েছি আরও পাঁচ দিন বাড়ানো হল এটা কি বলা যায় ?

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) **:-** আমি এটাই বলেছি, বাড়ানোর ক্ষমতা কিংবা এই সদস্যদের মতামত এটা আপনি রক্ষা করতে পারছেন না কিংবা আপনার ক্ষমতা নেই। এটা তো আপনার অক্ষমতা। এটাইতো বুঝায় যে আপনি অসহায়। কিন্তু বিধানসভায় আলোচনা হবে না এটা কি করে হয়।? আমরা তো প্রথমেই বলেছি যে, প্রশ্ন পর্ব বাদ দিয়ে এটা নিয়ে আলোচনা হউক, তার পরে সিদ্ধান্ত নিন যে হাউস বাড়িয়ে দেব তা হলেতো কোন বিতর্ক থাকছে না। আপনি আপনার সিদ্ধান্ত দিননা। আপনি বার বার বলছেন যে প্রশ্ন পর্ব শুরু হয়ে গেছে আপনি এই বিষয়ে লিডার অব দি হাউজের সাথে আলোচনা করুন। আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিএসির প্রস্তাব তো এখনো আমাদের সামনে উপস্থিত হয়নি। প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে উত্তর ইত্যাদি হবে তারপরে এটা আসবে। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে মতামত তো যা দেওয়ার দিয়ে দিয়েছেন। আমাদের মাননীয় সদস্য বলছেন, ওটা যখন আসবে তার পরে মত। এর পরে তো নতুন কিছু মত আসবে না। মত যা আসার এসে গেছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করব এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করে বলব বিএসির যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবটি হাউসের সামনে উপস্থিত করা। যেহেতু সময় নিয়ে এখানে মতবিরোধ আছে এই মত বিরোধ দূর করার জন্য আবার বিএসি বসুক। বিএসি বসে আমাদের বিরোধী দলের সদস্যারা যা বলেছেন, সেটা বিবেচনায় রেখে, কি করা যেতে পারে না পারে যেহেতু আপনি মিটিংটা চেয়ার করছেন। কাজেই সেই সভাতে আলোচনা করে যদি মোডিফাইড ফর্মে প্রস্তাব থাকে বিধানসভার সামনে তা হলে নিয়ে আসবেন। আমার মনে হয় এটা হতে পারে। কাজেই আমি অনুরোধ করব প্রশ্ন উত্তরের যে পর্ব, এটা শেষ হউক তার পরে বি এ সি মিটিং ডাকুন। আমার মনে হয় এটা করা যেতে পারে।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় লিডার অবদি হাউস যেটা বললেন আমাদের এই ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই। তবে আপনি আগে বিধানসভা মুলতুবী করে বিএসি মিটিং এ বসুন। সেখানে আলোচনা করুন। এটা না হলে আমাদের আপত্তি আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ - শুনুন জওহর বাবু, বিবেচনা করেই লিডার অব দি হাউজ কথাটা বলেছেন। আমাদের যে বিজনেস্ আছে এবং বি এ সি যে রিপোর্ট আছে সেটা আগে এস্কসেপ্ট হউক। তাতে কোন আপত্তি থাকার কথা না। তারপরে বি এ সিতে আলোচনা করুন। সেখানে কমিটির সদস্য যারা আছেন সবাই থাকবেন। এটা সবাই মিলে বিচার করুন হাউস মুলতুবীর প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে?

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লিডার অব দি হাউজ বলেছেন বি এ সি বসতে, সেই জন্য বলছি হাউজ এড্‌জর্ন করে বি এ সি বসুক।

(গন্ডগোল)

মি স্পীকার ঃ - আগে বি এ সির রিপোর্ট এস্কসেপ্ট হউক, তারপরে দেখা যাবে।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- এখানে লিডার অব দি হাউস বলেছেন যে বি এ সি বসতে উনার কোন আপত্তি নেই। তা হলে আপনি কেন বলছেন যে এটা চলুক। আপনি কেন আপত্তি করছেন?

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- এটা যে বি এ সির সিদ্ধান্ত তা তো আগে এক্সসেপ্ট হতে হবে। তারপরে টাইম এক্সটেশনের ব্যাপারে কি করা যায় দেখব।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- এখানে লিডার অব দি হাউস তো বলেছেন যে বিএসি বসতে উনার কোন আপত্তি নেই। আপনি কেন বলছেন যে এখন চলুক।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নোউত্তরের পর্বটা শেষ হউক তার পরে কন্ডুলেন্স আছে। এটা শেষ করে কিছু সময়ের জন্য আমরা অপেক্ষা করব, আপনার চেম্বারে বি এ সির সদস্যদের নিয়ে বসুন। আপনাদের যদি কোন পুনঃ বিবেচনার সুযোগ থাকে এটা সম্পূর্ণ করার পর নিয়ে আসুন। আমরা অপেক্ষা করব।

(গন্ডগোল)

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার এটা প্রশ্ন না। পার্লামেটে ৫০০ সদস্য আছেন। এবং প্রত্যেক সদস্য ১০ টা, ২০ টা ও ৫০ টা করে প্রশ্ন দেন। সেটা নিয়ে সেখানে লটারী হয়। লটারী করে মাত্র ১০ জনের প্রশ্ন সেখানে এডমিট করা হয়। তার কোন মানে হয় না যে, সকল সদস্য বিধানসভায় প্রশ্ন দেবেন সব প্রশ্ন বিধানসভায় আসতে হবে।

শ্রী সুধন দাস (রাজনগর) **:-** মিঃ স্পীকার স্যার, এখন এই আলোচনার অর্থই হবে, এখন যে প্রস্তাবটা এসেছে এটা খুবই ভাল প্রস্তাব। এখন সময় নষ্ট না করে যে প্রস্তাবগুলি আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি। এখানে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জনগণের স্বার্থে যে প্রশ্নগুলি এসেছে এইগুলির উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদেরকে সাহায্য করুন। এখানে আমাদের প্রশ্ন আছে। রাজ্যের জনগণের স্বার্থেই এটা মেনে নেওয়া দরকার। পরবর্তী সময় যেটা সময় বাড়ানোর ব্যাপার আছে সেটা দেখা যাবে।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) **:-** মিঃ স্পীকার স্যার, হাউসে কন্ডোলেন্স করার পরে আপনার চেম্বারে বসে বিজনেস এডভাইজারী কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এই প্রস্তাবটা আমরা গ্রহণ করলাম।

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য প্রণব দেববর্মা।

শ্রী প্রণব দেববর্মা (সিমনা) **:-** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৬

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) **:-** মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি লিডার অব হাউসের যে প্রস্তাব সেটা গ্রহণ করেছেন কি না, সেটি তো কিছুই বলেন নি।

মিঃ স্পীকার : -এখানে বলা হয়েছে যে কন্ডোলেন্স মোশানের পরে বসা হবে এই বিষয়ে আমার কোন অমত তো আমি জানাই নি। মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিন।

শ্রী নারায়ণ রূপিণী (মন্ত্রী) **:-** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৬

১ নং প্রশ্ন : দুর্গম উপজাতি মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য বিগ সাইস্ড ক্লাস্টার গ্রহণ করার পরিকল্পনা দপ্তরের আছে কি না ?

২ নং প্রশ্ন : যদি থাকে কি পদ্ধতিতে করা হবে ?

৩ নং প্রশ্ন : যদি না থাকে তার কারণ ?

১ নং উত্তর : প্রত্যন্ত এলাকায় জুমিয়াদের একত্রে করে পুনর্বাসন দেওয়া প্রকল্প (রি গ্রুপিং) গ্রহণ করার প্রস্তাব আছে।

২ নং উত্তর : প্রত্যন্ত এলাকায় জুম চাষিদেরকে একত্রিত করে এলাকায় পুনর্বাসন দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে, এই পরিবারগুলিকে সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম কার্য্যকরী করার জন্য উপযুক্ত যৌথ পরিকাঠামো শক্তিশালী করে তোলার প্রস্তাব আছে। একত্রিতভাবে জুমিয়াদের পরিকল্পনা রূপায়ণের পন্থা পদ্ধতি হবে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই প্রজেক্গুলি রূপায়ণে কার্য্যকরী ভূমিকা নিতে হবে।

৩ নং উত্তর : প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ ।

শ্রী রতনলাল নাথ : - মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭০।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:-** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ১৭০।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যের চারটি জেলার সদর মহকুমা শাসক হিসাবে যারা নিযুক্ত হবেন তাদের অবশ্যই টি সি এস গ্রেড ১ ক্যাডারভুক্ত হতে হবে বলে ৩১-০৩-২০০১ ইং তারিখে একটি সবকারী নোটিফিকেশন জারী করা হয়েছিল।
২) সত্য হলে উল্লিখিত তারিখের পর থেকে মহকুমা শাসকদের পোস্টিং দেওয়ার ক্ষেত্রে নোটিফিকেশান সঠিক ভাবে অনুসৃত হচ্ছে কি,

৩) না হয়ে থাকলে কারণ,

৪) শীঘ্রই এই ব্যাপারে যথার্থ কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২) কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশাসনিক প্রয়োজনে ও বৃহত্তর জনস্বার্থে টিসিএস গ্রেড টু অফিসার দিয়ে কোন কোন পদ পূরণ করা হয়ে থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে সম সংখ্যক ক্যাডারভুক্ত পদ মুলতুবি (কিপট ইন এবয়েন্স) রেখে এক ক্যাডার পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩) এবং ৪) ২ নং প্রশ্নের উত্তরে পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না। তবে এখানে আমি যেটা বলতে চাইছি, এটা পরবর্তী সময় সংশোধন করেছি। সংশোধন করে এখানে টি সি এস গ্রেড টু নেওয়া যেতে পারে ফর পাবলিক ইন্টারেস্ট।

শ্রী রতনলাল নাথ :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রশাসনিক প্রয়োজনে এবং জনস্বার্থে কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রেড টু দিয়ে এইগুলি ফিল আপ করা হয়ে থাকে। আমার সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন হলো, যখন সরকারী কোন সিদ্ধান্ত হয়, যখন নোটিফিকেশান হয় তখন সেটা কেবিনেট এ সিদ্ধান্ত নিয়েই করতে হয এবং ৩১-০৩-২০০১ ইং তারিখে জেনারেল এডমিনিস্ট্রেশান (পার্সোনাল এ্যান্ড ট্রেনিং) দপ্তর থেকে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং নোটিফিকেশান হয়েছে। ইন এক্সারসাইজ অব দ্যা পাওয়ারস্ কনফার্ট বাই দ্যা প্রভাইজ টু আর্টিকেল ৩০৯ অব দ্যা কনস্টিটিউব অব ইন্ডিয়্যা দ্যা গভর্নর ইন কন্সালটেশান উইথ দ্যা ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন মেইড দ্যা ফলোয়িং রুলস্ ফারদার টু এ্যামোনডেড ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস রুলস এখানে বলেছে ওয়েস্ট, নর্থ, সাউথ এবং ধলাই এই ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারে যে সাব ডিভিশানগুলো রয়েছে, সেগুলোতে সিনিয়র ডেপুটি মেজিসট্রেট অর্থাৎ টি সি এস গ্রেড ওয়ান দেওয়া হবে। এখানে তো রাজ্যের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব সরকারী সিদ্ধান্তটাকে উপেক্ষা করার কারণ ১৭-০৫-২০০২ ইং তারিখে একটি চিঠি দিয়েছিলাম, আমার মনে হয় সরকারী সিদ্ধান্তটা সরকার নিজেই মানছে না এবং দেখা যায় পরবর্তী সময়ে সেগুলো নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এটা পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্তটা কবে নাগাদ নেওয়া হয়েছে সেটা জানালে বাধিত হব।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি আমরা ২২-০৮-২০০২ ইং তারিখে।

শ্রী রতনলাল নাথ :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তাহলে সিদ্ধান্তটা হয়েছে ৩১-০৩-২০০২ইং তে। আমি একটি চিঠি দিয়েছিলাম ১৭-০৫-২০০২ ইং তারিখ। তাহলে কি যদি সত্যিই নোটিফিকেশানে যদি গলদ থেকে থাকে বা জনস্বার্থের প্রশাসনিক কাজ চালাতে গিয়ে যদি সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হয় তাহলে কিন্তু মার্চ ৭ কিন্তু এরপরে এতোদিন চলে গেল, প্রায় দেড় বছর চলে গেল। তাহলে কি এটা কি কোন রকম বিভ্রান্তি, সামনে নির্বাচন যাতে ইএ অ্যামেন্ডম্যান্টা যেটা আগস্ট মাসে করা হযেছে, সেটা কি রাজনৈতিক স্বার্থ নিয়ে না কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত রয়েছে কিনা যে টি সি এস গ্রেড ১ কে দিলে ঐ পারপাসটা সলব হবে না এমন কোন অভিসন্ধি রয়েছে কিনা। নতুবা অ্যামেন্ডমেন্টের প্রয়োজন ছিল কেন আজকে দেড় বছব পর। এটা কেন দেড় বছর আগে হলো না ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- এই ব্যাখ্যাটাতো আপনার মত, এই মতের উপর আমার কোন মন্তব্য চলে না। তবে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য সরকার মনে করছে শুধু গ্রেড ওয়ান এই হেড কোয়ার্টারের সাবডিভিশানগুলোর জন্য এস ডি এম নিয়োগের ব্যাপারটা এটা সেক্রোসেন্ট হওয়া ঠিক না। কাজের সুবিধার জন্য গ্রেড টু এর মধ্যে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, দক্ষতা সম্পন্ন অফিসার আছে, তাদেরকেও আমরা এই সুযোগ দিতে চাই।

মিঃ স্পীকার :- না অনেকগুলো হয়েছে, আর না।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- স্যার, কৈলাসহরে যে এস ডি ও সাহেব কে দেওয়া হয়েছে। সুধীর সরকার জানি না এখন আছেন কি না। না পরবর্তী সময় চেঞ্জ হয়েছে কি না, খুব জুনিয়র অফিসার ব্লক লেভেলের বিডিও ছিলেন, এবং আমবাসায় দেওয়া হযেছিল ডি পি দেববর্মা, আবার আজকের পত্রিকায় দেখেছি একজন আই এ এস অফিসারকে দেওয়া হযেছে। আমার কথা হলো ৩১-০৩-২০০১ইং এর পরে, আগস্ট ২০০২ইং দেড় বছর পর এর আগের অর্ডার গুলি কি বে-আইনী হয়নি? ৩১-০৩-২০০১ ইং এ নোটিফিকেশান জারি করার পর এই বছরের আগস্টের আগে যতগুলি অর্ডার হয়েছে সেটা বে আইনী নয় এজ্ পাব সার্কুলেটেড ডেড্ ৩১-০৩-২০০১। তাহলে সেই সব এস ডি ও বা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা বে আইনী এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যেহেতু এইগুলি গ্রেড্ ওয়ান হওয়ার কথা, এই পোস্টগুলিকে কেপটেইন্ এভেন্সে রেখে এক্স ক্যাডার পোস্ট তৈরি করে তাদের কে আমরা নিয়েছি। এটা সরকার করতে পারে। আজ থেকে দশ বছর আগে যদি কোন সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে সেটা দশ বছর পর বাস্তব অবস্থার উপর পরিবর্তন হবে না কে বলল? এবং এই যে বিএসি এর বিষয় নিয়ে তো আলোচনা করলাম আজ থেকে বিশ বছর আগে পার্লামেন্টারী প্রেক্টিস্ এবং অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে তার মধ্যে কিছু মোডিফিকেশান কিপিং দ্যা ডে টু ডে নিউ এক্সপেরিয়েন্স, ল ডিপার্টমেন্টের সাথে আমরা কনসাল্ট করেছি, ল ডিপার্টমেন্ট আমাদের এই রকম কোন কথা দেয়নি। সব দিক বিবেচনা করে আমরা এই মোডিফিকেশান করেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস।

শ্রী সুধন দাস ঃ- এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নং - ৮৫

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ মিঃ স্পীকার - স্যার, এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নং ৮৫

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য রাজ্যের কাজু বাদাম চাষীরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি?

৩) এই অবস্থার উন্নতির জন্য দপ্তর কি উদ্যোগ নিয়েছেন?

৪) রাজনগর ব্লক একটি কাজু প্রসেসিং সেন্টার করা হবে কি?

উত্তর

১) না, ইহা সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রী সুধন দাস ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সরকারের তরফ থেকে কাজু বাদামের ন্যূনতম মূল্য ঘোষণা করা আছে কি না এবং যদি থাকে তাহলে দপ্তরের তরফ থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, কাজু বাদামের কোন সুনির্দিষ্ট মূল্য ঘোষণা নেই। কাজু বাদাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে খরচ হয়, বিক্রির ক্ষেত্রে দেখা গেছে তার বেশী হের ফের হয় না, এবং ফলে কৃষকদের প্রকৃত দাম থেকে কম দামে বিক্রি করতে হয় তখন আমরা বেশী মূল্য দিয়ে বিক্রির জন্য টাইম টু টাইম ব্যবস্থা নিই।

শ্রী সুধন দাস ঃ- সাপ্লীমেন্টারী স্যার, এখানে যেহেতু ফসলের ন্যায্যমূল্য নির্ধারিত নেই। যার ফলে ফরিয়ারা তারা যখন যা খুশী দাম দিয়ে এই ফসল কেনার জন্য বাধ্য করে। এতে গ্রাহকরা যে ন্যায্য মূল্যটা পাওয়ার কথা সেটা পায় না। এখানে একটা ন্যূনতম মূল্য ঘোষণা থাকলে সুবিধা হয়। এখানে দেখা যায়, ন্যারামেক একটা পরিমাণ ক্রয় করে তাদের

সঙ্গে কৃষক বা অন্যান্যদের আলোচনার মাধ্যমে একটা মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সেই মূল্যটা এখানকার বাজারে যে মূল্য, তার চেয়ে কম। সেই দিক থেকে চাষীরা ন্যায্যমূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়, এটা একটা দিক। দ্বিতীয়তঃ বরাবরই কাজুবাদাম চাষ যে বাড়ছে, তার মধ্যে রাজনগর এরিয়াতে সব চেয়ে বেশী হচ্ছে এবং দপ্তর থেকেও এই ব্লক এরিয়াতে কাজুবাদাম জোন হিসাবে চিহ্নিত করে কাজু বাদাম বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নিয়েছে এতে কৃষকরাও উৎসাহিত হচ্ছেন এবং সেখানে কাজুবাদাম চাষ করছে। কিন্তু এটা সমস্যা হয়ে যাচ্ছে তার বিক্রির প্রশ্নে, সেই বিষয়টা বিবেচনায় রেখে রাজনগর এরিয়ার যে অন্ততঃ ৬ হাজার কৃষক হবে, এই ব্লক এরিয়াতে। ঐ এরিয়াতেই সবচেয়ে বেশী হয়। সাউথ ত্রিপুরা বা অন্যান্য জায়গাতে ও আছে। কিন্তু ঐ এরিয়াকে বেইস করে একটা প্রসেসিং সেন্টার হলে এতে অনেক বেশী কাজুবাদাম ফসলের প্রসেসিং করা যাবে। এবং কৃষকরা আরও বেশি ভাল মূল্য পাবে। এই ব্যাপারে দপ্তর থেকে নির্দিষ্ট কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমি আগেই বলেছি ন্যায্যমূল্যটা। ন্যায্যমূল্যের দামটা আমরা এই ভাবে বুঝি, ১ কেজি কাজু বাদাম উৎপাদন করতে যা খরচ হয়, তার চেয়ে যদি কম দরে কৃষকরা বিক্রি করে, তখনই প্রশ্ন আসে ন্যায্যমূল্য এবং এখানে আমরা দেখছি যে ১ কেজি কাজু বাদাম উৎপাদন করতে খরচ হচ্ছে ৮ টাকা, বাজারে বিক্রি হচ্ছে ২০ থেকে ২১ টাকা। এবং আমরা দেখেছি প্রতি বছরের প্রথম দিকে এই ন্যারামেক সংস্থা প্রথম দিকে কিনে না সাধারণতভাবে। ফলে তখনই প্রোডাকশন কস্ট থাকে এবং বাজার প্রায় সেইম থাকে ৮ টাকা বা ৯ টাকা। এইভাবে তারা প্রাইভেট কিনে নেয়, তখনই প্রশ্ন আসে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আমাদের সরকার উদ্যোগ নিয়ে ন্যারামেক কে বলে এই কাজু বাদাম কেনার জন্য, এবং তারা এটা কিনে। আমি এখানে একটা হিসাব দিচ্ছি, ২০০১ এবং ২০০২ইং সালে ন্যারামেক মোট ৫৭ হাজার ৮৭ কেজি কাজুবাদাম কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করেছে। ২০০২ এবং ২০০৩ইং সালে এই ১৭/৬/২০০২ইং পর্যন্ত ৯৭ হাজার ৯৪৬.৫ কেজি কাজু বাদাম ক্রয় করেছে ন্যারামেক। এবং দমটা হচ্ছে ২০০১ এবং ২০০২ইং সালে ১ কেজি কাজুবাদাম-এর দাম হল ১৯ টাকা ৫০ পয়সা। ২০০২-২০০৩ইং সালে প্রতি কেজির দাম হল ২১ টাকা। কাজেই এই ক্ষেত্রে ন্যায্যমূল্য আগে থেকে নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া, এমন অবস্থা এখনও হয়নি। এবং আমি এতে বলেছি , টাইম টু টাইম কৃষকরা যাতে তার উৎপাদন কস্ট থেকে কম দামে যাতে বিক্রি না করতে হয়। কৃষকরা যাতে বেশি দামে বিক্রি করতে পারে তার জন্য আমরা টাইম টু টাইম উদ্যোগ নিয়েছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমার আর একটা প্রশ্ন আছে, প্রসেসিং সেন্টারের ব্যাপারে। প্রসেসিং সেন্টার তো এখানে ন্যারামেকের একটা ইউনিট আছে এর আগেও আমি হাউসে বলেছিলাম এবং এই রকম আর একটা উন্নত ধরনের ন্যারামেক করার জন্য কোন উদ্যোগ নিতে পারি কিনা। আমরা একটা প্রাইভেট পার্টির সঙ্গে কথা বলেছি কিন্তু তারা খুব একটা উৎসাই দেখাননি। আসতে চাননি তবে তারা কথাবার্তা বলেছে, এখনও একটা সুযোগ আছে আমরা বলেছি, এখনও যদি কোন প্রাইভেট পার্টি আসে এখানে আমাদের টেকনোলজি মিশন থেকে সেখানে কিছু তাদেরকে সাহায্য দিয়ে এই ন্যারামেক প্রসেসিং সেন্টার করে দেওয়া যেতে পারে। যদি এই রকম থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা যোগাযোগ করলে পরে আমরা সেই ভাবে আমাদের দপ্তর থেকে উদ্যোগ নিয়ে এই কাজগুলি আমরা করতে পারি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নং -২০৩ ।
শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরি (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার সার, এড্‌মিটেড্ স্টার্ট কোয়েশ্চান নং- ২০৩ ।

প্রশ্ন ঃ

১) মোহনপুর, জিরানীয়া, বগাফা, সালেমা, মাতাবাড়ি আর ডি ব্লক অন্তর্গত এডিসি এলাকা পৃথক করে নতুন ব্লক

গঠনের পরিকল্পনা আছে কি?

২) থাকিলে কবে?

৩) না থাকিলে কারণ?

উত্তর ঃ

১) এই মুহূর্তে এরকম কোন পরিকল্পনা নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) বিগত ৮ (আট) বছর সময়ের মধ্যে রাজ্যে ব্লকের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। নতুন ব্লকগুলিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তোলার কাজ এখনও বাকি রয়েছে। তাছাড়া বর্তমান ব্লকগুলির গঠন আপাতত কাজের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। তাই এই মুহূর্তে নতুন কোন ব্লক সৃষ্টি করার কথা ভাবা হচ্ছে না।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জিরানীয়া এটা একটা বিশাল ব্লক। এখানে এডিসি এলাকায় কতগুলি গাঁওসভার অন্তর্গত এবং আলাদাভাবে ব্লক না থাকার কারণে তার পক্ষে বিশেষ করে হাওড়া নদীর দক্ষিণ পাড়ে যেগুলি আছে সেগুলিতে যোগাযোগ করা অসুবিধা হয়। এইভাবে প্রত্যেক ব্লকে দেখা গেছে যে, মোহনপুর ব্লকেও কিছু রয়েগেছে। যদিও সেখানে একটা হয়েছে। ব্লক বেশি করার একমাত্র অর্থ হচ্ছে জনগণের কাছে অধিক প্রশাসনের সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। অরুণাচল প্রদেশে ৫ হাজার প্রপোলেশানের জন্য একটা ব্লক হয়। এটা ইন্যাক্সসেসিবল এরিয়া। ত্রিপুরাতেও যে ইন্ এক্সসেসিবল এরিয়া রয়েছে সেখানে আরো ব্লকের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে তারা প্রশাসনিক সুবিধা আরো বেশি পেতে পারে। এই চিন্তা ভাবনা মাননীয় মন্ত্রীর আছে কি না?

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, যেটা বলেছি গত ৮ বছর সময়ের মধ্যে নতুন করে প্রায় ডাবল ব্লক হয়েছে। মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন সেই উদ্দেশ্যেই আমরা যে ব্লক সৃষ্টি করেছি সবগুলি এই রকম দুর্গম এলাকাগুলিতে। মোহনপুর ব্লক থেকে ভেঙ্গে হেজামারা ব্লক করা হয়েছে এবং এই বছরেই আমরা কল্যাণপুর এবং মুঙ্গিয়াকামী ব্লক এবং তার আগে তুলাশিকড়, পদ্মবিল, করবুক এইগুলি মাননীয় সদস্যও জানেন। কাজেই মোহনপুর এখনও বড় ব্লক ঠিকই আছে। সেখানকার বিভিন্ন গণসংগঠনের কাছ থেকেও দাবি পাওয়া গেছে এবং জনপ্রতিনিধিরাও দাবি তুলেছেন। কিন্তু আমরা যেহেতু অনেকগুলি ব্লক করেছি তার ইনফারস্ট্রাকচার সবটা আমরা এখনও করে উঠতে পারি নি। নতুন ব্লক করলেইতো হবে না আস্তে আস্তে এটাকে স্বয়ং করতে হবে। এই জন্যই বলছি যে, এটা প্রয়োজন থাকলেও আপাতত এই মুহূর্তে আমাদের এই পরিকল্পনা নেই। নতুন একটা ব্লক করে নিশ্চয়ই আগামীদিনে সেখানকার যে এলাকাটা ইন্‌ক্সেসেসিবল তার অসুবিধার জন্য যাতে আরো ছোট করে ব্লকটা করা যায় এটা চিন্তা করে দেখা হবে।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- স্যার, মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু যে প্রশ্নটা তুলেছেন এতে দেখা গেছে গত ১৬-৭-২০০২ বলেছেন মোহনপুরে ব্লকের আন্ডারের ভগবান চৌধুরী, গামছা কোবরা, বোধজং নগর, উত্তরা বোধজং নগর, উত্তর দেবেন্দ্র নগর রাজঘাট, অভিচরণ এবং বামুটিয়া বিধানসভার সিপাইপাড়া, শম্ভুরাম, মান্দাই পাড়া বিধানসভায় রামচন্দ্র নগর, ওয়াকিনগর, শিবনগর, দক্ষিণ রামচন্দ্রনগর নোয়াবাদী লক্ষ্মীপুর এই ১৬টা গাঁওসভাকে নিয়ে একটা পৃথক ব্লক তৈরি করার মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমি বলেছিলাম সঙ্গে একটা চিঠিও পাঠিয়েছিলাম। কারণটা হল সম্প্রতি এই ৫টা গাঁওসভাকে ভেঙ্গে ১৬টা গাঁওসভা করা হয়েছে। যাইহোক, সবগুলি গাঁওসভাতে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি নেই। দেখা যায় যে, এই দুর্গম অঞ্চলগুলিতে কোন রকম যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। লেফুঙ্গা ও গামছা কোবরা এইসব জায়গায় গাড়ি চলাচল ঠিক মত চলে না। মোহনপুর হাসপাতালে রোগী নিয়ে আসতে হলে রোগী কাঁধে করে নিয়ে আসতে হয়। ওই অঞ্চলটা নিয়ে ব্লক করলে সেখানে সুবিধা হবে। ব্লক হেড কোয়ার্টার স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই। এই ক্ষেত্রেও ওই এলাকার লোকেরা আমার কাছে এসেছিল আমিও একরডিংলি চিঠিও দিয়েছিলাম। সুতরাং এই চিঠির ব্যাপার নিয়ে কেবিনেট পর্যায়ে মিটিং বা ব্লক পর্যায়ে করার জন্য কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা; না থাকলে ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখা হবে

কিনা? হেজামারা সাব ব্লক করায় ওই এলাকায় কিছুটা উপকার হয়েছে। যদিও এই এলাকাটা বেকওয়ার্ড এলাকা, ট্রাইবেল এলাকা। কাজেই ওই এলাকার কথা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে কিনা এই ব্যাপার নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- স্যার, স্পিরিটটার সম্পর্কে আমরা একমত। কিন্তু প্রশ্ন হল, একটা ব্লক সৃষ্টি করলে হবে না এগুলিকে চালাতে হবে। আমরা অনেক ব্লক করেছি সবগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়নি। কাজেই করে দিলেই হবেনা। নিশ্চয় আগামী দিনে এ নিয়ে ভাবা হবে। শুধু মোহনপুর ব্লক কেন, অন্যান্য ব্লকগুলিতেও এই রকম উদ্যোগের জন্য আমরা প্রস্তুতি এবং গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। কাজেই সেখানকার বিভিন্ন সংগঠন তারাও দাবি তুলেছে। কাজেই আমরা আমাদের অন্যান্য যে সমস্ত ব্লকগুলি করছি তা সবটাই স্বয়ং সম্পূর্ণ করার দরকার এই ক্ষেত্রে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- হেজামারা ব্লক নতুন ব্লক তৈরি করা হয়েছে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে ব্লক এলাকার কথা বলেছেন তার সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের যাওয়ার সুযোগ আছে, ওই অঞ্চলের গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা আছে। ব্লকের কাছে একটা বড় স্কুল আছে। এখানে ডাক্তার বাবুরা যাতায়াত করতেন এবং এখানকার মানুষ কৃষি সামগ্রীর উপর নির্ভরশীলতা, তাদের প্রতি ব্লক তৈরি করা হয়েছে বিবেচনা করে। আগরতলার ব্যবসায়ীরা তেলিয়ামুড়া, বিশ্রামগঞ্জের মত মোহনপুর বাজার দিয়ে হেজামারা বাজার তরিতরকারি সংগ্রহ করে আনেন। আজকে কেন বন্ধ হল হেজামারা বাজার। কিছুদিন আগে আমাদের স্বাস্থ্য কর্মীরা গেলেন তাদেরকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হল।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- সেখানে সিকিউরিটি ছাড়া কি করে যায়? অপহরণ হয়েছে অনেকবার সেখানে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- এ্যাকজেক্টলি আপনার প্রশ্ন শুনে আমি বলছি রি-এ্যাক না করলে রং ডাইরেকশনে চলে যাবে। টাকারজলা, জম্পুইজলায় ব্লক আছে, টাকার সংকুলানের জন্য করা যাচ্ছে না। ওখানে সব কাজ করা যাবে না। করবুক ব্লক আমরা করেছি আপনারা জানেন। সি আর পি এফ দিয়ে তারপরেও অফিসার বন্ধুরা সেখানে যাননা, যেতে সাহস পাচ্ছে না। মন্ত্রীর কারণে না। আমার অনুরোধ থাকবে ১৮ টাকে ৪০শে ধরে করছি। মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু যেগুলি বলছেন এই জায়গাগুলি আমরাই নজর দেবার ব্যবস্থা করছি। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু এই এলাকাগুলিকে নেওয়ার চেষ্টা করছি সব জায়গায় মহকুমায় নিয়ে যাওয়া যায় না বলে আমরা সেই জায়গায়গুলিকে ডি.সি অফিস করছি। আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করছেন, এই রকম ১৩-১৪টি ডি.সি অফিস মহকুমায় মেজিস্ট্রেট ক্ষমতা বিভক্ত করে তাদের হাতে দিয়েছি সাধারণ মানুষ যেন শহরে সার্টিফিকেটের জন্য আসতে না হয় টু টেক দিএডমিনিস্ট্রেশন টু দি কমন মার্চেস টু দি গ্রাস লেভেল। তারপর এই গুলি করে আমাদের অফিসার বন্ধুরা মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছবেন কি না এইগুলি মনে করার কোন কারণ নেই। এলাকার কথা বললে অত্যন্ত দুঃখজনক, আজকে গাড়ি মোহনপুরে আসতে পারেনা। এরা মান্দাইয়ের ভিতর দিয়ে আসা যাওয়া করে, রতনপুর ভিতর দিয়েও আসে। এই ঘটনাগুলির পেছনে বড়মুড়া ফুট হিল্‌স দিয়ে যে কারণটা এই কারণটা কিছু কিছু আমাদের দৃষ্টিতে থাকার উচিত। আমি বলব এই যে, ১০টা এলাকা আগামীদিনে আর বাড়বেনা যা আপনি বলছেন। এই যে বামুটিয়া বিধানসভা, মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্র, সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচিত হয়েছেন এই তিনটা বিধানসভা নিয়ে। এই ৪টা বিধানসভা নিয়ে একটা এলাকা করা যায় কিনা এই ব্যাপারটা আমাদের মাথায় দিন। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এই জিনিসটা কিন্তু আমরা দেখেছি যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন চট করে ডিসেন্ট্রালাইজ করলে পরে আমরা যদি স্ট্রাকচারটা ডেভেলাপমেন্ট করতে না পারি তাহলে অসুবিধা হবে। হেজামারায় যেটা করেছি সেখানে সমস্যা এখনও আছে। বাড়িটা এখনও আমরা করতে পারি নি। পাশে আসাম রাইফেলস থাকাতে আমাদের একটু সুবিধা হয়েছে।

অফিসাররা উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারছি না। ১-২ জন কনডারকে অপহরণ করে নিয়ে চলে গেল। এটা যেহেতু আপনার বিধানসভা কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকা। সুতরাং আপনার বেশি জানার কথা। সেই দিক থেকে বলব এই সুযোগটা আরও ভাল ভাবে কতটা মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় এটা যারা বাধা দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে সমস্ত গাঁও সভাগুলি নতুন করা হয়েছে সেগুলিতে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি নেই। এই রকম ১৬টা গাঁওসভাতে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি নেই সেগুলিতে যেন পঞ্চায়েত সেক্রেটারি দেওয়া হয়। বর্তমানে একজন পঞ্চায়েত সেক্রেটারি দুটো করে চালাচ্ছে। এতে অসুবিধা হচ্ছে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় যে সমস্ত ব্লক আছে এগুলি স্বশাসিত জেলা পরিষদকে অর্পণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী)ঃ- এই মুহূর্তে এ রকম পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ- প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলোর উত্তরপত্রগুলি এবং তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURES A & B

OBITUARY REFERENCES

মি ঃ স্পীকার ঃ- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ঃ-স্মৃতিচারণ পর্ব।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীতে তিনটি স্মৃতি চারণের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে স্মৃতি চারণগুলি পাঠ করব এবং পাঠের শেষে মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করব ২ (দু) মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে প্রয়াত ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে।

আমি অতীব দুঃখের সহিত এই সভাকে জানাচ্ছি যে, গত ৮ই জুলাই সোমবার, ২০০২ ইং তারিখ বিকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় ত্রিপুরার প্রাক্তন উপমন্ত্রী হংসধ্বজ দেওয়ান জি.বি. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বৎসর। বার্ধক্যজনিত রোগের কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন।

প্রয়াত হংসধ্বজ দেওয়ানের বাড়ি উত্তর ত্রিপুরা জেলার পেঁচারথল এলাকায়। প্রয়াত দেওয়ান একজন অকৃতদায় ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত সুখময় সেনগুপ্তের মন্ত্রিসভায় উপমন্ত্রী হিসেবে দক্ষতার সহিত নিজ দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

এই বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি মাননীয় সদস্য। সদস্যাগণকে ২ (দু) মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ করছি। (মাননীয় সদস্য ও সদস্যাগণ ২ মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন)।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি অতীব দুঃখের সহিত এই সভাকে জানাচ্ছি যে, গত ১২ই জুলাই, শুক্রবার, ২০০২ ইং তারিখ সকালে ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ উষারঞ্জন সেন জি.বি. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর। প্রয়াত উষারঞ্জন সেনের বাড়ি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার উদয়পুরে। দীর্ঘ ৫০ বৎসর যাবৎ তিনি উদয়পুর কোর্টে উকালতি করেছেন। ১৯৭২ সালে রাধাকিশোরপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করে তিনি বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ থাকাকালীন দক্ষতার সহিত তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রয়াত সেনের মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর

শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি মাননীয় সদস্য এবং মাননীয় সদস্যাগণকে ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ করছি।

(মাননীয় সদস্য এবং মাননীয় সদস্যাগণ ২ (দুই) মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন)।

মিঃ স্পীকার ঃ- গভীর দুঃখের সঙ্গে সভাকে জানাচ্ছি যে, গত ২৭শে জুলাই, শনিবার ২০০২ ইং তারিখ সকাল ৮-৪৫ মিনিটে ভারতের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাজনীতিবিদ এবং উপরাষ্ট্রপতি কৃষ্ণকান্ত নয়াদিল্লির অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স-এ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি বৃদ্ধ মা, স্ত্রী, দুই পুত্র এবং এক কন্যা রেখে গেছেন।

১৯২৭ সালের ২৮-এ ফেব্রুয়ারি অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর জেলার কোট মহম্মদ খান গ্রামে কৃষ্ণকান্ত জন্ম গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে তিনি "ভারত ছাড়" আন্দোলনে যোগদান করেন এবং সেই বয়সেই কারাদণ্ড ভোগ করেন। বারানসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস. সি. ডিগ্রী পেয়ে বিজ্ঞানী হিসাবে প্রথমে কর্মজীবন শুরু করলেও পরে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে আসেন এবং কংগ্রেস দলে যোগ দেন।

১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত প্রয়াত কৃষ্ণকান্ত রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৮০ সালে তিনি লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন, ১৯৭৬ সালে গঠিত " পিপলস্ ইউনিয়ন অব সিভিল লিবার্টিজ অ্যান্ড ডেমোক্র্যাটিক রাইট"- এর তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত " সার্ভেন্টস্ অব্ পিপলস্ সোসাইটি" তিনি ছিলেন সদস্য এবং পরে ঐ সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। জয় প্রকাশ নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত "গান্ধীয়ান ইনস্টিটিউট অব্ স্টাডিজ"-এর আজীবন সদস্য ছিলেন প্রয়াত কৃষ্ণকান্ত। তিনি " সায়েন্স ইন্ পার্লামেন্ট" পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। প্রয়াত কৃষ্ণকান্ত ১৯৮৯ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যের রাজ্যপালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ঐ পদে তিনি সাত বছর ছিলেন। ১৯৯৭ সালে ২১শে আগস্ট তিনি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। উপরাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ২৪ দিন পূর্বেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর মৃত্যুতে ভারতবর্ষ এক সুসন্তানকে হারাল এবং দেশবাসী হারাল তাঁদের প্রিয় একজন নেতাকে।

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য এবং মাননীয়া সদস্যাগণকে ২ (দুই) মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ করছি।

(মাননীয় সদস্য এবং মাননীয় সদস্যাগণ ২ (দুই) মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে প্রয়াত উপরাষ্ট্রপতির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন)।

CONDOLENCE MOTION

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীতে একটি শোক প্রস্তাবের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এখন আমি শোক প্রস্তাবটি পাঠ করছি এবং পাঠের শেষে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব ২ (দুই) মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করার জন্য।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ,গত ২০শে আগস্ট, মঙ্গলবার, ২০০২ ইং তারিখ সকাল অনুমান আট ঘটিকায় টাকারজলা থানাধীন অমরেন্দ্রনগরস্থিত টি, এস, আর, ক্যাম্পের জওয়ানরা তাদের দুইজন অসুস্থ সহকর্মীকে নিয়ে গাড়িতে করে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রওনা হন। অসুস্থ দুইজন সহ মোট পাঁচিশজন জওয়ান গাড়িতে ছিলেন। পথে হীরাপুর গ্রামের কাছে তাদের গাড়িটি এসে পৌছলে জওয়ানরা সন্ত্রাসবাদী বৈরীদের আক্রমণের মুখে পড়ে। বৈরীরা জওয়ানদের উপর গ্রেনেড ছোঁড়ে এবং এলোপাথারী গুলি চালাতে শুরু করে। এই হামলায় বৈরীদের

গুলিতে ঘটনাস্থলেই টি, এস, আর, সপ্তম ব্যাটেলিয়নের উনিশ (১৯) জন জওয়ানের মৃত্যু হয় এবং জিবি হাসপাতালে আরও একজন আহত জওয়ানের মৃত্যু হয়। বাকি পাঁচজন জওয়ান গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ত্রিপুরা বিধানসভা উক্ত হামলার ঘটনা এবং অনুরূপ অন্যান্য ঘটনায় বৈরী কর্তৃক নিহত হয়েছেন তাদের জন্য গভীরভাবে মর্মাহত। নিহত জওয়ানদের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতদের আরোগ্য কামনা করছে।

এখন আমি মাননীয় সদস্য-সদস্যাগণকে দু'মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে নিহত জওয়ানদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে অনুরোধ করছি।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মাতাবাড়ী) ঃ- স্যার, হংসধ্বজ দেওয়ান অকৃতদার ছিলেন না। উনার শোক প্রস্তাবে লেখা হয়েছে উনি অকৃতদার ছিলেন।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- উনার দুই স্ত্রী বর্তমান এবং ছেলেমেয়েও আছেন।

মি ঃ স্পীকার ঃ- আচ্ছা, ঠিক আছে এটা ঠিক করে দেওয়া হবে।

ANNOUNCEMENT MADE BY THE CHAIR

মিঃ স্পীকার ঃ - মাননীয় সদস্যদের এই সভা মুলতুবীর আগে একটি ইন্‌ফর্‌মেশন্ দিচ্ছি। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়ের নিকট থেকে "সর্ট ডিসকাশর্ন অন্ মেটারস্ অব্ আর্জেন্ট পাবলিক্ ইম্‌পর্টেন্স"-এর উপর দুটি নোটিশ পেয়েছি এবং জনজীবনের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির অনুমোদন দিয়েছি। নোটিশ দুটির বিষয়বস্তু হলো ঃ-

(১) " ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারী- পেন্সনার্সদের অর্থনৈতিক সমস্যা দূরীকরণে শীঘ্রই বকেয়া ১৭ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা সহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধাগুলি প্রদান করা সম্পর্কে।"

(২) " ত্রিপুরা রাজ্যের ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের স্বার্থে সরকারী চাকুরী, শিক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা সম্পর্কে"।

উক্ত নোটিশগুলোর বিষয়বস্তুর উপর আগামী ২রা সেপ্টেম্বর, সোমবার, ২০০২ ইং তারিখে এই সভায় আলোচনা হবে।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ- স্যার, আমার একটা সর্ট ডিসকাশন নোটিশ ছিল।

মিঃ স্পীকার ঃ-মনে হয় এই ব্যাপারে প্রশ্ন আছে তার জন্য এটা আসেনি। অবশ্য আপনার আর একটা দেখেছি, এটা হয়তো পরে আলোচনা হবে, এই ব্যাপারটা আমি আমার চেম্বারে গিয়ে দেখব, কেমন ?

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- স্যার, এটাতো সর্ট ডিস্‌কাশন নোটিশ, যেগুলি আগে আলোচনা হয়ে গেছে সেগুলি আসবে না। সুতরাং প্রশ্ন আছে এই গ্রাউণ্ডে এটা কি করে বাদ পড়ে ?

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে, আমি চেম্বারে গিয়ে দেখছি ব্যাপারটা কী, কেমন ?

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- আমারও আর একটা রয়েছে, স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে, আমি চেম্বারে গিয়ে দেখব ব্যাপারটা কী ।

শ্রী রতন লাল নাথ ঃ- আচ্ছা।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন আমি বিজনেস অ্যাড্‌ভাইসারী কমিটির মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি আমার চেম্বারে আসার জন্য, এখন বিজনেস অ্যাড্‌ভাইসারী কমিটির মিটিং শুরু হবে। এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS at. 2.00 p.m.

REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE-Adopted

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ,সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো-"বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও গ্রহণ করা"।

বর্তমান অধিবেশনের ২৯ শে আগস্ট বৃহস্পতিবার, ২০০২ ইং তারিখ হইতে ৩রা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার,.২০০২ ইং তারিখ পর্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য " বিজনেস্ এ্যাডভাইজারী কমিটি" যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছে সেই রিপোর্টটি এই সভায় পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ২৯ শে আগস্ট বৃহস্পতিবার, ২০০২ ইং তারিখ হইতে ৩রা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার ২০০২ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনার জন্য" বিজনেস্ এ্যাডভাইজারী কমিটি" যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছে তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একটি অ্যামেন্ডমেন্ট মোশান আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে," বিজনেস্ অ্যাডভাইজারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত"।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো-

শ্রীকাশীরাম রিয়াং ঃ- স্যার, আমার অ্যামেন্ডমেন্ট মোশান হচ্ছে -**As per rule 236 (2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Tripura Legislative Assembly. I would like to move an amend The Report of the Business Advisory Committee be referred back to the Committee for extension of the House till 6th September, "2002".** স্যার, আমরা প্রথম বেলায় আলোচনা করেছি যে, আগামী শুক্রবার পর্যন্ত যাতে অধিবেশন বাড়ানো হয়। যাতে প্রত্যেক দপ্তরের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারি, প্রশ্নগুলি যাতে হাউসে উঠে, যাতে প্রাইভেট মেম্বারস রেজিউলিশন আনা যায় তারজন্য আমরা শুক্রবার পর্যন্ত হাউস বাড়ানোর দাবি করছি। কাজেই আমাদের এই মোশানটা যাতে বিবেচনায় আসে তারজন্য আমি আপনার কাছে অনুরোধ রাখছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- প্রশ্ন হচ্ছে এটা নিয়ে প্রথম বেলায় অনেক আলোচনা হয়েছে। তার পরে আমরা আবার বিজনেস্ অ্যাডভাইজারী কমিটি বসেছি। বসে সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের সবাই আলোচনা করেছেন মোটামুটি সবাই তারমধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে আরও বাড়ালে ভাল। তবে আমার ধারণা হয়েছে যে, সবাই প্রায় এটা বলেছে তবুও আমরা ৩ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছি তবে আপনাদের মত ছিল না এবং তারপরে আমি আবার এড করেছি যে আপনাদের প্রয়োজন। যদিও সরকারের কোন বিজনেস্ নেই।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- প্লিজ, প্লিজ বসুন, এখানে সরকার- এর পক্ষ থেকে বার বার বলা হয়েছে যে সরকারের কোন বিজনেস্ নেই।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- স্যার, আমরা বলছি যে শুক্রবার পর্যন্ত বাড়াতে হবে এবং আমরা বলেছি আপনারা সিদ্ধান্ত নিলে চলবে না শুক্রবার পর্যন্ত করতে হবে। আপনারা সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে নিতে পারবেন কিন্তু সেটা আমরা মানব না। এখন কোন সদস্য যদি এখানে সংশোধনী আনে সেটা আগে আলোচনা হবে। এখানে প্রভিশন আছে, আপনি দেখুন স্যার, রুল মেনসন করা হয়েছে সেই রুল মোতাবেক আলোচনা চলুক তার পর অন্য ব্যাপার।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি মনে করি না এটা আলোচনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রভিশন ইজ দেয়ার যে আলোচনা করা যেতে পারে। এটা মাস্ট এইরকম না, মেনডাটরী এইরকম না। কাজেই ইট ইজ নট এ মাস্ট, মে বি। কাজেই আলোচনা হয়েছে তারপরে যদি বলেন ঠিক আছে আলোচনা করুন।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা)ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার,এই আলোচনার জন্য না, এটা বিবেচনার জন্য। ৬ তারিখ পর্যন্ত বাড়ানো হউক।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার। স্যার, যে সময়ের জন্য আমরা লড়াই করছি সেই সময় কিন্তু আমরা এখানে নষ্টও করছি।

যাই হউক, আমাদের বিরোধী সদস্য বন্ধুদের আলোচনার যে আকুতি তার প্রতি সম্মান রেখে, যদিও আপনারা বিজনেস্ অ্যাডভাইজারী কমিটির মিটিং ডেকেছেন, আলোচনা হয়েছে। আমি বি.এ.সিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে তারা তাদের আগের অবস্থান থেকে একটু সরে এসে একটু সময় বাড়িয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে আর একটা সংশোধনী এসেছে তাতে বলা হয়েছে ৬ তারিখ পর্যন্ত করার জন্য। আমার মনে হয় একটা জিনিস বুঝতে হবে যে বিজনেস তো থাকতে হবে, বিজনেস ছাড়াতো অধিবেশন্ চলতে পারে না। এই জায়গায় প্রতিনিধি সরকার -এ যে দল বা সরকার তাদের দিক থেকেও মূল বিজনেস -গুলো আসবে। তার অর্থ এই যে দলের কেন ভূমিকা নেই। সরকারের যে কোন বিজনেস থাকবে তাঁর উপর বিরোধী দলের বন্ধুরা অংশ গ্রহণ করবেন, দ্যাট মিন্স্ ইট ইজ দেয়ার বিজনেস্ অলসো। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা সরকারের পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা করার পর সিদ্ধান্ত নিই। অব্ কোর্স বিজনেস মুভ করে সরকার পক্ষ। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই কথা বলার অর্থ হয় না। এটার মধ্যে আমার মনে হয় শক্তিশালী যুক্তি থাকে না যে বিরোধী দলের আলোচনার সুযোগ থাকছে না। বাজেট সেশান এক রকম বাজেট সেশান ছাড়া বাকি যে সেশান- গুলো তো বাজেট সেশান পর্যালোচনা করার সুযোগ থাকে না এটা ঘটনা। আর এখনে আমাদের -একটি সময়েরও ব্যাপার আছে। সবগুলো মিলিয়েই আলোচনার পর আরোও একদিন সময় বাড়ানো হয়েছে। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, এখন আবার বলছেন, আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে বলব সময় আর নষ্ট না করে আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা যদি মনে করেন যে আরো ভাল হয়, আমি জানিনা এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা ? আমি অনুরোধ করব আরেকদিন বাড়িয়ে দিন। এটা ০৪.০৯ ২০০২ ইং তারিখ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিন। এর পর আমার মনে হয় আলোচনা চলতে পারে না। আমার বক্তব্য হলো এটাই। তারপরেও আপনি যদি মনে করেন হাউস চলবে তাহলে চলবে, আর যদি অন্য রকম সিদ্ধন্ত নেন তাহলে কিছু করার নেই।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আসলে মনে হয় বিরোধীরা দাবি করে, দয়া করে সময় এক্সটেনশান চাইছে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলনেতা কদর্য্য করছেন শাসক দলের এই যে ব্রড এটিচিউটকে। আমি অনুরোধ করব কদর্য্য করবেন না।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- না,না আমরা কিন্তু এই কথা বলছি না।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ- কদর্য্য করবে না, অত্যন্ত ব্রড এপ্রোচ নিয়ে এই প্রস্তাবের প্রতি সম্মান দেখিয়ে বলছি ঠিক আছে আরো দুই দিন বাড়ানো হলো, সময় নষ্ট করবে না।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- না, না লিডার অব্ দ্যা হাউস উনি বলছেন এটা ০৪.০৮.২০০২ ইং তারিখ করা হয়েছে, কিন্তু আমরা চাইছি ০৬.০৯.২০০২ ইং তারিখ অব্দি করুন। অনেক সমস্যা আছে। যে সমস্যাগুলো হাউসে আলোচনা করা যায়, মানুষকে জানতে হবে। কিন্তু বিজনেস নেই কথাটা কিন্তু এই রকম নয়। এখানে সদস্যদের সুযোগ দেওয়া হউক, এখানে অনেক কিছু আসবে, অনেক ব্যাপার আছে, শর্ট নোটশ-এর ব্যাপারও আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- শুনুন জওহর বাবু লিডার অব দ্যা হাউস এখানে যে কথাটা বলছেন তাতে কি আপনারা সহমত পোষণ করেন?

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- না, না স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে। যদি না করেন তাহলে আমি ভোটে দিচ্ছি। এর পরতো আর কোন ব্যাপার হতে পারে না। শুনুন এরপরে যদি বাড়াতে হয় তাহলে আবার বি.এ.সি. বসতে হবে। কারণ এটা আবার বি.এ.সি. করে এটাকে ঠিক করতে হবে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ্যামেন্ডমেন্ট যেটা এসেছে তাব প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমি যেটা বলছি তাকে রি-এডজাস্ট করার জন্য আমি অনুরোধ করব, আপনি আধ ঘণ্টার জন্য হাউসকে মুলতবী করে বি.এ.সি. বসেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন এটা দরকার নেই। পরে বি.এ.সিতে বসব।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- আই ডু এগ্রি।

মিঃ স্পীকার ঃ- জওহরবাবু আমার বক্তব্য হচ্ছে লিডার অব্ হাউস যে কথাটা বলছেন এটা আপনি সহমত পোষণ করেন কিনা?

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা)ঃ- না, না প্রশ্নই উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ- তাহলে আমি ভোটে দিচ্ছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। "বিজনেস্ এডভাইজারি কমিটির সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।"
(উক্ত প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহিত হলো।)

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ ১ (এক্য টি) নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়টি উৎথাপনের অনুমতি দিয়েছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়েছেন তার নাম উল্লেখ করিতেছি- মাননীয় সদস্য শ্রী কাজল চন্দ্র দাস।
"১৮ই আগস্ট ২০০২ ইং দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত "ফর্ম -১১ স্পটকোটেশান-এর রমরমা" তেলিয়ামুড়া পূর্ত সাব-ডিভিশান-এ তিন কোটি টাকার কেলেংকারি সংবাদ সম্পর্কে।"

MATER RAISED BY THE MEMBER

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যে এমেন্ডমেন্ট আনা হয়েছে সেটা তো আপনি ডিস এলাউ করেন নি। আপনি কি এটাকে গ্রহণ করেছেন?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- এই ব্যাপারে মাননীয় স্পীকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং আমি সেখানে বলেছি যে একদিন সময় বাড়ানোর জন্য।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য কাজল দাস। আপনার আনীত রেফারেন্সের বিষয়বস্তু বলুন।

(গন্ডগোল)

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ- এখানে হাফ এন আওয়ার ডিসকাশনে প্রত্যেক মেম্বারকে ৫ মিঃ করে সময় দেওয়া হউক। আমরা এই মোশানকে সমর্থন করেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- না, না এটা হয় না। এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। মাননীয় সদস্য কাজলবাবু বলুন।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- না,না, এই ব্যাপারে আর কোন আলোচনা নয়। এরপরেও লিডার অব দ্য হাউস এখানে বলেছেন যে আর একদিন বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। তারপরে আর কি আলোচনা থাকে। আর এক দিনের যে হাউস বাড়ল তার জন্য আর একদিন বিজনেস এডভাইজারী কমিটিকে বসতে হবে।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আলোচনা হয়ে গেছে।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা)ঃ- না, এটা আলোচনা করা হয় নি।

(গন্ডগোল)

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী)ঃ- মাননীয় সদস্য এটা ভুল করবেন, লিডার অব দ্যা হাউস বলেছেন যে ঠিক আছে। আমি এক দিন বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। এবং বিজনেস এ্যাডভাইজারি কমিটি মিটিং করে দেখা যেতে পারে এক দিনের প্রোগ্রাম কি হতে পারে। তখন মাননীয় স্পীকার বিরোধী দলের নেতাকে বলেছেন যে লিডার অব দ্য হাউস, যে প্রস্তাব রেখেছেন, এটা এক্সসেপ্ট করুন তিনি বলছেন না। হি রেসপন্ড হোয়াট হি ডিনাইড। এখন কি হবে বলুন।

(গন্ডগোল)

শ্রী সুদীপ রায়বর্মণ ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি যে ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি সেটা হচ্ছে, অধিবেশনটা যদি আরও এক দিন বাড়ানো যেত তাহলে খুবই ভাল হত। এখনো কিন্তু বাড়ানো যায় যদি সেখানে মাননীয় লিডার অব দ্যা হাউস এবং আপনার কোন আপত্তি না থাকে।

(গন্ডগোল)

শ্রী সমীর দেবসরকার ঃ- লিডার অব দ্যা হাউস যখন বলছেন টাইমটা বাড়ানোর জন্য। তারপরও স্পীকারের সহমত চেয়েছেন। বিরোধী দলনেতা যখন মানছেন না তখন স্পীকারের কাছে ভোট চাওয়া ছাড়া আর কোন পথ ছিল না এই ভোটে হয়েছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- মি স্পীকার স্যার, উই আর নট অপোজিং লিডার অব দ্যা হাউস। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে আপনি সেলফ কন্ট্রোভারসি করে যাচ্ছেন। অ্যামেন্ডমেন্ট একসেপট করা রিজেক্ট করা এটা আপনার বিষয়। আপনি বললেন যে টা আলোচনা হতেই পারে। এর পরে বললেন যে না এটা ভোটে দিয়ে দিই। আলোচনা যখন হতেই পারে তাহলে ইট শোড বি ডিসকাসড্। দিস ইজ দ্যা থিং। উই আর নট অপোজিং দ্যা লিডার অব দ্যা হাউস। এটা তো ঠিকই আছে। কেন এটা ওল্টা পাল্টা করলেন ? এটা ত্রিশ মিনিট আলোচনা করার কোন ব্যাপার ছিল না।

মি ঃ স্পীকার - মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু শুনুন, আপনার লিডার অব দ্যা হাউস বলে দিয়েছে যে না এটা হবে না। শুনুন যখন কোন বিষয় উঠে রুলিং পার্টি, অপজিশন পার্টি আলোচনা করেই হয়। তখন আর কোন স্কোপ থাকে না। যখন মতামত দিয়ে দেওয়া হয় যে না আর এটা হচ্ছে না তখন এটা অটোম্যাটিক্যালি চেয়ার থেকে ডিসাইড করতে হবে।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- এছাড়া কোন পথ নেই। এটা নিয়ে বি.এ.সিতে আলোচনা হয়েছে। সেটা বি.এ.সিতে আলোচনার পর এটা হাউসে উত্থাপিত হয়েছে। তারপর লিডার অব দ্যা হাউস চিন্তা করে বলে দিয়েছে যে হবেনা-। দিস ইজ প্রোবলেম। হাউ দিস প্রোবলেম কালেকট দ্যা চেয়ার হোয়াট ইজ দ্যা ওয়ে দ্যা পার্ট অব দ্যা চেয়ার ? নো অলটারনেটিভ, আমি যা করেছি আমার মনে হয় ঠিকই করেছি।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- স্যার, আপনার কাছে ২টি জিনিস আছে। একটা হচ্ছে বিজনেস এ্যাডভাইজারি- কমিটি আর একটা হচ্ছে এ্যামেন্ডমেন্ট।

মিঃ স্পীকার ঃ- এ্যামেন্ডমেন্ট তো চলে গেছে। এটা তো রাখছি না।

(গন্ডগোল)

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, ...

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য কাজল বাবু বলুন।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ- স্যার, আপনি কোনটা ভোটে দিলেন ?

মিঃ স্পীকার ঃ- বিজনেস এ্যাডভাইসারি কমিটির রিপোর্টটা ভোটে দিয়েছি।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- স্যার, এমেন্ডমেন্ট নিয়ে ডিসকাসন্ হবে তো ?

মিঃ স্পীকার ঃ- এ্যামেন্ডমেন্ট তো বন্ধ করে দিয়েছি। এমেন্ডমেন্ট তো গ্রহণ করছি না।

(গন্ডগোল)

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- তারপর স্যার, কারা বলবে পাঁচ মিনিট করে দিতে হবে।

(গন্ডগোল)

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- ছয় তারিখ পর্যন্ত বলেছি স্যার, আপনি এটাকে এক্সটেন্ট্ করুন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঠিকই আছে। উনি ছয় তারিখ পর্যন্ত বলেছেন তার মানে হচ্ছে লিডার অব দ্যা হাউস এর যে প্রস্তাব টা রাখলেন মাননীয় সদস্য আরেকটা এমেন্ডমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক তুলে, সেটা আপনি যখন জিজ্ঞেস করলেন যে না এটা আমরা একমত না, লিডার অব দ্যা হাউসের যে প্রস্তাবটা উনি অপোজ করলেন। কাজেই এটা তো আর ভোটের প্রশ্ন থাকছে না। কাজেই আপনি যা বলেছেন আপনার কথাই।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ- স্যার, নট অপোজিং অব্ দ্যা এক্সটেনশান্ অব্ দ্যা হাউস বাট হিজ্ স্পিরিট, লষ্ট টু স্টীল্ এক্সটেন্স আপ্ টু সিক্স।

শ্রী রতনলাল নাথঃ- আর এমেন্ডমেন্ট প্রত্যাহার করার মালিক মাত্র একজন। এমেন্ডমেন্ট প্রত্যাহার করে না নিলে কিভাবে হবে বলুন।

মিঃ স্পীকার ঃ- তাহলে এখন রেফারেন্স পিরিওড্।

শ্রী মানিক সরকার (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের যে প্রস্তাব ভোটে দিয়েছেন সেটা তো আমরা পাশ করেছি। এখন প্রথম যেটা মাননীয় বিরোধী দলনেতা বিরোধিতা করলেন এবং

উনাদের আরলিয়ার পজিশন ঠিক করলেন ৬ তারিখ অব্দি এটা গৃহীত হয় নি। এটার উপর এখনও উনারা কথা বলছেন আমি মাঝখানে বলছিলাম মাননীয় কাশীরাম রিয়াং মহোদয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে। দরকার হলে ঠিক আছে আর একদিন বাড়িয়ে দিন। এখন এটা বাড়ানো যাবে, না, যাবে না এটা তো সিদ্ধান্ত হলনা। আমি আপনাকে অনুরোধ করব এজ্ চেয়ারম্যান অব দি কমিটি বি.এ.সি। কালকে বন্ধ আছে। কালকে যে কোন সময়ে আপনি মিটিং ডাকতে পারেন কথা বলে দেখুন যদি কিছু এডজার্স্ট করার সুযোগ থাকে করতে পারেন আমাদের কোন আপত্তি নেই।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- লিডার অব দি হাউস যেটা বললেন, সেটা আলোচনা হয় নি। এটা আজকে হবে না নেকস্ট দিন হবেএটার নতুন করে চাপটার খোলা হয় নি। সুতরাং একদিন বন্ধ হবে কি না হবে একদিন বাড়াতে হবে কি না এটার ব্যাপার আপনি প্রত্যাখান করেছেন। একবার তো বলেছেন যে বি.এ.সিতে আলোচনা হবে এই কথা আবার নতুন করে বলেছেন এখন লিডার অব দি হাউস। এটার কি হবে ?

মিঃ স্পীকার ঃ- বি.এ.সিতে বসে ফাইন্যাল করতে হবে।

(গন্ডগোল)

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এখন তো পাশ হয়ে গেল। তারপরেও মাননীয় বিরোধী দলের মুখ রক্ষা করা যায় নি। নেতার মুখ রক্ষা করার জন্য লিডার অব দি হাউস প্রস্তাব রেখেছেন। আমার মনে হয় এটা বিরোধী দলের গ্রহণ করা উচিত।

(গন্ডগোল)

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- আগামীকাল চীফ মিনিস্টারের প্রচুর প্রোগ্রাম আছে। কালকে তো এটা সম্ভবই না। শনিবারে করা যেতে পারে।

শ্রী মানিক সরকার (মন্ত্রী) ঃ- আমি বি.এ.সির মেম্বার নই। এটা ডিসাইড্ করবে বি.এ.সির অনারেবল স্পীকার, চেয়ারম্যান অব দিস্ কমিটি।

(গন্ডগোল)

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী দল এই মোশানটাতে রাজি হবেন না। সুতরাং মোশানটা ভোটে দিয়ে দেওয়া দরকার। এটা একসেপ্ট হলে হল, না হলে নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ- আপনারা বলছেন বি.এ.সি ডেকে এটা ঠিক করতে এই তো।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- কাজলবাবু বলুন।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস ঃ- এটা তো ফাইন্যাল হল না স্যার।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- মাননীয় অর্থমন্ত্রী আপনি তো জানেন এটা আইন সভা। এখানে সিসটেম মেনে তো চলতে হবে। উনাকে বলতে হবে যে প্রত্যাহার করে নিয়েছে । তারপর ডিসকাস করবে।

মি ঃ স্পীকার ঃ- এই জন্যই তো বি.এ.সিতে বসব আমরা। এটা বি.এ.সিতে বসে ঠিক করতে হবে আর কোন প্রশ্ন নেই।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- ১০ মিনিটের জন্য এডজার্ন করে বি.এ.সি এখনই করতে হবে।

মি ঃ স্পীকার ঃ- এখন না, এখন কেন, নেকস্ট ডে তে হবে।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- কেন হলিডেতে হবে?

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি শনিবারে করতে পারি, শনিবারতো হলিডে না, শনিবার ওয়ার্কিং ডে।

(গন্ডগোল)

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- বন্ধের দিন এটা ব্যাপার না। স্পীকার যে কোন দিন মিটিং ডাকতে পারেন। তিনি হলিডেতেও ডাকতে পারেন এটা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। আপনি যে সব বিষয়ে চেলেঞ্জ করছেন এটা হল অ্যাসেম্বলীর যে আইন আছে ওটা তো এইভাবে চলে না। স্পীকার বি.এ.সি মিটিং ডেকেছেন লিডার অফ দি হাউস বলেছেন আর একদিন বাড়ানোর জন্য। সেটা বি.এ.সি ডেকে ঠিক করা হবে। আবার শ্যামাচরণ বাবু বলেছেন ৩০ তারিখে অসুবিধা আছে চীফ মিনিস্টার থাকবেন না। ক্ল্যারিফাই হল? বি.এ.সি বসার পরেই সময় কমানো বা বাড়ানোর ঠিক হবে।

শ্রী রতন লাল নাথ ঃ- ১০ মিনিটের জন্য হাউস এডর্জান করে দিলে সুবিধা হবে। তবে আজকে ৫টা সময় পর্যন্ত চলুক।

মিঃ স্পীকারঃ-ওর্য়াকিং ডে হলিডে মিলে শনিবারে অফিস চলবে এটার সময় ঠিক রেখেই সময় কাভার হয়ে যাবে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- বিজনেস এডভাইজারি কমিটিতে লিডার অব দি হাউস মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা বলেছেন উপস্থিত থাকবেন। ক্ল্যারিফাইড হল ৩০ তারিখ অসুবিধা আছে। কাজেই এখানে আপনি প্রশ্ন তুলতে পারেন।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- দরকার হলে হাউস এডর্জার্ন করে আজকে বি.এ.সি মিটিং বসতে পারেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- শনিবারই বিএসি মিটিং থাকবে তাতে কি আছে? কাজে ই ন্যূনতম সময় থাকা দরকার।

মাননীয় সদস্য শ্রী কাজল চন্দ্র দাস। ডিসিশান পরে।

মিঃ স্পীকার ঃ- "গত ২৫ ~~১৮~~ই আগস্ট ২০০০ ইং দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ফ্রম ১১ কোটেশান এর তেলিয়ামুড়া পূর্ত দপ্তরের ৩ কোটি টাকা কেলেংকারী সংবাদ সম্পর্কে।" এটার নোটিশ এনেছেন শ্রী কাজল চন্দ্র দাস। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করবো এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য। যদি আজ বিবৃতি দিতে না পারেন তারিখ সময় নিতে পারেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- আগামী ৩ তারিখ এই বিষয়ে জানাব।

মিঃ স্পীকার - আরও একটি নোটিশ উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি নোটিশের বিষয়বস্তু হল না, এটা বাদ গেল।

(গন্ডগোল)

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ- ডিসকাশন ছাড়া আপনি ভোটে দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকারঃ- বিএসি আলোচনা হয়েছে এটা রেফার করেছে আমরা বলছি বিএসির উপর বসে আলোচনা করব।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ- ইট হ্যাজ বিন রেফার টু দি কমিটি।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী)ঃ- ডিক্লারেশনের ভিত্তিতেই আবার বিএসি বসবে।

মি ঃ স্পীকার ঃ- ডিসিশান হয়েছে।

শ্রী সমীর দেবসরকার ঃ- লিডার অব দ্য হাউসের প্রপোজ্যালের উপর আলোচনা হয়েছে।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ- হ্যাজনট বিন বেক টু দি কমিটি?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- উনি যে প্রস্তাব এনেছেন তার উপর আলোচনা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই একদিন বাড়ানো হয়েছে। আলোচনা হয়েছে।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ- এ্যাজ পাররোল২৩৬ উনি বলেছেন, দ্যাট দ্য রিপোর্ট অব দ্য বি.এ.সি বি রেফারড ব্যাক টু দ্য কমিটি। তাহলে আপনি বি.এ.সির মিটিং ডেকেছেন মানেইতো রেফার হয়েছে।

শ্রী সমীর দেবসরকারঃ- না না, হাউসে এটা বাতিল হয়েছে। লীডার অব দ্য হাউস যে প্রস্তাব করেছেন তার উপর আলোচনা হয়েছে।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ- হ্যাজ ইট বিন রেফারড ব্যাক টু দ্য কমিটি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় লিডার অব দ্য হাউস আলোচনা রেখেছেন যে, একদিন হাউস বাড়ানো হোক তার উপর আলোচনা হয়েছে। তার ভিত্তিতে সেশান বাড়ানো হবে একদিন। সে দিনের সাবজেক্ট কি হবে, আলোচনার বিষয়বস্তু কি হবে সেটা বি.এ.সি ছাড়াতো কেউ করতে পারবে না। তার জন্যই মাননীয় স্পীকার মহোদয় অলরেডি ডিক্লেয়ার করেছেন যে বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি মিটিং বসবে। আলোচনাটা প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হয়েছে। তারপর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এটা ব্যাক টু দ্য কমিটি এই প্রশ্নতো এখানে আসে না।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ- এই এমেন্ডমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় লিডার অব দ্য হাউস, হি স্টুড এ্যান্ড সেড ও.কে। লেট ইট বী এ্যাকসটেনডেড বাই ওয়ান ডে। দ্যাট মীনস ইট হ্যাজ বীন রেফারড ব্যাক টু দ্য কমিটি।

শ্রী মনিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, সকাল থেকে তার উপর উনারা অনেক আলোচনা করেছেন। তারপর দ্য মেটার হ্যাজ বীন রেফারড ব্যাক ট্যু বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি। সবাই সেখানে আলোচনা করেছেন। তারপর এই প্রস্তাব এসেছে। আবার একজন মেম্বার বিজনেস এডভাইসরী প্রস্তাবের পরে ৬ তারিখ পর্যন্ত হাউস বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন। আবার ডিসকাশান শুরু হলো। মাননীয় স্পীকার এ সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন, মাননীয় বিরোধী দলনেতা কিছু কথা বলেছেন, আপনারাও কিছু বলেছেন। এই সমস্ত কথার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় স্পীকার মহোদয় বললেন যে, সমস্ত আলোচনা করেই একদিন বাড়াবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বললাম যে, ঠিক আছে উনারা যখন বলছেন আরও একদিন বাড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা আপনি বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির মিটিং-এ বসে দেখুন। এরপর আর কি আলোচনা থাকতে পারে। আরতো আলোচনার কিছু নেই। তারপর বলা হয়েছে ঐ এক দিনে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে এগুলি ঠিক হবে। বি.এ.সি মিটিং কালকে না হোক পরশুদিন হবে। এটাতো ঠিক হয়ে গেছে। এখান থেকে তো মাননীয় স্পীকার শিফট করছেন না। এই সমস্ত কথা বলে কেন সময় নষ্ট করছেন ?

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ- থ্যাংক ইউ ফর রেফারিং ব্যাক টু দ্য কমিটি।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ- এটা বি.এ.সির কাছে রেফার করার কোন প্রশ্ন নেই। অন দ্য বেসিস অব দ্যাট এ শর্ট অব ডিসকাশান হ্যাজ টেকেন প্লেস। এটাকে কেন পাঠাবেন আবার ? আপনারা যদি পাঠাতে চান পাঠান। নাউ ইট ইজ দ্য মেটার অব অনারেবল স্পীকার। হি মে টেইক দ্য ডিসিশান। আই ক্যান টেল দিস, ক্যাননট বী রেফারড। দিস মে বী রেফারড। বাট ইট ইজ আপ টু দ্য অনারেবল স্পীকার। এই ৬ তারিখের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বললাম আরও একদিন বাড়ান। তার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হলো। তারপর এটা কেন বি.এ.সিতে যাবে ? যদি আপনারা নিতে চান ইট ইজ আপ টু দ্য অনারেবল স্পীকার।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দাঁড়িয়ে বললেন যে, বিধানসভা অধিবেশনের সময় আরও একদিন বাড়ানো হোক অন দি বেসিস অব দিস এমেন্ডমেন্ট। দিস ইমপ্লাইস দ্যাট, দ্যাট হ্যাজ বীন রেফারড ব্যাক টু দ্য বি.এ.সি। এখন বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি বসে এটা ঠিক করবে। দ্যাট মীনস আরলীয়ার বিজনেস হুইচ্ ওয়াজ সাবমিটেড, হ্যাজ নট বীন এ্যাকসেপটেড। এখন বিজনেস এ্যাজভাইসরী কমিটি বসে যতক্ষণই পর্যন্ত না ফারদার বিজনেস ঠিক করে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই বিজনেস হাউসে চালানো যায় না।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, টেকনিক্যাল মেটারে আমি যেতে চাই না। একটা এমেন্ডমেন্ট হয়েছে, ইমেডিয়েটলী দ্যাট হ্যাজ বিন রেসপনডেড। একর ডিংলী ওয়ান ডে হ্যাজ বীন ডিসাইডেড টু বি ফারদার এ্যাকসটেনডেড। এখন এই বর্দ্ধিত দিনে কি কি বিষয় যুক্ত হবে, না হবে এই নিয়ে যখন প্রশ্ন হচ্ছে , তখন মাননীয় বিরোধী দলনেতা আবার বিরোধিতা করেছেন। এটা ভোটে গেছে এবং বাদ হয়ে গেছে। আবার যখন প্রশ্ন উঠল আমি তারপর আবার বললাম ঠিক আছে ভোটে বাদ গেছে একদিনের বেশি যাবে না যেহেতু আমি বলেছি। মাননীয় সদস্য মহোদয়রা আলোচনা চান, ঠিক করুন কি কি বিষয় আলোচনা হবে। এর চাইতে ব্রোড এপ্রোচ্ আর কি হতে পারে বলতে পারেন?

REFERENCE PERIOD

মি ঃ স্পীকারঃ- এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী দেববর্মা মহোদয়া ও শ্রী অভিতাভ দত্ত মহোদয়ের নিকট থেকে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর একটি নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয়া সদস্যা মহোদয়ার উল্লিখিত বিষযবস্তুটি হলো -

"গত ২০.৮.০২ ইং বিশালগড় মহকুমার টাকারজলা থানাধীন হীরাপুরে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে ২০ জন দেশপ্রেমিক টি.এস.আর জওয়ান নিহত এবং আরও ৫জন আহত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুণি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা, পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ-মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এক্ষুণি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

গত ২০.০৮.২০০২ইং তারিখে আনুমানিক সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ কতিপয় অস্ত্রধারী উগ্রপন্থী হীরাপুরে একটি টি.এস.আর-এর গাড়ি আক্রমণ করে এবং এতে ২০ জন টি.এস.আর জওয়ান নিহত হন, ৫ জন জওয়ান আহত হন। এই ঘটনায় উগ্রপন্থীরা ১৭টি এস.এল.আর, ১টি এল.এম.জি, ২টি ওয়ারলেস সেট ও ২টি হ্যান্ড গ্রেনেট সহ বেশ কিছু গোলাবারুদ লুট করে নিয়ে যায়। রাইফেলম্যান শ্রী বীরবাহাদুর রিয়াং-এর অভিযোগ মূলে টাকারজলা থানায় 13/ 2002/ S 148/ 149/ 396/ 397 IPC এবং 25 (1) (a) 27 ARMS ACT-এ মামলা রুজু করা হয়। তদন্তে প্রকাশ প্রায় যে, টি এস আর সেভেন ব্যাটেলিয়ান-এর শ্রী অজিত দেববর্মা ও শ্রী সুদীপ সাংমা নামে ২ জন জওয়ান ১৯.০৮.২০০২ ইং থেকে জ্বর ও আমাশয়-এ ভুগছিলেন। অমরেন্দ্র নগর ক্যাম্প-এর ইনচার্জ ঐ ১জন জওয়ানকে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য দুইজন শুশ্রষাকারীসহ ২০ জন টি এস আর যুক্ত একটি এসকর্ট পার্টি হেড কনস্টেবল ডকটর মুরমুর নেতৃত্বে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের উদ্দেশ্যে পাঠান। তা একটি ওয়ানটনার গাড়িতে যাচ্ছিলেন। হীরাপুর পঞ্চায়েত অফিসের নিকট পৌছলে ঐ গাড়িটি এন এল এফ টি (নয়নবাসী) উগ্রপন্থী দ্বারা অতর্কিতে আক্রান্ত হয়, এবং এ কে সিরিজের রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়তে থাকে। উগ্রপন্থীরা গ্রেনেডও ছোঁড়ে। অমরেন্দ্র নগর ক্যাম্প-এর জওয়ানরা গোলাগুলির শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনা স্থলের দিকে এগোতে থাকে। কিন্তু উগ্রপন্থীরা পূর্ব দিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তদন্তে প্রকাশ পায় যে, শ্রী সুরেণ দেববর্মা পিতা বিদ্যা দেববর্মা, সাং দয়ারাম পাড়া, লক্ষণ দেববর্মা, পিতা প্রফুল্ল দেববর্মা সাং-গুলিরায় বাড়ি, হাইরাম দেববর্মা ওরফে সুখমণি পিতা গকুল দেববর্মা, পিতা গকুল দেববর্মা সাং হীরাপুর এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই ঘটনার সময় ঐ দলে প্রায় ৩০ জন উগ্রপন্থী ছিল বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১০ ব্যক্তিকে সন্দেহ মূলক ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ২২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আক্রমণকারীদের ধরার জন্য এলাকায় তল্লাসী অভিযান জারী রয়েছে।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা)ঃ- পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার বক্তব্যে বলেছেন

একটা ওয়ানটনার করে ২৫ জন টি এস আর জওয়ান তাদের অস্ত্রশস্ত্র সহ তারা যাচ্ছিলেন দুই জন জওয়ানকে চিকিৎসা করার জন্য। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা জানাবেন কি, এই টি এস আর ক্যাম্পে তারা কত জন আছেন ঠিক জানি না। তবে একটা গাড়িতে যে রাস্তাটা একটা পাহাড়ি এলাকায় সেখানে এতগুলি টি এস আর জওয়ান কি করে গেল? কারণ ঘটনাটা অত্যন্ত দুঃখজনক। উনারা আমাদের দেশ প্রেমিক এবং আমাদের রাজ্যের সম্পদ। এক সাথেই যে ২৫ জন জওয়ান গেল তাদের কি করে এলাউ করা হল একই গাড়িতে? সেদিন ঘটনার পর সন্ধ্যা বেলায় আমি নিজে সেখানে গিয়েছি, আমার সাথে আরও কয়েকজন গিয়েছিলেন এবং মাননীয় বিধায়ক শ্রী রতিমোহন জমাতিয়াও গিয়েছিলেন। আমরা যখন কাম্পে গিয়ে পৌছলাম তখন রাত্রি প্রায় ৭টা বাজে। রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। এই রাস্তা দিয়ে পাহাড়ি প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্যাম্পে তারা কি ভাবে যাতায়াত করেন এটা সত্যিই ভাবা যায় না। আমরা ক্যাম্পে গিয়ে দেখলাম তাদের এতজন সহ কর্মী খুন হয়ে গেল এবং তাদের এতগুলি অস্ত্রলুট হয়ে গেল, সকাল সাড়ে আটটায় ঘটনা ঘটল কিন্তু আমরা রাত্রি সোয়া ৮টা পর্যন্ত ক্যাম্পে ছিলাম তখন দেখলাম মাত্র ৯ থেকে ১০ জন জওয়ান সবাই মিলে সেন্ট্রি ডিউটি দিচ্ছে একজন শুধু ওয়ারলেস সেটে বসে মেসেজ দিচ্ছে। জওয়ানদের সাথে এই ঘটনা নিয়ে আমাদের কথা হয়েছে এবং এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিনা যে, তাদের সহকর্মীরা মারা গেল দিনের বেলায় সেখানে অনেক অফিসার ঘুরে আসলেন কিন্তু তখন পর্যন্ত একজন মন্ত্রীও সেখানে আসেন নি এবং কোন এডিশন্যাল ফোর্সও রাত্রি ৮টা পর্যন্ত যায় নি। এই যে জওয়ানরা নিজেরা না খেয়ে সেখানে মানুষের জীবন রক্ষা করার জন্য, ক্যাম্প রক্ষা করার জন্য এবং তাদের হাতের বাকি যে অস্ত্রগুলি আছে সেগুলি রক্ষা করার জন্য তারা কিন্তু নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেখানে ডিউটি দিচ্ছে। এই ঘটনাটা আমি পুলিশের উর্দ্ধতন অফিসারকে জানিয়েছি। এই তথ্যটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা যে, এই ঘটনার পরও তৎক্ষণাৎ সেখানে এডিশন্যাল ফোর্সের ব্যবস্থা করা হল না কেন?

দ্বিতীয়তঃ এই যে ওয়ানটার গাড়িগুলি তাতে তারা অস্ত্রগুলি পর্যন্ত চালাতে সুযোগ পাইনি ওদের উপর যখন আক্রমণ হল। কারণ সেখানে ২৫ জন দাঁড়ানোর মত জায়গা নেই এবং সেখানে সঙ্গে দুইজন রোগী নিয়ে যাচ্ছিল। সেটা কি করে অ্যালাউ করা হল এই তথ্যগুলি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে কিনা এবং পরবর্তী সময়ে যেটা দেখলাম যে আশপাশ এলাকার নিরীহ ট্রাইবেল নাগরিক সেখানে আক্রান্ত হলেন, তাদের উপর প্রশাসনিক কিছু পুলিশ দিয়ে তাদের মারধোর করা হল, তাদের উপর আক্রমণ করা হল। এই ব্যাপারে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের শেষ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমি শুরু করতে চাই। এটা অত্যন্ত একটি অন্যায় অভিযোগ। এখানকার আক্রান্ত, নিরীহ, টি এস আরদের বিরুদ্ধে, এরা এই এলাকায় উপজাতি এবং মুসলিম অংশের নাগরিকদের উপর এই ঘৃণার পরিপ্রেক্ষিতে নির্যাতন করেছেন। একটি ঘটনাও নেই এখানে।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- আমি টি, এস, আরদের কথা বলিনি, আমি প্রশাসনিক কিছু পুলিশের কথা বলেছি।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- আপনি পরে বলবেন। লেট মি ফিনিশ। পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান করে পরে বলবেন। মাননীয় সদস্য প্রথম যে প্রশ্নটা করেছেন, সেটা কারেক্ট। একটা একটনার গাড়িতে ২০-২২ জন কি করে যাবে? যেতে পারে না। আমি নিজেও গেছি এলাকায়। আমরা সেখানে টি, এস, আর, পাঠিয়েছি তিন মাসের চাইতে একটু সময় হবে। সি, আর, পি, এফ ছিল। কিন্তু এলাকার মানুষের চাপ ছিল, যে, না এখানে টি, এস, আর, দাও। আমাদের টি, এস, আর, ঘাটতি আছে, তবুও আমরা টি, এস, আর পাঠিয়েছি। এই টি, এস, আর, পাঠানোর পর ঐ এলাকার উন্নয় কমিটির চেয়ারপার্সন শ্রীমতী বিস্কুট রাণী দেববর্মা এবং আরও ৫ জন অপহৃত হয়ে গেলেন এবং ২৪ ঘণ্টা পর তাদের লাশ পাওয়া গেছে। তারপরও টি, এস, আরকে সেখান থেকে প্রত্যাহাত করা হয়নি। তাদের যখন পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছিল এলাকার মানুষ বলেছিল, তারপরেও টি, এস, আর রাখতে হবে। টি, এস,আর আছে। এ হল ঘটনা। আমরা যখন সমস্ত বিষয়গুলি জানার চেষ্টা করি, যে টেরেনটা, মাননীয় অপোজিশান লিডার তিনি বলেছেন, তিনি গেছেন। যে জায়গাটা অ্যাম্বুশ হয়েছে ট্র্যাডিশন্যালী সেই জায়গাটা অ্যাম্বুশের জায়গা না। এটা

কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। প্রথমত রাস্তাটা ছয় ফুট থেকে সাড়ে ছয় ফুট প্রশস্ত। আর যে জায়গা টা অ্যাম্বুশ হয়েছে তার একেবারে ধারে ধুবরী বাগান, ধুবরী ক্ষেত। আমি নিজে দাঁড়িয়ে মেপে দেখেছি আমার থুতনীর নিচে পড়বে এবং ১০ থেকে ১২টা স্পটে ওরা বসেছে। এটা হচ্ছে ভেরী টেম্পোরারী। কাছে কোথাও ছিল, ছুটে এসেছে, বসেছে, তারা কাটেনি। পরে দেখা গেছে টিলার উপরে গাছ তারা কেটেছে, এখানে তারা সেকেন্ড রিং সেট করেছিল। ৫ জন জওয়ানের সঙ্গে আমি আলাদা করে কথা বলেছি, তারা বললেন দেখুন, আমাদের এখানে একটনার গাড়ি একটাই আছে, অধিকাংশ জায়গায় আমাদের গাড়ি নেই, আমরা দিতে পারছি না, দেওয়া উচিত এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা দিতে পারছি না। এই জায়গায় তারা যেটা করেন, ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এই হীরাপুর বাজারের আগে তিন চারটা দোকান আছে, বাজার মানে ছোট দোকান, ৮০ জুনের দাঙ্গায় এই বাজারটা নষ্ট হয়ে গেছে। দাঙ্গার পর আমি ওখানে গিয়েছিলাম। এটা মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা ছিল। বাজারে আমি দেখেছি এখনও গাছটা আছে, এখন নতুন করে ডালপালা গজিয়েছে। এই জায়গাটা পর্যন্ত তারা হেঁটে আসেন। হেঁটে এসে এখান থেকে প্রমোদনগর যে গ্রামটা এই গ্রামের আগে একটা রাবার বাগান আছে (ডীপ ফরেষ্ট) এই জায়গায় এসে তারা আবার হাঁটতে শুরু করে। এই জায়গাটা যেহেতু প্লেইন তারা গাড়িতে আসে। তারা মনে করে ১-২ কিলেমিটার হাঁটার পরিশ্রম থেকে বাঁচা গেল। কাজেই এই দিনও এভাবে তারা করছিল। আগের দিনও তাদের আর একজন জওয়ান অসুস্থ হয়েছিলেন। দুপুরের পরে তাকে এইভাবে তারা নিয়ে গেছে। যদিও এটা হওয়া উচিত না। এটা না হলে ভাল হল, তাহলে এই ঘটনা হয়ত আমরা এড়াতে পারতাম, আমাদের ছেলেগুলিকে বাঁচাতে পারতাম। এই যে জওয়ানরা আসল, তারা আগের দিন রাত্রে ৩টা ৩০ মিনিটের সময় ক্যাম্প থেকে বেরিয়েছে। এর আগে অর্জুন ঠাকুর পাড়ায় কটা এনকাউন্টার হয়েছিল, তাতে এন, এল, এফ টি একজন এক্সট্রিমিস্ট সেখানে টি, এস, আরের হাতে মারা যায়। সেই অ্যাকসট্রিমিস্টের হাত থেকে এস, এল, আর পাওযা যায়। এটার পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রামের উপর চাপ সৃষ্টি করছে অ্যাক্‌সট্রিমিস্ট্রা। তারা এসেছে এই খবরের ভিত্তিতে রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় ঐ ক্যাম্পের ২০ থকে ২২ জন জওয়ান নিয়ে ওখানে তারা একটা সার্চিং -এ যায়, সার্চ করে তারা পৌনে সাতটার সময় ক্যাম্পে ফিরে আসে। তাদের এই আসা যাওয়ায় তারা ব্রেকফাস্ট করে। তারপর তাদের বলা হয়েছে, দুই জন অসুস্থ হয়ে গেছে তাদেরকে নিযে যেতে হবে, তখন তারা আবার রওয়ানা হয়েছে এবং এই জায়গায় প্রথম পোর্শানটা তারা হেঁটে গেছে, তার পরে জায়গাটা তারা গাড়িতে উঠেছেন এবং সেইজায়গাটাতেই তারা আক্রান্ত হয়েছেন। আপনি ও নিশ্চয়ই দেখেছেন গেছেন যখন, ডান দিকে ছোট যে পঞ্চায়েতের অফিসটা তার সামনে ছোট একটা মাঠ এবং রিপোর্ট হচ্ছে, যে একজন অফিসার বেঁচে ছিলেন এবং ওদের সঙ্গে গিয়েছিলেন উনি বললেন " আমরা যখন ঐ জায়গাটা ক্রস করি দূর থেকে দেখছি তিন থেকে চারটা বাচ্চা একটা বল নিয়ে খেলছে" এবং আমাদের অফিসাররা যখন ঘটনার পর সেখানে গেলেন গিয়ে দেখলেন বলটা তখনও পরে আছে। তাহলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এটা সাধারণভাবে হয়তো তারা মনে করেছেন এটাতো আসলে একটা অ্যাম্বুশের জায়গা না। কাজেই গাড়িতে করে দেড় দুই কিলোমিটার চলে যাই, তাহলে পরিশ্রমটা খানিকটা লাঘব হবে। এই ধারণা থেকে হয়তো তারা গাড়ি করে গিয়ে থাকতে পারে। এই যাওয়াটা ঠিক হয়নি এবং আমি স্বীকার করছি যে, ওখানে একটা গাড়ি থাকা উচিত না, বেশি থাকা উচিত। আমরা পরবর্তী সময় ভাড়া করে ওখানে গাড়ি দেওযার চেষ্টা করছি। টাকার কিছু অভাব আছে কি করা যাবে। এস আর ইর টাকা আছে, তারা সব কিছুর উপর কতগুলি বিধি নিষেধ সেখানে আরোপ করেছেন, এই ব্যবস্থাগুলি আমরা নেওয়ার চেষ্টা করছি।

তারপর আপনার প্রথম দিকের ২য় প্রশ্নের কথা আমি বলছি সেটা হচ্ছে, ঘটনা ঘটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুলিশ অফিসাররা সেখানে পৌছেছেন এবং তখন ক্যাম্পে পাহাড়া দেওয়াটা কাজ না। আমি যেতে চেয়েছিলাম, তখন কোনো মন্ত্রী যাওয়া মানে তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে ফোর্সেরা ওরা তো তখন পালিয়ে যাবে বা তাদের পালিয়ে যেতে সুবিধা হবে, তখন পুলিশকে ভি আই পি পাহারা দেওয়ার জন্য রাস্তার মধ্যে আটকে রাখা কি ঠিক হবে, ইট্ উইল বি

হাইলী রং। ঐ দিকে সাউথের যে বর্ডার আছে সেটা যাতে ক্রস করতে না পারে এই দিক থেকে তিনটা সি আর পি এফ-এর যে কোম্পানি আছে তাদের মুভ করতে বলা হয়েছে। টাকারজলাকে এলার্ড করা হয়েছে এবং আদার ফোর্সেসকে সেখানে মুভেলাইজ করার চেষ্টা হচ্ছে। এই অবস্থায় আপনি যখন গেছেন, হয়তো ক্যাম্পে লোক কম থাকতে পারে আমি এগুলি কনট্র্যাডিক্‌শনে যাচ্ছি না, তখনতো সবাই ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে, এদেরকে কেউ না দেখে ফেলে রেখে এসেছে, মোটেই ঘটনা তা না। ডি জি গেছেন, আই জি ল অ্যান্ড অর্ডার গেছেন। আই জি অপারেশন গেছেন, সি আর পি এফ-এর অফিসাররা সেখানে গেছেন। তারপর অন্যান্য ফোর্সকে কিভাবে মুভেলাইজ করা যায় তার চেষ্টা হয়, বি এস এফ-এর লোকরা সেখানে গেছেন এবং সবাই মিলে সে জায়গায় চেষ্টা করেছেন। কাজেই এটা একটা বিরাট ক্ষতি হল আমাদের, এটা দুঃখজনক। আমাদের ছেলেগুলির মধ্যে দুই জন ছিল উত্তর প্রদেশের, একজন ছিল বিহারের। ক্ষতি হয়ে গেল, আমাদের অস্ত্রগুলি তারা নিল, অস্ত্রের থেকে বড় কথা মানুষ, মানুষ ছাড়াতো অস্ত্রের নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই, অস্ত্র বোবা। কাজেই মানুষের জন্য আমাদের উদ্বেগটা সব চেয়ে বেশি। আমাদের এই টি এস আর-এর বিরুদ্ধেও মানুষের মধ্যে বিকৃত বক্তব্য ছড়ানো হচ্ছে, এগুলিতে সন্ত্রাসবাদীরা উৎসাহিত হচ্ছে, তাদের উপর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করছে, এগুলি বন্ধ হওয়া উচিত, এই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন সার, উনি যে প্রশ্নের উত্তরটা দিলেন তাতে আমি ক্লিয়ার হইনি। আমি আর একটু ক্লিয়ার হতে চাই। আমি যে প্রশ্নটা করেছি যে, ২৫ জন জওয়ানকে কি করে অ্যালাউ করা হল এটাতে আমি ক্লিয়ার হইনি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বললেন যে ওখানে তারা কিছুটা পথ পায়ে হেঁটে গিয়ে তারপর গাড়িতে উঠেছে, কিন্তু আমরা যখন টি এস আর ক্যাম্পে গেলাম মাননীয় বিধায়ক শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় সহ তখন আমরা কিন্তু তাদের কাছ থেকে কিছু কথা শুনেছি, আমি তার অনেক কথা এখানে বলছি না।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় বিরোধী দলনেতা, তাদের মধ্য থেকে যে পাঁচ জন হাসপাতালে আছে। আমি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছি। আমি জিজ্ঞাসা করেছি ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছে ভাই, আমাদেরতো এখানে হাইড্ করার কিছু নেই, কেন হাউড করব বলুন?।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- আমি বলেছি সেখানে কি হয়েছে, আমাদের প্রশ্নের উত্তরে ওরা বলেছে আমাদের সবাইকে যেতে বলেনি। স্যার, যারা কাম্পে ছিল তাদের সহকর্মীরাই সেদিন খুন হল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বললেন এই রাস্তাটা পায়ে হেঁটেও যায় আবার গাড়িতে করেও যায়। তারমানে রাস্তাটা খারাপ এবং ওনার কথা অনুসারে সেখানে যে উগ্রপন্থীদের আনাগোনা আছে এটা কিছুটা হলেও প্রশাসন জানত। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে এই এলাকাটা সম্পর্কে প্রশাসনকে আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল, আর সেটা যদি থাকত তাহলে এত বড় একটা দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেত, আমাদের এতগুলি ছেলে মারা যেত না।

সবচেয়ে বড় কথা হলো- এতগুলি জীবনের সাথে অনেকগুলি আগ্নেয়াস্ত্র লুঠ হয়ে গেল। দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা বলতে চাই- এটা সবচেয়ে দুঃখজনক যে ছেলেগুলি ক্যাম্পে ছিল তাদের সাথে কথা বললাম। তারা বলেছে এই বয়সে আমরা ছোট এবং আমরা এই ধরনের কেন ট্রেনিং পাইনি। আমরা পাঁচ ছয় মাস ট্রেনিং নেওয়ার পর আমাদের জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে- আমরা কি করে উগ্রপন্থীদের সাথে মোকাবিলা করব? তাহলে স্যার, এই যে ব্যাপারটা-এই অষ্টম ব্যাটেলিয়ন, সপ্তম ব্যাটেলিয়ন, তাদের পুরোপুরি ট্রেনিং দিচ্ছে না। এক বছরের ট্রেনং কোর্স- সেখানে ৫-৬ মাস এর মত ট্রেনিং দিয়ে তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছে যে তোমরা যাও- তোমরা তোমাদের দায়িত্ব নিয়ে যাও। এইগুলি ঘটনা হচ্ছে। ফলে একের পর এক আমাদের রাজ্যে বেশ কিছু জওয়ান যারা খুন হল।

আরেকটা কথা উনি বললেন যে- টি, এস, আর করছে। আমি কিন্তু টি, এস, আর এর কথা বলিনি একবারও। আমি বলেছি যে প্রশাসন থেকে গিয়েছে, আগরতলা থেকে যেতে পারে, বিশালগড় থেকে যেতে পারে। সেখানে কোত্থেকে

গিয়েছে সেটা খোঁজ করে দেখুন। সেখানে সংখ্যালঘু কয়েকটি পরিবারের উপর এবং কয়েকটি নিরীহ ট্রাইবেল পরিবারের উপর আক্রমণ করা হয়েছে- তারা আক্রান্ত হয়েছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় জওহর বাবু, ক্ল্যারিফিকেশান কিভাবে চাইতে হয় এটা জানতে হয় আগে। এইভাবে ক্ল্যারিফিকেশান চায় না। এটাতো বক্তৃতা হচ্ছে।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** এটা আপনার থেকে শিখতে হবে না। আপনি কেন ডিস্টার্ব করছেন?

মিঃ স্পীকার ঃ- ডিস্টার্ব না, আপনাকে অর্ডার দিচ্ছি।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** আমার প্রশ্ন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে-এই যে প্রশাসনিক গলদ, এই যে ব্যাটেলিয়নগুলি করা হচ্ছে তার কমানডেন্টরা কোথায় তাদের খোঁজ পাওয়া যায় না। ব্যাটেলিয়ানের যেসব জওয়ানরা আছে তাদের কি অসুবিধা আছে এই গুলি কেউ খোঁজ নিচ্ছে না। এইগুলি খোঁজ করে দেখে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না? এই জন্য যদি কেউ দোষী হয়ে থাকে তারজন্য কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি? এই অস্ত্রগুলি উদ্ধারের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না বা কিছু অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে কি না? এইগুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ-** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা আজকের সকাল থেকে উত্তেজিত লক্ষ্য করছি। এত উত্তেজিত হলে পরে পয়েন্ট পেশ করা যায় না। শান্তভাবে হলে পয়েন্টগুলি সুন্দরভাবে পেশ করা যায়। কাজেই আমি অনুরোধ করব-' ডোন্ট বি এক্সসাইটেড। যাইহোক, যে ট্রেনিং সম্পর্কে বলেছেন, এটা ভুল তথ্য দিচ্ছেন। আমাদের এখানকার ট্রেনিং সম্পর্কে আমি অফিসারদের মত যাচাই করতে বলব। আমি পুলিশের অফিসার নই। কিন্তু আমি বলছি- জেনারেল কালকাত তিনি কোন পার্টির লোক নয়। তিনি ইস্টার্ণ কমান্ডের জি, ও, সি। আজ থেকে দেড় মাস আগে রিটায়ার করেছেন। রিটায়ার হওয়ার আগে আমাদের এখানে এসেছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম- আমাদের এখান থেকে যে আর্মিগুলি তোলে নিয়ে গিয়েছে সেগুলি ফেরৎ পাঠাচ্ছে না কেন? তিনি বললেন সবতো কাশ্মীরে নিয় যাচ্ছে। কেন। তোমরা আর্মি চাইছ? তোমাদের টি, এস, আর, ইজ ডোয়িং ওয়েল। এবং উনি কম্প্লিমেন্ট দিচ্ছেন আমার ডি, জি-র, সামনে। তখন আমি বললাম তুমি আমার ডি, জি-র, সামনেই যদি এ এরকম বলে দেন তাহলেতো হয়েই গেল। আমরাতো টি,এস,আরকে আরো ইমইপ্রুভ্ড্ করতে চাইছি। তিনি বললেন- তোমাদের টি, এস, আর, সম্পর্কে আমাদের কাছে যে রিপোর্ট আছে-ইট ইজ ওয়ান অব্ দ্যা বেস্ট ফোর্সেস, দুর্বলতা নেই, কোন ফাঁক নেই। কিন্তু এটাকে কত বেশি পারফেক্ট করা যায় ফর দ্যাট উয়ি হ্যাভ বিন ডুয়িং আওয়ার লেভেল বেষ্ট।

ওদের ট্রেনিং এর নর্ম্যাল যেটাই সেটা থেকে কম করলে কি করে হবে? এটা হয় নাকি? এটা কি করে করা যায়? দেশে আইন আছে না? এই সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে যদি কেউ এই ধরনের তথ্য দিয়ে থাকেন- আমি বলব এই তথ্যগুলি আমাদের দিয়ে দিন -আমরা এটা অনুসন্ধান করে দেখব। উয়ি স্ট্যান্ড ফর কারেকশান। স্যার, এইগুলি তথ্য না, এগুলি হচ্ছে রাজনৈতিক বক্তব্য। কাজেই আমি সেই জায়গায় বলব-তথ্য দিন কন্‌ক্রিট্‌লি-উয়ি উয়িল এগ্‌জামিন ইট অ্যান্ড ইফ উয়ি ফাইন্ড অ্যানী ফল্ট অব্ আস্- উয়ি স্টান্ড ফর কারেকশান।

সেকেন্ডলি আমি যেটা বলছি- এই এলাকাতে যেটা বলেছেন- ওদের আনাগোনা আছে-তার আগের দিন এই যে এলাকা তার পার্শ্ববর্তী যে গ্রামটা সেখানে আগের দিন সি, আর, পি, এফ, কম্বিং অপারেশন করেছে। আর অপারেশন করলেই যে ধরা যাবে তা না। আর এর পরে যদি যে ফোর্সটা সেখানে মোভালাইজ্ড হয়েছে, তিনটা চারটা গ্রাম। ঠিকানা এখানে আমি দিলাম। তারাতো গাছ থেকে পড়ে এম্বুস করেনি। তারা কারোর বাড়িতে লুকিয়ে ছিল। আপনি

বলছেন, ধরতে হবে। আর্মস্ উদ্ধার করতে হবে এবং পালাতে যাতে না পারে। পুলিশ তাহলে সেটা কোথায় করবে? মানুষের বাড়িতেই যেতে হবে। যেকোন লোক হতে পারে। দেশদ্রোহীরা আমাদের বাহিনীর জওয়ানদের লুকিয়ে খুন করে দিল এবং তাদেরকে যদি কেউ লুকিয়ে সমর্থন করে- তাদের বাড়িতে পুলিশ গিয়ে যদি খোঁজ-খবর নিতে গেলে যদি বলা হয় তাদেরকে অত্যাচার করা হয়েছে সেটা কিন্তু ভুল হবে। বাড়িতে গিয়ে তদন্ত করতে হবেই। পুলিশ সেই কাজটাই করছে। যদি মাত্রাতিরিক্ত কোন অভিযোগ থাকে অনুগ্রহ করে আমাদের জানাবেন, আমরা সেটা নিশ্চয়ই দেখব।

শ্রী অমিতাভ দত্ত ঃ- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আজকের সকালে এই ঘটনায় যে সকল টি, এস, আর জওয়ান নিহত হয়েছেন তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছি। আমরা পত্রিকায় দেখেছি যে, টি, এস, আর জওয়ানরা হাসপাতালে চিকিৎসিত হচ্ছেন তারা বলেছেন, 'রাজ্যের জাতি-উপজাতির মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষার্থে আমাদের উপর যে কোন প্রকারে দায়িত্ব দেওয়া হোক্ না কেন আমরা সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করব। কাজেই এই সভা থেকে তাদের এই ধরনের ভূমিকার জন্য অভিনন্দন জানানো প্রয়োজন। তারা সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফিরে যেতে চাইছেন। পাশাপাশি গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল যখন সন্ত্রাসবাদে আক্রান্ত তখন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচি থাকার কারণে তা টি, এস, আর, জওয়ানদের দেশ প্রেমিক ভূমিকার কারণে... (গন্ডগোল) এটা কি অস্বীকার করতে পারেন যে গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী নেই। আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে একটি হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী কাজ-কর্ম অনেকটা কমেছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন-তার পরেও খুশি না। আই, এন, পি, টি দল থেকে ডেপুটেশান দেওয়া হচ্ছে টি এস আর ক্যাম্প প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য। বিভিন্ন জায়গাতে তারা ধর্ণা দিচ্ছেন এইভাবে। আনন্দনগরে টি, এস, আর ক্যাম্প তোলে দেওয়ার জন্য ওরা ডেপুটেশান দিয়েছে। আমরা দেখেছি যে টাকারজলা ব্লক এলাকার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে আমাদের পার্টির বেশ কয়েক জন নেতৃবৃন্দ সহ সমর্থক নিহত হয়েছেন।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ-প্লীজ বসুন, প্লীজ বসুন। (গন্ডগোল মাননীয় সদস্য বসুন। বসুন বলছি। (গন্ডগোল) মূল পয়েন্ট বলবেন। (গন্ডগোল)। জায়গায় যান। জায়গায় গিয়ে বসুন। প্লীজ আপনারা জায়গায় গিয়ে বসুন। (গন্ডগোল)।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- এটা ঠিক না, এই রকম কেউ করবেন না। যার যার পয়েন্টে কথা বলবেন। প্লিজ বসুন, প্লিজ বসুন, জায়গায় যান, প্লিজ জায়গায় যান।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- প্লিজ বসুন। আমার আবেদন হচ্ছে যে, পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশনের ব্যাপারে নিশ্চয় আপনারা পরিষ্কার হবেন। কিন্তু টু দি পয়েন্ট কোন জিনিসটা আপনারা পরিষ্কার হতে চান সেটাই শুধু জিজ্ঞাসা করবেন। যদি এই রকম না হয় তাহলে আপনারা এই রকমভাবে বক্তব্য রাখবেন কিছুই পাওয়া যাবে না। কাজেই, যারাই প্রশ্ন করবেন আমি আবেদন করব আপনাদের---।

(গন্ডগোল)

শ্রী সুদীপ রায়বর্মন ঃ- স্যার, ইরিলিভেন্ট কথাবার্তা বলছেন।

(গন্ডগোল)

শ্রী সুধন দাস ঃ- স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন, শেষ দিকে বলেছেন যে জেনাভা বক্তব্যের পরে উগ্রপন্থীরা উৎসাহিত হয়েছে।

(গন্ডগোল)

শ্রী সুধন দাস ঃ- স্যার, এক মিনিট, এক মিনিট স্যার, আমাদের পরিষ্কার হওয়া দরকার। স্যার, আই, এন, পি, টির লোকরা ডেপুটেশন দিচ্ছে ক্যাম্প তোলে দেওয়ার জন্য। এই সমস্ত ঘটনার কারণে ঘটনাগুলি হচ্ছে কিনা, উগ্রপন্থীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে এই ঘটনা ঠিক কিনা এবং আই, এন, পি, টির লোকেরা উগ্রপন্থীদের সাহায্য করছে এই ঘটনা তদন্তের মধ্যে আছে কিনা ?

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- প্লীজ বসুন।

শ্রী সুদীপ রায়বর্মন ঃ- পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার।

মি ঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য সুদীপবাবু বসুন। আপনাকে অনুরোধ করছি বসুন। একটা প্রশ্নের উত্তর শুধু সাপ্লিমেন্টারী ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে পারে না। আমরা যেটা মানি সেটা হচ্ছে যিনি প্রশ্ন কর্তা তিনি অতিরিক্ত দুইটা করতে পারেন।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন খুবই সংক্ষেপে বলতে হবে। সেখানে বক্তৃতার মত করে বললে হবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে । আমি তো সেটাই এখানে বার বার বলতে চেষ্টা করেছি। যে বিষয়ে জানত চাইবেন সেগুলি খুব সংক্ষেপে বলার জন্য। এখানে দেখা যায় একটার পর একটা চলতে থাকে। এটা কিন্তু পদ্ধতি না।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ- মি ঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে বিষয়গুলি বলেছেন এটা এক্ষণেই আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। পুলিশ একদিকে যেমন তদন্ত করছে। আর যারা খুনি অস্ত্র নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছেন তাদের ধরবার চেষ্টা করেছেন।

শ্রী সুদীপ রায়বর্মন ঃ - পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার উত্তরে অস্ত্র কত খোয়া গেল সেই কথা তিনি উল্লেখ করেন নি। সেই দিন কি ক্যাম্পে শুধু ওয়ানটনের এটাই গাড়ি ছিল না অন্য গাড়িও ছিল, আর অন্য গাড়ি যদি থেকে থাকে তাহলে কেন সেই উদ্ধারকারী দল পায়ে হেঁটে এসেছিল ? আমার আর একটা পয়েন্ট অব ক্লিয়ারফিকেশন হলো- যেখানে সরকারের একটা সার্কুলার আছে যে, কোন আরক্ষা বাহিনীর গাড়ি যখনই মোভ করবে কম করে তিনটা গাড়ি এক সঙ্গে মোভ করতে হবে। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি সরকারী নির্দেশ অমান্য করা হলো না ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- প্রথম প্রশ্নে যেটা জানতে চেয়েছেন মাননীয় সদস্য সেটা আমার স্ট্যাটমেন্টে আমি ডিটেইল্‌স দিয়েছি। দ্বিতীয় যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে-আমাদেরকে যে বলা হয়েছিল সেখানে গাড়ি একটাই ছিল।
সেখানে দ্বিতীয় কোন গাড়ি ছিল কিনা সেটা আমার পক্ষে এক্ষুণি বলা সম্ভব না। যেহেতু প্রশ্ন উঠেছে সেই দিক থেকে নিশ্চই এই বিষয়টা তদন্ত করে দেখা যাবে।
তৃতীয় হচ্ছে, গভর্ণমেন্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এই রকম একটা গাড়ি কেন মুভ করল। আসলে সরকারের এই রকম কোন নির্দেশ আগে ছিল কি ছিল না সেটা আমার জানা নেই। কিন্তু এই ঘটনার পর বলা হয়েছে যে এই সমস্ত দুর্গত এলাকাতে যে সমস্ত ক্যাম্প গুলি আছে, তাদের এই সমস্ত টাফট্রেনিং করার সময় কোন মতেই একটা গাড়িতে মোভ করা ঠিক না। সেখানে যাতে একাধিক গাড়ির ব্যবস্থা করা যায়। এবং বিষয়টা আমার আবার গভারমেন্ট অব ইন্ডিয়ার মিনিস্টারী অব হোম এফেয়াস এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং তাদের জন্য আমাদের টাকা তোমাদের বাড়াতে হবে।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান ছিল।

মিঃ স্পীকার ঃ- না, না, আর কাউকে দেওয়া যাবে না। ৬, ৭ টা হয়ে গেছে আর না।
রবীন্দ্র বাবু বসুন - রতন বাবু বসুন। সবাই বললে হবে কি ?

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- স্যার, আমার রাইট কার্টেল হবে কেন ?

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- সবাই বললে হবে না। বসুন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- স্যার, অমার একটা ছিল। আমাকে বলতে দিন স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে রবীন্দ্র বাবু বলুন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা যে, পর পর এই রকম ঘটনা, হীরাপুরে এটা নতুন ঘটনা নয় অন্যান্য জায়গাতেও অনেক ঘটনা হয়েছে। পুলিস ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ যারা খবরাখবর সংগ্রহ করে সেখানে কোন লিকেজ আছে কিনা ? তা না হলে পরে তাদের গতিবিধি কি করে তারা আগে থেকে জানত ? দ্বিতীয় হচ্ছে, যেখানে ঘটনা হয়েছে সেখানে উগ্রপন্থীরা গ্রেনেড ছুড়েছে এর পাল্টা গ্রেনেড ছুড়ার জন্য একজন জওয়ান একটা গ্রেনেডের পিন খুলেছিল এবং সে সেটা ছুড়তে পারেনাই। কারণ তার গায়ে গুলি লাগার ফলে সেটা মাটিতে পরে ফুটে যায় এতে কিছু জওয়ান মারা যায়। এই ঘটনাটা সত্য কিনা ? এবং এই ঘটনা হওয়ার পরে এলাকা থেকে যারা লাকড়ি কাটছিল বা কাছাকাছি বাড়িতে তারা ৫ জন মিলে জওয়ানদের ডেড বডি গাড়িতে তুললো। এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথাই পরিষ্কার যে নয়নবাসীর গ্রুপ করেছে। তা হলে পরে এই ৫ জন যারা ডেডবডি গাড়িতে তুলেছে যারা পুলিশকে সাহায্য করেছে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে গ্রেপ্তার করা হলো এবং শেষ পর্যন্ত কেন তাদেরকে কোর্টে চলান দেওয়া হলো ? হীরাপুর জায়গাটা সমতল এরিয়া এবং ঐ এলাকাতে খুব বেশি ঘন জঙ্গল নেই, ২ তারিখের ঘটনা আজকে ২৯ তারিখ প্রায় ৮ দিন পার হয়ে গেল, এই জায়গাটার চারিদিকে পুলিশ যদি কর্ডন করে রাখত তাহলে যে সব অস্ত্র খুওয়া গেছে তার কিছু না কিছু অস্ত্র উদ্ধার করা যেত। এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা অস্ত্র উদ্ধারের জন্য কি কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- স্যার, একটি পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশানের জন্য পাঁচটি প্রশ্ন করেছেন। প্রথম প্রশ্ন যেটা লিকেইজ যদি এই রকম কোন তথ্য থাকে আমাদের সাহায্য করুন আমরা সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান করতে দিব। সে দিন ঘটনা ঘটার পরই সঙ্গে সঙ্গে স্পেশাল মিটিং ডেকে বলা হয়েছে ইমিডিয়েটলি আন্ডার টেইক ওয়ান এনক্যুয়ারী, কাজেই আর যদি কিছু জানা থাকে বা কোন যদি সন্দেহ থাকে প্লিজ হেল্প আমাদের ডি, জির কাছে পাঠান আমরা সাহায্য করব। দ্বিতীয়ত ঃ এটা সম্পর্কে আমার জানা নেই, এই বিষয়টা শুনলাম আপনার কাছে এই বিষয়ে নিশ্চয় বলব তদন্তকারীদেরকে যে এই রকম একটি অভিযোগ উঠেছে মাননীয় সদস্য বলেছেন। তৃতীয়তঃ যেটা বলছেন যে কাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে, কাদেরকে প্রশ্ন করে ছেড়ে দিয়েছে এটার তালিকা আছে আমার কাছে। এখন যদি আপনার ধারণা হয়ে যায় যে এই ঘটনার সঙ্গে তারা যুক্ত না কিন্তু তাদেরকে সেখানে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাহলে যুক্ত না এটার পক্ষে তো যুক্তি উপস্থিত করতে হবে। এটা কি আমাদের তরফ থেকে এটা করা কি ঠিক হবে ? তদন্তকারী যারা তারা তদন্ত করে কিনারা করুক। এখানে সবাইকে কিন্তু গ্রেপ্তার করা হয়নি, এখানে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ২০ জনকে জিজ্ঞাসা করে ছেড়ে দিয়েছে। যদি যাকে টাকে ধরার উদ্দেশ্য থাকত তাহলে তো ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করত। এবং এই ১০ জনকে সন্দেহ মূলক ভাবে গ্রেপ্তার করেছে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- ঐ দিনই সঙ্গে সঙ্গে ৫ জনকে ছেড়ে দিয়েছে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- তা তো হবেই, হবে না কেন, সঙ্গে সঙ্গে ৫ জনকে কেন ১০ জনও ছাড়তে পারে, পুলিশ গেছে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- তাঁরা ডেড বডি তুলল।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- আপনার কাছে যদি এই রকম তথ্য থাকে আপনি যদি নিশ্চিত হন তারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত না, ঘটনায় যুক্ত অন্যরা তাহলে সাহায্য করুন আমাদেরকে তথ্য দিয়ে। আমাদের তদন্তকারীদের সুবিধা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- আজ একটি রেফারেন্স, প্লিজ, প্লিজ।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- স্যার, আমার পয়েন্টস অব্ ক্লেরিফিকেশান-এর জিনিসটা হলো। স্যার, একটি অভিযোগ উঠেছে যে বিভিন্ন জায়গায় টি , এস, আর, ক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে সেখানে উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই, এবং বিভিন্ন রকম ঔষুধপত্র, জলের কোন ব্যবস্থা নেই, একের পর এক ঘটনা ঘটছে, বিভিন্ন ফোর্সের ব্যাপারে এই রকম পরিকাঠামো অভাব, যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে পরিকাঠামো না থাকার পরেও কেন ক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে? এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় এবং কি উগ্যোগ এবং কি উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে জানাবেন কি?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসবাদীদেরকে মোকাবেলা করা, পরিকাঠামোর কিছু সমস্যা আছে এটা ঘটনা আমরা পাঠাচ্ছি পরিকাঠামো উন্নতি করার জন্য আমরা তাদেরকে পাঠাতে হয়েছে। কারণ এই যে রাস্তার কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন এটা সঠিক। আমি ফিরে এসেই রাত্রি বেলায় পি ডব্লু ডি মিনিস্টারকে রিকুয়েষ্ট করেছি ইমিডিয়েটলি এই রাস্তা সারাই করার ব্যবস্থা করুন। ওখানে যাওয়ার কথা ছিল সি আর পি এফ-এর তারা বলেছে রাস্তাটা ঠিক করতে হবে। সি আর পি এফ না করতে পারে কিন্তু টি এস আর তো পাঠাতে হবে এবং টি এস আর গেছে। ফলে রাস্তা ঠিক করার জন্য বলেছি এবং রাস্তাটা ঠিক করার জন্য ঠিকেদার যাবে তাকে পাহারাদারদের ব্যবস্থা না করলে করা যাবে না। ফলে দ্যাট পলিসি উই সেল হেভড টু টেইক সিকিউরিটি ফের্সেস ইন দ্যা ইনটেরিয়র এরিয়াস্। আমি ঐ দিন সিংভূম বাড়িতে গিয়েছি বরমুড়া দিয়ে, সেই রাস্তাটা ১৭ কিমি. সেই ১৭ কিমি. যেতে সময় লেগেছে সোয়া এক ঘণ্টা। এই রাস্তাটা এক সময় ও এন জি সি করেছিল ড্রিলিং-এর পর। এখন এই রাস্তাটা করার জন্য আমরা ও এন জি সিকে অনুরোধ করার পর তারা বড়মুড়ার উপর রাস্তা করতে রাজি হয়েছে কিন্তু তারা বলেছে সিকিউরিটি দিতে হবে। সেই সিকিউরিটি দিতে গেলে আমাদের সেখানে ফোর্স পাঠাতে হবে। কাজেই অন্যরা যেতে চাইছে না ষ্টেট ফোর্স আমাদেরকে সেখানে পাঠাতে হচ্ছে অন্য কোন উপায় নেই।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- হোওয়াই নট সোনাই?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- এগ্জেক্টলি, সোনাই-এর প্রশ্নে আসছি আমরা। সোনাই প্রশ্ন এটা এরিয়া অপারেশান আসাম রাইফেল। আসাম রাইফেলকে যখন আমরা বললাম তোমরা যখন যেতে পারছ না ছেড়ে দাও। আমরা অন্য ফোর্স পাঠাব, সি আর পি এফ-এর সঙ্গে কথা বললাম তখন তারা বলল যে এই জায়গার দায়িত্ব আমাদেরকে দেওয়া হউক আমরা একরডিংলি লিখলাম। লিখার পর আসাম রাইফেলস থেকে বলল যে আমরাই কাভার করব আমাদেরকে সময় দাও। উই ওয়েটেড। তারপর একমাস যাওয়ার পর আসাম রাইফেলস বলল যে আমরাপারব না। সি আর পি এফ কে আমরা পাঠিয়ে দিলাম। টি এস আর তো আমাদের কাছে অসংখ্য না এবং আপনাকে বলছি জানার জন্য একটি পার্টিকোলার প্রজেক্ট নরমাল রেইট চাইতে বেশি। সেই কারণে কেবিনেট ফেলে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।

মি ঃ স্পীকার ঃ- আমি আজ নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য -এর নিকট থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়টি উত্থাপিত করার অনুমতি দিয়েছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়েছেন তাঁর নাম উল্লেখ করছি। শ্রী অমিতাভ দত্ত।

শ্রী অমিতাভ দত্ত ঃ- স্যার, আমার নোটিশের বিষয় বস্তুটি হলো, International Community appealed to discuss Borok Nations problem Shri Bijay Kr. Hrangkhanl demand "Right to self

ditermination in Geneva -এই শিরোনামে গত ৯ই আগষ্ট ২০০২ ইং ত্রিপুরা অবজারভার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এখন প্রস্তুত না থাকেন তাহলে সময় চাইতে পারেন।

শ্রী মানিক সরকর (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমি ৩ তারিখ উত্তর দেব।

CALLING ATTENTION

মি ঃ স্পীকার ঃ- আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি- শ্রী সমীর দেব সরকার, ও শ্রী বাসুদেব মজুমদার মহোদয়।

নোটিশের বিষয়বস্তু হল ঃ- "গত ১৯ শে এবং ২০ শে জুলাই ২০০২ ইং মহারাষ্ট্রের মুম্বাই শহরে উত্তর পূর্বাঞ্চলে শিল্প সম্ভাবনা সৃষ্টি করার জন্য সামিট্ হওয়া সম্পর্কে।"
আমি শ্রী দেব সরকার ও মজুমদার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।
আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি আজকে তিনি বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, দুই তারিখ উত্তর দেব।

মি ঃ স্পীকার ঃ- আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি ঃ- শ্রী সুদন দাস, শ্রী সুবোধ নাথ,

নোটিশের বিষয় বস্তু হলো ঃ- উত্তর পূর্বাঞ্চলের পশ্চাদপদতার কথা বিবেচনা রেখে গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পে অধিক কেন্দ্রীয় বরাদ্দের দাবি সম্পর্কে।
আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দাস ও নাথ কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উথ্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।
মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তারিখ সময় জানতে পারেন।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমি আগামী দুই তরিখ উত্তর দেব।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE OF THE HOUSE.

Mr. Speaker :- Now the business before the House-Laying of a copy of " The 16th Annual Report and Accounts of the Tripura Forest Development and Plantation Corporation Ltd. for the year 91-92, as required under section 619 (A) (3) of the Companies Act, 1956."
Now I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department to lay the above Annual Report on the Table of the House.

Sri Narayan Rupini (Minister) :- Mr. Speaker sir. I beg to lay "The 16th Annual Report and Accounts of the Forest Development Corporation Ltd. for the year 91-92 as required under section 6/9 (A) (3) of the Companies Act, 1956 on the Table of the House.

Mr Speaker :- Laying of copies of-

1) " The Annual Report of the Tripura Natural Gas Company Ltd. for the financial years 96-97& 97-97,

2) " The 23rd & 24th Annual Reports and Accounts of the Tripura Small Industries Corporation Ltd. for the years 87-88 & 88-89.

3) "Annual Report of the Tripura Industrial Development Corporation Ltd. for the years 93-94 & 94-95 .

4) " The 10 th Annual Report & Accounts of the Tripura Tea Development Corporation Ltd. for the years 89-90 as required under Section 619 (A) (3) (b) of the Companies Act. 1956.

Now I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department to lay the above Annual Reports on the Table of the House.

Sri Pabitra Kar (Minister) :- Mr. Speaker sir, I beg to lay " The Annual Report of the Tripura Natural Gas Company Ltd. for the financial years 96-97& 97-98 on the Table of the House.

Mr. Speaker sir, I beg to lay ' The 23rd & 24th Annual Report and Accounts of the Tripura Small Industries Corporation Ltd. for the years 87-88 & 88-89. on the Table of the House.

Mr. Speaker sir, I beg to lay " The Annual Reports of the Tripura small Industries Corporation Ltd. for the years 93-94 & 94-95 .on the Table of the House.

Mr. Speaker sir, I beg to lay " The 10 th Annual Report & Accounts of the Tripura Tea Development Corporation Ltd. for the year 89-90 .on the Table of the House.

Mr. Speaker :- Members are requested kinly to Collect the Copies of Annual reports from notice office of Tripura Legislative Assembly.

এই সভা আগামী ৯-ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, ২০০২ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

(Questions and Answers) ANNEXURE- 'A'

Admitted Starred Question No. 9

Name of Member :- **Shri Pranab Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state

প্রশ্ন ঃ

১) ২০০২ -২০০৩ ইং সাল পর্যন্ত রাজ্যে মোট কয়টি এন. সি এবং পি . সি পাড়া রয়েছে; এবং

২) ঐ পাড়াগুলিকে পরিশ্রুত পানীয় জলের দিক থেকে Fully Covered পাড়াতে পরিণত করার জন্য দপ্তর কী কী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর ঃ

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ- রাজ্যে মোট এন. সি ও পি. সি পাড়ার সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ-

১) এন. সি. পাড়া-২১টি।

২) পি. সি. পাড়া-৩৩২টি।

২) নং প্রশ্নের উত্তর ঃ- উক্ত পাড়াগুলিকে Fully Covered পাড়াতে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান অর্থ বৎসরে আনুমানিক ২০০০টি বিভিন্ন ধরনের পানীয় জলের উৎস সৃষ্টি করার জন্য পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 84

Name of MLA :- **Shri Ratan Lal Nath**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of The General Administration (P&T) Depemment be pleased to state

প্রশ্ন ঃ

১) রাজ্যের সমাজকল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তার পদটি আই. এ. এস. কেডার পদ কি না?

২) ইহা কি সত্য উক্ত দপ্তরের বর্তমান অধিকর্তা আই. এ. এস. কেডার নন;

৩) তবে ইহা ও কি সত্য আই. এ. এস কেডার পদে নন-কেডার অফিসার নিয়োগের ফলে রাজ্যের আই. এ. এস. অফিসারদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে এবং

৪) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে আই. এ. এস. কেডার পদে নন-কেডার অফিসার নিয়োগের কারণ কী?

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২) না, ইহা সত্য নয়।

৩) ১ নং এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে

৪) প্রশ্নই ওঠে না।

Admitted Starred Question No. 85

Name of Member :- **Shri Shyama Charan Tripura**

Will the Hon'ble Minister-in-charge Of The Agriculture Departmant be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১) বর্তমানে কোন কোন ব্লকে এখনও ব্লক ভিত্তিক কৃষি মহকুমা স্থাপন এবং এস. এ. পোস্টিং করা হয় নি,

২) না হলে করবে নাগাদ ঐ সব ব্লকে কৃষি মহকুমা স্থাপন এবং এস. এ. পোস্টিং করা হবে বলে আশা করা যায়?

১) ব্লক ভিত্তিক কৃষি মহকুমা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে হয় নাই।

পশ্চিম ত্রিপুরা

জম্পুইজলা, কল্যাণপুর, কাঁঠালিয়া, বক্সনগর, হেজামারা, মুঙ্গিয়াবাড়ি, পদ্মবিল।

দক্ষিণ ত্রিপুরা

অম্পি, করবুক, কিল্লা, কাঁকড়াবন, ঋষ্যমুখ।

<u>উত্তর ত্রিপুরা</u>

পেঁচারথল, জম্পুই, দামছড়া, গৌরনগর।

<u>ধলাই</u>

আমবাসা, মনু।

২) এই সব ব্লকে কৃষি মহকুমা স্থাপনের বিষয়টি সরকারের পরীক্ষাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 87

Name of Member- **Joy Gobinda Deb Roy.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of The Agriculture (Horticulture and Soil Conservation) Departmant be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১) ১৯৯৮ ইং থেকে ২০০২ ইং পর্যন্ত আলু চাষের জন্য কত পরিমাণ আলুর বীজ রাজ্যের কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২) এতে কতজন কৃষক কত পরিমাণ আলু বীজ পেয়েছে ? (আলাদা হিসাব)

৩) এর জন্য কৃষি দপ্তরকে কত টাকা ভর্তুকি দিতে হয়েছে?

৪) উপরি উক্ত বৎসরগুলিতে কত পরিমাণ আলু উৎপাদন হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর ঃ

১) ১৯৯৮ ইং থেকে ২০০২ ইং পর্যন্ত আলু চাষের জন্য মোট ৩৬৭৭.৪২০ মেঃ টন (তিন হাজার ছয়শত সাতাত্তর দশমিক চার দুই শূন্য মেঃ টন) আলুর বীজ রাজ্যের কৃষকদের মধ্যে বণ্ট ন করা হয়েছে।
বৎসর ভিত্তিক হিসাব নীচে উল্লেখ করা হইল ঃ-

১৯৯৮-৯৯—১১৮০.৩৩৫ মেঃ টন

১৯৯৯-২০০—৭৭১য়১৫৪ মেঃ টন

২০০০-২০০১—১০২৫.০৮৯ মেঃ টন

<u>২০০১-২০০২— ৭০০.৮৪২ মেঃ টন</u>

মোট ৩৬৭৭.৪২০ মেঃ টন

২) এতে মোট ৫৫, ১০৪ জন কৃষক ৩৬৭৭.৪২০ মে ঃ টন আলু বীজ পেয়েছে।

৩) কৃষি দপ্তর থেকে কোন ভর্তুকি দেওয়া হয় না।

৪) উপরিউক্ত বৎসর গুলিতে যে পরিমাণ আলু উৎপাদন হয়েছে তা নীচে উল্লেখ করা হল ঃ-

১৯৯৮-৯৯-৮৮০০ মেঃ টন

১৯৯৯-২০০০-১০০৭০মেঃ টন

২০০০-২০০১-১০৫৮৭০ মেঃ টন

২০০১-২০০২-১, ০৬২৮০ মেঃ টন

(উৎাদনের পরিমাণ টন হিসাব)
মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ঃ-

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	বছর ১৯৯৮-২০০০	১৯৯-২০০০	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২
১	২	৩	৪	৫	৬
১)	পানিসাগব	৩২০০	৫৩০০	১৮৫৫	২৮৩৬
২)	কদমতলা	-	-	১৪০৫	২৯৮০
৩)	কাঞ্চনপুর	১৮১০	৪৩৭০	২৭৭৫	২০৯
৪)	কুমারঘাট	১৫৫০	২১৫০	৫৫২০	৫৮৭৮
	উত্তর ত্রিপুরাঃ-	৬৫৬০	১১৮২০	১১৫৫৫	১৫৯০৩
৫)	ছামনু	১৫০০	১৪৮০	১১৯৫	২১৯৮
৬)	সালেমা	৫৯৭০	৬২৭০	৬৭৭০	৬০৩৬
৭)	গণ্ডাছড়া	৯৩০	৮৫০	১২৩৫	৪৪৮
	ধলাইঃ-	৮৪০০	৮৬৭০	৯২০০	৮৬৮২
৮)	খোয়াই	৪৪৬০	৪১৯৫	৭২২৫	৫৯০৭
৯)	তেলিয়ামুড়া	২৮৭০	৩৭৪০	৪০১০	৩০১৩
১০)	জিরানীয়া	২২০০	২৩০০	১৫৩০	১১১৭
১১)	মোহনপুর	২৫৬০	২৭০০	২৫৫০	৩০২৭
১২)	বিশালগড়	১১১৯০	৯৪৭৫	৫৭৯০	৫৪৭৫
১৩)	ডুকলি	-	-	-	৫০
১৪)	মেলাঘর	৭৯৩০	৯২০০	১২০০০	১২৮৭৫
১৫)	মান্দাই	-	-	-	-
	পশ্চিম ত্রিপুা ঃ-	৩১২১০	৩১৬১০	৩৩১০৫	৩১৮৬৪
১৬)	মাতাবাড়ি	৯৪০০	১২৩৬০	১১৭৪৫	৯৯৬৪
১৭)	অমরপুর	৩৯৫০	৩৮৯০	৩৭১৫	৪৩২০
১৮)	বগাফা	১৩৩৫০	১৭৪৩০	২২৭৪৫	২১১২২
১৯)	রাজনগর	১১১৯০	১০৮০৫	৮৭৭০	৮৩৬০
২০)	সাতচাঁদ	৩৯৪০	৩৫৫৫	৫০৩৫	৬০৬৫
	দক্ষিণ ত্রিপুরা ঃ-	৪১৮৩০	৪৮০৪০	৫২০১০	৪৯৮৩১
	ত্রিপুরা	৮৮,০০০	১,০০,০৭০	১,০৫,৮৭০	১,০৬,২৮০

Admitted Starred Question No. 151
Name Of Member :- Sri Billal Mia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of The Agriculture Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১) বর্তমান বাজার দর মোতাবেক প্রতি কৃষককে কত পরিমাণ ইউরিয়া সার দেয়া হয়, এবং
২) প্রতি কানি জমিতে কতটুকু সার কৃষকদের বরাদ্দ করা হয়।

৩) বর্তমানে সারে সাবসিডি দেওয়ার পরিমাণ কত?

উত্তর :

১) বাজার দরের সাথে কৃষককে ইউরিয়া সার দেওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। কৃষকেরা ডি. এল. ডব্লিও. স্টোর থেকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে প্রয়োজন অনুযায়ী ইউরিয়া সার ক্রয় করে থাকেন।

২) সারের ব্যবহারের পরিমাণ নির্ভর করে কৃষক তার জমিতে কি ফসল ফলাবেন তার উপর। বিভিন্ন ফসলের জন্য সারের প্রয়োনীয়তা ও বিভিন্ন হয়। কৃষকেরা কৃষি বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে বিভিন্ন ফসলের জন্য সারের প্রয়োজনীয় পরিমাণ নির্ধারণ করেন এবং জমির আয়তন অনুযায়ী সেই সার সরকারী স্টোর থেকে ক্রয় করেন। সুতরাং সাধারণ ভাবে কানি প্রতি কোন সার কৃষকদের বরাদ্দ করার প্রশ্নই উঠে না।

৩) সাবসিডির পরিমাণ সার অনুযায়ী বিভিন্ন হয়ে থাকে। প্রতি কেজি ইউরিয়াতে ১ টাকা, সুপার ফসফেটে ৮৭ পয়সা, রক ফসফেটে ২০ পয়সা, পটাশ সারে ১ টাকা ৭০ পয়সা এবং ডি.এ. পিতে ১টাকা ৭৭ পয়সা ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 153
Name : **Sri Subodh Nath, MLA**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of The Animal Rescurces Development Departmant be pleased to state :-

প্রশ্ন :

১) বর্তমান আর্থিক বছরের রাজ্যে IRD Dep... থেকে কতটি Dispensary কে Hospital এ উন্নীত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে?

২)পরিকল্পনা থাকিলে তা কবে পর্যন্ত করা হবে। বলে আশা করা যায়?

৩) কদমতলা ব্লকের কদতমলা Dispensary কে Hospital এ উন্নীত করা হবে কিনা?

৪) না হলে তার কারণ?

১) বর্তমান আর্থিক বছরে ৫ (পাঁত) টি Dispensary কে Hospital এ উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে।

২) বর্তমান আর্থিক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হবে।

৩) বর্তমান আর্থিক বছরের পরিকল্পনা নাই।

৪) মহকুমা ভিত্তিক Hospital করার অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক পরবর্তী স্তরে ভাবা হবে।

Admitted Starred Question No. 155
Name of Member - **Sri Samir Deb Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Departmant be pleased to state :-

প্রশ্ন :

১) খোয়াই মহকুমার সুভাষ পার্ক, বাচাইবাড়ি ও চেবরীবাজার গুলির উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কি না।

২) নেওয়া হয়ে থাকলে কি ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হবে এবং কবে নাগাদ তার কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩) না হলে, তা নেওয়ার কথা বিবেচনা করা হবে কি না?

১) না, আপাতত এই অর্থ বছরে খোয়াই মহকুমার সুভাষ পার্ক, বাচাইবাড়ি ও চেবরী বাজারগুলির উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি।

২) প্রশ্নই উঠে না।

৩) আগামী অর্থ বছরে অর্থের প্রয়োজনীয় সংস্থান থাকলে তা বিবেচনা করা যাইতে পারে।

Admitted Starred Question No. 156

Name of Member :- **Smti Sandhya Rani DebBarma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Rural Development Departmant be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১) রাজ্যের প্রত্যেক ব্লকে একটি করে সি.ডি.পি.ও-এব অফিস খোলার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোন পরিকল্পনা আছে কি;

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ এই পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হবে;

৩) যদি না থাকে তাহলে ইহার কারণ জানাবেন কি ?

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ- হ্যাঁ

২ নং প্রশ্নের উত্তর- নুতন সৃষ্টি করা মুঙ্গেয়াবাড়ি ব্লক এবং অম্পি ব্লক লাকা ছাড়া সব ব্লকেই সি. ডি. পি. ও এর অফিস খোলা হয়েছে।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ- প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No 158

Name :- **Sri Narayan Ch. Choudhury M.L.A**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Animal Resources Development Department be pleased to state:-

প্রশ্ন ঃ

১) বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজ্যে কয়টি সরকারী ফার্ম আছে, এবং প্রত্যেক ফার্মে কত জন অস্থায়ী শ্রমিক আছে ?

২) উপরিউক্ত অস্থায়ী শ্রমিকদেরকে স্থায়ীকরণের কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না ? (ফার্ম ভিত্তিক হিসাব এবং তালিকা সহ)

৩) থাকিলে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় এবং

৪) না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর ঃ

১) প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের বর্তমানে রাজ্যে মোট ১২ টি (বার) সরকারী ফার্ম আছে।

গান্ধীগ্রাম

. রাজ্যিক মুরগি পালন খামার—৬৮ জন অস্থায়ী শ্রমিক

রাধাকিশোরনগর ফার্ম কমপ্লেক্স - ৩৪১ জন

আঞ্চলিক উন্নত ছাগল প্রজনন খামার-১৬৫ ,,

দেবীপুর

. মিশ্র খামার, প্রমোদনগর- -১৯ ,,

. জিলা মুরগি পালন খামার--১০ ,,

উদয়পুর

. শূকর পালন খামার, অমরপুর- - -

. মিশ্র খামার--বীরচন্দ্র মনু- - - ৬৭ ,,

. শূকর পালন খামার, নবীনছড়া - ২ ,,

.শূকর পালন খামার, দেওয়ান পাশা -৩৩ ,,

.আঞ্চলিক উন্নত প্রজনন খামার - - - - - -৫২

নালকাটা

.জিলা মুরগি পালন খামার - - - -- - -৬ ,,

পানিসাগর

.শূকর পালন খামার, হাওয়াই বাড়ি - ১০ জন কেজুয়েল ওয়ারকার।

২) তাদের স্থায়ীকরণ করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। সঙ্গে ফার্ম ভিত্তিক নামের তালিকা দেওয়া আছে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

LIST Of THE 341 NOS FARM WORKERS ANGAGED
R.K. NAGAR, FARM COMPLEX

SL. No.	Name of the farm Workers	SL. No.	Name of the Farm Workers
1.	Sri Ajit Das,	18.	" Haripada Das,
2.	" Arun Das	19.	" Haradhan Das,
3.	" Abinash Sarker	20.	" Krishna Das
4.	Smt. Basanti Das,	21.	" Kanchilal Das
5.	Sri Bimal Malakar	22.	" Manmohan Das,
6.	" Bhakta Sarkar	23.	" Mantu Sukla Das,
7.	" Babul Das	24.	" Manehar Das,
8.	" Chitta Rn. Das.	25.	" Nital Das,
9.	" Chandan Das	26.	" Nagendra Malakar,
10.	" Dilip Malakar,	27.	" Nakul Das,
11.	" Dulal Das,	28.	" Naresh Sarkar,
12.	" Dhananjoy Das,	29.	" Pandab Sarkar
13.	" Gour Chad Malakar,	30.	" Pandab Das.
14.	" Gopal Das,	31.	" Rabindra Sarkar
15.	" Ranjit Das,	32.	" Shailendra Sarkar
16.	" Harendra Sarkar	33.	" Mintu Das
17.	" Ranjit Das	34.	" Sukumar Das

35. " Satish Das,
36. " Satyaranjan Mallik.
37. " Sunil Sukla Das.
38. " Gopal Das,
39. " Biswajit Das.
40. " Keshab Das.
41. " Pramod Das.
42. " Adarbala Das.
43. " Anita Das.
44. " Bindu Rani Das.
45. " Champa nama.
46. " Dipali Das.
47. " Dipali Das.
48. " Fulu Rani Das.
49. " Gita Rani Das.
50. " Gita Rani Das.
51. " Haridashi Sarkar,
52. " Hemalata Das.
53. " Khelan Das.
54. " Jyotsna Das,
55. " Kanti bala Das.
56. " Kajal Rani Das.
57. " Kanchan Bala Das
58. " Laxmi Rani Das,
59. " Laxmi Rani Das,
60. " Malati Das,
61. " Milan Bala Sarkar.
62. " Milan Bala Sarkar.
63. Smt. Manarama Das.
64. " Manju Rani Das,
65. " Maya Rani Sukla Das.
66. " Maya Rani Das.
67. " Nisha Bala Das.
68. " Pushpa Das.
69. " Rani bala Das.
70. " Suniti Das.
71. " Sumitra Das.
72. " Sabirtri Das.
73. " Sandhya Rani Das.
74. " Saraseati Rani Das.
75. " Sudha Rani Das.
76. " Hemalata Das.
77. " Sandhya Rani Das.
78. Sri Janak Choudhury,
79. " Nitya Nanda Das.
80. " Bhulal Sarkar.
81. " Arjun Debnath
82. " Anil Debnath.
83. " Amar Saha.
84. " Anil Majumder.
85. " Amulya Majumdar.
86. " Md. Akhtari Hussain,
87. " Surbikram Sarkar.
88. " Bhabatosh Debnath.
89. " Bimal Paul,
90. " Bimal Paul,
91. " Benulal Debnath.
92. " Bhanu Sur.
93. " Babul Sur.
94. " Babulal Acharjee.
95. " Bijoy Banik.
96. " Bikram Shill.
97. " Badal Chakraborty.
98. " Biswajit Saha.
99. " Chandan Ghosh.
100. " Chandan Bose.
101. " Chandan Debnath.
102. " Dilip Majumdar.
103. " Dilip Datta.
104. " Dilip Kumar Dey.
105. " Dipak Debnath.
106. " Dulal Paul.
107. " Dulal Paul.
108. " Md.Dilu Miah.
109. " Sri. Dipu Debnath.
110. " Dilip Bardhan.
111. " Dilip Ghosh.
112. " Dhananjoy Bhatta.
113. " Gopal Barman.
114. " Ganesh Debnath.

115. " Gopal Barman.
116. " Harimohan Bhowmik.
117. " Harimohan Debnath.
118. " Haradhan Ghosh.
119. " Harekrishna Sharma.
120. " Haradhan Majumder.
121. " Jahar Shome.
122. " Sankar, Paul.
123. " Kantilal Roy.
124. " Kumod Shil.
125. " Krishna Chakraborty.
126. " Krishna Bhomik.
127. " Kajal Dey.
128. " Khitish Dey.
129. " Md. Abdul Kassem Choudhury.
130. Sri Kamal Debnath.
131. " Kamdeb Debnath.
132. " Krishna Ghosh.
133. " Maran Kar.
134. " Manik Saha.
135. " Manik Rudra Paul.
136. " Manoranjan Debnath.
137. " Mantu Sutradar.
138. " Murali Debnath.
139. " Mirmal Goswami.
140. " Rajesh Debnath.
141. " Nepal Debnath.
142. " Naresh Debnath.
143. " Narayan Sharma
144. " Nikunja Debnath.
145. " Nandalal Debnath.
146. " Nikhil Majumdar,
147. " Niranjan Debnath,
148. " Paritosh Gupta,
149. " Paritosh Acharjee,
150. " Pradip Saha,
151. " Pradip Roy,
152. " Paresh Banik.
153. " Paresh Dutta,
154. " Pramode Debnath,
155. " Prasanta Banik,
156. " Rakhal Saha,
157. " Rabi Paul,
158. " Ramhari Majumder,
159. " Ratan Debnath,
160. " Ranjit Deb,
161. " Ranjit Debnath,
162. " Sunil Ghosh,
163. " Swapan Debnath,
164. " Swapan Biswash,
165. " Sukumar Banik,
166. " Sankar Acharjee,
167. " Sudhir Rudra Paul,
168. " Santi Rn. Deb,
169. " Sanjay Sen,
170. " Somar Deb,
171. " Sudhangshu Sen
172. " Samarendra Deb,
173. " Sajal Paul,
174. " Samir Saha,
175. " Subhash Deb,
176. " Sanjib Debnath,
177. " Santosh Bhardhan,
178. " D. Sudhan Mia,
179. " Sri Suman Deb,
180. " Sankar Debnath,
181. " Tapan Paul,
182. " Tapan Goswami,
183. " Tapan Sutradhar,
184. " Tapan Májumder,
185. " Nepal Shil,
186. " Nitai Ghosh,
187. " Adhir Dutta,
188. " Swapan Rudra Paul,
189. " Dulal Deb Roy,
190. Sri Ifihash Das,
191. Smt. Anita Shil,
192. " Amina Khatun,
193. " Arati Bala Saha,
194. " Arati Paul,

195. " Aparna Dey,
196. " Anima Majumder,
197. " Achiya Khatun,
198. " Aruna Dey,
199. " Ashalata Debnath,
200. " Badarunnessa,
201. " Banu Rani Das,
202. " Bakul Rani Das,
203. " Bimala Datta,
204. " Bishakha Bhuiya,
205. " Bishu Debnath,
206. " Basana Shib,
207. " Bandana Deb,
208. " Bakul Debnath,
209. " Fulu Rani Debnath,
210. " Gita Rani Debnath,
211. " Halen Paul,
212. " Jharna Bhowmik,
213. " Jyoti Rani Ghosh,
214. " Jyotsna Dey,
215. " Kalpana Debnath,
216. " Gopal Sutradhar,
217. " Khela Rani Debnath,
218. " Khela Deb,
219. " Khushi Rani Bhatta,
220. " Laxmi Debnath,
221. " Lila Dutta,
222. " Malati Ghosh,
223. " Malati Shil,
224. " Malati Debnath,
225. " Malati Bhuiya,
226. " Minati Roy,
227. " Minati Rudra Paul,
228. " Manju Rani Choudhury,
229. " Manorama Debnath,
230. Smt. Mahamaya Dhar,
231. Sri Milan Bhattacharjee,
232. " Nityabashi Debnath,
233. " Nur Bhanu
234. " Nanibala Goswami,
235. " Parul Bala Debnath,
236. " Putul Rani Das,
237. " Priti Paul,
238. " Radha Rani Debnath,
239. " Usha Rani Shil,
240. " Rashana Begam,
241. " Rubiya Khatun,
242. " Radha Rani Debnath,
243. " Sunity Debnath,
244. " Mafiya Khatun,
245. " Nihar Bala Debnath,
246. " Suniti Bhatta,
247. " Sabita Debnath,
248. " Sabita Ghosh,
249. " Sabita Datta,
250. " Sishubala Debnath,
251. " Suraj Bhanu,
252. " Sova Rani Dey,
253. " Surabala Dutta,
254. " Smt. Suchitra Debnath,
255. Smt. Shefali Sutradhar,
256. " Sova Bhowmik,
257. " Hemalata Sutradhar,
258. " Swapan Ghosh,
259. " Sandhya Dey,
260. " Malati Khatun,
261. Sri Kumod Debnath,
262. " Dilip Sarkar,
263. Smt. Minati Das,
264. " Sushama Sarkar,
265. " Tulshi Rani Sarkar,
266. " Kalpana Roy,
267. Sri Alanga DebBarma,
268. " Banka DebBarma,
269. " Budhi Ch. DebBarma,
270. " Budhrai DebBarma,
271. " Bidya DebBarma,
272. " Braja DebBarma,
273. Sri Bikram DebBarma,
274. " Biswajit DebBarma,

275.	" Budhi DebBarma,	309.	" Budhini DebBarma,
276.	" Dharmendra DebBarma,	310.	" Biswalaxmi DebBarma,
277.	" Jyotish DebBarma,	311.	" Biswa Rani DebBarma,
278.	" Kartik DebBarma,	312.	" Budhulekha DebBarma,
279.	" Kartik DebBarma,	313.	" Budhini DebBarma,
280.	" Lal Mohan DebBarma,	314.	" Chikanti DebBarma,
281.	" Mangal DebBarma,	315.	" Janila Marak,
282.	" Mangal DebBarma,	316.	" Krishnapati DebBarma,
283.	" Mangal DebBarma,	317.	" Karmati DebBarma,
284.	" Mantu DebBarma,	318.	" Maganti DebBarma,
285.	" Mohan Lal DebBarma,	319.	" Mangaleswari DebBarma,
286.	" Mohan DebBarma,	320.	" Malati DebBarma,
287.	" Rakhal DebBarma,	321.	" Smt. Parija DebBarma,
288.	" Rabi Deb Barma,	322.	" Pancha Laxmi DebBarma,
289.	" Rabicharan Deb Barma,	323.	" Radha Rani DebBarma,
290.	" Ram Charan DebBarma,	324.	" Rambati DebBarma,
291.	" Jaga Deb Barma,	325.	" Rabi Laxmi DebBarma,
292.	" Sukumar DebBarma,	326.	" Rashani DebBarma,
293.	" Sukram DebBarma,	327.	" Rabirong DebBarma,
294.	" Sukram DebBarma,	328.	" Sabita DebBarma,
295.	" Sukrai DebBarma,	329.	" Sona Laxmi DebBarma,
296.	" Sukumar DebBarma,	330.	" Sova Laxmi DebBarma,
297.	" SamBhu DebBarma,	331.	" Sandhya Laxmi DebBarma,
298.	" Suku DebBarma,	332.	" Sampati DebBarma,
299.	" Suklal DebBarma,	333.	" Soma Laxmi DebBarma,
300.	" Sachindra DebBarma,	334.	" Sabita DebBarma,
301	" Biswa DebBarma,	335.	" Sabitri DebBarma,
302.	" Surjamani DebBarma,	336.	" Tina Marak,
303.	" SuBodh DebBarma,	337.	" Nanda Rani DebBarma,
304.	" Raj Kumar DebBarma,	338.	" Methur DebBarma,
305.	Smt Anju DebBarma,	339.	" Mangaleswari DebBarma,
306.	" Budhilekha DebBarma,	340.	Sri Puniram DebBarma,
307.	" Budhilekha DebBarma,	341.	Sri Shyam Charan DebBarma,
308.	" Budhilekha DebBarma,		

LIST OF 165 NOS FARM WORKERS UNDER
DEBIPUR COMPOSITE LIVE STOCK FARM.

SL. No.	Name of the Farm Workers	SL. No.	Name of the Farm Workers
	Under Debipur Panchayet :-		
1.	Sri Digendra Datta,	5.	Sri. Sanjit Sen,
2.	" Pankaj Sen,	6.	" Santosh DebBarma,
3.	" Jiban Das,	7.	Smt. Narayani DebBarma,
4.	Smt. Mamata Sen,	8.	Sri Kalachan DebBarma,

Under Debipur Panchayet :-

9. Sri Ganamani DebBarma,
10. Sri Surjya Kumar DebBarma,
11. Sri Dilip DebBarma,
12. Smt. Nanda Rani DebBarma,
13. Sri Manindra Sarkar,
14. Sri Santi Das,
15. Smt. Parbati Das,
16. Sri Bikash DebBarma,
17. Sri Kajal Sen,
18. Sri Sadhan Sarkar,
19. Sri Balai Laskar,
20. Sri Dilip Datta,
21. Sri Haripad Dutta,
22. Sri Gouranga Roy,
23. Sri Birendra DebBarma,
24. Sri Madan Debnath,
25. Sri Chanda Das,
26. Sri Laxman Sarkar,
27. Sri Biswa DebBarma,
28. Sri Krishna Basi DebBarma,
29. Smt. Bina Laxmi DebBarma,
30. Sri Chitta DebBarma,
31. Sri Balabasi DebBarma,

SL. No. Name of the Farm Workers

Under Kamalasagar Panchayet :-

32. Sri Narendra Das,
33. Sri Gakul DebBarma,
34. Smt. Joga Maya DebBarma,
35. Sri Kamini Das,
36. Smt. Kalpana DebBarma,
37. Sri Pichun Das,
38. Smt. Astami Sarkar,
39. Smt. Malanchya Das,
40. Sri Ratan Das,
41. Smt. Kadu Bala Sarkar,
42. Sri Sukhlal Sarkar,
43. Sri Ranjit Sarkar,
44. Sri Narayan Das,
45. Sri Bhajan Sutadar,
46. Sri Arun Das,

Under Kamalasagar Panchayet :-

47. Sri Matilal Das,
48. Sri Bharat Das,
49. Sri Nagendra Das,
50. Sri Swapan Nama,
51. Sri Premananda Das,
52. Sri Amalesh Das,
53. Sri Smt. Radharani Mallik,
54. Sri Bijoy Bhowmik,
55. Sri Bhadra Das,
56. Sri Shanti Debnath,
57. Sri Laxmikanta Das,
58. Sri Ratan Nama,
59. Sri Nikhil Sarkar,
60. Sri Tapan Nama,
61. Sri Niranjan Bhowmik,
62. Sri Ranjit Debnath,
63. Md. Dulal Miah,
64. Sri Shibu Datta,
65. Sri Khukan Sen,
66. Sri Sanjit Bhowmik,
67. Sri Haridas Debnath
68. Smt. Gita Rani Ghosh,
69. Sri Sukhlal Debnath,
70. Sri Prabhumay Deb,
71. Smti. Kanan Bala Sutradhar,
72. Sri Maya Rani Ghosh,
73. Sri Babul Dhar,
74. Sri Nirmal Debnath,
75. Sri Ranjit Sen,
76. Sri Narayan Chakraborty,
77. Sri Nikhil Debnath,
78. Sri Sankar Roy,
79. Sri Amar Chand Das,
80. Sri Sukhlal Sarkar,
81. Sri Sankar Sen,
82. Sri Subhash Debnath,
83. Smt. Sandhya Bhowmik,
84. Smt. Minati Debnath,
85. Sri Jatan Debnath,
86. Sri Laxman DebBarma,
87. Sri Santosh DebBarma,

Under Kamalasagar Panchayet :

88. Smt. Naba Laxmi DebBarma,
89. Smt. Shabitri DebBarma,
90. Sri Satish DebBarma,
91. Smt. Agussri DebBarma,
92. Smt. Usha Rani Nama,
93. Sri Rasik Biswas,
94. Sri Madhusudan Das,
95. Smt. Rani Rudhrapal,
96. Sri Naresh DebBarma,
97. Sri Subhash DebBarma,
98. Sri Milan DebBarma,
99. Sri Biralal Das,
100. Sri Haradhan Ghosh,
101. Sri Jogesh Malakar,
102. Sri Haradhan Sen,
103. Smt. Niralaxmi DebBarma,
104. Sri Laxman DebBarma,
105. Sri Ashok DebBarma,
106. Sri Bishu DebBarma,
107. Sri Krishnabasi DebBarma,

MADHUPUR GAOSHABHA

108. Smt. Nibha Saha,
109. Sri Maniharan Sen,
110. Sri Sudhangshu Paul,
111. Sri Shyamal Sarkar,
112. Sri Uttam Roy,
113. Md. Taher Miah,
114. Sri Mukta Miah,
115. Sri Sri Dipesh Roy,
116. Sri Narayan Kar,
117. Sri Chitta Shil,
118. Sri Naresh Chakraborty,
119. Sri Haripada Dey,
120. Sri Sudhan Debnath,
121. Sri Mihir Debnath,
122. Sri Benulal Saha,
123. Sri Sukumar Sarkar,
124. Smt. Sumita Roy,
125. Md. Kamal Miah,
126. Sri Harilal Banik,
127. Sri Jitendra Roy,
128. Sri Kishore Dewan,

MADHUPUR GAOSHABHA

129. Sri Paresh DebBarma,
130. Smt. Sandhya Biswas,
131. Sri Sadhan Sarkar,
132. Sri Probodh Bhandari,
133. Smt. Sandhya Sarkar,
134. Sri Raj Kumar Baishya,
135. Sri Ajit Sarkar,
136. Sri Lakhman Das,
137. Md. Abdul Wazid,
138. Sri Pramode Sarkar,
139. Sri Partha DebBarma,
140. Sri Biswa DebBarma,
141. Smt. Pratima Sarkar,
142. Sri Ratan Bardan,
143. Smt. Chinu Rani Nag,
144. Sri Amrita Lal Sarkar,
145. Sri Balai Sarkar,
146. Sri Haripada Bhowmik,
147. Sri Kirti DebBarma,
148. Sri Pradip Saha,
149. Sri Sunil Das,
150. Sri Umesh Das,
151. Sri Sudhangsu Debnath,
152. Sri Bijoy Debnath,
153. Sri Manto Ghosh,
154. Sri Nepal Saha,
155. Sri Sanjit Sarkar,
156. Sri Shyamal Saha,
157. Sri Swapan Dey,
158. Sri Badal Dey,
159. Smt. Sumita Bowmik,
160. Sri Sati Rani Dey,
161. Sri Mira Rani Dey,
162. Sri Sunil Debnath,
163. Smt. Gita Rani Dey,
164. Sri Sabita Nath Bhowmik
165. Smt. Kamala Das,

LIST OF 68 NOS FARM WORKERS AT S.P.F. GANDHIGRAM

1.	Sri Narayan Das,	35.	Sri Narendra DebBarma,
2.	Sri Purna DebBarma,	36.	Sri Sankar Sarkar,
3.	Sri Jahar DebBarma,	37.	Smti. Pratima Ghosh,
4.	Sri Nipendra Das,	38.	Smti. Bimala Nama,
5.	Sri Biswa DebBarma,	39.	Smti. Shyamala Biswas,
6.	Smti. Sajal Bala Bhattacherjee	40.	Smti. Mira Rani Sarkar (Saha),
7.	Sri Kshitish Biswas,	41.	Sri Jatish Das,
8.	Narayan DebBarma,	42.	Smti. Namita Das,
9.	Sri Debendra DebBarma,	43.	Smt. Shefali Majumder,
10.	Sri Syam Bahadur Roy,	44.	Sri Haradhan Nama,
11.	Sri Gopal DebBarma,	45.	Sri Ranjit Munda,
12.	Sri Rajkurmar DebBarma,	46.	Sri Kamal Das,
13.	Sri Sukumar Biswas,	47.	Sri Ranjit DebBarma,
14.	Sri Haru Sharma,	48.	Sri Prabir DebBarma,
15.	Sri Chandan Sarkar,	49.	Sri Chitta DebBarma,
16.	Sri Narayan DebBarma,	50.	Sri Dipak Das,
17.	Sri Ranajit Lusai,	51.	Sri Rabi DebBarma,
18.	Sri Ranjan Dundu,	52.	Sri Khagendra DebBarma,
19.	Sri Sukaram DebBarma,	53.	Sri Uttam DebBarma,
20.	Sri Parimal Sarkar,	54.	Sri Dulu Natta,
21.	Sri Ajit DebBarma,	55.	Sri Sachindra Sarkar,
22.	Sri Sudhir Gope,	56.	Sri Nitai Acherjee
23.	Sri Santosh Dey,	57.	Sri Dilip DebBarma,
24.	Sri Samir DebBarma,	58.	Sri Kati Natta,
25.	Sri Ranjit Biswas,	59.	Sri Swapan Bhattacherjee,
26.	Sri Ranjit DebBarma,	60.	Sri Sunil Roy,
27.	Sri Prajulla DebBarma,	61.	Sri Naresh Bhattacherjee,
28.	Sri Mangal DebBarma,	62.	Sri Nipendra Biswas,
29.	Sri Laniyam Lusai,	63.	Sri Pradip Deb,
30.	Sri Birendra Sutradhar,	64.	Sri Sudhir Shil,
31.	Sri Krishnadhah Nama,	65.	Sri Manik Roy,
32.	Sri Birendra Biswas,	66.	Sri Dwaraka DebBarma,
33.	Sri Sanjit DebBarma,	67.	Sri Manik Gope,
34.	Sri Nanda Kishore Paul,		68. Smti. Bindu Basi Das,

LIST OF 19 (NINTEEN) NUMBERS FARM WORKERS ENGAGED UNDER PROMODENAGAR FARM

SL. No.	Name of the Farm Workers	SL. No.	Name of the Farm Workers
1.	Sri Sushen DebBarma,	2.	Sri Arun DebBarma,
3.	Sri Falendra DebBarma,	4.	Sri Narendra DebBarma,
5.	Sri Parendra DebBarma,	6.	Sri Adanya DebBarma,
7.	Sri Dilip DebBarma,	8.	Sri Jatindra DebBarma,

SL. No.	Name of the Farm Workers	SL. No.	Name of the Farm Workers
9.	Sri Sachindra Tati,	10.	Sri Satya Rn. DebBarma,
11.	Sri Ranu Nama,	12.	Sri Sona Urang
13.	Sri Rajendra DebBarma,	14.	Sri Mahendra DebBarma,
15.	Sri Kanu Nama,	16.	Sri Benu Kanta DebBarma,
17.	Sri Rajani DebBarma,	18.	Smti. Budhya Laxmi DebBarma,
19.	Sri Sukramani DebBarma,		

BIRCHANDRA MANU (COMPOSITE LIVESTOCK)
FARM. 67 (Sixty Seven) Nos.

SL. No.	Name of the Farm Workers	SL. No.	Name of the Farm Workers
1.	Sri Jahar Lal Debnath,	30.	Sri. Ramen Debnath,
2.	,, Harekrishna Debnath,	31.	Smti. Surabala Das,
3.	,, Rangamohan Majumder,	32.	Sri Sunil Dey,
4.	,, Sudhir Paul,	33.	Sri Swapan Debnath,
5.	,, Kelafno Mog,	34.	Sri Atul DebBarma,
6.	,, Bidhu Bhusan Debnath,	35.	Sri Monoranjan Debnath,
7.	,, Sunil Debnath,	36.	Sri Ramen Debnath,
8.	,, Harendra Chaudhury,	37.	Sri Babul Das,
9.	,, Jatindra Debnath,	38.	Md. Abdul Khalak,
10.	,, Ram DebBarma,	39.	Sri Pran Gopan Debnath,
11.	,, Jagabandhu Shil,	40.	Sri Mongfro Mog,
12.	,, Prafulla Debnath,	41.	Sri Manik Debnath,
13.	,, Girendra Choudhury,	42.	Sri Ranjit Debnath,
14.	,, Nantu Dey,	43.	Sri Dhirendra Adhikari,
15.	Sri Budhya DebBarma,	44.	Sri Paresh Bhowmik,
16.	Sri Kirthi Bhushan Debnath,	45.	Sri Monoranjan Debnath,
17.	Sri Tapan Das,	46.	Sri Sudhir Barman,
18.	Sri Kallmchan Debnath,	47.	Sri Bhudan Chakraborty,
19.	Sri Bhudan Hari Jamatia,	48.	Md. Dulu Miah,
20.	Sri Khagendra Debnath,	49.	Sri Tapash Das,
21.	Sri Narayan Dey,	50.	Sri Mani Debnath,
22.	Sri Madhab Das,	51.	Sri Gouranga Debnath,
23.	Sri Dulal Debnath,	52.	Sri Balaram Das,
24.	Sri Madan DebBarma,	53.	Sri Paritosh Bhowmik,
25.	Sri Girendra Debnath,	54.	Md. Hossen Miah,
26.	Smti. Rani Das,	55.	Md. Sayad Miah,
27.	Sri Haripriya Debnath,	56.	Sri Murali Debnath,
28.	Sri Chikendra Hari Jamatia,	57.	Sri Laxman Debnath,
29.	Md. Sujat Ali,	58.	Sri Babul Saha,

59.	Sri Priyatosh Majumder,	60.	Sri Bishu Dey,
61.	Sri Dulal Shom,	62.	Sri Tapan Dey,
63.	Sri Uttam Debnath,	64.	Sri Sankar Debnath,
65.	Sri Haran Debnath,	66.	Smti. Barat Kumari Jamatia,
67.	Sri Sushil Debnath,		

LIST OF 52 NOS FARM WORKERS AT NALKATA FARM, DHALAI TRIPURA

1.	Sri Karna DebBarma,	27.	Sri Bharat Majumder,
2.	Sri Rabindra DebBarma,	28.	Sri British Dewan,
3.	Sri Sachin DebBarma,	29.	Sri Ganesh Debnath,
4.	Sri Hamir Kr. DebBarma,	30.	Smti. Laxmi Rn. Debnath,
5.	Sri Kishore DebBarma,	31.	Sri Sitesh Paul,
6.	Sri Bidhu Kr. DebBarma,	32.	Sri Gagendra Chanda,
7.	Smti. Rebalaxmi DebBarma,	33.	Sri Mrinal Das,
8.	Sri Bijoy DebBarma,	34.	Sri Benu Das,
9.	Sri Sambu DebBarma,	35.	Smti. Gita Rani Baidya.
10.	Sri Subash Das,	36.	Sri Narendra DebBarma,
11.	Smti. Gita Rani Das,	37.	Sri Hiran DebBarma,
12.	Sri Ramkamal Das,	38.	Sri Sukhia DebBarma,
13.	Smti. Renubala Das,	39.	Sri Madhu DebBarma,
14.	Sri Sudhan Sarkar,	40.	Sri Manindra DebBarma,
15.	Sri Nirmal Sarkar,	41.	Sri Suresh DebBarma,
16.	Sri Bijoy Sarkar,	42.	Sri Chitta DebBarma,
17.	Sri Renjit Sarkar,	43.	Sri Ganga Jamatia,
18.	Smti. Banabala Sarkar,	44.	Sri Dilip Jamatia,
19.	Sri Kangali Maji,	45.	Sri Krishna Jamatia,
20.	Smti. Subhasini Swal,	46.	Sri Pancha Jamatia,
21.	Sri Satya Rn, Swal,	47.	Smti. Bakul Rani Das,
22.	Sri Upendra Mandal,	48.	Sri Basana Sarkar,
23.	Sri Gopal Mahajan,	49.	Sri Sunil Sarkar,
24.	Sri Sankar Mahajan,	50.	Sri Banabasi Maji,
25.	Sri Narayan Mahajan,	51.	Sri Rajkishore Maji,
26.	Sri Sankar Baidya,	52.	Sri Pulin Batta.

LIST OF 33 Nos. Farm WORKERS AT DEWANPASSA PIG FARM.

SL. No.	Name of the Form Workers	SL. No.	Name of the Farm Workers
1.	Sri Brajendra Ch. Nath.	6.	Sri Bishwa Nath,
2.	Sri Satyaban Debnath,	7.	Sri Bir Ch. DebBarma,
3.	Sri Jitendra Ch. Nath,	8.	Sri Ranjit Bhattacherjee,
4.	Sri Kalipada Das,	9.	Sri Bijoy Nath,
5.	Sri Pramode Datta,	10.	Sri Jantu Deb,

SL. No.	Name of the Farm Workers	SL. No.	Name of the Farm Worker
11.	Sri Chitta Tati,	23.	Sri Arun Kr. Kohar,
12.	Sri Rathindra Dhar,	24.	Sri Amar Ch. Das,
13.	Sri Umesh Ch. Nath,	25.	Sri Badhal Ch. Das,
14.	Sri Mohim Ch. Nath,	26.	Sri Narayan Paul,
15.	Sri Jagabandhu Das,	27.	Sri Sachindra Ch. Deb.
16.	Sri Sahanka Ghosh,	28.	Sri Bijoy Krishna Biswas,
17.	Sri Jatindra Das,	29.	Sri Narayan Raha,
18.	Sri Gopal Debnath,	30.	Sri Biru Sukla Baidya,
19.	Sri Dhananjoy Malakar,	31.	Sri Monoj Bhowmik,
20.	Sri Dulal Ch. Das,	32.	Sri Prasanta Shil,
21.	Sri Sankar Acherjee,	33.	Sri Purnendu Bikash Dey,
22.	Sri Santosh Das,		

10 (TEN) NOS. FARM WORKERS AT DIST.
POULTRY FARM UDAIPUR, SOUTH TRIPURA.

1.	Sri Babul Sarkar,	6.	Sri Basana Saha,
2.	Sri Manik Shil,	7.	Sri Birendra Baidya,
3.	Sri Pradip Dey,	8.	Sri Kanu Shil,
4.	Sri Manmohan Das,	9.	Sri Joydeb Saha,
5.	Smti. Laxmi Rani Das,	10.	Sri Akhil Shil,

6 (SIX) NOS. OF FARM WORKERS AT DISTRICT
POULTRY FARM PANISAGAR NORTH TRIPURA.

1.	Sri Birendra Ch. Das,	4.	Smti. Malati Sharma,
2.	Sri Jatindra Das,	5.	Sri Samir Majumder,
3.	Sri Dulal Majumdur,	6.	Smti. Anuar Begam,

2 (TOW) NOS. OF FARM WORKERS NABINCHARRA PIG FARM NORTH

1.	Sri Maloy Chakma,	2.	Sri Manoranjan Chakma,

SL. NO. NAME OF THE FARM WORKERS. NAME OF THE CONTRACT / CASUAL LABOURERS OF PIG FARM, HAWAIBARI, TELIAMURA, (TRIPURA WEST).

SL. No.	Name of the Farm Workers	SL. No.	Name of the Farm Workers
1.	Sri Ranjit Das,	3.	Sri Uttam Sarkar,
2.	Sri Biplab Deb,	4.	Sri Sunil Sukladas,

5. Sri Jawhar Kaloi,
6. Sri Krishna Debnath,
7. Sri Chandan Chakraborty,
8. Sri Anil Choudhury,
9. Sri Bimal Debbarma,
10. Sri Shekhar Dasgupta,

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 159

Name of Member :- **Sri Pranab Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in- charge of the Forest Department be pleased of state :-

প্রশ্ন ঃ

১। ইহা কি সত্য যে বনদপ্তরের বিভিন্ন চেক পোষ্টে বহু মূল্যবান কাঠ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তার কারণ কী;

৩। ঐ কাঠগুলো জনস্বার্থে ব্যবহারের জন্য দপ্তর কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর ঃ

১। না, কোন চেক পোষ্টেই মুল্যবান কাঠ রাখা হয় না। নির্দিষ্ট ডিপোতে রাখা হয়।

২। প্রশ্নই উঠে না।

৩। জনস্বার্থে নিম্নরূপ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

ক) দরপত্র/ নিলামের মাধ্যমে কাঠ বিক্রি করা -

খ) সরকারি দপ্তরগুলোর কাজের জন্য কাঠ বিক্রি করা -

গ) জনসাধারনের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারের জন্য প্রতি ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ২.০০ ঘন মিটার কাঠ বিক্রির অনুমোদন দেওয়া।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 160

Name of Member :- **Shri Subodh Nath**

Will the Hon'ble Minister-in- charge of the Agriculture (Horticulture and soil conservation) Department to be pleased of state :-

প্রশ্ন ঃ

১। ইহা কি সত্য যে, কদমতলা কৃষি মহকুমা আধিকারিক সরসপুর জি.পি.র বামুনীয়া ছড়া সংলগ্ন কয়েকশত একর জমি বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্যে কয়েক লক্ষ টাকার একটি প্রজেক্ট তৈরি করেছেন ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে স্কীম অনুযায়ী টাকার পরিমাণ কত ?

৩। উক্ত স্কীমে কী কী ফসল উৎপাদনের প্রস্তাব রয়েছে ?

৪। কৃষি আধিকারিকের প্রস্তাব অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করা হবে কি না ?

৫। হলে কবে নাগাদ তাহা কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর ঃ

১। এরকম কোন প্রজেক্ট তৈরী হয় নি তবে, কদমতলা কৃষি তত্বাবধায়ক উক্ত জমি রক্ষার জন্য একটি প্রস্তাব তৈরি করেছেন।

২। স্কীম অনুযায়ী টাকার পরিমাণ মোট ৭,৭৫,০০০ (সাত লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা।

৩। পাট ও আমন ধান চাষ করার প্রস্তাব আছে।

৪। না।

৫। দপ্তর প্রাথমিকভাবে সমীক্ষার কাজ শুরু করেছে তবে বর্ষার পর বিস্তারিত ভূমি সমিক্ষার কাজ সম্পনন করে প্রয়োজনীয় কাজের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 161

Name of Members :- **1) Sri Sudhan Das**
2) Sri Khagendra Jamatia,
3) SriSamir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in- charge of the Forest Department be pleased of State:-

প্রশ্ন ঃ- ১ ইহা কি সত্য যে, রাজ্যে তৃষ্ণা অভয়ারণ্য সহ অভয়ারনগুলির উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত টাকা দিচ্ছে না;

প্রশ্ন ঃ-২ যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কোন কোন প্রকল্পের জন্য টাকা দিচ্ছে না; এবং

প্রশ্ন ঃ- ৩ বর্তমানে অভয়ারণ্যের উন্নয়নের কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

উত্তর ঃ- ১ ঠিক নয়।

উত্তর ঃ- ২ প্রশ্নই আসে না।

উত্তর ঃ- ৩ অভয়ারণ্য গুলির উন্নয়নে নিম্ন পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে;

১) বন্য প্রাণীদের স্বাভাবিক বাসস্থানের উন্নয়নে বন সৃজন করা হচ্ছে।

২) জলাশয় সৃষ্টি সহ সার্বিক বাস্তু সংস্থানের উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩) অভয়ারণ্য গুলিকে আগুনের হাত থেকে রক্ষার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

৪) যোগাযোগের উন্নয়নে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

৫) অবৈধ গাছ কাটা ও বন রক্ষায় পাহারা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৬) মানুষ এবং বন্য প্রাণীর মধ্যে সুনিবিড় সম্পর্ক রাখার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 162

Name of Members :- **1) Shri Sudhan Das**
2) Sri Khagendra Jamatia,
3) Sri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in- charge of Agriculture Department be pleased of state:-

প্রশ্ন ঃ

১। বর্তমানে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে V.L.W. Centre/Agri. Seeds Store এর সংখ্যা কত?

২।ইহা কি সত্য, বর্তমান অর্থবর্ষে V.L.W. Centre/ Agri. Seeds Store নতুন করে খোলা হবে?

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কোন বিভাগে কতটি খোলা হবে?

৪। রাজনগর কৃষি মহকুমাকে দুই ভাগে বিভক্ত করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা?

৫।ইহাও কি সত্য যে, ৩৭ মাইল (আঠারমুড়া) এলাকায় V.L.W. Store খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে?

৬। নেওয়া হয়ে থাকলে কবে নাগাদ খোলা হবে বলে আশা করা যায়?

৭। খোয়াই ব্লকের উত্তর সিঙ্গিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন Agri. Seeds Store স্থাপনের ব্যাপারে দপ্তরের উদ্যোগ কোন পর্যায়ে আছে?

১) বর্তমানে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে V.L.W. Centre/ Agri. Seeds Store এর সংখ্যা ৩৭৯টি।

২) হ্যাঁ, ইহা সত্য বর্তমান অর্থবর্ষে নতুন করে কিছু V.L.W. Centre/ Agri. Seeds Store খোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

৩) প্রাথমিক পর্যায়ে রাজনগর কৃষি মহকুমার লক্ষ্মীপুরে এবং তেলিয়ামুড়া কৃষি মহকুমার মহারাণী পুরে ১টি করে খোলা হবে।

৪) রাজনগর কৃষি মহকুমাকে দুই ভাগে বিভক্ত করার পরিকল্পনা এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের নেই।

৫) না, এই ব্যাপারে সরকারের কাছে কোনও পরিকল্পনা নেই।

৬) প্রশ্নই উঠে না।

৭) খোয়াই ব্লকের উত্তর সিঙ্গিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন করে Agri. Seeds Store স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের কাছে প্রস্তাব আকারে রয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 163

Name of Member : - **Sri Khagendra Jamatia.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন ঃ

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার ৩৭ মাইলে একটি ভি. এস কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন।

২। নিয়ে থাকলে কবে নাগাদ খোলা যাবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর ঃ

১। বর্তমান সময়ে ৩৭ মাইলে আপাতত ভি.এস কেন্দ্র খোলার জন্য কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 164

Name of Member : - **Sri Khagendra Jamatia.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state.

প্রশ্ন ঃ

১। ইহা কি সত্য যে যোগাযোগের অপ্রতুলতার জন্য মহারানী, দঃ মহারানী, নমনজয়, রামকৃষ্ণপুর, শ্রীরাম খড়া গাঁও সভাগুলি সার, বীজ, ঔষধ (VLW) কৃষকরা পাচ্ছে না।

২। সত্য হলে উপরোক্ত ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

উত্তর ঃ

১। বিগত ২২-৫-২০০০ ইং তারিখে মহারানীপুর গ্রাম সেবক কেন্দ্রটি লুট হয়ে য়াওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মহারানী, দঃ মহারানী নমনজয় এবং শ্রীরামখড়া গাঁও সভাগুলির কৃষকদের মধ্যে চাকমাঘাটস্থিত গ্রাম সেবক কেন্দ্র হইতে প্রয়োজনীয় সার, বীজ এবং ঔষধ বিতরণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

গত ১৭-৮-২০০২ ইং তারিখে উত্তর মহারানীপুর গ্রাম সেবক কেন্দ্রটি চালু হওয়ার ফলে উপরোও গাঁও সভার কৃষক ভাইরা উত্তর মহারানীপুর গ্রাম সেবক কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় সার, বীজ এবং ঔষধ সংগ্রহ করতে পারবেন। রামকৃষ্ণপুর গাওসভার কৃষক ভাইরা তাদের প্রয়োজনীয় সার, বীজ ইত্যাদি মুঙ্গিয়া বাড়ী গ্রাম সেবক কেন্দ্র থেকে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No :-165
Name of Member :- **Shri Khagendra Jamatia,**
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state:-

প্রশ্ন ঃ

১। ইহা কি সত্য যে, মুঙ্গিয়াকামি ব্লক বিল্ডিং তৈরি করার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছেন, এবং
২। নিয়ে থাকলে কবে নাগাদ হবে আশা করা যায় ?

উত্তর ঃ

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ- এমন পরিকল্পনা দপ্তরের বিবেচনাধীন আছে।
২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ- প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 167
Name of Member :- **Sri Narayan Choudhury,**
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state:-

প্রশ্ন ঃ

১। বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত দেবীপুর ফার্মে কতজন অস্থায়ী শ্রমিক আছে ?
২। তাদের স্থায়ীকরণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?
৩। থাকিলে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর ঃ

১। দেবীপুর ফার্মে বর্তমানে ১৬৫ (একশত পয়ষট্টি) জন অস্থায়ী শ্রমিক আছে।
২। তাদের স্থায়ীকরণ করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 168
Name of MLA :- **Shri Dipak Kr. Roy,**
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the General Administration (P&T) Department be pleased to state :

প্রশ্ন ঃ

১। বয়স উত্তীর্ণ বেকারদের চাকুরী দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?
২। যদি থেকে থাকে তবে কবে নাগাদ তাদের নিয়োগের ব্যাবস্থা করা হবে ?
৩। যদি না থাকে তাহার কারণ ?

উত্তর ঃ

১। বয়স উত্তীর্ণ বেকারদের চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা নেই।
২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২ নং প্রশ্ন আসে না।
৩। চাকুরী পাবার নির্ধারিত উর্দ্ধবয়স সীমা যেহেতু উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

Admitted Starred Question No. 169

Name of of Member :- Sri Billal Mia,

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Agriculture Department be pleased to state :

প্রশ্ন ঃ

১। ১৯৯৮ ইং হইতে ২০০২ ইং এর ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত রাজ্য সরকার ইউরিয়া সার এর ক্ষেত্রে শতকরা কত টাকা সাবসিডি পাইয়াছে এবং

২। ১৯৯৮ ইং হইতে ইং এর ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত ইউরিয়া ও অন্যান্য সারের দাম কত ছিল (বৎসর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর ঃ

১। রাজ্য সরকার ইউরিয়া সার বা কোন সারের ক্ষেত্রেই কোন সাবসিডি পান না। বরঞ্চ কৃষকদের সুবিধার্থে ইউরিয়া সহ বিভিন্ন সারের উপর সাবসিডি দিয়ে থাকেন।

২। ১৯৯৮ ইং হইতে ২০০২ এর ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত ইউরিয়া ও অন্যান্য সারের বৎসর ভিত্তিক দাম নিম্নরূপ ঃ-

সার	১৯৯৮-১৯৯৯		১৯৯৯-২০০০		২০০০-২০০১ (১১ই সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর		২০০১-২০০২ (২৪ শে সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর	
	পুর্ন	ভর্তুকি	পুর্ণ	ভর্তুকি	পুর্ণমূল্য	ভর্তুকিমূল্য	পুর্ণমূল্য	ভর্তুকিমূল্য
১। ইউরিয়া	৩.৯১	৩.০০	৩.৯১	৩.০০	৫.০০	৪.০০	৫.২০	৪.২০
২। সুপার ফসফেট	৩.৯৭	২.০০	৩.৯৭	২.০০	৩.৮৭	৩.০০	৪.০২	৩.১৫
৩। রক ফসফেট	২.৩৪	১.৫০	২.৩৪	১.৫০	২.৭০	২.৫০	২.৮১	২.৬১
৪। মিউরেট অব পটাশ	৬.৬১	৩.৫০	৬.৬১	৩.৫০	৫.৯৫	৪.২৫	৬.১৯	৪.৪৯
৫। ডি.এ.পি.	৯.৯০	৩.৬০	৯.৯০	৩.৬০	১০.৬৭	৮.৯০	১১.১০	৯.৩৩
৬। অমৃত	৮.৬৭	৩.৫০	৮.৬৭	৩.৫০	-	-	-	-

Admitted Starred Question No. 171

Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the General Administration (P&T) Department be pleased to state:-

প্রশ্ন ঃ

১। TPSC -র মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারী পদে নিযুক্তির ক্ষেত্রে তফসিলী জাতি, উপজাতি, ও.বি.সি., ধর্মীয় সংখ্যালঘু, শারীরিক প্রতিবন্ধী, সন্ত্রাস জনিত কারণে বাস্তুচ্যুত রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দা এবং কৃতী খেলোয়াড়দের বয়সের উর্ধসীমা শিথিল করার জন্য (U.P.S.C -র মত) বর্তমানে T.P.S.C র প্রচলিত নিয়মাবলী পরিবর্তন করা হবে কি না?

২। করা হলে কবে নাগাদ হবে? এবং

৩। করা না হলে এর কারণ কী?

উত্তর ঃ

১। - ৩/ U.P.S.C অনুসৃত পদ্ধতি মত তফসিলী জাতি, উপজাতি, ও.বি.সি. ধর্মীয় সংখ্যালঘু, শারীরিক প্রতিবন্ধী, সন্ত্রাস জনিত কারণে বাস্তুচ্যুত রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দা এবং কৃতী খেলোয়াড়দের বিভিন্ন সরকারী পদে নিযুক্তির ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধসীমা শিথিল করার বিষয়টি সম্পর্কে U.P.S.C এবং ভারত সরকারের কাছে বিস্তৃত তথ্যাদি চাওয়া হয়েছে। উক্ত তথ্যাদি পাওয়ার পর এই ব্যাপারটি রাজ্য সরকার পরীক্ষা করে দেখবেন।

Admitted Starred Question No. 195
Name of Member :- **Sri Samir Deb Sarkar**
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state:-

প্রশ্ন ঃ

১। রাজ্যে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের হাসপাতাল এর সংখ্যা কত ? (কোথায় কোথায় অবস্থিত)

২। রাজ্যে মোট কতটি পশু ডিস্‌পেনসারি আছে ?

৩। রাজ্যে Firstaid/ Sub Centre এর সংখ্যা কত ?

৪। বর্তমান অর্থবর্ষে খোয়াই ব্লকে নতুন কতটি Sub Centre খোলার পরিকল্পনা ছিলো ?

উত্তর ঃ

১। রাজ্যে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের হাসপাতালের সংখ্যা মোট ১০ (দশ) টি।
আগরতলা (আস্তাবল), খোয়াই, সোনামুড়া, উদয়পুর, বিলোনিয়া, সাব্রুম, কৈলাসহর, ধর্মনগর, আমবাসা।
২। রাজ্যে মোট ৫৬ (ছাপান্ন) টি ডিস্‌পেনসারি আছে
৩। রাজ্যে মোট ৩৫১ (তিনশত একান্ন) টি First aid Centre/Sub Centre আছে।
৪। বর্তমান অর্থবষে খোয়াই ব্লকে নতুন ২ (দুই) টি Sub centre খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে (পূর্বচেবরী ও গুটিয়াতল)

Admitted Starred Question No. 198
Name of Members :- **Sri Samir Deb Sarkar**
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। গত ২০০১-২০০২ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে উৎপাদিত দুধ, ডিম ও মাংসের পরিমাণ কত ছিলো ?

২। বর্তমান অর্থবর্ষে রাজ্যে দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত ?

৩। দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কী কী উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর ঃ

১। গত ২০০১-২০০২ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে উৎপাদিত দুধের ৭৯০০০ মেট্রিকটন, ডিমের সংখ্যা ১০ কাটি ৭৩ লক্ষ ও মাংসের পরিমাণ ৭২৩৮ মেট্রিক টন।
২। বর্তমান অর্থবর্ষে রাজ্যে দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এই রকম ঃ-

১। দুধ ঃ ৮০,৬১৭ মেট্রিকটন।
২। ডিম ঃ ১১ কোটি ৯৯ লক্ষটি।
৩। মাংস ঃ ৭৩৯৪ মেট্রিক টন।

৩। দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে রাজ্য সরকার দশবর্ষীয় এক পরিকল্পনা রচনার মধ্যে দিয়ে এক ব্যাপক কর্মসূচি রূপায়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।
ক) এই কর্মসূচিগুলির মধ্যে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অধিক উৎপাদনশীল গাভী পালনের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হবে। বেকার যুবকযুবতীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছোট ছোট ডেয়ারী গঠনে উৎসাহিত করা হবে। রাজ্যে উন্নত প্রজাতির অধিক দুধ উৎপাদনশীল গাভীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ফ্রোজেন সিমেন টেকনলজিকে ব্যবহার করে। প্রাণী চিকিৎসা পরিসেবাকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। সমস্ত প্রক্রিয়াকে সুসংহত আকারে পরিচালিত করার জন্য সম্ভাবনাময় এলাকাগুলিকে নিয়ে দুগ্ধগ্রাম্য গড়ে তোলা হবে।

খ) ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কম উৎপাদনশীল দেশী মুরগী ও হাঁসের পরিবর্তে ঘরে ঘরে অধিক ডিম উৎপাদনশীল উন্নত প্রজাতির হাঁস, মুরগী পালনে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এজন্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রজনন খামারগুলি থেকে প্রয়োজনীয় হাঁস ও মুরগীর বাচ্চা সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে। আরো বাড়ানোর জন্য বর্হিরাজ্য থেকে উন্নত প্রজাতির প্রজননশীল মুরগী ও হাঁস আনা হচ্ছে। লাভজনক বাজার সৃষ্টির জন্য কাস্টার ভিলেজ পদ্ধতিতে মুরগী ও হাঁসের গুচ্ছ গ্রাম গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যিক হাঁস মুরগী পালন খামার গড়ে তোলার জন্য বেকার যুবকযুবতীদের প্রশিক্ষণের হার আরও বাড়ানো হবে। রোগ সংক্রামনের হাত থেকে হাঁস মুরগীকে রক্ষা করার জন্য প্রতিষেধক টিকাদান ও চিকিৎসা পরিসেবাকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। রাজ্যে প্রতিষেধক টিকা তৈরির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

গ) মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রজাতির শূকর পালন, ব্রয়লার মুরগী পালন, ব্রয়লার হাঁস পালন, ব্রয়লার খরগোস পালন, ছাগল পালন, কোয়েল পাখী পালন ইত্যাদি সবধরনের প্রাণী পালন সম্প্রসারণে ব্যাপক উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। দপ্তরের প্রজনন খামারগুলি থেকে উন্নত মানের বাচ্চা সরবরাহ করার জন্য সবধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। চালু খামারগুলিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি উন্নত প্রজাতির শূকর প্রজনন খামারের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। বাণিজ্যিক ব্রয়লার মুগরীর বাচ্চার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বেসরকারী উদ্যোগ বাড়ানোর পাশাপাশি সরকারী খামারেও তার সংস্থান করা হচ্ছে। ব্রয়লার খরগোসের বাচ্চা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাধা কিশোর নগরে এন ই সির আর্থিক সহায়তার একটি বৃহৎ খামার গড়ে তোলা হচ্ছে। আগামী মাসের মধ্যে ই তা চালু করা যাবে। সুসংহত বাজার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য মাংস উৎপাদন ভিত্তিক গুচ্ছ গ্রাম গড়ে তোলা হবে। উন্নত প্রজাতির শূকর প্রজনন বৃদ্ধি করার জন্য বেসরকারী স্তরে বেকার যুবকযুবতীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্রিভিংষ্টক সরবরাহের ব্যবস্থা করে খামার গড়ে তোলার উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 250
Name of the Member :- **Sri Billal Mia,**
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment Services & Manpower Planning be pleased to state:-

প্রশ্ন ঃ

১। রাজ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত?

২। এইসব বেকারদের সরকার কর্মসংস্থান বা সরকারী চাকুরী দেওয়ার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা, এবং

৩। না থাকিলে তাহার কারণ কী?

উত্তর ঃ

১। রাজ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হল ১,৪১,০২৬ জন।

(২) ও (৩) নং প্রশ্নের উত্তর বেকারদের কর্মসংস্থান বা সরকারী চাকুরী দেওয়ার পরিকল্পনা নাই। তবে বিভিন্ন দপ্তর প্রয়োজন ভিত্তিক শূন্যপদ পূরণের মাধ্যমে বেকারদের থেকে লোক নিয়োগ করে থাকে।

Admitted Starred Question No. 256
Name of the Member :- **Sri Joy Gobinda Deb Roy**
Will the Hon'ble Minister-in -charge of Agriculture Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। ইহা কি সত্য, রাজ্যে ধানের মূল্য হ্রাস পেয়েছে?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে মন প্রতি ধানের মূল্য কত, এবং ক্ষতির হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

৩। কৃষকদের কাছ থেকে সরকারী উদ্যোগে ধান ক্রয় করার কোন প্রক্রিয়া রাজ্যে আছে কি না?
৪। না থাকলে তা করার উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না?

উত্তর ঃ

১। হ্যাঁ, রাজ্যের কিছু এলাকায় সাময়িকভাবে ধানের মূল্য হ্রাস পেয়েছে।
২। রাজ্যের মন প্রতি ধানের মূল্য জুন ও জুলাই মাসে (গড় দর) নিম্নরূপ ছিল ঃ-
ক) উত্তম (ফাইন) - ২৯০ টাকা।
খ) মধ্যম (মিডিয়াম) - ২৫৩ টাকা।
গ) সাধারণ (কোর্স) - ১৯৮ টাকা।
রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর এই ব্যাপারটি বিভিন্ন স্তরে আলোচনা করেছে। সাধারনত এফ.সি.আই কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কেনার উদ্যোগ নিতে পারে। যেহেতু রাজ্যে এই ধরনের কোন সংস্থা নেই, কেন্দ্রীয় সরকারের Food and Consumers Affairs মন্ত্রককে রাজ্যের খাদ্য দপ্তরের মাধ্যমে ব্যাপারটি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করতে বলা হয়েছে যাতে স্থানীয়ভাবে এফ.সি.আই ধান কিনতে পারে। সরকার এ ব্যাপারে সচেতন আছে।
৩। বর্তমানে রাজ্যে ধান ক্রয় করার কোনও প্রক্রিয়া নেই।
৪। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 259
Name of the Member :- **Sri Joy Gobinda Deb Roy**

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Agriculture Department be pleased to State :-

প্রশ্ন ঃ

১। রাজ্যে বীজ কেনার ক্ষেত্রে কি কি ধরনের নিয়ম নীতি মেনে দপ্তর বীজ কেনেন?
২। ২০০১ ও ২০০২ ইং সালে কোন কোন এজেন্ট বীজ সাপ্লাই করার বরাত পেয়েছে এবং
৩। এজেন্টদের কাছ থেকে ক্রয় করা বীজ সরাসরি কৃষকদের কাছে পাঠানো হয়, না দপ্তর নিজে পরীক্ষা করে সেই বীজ ভি.এল.ডব্লিও মারফৎ কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করেন?

উত্তর ঃ

১। কৃষি বিভাগ বিভিন্ন ধরনের বীজ রাজ্যের বাইরে থেকে টি.এইচ.সি (T.H.C.L.) এর মাধ্যমে কেনে। তাছাড়া যদি প্রয়োজন পড়ে তবে রাজ্যের ভিতর থেকে ও নিয়ম নীতি মেনে বীজ কেনা হয়।
২। টি. এইচ.সি.এল. (T.H.C.L.) ২০০১ ও ২০০২ সনে এন.এস.সি. ডব্লিউ. বি. এস. এস. সি ডব্লিউ. বি.পি.ডি.সি. (N.S.C., WBSSC, WBPDC) প্রভৃতি সংস্থা থেকে বীজ কিনে কৃষি বিভাগে সরবরাহ করেছে।
৩। সাধারণত শংসিত বীজ ১৯৬৬ বীজ আইন মোতাবেক শংসিত সংস্থার দ্বারা প্রত্যয়িত থাকে। এবং ঐ বীজ কৃষি বিভাগ থেকে (V.L.W. Store) মারফৎ কৃষকদিগকে দেওয়া হয়।

Admitted Starred Question No:- 260
Name of Member :- **Shri Nagendra Jamatia.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be Pleased to state

প্রশ্ন ঃ

১। নবগঠিত অম্পি ব্লকের আওতায় কয়টি গ্রাম এবং কোন্ কোন্ পঞ্চায়েতকে রাখা হয়েছে?
২। ইহা কি সত্য যে, অম্পি ব্লকে National Family Welfare Scheme এবং National Meternity Benefil Scheme এ কোন বরাদ্দ রাখা হয় নাই, এবং
৩। সত্য হলে, তার কারণ কী?

উত্তর ঃ

১নং প্রশ্নের উত্তর ঃ- নবগঠিত অম্পি ব্লকের আওতায় ২১টি গ্রাম আছে এবং কোন পঞ্চায়েত নাই।
২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ইহা সত্য নহে।
৩নং প্রশ্নের উত্তর ঃ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 291
Name of the Member : - Sri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in -charge of the Employment Services & Manpower Planning be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। রাজ্যে রেজিস্টার কৃত পাশ করা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা কত ? (৩১ শে জুলাই ২০০২ পর্যন্ত)।
২। ২০০২ ইং এর ৩১ শে জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে নথিভুক্ত কৃষি স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং নার্স বেকারের সংখ্যা কত ?

উত্তর ঃ

১। ডাক্তার হল - ১২৭ জন, ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা হল ১৩১৭ জন।
২। কৃষি স্নাতক হল ১৬৭ জন, স্নাতকোত্তর হল ৫৮ জন এবং নার্স হল ১৭ জন।

Admitted Starred Question No. 294
Name of the Member : - Sri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in -charge of the Employment Services & Manpower Planning be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। রাজ্যে কতজন NET এবং SLET পাশ করা বেকার আছে ?
২। তাদের মধ্যে কতজন S.C এবং ST আছে ? এবং
৩। তাদের কবে নাগাদ শূন্য পদে নিয়োগ করা হবে ?

উত্তর ঃ

১। রাজ্যে ১ (এক) জন NET পাশ করা বেকার আছেন।
২। উক্ত জন এস. টি সম্প্রদায় ভুক্ত।
৩। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রয়োজন ভিত্তিক নিয়োগ করা হবে।

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE
(Question and Answer) ANNEXURE – 'B'
Admitted Un-starred Question No :- 7
Name of Members :- Shri Joy Gobinda Deb Roy.

WIl the Hon'ble Minist -in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। ২০০১-২০০২ ইং সনে ৪(চার) জেলা পরিষদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে কত টাকা খরচ হয়েছে ? (জেলা ভিত্তিক হিসাব)।

২। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কোন্ খাতে কত টাকা বরাদ্দ ছিল ? (নাম সহ তথ্য)।

উত্তর ঃ

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে কত টাকা খরচ হয়েছে তার জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ

(লক্ষ টাকা হিসাবে)

প্রকল্পের নাম	জেলার নাম	খরচের পরিমাণ	প্রকল্পের নাম	জেলার নাম	খরচের পরিমাণ
১। এস. জি. আর ওয়াই	উত্তর	৩৯৫.৫৭	৭। পি. এম. জি. ওয়াই	উত্তর	৪৪৫.৮৪
(চন্দ. জি. এস ওয়াই)	ধলাই	৪৪২.৫৬	(হাউসিং)	ধলাই	৩৯৩.৮৭
	দক্ষিণ	৬১৪.২০		দক্ষিণ	৬২৭.৮২
	পশ্চিম	৭১৪.১৯		পশ্চিম	৮৬৪.৮৮
		২১৬৬.৫২			২৩৩২.৪১
২। এস. জি. আর ওয়াই	উত্তর	৪৩২.৬৭৭	৮. পি. এম. জি. ওয়াই	উত্তর	২০৫.২১
(ই.এ.এস)	ধলাই	৪১৮.০৬	(ড্রিংকিং ওয়াটার)	ধলাই	২৭৯.৩০
	দক্ষিণ	৭১৭.৩১		দক্ষিণ	১৮৪.২৬
	পশ্চিম	৮২৮.৬৭		পশ্চিম	২০.০০
		২৩৯৬.৭১৭		এ.ডি.সি	২৪৪.০০
৩। আই. এ. ওয়াই	উত্তর	৩৭২.৩৯৩		ইনুভেটিভ	৫০.০০
(কনস্ট্রাকশন)	ধলাই	১০৭.০৯			৯৮২.৭৭
	দক্ষিণ	৪৮৫.০৭	৯। পি. এম. জি. ওয়াই	উত্তর	৮৯.৩৬৬
	পশ্চিম	৪০৬.৭৫		ধলাই	২৯১.৯৩
		১৩৭১.৩০৩		দক্ষিণ	৩৯৫.৬৩
৪। আই. এ. ওয়াই	উত্তর	৯২.৩৩১		পশ্চিম	৪৭.২১৩
(আন-গ্রেডেশন)	ধলাই	২৬.৭৭			২২২৪.১৩৯
	দক্ষিণ	১২১.২৮	১০। ডি. আর. ডি. এ	উত্তর	২৭.৫৭১
	পশ্চিম	১০১.৭০	(এডমিনিস্ট্রেশন)	ধলাই	৩০.৮৩০
		৩৪২.০৮১		দক্ষিণ	৪৯.৪৩৮
৫। টি.এস. সি	উত্তর	৬.৭৫		পশ্চিম	৬৩.৮৪৬
	ধলাই	৫.৪০			১৭১.৬৮৫
	দক্ষিণ	২.৩৮	১১। বিল্ডিং	উত্তর	২৪.৭৩৮
	পশ্চিম	৭৭.৭৫		ধলাই	৮.০০
		৯২.২৮		দক্ষিণ	২০.৯০
৬। এস. জি. এস. ওয়াই	উত্তর	২৪৬.৮১৩		পশ্চিম	২১.০০
	ধলাই	২১৪.৯৮৭			৭৪.৬৩৮
	দক্ষিণ	৩৫২.৮১৮			
	পশ্চিম	৩০৩.৭৫৪			
		১১১৭.৪৭২			

সর্বমোট ঃ- ১৩২৭২.০১৫ লক্ষ টাকা।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কেন্দ্রিয় প্রকল্পে কোন কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ ছিল, তার হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

প্রকল্পের নাম	বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ
১। এস. জি. আর. ওয়াই (জে. জি. এস. ওয়াই)	২১৭৮.০০
২। ঐ (ই.এ.এস)	২১৭৭.৩০
৩। আই. এ. ওয়াই (কনসট্রাকশন)	১৩৬৯.৪৪
৪। ঐ(আপ গ্রেডেশন)	৩৪২.৩৪
৫। এস. জি. এস. ওয়াই	৬৯০.৯৩
৬। পি.এম.জি. ওয়াই (হাউসিং)	২১২৪.৯০
৭। টি. এস. সি	৩৯১.৬৩
৮। পি. এম. জি. ওয়াই (ড্রিংকিং ওয়াটার)	৮৪৩.৪৫
৯। পি. এম. জি. এস. ওয়াই	৩৫০০.০০
১০। ডি. আর. ডি এ এডমিনিস্ট্রেশন	২৪৯.৭০
১১। বিল্ডিং	৭৪.৬৪
	মোট ১৩৯৪২.৩৩ লক্ষ।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে মোট ১৩৯৪২.৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর মধ্যে মোট ১৩২৭২.০১৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 12

Name of the Member's : - **1. Sri Joy Gobinda Deb Roy &**
2. Shri Ratanlal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। রাজ্যে মোট কয়টি মার্ক টু, মার্ক থ্রি টিউবওয়েল, মেশিনারিওয়েল, আর. সি. সিওয়েল, স্যানিটারী ওয়েল এবং সেলুটিউবওয়েল রয়েছে, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। এর মধ্যে কয়টি ব্যবহার যোগ্য (ব্লক ভিত্তিক আলাদা হিসাব)

৩। অচলগুলি সচল করার জন্য কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এবং

৪। বর্তমান অর্থ বছরে সারা রাজ্যে কয়টি এই ধরনের জলের উৎস সৃষ্টি করার প্রস্তাব রয়েছে (ব্লক ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)।

উত্তর ঃ

১ নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর ঃ- উপরোক্ত উৎসগুলির আলাদা আলাদাভাবে ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ

ব্লকেরনাম	মোটমার্কথ্রী	মোটসচল	মোটমেসারীওয়েল	মোটসচল	মোটআর.সিসি	মোটসচল	মোটস্যানীটারী	মোটসচল	মোটস্যালোটিউব	মোটসচল
জিরানিয়া	৫১১	৩৮৪	-	-	৪৮	২৬	৩৩৭	২৮১	১৩১৯	১২৬০
পদ্মবিল	১৭৮	২২১	৯	৫	৭	৬	১৪৮	১৪৮	-	-
কপিলীয়া	১৬৩	১৪৩	-	-	-	-	১৩০	১১৩	৩৪৮	২৯০
বক্সনগর	১৭৫	১১৬	-	-	-	-	১১৭	৩২	২৮২	১৯২
হেজামারা	১২৫	১১১	-	-	-	-	১৬২	১৪৮	৪৫	৩৪
কল্যাণপুর	১৯৭	১৫২	-		২৫	২৪	১২২	১১৬	৫১৬	৪২১

বিশালগড় ৬৭৪	৪৯৪	-	-	৩	৩	৩৬৬	২৩২	১১৬০	৮৯৭
খোয়াই ৩৩১	২২১	-	-	১৪	৯	১৬৮	১৫৩	৯৯০	৬১২
মেলাঘর ৩৩৩	১৯১	-	-	১১	৯	২৫৫	১১৭	৮৩৫	৬৮৫
ডুকলী ৩৯৯	২৬১	-	-	৭৬	৪৯	১৮৮	১৫২	৯৬১	৬৫৮
তেলিয়ামুড়া ২৯৮	২২০	৩	৩	৩৪	৩৪	১৩১	১২০	৮৬৬	৮১০
তুলাশিখর ২২৫	২১৫	৪	৪	-	-	৩৩৩	৩১৫	-	-
মোহনপুর ৫১৮	৪৫৮	২	২	১৯	১৩	৩৩২	২৯৮	১১৭২	৯৯৫
জম্পুইজলা ৩৩৫	২০৫	-	-	-	-	৩০৮	২১৩	৬৬	২৮
মান্দাই ২৫৬	১৩৩	-	-	-	-	২৮৬	৯৮	১৯৯	৮৯
মোট ৪৭১৮	৩৪২৫	১৮	১৪	২৩৭	১৭৩	৩৩৮৩	২৫৬৬	৮৭৫৯	৬৯৭১

ব্লকের নাম	মোট মার্ক টু/থ্রী	মোট সচল মার্ক টু/থ্রী	মোট স্যানীটারী	সচল সংখ্যা	মোট আর.সি.সি.	সচল সংখ্যা	মোট স্যালোটিউব	সচল সংখ্যা
আমবাসা	২৬৫	২৬২	১৭৪	১৭২	১০০	৯২	৭৭	৫৫
সালেমা	৭৬৪	৭৩১	২৭৪	২৭১	১৯৬	১৮০	৮৭৩	৫২০
মনু	৪৭০	৪৪৯	৫৮৫	৫৬০	২২১	২০৫	১৯৩	১৬৩
ছাওমনু	২৪	১৯	৩০২	২০০	১৮৪	১২৯	১৮	১৮
ডম্বুরনগর	২৬৯	২৬১	১৪০	১৩৬	১৪	১৪	৭	৭
মোট	১৭৯২	১৭২২	১৪৭৫	১৩৩৯	৭১৫	৬২০	১১৬৮	৭৬৩
					মোট (Other Hand Pump)			মোট সচল
মাতাবাড়ী	৪৬৪	৪৪৭	২৯৮	২৮৪	৭১৪			৬৮৯
কাকড়াবন	২৫৬	২৩৬	১৩৭	১৩২	৪৫৬			৩৬৬
কিল্লা	১৮২	১৭৪	১৫১	১৪১	৬৮			৬৫
বগাফা	৬৫৭	৬৩৫	৪৪৯	৪২৫	৮৪৩			৮৪৩
রাজনগর	৪৩৬	৩৯৩	২৯৯	২৯১	৩৯৬			৩৬০
ঋষ্যমুখ	২২৫	২০৮	২৩২	২২১	৩৫৬			৩৩৪
অমরপুর	৪৯০	৪৮১	৫০৪	৫০৩	৫৭৯			৫৭৬
অম্পি	-	-	-	-	-			-
করবুক	৩২০	৩০০	২৯৭	২৮০	৬			৬
সাতচাঁন্দ	৪৭২	৪৫১	৪৩৮	৪৩২	৫৮৬			৫৫১
রুপাইছড়ি	৩০০	২৮৭	২৭৪	২৬৬	১৫৮			১৪৭
মোট	৩৮০২	৩৬১২	৩০৭৯	২৯৭৫	৪১৬২			৩৯৩৭

ব্লকের নাম	মোট মার্ক টু/থ্রী	মোট সচল	মোট স্যানীটারী	মোট সচল	মোট আর.সি.সি.	মোট সচল	মোট স্যালোটিউব	মোট সচল
দামছড়া	৪২	৩২	১১৪	৯৩	১০৩	৭৮	-	-
দশদা	১৬২	১২১	৩৮৪	৩৫১	২২৭	১৯৬	-	-
সৌরনগর	৪৬৩	৩১৭	২৪৮	১৫৬	২৮৫	১৫০	৪৮৯	২৮৪
জম্পুই হীল (ভাংমুন)	-	-	২২	৯	১১৪	২৩	-	
কদমতলা	৩৬৭	৩৩৪	৪২১	৩৫৭	৩৭	১৪	৩৮৯	৩০৮

পেঁচারথল	১৪৭	১২১	২৩৭	১৯৬	১১৩	৯০	-	-
পানিসাগর	৩৮৫	৩৪৫	৩৯৬	৩৬০	২৪৬	২৩৫	৪০৫	৮০
কুমারঘাট	৪২৮	৩১৮	২৩৯	১৬৩	২৬৬	১৮০	৪০২	৩০৯
মোট	১৯৯৪	১৫৮৮	২০৬১	১৬৮৫	১৩৯১	৯৬৬	১৬৮৬	৯৮১

সর্বমোটঃ ১।মার্কটু/ থ্রী ১২৩০৭ ১।আর. সি. সি. -২৩৪৩ ১।স্যানিটারী - ৯৯৯৮ ১।সেসনারী ১৮ ১।স্যালো - /OHP- ১৫৭৭৫

২।সচল - ১০৩৪৭ ২।সচল-১৭৫৯ ২।সচল - ৮৫৬৫ ২।সচল - ১৪ ২।সচল - ১২৬৫২

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ- অচলগুলিকে সচল করার জন্য প্রত্যেকটি ব্লকের মাধ্যমে কারিগরের দল প্রেরণ করে অতিদ্রুত মেরামত ও পুনঃস্থাপনের সর্বৈব কাজ প্রতিনিয়ত চলছে। এরজন্য প্রচুর যন্ত্রাংশ ও প্রত্যেকটি ব্লকের স্টোরে মজুত রয়েছে।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বর্তমান অর্থ বছরে সারা রাজ্যে কয়টি এ ধরনের জলের উৎস সৃষ্টি করার প্রস্তাব রয়েছে, তার ব্লক ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

ব্লকের নাম	হেণ্ডপাম্প টিউবওয়েল	মার্ক থ্রী	আর. সি. সি	স্যানীটারী ওয়েল	ডিপটটিউবওয়েল	মেসনারীওয়েল	ওয়াটার রিজার্ভার	মোট
খোয়াই	৭৪৩	১	-	১৭	-	-	-	৭৬১টি
পদ্মবিল	-	-	১৪	১৯	১	-	-	৩৪ টি
তুলাশিখর	২	-	৮৯	৫৫	-	১	২	১৪৯টি
কল্যাণপুর	২৬৮	১	৫	২	-	-	-	২৭৬টি
তেলিয়ামুড়া	৪১১	৩	৯৬	১২	২	-	-	৫২৪টি
জিরানীয়া	৯১১	৫	২৭	১০৩	১	-	-	১০৪৭টি
মান্দাই	-	-	১৫	৭১	-	-	-	৮৬টি
হেজামারা	-	-	১২১	-	-	২	-	১২৩টি
মোহনপুর	১১১৯	৭	১০	৬৩ .	১	-	-	১২০০টি
ডুকলী	৬২০	৪	২	২	২	-	-	৬৩০টি
জম্পুইজলা	-	১	২৬	৭	-	-	-	৩৪টি
বিশালগড়	৫৮৬	১০	১২	১৩	১	-	১	৬২৩টি
মেলাঘড়	২৪৭	৮	-	৫১	-	১	-	৩০৭টি
বক্সনগর	৩২৯	৬	-	৭	-	-	-	৩৪২টি
কাঠালীয়া	১৪২	-	-	৭	১	-	-	১৫০টি
মোট	৫৩৭৮	৪৬	৪১৭	৪২৯	৯	৪	৩	৬২৮৬টি

ব্লকের নাম	মার্ক টু/ থ্রী	স্যানিটারী ওয়েল	ব্লকের নাম	মার্ক টু/ থ্রী	স্যানিটারী ওয়েল	ইনুভেটিভ
১। দামছড়া	৩০	৩০	১। মনু	১২	৬৮	৯
২। দশদা	-	৬০	২। সালেমা	৫৬	৭৯	-
৩। গৌরনগর	১২	২০	৩। ডম্বুরনগর	২৫	২৭	-
৪। ভাংমুন	২	১৯	৪। ছামনু	-	৫০	-
৫। কদমতলা	২০	৪০	৫। আমবাসা	-	-	-
৬। কুমারঘাট	১৬	২৫	মোট	৯৩	২২৪	৯টি
৭। পানিসাগর	৪০	৫০				
৮। পেঁচারথল	-	৩				
মোট	১২০	২৪৭টি				

ব্লকের নাম ঃ	মার্ক থ্রী	স্যানীটারী	অন্যান্য হেণ্ডপাম্প	ইনুভেটিভ
১। মাতাবাড়ি	৪৮	৩০	৫১	নাই।
২। কাকড়াবন	৪	৫	১৭	"
৩। কিল্লা	৮	১২	-	৯
৪। বগাফা	-	-	-	-
৫। রাজনগর	১৬	৮	১	-
৬। ঋষ্যমুখ	১২	২৬	-	-
৭। অমরপুর	১৬	১	-	৪
৮। অম্পি	২০	৬	-	-
৯। করবুক	৪৭	৯	-	২
১০। সাতচাঁন্দ	৪	১০	-	-
১১। রূপাইছড়ি	১৫	১৮	-	-
মোট	১৯০	১২৫	৬৯	১৫

Admitted Un Starred Question No :- 13
Name of Member :- **Shri Shyama Charan Tripura.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state:

প্রশ্ন ঃ

১। P.M.G.S.Y প্রকল্পে ২০০০-২০০১, ২০০১-২০০২, অর্থবছরে কত টাকা কেন্দ্র থেকে পাওয়া গেছে এবং কত টাকা ব্যয় হয়েছে,

২। কোন্ কোন্ প্রকল্প শেষ হয়েছে এবং কোন্ কোন্ প্রকল্প শেষ হয় নি (ব্লক ভিত্তিক),

৩। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের জন্য কত টাকার এবং কোন্ কোন্ প্রকল্পের প্রস্তাব রাখা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক)।

উত্তর ঃ

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ (লক্ষ টাকা হিসাবে)

বৎসর	প্রাপ্ত অর্থ	ব্যয়িত অর্থ
২০০০-২০০১	২৪৭৫.০০	২১৮৫.৭৮
২০০১-২০০২	২৬৮৮.০০	-

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কোন্ কোন্ প্রকল্প শেষ হয়েছে এবং কোন্ কোন্ প্রকল্প শেষ হয়নি তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ

ব্লকের নাম ঃ	কাজের নাম (নতুন/ আপগ্রেডেশন)	সমাপ্ত/ অসমাপ্ত
কুমারঘাট ঃ	১। কে কে নগর রাস্তা হইতে ক্ষেত্রটালা হয়ে কে কে নগর পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করে	সমাপ্ত
	২। কে কে নগর রাস্তা হইতে শান্তিপুর হয়ে কে কে রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা ইত্যাদি তৈরি।	সমাপ্ত
	৩। স্পান পাইপ ও কালভার্ট তৈরি উত্তর খিলাতলী হইতে শান্তিনগর রাস্তায়।	অসমাপ্ত
	৪। কে এস রাস্তায় SPT ব্রীজ নির্মাণ ও Rec ব্রীজ ও স্পান পাইপ বসানো।	সমাপ্ত
গৌরনগর ঃ	৫। চৈন্তাল হইতে ডলুগাঁও রাস্তায় Rec ব্রীজ ও স্পান পাইপ বসানো।	সমাপ্ত
	৬। কামিনী দেববর্মা পাড়া হইতে বি. আর. টি. এফ রাস্তায় ভূমি সংস্কার কাজ/ স্পান পাইপ/ কালভার্ট বসানো।	সমাপ্ত

৭। ডলুগাঁও হইতে জগমাহপুর চা বাগান পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তা সংস্কার। সমাপ্ত
৮। টিলা বাজার হইতে বাবুর বাজার রাস্তায় পাটনীছড়ায় SPT ব্রীজ নির্মাণ। সমাপ্ত
৯। সোনামুখী হইতে ভালই পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও স্পান পাইপ/ কালভার্ট ইত্যাদি স্থাপন। সমাপ্ত
১০। বেটারবাজার হইতে মনুভেলী চা বাগান পর্যন্ত রাস্তায় স্পান পাইপ/ কালভার্ট ইত্যাদি স্থাপন। সমাপ্ত
১১। কৈলাসহর চা বাগান হইতে মনুভ্যালি পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
১২। ভগবান নগর হইতে দিপছড়া রাস্তায় সলিং/ মেটেলিং কারপেটিং ইত্যাদি। সমাপ্ত
১৩। বাবুর বাজার হইতে ইরানী পর্যন্ত রাস্তায় মারীকাট/ সলিং এর মাধ্যমে উন্নয়ন। অসমাপ্ত
১৪। ভগবান নগর হইতে দামছড়া রাস্তায় উনকোটি ছড়ার উপর SPT ব্রীজ/ Rec ব্রীজ নির্মাণ সমাপ্ত
১৫। নওগাঁ হইতে দুগঙ্গা রাস্তার উন্নয়নের জন্য সলিং এর কাজ। অসমাপ্ত
কদমতলা ঃ ১৬। নোয়াগাও হইতে ইন্দুরাইল রাস্তার উন্নয়নের জন্য সলিং এর কাজ। সমাপ্ত
পানিসাগর ঃ ১৭। ডি কে রোড হইতে বাইথাংবাড়ি রাস্তায় SPT ব্রীজ / কালভার্ট/ স্পান পাইপ লাগানো সমাপ্ত
১৮। ডি, কে রোড হইতে বাইথাং বাড়ি রাস্তায় SPT ব্রীজ ২ নম্বর পুনঃস্থাপন ইত্যাদি। সমাপ্ত
১৯। ডি, কে রোড হইতে বাইথাংবাড়ি রাস্তায় SPT ব্রীজ ৩ নম্বর পুনঃস্থাপন ইত্যাদি। সমাপ্ত
২০। ডি, কে রোড হইতে বাইথাংবাড়ি রাস্তায় SPT ব্রীজ নং ৪ পুনস্থাপন ইত্যাদি। সমাপ্ত
২১। পানিসাগর হইতে BSF ক্যাম্প পর্যন্ত রাস্তায় SPT ব্রীজ/ Rec গ্রেভ/ কালভার্ট স্থাপন। সমাপ্ত
২২। পানিসাগর হইতে অগ্নিপাশা রাস্তায় SPT ব্রীজ/ Rec গ্রেভ/ কালভার্ট পুনঃস্থাপন। সমাপ্ত
২৩। জলেবাসা হইতে মাধবপুর হালামবস্তী রাস্তায় SPT ব্রীজ / Rec গ্রেভ/ কালভার্ট পুনঃস্থাপন। সমাপ্ত
২৪। বিলথৈ বাজার হইতে চন্দ্রপুর পর্যন্ত রাস্তায় SPT ব্রীজ/ Rec গ্রেভ/ কালভার্ট পুনঃস্থাপন। সমাপ্ত
দামছড়া ঃ ২৫। তিলথৈ হইতে বিলথৈ রাস্তায় SPT ব্রীজ/ Rec গ্রেভ/ কালভার্ট পুনঃস্থাপন। সমাপ্ত
২৬। পানিসাগর সৈলংবাড়ি রাস্তায় SPT ব্রীজ/ বেইলী ব্রীজ/ স্পান পাইপ পুনঃস্থাপন। অসমাপ্ত
২৭। পানিসাগর সৈলং বাড়ি রাস্তায় SPT ব্রীজ/ বেইলী ব্রীজ/ স্পান পাইপ পুনঃস্থাপন। অসমাপ্ত
২৮। বিলথৈ হইতে চনদ্রপুর রাস্তায় SPT ব্রীজ/ বেইলী ব্রীজ/ স্পন পাইপ পুনঃস্থাপন। অসমাপ্ত
২৯। নোয়াগাও হইতে জলেবাসা রাস্তায় SPT ব্রীজ/ বেইলী ব্রীজ/ স্পান পাইপ পুনঃস্থাপন। অসমাপ্ত
৩০। বড়ুয়া কম্পি হইতে শাখাইবাড়ি রাস্তা SPT রাস্তা/ Rec গ্রেভ/ কালভার্ট পুনঃস্থাপন
বৈরাগী ছড়ার উপর। সমাপ্ত
৩১। মাছমারা হইতে কৃষ্ণটিলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি (৫.৫০ কিমি)। সমাপ্ত
পেচারথল ঃ ৩২। ঐ (৩.০০ কিমি) সমাপ্ত
৩৩। ঐ (৩.০০ কিমি হইতে ৫.৫০ কিমি) সমাপ্ত
৩৪। মাছমারা হইতে কৃষ্ণটিলা পর্যন্ত রাস্তায় SPTব্রীজ/ বেইলী ব্রীজ পুনঃস্থাপন। অসমাপ্ত
জম্পুই ঃ ৩৫। কাম্পুই হইতে খেনথলেং রাস্তায় ড্রেইন স্পান পাইপ/ কালভার্ট স্থাপন। সমাপ্ত
৩৬। ১নং কলোনী হইতে বড় এবং ছোট কাংগরাই রাস্তার উন্নয়নকল্পে Rec/
কালভার্ট ইত্যাদি স্থাপন। অসমাপ্ত
৩৭। দশদা আনন্দ বাজার রাস্তায় মরাছড়ার উপর বেইলী ব্রীজ পুনঃস্থাপন। অসমাপ্ত
৩৮। দশদা আনন্দ বাজার রাস্তায় কাশীরামছড়ার উপর বেইলী ব্রীজ পুনঃস্থাপন। সমাপ্ত
৩৯। পিপলছড়ার নিকট হান্দুরাইবস্তিতে SPT ব্রীজ পুনঃস্থাপন। অসমাপ্ত
৪০। থামসরাই পাড়া হইতে মনসাপাড়া রাস্তায় SPT ব্রীজ পুনঃস্থাপন। অসমাপ্ত

৪১। কে. এস রোড হইতে রণচৌধুরী জেবি স্কুল পর্যন্ত রাস্তায় Rec গ্রেভ দিয়ে SPT ব্রীজ পুনঃস্থাপন। অসমাপ্ত

আমবাসা ঃ ১। ডলুবাড়ি হইতে কুলাই ভায়া কেমাছড়া সমাপ্ত
২। জহরনগর হইতে ধুমাছড়া রাস্তা তৈরি সমাপ্ত
৩। কে. এ. রাস্তা হইতে হার্বরনারা পর্যন্ত রাস্তায় SPT ব্রীজ/ Rec গ্রেভ/ কালভার্ট ইত্যাদি স্থাপন। সমাপ্ত
৪। জহরনগর হইতে ধুমাছড়া পর্যন্ত রাস্তা সমাপ্ত
৫। মানিকপুর হইতে মালীধর পর্যন্ত রাস্তায় রাজধর ছড়ার উপর SPT ব্রীজ তৈরি। সমাপ্ত
৬। এ. বি হইতে ডলুবাড়ি রাস্তা অসমাপ্ত
৭। কুলাই হইতে খন্তাছড়া রাস্তা অসমাপ্ত
৮। কে এ হইতে নালিছড়া রাস্তা অসমাপ্ত
৯। জহরনগর হইতে ধূমাছড়া পর্যন্ত ভূমির কাজ অসমাপ্ত

সালেমা ঃ ১। কে. এম. এ হইতে বামনছড়ার রাস্তার উপর SPT ব্রীজ/ Rec গ্রেভ/ কালভার্ট তৈরি। সমাপ্ত
২। এন. ই. সি রাস্তা হইতে রামলক্ষ্মণ স্কুল ভায়া চোলাই বাড়ি রাস্তা সলিং/ কলভার্ট। সমাপ্ত
৩। সোনারাই হইতে মাছছড়া পর্যন্ত গ্রাম্য রাস্তায় সলিং/ কালভার্ট ইত্যাদি স্থাপন। সমাপ্ত
৪। মানিক ভান্ডার হইতে দারাং পর্যন্ত রাস্তায় সলিং/ কালভার্ট স্থাপন। সমাপ্ত
৫। কে. এ হইতে খাসিয়াপুঞ্জি পর্যন্ত রাস্তা তৈরি সমাপ্ত
৬। বামনছড়া হইতে মহাবীর চা বাগান পর্যন্ত সলিং/ কালভার্ট স্থাপন। সমাপ্ত
৭। তুই চাকমা হইতে রইস্যাবাড়ি পর্যন্ত রাস্তা । সমাপ্ত
৮। কে. এম. এ রাস্তা হইতে মরাছড়া পর্যন্ত পি. এইচ. সি ভায়া লালছড়ি। অসমাপ্ত
৯। কালাছড়ি ৩ নং হইতে কালাছড়ি ২ নং রাস্তা যুক্ত। অসমাপ্ত
১০। কমলপুর হইতে গঙ্গানগর রাস্তা অসমাপ্ত
১১। ধানছড়া হইতে শিববাড়ি পর্যন্ত রাস্তা। অসমাপ্ত
১২। কমলপুর বালীগঞ্জ হইতে গঙ্গানগর রাস্তা। অসমাপ্ত
১৩। কমলপুর মরাছড়া হইতে আমবাসা হয়ে মরাছড়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা তৈরি। অসমাপ্ত
১৪। বামনছড়া হইতে মহাবীর বাগান রাস্তা। অসমাপ্ত
১৫। তুই চাকমা হইতে রইস্যাবাড়ি রাস্তা। অসমাপ্ত
১৬। রইস্যাবাড়ী হইতে বোয়াল খালি রাস্তা। অসমাপ্ত
১৭। গণ্ডাছড়া হইতে কালাঝরি রাস্তা SPT ব্রীজ। অসমাপ্ত

ছামনু ঃ ১৮। মানিকপুর হইতে মধুকুমার পর্যন্ত রাস্তা। অসমাপ্ত

মনু ঃ ১৯। লালছড়া হইতে চিচিংছড়া পর্যন্ত রাস্তা। অসমাপ্ত

ডম্বুরনগর ঃ ২০। গণ্ডাছড়া হইতে তুইচাকমা বৌদ্ধ মন্দির রাস্তা অসমাপ্ত

রাজনগর ঃ ১। বড়পাথারী বাজার হইতে সোনাপুর ভায়া কর্তারবাড়ি রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
২। কলাবাগান হইতে গঙ্গাছড়া ভায়া সিমছামা রোড রাস্তা তৈরি। সমাপ্ত
৩। তুলামুড়া হইতে শামুকছড়া পর্যন্ত রাস্তা তৈরি। সমাপ্ত
৪। কাঁঠালিয়া হইতে বড়পাথারি ভায়া মনাই পাথর রাস্তার উন্নয়ন। অসমাপ্ত

কাঁকড়াবন ঃ ১। চন্দ্রপুর হইতে জামজুরী ভায়া জয়ন্তী রোড রাস্তা তৈরি। অসমাপ্ত
২। পিত্রা হইতে [illegible]ল্লা ভায়া চালিতাবাড়ি রাস্তার উন্নয়ন। অসমাপ্ত

৩। বাগমা হইতে আঠারভোলা হয়ে জলেফা রাস্তা তৈরি। অসমাপ্ত

রুপাইছড়িঃ ১।ইউ. এস রাস্তা হইতে হরিণা ভায়া বাবুগ্রাম রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত

২। সিন্ধু পাথর বৈষ্ণবপুর ভায়া কাঠালছড়ি হইতে সোনাইছড়ি রাস্তা তৈরি। অসমাপ্ত

মাতারবাড়িঃ ১। গর্জি-তুলামুড়া রাস্তায় SPT ব্রীজ/ Rec/ স্পান পাইপ দিয়ে রাস্তা তৈরি। সমাপ্ত

২। অচাইচি মগ পাড়া হইতে বণিক্য পাড়া পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত

৩। সাহা পাথর হইতে রাজকুমার রোয়াজাপাড়া রাস্তার উন্নয়ন। অসমাপ্ত

৪। ইউ.এম রোড হইতে জলেফা ভায়া কলসী রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত

৫। চন্দ্রপুর হইতে জামজুরী ভায়া জয়ন্তিগ্রাম রাস্তায় SPT ব্রীজ/ Rec বক্স ইত্যাদি পুনঃস্থাপন। অসমাপ্ত

ঋষ্যমুখঃ ১। আমজাদ নগর হইতে নাথ কলোনী পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত

২। নলুয়া কাজিরখিল রাস্তায় SPT ব্রীজ/ Rec/ স্পান পাইপ ইত্যাদি পুনঃস্থাপন। সমাপ্ত

৩। আমজাদ নগর জেবিস্কুল হইতে নদীর বাঁধ ভায়া পশ্চিম পাড়া রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত

৪। মতাই কালী হইতে চোড্ডখলা রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত

৫। ঝরঝরি মুহুরী-রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত

৬। পিয়াবাড়ি হাইস্কুল হইতে টিফিয়াবাড়ি রোড পর্যন্ত উন্নয়ন। সমাপ্ত

৭। সোনাপুর হইতে মনপাথর রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত

৮। পিত্রা বাজার হইতে নিতাই বাজার পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত

কিল্লাঃ ২। থেলকুম বাজার হইতে মৈথুলং রাস্তার উন্নয়ন। অসমাপ্ত

৩। সিংহঘর বাজার হইতে পিত্রাবাজার রাস্তার উন্নয়ন। অসমাপ্ত

৪। ঠাকুরটিলা হইতে আশ্রমটিলা পর্যন্ত রাস্তার SPT ব্রীজ/ স্পান পাইপ ইত্যাদি পুনঃস্থাপন। সমাপ্ত

৫। পশ্চিম হরিপুর হইতে বলিসর্দ্দার পাড়া রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত

৬। কৃষ্ণনগর হইতে জয়পুর ভায়া মোহন সর্দার পাঁড়া রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত

৭। ত্রিপুরা বাজার হইতে বিবেকানন্দ কলোনী পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত

বগাফাঃ ১। সোনাইছড়ি বাজার হইতে লাউগাং হয়ে বনকর হয়ে সাড়াসীমা রাস্তায় SPT ব্রীজ/কালগা/ ইত্যাদি পুনঃস্থাপন।। সমাপ্ত

২। দেবীপুর হইতে বর্মাটিলা পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত

৩। মোহন সর্দার পাড়া হইতে বণিক্যপাড়া হয়ে দেবদারু বাজার পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত

তুলাশিখরঃ ১। চাম্পাহাওর হইতে শিকারী বাড়ী রাস্তা মেটেলিং/ কার্পেটিং করা। সমাপ্ত

২। খোয়াই হইতে চাম্পাহাওর রাস্তায় মেটেলিং কার্পেটিং ইত্যাদি করা। সমাপ্ত

৩। জি এম রোডে সিএইচ ২ কেম্পের কাছে SPT ব্রীজের স্থানে বেইলী ব্রীজ পুনঃস্থাপন। সমাপ্ত

৪। খোয়াই-চাম্পাহাওর রাস্তায় বেইলী ব্রীজ স্থাপন। সমাপ্ত

৫। জি. এম রোডে স্থানীয় ছড়ার উপর SPT ব্রীজ। সমাপ্ত

৬। তুলাশিখর বাজার হইতে তুলাশিখর ব্লক পর্যন্ত রাস্তা। সমাপ্ত

তেলিয়ামুড়াঃ ১। খালিয়ামঙ্গল-মলসুম বস্তি পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত

২। টি. কে রোড হইতে খনির বিল পর্যন্ত রাস্তা তৈরি। সমাপ্ত

৩। জি এম রাস্তায় স্থানীয় ছড়ার উপর SPT ব্রীজ এর পরিবর্তে বেইলী ব্রীজ স্থাপন। সমাপ্ত

৪। জি এম রোড হইতে ঘিলাতলী উত্তর পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত

৫। ডাক্তার চৌমুহনী হইতে লেম্বুছড়া রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত

কল্যাণপুর ঃ ১। কল্যাণপুর-দুস্কী রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
২। গোলাবাড়ি ঘিলাতলী রাস্তার SPT ব্রীজের পরিবর্তে Rec Culvert পুনঃস্থাপন। সমাপ্ত
খোয়াই ঃ ১। মোরাতলী-কাসিনীপাড়া রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
পদ্মবিল ঃ ১। রোয়া বাজার -পদ্মবিল রাস্তায় সলিং করা। সমাপ্ত
মেলাঘর ঃ ১। কেমতলী হইতে দুর্লভনারায়ন রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
২। মোহনভোগ হইতে তৈবান্দল রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
৩। ইন্দোনী পেচারমাঘাট রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
৪। বগাবাসা বাজার হইতে ক্রেপ্ট কাস হেরিটেজ ভিলেজ পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন। অসমাপ্ত
৫। মায়ারানী-খাসচৌমুহনী রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
৬। সোনামুড়া-মধুবন ভায়া খেফাবাড়ি রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
৭। বেজিমারা- গারোবন্দ ভয়া-আমবাই রাস্তার উন্নয়ন। অসমাপ্ত
কাঠালিয়া ঃ ১। তৈবান্দল-থালিবাড়ি রাস্তার উন্নয়ন। অসমাপ্ত
২। তৈবান্দল হইতে থালিবাড়ি রাস্তার পাশে ড্রেইন করানো হয়েছে। সমাপ্ত
৩। কাঁঠালিয়া হইতে দেবীপুর রাস্তার উপর ভেলী টাইপ ব্রীজ। অসমাপ্ত
৪। কাঁঠালিয়া হইতে রামছড়া ভায়া থালিবাড়ি রাস্তার উপর ভেইলী টাইপ ব্রীজ/ স্পাম পাইপ বসানো হয়েছে। সমাপ্ত
৫। কাঁঠালিয়া হইতে রামছড়া ভায়া থালিবাড়ি রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
৬। কাঁঠালিয়া হইতে রামছড়া ভায়া থালিবাড়ি under BMS ব্রীক সলিং করা হইয়াছে। সমাপ্ত
৭। কাঁঠালিয়া হইতে বড়পাথারি ভায়া মনপাথারি রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
৮। সোনামুড়া হইতে নিদয়া রাস্তার উপর স্পাম পাই/ কালভাট তৈরি করা হয়। সমাপ্ত
৯। কাঠালীয়া হইতে দেবীপুর রাস্তার উপর SPT ব্রীজ/ কালভার্ট তৈরির কাজ। সমাপ্ত
১০। কাঠালীয়া হইতে বড়পাথারি ভায়া মন পাথারি রাস্তার ব্রীক সলিং। সমাপ্ত
বক্সনগর ঃ ১। রুখিয়া হইতে ভেলয়ারচর রাস্তা উন্নয়ন। সমাপ্ত
২। মধুপুর হইতে কমলাসাগর রাস্তার RCC Box তৈরি। সমাপ্ত
৩। হরিশনগর হইতে কোনাবন রাস্তার উপর SPT ব্রীজ পুনস্থাপন করা হয়েছে। সমাপ্ত
৪। গারো বাজার হইতে হাড়মা পর্যন্ত রাস্তার মেটেলিং এবং কারপেটিং করা হয়েছে। সমাপ্ত
৫। চড়িলাম দুরলবনগর হইতে রামনগর দুরলবনগর রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
৬। চড়িলাম-রামনগর হইতে দুরলবনগর রাস্তার উন্নয়ন। অসমাপ্ত
৭। বিশালগড় হইতে ভেলয়ারচর রাস্তার উপর Box ব্রীজ তৈরি করা হইয়াছে। সমাপ্ত
৮। চড়িলাম বাজার হইতে সিপাইজলা রাস্তা তৈরি করা হইয়াছে। সমাপ্ত
৯। নেহাল চন্দ্রনগর হইতে পুরানো সিনেমাহল পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
ডুকলি ঃ ১। যোগেন্দ্রনগর হইতে আনন্দনগর রাস্তার উন্নয়ন।
২। বাবুল চৌমুহনি হইতে নেহালচন্দ্রনগর কলোনি রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
৩। তোলাকোনা হইতে ভূমিহীন কলোনি রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
৪। হাঁপানিয়া হইতে মধুপুর রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত

জম্পুইজলা ঃ ১। জম্পুইজলা হইতে গুরুপদ কলোনি রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
২। অমেরেন্দ্রনগর হইতে গোলিরাই বাড়ি রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
৩। টাকারজলা হইতে স্যামবেনা বাজার রাস্তার উপর SPT ব্রীজ পুনঃস্থাপন। অসমাপ্ত
মোহনপুর ঃ ১। তুলাবাগান হইতে অভিচরণ রাস্তার মধ্যে SPT ব্রীজ পুনঃস্থাপন। সমাপ্ত
২। তুলাবাগান হইতে দীঘহালিয়া রাস্তার উপর Rec Slab Culvert সমাপ্ত
৩। লেম্বুছড়া হইতে বামুটিলা রাস্তার উপর SPT ব্রীজ পুনস্থাপন। সমাপ্ত
৪। দুর্গানগর হইতে হাতিপাড়া রাস্তার উপর SPT ব্রীজ Rec Slab কালভার্ট পুনস্থাপন। সমাপ্ত
৫। মোহনপুর হইতে চেচু বাজার রাস্তার তৈরি। অসমাপ্ত
৬। বাইজাল বাড়ি হইতে উষা বাজার রাস্তার উপর SPT ব্রীজ/ Rec/ কালভার্ট পুনস্থাপন। সমাপ্ত
৭। রাঙ্গাটিয়া হইতে বারয়ুশ রাস্তার মেটেলিং এবং কারপেটিং। সমাপ্ত
৮। আগরতলা হইতে সিমনা রাস্তার SPT ব্রীজ পুনস্থাপন। সমাপ্ত
৯। বিজয়নগর হইতে সিধাই রাস্তার উপর SPT ব্রীজ কালভার্ট পুনস্থাপন। সমাপ্ত
১০। বর্মকুণ্ড হইতে আগরতলা সিমনা রাস্তার SPT ব্রীজ/ কালভার্ট পুনস্থাপন। সমাপ্ত
হেজামারা ঃ ১। হেজামারা হইতে বড়কাঠাল রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
২। হেজামারা হইতে দীঘাবাড়ি রাস্তার উন্নয়ন। অসমাপ্ত
৩। কামালঘাট হইতে গামছকবড়া রাস্তার উপর SPT ব্রীজ/ কালভার্ট পুনস্থাপন। অসমাপ্ত
৪। কামালঘাট হইতে অভিচরণ রাস্তার উপর SPT ব্রীজ/ কালভাট ইত্যাদি পুনস্থাপন। অসমাপ্ত
৫। মান্দাই হইতে চেচু বাজার রাস্তার উপর SPT ব্রীজ স্থলে Rec স্লেব/ কালভাট পুনস্থাপন। সমাপ্ত
৬। হেজামারা হইতে দীঘাবাড়ি রাস্তা তৈরি এবং দয়াছড়া উপর Bailey type ব্রীজ উন্নয়ন। সমাপ্ত
৭। হেজামারা হইতে দীঘাবাড়ি রাস্তার উন্নয়ন এবং বড়াছেড়া উপর Bailey type ব্রীজ। সমাপ্ত
৮। হেজামারা হইতে দীঘাবাড়ি রাস্তার উন্নয়ন এবং আকলাই ছেড়া উপর Bailey type ব্রীজ। অসমাপ্ত
জিরানীয়া ঃ ১। ত্রিনাথ হইতে বণিক চৌমুহনী রাস্তার তৈরী। সমাপ্ত
২। কেপরাম পাড়া হইতে ভবানীপাড়া রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
৩। মোহনপুর হইতে বরঝানগর রাস্তা তৈরি। সমাপ্ত
৪। রানীর বাজার হইতে জারুল বাচাই রাস্তার উন্নয়ন। সমাপ্ত
৫। আরালিয়া হইতে পুরান আগরতলা রাস্তার উপর Rec Box কালভাট তৈরি। সমাপ্ত
৬। রানীর বাজার হইতে রাজচনতাই বাড়ি SPT ব্রীজ পুনস্থাপন। সমাপ্ত
৭। আসাম আগরতলা রাস্তা হইতে রেশমবাগান SPT ব্রীজ পুনস্থাপন। সমাপ্ত
৮। রানীর বাজার হইতে নলগুড়িয়া ভায়া অশ্বিনী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা তৈরি। সমাপ্ত
৯। চম্পকনগর হইতে মান্দাই রাস্তার উপর SPT ব্রীজ পুনস্থাপন। অসমাপ্ত

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ২০০২-২০০৩ ইং অর্থ বছরের জন্য উক্ত প্রকল্পে কাজের প্রস্তাব জেলাস্তর হইতে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে এসেছে। প্রস্তাবগুলি বর্তমানে দপ্তরে চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত হচ্ছে এবং বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Uustarred Question No: 15

Name Member : Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state:-

প্রশ্ন ঃ

১। ইহা কি সত্য, রাজ্যের কোন কোন ব্লকে চা বাগান করা হয়েছে?

২। থাকিলে, কোন্ ব্লকে কত একর এবং কত টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে?

৩। কোন্ কোন্ ব্লকে চাপাতা আহরণ শুরু হয়েছে এবং তার পরিমাণ কত (ব্লক ভিত্তিক) এবং

৪। আর্থিক মূল্যে বছর ভিত্তিক আয় কত (ব্লক ভিত্তিক)?

উত্তর ঃ

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ- হ্যাঁ, সত্য

২ নং ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ- কত একর চা বাগান করা হয়েছে, কত টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে, কোন্ কোন্ ব্লকে চাপাতা আহরণ শুরু হয়েছে এবং তার পরিমাণ কত এর ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ

ব্লকের নাম ঃ	চা বাগান করা হয়েছে ঃ (একর হিসাবে)	আর্থিক অনুদান ঃ টাকা হিসাবে	চাপাতা আহরণ ঃ শুরু হয়েছে	পরিমাণ কত ঃ কেজি হিসাবে
১। মেলাঘর	৪২	১১,৬৪,৯২৫	শুরু হয়েছে	১৮০ কেজি
২। মান্দাই	৪২	১০,১৩,০০০	হয় নাই	-
৩। খোয়াই	৪৮	৫,৬২,২৬০	শুরু হয়েছে	৩৬০ ,,
৪। তেলিয়ামুড়া	১.৫	১০,০০০	হয় নাই	-
৫। কল্যাণপুর	২.৪	১২,৫০০	ঐ	-
৬। তুলাশিখর	-	-		-
৭। পদ্মবিল	৫	১,৩৬,১০০	শুরু হয়েছে	৩৬,,
৮। জিরানীয়া	৮৪	২৫,২২,০০০	শুরু হয়েছে	৪৯,৫২০,,
৯। মোহনপুর	৪১৭	৭৫,৬০,৮৮৫	ঐ	-
১০। বক্সনগর	-	-	হয় নাই	-
১১। কাঁঠালিয়া	৪৯	১,০৮,০৫০	শুরু হয়েছে	৬৮০০
১২। হেজামারা	১৫০ (১৯৯৯-২০০২)	১০,৫০,০০০	হয় নাই	-
১৩। জম্পুইজলা	-	-	ঐ	-
১৪। মুঙ্গিয়াকামী	-	-	ঐ	-
১৫। বিশালগড়	২০৬.৭৫ (২৯৯৪-২০০১)	৪৬,২০.৪৭৫	শুরু হয়েছে	৪,৮১,৭৫০
১৬। ডুকলী	৩০	৬,৯৫.৫৫০	হয় নাই	-
মোট	১০৭৭.৬৫	১,৯৪,৫৫,৭৪৫	-	৫,৩৮,৬৪৬ কেজি
১। ঋষ্যমুখ	২০	৮,৪৬,০৭৭	হয় নাই	-
২। সাতচান্দ	৯৪.৮৫	২০,০২,৮১৫	-	-

৩। বগাফা		৫১	৩,৯৩,৭৬০	শুরু হয়েছে	১৯৯৫„
৪। রূপাইছড়ি		১৮	৪,৭০,৭২০	হয় নাই	-
৫। করবুক		২.৫	৪৭,০০০	ঐ	-
৬। রাজনগর		৪৯.৫	১৩,৩৫,৪৫৯	শুরু হয়েছে	১৬,৪৩২„
	মোট	২৩৫,৮৫	৫০,৯৫,৮৩১	-	১৮,৪২৭কেজি

ব্লকের নাম		চা বাগান করা হয়েছে (এক হিসাবে)	আর্থিক অনুদান (টাকা হিসাবে)	চা পাতা আহরনের পরিমাণ (কেজি হিসাবে)
১। সালেমা		৪১২.০০	৯৬,২৪,৪০০	৬,০০,০০০ কেজি
২। ছামনু		৭৫.০০	৩,৪০,০০০	১,৪৫১„
৩। মনু		নাই	নাই	নাই
৪। ডম্বুরনগর		৭০.৮০	৩,৮৮,০০০	৩,২০০„
৫। আমবাসা		৫৫.৬২	১৩,০০,৩৯৬	৩,০২,৫০০„
	মোট	৬১৩,৪২	১১৬,৫২,৭৯৬	৯,০৭.১৫১ „
১। কুমারঘাট		২১ একর	২,৪১,৮৪০	এখন আরম্ভ হয় নাই।
সর্বমোট		১,৯২৬.৯২	৩,৬৪,৪৬,২১২	১৪,৬৪,২২৪ কেজি

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ- আর্থিক মূল্যে বছর ভিত্তিক আয়ের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

(টাকা হিসাবে)

ব্লকের নাম	বৎসর	আয়ের পরিমাণ
	২০০১-২০০২	
১। সালেমা		৩০,০০,০০০
২। ছামনু		৮,৭১১
৩। মনু		নাই
৪। ডম্বুরনগর		১৯,২০০
৫। আমবাসা		১০,৫৮৭
		মোট ৩০,৩৮.৪৯৮
১। মেলাঘর	-	নাই
২। মান্দাই	-	ঐ
৩। খোয়াই	-	ঐ
৪। তেলিয়ামুড়া	-	ঐ
৫। কল্যাণপুর	-	ঐ
৬। তুলাশিখর	-	ঐ
৭। পদ্মবিল	-	ঐ
৮। জিরানীয়া	২০০১-২০০২	৩১,২১,৯২৫

৯। মোহনপুর	১৯৯৪-৯৫	৩,৬০,০০০
	১৯৯৫-৯৬	৪,৬৮,০০০
	১৯৯৬-৯৭	৯,০০,০০০
	১৯৯৭-৯৮	৩৩,৪৮,০০০
	১৯৯৯-২০০০	১,৮০,০০০
	২০০০-২০০১	৪১,০০০
	২০০১-২০০২	আয় আরম্ভ হয়েছে।
১০। বক্সনগর	-	আরম্ভ হয় নাই
১১। কাঁঠালিয়া		ঐ
১২। হেজামারা		ঐ
১৩। জম্পুইজলা		ঐ
১৪। মুঙ্গিয়াকানী		ঐ
১৫। বিশালগড়		ঐ
১৬। ডুকলী		ঐ
মোট	-	৮৪,১৮,৯২৫ টাকা।
১। বগাফা	২০০০-২০০১	১১,৯৭০
২। রাজনগর	১৯৯৮-৯৯	৭৬৮ টাকা
	১৯৯৯-২০০০	১৫,০০০,,
	২০০০-২০০১	১৪,৮০৮ ,,
	২০০১-২০০২	৬০,০০০ ,,
	মোট ঃ-	১,০২,৫৪৬ টাকা
	সর্বমোট	১১৫,৫৯,৯৬৯ টাকা

Admitted Un-starred Question No. :- 40
Name of the Member :- Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister -In -charge of the Employment Services & Manpower Planning be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। হিন্দি সাবজেক্ট এ বিভিন্ন ডিগ্রিধারী রাজ্যে Employment Exchange এ বর্তমান কতজন রেজিস্ট্রীকৃত বেকার রয়েছে? (ডিগ্রি অনুযায়ী আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর ঃ

১। ১৩ জন।
ডিগ্রি অনুযায়ী হিসাব নিম্নরূপ ঃ
১। বি. এ - ৬ জন
২। বি.এড্ - ৩ জন
৩। এম. এ ৪ জন।
মোট ১৩ জন।

Admitted Un-starred Question No. :- 57

Name of the Member :- **Sri Ratan Lal Nath**

Will the Hon'ble Minister -In-charge of the Employment Services & Manpower planning be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কর্মহীন বেকারদের জন্য সরকারী চাকুরী পাওয়ার সাপেক্ষে বেকার ভাতা চালু করা হবে কি না, এবং

২। চালু করা না হলে এর কারণ কী ?

উত্তর ঃ

১। না।

২। আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে বেকার ভাতা চালু করা সম্ভব নয়।

Admitted Un-starred Question No. 72

Name of the Member : **Sri Ratan Lal Nath,**

Will the Hon'ble Minister-In -charge of the General Administaration (S.A.) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। রাজ্যের মহাকরণে মহাকরণ কর্মচারীদের জন্য উচ্চতর বেতনক্রম চালু করা হবে কিনা ?

২। না হলে এর কারণ

৩। মহাকরণের শূন্যপদের সংখ্যা কত ? এবং

৪। শূন্যপদগুলি পূরণ করার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর ঃ

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ এরকম কোন পরিকল্পনা নেই।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ- ত্রিপুরা মহাকরণ পরিষেবা বিধি ১৯৮৯ ১-১-৮৯ তারিখ থেকে মহাকরণের কর্মচারীদের জন্য গঠিত হয়েছিল। চতুর্থ বেতন কমিশন মহাকরণ কর্মচারীদের জন্য কোনরূপ উচ্চতর বেতনক্রম চালু করার সুপারিশ করেনি। যদিও বর্তমানের ত্রিপুরা মহাকরণ পরিষেবা বিধি ১৯৮৯ কে সংশোধন করে গ্রেড I-VIII প্রতিটি স্তরের বেতনক্রম ত্রিপুরা রাজ্য সিভিল সার্ভিস (সংশোধিত বেতন) বিধি ১৯৯৯ অনুয়ারী সংশোধন করা হয়েছে। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে মহাকরণ কর্মচারীদের সরকারের বিবেচনায় নেই।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ মহাকরনে বর্তমানে ২৪৫টি শূন্যপদ রয়েছে। তার হিসাব নিম্নরূপ ঃ

গ্রুপ এ ৩৫টি।

গ্রুপ বি ৩৬ টি।

গ্রুপ সি ১৫০ টি।

গ্রুপ ডি ২৪ টি।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ- শূন্যপদপূরণ করা একটি চলমান প্রক্রিয়া। পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী শূন্যপদ পুরণ করা হয়।

Admitted Un-Starred Question No. :- 75
Name of the Member :- **Sri Ratan Lal Nath**

Will the Hon'ble Minister-In -charge of the Employment Services & Manpower Planning be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। ১৯৯৮ ইং সন হইতে ২০০২ ইং সনের ১৭ই জুন পর্যন্ত রাজ্যে কতজন শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকার সরকারী চাকুরী পেয়েছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। তার মধ্যে মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে কতজনের সরকারী চাকুরী হয়েছে? (নাম সহ তথ্য)

উত্তর ঃ

১। ১০,৯১৯ জন, শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকারের চাকুরী হয়েছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব Annexure -A তে দেওয়া গেল)

২। ২৫২ জন, (নাম সহ তথ্য Annexure-B তে দেওয়া গেল)।

ANNEXURE A.

Sl. No.	Name of the Department	No. of Educated and Un-educated persons govt. Job during the period 1998 to 17th June, 02.
1	2	3
1.	Agriculture Department	286
2.	Land Records & ettlement	42
3.	Refugee & Relief	2
4.	Health Services	895
5.	Fisheries Department	46
6.	Tribal Reserch	3
7.	SC Welfare	9
8.	ST Welfare	86
9.	Manpower	1
10.	Higher Education	116
11.	Social Education	391
12.	School Education	362
13.	Industries & Commerce	65
14.	Animal Resource Development	199
15.	Panchayet Raj	115
16.	Printing & stationery	10
17.	I.C.A. & T.	50
18.	Food & Civil Supplies	159
19.	Fire Services	80
20.	Planning Department	6
21.	Civil Defence	1
22.	Small Sa[illegible]s	10

23.	Economics & Staticstics	4
24.	T.R.P. & P.G.P.	3
25.	Labour Directorate	15
26.	Co-Operative	83
27.	Commissioner of Excise	8
28.	Chief Enginner, PWD	771
29.	,, Electricals	154
30.	,, Water Resource	32
31.	D.M. & Collector (West)	124
32.	D.M & Collector (North)	67
33.	D.M. & Collector (South)	130
34.	D.M. (Dhalai)	49
35.	District & Session Judge (West)	20
36.	District & Session Judge (North)	27
37.	District & Session Judge (South)	34
38.	Appointment & Services	121
39.	Forest Department	259
40.	Police Department	5633
41.	Town & Country Planning	3
42.	Factories & Boilers	4
43.	Rajya Sainik Board	5
44.	Commissioner of Taxhes	14
45.	Weights & Measers	17
46.	Science & Technology	5
47.	Secretariat Administration	155
48.	Inquiry Authority	1
49.	I.G. Prision	107
50.	Youth Programme	6
51.	Election Department	25
	Total =	10,919

NAME AND ADDRESS OF APPOINTEES BELONG TO MOHANPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY.

A. Agriculture Deptt.

1. Sri Dipendu Debbarma. S/O. Sri Rabindra Debbarma. Vill Fatikcharra. P.O.- Kamalghat, Sidhai.
2. Smti. Jamuna Das, W/O Lt. Shanti Das, Vill & P.O. Taranagar, Mohanpur.
3. Snti. Reba Rani Saha, W/O Makhan Lal Saha, VIll & P.O. Phanchabati, Mohanpur.

B. Land Records & Settlement.

4. Sri Bhabash Ch. Bhadra, S/O Dhirendra Ch. Bhadra, VIll Shantipara, P.O. Kamalghat.
5. Smti Bina Saha, D/O Gopal Ch. Saha, Vill & P.O. Ishanpur. Sidhai.

C. Health Services.

6. Budhi Ch. Debbarma, S/O Takiroy Debbarma, Vill & P.O Lefunga, Sidhai.

7. Smti Chansari Debbarma, D/O Lt. Girendra Debbarma, Baikonthapur, Didhai, Mohanpur.
8. Smti. Kalpana Debbarma, D/O Chandramani Debbarma, Krishnamohan Kobrapara, Lefunga, Sidhai.
9. Bijan Debbarma, S/O Benulal Debbarma, Rajghat, Kamalghat, Sidhai.
10. Smti. Lipika Debbarma, W/O Biman Debbarma, Dhankhala, Sunaram Bazar, Sidhai.
11. Sri Ashish Acharjee, S/O Lt. Rabindra Acharjee, Taranagar, Mohanpur.
12. Sri Chandan Kr. Nama Sudra, S/O M.M. Namasudra, Gajariya, Sidhai, Mohanpur.
13. Smti. Kanyabati Debbarma, D/O Namachandra Debbarma , Siharibari, Sidhai, Mohanpur
14. Sri Kartik Debbarma, S/O Lt. Gobinda Debbarma , Gamchakobrapara, Sidhai, Mohanpur.
15. Sri Sanju Deb, S/O Lt. Manindra Deb, Taranagar, Mohanpur.
16. Sri Kisore Ghosh, S/O Gopal Ghosh, Taranagar, Mohanpur.
17. Smti. Ramani Debbarma, D/O Rajendra Debbarma, Lefunga, Sidhai, Mohanpur.
18. Smti. Basana Sarkar, D/O Sri Lt. Amarchand Sarkar, Ishanpur, Sidhai, Mohanpur.
19. Smti. Rekha Das, D/O Lt. Ramesh Ch. Das, Ishanpur, Sidhai.
20. Smti. Aruna Debbarma, D/O Lt. Oyakhirai Debbarma, Kalachara, Sidhai.
21. Srmt. Santi Debnath, D/O Lt. Jaladhar Debnath, Dakshin Taranagar, Sidhai.
22. Sri Rati Ranjan Sarkar, S/O Lt. Jatindra Sarkar, Ishanpur, Sidhai.

D. S/T Welfare Deptt.

23. Smti. Basana Debbarma, W/O Subash Debbarma, Kabirajpara, Dargamura, Sidhai.

E. S/C. Welfare Deptt.

24. Sri Asish Debbarma, S/O Lt. Birbahalur Debbarma, Rajghat, Kamalghat, Sidhai.
25. Sri Tarun Debbarma, S/O Lt. Kunjumohan Debbarma, Shib Durga Choudhury Para, Budhujangnagar, Sidhai.

F. Higher Education.

26. Smti. Mrinal Das Gupta.
27. Sri Prahlad Debbarma
28. Sri Chandan Deb.

G. Social Education.

29. Smti. Brata Debbarma, Sidhai Mohanpur,
30. Smti. Manika Dhar, Sidhai, Mohanpur.
31. Smti. Manika Dhar, Ishanphandra Pur, Sidhai, Mohanpur.
32. Smti. Sila Debbarma, Dhigalia, Sidhai, Mohanpur.
33. Smti. Sampati Debbarma, Dighalia, Sidhai, Mohanpur.
34. Smti. Bani Choudhury, Gangagatipur, Mohanpur.

H. School Education.

35. Smti. Sandhya Nandi, D/O. Lt. B.C. Nandi, Taranagar, Mohanpur.
36. Sri Sanju Gope, S/O N.G. Gope, Taranagar, Mohanpur.

I. Annimal Resources.

37. Smti. Kamala Debbarma, D/O Sri Surjyamani Debbarma, Vill & P.o. Lefunga, Sidhai, Mohanpur.
38. Smti. Saila Debbarma, D/O Sri Schindra Debbarma, Vill & P.O. Lefunga, Sidhai, Mohanpur.
39. Sri Biswarath Debbarma, S/O Sri Subash Ch. Debbarma, Vill - Ujjan Fatik charra, Lefunga, Sidhar, Mohanpur.
40. Sri Satish Debbarma S/O Sri Prafulla Debbarma, Vill Ujjan Fatik charra, Lefunga, Sidhar, Mohanpur.

41. Sri Biswajit Debbarma, S.P. Sri Sudhyanya Debbarma, Vill & P.O. Bhati Fatikcharra, P.O. Kamalghat, Sidhai. Mohanpur.
42. Sri Dilip Kr. Debbarma, S/O Sri.Chandradhan Debbarma, Chalatabari, P.O. Balurband, Sidhai, Mohanpur.
43. Sri Shyama Charan Debbarma, (I.I), S/O Lt. Haricharan Debbarma, Bhati Fatikcharra, Kamalghat, Sidhai, Mohanpur.
44. Smti. Paramita Debbarma, D/O Sri Rabi charan Debbarma, Kamalghat, Sidhai, Mohanpur.
45. Smti. Jamuna Debbarma, D/O Sri Jitendra Debbarma, Ramesh Ch. Para, P.O. Simna Coloney, Sidhai, Mohanpur.
46. Dr. Kalpana Debbarma, D/O Bidhyamohan Debbarma, Sreeram Para, P.O. Sonarambazar, Sidhai, Mohanpur.
47. Smti. Maya Rani Bhusan, W/O Lt. Rathindra Kr. Bhusan, Bairagipara, P.O. Iwhanpur. Sidhai, Mohanpur, J. Panchyet Raj.
48. Smti. Bisheswari Debbarma, W/O. Lt. Purnachandra Debbarma, Dighalia, Sidhai, Mohanpur.
49. Smti. Budhulaxmi Debbarma, W/O. Lt. Bishwachandra Debbarma, Maikharpara, P.O. Dighaliya, Sidhai, Mohanpur, K. Food & Civil Supplies.
50. Sri Haridas Sarkar, Satdubia, Fatikcharra. L. Small Savings.
51. Sri Ranjit Debbarma, Vill- Khampar Para, Sidhai, Mohanpur, M. Fire Service.
52. Sri Keshab Karmakar, S/O Samarendra Karmakar, Taranagar, Sidhai, Mohanpur.
53. Sri Shyamal Roy, S/O Sri Dilip Kr. Roy, Harina, Khola, Fatikcharra, Sidhai, Mohanpur.
54. Rakhal Debnath, S/O Sri Govinda Debnath, Fakirmura, Mohanpur, Sidhai.
55. Sukhumay Debbarma, S/O Anil Debbarma, Rajghat, P.O. Kamalghat, Sidhai, Mohanpur.
N. Co-operative Socoity.
56. Sri Sanjit Debbarma, S/O Harinath Debbarma, Ramkrishnapara, Kamalghat, Sidhai, Mohanpur.
57. Sri Birendra Debbarma, S/O Rammohan Debbarma, Rajghat, Kamalghat, Sidhai. Chief Engg. (PWD).
58. Sri Pradip Debbarma, S/O Sri Malin Debbarma,
59. Smti. Karabi Debbarma, D/O Lt. Mahesh Debbarma,
60. Sri Satish Debbarma, S/O Sri Paresh Debbarma,
61. Sri. Anil Debbarma, S/O Lt. Samprai Debbarma,
62. Smti. Archana Debbarma, W/O. Lt. Ranjit Kr. Debbarma,
63. Pradip Debbarma, S/O. Sri Sushil Debbarma,
64. Smti. Jamuna Debbarma, D/O Sri Bajendra Debbarma,
65. Sukumar Debbarma, S/O. Lt. Ananta Debbarma,
66. Sri Budhiram Debbarma, S/O. Sri Dhapanroy Debbarma,
67. Smti. Purnalaxmi Debbarma, W/O Sambhu Debbarma,
68. Smi Falguna Debbarma, S/O Joygobinda Debbarma,
69. Sri Budhiram Debbarma, S/O Mangal Debbarma,
70. Sri Kartik Debbarma, S/O Rajmani Debbarma,
71. Smti. Sabitri Debbarma, D/O Lt. Birmani Debbarma,
72. Sri Rashik Ch. Debbarma, S/O Lt. Chandrakanta Debbarma,
73. Sri Ranjit Debbarma, S/O. Kalu Ch. Debbarma,
74. Snti. Sapna Biswas, (Sarkar), W/O. Lt. Matilal Sarkar,

75. Smti. Rina Banik, W/O. Lt. Binoy Ch. Banik.
76. Sri Sankar Das, S/O. Lt. Sarat Ch. Das.
77. Smti. Minati Debnath, W/O. Lt. Monmohan Debnath. Chief Engg. (Electrical).
78. Sri Rajesh Debbarma,
79. ,, Indrajit Debbarma,
80. ,, Nirmal Debbarma,
81. ,, Krishnadhan Biswas.
82. ,, Pradip Kr. Debbarma,
83. ,, Biswajit Deb Roy,
84. Smti. Sukla Debbarma,
85. Sri Prabir Das. Chief Engg. (Water Resources)
86. Badal Chakraborty, S/O. Lt. Rebati Mohan Chakraborty, P.O. Barkathalai, Sidhai.
87. Sri Ashok Debnath, S/O. Lt. Sukumar Debnath, P.O. Ishanpur, Sidhai.
88. Nripen Sarkar, S/O. Subhas Sarkar, Vill & PO. Barkathal, Sidhai. D.M. & Collector, West.
89. Sri Ashutosh Chakraborty, Sidhai, Mohanpur,
90. Smti. Dipali Das, Sidhai, Mohanpur.
91. Titul Das, Barjala.
92. Sri Uttam Debnath, Ishanipur.
93. Sri Sajal Ghosh, Sidhai.
94. Smti. Rina Chakraborty, (Rabidas).
95. Smti Bishnu Debnath, Sidhai.
96. Snti. Jhulan Deb, Sidhai. G.A. (P &T) Deptt.
97. Sri Kalyan Sarkar.
98. Sachine Debbarma, Forest Department
99. Keshab Lal Debnath, S/O Nagendra Debnath, Jagatpur, Mohanpur.
100. Aswani Debbarma, S/O. Sachindra Debbarma, Kalagachia bari, Sidhai.
101. Sukumar Debbarma, S/O. Akiroy Debbarma, Faribari, Balurband, Sidhai.
102. Animesh Debbarma, S/O. Akiroy Debbarma, Lefunga, Sidhai. Weights & Measures.
103. Rajib Kr. Debbarma, Nabachandra thakurpara, Kamalghat. Election Department.
104. Ratan Das, Taranagar, Mohanpur, Police Department.
105. Nakul Debbarma, S/O. Surendra Debbarma, BirMohan Choudhury Para, Barkathalia, Sidhai.
106. Sujit Ghosh, S/O. Satya Rn. Ghosh, Garinakhala, Fatik Charra, Sidhai.
107. Titan Das, S/O. Brindaban Das, West Taranagar, Mohanpur, Sidhai.
108. Mihir Debbarma, S/O Anil Debbarma, Jalai Bari, Sonaram Bazar, Shdhai.
109. Papu Bhowmik, S/O. Sadhan Banik, Noagoan, Brahamanpushurini, Sidhai.
110. Rupak Das, S/D. Jamini Das, Sout Taranagar, Mohanpur, Sidhai.
111. Atush Debbarma, S/O. Bhuban Debbarma, Haticharra, Sidhai.
112. Baishak Debbarma, S/O. Budhai Debbarma, Lefunga, Sidhai.
113. Biswajit Sarkar, S/O. Suresh Sarkar, Kalkalia (TE), Sidhai.
114. Smti. Helen Debbarma, D/O. Monoranjan Debbarma, Habildarpara, Lefunga, Sidhai.
115. Smti. Gouri Munda, D/O Bijoy Munda, Kalkalia, (TE), Sidhai

116. Smti. Manjusree Debbarma, D/O. Lt. Purna Ch. Debbarma, Motai, Sundartilla, Sidhai.
117. Tapan Debnath, S/O. Rasamoy Debnath, Jagatpur, Mohanpur, Sidhai.
118. Biswajit Debbarma, S/O. Sumangal Debbarma, Lefunga, Sidhai.
119. Dipak Das, S/O. Jamini Das, Taranagar, Sidhai, Mohanpur.
120. Goutam Singh, S/O. Gourmani Singh, Kamalghat, Sidhai.
121. Anil Debbarma, S/O. Gobinda Debbarma, Rajncherra, Kalacharra, Sidhai.
122. Ajoy Debbarma, S/O. Bodhrai Debbarma, Bhatifatikcharra, Sidhai.
123. Litan Sarkar, S/O. Fanindra Sarkar, Jagatpur, Sidhai, Mohanpur.
124. Dulal Sharma, S/O. Sashimohan Sharma, Taranagar, Sidhai, Mohanpur.
125. Khirmohan Debnath, S/O. Lt. Jaladhar Debnath, Bijoynagar, Sidhai.
126. Promode Das, S/O. Payari Mohan Das, Tolabagan, Sidhai.
127. Pijush Dhar, S/O. Naresh Dhar, Fatikcharra, Sidhai.
128. Narayan Ghosh, S/O. Amrit Ghosh, Satdubiya, Sidhai.
129. Priyalal Roy, S/O.Nibaran Roy, Harinkhlla, sidhai.
130. Mangal Debbarma, S/O. Nepal Debbarma, Gamchagobrapar, Sidhai.
131. Biswya Debbarma, S/O. Mangal Debbarma, Gamchakobrapara, Sidhai.
132. Amitaya Ghosh, S/O. Adity Ghosh, West Taranagar, Sidhai.
133. Sajal Deb, S/O. Kalipada Deb, Kalagachia, Sidhai.
134. Swapan Chakraborty, S/O. Rajkamal Chakraborty, Taranagar, Sidhai.
135. Kajal Sharma, S/O Khetramohan Sharma, Trranagar, Sidhai.
136. Ranjit Ghosh, S/O. Birendra Ghosh, Satdubai, Sidhai.
137. Gobinda Debnath, S/O. Nagendra Debnath, Fakiramura, Sidhai.
138. Safal Das, S/O. Ramananda Das, Taranagar, Sidhai.
139. Sitendra Pal, S/O. Binode Pal, Bijoynagar, Sidhai.
140. Manik Debnath, S/O. Harekrishna Debnath, Gangabatipara, Sidhai.
141. Kalidas Ghosh, S/O. Surendra Ghosh, West Taranagar, Sidhai.
142. Ranjit Datta, S/O. Krishnamohan Datta, Schooltilla, Sidhai.
143. Ratan Debbarma, S/O. Jamini Debbarma, Rangamura, Sidhai.
144. Bhankumar Debbarma, S/O. Budhi Debbarma, Kalagachia, Sidhai.
145. Smti. Nandita Sarkar, W/O. Jiban Sarkar, Taranagar, Sidhai.
146. Nakul Debbarma, S/O. Nanda Kr. Debbarma, Joyram Modhi Para, Kamalghat.
147. Sachin Debbarma, S/O. Hari Kr. Debbarma, Bhatifatikcharra, Kamalghat.
148. Falguna Debbarma, S/O Surendra Debbarma, Krishnamohan Kubrapara, Lembucharra.
149. Ratal Das, S/O. Lt. Dhirendra Das, Ishanpur, Sidhai.
150. Chitta Rn. Debbarma, S/O Parshuram Debbarma, Kamalghat bazar, Barkathal, Sidhai.
151. Sukanta Debbarma, S/O. Dulal Debbarma, Devapur, Kalacherra, Sidhai.
152. Parimal Debnath, S/O. Monindra Debnath, Taranagar, Mohanpur, Sidhai.
153. Mrinal Kanti Das, S/O. Dinesh Ch. Das, Tulabagan, Sidhai.
154. Niranjan Debnath, S/O. Niredra Debnath, Fakiramura, Mohanpur, Sidhai.
155. Ranjit Debbarma, S/O. Jagat Debbarma, Dhaptaniparam Sundar tilla, Sidhai.
156. Bijoy Debbarma, S/O. Rabi Chandra Debbarma, Namachandrapara, Kamalghat.

157. Bilash Debbarma, S/O. Shyama Ch. Debbarma, Sant Ch. Para, Chachu Bazur, Sidhai.
158. Sanjit Sarkar, S/O. Sonadhan Sarkar, Kalikamura, Sidhai
159. Ranadhir Sarkar, S/O. Lal Mohan Sarkar, Rangutia, Ramutia, Sidhai.
160. Jhutan Munda, S/O. Nirmal Munda, Kalkalia, Sidhai
161. Darbar Orang, S/O. Binasha Orang, Harendranagar, Sidhai.
162. Sanjit Debbarma, S/O. Rabi Ch. Debbarma, Maduman, Barkathal, Sidhai.
163. Ashish Paul, S/O. Phani Bn. Paul,
164. Tarun Datta, S/O. Narayan Datta,
165. Swapan Paul, S/O. Nepal Paul.
166. Amulya Debbarma, S/O. Mangal Debbarma,
167. Swapan Debnath, S/O. Santosh Debnath.
168. Pradip Debnath, S/O. Haradhan Debnath.
169. Sanjit Debbarma, S/O. Budhiram Debbarma,
170. Brajendra Ch. Datta. S/O. Narutam Datta.
171. Sambu Debbarma, S/O. Budhiram Debbarma,
172. Ranjit Biswas, S/O. Birendra Biswas, Jagatpur, Sidhai, Mohanpur.
173. Jayanta Sahs, S/O. Monoranjan Saha, Mantala, Kalacharra, Sidhai.
174. Sushil Debbarma, S/O. Jugesh Debbarma, Rajghat, Kamalghat, Sidhai.
175. Sajal Debbarma, S/O. Lalit Mn. Debbarma, Radhanagar, Tamakarim Sidhai.
176. Utpal Sarkar, S/O. Makhan Lal Sarkar, Jagatpur, Mohanpur. Sidhai.
177. Bikram Debbarma, S/O. Anil Debbarma, Kamalghat, Sidhai.
178. Santosh Sarkar, S/O. Nitai Sarkar, Bajalghat, Chechuria, Sidhai.
179. Ganesh Gowala, S/O. Harinarayan Gowala, Simna Tea, Simna Coloney, Sidhai.
180. Biswajit Debbarma, S/O. Brajendra Debbarma,......... Sidhai.
181. Biresh Debbarma, S/O. Lt. Bidhuchandra Debbarma, Banipara Madhuchoudhurypara, Sidhai.
182. Sambhu Debbarma, S/O. Sukuram Debbarma, Madhudaspara, Barakathal, sidhai.
183. Narendra Debbarma, S/O. Mukunda Debbarma, Murabari, Balurband, Sidhai.
184. Chitta Rn. Debbarma, S/O. Budhi Debbarma, Manghalia Sadhu Para, Thamakasi, Sidhai.
185. Citta Rn. Sarkar, S/O. Lal Mohan Sarkar, Sidhai.
186. Kumar Debbarma, S/O. Mangal Debbarma, Chainmarapara, Dhigaliabazar, Sidhai.
187. Bijoy Debbarma, S/O. Kartik Debbarma, Haticharra, Sidhai.
188. Mangal Debbarma, S/O. Pusrai Debbarma, Tankbari, Baikuntapara, Sidhai.
189. Ashit Deb, S/O. Rabindra Ch. Deb, Taranagar, Mohanpur.
190. Dulal Kishore Debbarma, S/O. Narayan Debbarma, Baragasiapara, Chachu bazar, Sidhai.
191. Kajal Das, S/O. Jetendra Das, Tarapur, Sidhai.
192. Sujit Debbarma, S/O. Lilu Debbarma, Chanpurcoloney, Kalacharra, Sidhai.
193. Samarendra Debbarma, S/O. Sri Gouranga Debbarma, Abhicharan param, Madhuchoudhurypara, Sidhai.
194. Chandra Kr. Debbarma, S/O. Prankrishna Debbarma, Julaibari, Sonarambazar, Sidhai.
195. Prabir Debbarma, S/O. Rabi Ch. Debbarma, Malichoudhurypara, Durgamura, Sidhai
196. Biswatosh Das, (Re-Emp.), S/O. Asutosh Das, Kalacharra, Sidhai.

197. Kafar Debbarma, (Re-emp), S/O. Sambhu Charan Debbarma, Ramkrishna para, Khamaghst, Sidhai.
198. Ranjit Debbarma, S/O. Jagat Debbarma, Durgamurapara, Sidhai.
199. Jubaraj Debbarma,(Re-emp.) S/O. Sambhu Debbarma, Bhatifatikcharra, Kamalghat, Sidhai.
200. Uma Sankar Biswas, S/O. Usha Rn. Biswas, Jaminghat, Kamalghat.
201. Monoranjan Debbarma, S/O. Joy Kr. Debbarma, Birbahadurpara, Lefunga, Sidhai.
202. Hiralal Das, S/O. Jadhu Mn. Das, Chachurai, Sidhai.
203. Debabrata Das, S/O. Jawhar Lal Das, Sadhu tilla, Fatikcharra, Sidhai.
204. Pradip Debbarma, S/O. Palash Debbarma, Haricharra, Sidhai.
205. Bishnu Debbarma, Birmohan Choudhurypara, Barkathal, Sidhai.
206. Swapan Debnath, S/O. Sankar Debnath, South Taranagar, Sidhai.
207. Brajendra Debbarma, S/O. Mangal Debbarma, Kainmarpara, Dighalia, Sidhai.
208. Sambhu Debbarma, S/O. Rabia Debbarma, Birmohan Choudhurypara, Barkathal, Sidhai.
209. Dipak Pal, S/O. Paresh Ch. Pal, South Taranagar, Mohanpur, Sidhai.
210. Hiralal Debbarma, S/O. Sukuram Debbarma, Begwan Choudhurypara, Sidhai.
211. Ashit Kr. Debbarma, S/O. Bimal Debbarma, Bagwan Choudhurypara, Badhjungnagar, Sidhai.
212. Manash Debbarma, S/O. Sukhendra Debbarma, Rajghat, Kamalghat, Sidhai.
213. Sefal Das, S/O. Sudhir Ch. Das, Noagaon, Barkathal, Sidhai.
214. Sujit Debbarma, S/O. Debendra Debbarma, Rangacherra, Kalacharra, Sidhai.
215. Sukramani Debbarma, S/O. Debendra Debbarma, Rangacherra, Kalacharra, Sidhai.
216. Sanjit Debbarma, S/O. Surendra Debbarma, Rabicharanpara, Dighalia, Sidhai.
217. Sanjit Debbarma, S/O. Surendra Debbarma, Kanchangraipara, Lefunga, Sidhai.
218. Smti. Biramala Debbarma, W/O Lt. Sukram Debbarma, Bhutanghari, P.O. Eshaspur, Sidhai.
219. Sri Pintu Nath Bhowmik, S/O Lt. C. prafulla Nath Bhowmik, Taranagar, Mohanpur, Sidhai.
220. Sekhan Debnath, S/O. Lt. Umesh Debnath, Taranagar, Mohanpur, Sidhai.
221. Smti Aruna Rani Das, W/O Lt. Mantu Chandra Das, Tulabagar, Sidhai, Mohanpur.
222. Sri Nupur Singha (Banik). W/O. Lt. Bishnu Singha, Kalkalia Tea State, Sidhai.
223. Smti Bindhu Laxmi Debbarma, W/O Lt. Kartik Debbarma, Bhati Fatikcherra, Kamalghat, Sidhai.
224. Smti Rekha Roy, W/O. Lt. Parimal Roy, Vill : Bhugjur, Bamutia, Sidhai.
225. Sri Hiran Kumar Debbarma, S/O Lt. Debendra Debbarma, Kalaghat, Barkathalia, Sidhai.
226. Sri Sishir Debnath, S/O. Lt. Sudhir Debnath, Mohanpur, Sidhai.
227. Sri Pijush Kanti Shil, S/O Late Ranapada Shil, Kamalghat, Sidhai.
228. Sri Dilip Das, S/O Lt. Manoranjan Das, Sidhai.
229. Smti Sandhya Rani Das, W/O Lt. Nikhil Ch. Das, Krishnanagar Kobra Para, Kalkalia, Sidhai.
230. Smti Darshini Debbarma, W/O Lt. Ananda Debbarma, Krishnanagar, Kobra Para, Lembucherra, Sidhai.
231. Smti Anita Rani Saha, W/O. Lt. Manik Lal Saha, Kamalghat, Sidhai.
232. Sri Nirmal Debnath, S/O Sri Nagendra Ch, Debnath, South Taranagar, Dhigalia, Sidhai.
233. Sri Sanjit Majumder, S/O. Sri Makhan Lal Majumder, Kaladhaia, Sidhai.
234. Sri Kamal Debnath, S/O. Sri Manoranjan Debnath, Noagaon, Barkathal, Sidhai.
235. Sri Rabi Singh Gour, S/O Sri Hari Singh Ghour, Barkathal, Sidhai.
236. Sri Dilip Debnath
237. Sri. Bijoy Debnath, S/O Sri Raj Mohan Debnath, Noagaon, Barkathal, Sidhai.
238. Sushanta Deb, S/O. Sri Haradhan Deb, Arakatha, P.O. Sidhai.

239. Sri Gurupada Gope, S/O, Sri Dhirendra Chandra Gope, West Taranagar, Mohanpur, Dx Sidhai.
240. Sri Dilip Debbarma, S/O. Lt. Hementa Debbarma, Kutnabari, Chachu Bazar, Sidhai.
241. Sri Ratan Debbarma, S/O. Sri Budhi Chandra Debbarma, Maikharpara, Lefunga, Sidhai.
242. Sukramani Debbarma, S/O. Sri Biswarai Debbarma, Mukam Para, Dhigalia, Sidhai.
243. Sri Arjun Debnath, S/O, Lt. Lal Mohan Debnath, Jagatpur, P.O. Mohanpur, Sidhai.
244. Sri Dipak Das, S/O. Sri Dinesh Das, Jamir Ghat, Kamalghat, Sidhai.
245. Sri Rabindra Debbarma, S/O. Sri Mukunda Debbarma, Joyram Mudi Para, Lembucherra, Sidhai.
246. Sri Ajoy Bhowmik, S/O, Sri Amulya Bhowmik, Noagaon, Brahmin Puskurini, Sidhai.
247. Sri Sanjit Debbarma, S/O. Sri Sachindra Debbarma, Sri Durga Choudhury Para, Bodhjunjnagar, Sidhai.
248. Sri Swapan Debbarma, S/O. Lt. Phani Debbarma, Gamchakobrapara, Bodhjunj Nagar, Sidhai
249. Sri Bhabesh Ghosh, S/O Sri Prakash Ch. Ghosh, Harinakhola, Fatikcherra, Sidhai.
250. Sri Sukhen Kumar Das, S/O, Sri Sukumar Das, Tufanialunga, Chanmari, Sidhai.
251. Sri Dilip Debnath, S/O, Lt. Lalit Mohan Debnath, Jagatpur, Mohanpur, Sidhai.

Admitted Unstarred Question No. :- 76

Name of the Member :- **Sri Samir Deb Sarkar,**

Will the Hon'ble Minister -In-charge of the Rural Development Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। গত অর্থবর্ষে E.A.S. প্রকল্পের মাধ্যমে মোট কত শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত বৎসরে রাজ্যে E.A.S. প্রকল্পে কি কি সম্পদ তৈরি হয়েছে? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর ঃ

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে মোট কত শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ

	ব্লকের নাম		শ্রম দিবসের পরিমাণ
১।	মাতাবাড়ি		১,৮০,৮০৪ দিবস
২।	কাঁকড়াবন		১,১৪,২৫৩ „
৩।	কিল্লা		৭১,৭১৪ „
৪।	অমরপুর		১,৫৭,৮৯৮ „
৫।	করবুক		৭০,৯০৩ „
৬।	বগাফা		২,০১,৮৩৫, „
৭।	রাজনগর		১,১,৫০৭ „
৮।	ঋষ্যমুখ		৪৭,৬৫৮ „
৯।	সাতচাঁন্দ		১,৮৮,৯৮৭ „
১০।	রূপাইছড়ি		৩২,৪৩৭ „
		মোট	১১,৪৭,৪৭৬১ দিবস।
১।	মেলাঘর		১,৪২,০০০
২।	বক্সনগর		৫৩,০০০
৩।	কাঁঠালিয়া		৭৮,০০০
৪।	বিশালগড়		২,১৮,০০০
৫।	ডুকলী		২,৫২,০০০

৬।	জম্পুইজলা	১,১৯,০০০
৭।	মোহনপুর	২,৪২,০০০
৮।	হেজামারা	১,১৫,০০০
৯।	জিরানীয়া	১,৯৬,০০০
১০।	মান্দাই	১,০৩,০০০
১১।	তেলিয়ামুড়া	১,২৮,০০০
১২।	কল্যাণপুর	৭৭,০০০
১৩।	খোয়াই	৭৬,০০০
১৪।	পদ্মবিল	৫৩,০০০
১৫।	তুলাশিখর	৮৩,০০০
		মোট ঃ- ১৯,৩৫,০০০ শ্রমদিবস
১।	দামছড়া	৪৭,৪০০
২।	দশদা	১,৩৬,৫০০
৩।	গৌরনগর	৮০,৫০০
৪।	জম্পুইহীন	৪৫,৭০০
৫।	কদমতলা	৯৫,২০০
৬।	কুমারঘাট	৭৫,৭০০
৭।	পানিসাগর	৮৬,৪০০
৮।	পেঁচারথল	৬৭,১০০
	অন্যান্য	৭,১০০
		মোট ঃ- ৬,৪১,৬০০ শ্রমদিবস
১।	আমবাসা	১,২৮,০০০
২।	সালেমা	১,৫২,০০০
৩।	মনু	৮৭,০০০
৪।	ছামনু	১,৬৮,০০০
৫।	ডম্বুরনগর	২,০৫,০০০
		মোট ঃ- ৭,৪০,০০০ শ্রমদিবস।
		সর্বমোট ঃ- ৪৪,৬৪,০৬১ শ্রমদিবস

ব্লকের নাম ঃ	কাজের বিবরণ ঃ	কাজের পরিমাণ ঃ
১। বক্সনগর ঃ	১। রাস্তা মেরামত	১৫টি
	২। বাগান লাগানো	১২ হেক্টর
	৩। সেচ পুকুর	৮টি
	৪। সিজনেল বাঁধ	৮টি
	৫। কাঁটাখাল, পাইপ লাইন বর্ধিতকরণ,	

	জমি সমতলকরণ, হোমগার্ড বেরাক মেরামত, ব্লক বাউন্ডারি, মান ডিপ টিউবওয়েল পুনঃখনন, স্যালোটিউব ওয়েল ইত্যাদি।	১২টি
	৬। কেনসিং, সেচ জলাশয়, আর. সি. সি শ্লেভ ইত্যাদি	২টি।
২। তেলিয়ামুড়া :	১। রাস্তায় ইট বসানো	১টি
	২। ওবিধি বিল্ডিং	৬টি।
	৩। চা বাগান	৪.৬ হেক্টর
	৪। বাঁশের চতুর্দিকের বেড়া নির্মাণ	১টি।
	৫। ঐ রিটেইনং দালান	২টি।
	৬। আর. সি. সি শ্লেভ	১টি।
	৭। যাত্রী নিবাস	১টি।
	৮। নারিকেলের চারা	১০ ইউনিট।
	৯। রিংওয়েল	১টি।
	১০। পাকা খাল	১টি।
	১১। মিনি ব্যারেজ তৈরি	২৮,,
	১২। জলের পুকুর	১২ ,,
	১৩। পায়ে চলার পুল	১,,
	১৪। জঙ্গল কাটা	১ ,,
	১৫। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	১,,
	১৬। গ্রাম্য রাস্তা	২২ কিমি
	১৭। সেচ খাল	৪৬ টি
	১৮। জমির উন্নয়ন	১২.৩ হেক্টর
	১৯। বাসগৃহ নির্মাণ	২৪ টি
৩। জম্পুইজলা	১। ওবিধি স্কুল বিল্ডিং তৈরি	১০টি।
	২। লো হাইট পিক আপ ওয়ার তৈরি	১ ,,
	৩। কাঠের দরজা	৮ ,,
	৪। আর. সি. সি. শ্লেভ কালভার্ট	৫ ,,
	৫। পাকা ড্রেন	১০০ মিটার
	৬। বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠ	৩ ,,
	৭। ওয়াটার রিজারভায়	৬ ,,
	৮। সংযুক্ত রাস্তা তৈরি	৯.৮ কিমি
	৯। কলাবাগান	১১ হেক্টর।
৪। জিরানীয়া :	১। স্কুল (ওবিধি) বিল্ডিং তৈরি	৭ টি
	২। রাস্তার উন্নয়ন (৭১ কিমি)	১৬১,,
	৩। রাস্তায় ইট বসানো	৫ ,,

	৪। বাগান (গামাইর)	১ হেক্টর
	৫। সেচ খাল	১৯টি।
	৬। সেচ বাঁধ	৪২„
	৭। গ্রেভ তৈরি	১„
	৮। ডিপ টিউবওয়েল বসানো	১০„
	৯। পুকুরের চারপাশে বেড়া	১„
	১০। পতিত জমির উন্নয়ন	১৬„
	১১। পুকুর খনন	৮৩„
	১২। কমিউনিটি হল	১„
	১৩। আই, সি, ডি এস সেন্টার তৈরী	৩„
	১৪। বাজারের স্টল নির্মাণ	৪„
৫। কল্যাণপুর ঃ	১। গ্রেভ কালভার্ট তৈরী	১৫„
	২। শ্মশানঘাট নির্মাণ	৫„
	৩। রাস্তায় ইট বসানো (২ কিমি)	২„
	৪। যাত্রী নিবাস	৩„
	৫। বাঁশের সাঁকো তৈরী	২„
	৬। কমিউনিটি হল তৈরী	৩„
	৭। কাঁচা সেচ খাল খনন	২„
	৮। মিনি ব্যারেজ	১„
	৯। কমিউনিটি প্রশ্রাবাগার	১„
৬। মেলাঘর ঃ	১। নারিকেল বাগান তৈরী	৪৬„
	২। কলা বাগান	৯„
	৩। পাইন এ্যাপেল বাগান	১২„
	৪। আম্রপালি	৪„
	৫। মিনি বাঁধ তৈরী	৪„
	৬। ওবিধি স্কুল বিল্ডিং	৩„
	৭। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	২ কিমি
	৮। যাত্রী নিবাস তৈরী	৪ টি
	৯। রাস্তায় ইট বসানো	৪ কিমি।
৭। ডুকলী ঃ	১। রাস্তা তৈরী	৭৮ টি
	২। স্কুল ঘর তৈরী	৬„
	৩। মার্কেট শেভ নির্মাণ	১„
	৪। যাত্রী নিবাস তৈরী	৩„
	৫। গ্রেভ কালভার্ট তৈরী।	১„
	৬। স্যালোটিউবওয়েল খনন	৩„
	৭। বক্স কালভার্ট	২„

	৮। রাস্তায় ইট বসানো	২ „
	৯। রাস্তার উন্নয়ন	১৫ „
	১০ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	১ „
৮। তুলাশিখর ঃ	১। স্কুলঘর মেরামত	৩ „
	২। শ্লেভ কালভার্ট তৈরী	১ „
	৩। জঙ্গল পরিষ্কার	১৬ „
	৪। রাস্তা তৈরী	৪৭ „
	৫। রাস্তা পুনঃনির্মাণ	৩১ „
	৬। সেচ খাল খনন	৪৫ „
	৭। মিনি ব্যারেজ তৈরী	১ „
	৮। পাকা খাল তৈরী	২ „
৯। মান্দাই ঃ	১। সাব মারসিবল পাম্প	৪ টি
	২। রাস্তার পার্শ্ব উন্নয়ন	৬৬ কিমি
	৩। সেচ কূপ মেরামত	৩টি
	৪। খাল পুনঃখনন	১৯ „
	৫। জঙ্গল পরিষ্কার রাস্তার পার্শ্বে	৪০ কিমি
	৬। স্কুল বিল্ডিং মেরামত	২ „
	৭। জলাধার তৈরী	১ „
	৮। বালি সরানো	১ „
	৯। রাস্তায় ইট বসানো	২ „
	১০। ফুট ব্রীজ	১ „
	১১। শ্লেভ কালভার্ট তৈরী	২ „
	১২। কমিউনিটি হল নির্মাণ	৬ „
	১৩। খাল খনন	২২ „
১১। পদ্মবিল ঃ	১। রাস্তা তৈরী	১.১ কিমি
	২। হরটি প্লেনটেশন	১৮০০টি
	৩। ওভার ফ্লো খনন	১৮টি
১২। মোহনপুর ঃ	১। গামাইর বাগান	৮৮০০০টি
	২। চা বাগান	২৬ ইউনিট
	৩। এরিকেনেট প্লেনটেশন	৪০০০০টি
	৪। নারিকেল বাগান	১৬০০০„
	৫। মালবারি প্লেনটেশন	৪৬ ইউনিট
	৬। পেয়ারা বাগান	১১টি
	৭। অঙ্গনাদী সেন্টার	১ „

	৮। বক্স কালভার্ট	১ ,,
	৯। রাস্তা মেরামত	১ ,,
	১০। মিনি ডিপ টিউবওয়েল	১০ ,,
	১১। রাস্তায় ইট বসানো	১২ ,,
	১২। মাটি ভরাট	১ ,,
	১৩। কমিউনিটি পুকুর খনন	৫ ,,
	১৪। মার্কেট শেড	৪ ,,
	১৫। ওবিধি বিল্ডিং	৩ ,,
	১৬। কমিউনিটি সেন্টার	৩ ,,
	১৭। সিজনেল বাঁধ মিনি ব্যারেজ	৬৯ ,,
	১৮। সেচ খাল খনন	৭২ ,,
১৩। বিশালগড় ঃ	১। রাস্তা তৈরী	৮২ ,,
	২। আর সি সি স্পান পাইপ	৫১ ,,
	৩। জমি সমতলকরণ	৪০ ,,
	৪। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	২৫ ,,
	৫। ওবিধি স্কুল	৪ ,,
	৬। ইট বসানো	২ ,,
	৭। সুপারী বাগান	৬ ,,
	৮। শ্লেভ কালভার্ট	২৬ ,,
	৯। যাত্রী নিবাস	২ ,,
	১০। কমিউনিটি সেন্টার	১ ,,
	১১। মার্কেট স্টল	৩ ,,
	১২। বক্স কালভার্ট	৫৬ ,,
১৪। কাঁঠালীয়া ঃ	১। নারিকেল বাগান	৩৫০০টি
	২। লিচু বাগান	৩০০০ ,,
	৩। পেয়ারা বাগান	৪৬০০০ ,,
	৪। ওবিধি বিল্ডিং	১ ,,
	৫। কালী খোলা জেবি স্কুল	১ ,,
	৬। তুলাতলী বাড়ি জেবিস্কুল	১ ,,
	৭। ইট বসানো	১৪৭২ ,,
	৮। আর. সি. সি. শ্লেভ কালভার্ট	২৫ মিটার
	৯। পুকুর	২৮ টি
	১০। জলাধার	১ ,,
	১১। মিনি ব্যারেজ	৩ ,,
১৫। হেজামারা ঃ	১। চা বাগান	২৭ হেক্টর
	২। ইট বসানো	০.৩ কিমি
	৩। কাঁচা রাস্তা	১০ ,,

	৪। পিক আপ বর্ধিতকরণ	১ টি
	৫। ভি, এল, ডব্লিউ স্টোর	১„
	৬। ডিজেল স্যালো	১„
	৭। ডাকারি	১০ ইউনিট
	৮। আর সি সি গ্লেভ	১ „
	৯। বাঁধ তৈরী	১ „
	১০। ওবিবি বিল্ডিং	১৬„
১। আমবাসা ঃ	১ ক্ষুদ্র জলসেচ	
	২। রাস্তা তৈরী	
	৩। জমির উন্নয়ন	
	৪। বিল্ডিং তৈরী	
	৫। উদ্যান তৈরী	
২। সালেমা ঃ	ঐ	
৩। মনু ঃ	ঐ	
৪। ছামনু ঃ	ঐ	
৫। ডম্বুরনগর ঃ	ঐ	

<u>ব্লকের নাম ঃ</u>	<u>কাজের নাম ঃ</u>
১। দামছড়া ঃ	১। ক্ষুদ্র সেচ
	২। কূপ
	৩। রাস্তা
	৪। কালভার্ট
	৫। স্কুল বিল্ডিং
	৬। অঙ্গনাদ সেন্টার
২। দশদা ঃ	১। ওবিধি বিল্ডিং
	২। অঙ্গাদী সেন্টার
	৩। বক্স কালভার্ট
	৪। পাকা ড্রেইন
	৫। মার্কেট শেড
	৬। সেইল হল
	৭। কমিউনিটি হল
	৮। যাত্রী নিবাস
	৯। স্পান পাইপ কালভার্ট
	১০। ইকু পার্ক
	১১। ইট বসানো
	১২। রাস্তা

১৩। পুকুর
১৪। সেচ পুকুর
১৫। স্কুলের মাঠ
১৬। খাল
১৭। জমি ভরাট
১৮। পার্শ্ব উন্নয়ন (রাস্তার)।

৩। গৌরনগর ঃ
১। ওবিবি বিল্ডিং
২। আই সি ডি এস সেন্টার
৩। শ্লেভ কালভার্ট
৪। বক্স কালভার্ট
৫। খাল খনন
৬। রাস্তায় ইট বসানো
৭। কাঁচা রাস্তা
৮। যাত্রী নিবাস

৪। জম্পুইহীল ঃ
১। ওবিধি সেন্টার
২। বক্স কালভার্ট
৩। রাস্তায় ইট বসানো
৪। রাস্তার উন্নয়ন
৫। নতুন কাঁচা রাস্তা
৬। বাউন্ডারি ওয়াল

৫। কদমতলা ঃ
১। ওবিবি/ আই সি ডি এস সেন্টার
২। ফায়ার শেড
৩। কালভার্ট
৪। পিক আন ওয়ার
৫। রাস্তায় ইট বসানো
৬। জমি ভরাট করণ
৭। স্কুল মাঠের উন্নতি সাধন।

৬। কুমারঘাট ঃ
১। ওবিধি/ আইসিডি এস সেন্টার
২। স্টোর গোডাউন
৩। সেচ খাল
৪। কালভার্ট
৫। রাস্তা
৬। কমিউনিটি হল
৭। যাত্রী নিবাস
৮। পাকা নর্দমা

৯। এস পি টি ব্রীজ
১০। খাল খনন
১১। নালা খনন
১২। কাঁচা রাস্তা
১৩। কাঁচা জলের পুকুর
১৪। মিনি ব্যারেজ
১৫। জমি সমতল করণ
১৬। সিজনেল বাঁধ

৭। পানিসাগর ঃ
১। ওবিবি/ আই সি ডি এস সেন্টার
২। গ্লেভ কালভার্ট
৩। স্পান পাইপ কালভার্ট
৪। পিক আপ ওয়ার
৫। নর্দমা
৬। খাল খনন
৭। রাস্তায় ইট বসানো
৮। কাঁচা রাস্তা
৯। কাঁচা জলের পুকুর খনন
১০। কমিউনিটি হল
১১। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ

৮। পেঁচারথল ঃ
১। রাস্তায় ইট বসানো
২। ওবিবি/ অঙ্গনাদী সেন্টার
৩। গ্লেভ কালভার্ট
৪। ডাবল বেরেল স্পান পাইপ
৫। কালভার্ট
৬। সাইকেল স্ট্যান্ড
৭। নর্দমা
৮। পিক আপ ওয়ার
৯। সুইচ গেইট
১০। কাঁচা পায়খানা
১১। সেচ খাল খনন
১২। মৎস্য পুকুর খনন
১৩। মৎস্যচাষের বাঁধ নির্মাণ
১৪। জমি সমতল করণ
১৫। আর সি সি ব্রীজ

প্রকল্পের নামঃ	মাতাবাড়ী	কাকড়াবন	কিল্লা	অমরপুর	করবুক	বগাফা	রাজনগর	ঋষ্যমুখ	সাঁতচান্দ	রূপাইছড়ি
অভারফ্লো	২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
কমিউনিটি/মৎস্যপুকুর	৩	১৪	৭২	৭৩	৫৬	১৯৮	৩	৫	৩১	৬.৪
খাল খনন (কিমি)	২৪.৪৫	২৪.৭৫	২৪.০	৩৪.১৫	১৫.০	-	-	-	০.৮	০.২
পাকা সেচ খাল (কিমি	১.২৭	০.৩	২.০৩	-	-	-	-	-	-	-
রাস্তা তৈরী (কিমি)	১৯৫.৭৫	১৯.৯	৩৬	৬৩.২৫	৭৬	৬৫	৫৩	২১	৮০	৭৯
আর. সি.সি/ কালভার্ট তৈরী	৪	৪	২	৭	-	২	৫	-	৫	-
জমি সমতলকরণ (হেক্টর)	২০	৯.৩	২	-	২.৬৪	১০	৪১	-	১.২৫	-
বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ (কিমি)	১৩.১৯	১৩.৭৮	-	-	-	০.০২	২	-	০৫	৮.৭
আই. সি. ডি. এস সেন্টার তৈরী	৮	২	-	-	-	৩	-	-	২	-
রাস্তায় ইট সলিং (কিমি)	৬.৬০	৪.৭	০.৭	১২.১৫	-	-	-	০.২৮	৪.১৩৫	৪.৫
স্কুল ঘর তৈরী	৬	৮	১০	-	-	১	-	-	-	-
মিনি ব্যারেজ (হেক্টর)	-	৭.৮	১৭.২৫	৩৬	৭.৫২	৮.৩০	-	-	৬.৫	১০
মার্কেট স্টল/ শেড	৮	৯	-	২৭	-	৫	১৫	-	-	-
সাবমারসিবল পাম্প	-	১	-	-	-	-	-	-	৪	-
যাত্রী নিবাস	১	১	-	-	-	-	৩	-	১	-
স্টল ব্রীজ	-	৫	-	-		২	-	-	-	-
পতিত জমি উদ্ধার (হেক্টর)	-	৩৩.২৫	২	-	৩.৮৪	৬	-	-	১	-
কমিউনিটি হল	-	-	-	-	-	১	-	-	-	-
হেলথ সেন্টার	-	-	-	-	-	২	২	-	-	-
চারাগাছ লাগানো (হেক্টর)	-	-	-	-	-	৪.৮৮	-	৮	৪.৫	-

Admitted Unstarred Question No. :- 81

Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the General Administration (R&T) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। IAS, IPS, IFS এবং TCS অফিসারদের বদলি ও পদোন্নতির ব্যাপারে কোন সরকারী নির্দেশিকা বা কোন নিয়মনীতি রয়েছে কিনা ?

১। IAS, IPS, IFS এবং TCS অফিসারদের পদোন্নতির ব্যাপারে নিয়মনীতি রয়েছে, কিন্তু বদলীর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন নিয়মনীতি নাই।

Admitted Unstarred Question No. :- 85
Name of MLA :- **Shri Ratan Lal Nath**

Will the Hon'ble Minister-In -charge of the General Administration (R&T) Department be pleased to state :

প্রশ্ন ঃ

১। ডাই ইন হারনেস প্রকল্পে কতগুলি আবেদনপত্র এখনও রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন, এবং

২। উক্ত প্রকল্প অনুসারে চাকুরীগুলি শীঘ্রই দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে?

উত্তর ঃ

১। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে 'ডাই-ইন হারনেস' প্রকল্পে ৩৯৮টি (তিনশত আটানব্বই) আবেদনপত্র এখনও রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। উক্ত প্রকল্প অনুসারে রাজ্য সরকার সমস্ত রকম প্রচলিত নীতি নির্দেশিকা/ ব্যবস্থাদি মেনে যত শীঘ্র সম্ভব চাকুরিগুলি দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

Admitted Unstarred Question No. :- 94
Name of Member :- **Sri Samir Deb Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Agriculture (Horticulture and soil conservation) Department be please to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। অর্থকরী ফসল হিসাবে চাষ করেন এমন ফুল চাষীর সংখ্যা রাজ্যে কত? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)
২। ফুলের ব্যাজ, মালা, তোড়া ইত্যাদি তৈরীর সাথে যুক্ত শিল্পীর সংখ্যা কত? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)
৩। ফুলের বীজ, চারা, কলম, পাতাবাহার, ক্যাকটাস ইত্যাদি বিক্রি করে জিবীকা নির্বাহ করেন কত জন? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাবে)

উত্তর ঃ

১) অর্থকরী ফসল হিসাবে চাষ করেন এমন ফুল চাষীর সংখ্যা রাজ্যে ১০৯ (একশ নয়) জন। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিচে দেওয়া হল ঃ-

জিরানীয়া	২ জন।
মোহনপুর	৩ জন।
ডুকলী	৬৭ জন
মেলাঘর	৭ জন
মাতাবাড়ি	১৫ জন
বগাফা	১০ জন
রাজনগর	১ জন
কুমারঘাট	১ জন
পানিসাগর	৫ জন
	১০৯ জন।

ফুলের ব্যাজ, মালা, তোড়া ইত্যাদি তৈরীর সাথে যুক্ত শিল্পীর সংখ্যা ৬৪ জন।
মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নীচে উল্লেখ করা হল ঃ-

সদর নন ব্লক	৯ জন
জিরানীয়া	২ জন
মোহনপুর	১ জন
মেলাঘর	৫ জন
ডুকলী	৯ জন
রাজনগর	১ জন
মাতাবাড়ি	৫ জন
বগাফা	৬ জন
কুমারঘাট	১ জন
পানিসাগর	২৫ জন।

ফুলের বীজ, চারা, কলম, পাতাবাহার ক্যাকটাস ইত্যাদি বিক্রি করে জিবীকা নির্বাহ করেন মোট ৪০ জন।
মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নীচে উল্লেখ করা হল ঃ

সদর নন ব্লক	৬ জন
মোহনপুর	৪ জন
জিরানীয়া	২ জন
মেলাঘর	৪ জন
ডুকলী	৩ জন
সালেমা	২ জন
রাজনগর	১ জন
মাতাবাড়ি	৫ জন
বগাফা	৩ জন
পানিসাগর	৪ জন
কাঞ্চনপুর	১ জন
কুমারঘাট	৫ জন
	৪০ জন

Admitted Unstarred Question No. :- 95
Name of Member :- **Sri Samir Deb Sarkar,**
Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Agriculture Department be please to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। রাজ্যে ডাল জাতীয় শস্য ঃ মুগ, মশুর, মটরশুটি, অড়হর, ফরাস ইত্যাদি গত অর্থবর্ষে কি পরিমাণ উৎপাদন হয়েছিল (পৃথক পৃথক হিসাব) এবং
২। ২০০২-২০০৩ ইং অর্থ বর্ষে ডাল শস্য উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা কত?

উত্তর ঃ

১। গত অর্থবর্ষে অর্থাৎ ২০০১-২০০২ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে ডাল জাতীয় ফসলের উৎপাদন এইরূপ ঃ

ডাল জাতীয় শস্য ঃ	উৎপাদনের	পরিমাণ
১। মুগ ডাল	৫২৫	মেট্রিকটন
২। মশুর ডাল	১৯০	"
৩। মটর শুটি	৭০০	"
৪। অড়হর	৮৫০	"
৫। মাসকলাই	৬১০	"
৬। ছোলা	২৪০	"
৭। অন্যান্য ডাল	২০২০	"
মোট	৫১৩৫	"

২। ২০০২-২০০৩ ইং অর্থবর্ষে ডালশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ করা হয়েছে ঃ তার হিসাব এইরূপ

ডাল জাতীয় শস্য	উৎপাদনের	লক্ষ্যমাত্রা
১। মুগ	১৭৭০	মেট্রিক টন
২। মসুর	১৮০	"
৩। মটরশুটি	৮০০	"
৪। অড়হর	৩০০০	"
৫। মাসকলাই	১৭৭০	"
৬। ছোলা	৩৫০	"
অন্যান্য ডাল	৪৩৪০	"

মোট ডাল শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঃ- ১২,২১০ মেট্রিক টন

Admitted Unstarred Question No. :- 96

Name of Member :- **Sri Samir Deb Sarkar**

Will the Hon'ble Minister -In -charge of the Agriculture (Horticulture and Soil Conservation) Department be please to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। রাজ্যে কত পরিমাণ জমিতে কাজু বাদামের চাষ হয়? এবং কাজু বাদাম উৎপাদনের মোট পরিমাণ কত?

২। ন্যারাম্যাক গত অর্থ বছরে রাজ্যে কৃষকদের উৎপদিত কত পরিমাণ কাজু বাদাম ক্রয় করেছিল?

উত্তর ঃ

১। রাজ্যে ২০০১-২০০২ সালে মোট ৩২২০ হেঃ জমিতে কাজু বাদামের চাষ হয়, এবং উৎপাদনের মোট পরিমাণ ১২০০ মেঃ টন।

২। ন্যারাম্যাক কাজু বাদাম প্রসেসিং সেন্টার ২০০২-২০০১ সালে কৃষকদের কাছ থেকে ১৬৪ টন কাজু বাদাম ক্রয় করেছিল।

Admitted Unstarred Question No. :- 100

Name of Member :- **Sri Samir Deb Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Agriculture (Horticulture and Soil Conservation) Department be please to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। রাজ্যে, কমলা, আনারস, কলা, কাঁঠাল, পেঁপে, আতা, পেয়ারা, বেদানা, ডালিম, মোসাম্বি, লেবু ও নারিকেল এর উৎপাদন গত ২০০০-২০০১ এবং ২০০১-২০০২ ইং অর্থবর্ষে কত ছিল? (পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর ঃ

১। রাজ্যে কমলা, আনারস, কলা, কাঁঠাল, আতা, পেয়ারা, বেদানা, ডালিম, মোসাম্বি, লেবু ও নারিকেলের অর্থবর্ষ ভিত্তিক উৎপাদনের পৃথক পৃথক হিসাব নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ-

ক্রমিক		উৎপাদনের পরিমাণ	(মেঃ টন)
নং	ফল শষ্যের নাম	২০০০-২০০১	২০০১-২০০১
১)	কমলা	১৫৬৬৮২.৯৮	১৫৮০০
২)	আনারস	৮২,১৫৮.৮০	৮২১৫৯
৩)	কলা	৬৩,৫৬৬.২১	৬৩,৬০০
৪)	কাঁঠাল	২,২০ ০০০	২,৫০,০০
৫)	পেঁপে	৬,২৫০	৬,৫০০
৬)	লেবু	৫,৯৬২.৫	৬,৩০০
৭)	নারিকেল (সংখ্যায়)	৬৯.৫ লক্ষ্য	৭০ লক্ষ
৮)	পেয়ারা (গয়াম)	অতি অল্প	অতি অল্প (গৃহ সংলগ্ন
৯)	বেদানা/ ডলিম	"	" জমিতে
১০)	আতা	"	" কিছু কিছু
১১)	মোসাম্বি	"	" উৎপন্ন হয়)

Admitted Unstarred Question No. :- 102

Name of Member :- **Sri Samir Deb Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Agriculture Department be please to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। রাজ্যে গত ১৯৯১ -২০০০ ইং, ২০০০-২০০১ ইং এবং ২০০১-২০০২ ইং অর্থবর্ষে ধান, গম ও ভুট্টার উৎপাদনের পরিমাণ কত ঃ এবং

২। বর্তমান অর্থবর্ষে ধান, গম ও ভুট্টা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত?

উত্তর ঃ

১। রাজ্যে গত ১৯৯৯-২০০০ ইং, ২০০০-০১ ইং, ২০০১-২০০২ ইং সনে উৎপাদিত ধান, গম ও ভুট্টার পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

(উৎপাদনের পরিমাণ মেঃ টন হিসাবে)

ফসলের নাম ঃ	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২
ধান	৭,৫৮,৫২৭	৮,২১,২৯০	৯,১৩,১৫০
(চাল)	(৫,০৫,৬৮৫)	(৫,৪৭,৫২৭)	(৬,০৮,৭৭০)
গম	২,৪০০	২,২৩০	২,২২৮
ভুট্টা	১,০০০	১,৫৮০	২,০৮০

২। বর্তমান অর্থ বর্ষে ধান, গম ও ভুট্টা উৎপাদনের যে পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে তার হিসাব নিম্নরূপ ঃ

(উৎপাদনের পরিমান মেঃ টন হিসাবে)

ফসলের নাম ঃ	২০০২-২০০৩ ইং
ধান	১০,২৭,২০০
(চাল)	৬,৮৪,৮০০
গম	২২,০০০
ভুট্টা	৪,২০০

Admitted Unstarred Question No. :- 103
Name of Member :- **Sri Samir Deb Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture (Horticulture and Soil Consorvation) Department be please to state :-

প্রশ্ন ঃ

১) রাজ্যে আলু, বেগুন, পটল, মুলো, কাকরোল, করলা, উচ্ছে এই সব সবজির উৎপাদনের পরিমাণ ২০০১-২০০২ সালে কত ছিল ?

২) বর্তমান অর্থবর্ষে উপরোক্ত সবজি উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা কত ?

৩) গত ২০০১-২০০২ অর্থ বর্ষে ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, বীট, শালগম, এর মোট উৎপাদন কত ছিল ? বর্তমান অর্থ বর্ষের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রাই বা কত ?

উত্তর ঃ

১) ২০০১-২০০২ সালে আলু, বেগুন, পটল, মুলো, কাকরোল, করলা, উচ্ছে এই সর্ব সবজির উৎপাদনের পরিমাণ নীচে উল্লেখ করা হলো।

ক্রমিক নং ঃ	সবজির নাম ঃ	উৎপাদনের পরিমাণ (মেঃ টন) ঃ
১।	আলু	১১১০০০
২।	বেগুন	২৮,২২৫
৩।	পটল	১৭৯১
৪।	মুলো	৮৮৪২.৫
৫।	কাকরোল	৮৬৪৪
৬।	করলা, উচ্ছে	২৬১০

২) বর্তমান অর্থবর্ষে উপরোক্ত সবজিগুলোর লক্ষ্যমাত্রা নীচে উল্লেখ করা হইল।

ক্রমিক নং	শষ্যের নাম ঃ	লক্ষ্যমাত্রা ঃ
১।	আলু	১৬৬৫ মেঃ টন রবি মরসুমে ধার্য করা হবে।
২।	বেগুন	৩০০০ মেঃ টন।
৩।	পটল	৩৬৩০ মেঃ টন
৪।	মুলো	১০১০০ মেঃ টন।
৫।	কাকরোল	১২৮৬০ মেঃ টন
৬।	করলা, উচ্ছে	৪৮৪৫ মেঃ টন

৩) গত ২০০১-২০০২ অর্থবর্ষে বিভিন্ন সবজির উৎপাদন ছিল ঃ-

ক্রমিক নং	শষ্যের নাম ঃ	উৎপাদন (মেঃ টন) ঃ
১।	ফুলকপি	২৩৫৪০
২।	বাঁধাকপি	৪৬১৭০
৩।	গাজর, বীট, শালগম	তথ্য রাখা হয় নি।

উপরোক্ত সবজিগুলোর বর্তমান অর্থবর্ষের লক্ষ্যমাত্রা এখন ও ধার্য করা হয় নাই। রবি মরসুমের পূর্বে ধার্য করা হবে।

Admitted Un-Starred Question No. :- 109
Name of Member :- **Sri Shyama Charan Tripura.**
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Foest Department be pleased to State:-

প্রশ্ন ঃ

১) এ পর্যন্ত Joint Forest Management প্রকল্পের অধীন কয়টি গ্রাম, কতজন Beneficiary অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এবং

২) Joint Forest Management এর অন্তর্ভুক্ত গ্রামের (পাড়ার) নাম, আয়তন, Beneficiary দের নাম ঠিকানা? (রেঞ্জ ভিত্তিক)।

উত্তর ঃ

১) এ পর্যন্ত যৌথ বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ২৩১টি গ্রাম এবং ১৩,৫৫৪ জন সুফল ভোগীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২) যৌথ বন ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলোর নাম, আয়তন, ডিভিশন এবং রেঞ্জভিত্তিক তালিকা সংজোযনী হিসাবে দেওয়া হল। কিন্তু ১৩,৫৫৪ জন সুফল ভোগীদের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি তথ্যাবলী প্রয়োজনে পরে পাঠানো যাইতে পারে।

সংযোজনী

Sl No.	Name of Division.	Name of Range.	Name of Village.	Area ha.	No. of beneficeries No.
1	Ambassa	Gandacharra	Ranipukur		
2	Ambassa	Gandacharra	Kshetradhan	80.00	85
3	Ambassa	Gandacharra	Roajapara		
4	Ambassa	Kamalpur	Bagaichhari		
5	Ambassa	Kamalpur	Chotosurma	180.00	122

6	Ambassa	Salema	Raidaspara		
7	Ambassa	Salema	Masuraipara	650.00	177
8	Ambassa	Salema	Dabbari		
9	Ambassa	Salema	West Daluchhara		
10	Ambassa	Ambassa	Kulai Ghantacharra	200.00	50
11	Ambassa	Jeolchara	Masuraipara		
12	Ambassa	Jeolchara	Uttar Sharmapara	250.00	71
		Total	12 Nos.	1360.00	505
13	Gumti	Amarpur	Gobindatilla		
14	Gumti	Amarpur	Debbari		
15	Gumti	Amarpur	Zamiurddin		
16	Gumti	Amarpur	Sarbojoypara		
17	Gumti	Amarpur	Dalak		
18	Gumti	Amarpur	Dalak Khamabari		
19	Gumti	Amarpur	Dalak Singh Ram Ratan		
20	Gumti	Amarpur	Hopaibari		
21	Gumti	Amarpur	Karju ram para	2974.00	744
22	Gumti	Amarpur	Rabi roy		
23	Gumti	Amarpur	Kabrajbari		
24	Gumti	Amarpur	Taisamabari		
25	Gumti	Amarpur	West Daluma		
Sl No	Name of Division	Name of Range	Name of Village	Area ha.	No. of beneficeries No.
26	Gumti	Amarpur	Rangkang		
27	Gumti	Amarpur	Nagraj		
28	Gumti	Amarpur	Banshipara		
29	Gumti	Amarpur	Lalgiri		
30	Gumti	Natun Bazar	Labachera	200.00	111
31	Gumti	Taidu	Taidudeoa		
32	Gumti	Taidu	Hambari Club	200.00	145
33	Gumti	Taidu	Khatherson Club		
		Total	21 Nos	3374.00	1000
34	Northern	Kailasahar	Hiracharra		
35	Northern	Kailasahar	Chinibagan		
36	Northern	Kailasahar	jarultali	450.00	240
37	Northern	Kailasahar	Tailanbari		
38	Northern	Kumarghat	Uttar Kumarghat		
39	Northern	Kumarghat	Kukichara	450.00	133
40	Northern	Kumarghat	Halambasti		
41	Northern	Dharmanagar	Churaibari		
42	Northern	Dharmanagar	sanichara	3000.00	468
43	Northern	Dharmanagar	jaithang		

44	Northern	Panisagar	Paulgoan	11.00	170
		Total	11 Nos	3911.00	1011
45	Kanchanpur	Kanchanpur	North Laljuri		
46	Kanchanpur	Kanchanpur	Bikramjoypara		
47	Kanchanpur	Kanchanpur	Sukramanipara	393.00	82
48	Kanchanpur	Kanchanpur	Noboloypara		
49	Kanchanpur	Vanghmun	Jamparaipara		
50	Kanchanpur	Vanghmun	Jarihampara		
51	Kanchanpur	Vanghmun	Tlangsang		
52	Kanchanpur	Vanghmun	Sabual		
53	Kanchanpur	Vanghmun	Hmanpui	224.50	713
54	Kanchanpur	Vanghmun	Tlakshi		
55	Kanchanpur	Vanghmun	Belianship		
56	Kanchanpur	Vanghmun	Hmanchuang		
57	Kanchanpur	Vanghmun	Vanghmun		
58	Kanchanpur	Damcharra	Dharmatilla	20.00	65
		Total	14 Nos.	637.50	860

Sl No	Name of Division	Name of Range	Name of Village	Area ha.	No. of beneficeries No.
59	Udaipur	Udaipur	Haraban		
60	Udaipur	Udaipur	Garjanmura		
61	Udaipur	Udaipur	Holakhet		
62	Udaipur	Udaipur	Kaiyamura		
63	Udaipur	Udaipur	Barábhiya		
64	Udaipur	Udaipur	Gokulpur		
65	Udaipur	Udaipur	Tepania		
66	Udaipur	Udaipur	Kupilong		
67	Udaipur	Udaipur	Bagabassa		
68	Udaipur	Udaipur	Bagma		
69	Udaipur	Udaipur	Uttarchandrapur		
70	Udaipur	Udaipur	Raiyabari		
71	Udaipur	Udaipur	No.II Chandrapur Colony		
72	Udaipur	Udaipur	East Gakulpur		
73	Udaipur	Udaipur	East Dhajanagar	2710.00	1957
74	Udaipur	Udaipur	Naldhepa		
75	Udaipur	Udaipur	Hathipacha		
76	Udaipur	Udaipur	Pabitraam bari		
77	Udaipur	Udaipur	Tairupabari		
78	Udaipur	Udaipur	Champaibari		
79	Udaipur	Udaipur	Chalitabari		
80	Udaipur	Udaipur	Killa		
81	Udaipur	Udaipur	Kachigangbari		
82	Udaipur	Udaipur	Salgara		

Sl No	Name of Division	Name of Range	Name of Village	Area ha.	No. of beneficeries No.
83	Udaipur	Udaipur	Hadra		
84	Udaipur	Udaipur	Wanjubachai		
85	Udaipur	Udaipur	Aralia		
86	Udaipur	Udaipur	Tulshirambari		
87	Udaipur	Udaipur	Powramura		
88	Udaipur	Patichari	Mulsumpathal		
89	Udaipur	Patichari	Simsima		
90	Udaipur	Patichari	Kolaban		
91	Udaipur	Patichari	Paikhola		
92	Udaipur	Patichari	Chandrahampara		
93	Udaipur	Patichari	Champiapara		
94	Udaipur	Patichari	Singimpara		
95	Udaipur	Patichari	West Patichari	1150.00	417
96	Udaipur	Patichari	Akhlmurasingh Para		
97	Udaipur	Patichari	East Parichari		
98	Udaipur	Patichari	Jagamth Para		
99	Udaipur	Patichari	Garocolony		
100	Udaipur	Patichari	Adipur		
101	Udaipur	Patichari	Goalia		
Sl No	Name of Division	Name of Range	Name of Village	Area ha.	No. of beneficeries No.
102	Udaipur	Patichari	Pukta		
103	Udaipur	Kathalia	South Maheshpur		
104	Udaipur	Kathalia	Rajendratilla		
105	Udaipur	Kathalia	Himmathpur		
106	Udaipur	Kathalia	Kalikrishna nagar		
107	Udaipur	Kathalia	South Maheshpur	514.00	391
108	Udaipur	Kathalia	Kaiyatilla		
109	Udaipur	Kathalia	North Maheshpur		
110	Udaipur	Kathalia	Nirvoypur		
111	Udaipur	Kathalia	Kathalia		
112	Udaipur	Kakraban	Rani		
113	Udaipur	Kakraban	Murapara	276.40	104
114	Udaipur	Jatrapur	Taizamura		
115	Udaipur	Jatrapur	Barnarayan		
116	Udaipur	Jatrapur	Damdama		
117	Udaipur	Jatrapur	Baidyanath		
118	Udaipur	Jatrapur	Induria		
119	Udaipur	Jatrapur	Dhanpur		
120	Udaipur	Jatrapur	Karchakhola		
121	Udaipur	Jatrapur	Birampur	660.00	434
122	Udaipur	Jatrapur	Banshpukur		
123	Udaipur	Jatrapur	Sonamura		

Sl No	Name of Division	Name of Range	Name of Village	Area ha.	No. of beneficeries No.
124	Udaipur	Jatrapur	Bezimara		
125	Udaipur	Jatrapur	Urmai		
126	Udaipur	Jatrapur	Shantinagar		
		Total	69 Nos.	5310.4	3303
127	Udaipur	Jatrapur	Kalakhet		
128	Sadar	Sadar	Anandanagar		
129	Sadar	Sadar	Tulakuna		
130	Sadar	Sadar	Dhupcherra	174.50	120
131	Sadar	Sadar	Malaynagar		
132	Sadar	Sonamura	Mohan Bhog		
133	Sadar	Sonamura	Patchanalia		
134	Sadar	Sonamura	Matinagar	641.70	528
135	Sadar	Sonamura	Kamalnagar		
136	Sadar	Boxanagar	Kalshimura		
137	Sadar	Boxanagar	Ashabari		
138	Sadar	Boxanagar	Rohimpur		
139	Sadar	Boxanagar	Putia	1343.00	1183
140	Sadar	Boxanagar	Valuarchar		
141	Sadar	Charilam	Gopinagar		
142	Sadar	Charilam	Prabhapur	715.00	94
143	Sadar	Charilam	Jumardhepa		
		Total	16 Nos.	2874.2	1925
144	Manu	Manu	S.K.Para		
145	Manu	Manu	Dhalasinghpara	485.00	110
146	Manu	Manu	Kalasinghpara		
147	Manu	Coffee Estate	Jamircherra	258.00	101
148	Manu	Coffee Estate	Mouchak		
149	Manu	Lalcherra	Apanbari		
150	Manu	Lalcherra	Tribal Modal Colony		
151	Manu	Lalcherra	Bidyajoy Reang Chowdhu	571.00	129
152	Manu	BSF Rang	BLK Para		
153	Manu	BSF Rang	Kukilmani Para	251.00	129
154	Manu	Dudhpur	Jagat Chandra Para	100.00	70
155	Manu	Chawmanu	Uttar Langhari	235.00	84
		Total	12 nos.	1900.35	603
156	Southern	Kakulia	Birendra Nagar		
157	Southern	Kakulia	Shibpur		
158	Southern	Kakulia	Sakbari		
159	Southern	Kakulia	Sachiram bari		

Sl No	Name of Division	Name of Range	Name of Village	Area ha.	No. of beneficeries No.
160	Southern	Kakulia	Madhyapillk	477.00	515
161	Southern	Kakulia	Gardung		
162	Southern	Kakulia	Kastakumarpara		
163	Southern	Kakulia	Muhuripur		
164	Southern	Kakulia	South Michacherra		
165	Southern	Sabroom	Ratanmani		
166	Southern	Sabroom	Magroom		
167	Southern	Sabroom	Kaladhepa		
168	Southern	Sabroom	North Kaladhepa		
169	Southern	Sabroom	Baishnabpur		
170	Southern	Sabroom	Betaga	687.00	577
171	Southern	Sabroom	Dhupcheri		
172	Southern	Sabroom	Mandalipara		
173	Southern	Sabroom	Shyampara		
174	Southern	Sabroom	Bhuratali		
175	Southern	Sabroom	Harvatali		
176	Southern	Srinagar	Sankartilla		
177	Southern	Srinagar	Joyshingpara		

Sl No	Name of Division	Name of Range	Name of Village	Area ha.	No. of beneficeries No.
178	Southern	Srinagar	Ramarbari		
179	Southern	Srinagar	Manaigurum		
180	Southern	Srinagar	Madhupara	170.00	180
181	Southern	Srinagar	Joypur		
182	Southern	Srinagar	East Tekka		
183	Southern	Srinagar	West Tekka		
184	Southern	Srinagar	Krishnagar		
185	Southern	Belonia	Jagatpur		
186	Southern	Belonia	Bankumari		
187	Southern	Belonia	Mohininagar		
188	Southern	Belonia	Sarashima	475.00	350
189	Southern	Belonia	Kalibari		
190	Southern	Belonia	Ambibhichai		
		Total	35 Nos.	1809.00	1622
191	Trishna Sanctuary	Rajnagar	Radhanagar		
192	Trishna Sanctuary	Rajnagar	Siddhinagar		
193	Trishna Sanctuary	Rajnagar	Bharatmani Para		
194	Trishna Sanctuary	Rajnagar	Bharatmani Para		
195	Trishna Sanctuary	Rajnagar	Niharnagar	159.60	208
196	Trishna Sanctuary	Rajnagar	Suparikhala		
197	Trishna Sanctuary	Rajnagar	Chandrapur		

198	Trishna Sanctuary	Abhoya	Abhoynagang	12.85	33
		Total	18 Nos.	172.45	241
199	Teliamura	Champaknagar	Kamtibari-I		
200	Teliamura	Champaknagar	Kamtibari II		
201	Teliamura	Champaknagar	Camphor banayan		
202	Teliamura	Champaknagar	Athukthang P/Committee		
203	Teliamura	Champaknagar	Emanual Para		
204	Teliamura	Champaknagar	Simulkami banayan	6530	832
205	Teliamura	Champaknagar	Birugudas banayan		
206	Teliamura	Champaknagar	Little Forest Heaven		
207	Teliamura	Champaknagar	Dumptipara		
208	Teliamura	Champaknagar	Radhachranpara		
209	Teliamura	Champaknagar	K.C.Para		
210	Teliamura	Champaknagar	Bardwal		
211	Teliamura	Teliamura	Chakmaghat		
212	Teliamura	Teliamura	Laxmipur		
213	Teliamura	Teliamura	Hawaibari banayan	2175.00	826
214	Teliamura	Teliamura	Owansukmungkutla Badal		
215	Teliamura	Teliamura	Hamari Kutal badal		

Sl No	Name of Division	Name of Range	Name of Village	Area ha.	No. of beneficeries No.
216	Teliamura	Teliamura	Eco Park JFM Committee		
217	Teliamura	Jirania SF	Belbári Committee	100.00	25
218	Teliamura	Mandai	Waikinagar		
219	Teliamura	Mandai	Dinabandhu Nagar		
220	Teliamura	Mandai	Shibnagar	1500.00	358
221	Teliamura	Mandai	Patni		
222	Teliamura	Mandai	Bhurakha		
223	Teliamura	Khowai	Sonatala No.1 Banayan	800.00	167
224	Teliamura	Khowai	Gopalnagar banasrijan		
225	Teliamura	Khowai	Bankar Banayan		
226	Teliamura	Khowai	Bartilla banayan		
227	Teliamura	Mungiabari	Ashirambari		
228	Teliamura	Mungiabari	Mungiabari		
229	Teliamura	Mungiabari	Mungiabari	1350.00	276
230	Teliamura	Mungiabari	Mungiabari		
231	Teliamura	Mungiabari	Janbari		
		Total	33 Nos	12455	2484
		Grand Total		33803.90	13554

Admitted Unstarred Question No. :- 110

Name of Member :- **Sri Joy Gobinda Deb Roy**

Will the Hon'ble Minister -in -charge of the Agriculture Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। রাজ্যে কৃষি দপ্তরের অধীন কতগুলি হায়ারিং সেন্টার রয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)
২। এগুলির মধ্যে কতগুলি পাওয়ার টিলার রয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)
৩। এগুলির মধ্যে কতগুলি সচল ও কতগুলি অচল হয়ে রয়েছে, এবং
৪। ***

উত্তর ঃ

১। রাজ্যে কৃষি দপ্তরের অধীন মোট ৮০টি হায়ারিং সেন্টার রয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ক) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ঃ

১। আগরতলা	নন্ ব্লক	১টি
২। মেলাঘর কৃষি মহকুমা	"	৮টি
৩। বিশালগড়	"	৭টি
৪। ডুকলি	"	২টি
৫। জিরানীয়া	"	২টি
৬। মান্দাই	"	১টি
৭। মোহনপুর	"	৭টি
৮। খোয়াই	"	৩টি
৯। তুলাশিখর	"	৩টি
১০। তেলিয়ামুড়া	"	১টি
মোট		৩৫টি

খ) উত্তর ত্রিপুরা জেলা ঃ

১। কুমারঘাট	কৃষি মহকুমা	৫টি
২। পানিসাগর	"	৫টি
৩। কাঞ্চনপুর	"	২টি
মোট		১২টি

গ) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ঃ

১। মাতাবাড়ি	কৃষি মহকুমা	৩টি
২। অমরপুর	"	৬টি
৩। রাজনগর	"	৬টি
৪। সাতচাঁন্দ	"	৬টি
৫। রূপাইছড়ি	"	১টি
৬। বগাফা	"	৩টি
মোট		২৫টি

ঘ) ধলাই জেলা ঃ কৃষি মহকুমা

১। সালেমা	"	৫টি
২। ছামনু	"	২টি
৩। গন্ডাছড়া	"	১টি
মোট		৮টি

(ক+খ+গ+ঘ) = ৮০টি

২) এগুলির মধ্যে মোট ২৬৯টি পাওয়ার টিলার রয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ

ক) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ঃ

১।	আগরতলা	নন্ ব্লক	৫টি
২।	মেলাঘর	কৃষি মহকুমা	২০টি
৩।	বিশালগড়	,,	১৬টি
৪।	ডুকলি	,,	৫টি
৫।	জিরানীয়া	,,	৯টি
৬।	মান্দাই	,,	২টি
৭।	মোহনপুর	,,	২৮টি
৮।	খোয়াই	,,	৫টি
৯।	তুলাশিখর	,,	৭টি
১০।	তেলিয়ামুড়া	,,	১টি

খ) উত্তর ত্রিপুরা জেলা ঃ

১।	কুমারঘাট	কৃষি মহকুমা	১৮টি
২।	পানিসাগর	,,	২৮টি
৩।	কাঞ্চনপুর	,,	৮টি
	মোট		৫৪টি

গ) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ঃ

১।	মাতাবাড়ি	কৃষি মহকুমা	২১টি
২।	অমরপুর	,,	১৯টি
৩।	রাজনগর	,,	১৩টি
৪।	সাতচাঁন্দ	,,	১৭টি
৫।	রূপাইছড়ি	,,	৩টি
৬।	বগাফা	,,	১৫টি
	মোট		৮৮টি

ঘ) ধলাই জেলা ঃ

১।	সালেমা	কৃষি মহকুমা	২১টি
২।	ছামনু	,,	৮টি
৩।	গন্ডাছড়া	,,	নাই
	মোট		২৯টি

সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) = ২৬৯টি

৩) এগুলির মধ্যে সচল ও অচল নিম্নরূপ ঃ

(২৬-৭-২০০২ ইং তারিখ পর্যন্ত)

জেলা	সচল	অচল	মোট
পশ্চিম ত্রিপুরা	১৯টি	৭৯টি	৯৮টি
দক্ষিণ ত্রিপুরা	২১টি	৬৭টি	৮৮টি
উত্তর ত্রিপুরা	৮টি	৪৬টি	৫৪টি
ধলাই জেলা	৪টি	২৫টি	২৯টি

৪। বর্তমানে অচল পাওয়ার টিলার সুবিধাগুলি চালু করার জন্য কী কী উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে? ***

উত্তর ঃ মেরামত যোগ্য পাওয়ার টিলার গুলিকে চালু করে প্রতি পঞ্চায়েত সমিতিতে ১ (এক) টি হায়ারিং সেন্টার হস্তান্তর করার জন্য কৃষি দপ্তর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং সে অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Unstarred Question No. :- 114
Name of Member :- **Sri Ratan Lal Nath**
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। আগামীদিনে রাজ্যে কফি উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করার জন্য দপ্তরের পরিকল্পনা রয়েছে কিনা

২। এবং না থাকলে এর কারণ?

৩। উৎপাদিত কফি প্রসেসিং করার জন্য রাজ্যে প্রসেসিং সেন্টার রয়েছে কিনা এবং

৪। না থাকলে করা হবে কিনা এবং

৫। করা না হলে এর কারণ কী?

উত্তর ঃ

১। বনভূমির উপর এ রকম কোন পরিকল্পনা বনদপ্তরের আপাতত নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। না,

৪। কোন পরিকল্পনা নেই।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. :- 116
Name of Member :- **Sri Ratan Lal Nath**
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department be pleased to state.

প্রশ্ন ঃ

১। আগরতলাস্থিত কুঞ্জবন টাউনশীপে বন বনদপ্তরের উদোগে নির্মিত ইকো পার্কটি কী উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছে ?

২। উক্ত পার্কটি সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথার্থ ব্যবস্থা নেই কেন?

৩। উল্লিখিত ইকো পার্কটিকে শিশুদের খেলাধুলা ও বিনোদনের স্বার্থে আরো সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কি এবং

৪। পার্কটি নিয়মিত খোলা ও বন্ধ করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?

উত্তর ঃ

১ । পার্কটি তৈরী করার উদ্দেশ্য ছিল কুঞ্জবন টিলা এবং নতুন ক্যাপিটাল কমপ্লেক্সের মাঝখানের খালি জায়গাকে একটু সবুজ ও স্বাস্থ্যকর স্থানে উন্নীত করা।

২ । পার্কটি বর্তমানে প্রাথমিক পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের স্তরে আছে।

৩ । পার্কটির জন্য একটি প্রোজেক্ট তৈরী করা হচ্ছে এবং আর্থিক সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তরের নিকট পাঠানো হবে। এই প্রজেক্ট অনুমোদিত হলে উক্ত ইকো পার্কটিকে আরো সুন্দর করে গড়ে তোলা হবে এবং এটাতে শিশুদের খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থাও থাকবে।

৪ । একজন কর্মচারী নিয়োজিত আছে।

Admitted Unstarred Question No. :- 117
Name of Member :- **Sri Ratan Lal Nath**
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। ত্রিপুরায় কত প্রজাতির বাঁশ রয়েছে?

২। রাজ্যে বিপুল পরিমাণ বাঁশকে উৎপাদন কাজে ব্যবহার করার জন্য রাজ্য সরকার কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন?

৩। প্রযুক্তি উন্নয়নের সঙ্গে রাজ্যে বাঁশ কী কী জিনিসের বিকল্প হিসাবে আত্ম প্রকাশ করছে?

৪। কী কী জিনিসের পরিবর্তে রাজ্যে বাঁশের ব্যবহার হচ্ছে?

উত্তর ঃ

১। ত্রিপুরাতে ১৯টি প্রজাতির বাঁশ পাওয়া যায়, নিম্নেবর্ণিত প্রজাতির বাঁশগুলি ত্রিপুরায় পাওয়া যায়।

২। ক) ত্রিপুরা সরকার বাঁশ উৎপাদন অঞ্চল চিহ্নিত করে বাঁশের বিভিন্ন ব্যবহার, হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ এবং বাঁশ বাগান তৈরীর আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য INBAR কর্মীদের প্রযুক্তি বিদ্যা গ্রহণ করছেন।

খ) ত্রিপুরা সরকার বাঁশের উপর ভিত্তি করে কাঁচামাল থেকে বাঁশ ভিত্তিক বাঁশের তৈরী দাড়ি উৎপাদন করার জন্য উৎসাহিত করছেন। যাহাতে গড়ে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) শ্রমদিবসের সৃষ্টি হবে।

গ) রাজ্য সরকার অন্যান্য ক্ষেত্রেও বাঁশের ব্যবহারকে উৎসাহিত করছেন এবং State bamboo policy প্রণয়ন করেছেন, যা গোটা দেশে এই প্রথম।

৩। বর্তমানে বাঁশ ব্যবহৃত হয় ঃ

ক) কুড়ে ঘরের খুঁটি, দেওয়াল, বাঁশের চালের ছাউনী, বাঁশের মাচা তৈরী ও বাঁশের বেড়া তৈরীতে। এ সমস্ত কাজে সাধারণত বাড়ি, বরাক, মুলি ও মাকাল বাঁশ ব্যবহার হয়।

খ) কৃষি কার্যে ব্যবহারের জন্য যেমন ঝুড়ি, টুকরি, পাতলা, টুপি এবং আরও অন্যান্য জিনিস তৈরীতে প্রত্যহ বাঁশ ব্যবহৃত হয়।

গ) লোকেরা কচি বাঁশের কুড়ুলকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে থাকে।

ঘ) হস্ত শিল্পে খেলনা, মোরা, ট্রে, হাত পাখা, মাদুর ইত্যাদি (মুলী, পাউরা, মিরতিঙ্গা), বাঁশের বেড়া ও বেড়ার চটি তৈরীতে (মিরতিঙ্গা, মাকাল), ছাতার বাট (মুলী), বরশীর ছিপ (কনক কাইচ), ধূপকাঠির শলা (পাউরা, ডলু, বরাক। এবং (ঙ) আসামের পঞ্চগ্রামের কাগজ কলে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

৪। ক) বাঁশকে ট্রিটমেন্ট দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী নির্মাণ কাজের উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ) সিমেন্ট কংক্রিটের কাজে দণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ) প্লাইউড তৈরীতে।

ঘ) হস্ত শিল্পে। বাঁশের উপর ভিত্তি করে SGSY প্রোজেক্ট এর উপর একটি শিল্প কারখানা তৈরী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যা সম্পূর্ণ ভাবে Benefeciary রা মালিকানা স্বত্বঃ ভোগ করবে।

Admitted Unstarred Question No. :- 143
Name of Member :- **Sri Samir Deb Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture (Horticulture and Soil Conservation) Department be pleased to state.

প্রশ্ন ১। রাজ্যে বর্তমান সময় পর্যন্ত (৩০ শে জুন, ২০০২) পান চাষীর সংখ্যা কত এবং কী পরিমাণ জমিতে পান চাষ হয়?
উত্তর ঃ ১। রাজ্যে বর্তমান সময় পর্যন্ত পান চাষীর সংখ্যা ৬,৭২৪ (ছয় হাজার সাতশত চব্বিশ) জন এবং ৭০৪.৭৭ হেকটার (সাতশত চার দশমিক সাত সাত) হেক্টার জমিতে পান চাষ হয়।
প্রশ্ন ২। রাজ্যে পান উৎপাদনের পরিমাণ চাহিদার মোট কত শতাংশ?
উত্তর ২। কৃষি দপ্তরে (উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ) এমন কোন তথ্য নাই।
প্রশ্ন ৩। রাজ্যে সাঁচি পান এবং মিঠাপাতি পান চাষী কত জন?
উত্তর ৩। রাজ্যে সাঁচি পান চাষী ৪৩ (তেতাল্লিশ) জন এবং মিঠাপাতি পান চাষী ১১৭ (একশত সতের) জন মোট ১৬০ (একশত ষাট) জন চাষী।

Admitted Unstarred Question No. :- 155
Name of Member :- **Sri Kajal Ch. Das**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the General Administration (S.A) Department be pleased to state.

প্রশ্ন ঃ

১। ইহা কি সত্য যে কলকাতাস্থিত ত্রিপুরা ভবনের Resident Commissioner পদটি দীর্ঘদিন ধরে Vacant রয়েছে, এবং
২। সত্য হলে এর কারণ কী?
৩। বর্তমানে কলকাতাস্থিত ত্রিপুরা ভবনের নিয়মিত/ অনিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা কত? এবং
৪। অনিয়মিতদের নিয়মিতকরণের জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

উত্তর ঃ

১। কলকাতাস্থিত ত্রিপুরা ভবনে Resident Commissioner এর কোন পদ নেই।
২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।
৩। কলকাতাস্থিত ত্রিপুরা ভবনে বর্তমানে নিয়মিত/ অনিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা ৬৩ জন।
নিয়মিত ২৮ জন
অনিয়মিত ৩৫ জন
৬৩ জন।
৪। সরাসরি নিযুক্তির ক্ষেত্রে শূন্য পদের ১০ শতাংশ পদ অনিয়মিত কর্মচারীদের মারফত নিয়মিত করার জন্য সরকার ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেইমত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে।

Admitted Unstarred Question No. :- 156
Name of Member :- **Sri Kajal Ch. Das**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the General Administration (S.A) Department be pleased to state.

প্রশ্ন ঃ

১। বর্তমানে গৌহাটি ত্রিপুরা ভবনে কী ধরনের পদমর্যাদার কতজন করে কর্মচারী কর্মরত আছেন (পদ ভিত্তিক কর্মচারীর হিসাব)

২। উক্ত ত্রিপুরা ভবনে ভি. আই. পিদের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহারের জন্য সরকারী গাড়ির সংখ্যা কত? এবং

৩। উক্ত ভবনে উপযুক্ত পদ মর্যাদা সম্পন্ন যথার্থ সংখ্যক অফিসার/ কর্মচারী নিয়োগের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর ঃ

১। গৌহাটি ত্রিপুরা ভবনে কর্মরত কর্মচারীর হিসাব নিম্নরূপ ঃ

			০৬ জন
1. Liaison officer	১ জন	6. Peon	৩ জন
2. Lower Division Clark	১ জন	7. Bearer	১ জন
3. Driver	২ জন	8. Chowkider	৩ জন
4. Care-taker	১ জন	9. Sweeper	১ জন
5. Massalchi	১ জন	10. Cook	১ জন
		11. Casual Worker	১ জন

তাছাড়া আরও ৬ জন চুক্তি ভিত্তিক কর্মচারী আছেন।

২। ভি.আই.পিদের জন্য নির্দিষ্ট কোন গাড়ি নেই।

৩। প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত পদমর্যাদা সম্পন্ন অফিসার কর্মচারী নিয়োগ করা হবে।

Admitted Unstarred Question No. :- 158
Name of MLA :- **Sri Kajal Ch. Das**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the General Administration (R&T) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস থেকে বর্তমানে ২০০২ ইং সনে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত কোন জেলা থেকে কতজন শারীরিক প্রতিবন্ধীর সরকারি চাকুরী হয়েছে?

২। বর্তমানে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে সংরক্ষিত শূন্যপদের সংখ্যা কত? এবং

৩। উল্লিখিত শূন্যপদের ভিত্তিতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের নিয়োগ করার বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না?

উত্তর ঃ

১। ৬টি দপ্তর/ সংস্থার তথ্য বাদ দিয়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস থেকে বর্তমানে ২০০২ ইং সনে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত মোট ৪৬ জন শারীরিক প্রতিবন্ধীর সরকারি চাকুরী হয়েছে। জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল ঃ

ক) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা — ২৯ জন।

খ) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা — ১০ জন।

গ) উত্তর ত্রিপুরা জেলা — ০৫ জন।

ঘ) ধলাই জেলা — ০২ জন।

২) বর্তমানে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ১৬১টি শূন্য পদ রয়েছে।

৩) উক্ত শূন্য পদগুলিতে প্রচলিত নীতি নির্দেশিকা মেনে প্রতিবন্ধীদের নিয়োগের বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. :- 169

Name of Member :- **Sri Ratan Lal Nath**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। রাজ্যের বনদপ্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কী কী প্রকল্পে কাজ করিয়ে থাকেন ?

২। গত অর্থ বৎসর এবং বর্তমান অর্থ বৎসরের ৩০ শে জুন পর্যন্ত বন দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সারা রাজ্যে কী কী প্রকল্পে কী কী কাজ হয়েছে, (অর্থ বৎসর ভিত্তিক প্রকল্প ভিত্তিক এবং পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব)

৩। ইহার জন্য কত অর্থ ব্যায়িত হয়েছে (অর্থ বৎসর ভিত্তিক, প্রকল্প ভিত্তিক এবং পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর ঃ

১। বন দপ্তর পঞ্চয়েতের মাধ্যমে কোন প্রকল্প কার্যকরী করেন নাই। বনদপ্তর পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলোচনাক্রমে অঙ্গন বন প্রকল্পের কাজ করেন।

২। প্রশ্নই উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. :- 176

Name of Member :- **Sri Samir Deb Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to state.

প্রশ্ন ঃ

১। রাজ্যে ২০০১-২০০২ ইং কৃষি বর্ষে সরিষা, বাদাম, তিল, সূর্যমুখী সহ অনান্য তৈল বীজের উৎপাদন এর পরিমাণ কত ?

২। তৈল বীজ উৎপাদনের পরিমাণ ব্যবস্থা বৃদ্ধির জন্য কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর ঃ

১। রাজ্যে ২০০১-২০০২ ইং কৃষি বর্ষে সরিষা, বাদাম, তিল এই সমস্ত তৈল বীজের উৎপাদন নিম্নরূপ ঃ

১। সরিষা ২২২৮ মেঃ টন

২। বাদাম ৫২৮ মেঃ টন

৩। তিল ৮৭৬ মেঃ টন

মোট ৩৬৩২ মেঃ টন।

২। তৈল বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি দপ্তর বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তাহল

১। তৈল বীজ প্রদর্শনী।

২। মিনিকিট বিতরণ।
৩। কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৪। সুসংহত রোগ পোকা দমন।
৫। ভর্তুকিতে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ।
৬। বীজ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা ইত্যাদি।

Admitted Unstarred Question No. :- 179
Name of Member :- **Sri Samir Deb Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture (Horticulture and Soil Conservation) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। গত ২০০০-২০০১ ইং ২০০১-২০০২ ইং কৃষি বর্ষে রাজ্যে কতজন চাষী মাশরুম উৎপাদন এ অংশ নিয়ে ছিলেন, ও মোট উৎপদন কত ছিলো?
২। ২০০২-২০০৩ ইং কৃষি বর্ষে মাশরুম উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা কত?

উত্তর ঃ

১। গত ২০০০-২০০১ ইং সনে ১৫০০ জন চাষী মাশরুম উৎপাদন করেছেন। এবং উৎপাদনের পরিমাণ ৪.১৫ টন (চার দশমিক এক পাঁচ টন)
২। ২০০২-২০০৩ ইং সনে মাশরুম বীজ (স্পন) উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ২৫০০০টি এবং মাশরুম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১০ টন (দশটন)।

Admitted Unstarred Question No. :- 181
Name of Member :- **Sri Ratan Lal Nath**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Rescurces Department be pleased to State:-

প্রশ্ন ঃ

১। গত অর্থ বৎসরে এবং বর্তমান অর্থ বৎসরের ৩০ শে জুন পর্যন্ত প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সারা রাজ্যে কী কী প্রকল্পে কী কী কাজ হয়েছে? (অর্থ বৎসর ভিত্তিক, প্রকল্প ভিত্তিক এবং পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব)
২। উক্ত সময়ে কত অর্থ ব্যয়িত হয়েছে? (অর্থ বৎসর ভিত্তিক, প্রকল্প ভিত্তিক এবং পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর ঃ

১। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর গত অর্থ বৎসরে এবং বর্তমান অর্থ বৎসরের ৩০ শে জুন পর্যন্ত দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কোন প্রকল্পই রূপায়ণ হয় নাই।
২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. :- 182
Name of Member :- **Sri Ratan Lal Nath**

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Animal Rescurces Department be pleased to State:-

প্রশ্ন ঃ

১। ইহা কি সত্য রাজ্যে প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর অন্তর Lcre Stock & Birds population (Animal Population এর Cen.... হয়?

২। যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে ১৯৯২ সনে কি পরিমাণ Cattle, Buffalo, Sheep, Goat, Pig, Poulty এবং Duck ছিল?

৩। ১৯৯৭ ইং সনে এর সংখ্যা কত ছিল? (পৃথক পৃথক হিসাব)

৪। বর্তমানে এর সংখ্যা কত? (পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর ঃ

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য যে রাজ্যে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পশু পাখীর গণনা করা হয়।

২। গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, শুকর, মুরগী এবং হাঁস ইত্যাদির ১৯৯২ সনের সংখ্যা এইরূপ

গরু	৯,৫০,২৩৯ টি	মহিষ	১৯,৬৮১টি
ছাগল	৫,১৩,১৭৬টি	শুকর	১,৮৮,২৭১টি
মোরগ	১৯,৭৫,৭৩৮টি	ভেড়া	৪,৮৮৫টি
		হাঁস	৬,১,২৩৬টি।

৩। ১৯৯৭ ইং সনের সংখ্যা এইরূপ

গরু	১২,২৭,৫৬৮টি	ভেড়া - ৬,১৫৪টি
মহিষ	১৭,৫৯২টি	মোরগ -২৬,৭৭,২৫৩টি
শুকর	২,৩৬,৮৯৭টি	হাঁস -৮,৭৬,৫১৯টি
ছাগল	৬,৩৯,৪৮৫টি	

৪। ২০০২ ইং সনের পশু পাখীর গননার কাজের নির্দেশ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে এখনো আসে নাই। তাই ২০০২ ইং সনের গননার সংখ্যা এই মুহূর্তে দেওয়া সম্ভব নয়।

Admitted Unstarred Question No. :- 184
Name of Member :- **Sri Kajal Chandra Das**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to State:-

প্রশ্ন ঃ

১। আগরতলা পৌর এলাকায় মোট ভূমির কত শতাংশ জমিতে কৃষিকার্য হচ্ছে?

উত্তর ঃ

১। আগরতলা পৌর এলাকায় মোট ভূমির ১৬ শতাংশ জমিতে কৃষিকার্য হচ্ছে।

Admitted Unstarred Question No. :- 187
Name of Member :- **Sri Kajal Chandra Das**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Employment services & Manpower Planning be pleased to state.

প্রশ্ন ঃ

১। চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৯৮ মার্চ থেকে ২০০২ ইং সালে জুলাই অব্দি বিভিন্ন দপ্তরে কতগুলি চাকুরী হয়েছে? (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর ঃ

১। উক্ত সময়ে মোট ১১,২০১ জন বেকারের চাকুরী হয়েছে। (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব Annexure -A তে দেওয়া গেল।

Sl.No.	Name of the Department	Number of persons given employment.
1.	Agriculture Department.	286
2.	Land Records & Settlement Deptt.	42
3.	Refugee Relief.	2
4.	Health Services.	895
5.	Fisheries Department.	46
6.	Research.	3
7.	S/C Welfare Deptt.	9
8.	S/T Welfare Deptt.	86
9.	Directorate of Employment Services & Manpower Planning	1
10.	Higher Education	136
11.	Social Education	391
12.	School Education	362
13	Industries Department	65
14.	Annimal Research.	205
15.	Panchyat Raj.	115
16.	Printing & Stationery.	10
17.	I.C.A. & T.	50
18.	Food & Civil Supply	159
19.	Fire Service.	180
20	Planning.	6
21	Civil Defence	2
22	Small Savings.	10
23	Statistics Deptt.	4
24	T.R.P. & P.G.P.	3
25	Labour Commissioner.	15
26	Co-Operative Socities.	93
27	Commissioner of Excies.	8
28	Chief Enggenier, (PWD)	771
29	Chief Engg. (Electrical)	154
30	Chief Engf. (Water Resource)	32

31.	D.M. & Collector, West.	124
32.	D.M. & Collector, North.	67
33.	D.M. & Collector, South	132
34	D.M. & Collector, Dhalai.	49
35	District Session Judge, West	22
36	District Session Judge, South	34
37	District Session Judge, North	27
38	Appointment Services.	121
39	Forest Department.	262
40	Police Department.	5677
41	Tripura Public Service Commission	1
42	T.R.P.C.	1
43	T.R.T.C.	46
44	Tripura Board of Secondary Education	1
45	T.I.D.C.	9
46	Town & Country Planning.	3
47	Factories & Boilers.	4
48	Fajya Sainik Board.	5
49	Commissioner of Taxes.	14
50	Wieghts & Measures.	16
51	Science & Technology.	5
52	Enquary Authority.	1
53	Secretariate Administration	155
54	Inspector General (Prison)	107
55	Agartala Municipality.	123
56	Forest Development Corporation	14
57	Handloom & Handicraft.	1
58	Youth Programme	৪
59	Housing Board	6
60	Election Department.	25

Admitted Un-starred Question No 192

Name of MLA :- **Shri Ratan Lal Nath**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of General Administration (P&T) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১) সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছেন এই রকম অবসরপ্রাপ্ত কতজন সরকারি কর্মচারী বর্তমানে রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশে রাজ্য সরকারে বিভিন্ন দপ্তরে এবং সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলিতে কর্মরত রয়েছেন (দপ্তরভিত্তিক হিসাব) ঃ

২) উক্ত কর্মচারীদের জন্য বেতন-ভাতা বাবদ মোট কত অর্থ ২০০২ ইং সালের মে মাসে (অর্থাৎ একটি মাসে) ব্যয়িত হয়েছে?

উত্তর ঃ

১) প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এবং সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলিতে ৯৫ (পঁচানব্বই) জন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় রয়েছেন (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল)।

ANNEXURE - I

২) উক্ত কর্মচারীদের জন্য বেতন-ভাতা বাবাদ ২০০২ ইং সনের মে মাসে মোট ৬,৫৩,২২৭ টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

	দপ্তরের নাম ঃ	১নং প্রশ্নের উত্তর ঃ	২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ
১)	ভিজিল্যান্স	নাই	নাই
২)	খাদ্য ও জনসংভরণ	নাই	নাই
৩)	ডি . আর. ডি . এ (পিঃ)	নাই	নাই
৪)	ত্রিপুরা ক্ষুদ্রশিল্প নিগম ঃ লিং	নাই	নাই
৫)	রিলীফ এণ্ড রিজ্যবিলিটেশন	নাই	নাই
৬)	প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারি	নাই	নাই
৭)	পিরজনস্ ডিরেক্টরট	নাই	নাই
৮)	এপ্লয়ম্যন্ট সার্ভিসের এন্ড ম্যান পাওয়ার	নাই	নাই
৯)	ইন্ফরমেশন টেক্নলজি	নাই	নাই
১০)	কমিশনার অব ট্যাক্সেজ	নাই	নাই
১১)	ফায়ার সার্ভিসেস	নাই	নাই
১২)	ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সেট্লম্যান্ট	নাই	নাই
১৩)	প্ল্যানিং অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন	নাই	নাই
১৪)	রাজ্য সৈনিক বোর্ড	নাই	নাই
১৫)	ডি . এম অ্যান্ড কালেক্টর (পশ্চিম)	১৫	৩১,৫০০/-
১৬)	সিপার্ড	নাই	নাই
১৭)	ওজন ও পরিমাপ দপ্তর	নাই	নাই
১৮)	ফিশারীজ	নাই	নাই
১৯)	গৌহাটি কোর্ট (আগরতলা ব্রাঞ্চ)	নাই	নাই
২০)	ইকনমিক্স অ্যান্ড স্যাটিস্টিক্স	নাই	নাই
২১)	এনিমেল রিসোর্সেস	১	১৪,১৫০/-
২২)	এম বি বি কলেজ	নাই	নাই
২৩)	ফ্যাক্টরীজ অ্যান্ড বয়লার্স	নাই	নাই
২৪)	ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড পোর্টস্	১	এখনও নির্ধারিত হয়নি।
২৫)	নির্বাচন দপ্তর	নাই	নাই
২৬)	তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন	নাই	নাই
২৭)	কালেক্টর অব এক্সাইজ	নাই	নাই
২৮)	সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সোশাল এডুকেশন	নাই	নাই

২৯)	পঞ্চায়েত	১	৮,৩৮৪/-
৩০)	ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প দপ্তর	নাই	নাই
৩১)	আর ই ডি (দক্ষিণ)	১	২,০০০/-
৩২)	ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ	৭	৯২, ৮৬৫/-
৩৩)	কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ	নাই	নাই
৩৪)	স্বাস্থ্য দপ্তর	নাই	নাই
৩৫)	শ্রম দপ্তর	নাই	নাই
৩৬)	পি ডব্লিউ ডি (ওয়াটার রিসোর্স)	নাই	নাই
৩৭)	আর ডি (কুমারঘাট)	নাই	নাই
৩৮)	ডি জি পি (ত্রিপুরা)	২২	১৮৩,৫৪০/-
৩৯)	সিভিল ডিফেন্স	নাই	নাই
৪০)	আর ডি (কৈলাসহর)	নাই	নাই
৪১)	হায়ার এডুকেশন	৮	১,০৪,৬৩৪/-
৪২)	ডি এম (দক্ষিণ)	নাই	নাই
৪৩)	ডি আর ডি এ (দক্ষিণ)	নাই	নাই
৪৪)	ডি আর ডি এ (ধলাই)	১	৯,৭৪৩/-
৪৫)	স্কুল এডুকেশন	৬	৪৭,৯৪৪/-
৪৬)	পুর পরিষদ (আগরতলা)	৬	১৭,০০০/-
৪৭)	খোয়াই নগর-পঞ্চায়েত	নাই	নাই
৪৮)	অমরপুর নগর পঞ্চায়েত	নাই	নাই
৪৯)	এক্সিকিউটিভ অফিসার, নগর পঞ্চায়েত, বিলোনীয়া	নাই	নাই
৫০)	রানীর বাজার নগর পঞ্চায়েত	২	৫,০০০/-
৫১)	টি পি এস সি	২	১১,৭০৮/-
৫২)	চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার (ইলেট্রিক্যেলস)	১	৯,১৭৪/-
৫৩)	হ্যান্ডলুম, হ্যান্ডিক্র্যাফ্টস অ্যান্ডসেরি	৩	১২,২৬০/-
৫৪)	প্রিন্সিপাল চীপ কনসার্ভেটর অব ফরেস্ট	নাই	নাই
৫৫)	ওয়েলফেয়ার অব এস সি	১	৯,৯০০/-
৫৬)	এগজিকিউটিভ অফিসার, নগর পঞ্চায়েত (ডি সি- রেভ) কুমারঘাট	নাই	নাই
৫৭)	উদয়পুর নগর পঞ্চায়েত	নাই	নাই
৫৮)	সাব্রুম নগর পঞ্চায়েত	নাই	নাই
৫৯)	আর ই ডি (ধলাই)	নাই	নাই
৬০)	ডি এম (নর্থ)	নাই	নাই

৬১)	এগ্রিকালচার	২	১৭,০০০/-
৬২)	টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং	নাই	নাই
৬৩)	ইন্ড্রাস্ট্রীজ অ্যান্ড কমার্স	৪	১৩,৪২৫/-
৬৪)	কমলপুর নগর পঞ্চায়েত	নাই	নাই
৬৫)	ধর্মনগর নগর পঞ্চায়েত	নাই	নাই
৬৬)	টি আর পি অ্যান্ড পি জি পি	২	৪,০০০/-
৬৭)	পি ডব্লিউ ডি	২	৩১,৩২৫/-
৬৮)	আরবান ডেভলাপমেন্ট	২	৫,৫০০/-
৬৯)	ট্রান্সপোর্ট	নাই	নাই
৭০)	স্টেট নেভেল মনিটরিং সেল (আর ডি)	নাই	নাই
৭১)	জি এ (এস এ)	১	৮১৭৫/-
৭২)	ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার	১	৪,০০০/-
৭৩)	চীফ্ মিনিস্টার সেক্রেটারিটেট	নাই	নাই
৭৪)	ট্রাইবেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট	নাই	নাই
৭৫)	সায়েনস, টেকনলজি অ্যান্ড এন্ভায়রনমেন্ট	নাই	নাই
৭৬)	ডিপার্টমেন্টাল ইন্‌ক্যুইরীজ	নাই	নাই
৭৭)	আর ই ডি (পশ্চিম)	নাই	নাই
৭৮)	ল্যা' ডিপার্টমেন্ট	নাই	নাই

Admitted Un-starred Question No. :- 193

Name of MLA's :-**1. Sri Ratan Lal Nath**

2. Sri Joy Gobinda Deb Roy

3. Sri Birajit Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Employment Services & Manpower Planning be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১) ১০ই জুন ২০০২ ইং পর্যন্ত রাজ্যের বেকারের সংখ্যা কত,

২) তার মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এম এ, এম এস সি, এম কম, বি এ , বি এস সি, বি কম, দ্বাদশ শ্রেণি পাশ, মাধ্যমিক পাশ, অষ্টম শ্রেণি পাশ হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রীধারী বেকারের সংখ্যা কত, (আলাদা আলাদা হিসাব)

৩) তাদের মধ্যে কতজন বেকারের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এব ং

৪) তার মধ্যে এস টি, এস সি, ও বি সি এবং সংখ্যালঘু বেকারের সংখ্যা কত? (আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর ঃ

১) বেকারের সংখ্যা হল-৩ ৬৯, ৪০৬ জন।

২) উক্ত সংখ্যার মধ্যে ডাক্তার ১২৭ জন, ইঞ্জিনিয়ার ১৩১৭ জন, এম এ ২৯১১ জন। এম এস সি, ৫৯৭ জন। এম, কম, ৭৪২ জন। বি, এ, ২৪৯৯৯ জন, বি, এস, সি ৪৯৬১ জন। বি, কম, ৩১২১ জন। দ্বাদশ শ্রেণি পাশ ১৯৬২৭ জন, মাধ্যমিক ১,৫৫,০১৪ জন। হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রিধারী বেকার ৫৫ জন।

৩) ৩৩, ৫২৮ জন।

৪) এস, টি, ৩২৯৮, এস, সি, ৪১৫৭, ও বি সি, ৮০৪ এবং সংখ্যালঘু ৬১৮ জন।

Admitted Un-starred Question No. :- 194

Name of MLA :- **Sri Ratan Lal Nath**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the General Administration (P&T) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১) ইহা কি সত্য ত্রিপুরা Police service র DSP লেবেলের (গ্রেড-২) সম্পূর্ণ বে-আইনিভাবে সরাসরি টি, এস, আর -এর Asstt. Commandent পদে বদলী করা হচ্ছে এবং

২) ইহাও কি সত্য এর ফলে এই সব অফিসারদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, যাহা Discipuar ফোর্সের মধ্যে মোটেই হওয় উচিত নয়,

৩) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে যাদেরকে বদলি করা হয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে টি, এস, আর থে কে Withdraw করা হবে কি না ?

৪) না করা হলে এর কারণ ?

উত্তর ঃ

১) T. P.S. rules এবং T.S.R Asstt. Com. এর RR. অনুযায়ী TPS, GR II officer দের TSR এর Asstt Commandant পদে posting দেওয়া হয়।

২) এমন কোন তথ্য দপ্তরের জানা নেই।

৩) এবং ৪) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপেক্ষিত

(৩) নং ও (৪) নং প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-starred Question No. :- 195

Name of MLA :- **Sri Ratan Lal Nath**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the General Administration (P&T) Department be pleased to state

প্রশ্ন ঃ

১) ত্রিপুরা পুলিশের Grade -II অফিসাররা টি, এস, আর ক্যাডারভুক্ত কিনা ?

২) টি, এস, আর এর Asstt Commandent এর পদটি টি, পি, এস ক্যাডারভুক্ত কি না ?

৩) টি, পি, সি, Grade -II অফিসারদের টি, এস, আর-এর T.S.R. Asstt Commandent পদে Deputation এ না পাঠিয়ে সরাসরি বদলী করার কোন বিধান রয়েছে কি না ?

৪) যদি থাকে তবে সেই বিধান বা রুলস্ এ কি উল্লেখ রয়েছে ?

উত্তর ঃ

১) টি, এস, আর কোন ক্যাডার সার্বিস নয়। সুতরাং, ত্রিপুরা পুলিশের গ্রে-"টু" অফিসারদের ক্ষেত্রে টি, এস, আর ক্যাডারভুক্ত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

২) টি, এস, আর-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট পদটি টি, পি, এস, ক্যাডারভুক্ত নয়।

৩) টি, এস,আর, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট সহ যে কোন Ex-cader পদে সরাসরি বদলী করার বিধান আছে

৪) টি, পি, এস, রুলস্-এ ২৫ শতাংশ Post ডেপুটেশন Reserve হিসাবে চিহ্নিত আছে

Admitted Un-starred Question No. :- 196
Name of MLA :- **Sri Ratan Lal Nath**
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of General Administration (P&T) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন :

১) রাজ্যের স্বার্থে " The Tripura Police Service Rules 1967" সংশোধন করার কোন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না এবং

২) T. S. R. এর Asstt Commandent পদটি T.P.S. ক্যাডারভুক্ত করার কোন চিন্তাভাবনা সরকারের রয়েছে কি না ?

উত্তর :

১) রাজ্যের স্বার্থে প্রয়োজন বোধে T.P.S.Rules সংশোধন করা যেতে পারে কিন্তু এরূপ কোন পরিকল্পনা এখন নেই।

২) টি, এস, আর-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট পদটি টি, পি, এস, ক্যাডারভুক্ত করার কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Un-starred Question No. :- 198
Name of Members :- **1) Sri Ratan Lal Nath and**
2) Sri Birjit Sinha
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Employment Services & Manpower Planning be pleased to state:-

প্রশ্ন :

১) ১৯৯৮ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১২ই জুন ২০০২ ইং পর্যন্ত রাজ্য সরকার থেকে সারা রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তরে মোট কতজন বেকারকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে,
(দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

২) এর মধ্যে কতজন নিয়মিত এবং কতজন অনিয়মিত,
(দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

৩) উক্ত সময়ে রাজ্য সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলিতে মোট কত জন বেকারকে চাকুরি দেওয়া হয়েছে,
(সংস্থা ভিত্তিক হিসাব) এবং

৪) এরমধ্যে কতজন নিয়মিত এবং কতজন অনিয়মিত।
(সংস্থা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর :

১) ১০, ৯১৯ জন।
(দপ্তর ভিত্তিক হিসাব Annexure-A তে দেওয়া গেল)

২) নিয়মিত ১০, ৫৭৭ জন এবং অনিয়মিত ৩৪২ জন
(দপ্তর ভিত্তিক হিসাব Annexure -A তে দেওয়া গেল)।

৩) মোট ৭৯ জন বেকারকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে,
(সংস্থা ভিত্তিক হিসাব Annexure -B তে দেওয়া গেল)।

৪) নিয়মিত ৬৮ জন এবং অনিয়মিত-৩ জন।
(সংস্থা ভিত্তিক হিসাব Annexure -B তে দেওয়া গেল)।

অ্যানেক্সার-এ

ক্রমিক	রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের নাম	চাকুরী প্রাপকের সংখ্যা		
		নিয়মিত	অনিয়মিত	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১.	এগ্রিকালচার	২৮৬	-	২৮৬
২.	লেন্ড রেকর্ড্স সেটেলমেন্ট	৪২	-	৪২
৩.	রিফিউজি রিলিফ	২	-	২
৪.	হেলথ্ সার্ভিসেস্	৮৪৭	৪৮	৮৯৫
৫.	ফিসরিজ ডিপার্টমেন্ট	৪৬	-	৪৬
৬.	ট্রাইবেল রিসার্স	৩	-	৩
৭.	এস সি ওয়েলফেয়ার	৪	৫	৯
৮.	এস টি ওয়েলফেয়ার	৮৬	-	৮৬
৯.	ম্যানপাওয়ার	১	-	১
১০.	হায়ার এডুকেশন	১১৬	-	১১৬
১১.	সোসাল এডুকেশন	২২৫	১৬৬	৩৯১
১২.	স্কুল এডুকেশন	৩৬২	-	৩৬২
১৩.	ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স	৬৫	-	৬৫
১৪.	এনিমেল রিসোর্স ডেভ.	১৯৯	-	১৯৯
১৫.	পঞ্চায়েত রাজ	১১৫	-	১১৫
১৬.	প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী	১০	-	১০
১৭.	আই সি এ এন্ড টি	৫০	-	৫০
১৮.	ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই	১৫৯	-	১৫৯
১৯.	ফায়ার সার্ভিস	১৮০	-	১৮০
২০.	প্লেনিং ডিপার্টমেন্ট	৬	-	৬
২১.	সিভিল ডিফেন্স	১	-	১
২২.	স্মল সেভিংস	১০	-	১০
২৩.	ইকনমিক্স স্ট্যাটিকট্রিক্স	৪	-	৪
২৪.	টি আর পি, পি জি পি	৩	-	৩
২৫.	লেবার ডাইরক্টরেট	১৪	-	১৪
২৬.	কো-অপারেটিভ	৯৩	-	৯৩
২৭.	কমিশনার অব একসাইজ	৮	-	৮
২৮.	পি ডব্লিউ ডি	৭৪৪	২৭	৭৭১
২৯.	ইলেকট্রিকেল্স্	১৫৪	-	১৫৪
৩০.	ওয়াটার রিসোর্স	৩২	-	৩২
৩১.	ডি এম (ওয়েস্ট)	১২৪	-	১২৪

৩২.	ডি এম (নর্থ)	৪৬	২১	৬৭
৩৩.	ডি এম (সাউথ)	১০৯	২১	১৩০
৩৪.	ডি এম (ধলাই)	৪৯	-	৪৯
৩৫.	ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেসান জার্জ (ওয়েস্ট)	১৬	৪	২০
৩৬.	ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেসান জর্জ (নার্থ)	২৩	৪	২৭
৩৭.	ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেসান জর্জ (সাউথ)	৩৪	-	৩৪
৩৮.	এপয়েন্টমেন্ট সার্ভিসেস	১২১	-	১২১
৩৯.	ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট	২৫৯	-	২৫৯
৪০.	পুলিশ ডিপার্টমেন্ট	৫৬২১	১২	৫৬৩৩
৪১.	টাউন এন্ড কান্ট্রি প্লেলিং	৩	-	৩
৪২.	ফেক্টরিস এন্ড বয়লাস্	৪	-	৪
৪৩.	রাজ্য সৈনিক বার্ড	৫	-	৫
৪৪.	কমিশনার অব টেক্সেস্	১৪	-	১৪
৪৫.	ওয়েটস্ এন্ড মেজারস্	১৬	১	১৭
৪৬.	সায়েন্স এন্ড টেকনলজি	৫	-	৫
৪৭.	সেক্রেটারিয়েট এড্মিনিস্ট্রেশন	১৩০	২৫	১৫৫
৪৮.	ইন্কোয়ারী অথরিটি	-	১	১
৪৯.	আই জি প্রিজন	১০০	৭	১০৭
৫০.	ইয়থ প্রোগ্রাম	৬	-	৬
৫১.	ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট	২৫	-	২৫
		১০,৫৭৭	৩৪২	১০,৯১৯

অ্যানেক্সার-'বি'

ক্রমিক নং	রাজ্য সরকারের অধিগৃহীত সংস্থার নাম	চাকুরী নিয়মিত	প্রাপকের অনিয়মিত	সংখ্যা মোটা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১.	টি. আর. পি. সি.	১	-	১
২.	টি. আর. টি. সি.	৪৬	-	৪৬
৩.	টি. আই. ডি . সি.	৬	৩	৯
৪.	ফরেস্ট ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন	১৪	-	১৪
৫.	হ্যান্ডলোম এন্ড হ্যান্ডি ক্রাফ্টডস্	১	-	১
		৬৮	৩	৭১

Admitted Un-starred Question No. :- 203
Name of MLA :- **Shri Ratan Lal Nath**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the General Administration (P&T) Department be pleased to state:-

প্রশ্ন ঃ

১) রাজ্যে টি, সি, এস, এবং টি,পি, এস, অফিসারদের কতগুলি শূন্যপদ রয়েছে,
২) উক্ত পদগুলি কি পদ্ধতিতে কবে নাগাদ পূরণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর ঃ

১) টি, সি এস-৪৯টি।
টি, পি, এস- ১০টি।
২) শূন্যপদগুলি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং আশা করা যায় এ বছরের শেষের দিকে শূণ্য পদগুলি পূরণ করা যাবে।

Admitted Un-starred Question No. :- 204
Name of MLA :- **Shri Ratan Lal Nath**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the General Administration (P&T) Department be pleased to state

প্রশ্ন ঃ

১) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ইঞ্জিনিয়ারদের বিভিন্ন গ্রেডে- পদে কয়টি শূন্য পদ রয়েছে (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)
২) অবিলম্বে রাজ্যের বেকার ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের স্থির বেতনে নিয়োগ করে উক্ত শূন্য পদগুলি পূরণ করা হবে কিনা, এবং
৩) না হলে এর কারণ ?

উত্তর ঃ

১) ১১টি দপ্তর / সংস্থার তথ্য বাদ দিয়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ইঞ্জিনিয়ারদের বিভিন্ন গ্রেড-এ/ পদে ৭০১ (সাতশত এক) টি শূণ্য পদ রয়েছে। দপ্তর-ভিত্তিক হিসাব এর সঙ্গে দেওয়া হল। (ANNEXUREI)
২) উক্ত শূন্য পদ সমূহের মধ্যে ২২৪টি প্রমোশনের মাধ্যমে পূরণ করার জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং,উক্ত পদ সমূহে সরাসরি নিয়োগের কোনো সুযোগ নেই।
অবশিষ্ট ৪৭৭টি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে উক্ত পদগুলি রাজ্যের বেকার ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের স্থির বেতনে নিয়োগের কোনো সিদ্ধান্ত এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করা হয় নাই।
৩) ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন ওঠে না।
১) পূর্ত দপ্তর -৪৭৮ (পদোন্নতি-১৬৬ ও সরারি নিয়োগ-৩১২)
২) বিদ্যুৎ দপ্তর-১০৪ (পদোন্নতি-৩৯ ও সরাসরি নিয়োগ-৬৫)
৩) প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর-১
৪) পশ্চিম জেলা শাসক-৩৪
৫) জি. এ. (এস এ)-১
৬) দক্ষিণ জেলা শাসক-৫

৭) ধলাই জেলা শাসক-১৩ (পদোন্নতি ৪ ও সরাসরি নিয়োগ-৯)
৮) মৎস দপ্তর- ২ (পদোন্নতি-১ ও সরাসরি নিয়োগ-১)
৯) কৃষি দপ্তর- ৪৮ (পদোন্নতি ১০ ও সরাসরি নিয়োগ-৩৮)
১০) আই সি ই টি-১
১১) বন দপ্তর-১০
১২) শিক্ষা দপ্তর-৪ (পদোন্নতি)
মোট ৭০১

	দপ্তরের নাম ঃ	উত্তর ঃ
১.	ভূমি ক্ষয় ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তর	কোন শূন্য পদ নাই।
২	ত্রাণ ও পুনরবাসন দপ্তর	ঐ
৩)	স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তর	ঐ
৪)	তপশিলি জাতি উন্নয়ন দপ্তর	ঐ
৫)	এমপ্লয়মেন্ট মেন পাওয়ার ও প্লেনিং .	ঐ
৬)	উচ্চ শিক্ষা দপ্তর	ঐ
৭)	পঞ্চায়েত রাজ	ঐ
৮)	জি এ (পি ও এস)	ঐ
৯)	জি এ (পি ও টি)	ঐ
১০)	খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তর	ঐ
১১)	প্লেনিং ও কো-অরডিনেশন	ঐ
১২)	স্মল সেভিংস ও জি আই	ঐ
১৩)	পরিসংখ্যান দপ্তর	ঐ
১৪)	শ্রম দপ্তর	ঐ
১৫)	সমবায় দপ্তর	ঐ
১৬)	কারা দপ্তর	ঐ
১৭)	ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগ	ঐ
১৮)	রাজ্য সৈনিক বোর্ড	ঐ
১৯)	কর দপ্তর	ঐ
২০)	ওজন ও পরিমাপ দপ্তর	ঐ
২১)	নির্বাচন দপ্তর	ঐ
২২)	বিজ্ঞান , প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তর	ঐ
২৩)	ডিপার্টমেন্টাল ইনকুইয়ারিজ	ঐ
২৪)	ভিজিলেন্স অরগানাইজেশন	ঐ
২৫)	আইন দপ্তর	ঐ
২৬)	সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর	ঐ
২৭)	পুলিশ দপ্তর	ঐ

Admitted Un-starred Question No. :- 216
Name of Mamber :- **Sri Ratan Lal Nath**
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of The Rural Development Department be pleased to state :-

প্রশ্ন :

১) গত অর্থ বৎসরে এবং বর্তমান অর্থ বৎসরের ৩০শে জুন পর্যন্ত আর ডি দপ্তর আর্থিক সাহায্যে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সারা রাজ্যে কি কি প্রকল্পে কি কি কাজ হয়েছে (অর্থ বৎসর ভিত্তিক, প্রকল্প ভিত্তিক এবং পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব)।
২) উক্ত সময়ে বহু অর্থ ব্যয়িত হয়েছে (অর্থ বৎসর, প্রকল্প ভিত্তিক এবং পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর :

১ নং এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তরের তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-starred Question No. :- 221
Name of Member :-**Sri Jawhar Saha**
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Employment Services & Manpower Planning be pleased to state:-

প্রশ্ন :

১) ১৯৯৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল থকে ২০০২ ইং সনের ৩০শে জুন পর্যন্ত রাজ্য সরকারের কোন কোন দপ্তরের কতজনকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছিল,
২) এ সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কর্তৃক কোন নিয়োগনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা,
৩) যদি গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাহলে কি কি নিয়মনীতির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছিল, এবং
৪) কোন কোন প্রকার নিয়োগ নীতি না থাকিলে, তার কারণ ?

উত্তর :

১) মোট ১০,৯৫২ জনকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছিল, (দপ্তরের নাম সহ হিসাব Annaxer-A দেওয়া গেল)
২) হ্যাঁ।
৩) ত্রিপুরা সরকার কতৃক গৃহীত নিয়োগ নীতির মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছিল।
৪) প্রশ্ন উঠে না।

SL. No.	Name Of Departments under the Goverment of Tripura	Number of Persons given employment during the period 1st April,98 to 30 thJune,2002
(1)	(2)	(3)
1	Agriculture Departments.	286
2.	Land Records & Settlement.	42
3.	Refugee Relief.	2
4.	Health Service.	895
5.	Fisheries Departments.	6
6.	Research.	3

7.	S/C welfare Deptt.	9
8.	S/T Selfare Deptt.	86
9.	Directorate of Employment services& Manpower Planning.	1
10.	Higher Education.	116
11.	Social Education.	391
12.	School Education.	362
13.	Industries Departments.	65
14.	Annimal Resources.	199
15.	Panchyat Raj.	115
16.	Printing & Stationery.	10
17.	I. C. A. & T.	50
18.	Food & Civil supplies.	159
19.	Fire Service.	180
20.	Planning.	6
21.	Civil Defence.	2
22.	Small Savings..	10
23.	Statistics.	4
24.	T. R. P. & P. G. P.	3
25.	Labour Commissioner.	14
26.	Cooperative Soceity.	93
27.	Commissioner Excies.	3
28.	Chief Engg. (P. W. D.).	771
29.	Chief Engg. (Electrical).	154
30.	Chief Engg. (Water Resources).	32
31.	D. M. & Collector, West.	124
32.	D. M. & Collector, North.	56
33.	D. M. & Collector, South.	130
34.	D. M. & Collector, Dhalai.	49
35.	District Session Judge, West.	20
36.	District Session Judge, South.	34
37.	District Session Judge, North.	23
38.	Applinyment Service.	121
39.	Forest Departments.	259.
40.	Police Departments.	5675
41.	Town & Country Planner.	3
42.	Factory & Boilars.	4

43.	Rajya Sainik Board.	5
44.	Commissioner of Taxes.	14
45.	weights & Mesenes.	16
46.	Science & Tecnology.	5
47.	Secretarite Administration.	155
48.	Inspector General (Prison).	107
49.	Youth Programme.	7
50.	Housing Board.	6
51.	Election Departments.	25

Admitted Un-starred Question No. :- 236
Name of Mamber :- **Sri Ratan Lal Nath**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of The Rural Development Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১) ইহা কি সত্য, আর ডি দপ্তরে এবং ইহার আই আর ডি পি ও আর ডি সেলে দীর্ঘদিন ধরে ইন্টারনেল অডিট হচ্ছে না,
২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে কোন সাল থেকে ইনটারনেল অডিট হচ্ছে না, এবং
৩) না হওয়ার কারণ ?

উত্তর ঃ

১) ইহা সত্য নহে।
২) প্রশ্ন উঠে না।
৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. :- 265
Name of Mamber :- **Sri Ratan Lal Nath**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the General Administration (P&T) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১) ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরা রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা নন অথচ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, প্রতিষ্ঠানে সহ অধিগৃহীত সংস্থাগুলিতে আধিকারিক বা দপ্তর প্রধান হিসাবে কর্মরত রয়েছেন, তাদের নাম, এবং
২) প্রতি মাসে তাদের জন্য গড়ে কত টাকা করে বেতন-ভাতা সহ অন্যান্য খাতে রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে ব্যয় হচ্ছে তার হিসাব ? (আই এ এস, আই পি এস, টি সি এস এবং রাজ্যে কর্মরত রাজ্য সরকারের আরক্ষা কর্মী ব্যতীত)

উত্তর ঃ

১) প্রশাসনিক প্রয়োজনে এবং জনস্বার্থে কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যক্তিকে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের নাম নিম্নে দেওয়া হল----

ক) পশু পালন দপ্তর-ডঃ এ কে নন্দী
খ) কৃষি দপ্তর- শ্রী চিত্ত রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
গ) রাজ্য সৈনিক বোর্ড-শ্রী সুভাষ চন্দ্র ঘোষাল

২) তাদের জন্য প্রতি মাসে মোট ৪৬,২৪৭ (ছেচল্লিশ হাজার দুই শত সাতচল্লিশ) টাকা বেতন ভাতা বাবদ ব্যয় হয়।

Admitted Un-starred Question No. :- 280

Name of Mamber :- Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of The Rural Development Department be pleased to state

প্রশ্ন ঃ

১) রাজ্যে বিভিন্ন গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পে ২০০১-২০০২ ইং অর্থ বছরে মোট কি পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে,

২) সে ক্ষেত্রে কোন ব্লকে কত টাকা করে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে,

৩) উক্ত মঞ্জুরীকৃত অর্থে কোন ব্লকে কোন কোন প্রকল্পে কত টাকা করে ব্যয় হয়েছে, এবং

৪) ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে কোন ব্লকে কত টাকা ব্যয়ের মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে

উত্তর ঃ

১) গ্রামোন্নয়ণ দপ্তর ২০০১-২০০২ ইং অর্থ বছরে বিভিন্ন গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পে নিম্নলিখিত অর্থের মঞ্জুরি দিয়েছে

১) এম জি আর ওয়াই জে জি ম ওয়াই	-	২১৭৮.০০	লক্ষ
২) ঐ এ ই এম	-	২১৭৭.৩০	লক্ষ
৩) আই এ ওয়াই (কনট্রাকসন)	-	১৩৬৯.৪৪	লক্ষ
৪) ঐ আপ গ্রেডেশন	-	৩৪২.৩৪	লক্ষ
৫) এম জি এম ওয়াই	-	৬৯০.৯৩	লক্ষ
৬) পি এম জি ওয়াই (হাউসিং)	-	২১২৪.৯০	লক্ষ
৭) টি এম টি	-	৩৯১.৬৩	লক্ষ
৮) পি এম জি ওয়াই (ড্রিকিং ওয়াটার)	-	৮৪৩.১৫	লক্ষ
৯) পি এম জি এম ওয়াই	-	৩৫০০.০০	লক্ষ
১০) ডি আর ও এ এডমিনিট্রেশন	-	২৪৯.৭০	লক্ষ
১১) বিল্ডিং	-	৭৪.০০	লক্ষ
মোট	-	১৩৯৪২.৩৩	লক্ষ

২) কোন কোন ব্লকে কত টাকা করে মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে, তার হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

ব্লকের নাম	ই এ এস	জে জি এস ওয়াই	আই এ ওয়াই (কনস্ট্রাকসন)	আই এ ওয়াই (আপগ্রেডেশন)	পি এস জি ওয়াই (হাউসিং)
১) মেলাঘর	৫৪.০৬	৪৯.১৭৫৫	১২.০৩৭৮৪	১.৪৮৫১২	১৮.৪৭২৬৪
২) বক্সনগর	১৮.৩৩	১৭.৪৬৮০৫	৩.৪৮৭০৪	০.৫১১৪০৮	৬.৫৭২
৩) কাঁঠালিয়া	৩৪.৪১	১৭.৫৪৬১৩	৪.২৭৬১৬	০.৬৪৭৩৬	৭.৩১৬
৪) বিশালগড়	৭৮.৩৩	৭৬.৬৭৬৬৪	১৬.২১৬০৮	২.০৫৬৩২	২৪.৯২৬১৬
৫) ডুকলী	৮৮.৪৫	৮৬.৬৫২১৫	২৪.৩০৩১২	২.১১৩৪৫	২৬.৬৬
৬) জম্পুই	৫৫.৫৯	৪২.৪৪৩৪	১১.০৩৪৮০	০.৬৮৫৪৪	১৫.০২
৭) মোহনপুর	৮৮.২৯	৮৭.৮২৫৬৫	২২.৭৮৬৮৮	২.২৮৪৮০	২৭.৯৪৭২৮
৮) হেজামারা	৬০.৫৬৫	৪১.৮৯২১২	৯.১৩৫২০	০.৭৯৯৬৮	১৯.০০৭০৪
৯) জিরানীয়া	৭৭.৭৩৮	৭২.৭৮২৮৪	১৩.২১১৮৪	৩.৯০৩২	২৯.৯৫০৯৬
১০) মান্দাই	৪২.৪০	৫২.১৬৯১৬	১০.২৩৮০	১.১৪২৪	১২.৮৫৬৭২

১১) তেলিয়ামুড়া	৫৫.২৯	৫১.৩১০৬৪	৯.৪২৬১৬	১.১০৪৩২	১৬.৮৩৬৭২
১২) কল্যাণপুর	৩০.৩৬	৩০.২৪৩০৩	৪.৫৮৮০০	০.৭২৩৫২	২০.২৪৩৩৬
১৩) খোয়াই	২৭.০৬৫	২৪.২৪৩০৩	৭.৫৯৪৪০	০.৬৮৫৪৪	৯.৫৪৮
১৪) পদ্মবিল	২১.৮২	২৭.৮০৩৪৭	৭.৩৬৯১২	০.৫৫২১৬	১৩.২৬৬৮
১৫) তুলাশিখর	৩৭.৯৭	৩৫.২০১৬৭	৬.৩১২৯৬	০.৬৬৬৪	১৩.৬৬৮
অন্যান্য -	৫৫.৮৫	-	২৪৪.৭৩২৪০	৮২.৩৩৬৩২	৪৮১.৯৬৯৩৬
			আর ডব্লিউ এস		আর এস পি
১) আমবাসা	৫৪.০২	৭৭.৩৭	৩৩.৪০	৪৩.২৪	১.০৫
২) সালেমা	১০২.৮৪	১৪১.৭৫	৩২.৪৪	৬৮.৫৫	১.২৬
৩) মনু	৭৮.০৬	১৪১.৭৫	২০.৬২	৫১.১৩	১.২৫
৪) ছামনু	৩৯.০৫	৪২.২১	১৯.৩১	২৩.৫৪	০.৯২
৫) ডম্বুরনগর	৬৩.৮৮	৭২.০০	২২.৭৯	৩০.৬১	০.৯২
অন্যান্য	৮১.৩৭	-	১৫০.৭৪	২৭৮.২৮	-
মোট -	৪১৯.২২	৪৪২.১৪	২৭৯.৩০	৪৯৫৩৫	৫.৪০

ব্লকের নাম ঃ	ইএএস	জেজিএসওয়াই	আইএওয়াই (কনট্রাকমন)	আইএওয়াই (আপগ্রেডশন)	সিএমজিওয়াই হাউসিং	পিএসপিওয়াই ড্রিঙ্কিং ওয়াটার
১) দামছড়া	৩১.৯৭১	২৪.৩৮	১৪.০৪৩	১.০৪৭	১৫.৯৭৫	৩১.১৪০
২) দশদা	৯২.০৭	৭৯.৩৪৮	৩৯.৩৪৮	২.৯৫১	৪৭.৪৫২	১৫.৮০
৩) গৌরনগর	৪৫.২৯	৬০.৮৩	১৯.৭৭৩	২.৮৯৪	৪২.৪৪৫	১৮.৫০
৪) জম্পুইহীল	৩০.৮২	১৭.৬৫	৭.৬৪৭	০.৫৭১	৯.৩০২	৯.৭৫
৫) কদমতলা	৬৪.২০	৫৫.৬৬	২৮.১৪৮	৩.২৫৬	২৯.২৭	১২.৭৫
৬) কুমারঘাট	৫১.০২	৬৫.৭১	২১.১৫৪	৩.০২৭	২৫.৩১১	৯.২৫
৭) পনিসাগর	৫৪.২৮	৫২.৩৮	১৮.৭৯৭	২.৪৯৪	২৩.০৭৭	৬.৭০
৮) পেঁচারথল	৪৫.২৫	৩৯.১৩	১১.৮৫৩	১.৩৯০	১৩.৫১৬	৯.৭৫
অন্যান্য	৪.৭৮	-	২১১.৮৩	৭৪.৭০০	২৫৭.১৯২	৭৫.২০
মোট ঃ-	৪৩২.৬৮	৩৯৫.৫৭	৩৭২.৩৯৩	৯২.৩৩	৪৪৫.৮৪০	২৭০.২১
১) মাতাবাড়ী	১১৪.৭৫		২৬.৭৫	-	৪১.৪৩	১০.৬৬
২) কিল্লা	৫৭.৩৯		১০.৮০	-	১৬.৮১	৫ ৫১
৩) কাকড়াবন	৫০.১৮		১৮.৩৪	-	২৭.৮৬	৬.০৮
৪) অমরপুর	১১৪.৭৫		২৬.৯১৫	-	৪৪.৯৭	১০.৬৬
৫) করবুক	৪৩.০২		২৬.৬৯	-	৩০.৭৯	১০.৬৬
৬) বগাফা	১১৪.৭৫		১৬.২৮৭৫	-	২২.২৯	৬ ৯৪
৭) রাজনগর	৭১.৭১		৮.৮৮	-	১২.৩২	[illegible]

৮) ঋষ্যমুখ	৩৬.০২	২২.৭৬২৫	-	৩৪.৬৩	১১.০৪
৯) সাতচাঁদ	৭১.৭১	১২.৩০৫	-	১৮.১১	৮.৯৮
১০) রূপাইছড়ি	১৩.০২	৩০৩.৬১	১২১.২৭	৩৩৯.১৪৭৭৬	১০০.৫৫
অন্যান্য	-				
মোট ঃ-	৭১৭.৩১	৪৮৫.০৮	১২১.২৭	৩৩৯.০০৭৭৬	১৮৪.২৬

৩) মঞ্জুরী কৃত অর্থের ব্লক ভিত্তিক ব্যয় নিম্নরূপ ঃ-

ব্লকের নাম ঃ	ইএএম	জেজিএমওয়াই	আইএওয়াই (কন্ট্রাকসন)	আইএওয়াই (আপগ্রেডশন)	পিএসজিওয়াই (হাউসিং)
১) মেলাঘল	৫৪.০৬	৪৯.১৭৫৫	১২.০৩৭৮৪	১.১৮৫১২	১৮.৪৭২৬৪
২) বক্সনগর	১৮.৩৩	১৭.৪৬৮০৫	৩.৪৮৭০৪	০.৫১৪০৮	৬.৫৭২
৩) কাঁঠালিয়া	৩৪.৪৮	১৭.৫৪৬১৩	৪.২৭৬১৬	০.৬৪৭৩৬	৭.৩১৬
৪) বিশালগড়	৭৮.৩৩	৭৬.৬৭৬৬৪	১৬.২১৬০৮	২.০৫৬৩২	২৪.৯২৬১৬
৫) ডুকলী	৮৮.৪৫	৮৬.৬৫২১৫	২৪.৩০৩১২	২.১১৩৪৪	২৬.২৬
৬) জম্পুই	৫৫.৫৯	৪২.৪৪৩৪	১১.০৩৪৮০	০.৬৮৫৪৪	১৫.০২
৭) মোহনপুর	৮৮.২৯৫১৫	৮৭.৮২৫৬৫	২২.৭৮৬৮৮	২.২৮৪৮০	২৭.৯৪৭২৮
৮) হেজামারা	৬০.৫৬৫	৪১.৮৭২১২	৯.১৩৫২০	০.৭৯৯৬৮	১৯.০০৭০৪
৯) জিরানীয়া	৭৭.৭৩৮	৭২.৭৮২৮৪	১৩.২১১৮৪	৩.৯০৩২	২৯.৯৫০৯৬
১০ মান্দাই	৪২.৪০	৫২.১৬৯১৬	১০.২৩৮০০	১.১৪২৪	১২.৮৫৬৭২
১১) তেলিয়ামুড়া	৫৫.২৯	৫১.৩১০৬৪	৯.৪২২৬১৬	১.১০৪৩২	১৬.৮৩৬০৮
১২) কল্যাণপুর	৩০.৩৬	৩০.২৪৩০৩	৪.৫৮৮০	০.৭২৩৫২	২০.২৪৩৩৬
১৩) খোয়াই	২৭.০৬৫	২৪.২৪৩০৩	৭.৫৯৪৪০	০.৬৮৫৪৪	৯.৫৪৮
১৪) পদ্মবিল	২১.৮২	২৭.৮০৩৪৭	৭.৩৬৯১২	০.৫৫২১৬	৬.৪৮৭৬
১৫) তুলাশিখর	৩৭.৯৭	৩৫.২০১৬৭	৬.৩স১২৯৬	০.৬৬৬৪	১৩.২৬৬৮
অন্যান্য-	৫৫.৮৩	-	২৪৪.৭৩২৪০	৮২.৩৩৬৩২	৫৮৯.৭৭২
মোট-	৮২৬.৫৭	৭১৪.১৯	৪০৬.৭৫	১০১.৭০	৮৬৪.৮৮
১) আমবাসা	৫৪.০২	৭৭.৩৭	৪৩.২৪	৩৩.৪০	১.০৫
২) সালেমা	১০২.৮৪	১৪১.৭৫	৬৮.৫৫	৩২.৪৪	১.২৬
৩) মনু	৭৮.০৬	১০৮.৮১	৫১.১৩	২০.৬২	১.২৫
৪) ছামনু	৩৯.০৫	৪২.২১	২৩.৫৪	১৯.৩১	০.৯২
৫) ডম্বুরনগর	৬৩.৮৮	৭২.০০	৩০.৬১	২২.৭৯	০.৯২
মোট-	২৮৯.২৩২	৪৪২.১৪	২১৭.০৭	১২৮.৫৬	৫.৪০

ব্লকের নাম	ইএএস	জেজিএসওয়াই	আইএওয়াই (কনট্রাকশন)	আইএওয়াই (আপগ্রেডশন)	পিএসজিওয়াই হাউসিং	পিএসজিওয়াই ড্রিঙ্কিং ওয়াটার
১) দামছড়া	৩১.৯৭	২৪.৩৮	১৪.০৪৩	১.০৪৭	১৫.৯৭৫	৩১.১৩১২৮
২) দশদা	৯২.০৭	৭৯.৮৩	৩৯.৩৪৮	২.৯৫১	৪৭.৪৫২	১৫.৮০
৩) গৌরনগর	৫৪.২৯	৬০.৮৩	১৯.৭৭৩	২.৮৯৪	২৪.৪৪৫	১৮.৫০
৪) জম্পুইহীল	৩০.৮২	১৭.৬৫	৭.৬৪৭	০.৫৭১	৯.৩০২	৯.৭৫
৫) কদমতলা	৬৪.২০	৫৫.৬৬	২৮.১৪৮	৩.২৫৮	২৯.২৭	১২.৭৫
৬)কুমারঘাট	৫১.০২	৬৫.৭১	২১.১৫৪	৩.০২৭	২৫.৩১১	৯.২৫
৭) পানিসাগর	৫৮.২৮	৫২.৩৮	১৮.৭৯৭	২.৬৯৪	২৩.০৭৭	৮.০৭২
৮) পেঁচারথল	৪৫.২৫	৩৯.১৩	১১.৬৫৩	১.৩৯১	১৩.৫১৬	৯.৭৫
অন্যান্য	৪.৭৮	-	২১১.৮৩	৭৪.৭০০	২৫৭.১৯২	১৫৫.২০
মোট ঃ-	৪৩২.৬৮	৩৯৫.৫৭	৩৭২.৩৯৩	৯২.৩৩১	৪৪৫.৮৪০	২৭০.২১

আরএমপি

১) মাতাবাড়ী	১১৪.৭৫	২৬.৭৫	০.৪০৪৪১	৪১.৪৩	১০.৬৬
২) কিল্লা	৫৭.৩৯	১০.৮০	০.৩৭৭	১৬.৮১	৫.৫১
৩) কাকড়াবন	৫০.১৮	১৮.৩৪	০.৩৭৭	২৭.৮৬	৬.০৮
৪) অমরপুর	১১৪.৭৫	২৬.৯১৫	-	৪৪.৯৭	৮.১৬
৫) করবুক	৪৩.০২	১১.৬৬	-	৩০.৭৯	১০.৬৬
৬) বগাফা	১১৪.৭৫	২৬.৬৯	০.৩৭৭	৪০.৬৫	৭.৫৫
৭) রাজনগর	৭১.৭১	১৬.২৮৭৫	-	২২.২৯	৬.৯৪
৮) ঋষ্যমুখ	৩৬.০৩	৮.৮৮	·	১২.৩২	৮.১৩
৯) সাতচাঁদ	৭১.৭১	২২.৭৬২৫	০.৩৭৭	৩৪.৬৩	১১.০৪
১০) রূপাইছড়ি	১৩.০২	১২.৩০৫	-	১৮.১১	৮.৯৮
অন্যান্য	-	৩০৩.৬১	-	৩৩৯.১৪৭৭৬	১০০.৫৫
মোট ঃ-	৭১৭.৩১	৪৮৫.০৮	২.২৮৯৪১	৬২৯.০০৭৭৬	১৮৪.২৬

৪) ২০০২-২০০৩ ইং অর্থ বছরে কত টাকা কোন কোন ব্লকের মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে, তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপঃ-

ব্লকের নাম	এমজিআরওয়াই	আইএওয়াই (কন্ট্রাকসন)	আইএওয়াই (আপগ্রেডশন)	পিএসজিওয়াই
১) মেলাঘর	৪০.২২১	২.০০	৯১.৩৯২	১২.০০
২) বক্সনগর	১৫.৪৪৫	১.০০	২২.১৪৮	৬.০০
৩) কাঁঠালিয়া	১৬.০১১	১.০০	১৭.১৩৬	৬.০০
৪) বিশালগড়	৬৩.৯৯৫	৩.০০	৯৯.০০৮	২০.০০
৫) ডুকলী	৭৫.৬৩৬	৩.০০	৯.৫২৩২০	২২.০০
৬) জম্পুই	৩০.০৭৯	২.০০	৭০.৪৪৮	৯.০০

৭) মোহনপুর	৭৮.১৯১	৩.০০	১.৩১৩৭৬	২২.০০
৮) হেজামারা	২.৬৫৬০	১.০০	৬৪.৭৩৬	৭.০০
৯) জিরানীয়া	৫৮.৪৬৫	৩.০০	১.২৭৫৬৮	১৬.০০
১০ মান্দাই	৩৪.৩৫৩	২.০০	৬৪.৭৩৬	১০.০০
১১) তেলিয়ামুড়া	৩১.৯৮৭	১.০০	৪৭.৬০০	৭.০০
১২) কল্যাণপুর	২২.২৭৭	১.০০	৩৬.১৭৬	৭.০০
১৩) খোয়াই	২০.৮১৫	১.০০	৩৬.১৭৬	৭.০০
১৪) পদ্মবিল	২২.৮৭৯	১.০০	৫৫.২১৬	৬.০০
১৫) তুলাশিখর	২৩.২০৬	১.০০	৫৫.২১৬	৬.০০
১৬) মাঙ্গুয়াকামি	১৬.৯৬২	১.০০	-	৫.০০
অন্যান্য-	৭৮.৪৬৬	২২৩.৮৪৫	৮৬.৩৬৩৬৮	৩৮০‘২৪
মোট-	৬৫৩.৫৫১	২৫০৮৪৫	১৮৩.৮০৯৬৮	৫৫২.২৪

	ইএএম	এস জি এস ওয়াই	আইএওয়াই	আর ডব্লিউ ডি
১) আমবাসা	১৬.৬২	১৭.৪৮	-	-
২) সালেমা	৩১.০২	৩১.৯০	-	-
৩) মনু	২৩.১৩	২৪.৪৮	-	-
৪) ছামনু	৮.৮৩	২৪.৪৮	-	-
৫) ডম্বুরনগর	৮.৮৩	৯.৫০	-	-
অন্যন্য	-	-	-	-
মোট-	৯৪.৬৯	৯৯.৫৮	২৪৬.২৬	৬৭.৪৫

ব্লকের নাম	ইএএম	জেজিএসওয়াই	পি এস জি ওয়াই (হাউসিং)
১) দামছড়া	৯.৬৩৪	১৩.৪৯৯	-
২) দশদা	৩২.৮০৬	৪৪.৩০৮	২.২৫
৩) গৌরনগর	২৫.৪১৭	৩৩.৬৭৩	-
৪) জম্পুইহীল	৭.২৬০	৯.৮৩৬	-
৫) কদমতলা	২৪.৫৯০	৩০.৮০৭	-
৬) কুমারঘাট	২৬.৮৪৪	৩৬.৮৯২	২.৭৫
৭) পানিসাগর	২৩.২২২	২৮.৭৮২	০.৩৯
৮) পেঁচারথল	১৬.২৬৭	২১.৭০২	২.২৫
মোট	১৬৬.০৩০	২১৯.৫০০	৯.৮৭

		পিএসজিওয়াই (ডিঙ্কিং ওয়াটার)	ব্লক ভিল্ডিং
১)	মাতাবাড়ী	১.২৫	-
২)	কাকড়াবন	১.০০	-
৩)	কিল্লা	৩.০০	-

৪)	বগাফা	৬.০০	
৫)	রাজনগর	৫.৬০	১.৫৩৫৩
৬)	অমরপুর	৭.০০	-
৭)	অম্পি	২.০০	-
৮)	করবুক	৯.৫০	-
৯)	সাতচাঁদ	৪.৩৪	-
১০)	রূপাইছড়ি	৩.০০	-
	অন্যান্য	১১৭.০৮	৪.৫৭
		১৬৩.০৭	৬.১০৫৩

Admitted Un-starred Question No. :- 281
Name of Mamber :- **Sri Samir Deb Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of The Rural Development Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১) স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে রাজ্যে মোট কতটি সেল্‌ফ হেলফ্ গ্রুপ গঠিত হয়েছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)
২) কতটি সেল্‌ফ হেলফ্ গ্রোপ ব্যাংক থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ পেয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর ঃ

১) SGSY প্রকল্পের অধীনে সারা রাজ্যে ১৯৯৯-২০০০ সাল থেকে ২০০১-২০০২ এর (মার্চ) মাস পর্যন্ত মোট ১৬৩১ সেলফ্ হেলফ্ গ্রুপ (SHG) গঠন করা হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক গঠিত SHG-এর সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ-

ক্রমিক নং ঃ	ব্লকের নাম ঃ	SHG-এর সংখ্যা ঃ
১)	মেলাঘর	৫৩
২)	বক্সনগর	২৮
৩)	কাঁঠালিয়া	৪০
৪)	বিশালগড়	৭৫
৫)	জম্পুইজলা	৩৬
৬)	ডুকলি	৬৭
৭)	মোহনপুর	৬০
৮)	হেজামারা	৪৪
৯)	জিরানীয়া	৪৬
১০)	মান্দাই	৩৯
১১)	তেলিয়ামুড়া	১৩৬
১২)	কল্যাণপুর	২০
১৩)	খোয়াই	৩৬
১৪)	পদ্মবিল	২৬
১৫)	তুলাশিখর	৩৯
১৬)	কুমারঘাট	৫৭

১৭)	গৌড়নগর	৩৯
১৮)	পানিসাগর	৪৩
১৯)	কদমতলা	২৬
২০)	দমাছড়া	৩৩
২১)	পেচারথল	৮
২২)	দসদা	৭
২৩)	জম্পুইজলা	২০
২৪)	মাতাবাড়ি	৬৭
২৫)	কিল্লা	২১
২৬)	কাকড়াবন	২৬
২৭)	অমরপুর	৫৬
২৮)	করবুক	২৪
২৯)	বগাফা	৩০
৩০)	রাজনগর	৫৬
৩১)	ঋষ্যমুখ	৩০
৩২)	সাঁতচান্দ	৫৪
৩৩)	রূপাইছড়ি	২৫
৩৪)	সালেমা	১৫৫
৩৫)	আমবাসা	২১
৩৬)	ডম্বুনগর	২৫
৩৭)	মনু	৪৫
৩৮)	ছাওমনু	১৮
	মোট -	১৬৩১

২) সারা রাজ্যে এ পর্যন্ত এস জি এস ওয়াই প্রকল্পের অধীন ব্যাঙ্ক ঋণ প্রাপ্ত SHG-এর ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ-

ক্রমিক নং ঃ	ব্লকের নাম ঃ	SHG -এর সংখ্যা ঃ
১)	মেলাঘর	২
২)	কাঁঠালিয়া	৪
৩)	কুমারঘাট	২৫
৪)	গৌড়নগর	১
৫)	কদমতলা	২
৬)	মাতাবাড়ি	৬
৭)	কিল্লা	২
৮)	কাঁকড়াবন	২
৯)	সাঁতচান্দ	৮
	মোট -	৫২

Admitted Un-starred Question No. :- 282
Name of Member :- **Sri Samir Deb Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Animal Rescurces Development Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। রাজ্যে Stockman Centre/Sub Centre এর সংখ্যা কত (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)?

২। তন্মধ্যে কতটি নিজস্ব বাড়ীতে ও কতগুলি ভাড়া বাড়ীতে এবং কতটি অন্যত্র চালু আছে? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩। বর্তমান অর্থবর্ষে কতটি Sub Centre খোলা হবে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর ঃ

১। রাজ্যে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের বর্তমানে মোট ৩৫১ (তিনশত একান্ন) টি Stockman Centre/Sub Centre আছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হইল।

২। নিজস্ব বাড়ীতে ৫৬টি ও ২৯৫টি পঞ্চায়েতের দেওয়া বাড়ীতে চালু আছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হইল।

৩। বর্তমান অর্থবর্ষে ২৫ (পঁচিশ) টি Subcentre খোলা হবে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল।

জিরানিয়া ব্লক ২ (দুইটি)	কাঁঠালিয়া ব্লক ২ (দুই) টি	কাঁকড়াবন ব্লক ২(দুই) টি
মান্দাই ব্লক ৩ (তিন) টি	বিশালগড় ব্লক ১(এক) টি	কদমতলা ব্লক ২(দুই) টি
মোহনপুর ব্লক ৩ (তিন)টি	খোয়াই ব্লক ২ (দুই)টি	
ডুম্বুরনগর ব্লক ৫ (পাঁচ) টি	সাতচাঁন্দ ব্লক ৪ (চার) টি	

রাজ্যের Stockman Centre/Sub Centre ব্লক ভিত্তিক হিসাব

ক্রমিক নং ঃ	ব্লকের নাম ঃ	নিজস্ব বাড়ী ঃ	পঞ্চায়েতের বাড়ী অথবা ব্যবস্থাপনায় ঃ	ভাড়া বাড়ী ঃ	মোট ঃ
	দক্ষিণ ত্রিপুরা ঃ				
১।	মাতাবাড়ী ব্লক	২টি	১৪টি	-	১৬টি
২।	কাঁকড়াবন ব্লক	২টি	৭টি	-	৯টি
৩।	কিল্লা ব্লক	২টি	২টি	-	৪টি
৪।	রূপাইছড়ি ব্লক	-	৫টি	-	৫টি
৫।	সাতচাঁন্দ ব্লক	৫টি	৬টি	-	১১টি
৬।	বগাফা ব্লক	৩টি	১১টি	-	১৪টি
৭।	রাজনগর ব্লক	২টি	১৩টি	-	১৫টি
৮।	ঋষ্যমুখ ব্লক	১টি	৩টি	-	৪টি
৯।	করবুক ব্লক	১টি	৩টি	-	৪টি
১০।	অমরপুর ব্লক	২টি	৫টি	-	৭টি
১১।	ওমপি ব্লক				

	ধলাই জিলা ঃ				
১২।	আমবাসা ব্লক	-	৭টি	-	৭টি
১৩।	ডুম্বর নগর ব্লক	-	৩টি	-	৩টি
১৪।	সালেমা ব্লক	-	১৭টি	-	১৭টি
১৫।	মনু ব্লক	-	৮টি	-	৮টি
১৬।	ছাওমনু ব্লক	-	২টি	-	২টি
	উত্তর ত্রিপুরা ঃ				
১৭।	গৌর নগর ব্লক	১টি	১২টি	-	১৩টি
১৮।	কুমারঘাট ব্লক	-	১২টি	-	১২টি
১৯।	দজদা ব্লক	-	৬টি	-	৬টি
২০।	জম্পুই ব্লক	-	২টি	-	২টি
২১।	দামছড়া ব্লক	-	২টি	-	২টি
২২।	পেঁচারথল ব্লক	১টি	৪টি	-	৫টি
২৩।	পানীসাগর ব্লক	-	২০টি	-	২০টি
২৪।	কদমতলা ব্লক	-	৭টি	-	৭টি
	পশ্চিম ত্রিপুরা ঃ				
২৫।	মোহনপুর ব্লক	১৭টি	৫টি	-	২২টি
২৬।	হেজামারা ব্লক	৪টি	-	-	৪টি
২৭।	তেলিয়ামূড়া ব্লক	২টি	৮টি	-	১০টি
২৮।	কল্যানপুর ব্লক	-	৫টি	-	৫টি
২৯।	পদ্মবিল ব্লক	-	৭টি	-	৭টি
৩০।	খোয়াই ব্লক	১টি	৯টি	-	১০টি
৩১।	তুলাশিখর ব্লক	১টি	৩টি	-	৪টি
৩২।	মেলাঘড় ব্লক	-	১৪টি	-	১৪টি
৩৩।	বক্সনগর ব্লক	১টি	৭টি	-	৮টি
৩৪।	কাঁঠালিয়া ব্লক	-	১২টি	-	১২টি
৩৫।	বিশালগড় ব্লক	৩টি	১৮টি	-	২১টি
৩৬।	জম্পুইজলা ব্লক	-	৬টি	-	৬টি
৩৭।	ডুকলি ব্লক	১টি	১৬টি	-	১৭টি
৩৮।	মান্দাই ব্লক	-	৫টি	-	৫টি
৩৯।	জিরানিয়া ব্লক	-	৯টি	-	৯টি
৪০।	মুঙ্গীয়াবাড়ী ব্লক	-	১টি	-	১টি
৪১।	মিউনিসিপালিটি আগরতলা।	২টি	-	-	২টি

Admitted Un-starred Question No. :- 294
Name of Member :- **Sri Kajal Ch. Das**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state:-

প্রশ্ন ঃ

১। ১৯৯৯ নং সন থেকে ২০০২ ইং সনের জুন মাস অবধি AIY, PMGY ও Up-Gradation প্রকল্পে কতগুলি ঘর নির্মাণের কাজ কল্যাণপুর ব্লকে দেওয়া হয়েছে?

উত্তর ঃ

১। উক্ত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে কতগুলি ঘর কলাণপুর ব্লকে দেওয়া হয়েছে, তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ

বৎসর	আই.এ.ওয়াই (কন্ট্রাকশন)	আই.এ.ওয়াই (আপ-গ্রেডেশন)	পি.এম জি ওয়াই
১৯৯৯-২০০০১	১২৩টি	৪৩টি	নাই.....
২০০০ ২০০১	৯৭টি	৫৭টি	৬১টি
২০০১-২০০২	৭৪টি	৩৮টি	১৬০টি
২০০২-২০০৩	৭৬টি	৬৩টি	১২৩টি
মোট	৩৭০টি	২০১টি	৩৪৪টি

Admitted Un-starred Question No. :- 304
Name of Member :- **Sri Ratan Lal Nath**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural DevelopmentDepartment be pleased to state:-

প্রশ্ন ঃ

১। ত্রিপুরা রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের সংখ্যা কত (মোট জনসংখ্যার শতাংশ সহকারে)?

উত্তর ঃ

১। ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা ৩,৯৭,৭৯৮ (গ্রামীণ এলাকার ৬৬.৮১ শতাংশ)

আগরতলা পুর পরিষদ ও ১২টি নগর পঞ্চায়েত এলাকায় দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারীদের সংখ্যা ৯৫,৭৫২ জন (১৯৯১ এর লোক গননা অনুসারে) এবং উক্ত এলাকার জন সংখ্যার ২৬.৯৯ শতাংশ।

Admitted Un-starred Question No. :- 308
Name of Member :- **Shri Birajit Sinha**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the General Administration (P&T) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন ঃ

১। এড্‌হক্ ভিত্তিতে ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারীদের পদোন্নতি দেওয়ার ব্যাপারে বর্তমানে কি ধরনের ব্যবস্থা ও নিয়মনীতি চালু রয়েছে?

২। পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারী একই পদে এক নাগারে কতদিন পর্যন্ত এড্‌হক্ ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় থাকতে পারেন?

উত্তর ঃ

১। প্রচলিত সরকারী নীতি অনুযায়ী কে পদে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক প্রয়োজনে এড্‌হক্ ভিত্তিতে পদোন্নতি করা যেতে পারে। বর্তমানে এড্‌হক্ ভিত্তিতে বিশেষ প্রয়োজনে পদোন্নোতি করার পূর্বে সাধারণ প্রশাসন (কার্মিক ও প্রশিক্ষণ) দপ্তরের আগাম অনুমোদন অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়।

২। এইরূপ ক্ষেত্রে এড্‌হক্ ভিত্তিতে নিয়োগ বা পদোন্নতি কোন ক্রমেই এক বছরের বেশী সময়ের জন্য Continue করা বাঞ্ছনীয় নয়।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY, ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Monday the 2nd September, 2002

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A.M on Monday, the 2nd September, 2002.

P R E S E N T

Shri Jeetendra Sarkar, Hon'ble Speaker in the Chair, the Hon'ble Deputy Speaker, the Hon'ble Chief Minister, 16 Ministers and 39 Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ স্পীকার ঃ- আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যেকোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়গণ উত্তর প্রদান করিবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় কুমার রাংখল।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল (কুলাই) ঃ- মি: স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্‌ কোয়েশ্চেন নং ১।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মি: স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্‌ কোয়েশ্চেন নং ১।

Question

1. How many S.P.O personels have so far been officially declared deserters since its inception?

Answer

1. Total 7 (seven) numbers.

Shri Bijoy Kr. Hrangkhawl :- Suplimentary Sir, No. 1. What legal step have been taken against the deserters? No. 2. Had there been any recovary arms in apprihended. No. 3. Any records of lost of life in any encounter lastly any plan of the Government to regularised the S.P.O's or to close down? Because the nature of recruitment was not as per norms nor was their period of proper traning for minimum idea of criminal proceedure nor handling of arms.

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- ৬ জন এরেষ্ট হয়েছে এবং এক জন তদন্তে জানা গেছে যে এদের গ্রুপ ক্লেশে মারা গেছে আর্মস সব রিকভার্ড হয়েছে এবং তাদেরকে রেগুলারাইজ করার মত এমন কোন চিন্তা সরকারের নেই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই এস. পি. ও ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কি কি অপরাধে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? এবং কিছু দিন আগে উত্তর মহারাণীপুরে পত্র পত্রিকায় দেখেছি এবং আমি নিজেও কিছু কিছু জায়গাতে গিয়েছি, সবিতা দেববর্মা গত মাসের ২২ তারিখে বলরাম কবরা হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে তাকে রেপ করে এস.পি.ওরা খুন করেছে! এই ঘটনার জন্য কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে চার্চসিট গঠন করা হয়েছে কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- এমন সুনির্দৃষ্ট তথ্য নেই। তারা ডিজার্টার। কাজেই যে আইনে করবে সেই আইনেই তারা গ্রেপ্তার হবে। একজন সারেন্ডার করেছে আসাম রাইফেল্‌সের কাছে, আর বাকি ৫জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কাজেই তাদের বিরোদ্ধে মামলা চলবে। হয়ত যেটা বলেছেন এই তথ্য আমার কাছে নেই। আলাদভাবে প্রশ্ন করলে পরে তথ্য সংগ্রহ করে দিয়ে দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা, ও শ্রীপ্রণব দেববর্মা।

শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা (রামচন্দ্রঘাট) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্‌ স্টার্ট কোয়েশ্চেন নং ২

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্‌ স্টার্ট কোয়েশ্চন নং ২

প্রশ্ন

১। ২০০২ — ২০০৩ ইং অর্থ বছরের নতুন ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন খোলার পরিকল্পনা আছে কি না?

২। পরিকল্পনা থাকিলে কোন্ কোন্ মহকুমায় এবং কোন্ কোন্ বাজারে,

৩। সিমনা এলাকায় এবং চেবরী বাজারে একটি করে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

৪। না থাকলে কারণ?

উত্তর

১ নং ২ নং প্রশ্নের উত্তর

বর্তমান অর্থ বছরে নতুন কোন ফায়ার সার্ভিস স্টেশন খোলার পরিকল্প . নেই। তবে পুর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নলিখিত স্থানে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন চালু করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে —

১। ধর্মনগর মহকুমা — কদমতলা

২। কমলপুর মহকুমা — সালেমা।

৩। বিশালগড় — বিশ্রামগঞ্জ।

৪। বিলোনীয়া মহকুমা — রাজনগর।

৩। বর্তমানে সিমনা এলাকায় বা চেবরী বাজারে কোন ফায়ার সার্ভিস স্টেশন খোলার পরিকল্পনা নেই।

৪। মোহনপুর ব্লক ফায়ার সার্ভিস স্টেশন হইতে সিমনা এলাকা এবং খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া ফায়ার সার্ভিস স্টেশন হইতে চেবরী এলাকা দেখাশুনা করা হইতেছে।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা (সিমনা) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি মোহনপুর ফায়ার সার্ভিস যে সাব স্টেশন আছে এখান থেকে সিমনার দূরত্ব প্রায় ৪০ থেকে ৪২ কিমি। কোন অগ্নিকান্ডের ঘটনা হলে পরে খবর পেয়ে যাওয়ার আগেই ফায়ার ইন্‌সিডেন্ট হয়ে যায়। কাজেই এই দূরত্বটা কাভার করা একটা দুরহ ব্যাপার। এই দিক থেকে বিবেচনা করেই সিমনা একটা কর্ণারে আছে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানচিত্রে একদম বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায়। কাজেই এখানে প্রায়রিটি দিয়ে পরবর্তী সময় এলাকার মানুষের সুবিধার্থে এই রকম ফায়ার সার্ভিসের সাব-স্টেশন

খোলার জন্য সরকারের দপ্তরগুলি কোন চিন্তা ভাবনা করবে কিনা?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় সদস্য মহোদয় বর্তমান ত্রিপুরায় সারা জিলা ও সাব ডিভিশান লেভেল ফায়ার সার্ভিস নেট ওয়ার্ক চালু আছে, দেশের অন্যান্য জায়গায় নেই। তারপরেও সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্লক হেড

কোয়ার্টার যেগুলি আছে তাকে ভিত্তি করে আমরা পর্যায়ক্রমে ফায়ার সার্ভিস সাব-সেন্টার খোলার উদ্যোগ নিয়েছি। গতবছর মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে ব্লক হেড কোয়ার্টার ছাড়াও সারা রাজ্যের দুর্গম এলাকাগুলিতে ফায়ার সার্ভিস সেন্টার চালু করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েছি এবং চিন্তা ভাবনাও করছি। আর্থিক সঙ্গতির ব্যাপারও আছে। সিনাছড়ি, দামছড়া এই রকম দুর্গম অঞ্চলে আমরা খুলতে পারব কিনা আমরা তা পরিক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছি। ব্লক ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে খোলা যায় কিনা সেই প্রচেষ্টা চলছে। এই বিষয়ে বলতে পারি সিমনা এলাকাটা মোহনপুর থেকে দূরত্বে মাঝখানে হেজামারা ব্লক। পর্যায়ক্রমে সেখানে ফায়ার সার্ভিস সাব-সেন্টার খোলার আমাদের প্রচেষ্টা আছে। মোহনপুর ব্লক সেন্ট্রীর করা যায় কিনা আমরা দেখব তাহলে আরও কাছে হবে। সেই দিকে থেকে আমাদের বলার দরকার বিষয়টা নিয়ে বেশী কিছু বলা যায় না।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা খোয়াই মহকুমা কল্যাণপুর থেকে তেলিয়ামুড়া এলাকায় (কল্যাণপুর ব্লক হেড কোয়াটার) মাঝে মাঝে অগ্নিকান্ড ঘটে ওই এলাকার মধ্যে ফায়ার সার্ভিস সাব-সেন্টার খোলার বিষয়ে আমরা বিধানসভায় বার বার বলে আসছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব, কল্যাণপুর ব্লক হেড কোয়ার্টার ফায়ার সার্ভিস স্টেশন খোলার জন্য কোন চিন্তা ভাবনা রাখা হয়েছে কিনা। গুরুত্ব দিয়ে কল্যাণপুর ব্লক হেড কোয়ার্টার ফায়ার সার্ভিস স্টেশন খোলা হবে কিনা বিবেচনা করা হবে কিনা।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- কল্যাণপুর ব্লক চালু করার ব্যাপারে আমরা তালিকার মধ্যে এনেছি। ওখানে আমরা কবে করব সেটা ঠিক বলতে পারছি না। পর্যায়ক্রমে কল্যাণপুর হেড কোয়ার্টার ফায়ার সার্ভিস সেন্টার আমাদের লিষ্ট এ অন্তর্ভূক্ত করেছি ।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) ঃ- এই অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র স্থাপন করা নিয়ে মিটিং এ বার বার প্রশ্ন তুলেছি সমাধান করা সম্ভবত নেই। কলকাতা দিল্লী মোম্বাইর মত বিভিন্ন রাজ্যের শহরে দেখেছি যে প্রত্যেকে এ্যাস্টাব্লিসমেন্ট সব এবং আবাসন এইগুলিতে ফায়ার এক্সটিনগোয়িস্ট বাধ্যতামূলক রাখা। এই লেজিসলেশন রেগুলেশন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- আমরা গর্ভমেন্ট অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে বারবার যোগাযোগ রাখছি। রাজ্যের বড় বড় সিটিগুলিতে তাদের যে নর্দমা আছে আগরতলা শহরে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে বড় বিল্ডিং হলে সেই নর্দমা অনুযায়ী সরকারের কাছে পারমিশন নিতে হয়। আমরা সেখানে ফাইন এসিসটেন্স রাখা সহ বিভিন্ন এ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়েও আমরা সেই সুযোগে পারমিশনটা দেয়। আইনত বিষয়টা আমরা খতিয়ে দেখার পরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করি। আমাদের দপ্তরও এটার চিন্তাভাবনা করা উচিত।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা সারা রাজ্যে বর্তমানে কয়টা ফায়ার সার্ভিস স্টেশন আছে এবং ফায়ার সার্ভিস স্টেশন কি কি পরিস্থিতির নিরিখে এটার স্থান নির্বাচন করা হয়?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় সদস্য এখন আমার কাছে সারা রাজ্যের হিসাব নেই তবে বিকালে টোট্যাল কতটা ফায়ার সার্ভিস সেন্টার তার হিসাব দেব। কি কি পরিস্থিতিতে ব্লক হেড কোয়ার্টার নির্বাচন করা যায়, আমরা প্রথমেই মহকুমাগুলিকে প্রেফারেন্স দিই। ব্লক হেড কোয়ার্টার ইম্পরটেন্ট জায়গাটাকে ভিত্তি করেই সমস্ত রাজ্যের মধ্যে একটিভিটিজ চলে। ব্লক হেড কোয়ার্টার বেশী দূরত্ব দুর্গম অঞ্চলগুলিতে এই রকম স্টেশন ২-৪ টা জায়গায় করতে পারে কিনা সেটা আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছি এটাই হল বিষয়টা।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৫৮ স্যার।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৫৮ স্যার।

প্রশ্ন

১। প্রতি জেলায় একটি 'মহিলা থানা' স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা।

২। থাকিলে কবে নাগাদ কার্য্যকর হবে, এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ?

উত্তর

১, ২, এবং ৩ নং স্যার, আমি তিনটি প্রশ্নের উত্তর এক সাথে মিলিয়ে দিচ্ছি।

এই ধরণের কোন প্রস্তাব আপাততঃ- নেই। কিন্তু নীতিগত ভাবে আগরতলায় এই ধরণের একটি থানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা স্থাপন করার জন্য সর্বতোভাবে আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। তবে আগরতলায় সর্বপ্রথম থানা স্থাপন করার পর এটার কার্য্যকারিতা এবং অভিজ্ঞতার নীরিখেই অন্য জায়াগায় যাওয়ার প্রশ্নটা বিবেচনার মধ্যে রাখব।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যে মহিলা পুলিশ এখন প্রচুর আছে। গ্রামের সাধারণ মেয়েরা পুলিশ বাবুদের কাছে যেতে সাহস পায় না এবং তাদের মনের কথাও বলতে পারে না। ডিষ্ট্রিক্ট লেভেলে যদি থানা নাও হয়, থানাতে অন্ততঃ মহিলাদের একটা শাখা করা যায় কিনা যাতে তারা সুবিচার পেতে পারে এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমরা অলরেডি এই দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা মুভ নিয়েছি। আগরতলায় পূর্ব থানার এই ধরণের একটা সেল আমরা করেছি। এটা পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরে আছে। যেটা বলেছেন এটা যদি সাকসেসফুল হয় নিশ্চয়ই আমরা এ্যাকসেপ্ট করব। আমি প্রথমেই বলেছি যে আগরতলাতেই প্রথম আমরা এই ধরণের একটা থানা করব। মোটামোটি একটা জায়গাও আমরা চিন্তার মধ্যে রেখেছি। আর মহিলা পুলিশের সংখ্যা রাজ্যে খুব বেশী নেই। আমরা এখন স্ট্রিক্টলী ফলো করছি মিনিমাম যাতে ৫ পার্সেন্ট মহিলা পুলিশের সংখ্যাটা হয় এ্যাটলীষ্ট নিউ রিক্রুটমেন্ট যেগুলি হচ্ছে। এই সংখ্যাটা আরও বাড়ানো যায় কিনা এটা আমাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে আছে। এই ধরণের কিছু প্রশ্ন এসেছিল যে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যাটেলিয়ন করা যায় কিনা? এটা আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরে আছে। অন্যান্য রাজ্যের অভিজ্ঞতা নেওয়ার আমরা চেষ্টা করছি। এটা বলা ভাল যে আমি নিজে দেখেছি সি.আর.পির মধ্যে মহিলা আছেন। যদি সি.আর.পি.এফ - এর মধ্যে মহিলারা থাকতে পারেন তাহলে আমাদের রাজ্যে করা যাবে না কেন। এগুলি আমরা পরীক্ষা করে দেখছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- শ্রীবিল্লাল মিঞা (হাউসে – অনুপস্থিত)

শ্রীসুধন দাস এবং শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) ঃ- এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১১ স্যার।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১১ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন পদে এস. সি, এস. টিদের পদ শূন্য পড়ে আছে?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ২০০২ ইং সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কোন্ স্তরের কয়টি পদ খালি আছে?

শূন্যপদগুলি পূরণ করার কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। কিছু কিছু পদ খালি আছে।

২।	মোট খালি পদের স্তর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ-								
স্তর		এস.টি.		এস.সি.				সর্ব্বমোট	
	পুলিশ	টি.এস.আর	মোট	পুলিশ	টি.এস.আর	মোট	পুলিশ	টি.এস.আর	মোট
এ									
বি	৪৬	৩৬	৮২	১৭	১৯	৩৬	৬৩	৫৫	১১৮
সি	৬৬৭	৮১৩	১৪৮১	২৯৪	৪১৫	৭০৯	৯৬১	১২২৯	২১৯০
ডি	৩৩	৬৪	৯৭	১৭	৩৭	৫৪	৫০	১০১	১৫১
মোট	৭৪৬	৯১৪	১৬৬০	৩২৮	৪৭১	৭৯৯	১০৭৪	১৩৮৫	২৪৫৯

৩। রাজ্য পুলিশের এস.সি ও এস.টি শূণ্য পদগুলো অবিলম্বে পূরণ করার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। তবে বিভিন্ন শূন্য পদে নিয়োগের বিষয়টি একটি প্রবাহমান প্রক্রিয়া। কাজেই এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আমরা বছর তিনেকের মধ্যে একটা বিরাট অংশ শূন্যপদ পূরণ করতে সক্ষম হয়েছি।

শ্রীসুধন দাস ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই শূন্য পদগুলো পূরণ করার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় ঠিক করে এগুলি পূরণ করার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কী?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- নির্দিষ্ট মানে আমরা তো প্রশাসনিক স্তরে বলছি এ্যাজ আরলি এ্যাজ পসিব্যাল, এ্যাজ সুন এ্যাজ পসিব্যাল। যেমন ধরুন প্রমোশনের ক্ষেত্রে যেটা অতীতে দেখা গেছে কোন কমিটি ফর্ম করে, এইগুলিকে ডি.পি.সি বলে, এইগুলি করার ক্ষেত্রে যে ধরণের উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল সেইভাবে নিতে পারে নি। আমরা প্রমোশনের ক্ষেত্রে এইগুলি করেছি। দ্বিতীয়তঃ- পুলিশের বিভিন্ন স্তরে আছে তারমধ্যে কতগুলি আছে প্রমোশন পেতে হলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের অভিজ্ঞতা থাক্‌তে হবে কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা সম্পন্নযোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা কম থাকাতে যেখানে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার সেখানে আমরা এক বছর কমিয়ে দুই বছর করে প্রমোশন দিয়ে শূন্য জায়গা পূরণ করার চেষ্টা করেছি। তাতে একটা বিরাট সংখ্যক শূন্য পদ আমরা উত্তোলন করতে পেরেছি। কিন্তু যার প্রমোশন হয়ে গেল তার জায়গাটা খালি হয়ে গেল, কাজেই রেজাল্ট এ্যান্ড ভেকেন্সী সেটা ফিলাপ করতে গিয়ে আমাকে বেইজে গিয়ে ইন্টারভিউ ডাকতে হয়েছে। আমি একটা পয়েন্ট বলব টি.এস.আর. এর যে ভ্যাক্ট আমাদের আছে তাতে ২৫ পারসেন্ট এটা বাইরে থেকে নেওয়ার কথা ছিল রিজারভেশনের প্রশ্ন তাই ছিল এবং বিধানসভায়ও এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। আমরা এটা মোডিফাই করে ৭ (সেভেন) এবং ৮ (এইট) ব্যাটেলিয়ান টি.এস.আর যখন নিই তখন আমরা বলেছি এই রিজারভেশান আমরা বাইরে থেকে ফিলাপ করব না। কারণ বাইরে যারা এটাতে এপিয়ার করে তারা অনেকেই আমাদের রাজ্যের লিষ্টে পড়ে না ফলে এই পোষ্টগুলি খালি থেকে যাচ্ছে দীর্ঘ দিন যাবৎ। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে আমরা আমাদের ষ্ট্যাটের ভিতর থেকে নিতে পারছি ফলে নূতন যে ব্যাটেলিয়ান আমরা রেইজ করছি তা থেকে এই ভেকেন্সী তেমন থাকছে না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার কাছে একটা কাগজ আছে এটা ডি.জি.পির। তাতে ১৫টা পোষ্ট সি.আই. এবং এর মধ্যে মাত্র ৪ জন জেনারেল আর বাকী সবাই এস.টি, এস.সি। ১৯৯৬ইং সালে তাদের প্রমোশন হয়েছিল এবং তারা ৬ বছর ধরে এই পোষ্টে আছে।

তাদের জন্য এস.পি.ওর রিকমানডেশন আছে। তাদের পরবর্ত্তী পোষ্ট হবে ডি.এস.পি কিন্তু তারা এখনও এই পোষ্টে প্রমোশন পাচ্ছে না কারণ হচ্ছে এস.টি, এস.সি বেশী হয়ে গেছে। জেনারেল মাত্র ৪ জন। তাই এখন চিন্তা করা হচ্ছে এটাকে ব্লক ওয়াইজ ৪টা ব্লকে করলে কারণ পোষ্টগুলি সব এখন রিজার্ভ। এস.টি, এস.সিদের জন্য কিন্তু ৪টা ব্লকে প্রমোশন দিলে সেখানে একজন এস.টি, ২ জন আদারস্ অব রিজার্ভড এই রকম করে পরিকল্পনা করা হচ্ছে যার ফলে এখন যারা নিউ এস.আই. পদে আছে তাদের প্রমোশনও ব্লক হয়ে আছে। কারণ সি.আই যারা আছেন তারা যেহেতু ডি. এস. পি হচ্ছেন না কাজেই এস. আইরা সি.আই হতে পারছে না এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কি?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- এটা তো আমার এমন ভাবে জানা নেই। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব উনার কাছে যে কাগজ আছে, যে ভাবেই পেয়ে থাকেন এটা দিলে আমি পরীক্ষা করে দেখব।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিনা যে, একটা বিরাট সংখ্যক ব্যাকলগ পুলিশ এবং টি.এস.আরের ক্ষেত্রে ছিল। রিক্রুট করার ক্ষেত্রে পুলিশ এবং টি.এস.আরের ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার মেনে নূতন রিক্রুটমেন্ট করার সময় পুলিশ, পুলিশ বলতে আমি জেনারেল পুলিশকে বলছি যারা কনেষ্টবল এবং টি.এস.আর জওয়ান নিয়োগের ক্ষেত্রে সেই ব্যাকলগগুলি পূরণ করা হয়েছে কিনা এবং ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার অনুযায়ী যেটা পাওনা সেটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- আমি বলেছি অ্যাজ ফার অ্যাজ প্র্যাকটিকেল সবটাই আমরা ফলো করে চলছি।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- আমার আগের সাপ্লিমেন্টারীটা শেষ হয় নি স্যার, কারণ মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে উঠে যাওয়াতে আমি স্যার বলতে পারিনি। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কিনা যে যখন এস.টি ২৯ পারসেন্ট এবং এস.সি ১৪ পারসেন্ট ছিল তখনও ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার ১ এস.টি, ৪ এস.সি। এখন এস.টি হয়ে গেছে ৩১, এস.সি হয়ে গেছে ১৬ আরও বেড়ে গেছে কাজেই ঐ রোষ্টার ঠিক রাখা উচিত ছিল। কিন্তু কিছু কিছু দপ্তরে ষড়যন্ত্র চলছে এখানে আমার কাছে কাগজ আছে যে এক নম্বর অন রিজাভড্ করে এস.টি, এস.সি মিলিত ভাবে মাত্র ৫০ এর নীচে আর আদারস্ ৫৩ এই কারণে ১ নং আন – রিজার্ভড্ হয়ে যাবে, ২নং এস.টি হবে, ৩নং আগে এস.সি ছিল এটাকে ৪নং এ করা হবে। এই রকম করে একটা ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার অলরেডি তৈরী করা হয়েছে। অথচ এটা ১৯৯০ - ৯১ইং সালের যে এস.টি, এস.সি রিজারভেশন এ্যাক্ট এটার পরিপন্থী।

তাছাড়াও মিনিষ্টার অফ হোম অ্যাফিসারস থেকে যে প্রচার দেওয়া হয় কিভাবে এস.টি., এস.সি, রোস্টার মেইনটেইন করা হবে। এখানে ওয়ান থ্রী ছিল। এটাকে ভায়োলেট করে নতুন একটা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা এবং না থাকলে এটা সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষড়যন্ত্রের বিষয়ে আমার জানা নেই। এটাও যেহেতু উনি বলেছেন কারা কারা করেছেন এটা দিলে ভাল হবে। তবে একটা জিনিস হচ্ছে, এই বিষয়টা রিক্রুটমেণ্টের সময় এস.টি, এস.সি ওয়েলফেয়ার থেকে ক্লিয়ারেন্স নিয়ে আমরা করি এবং তারা যতক্ষন ক্লিয়ারেন্স না দেন, ততক্ষন আমরা করতে পারি না। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত লোক পাওয়া যায়নি, সেইক্ষেত্রে ফি-রিজার্ভেশান করতে গেলেও তাদের মত নিয়ে আমাদের করতে হয় । ফলে আমাদের স্টেইটে এই সময়ে আমরা যে কাজগুলি করছি আইন বিধি মেনেই আমরা করার চেষ্টা করছি। তারপরে যেহেতু কিছু নির্দিষ্ট তথ্য এনে এখানে বলার চেষ্টা করেছেন

সেগুলি আমি-তো বললাম নিশ্চয় পরীক্ষা করে দেখব। ডিপ্রাইভ করার প্রশ্ন আসেনা। ডিপ্রাইভ অনেক হয়েছে, ডিপ্রাইভ যাতে আর না হয়, সেটাই আমরা নজরদারীতে আমরা রাখবার চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক কুমার রায় । (অনুপস্থিত) মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ- অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ১৮৪ স্যার।

শ্রীবাদল চৌধুরী (অর্থমন্ত্রী) ঃ- অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ১৮৪

প্রশ্ন

১। কুটিরজ্যোতি প্রকল্পে এ পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে কতজনকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে?

২। তন্মধ্যে কতজনকে বিদ্যুৎ বিল জমা দেবার সুবিধার্থে পাসবুক প্রদান করা হয়েছে? এবং

৩। এ পর্য্যন্ত কতটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে বিদ্যুৎ বিল আদায়ের কাজে যুক্ত করা হয়েছে।

উত্তর

১। কুটিরজ্যোতি প্রকল্পে এ পর্য্যন্ত (জুলাই ২০০২ পর্য্যন্ত) মোট ৪৪,২০২ জনকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

২। এর মধ্যে ৪৩,৭২৮ জনকে পাসবুক প্রদান করা হয়েছে। বাকী ৪৭৪ জনকে পাসবুক দেওয়া শ্রীঘ্রই ব্যবস্থা হচ্ছে।

৩। এ পর্যন্ত্য রাজ্যের কোন গ্রাম পঞ্চায়েতকে বিদ্যুৎ বিল আদায়ের কাজে যুক্ত করা হয়নি।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রথমতঃ- মাননীয় মন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন, এই তথ্যটা বাস্তবে মেনে নিতে পারছিনা। আমি অনুরোধ করব মাননীয় মন্ত্রীকে এই দপ্তরের এই তথ্যটা একটু পরীক্ষা করে দেখবেন। কারণ আমার খোয়াই বিভাগে বিভিন্ন ব্লকে বেশ কিছু পরিবার এখনও পাসবুক পাননি। সংখ্যাটা ৪০০ এর উপরে হয়ে যাবে, ২-৩টা ব্লক হলে ৫০০ এর উপরে হয়ে যাবে। এই ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখার জন্য আমি অনুরোধ করব। আমার যেটা সাপ্লিমেন্টারী সেটা হল আমি দেখেছি বিভিন্ন ব্লকে টারগেট যেটা দেওয়া হয়েছে প্রতি ব্লকে ৩০০ করে কুটিরজ্যোতি প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হচ্ছে দুর্গম এলাকায় কিছু ব্লক সেখানে ৩০০ প্রকল্প করা যাচ্ছে না বা করছেন না। দপ্তরের তরফ থেকে সেখানে ইনিশিয়েটিভ কম নেওয়া হচ্ছে। কোন কোন দপ্তরে ৩০০ এর জায়গায় ৫০০ - ৭০০ করা হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে ব্লকগুলির পরবর্ত্তী বৎসরের যে টারগেট বা বেনিফিশারী সিলেকশান করেন পঞ্চায়েতসমূহ তাদের মারাত্মক অসুবিধা হচ্ছে। আগের বৎসরের যে বেনিফিশারী সিলেকটেড হয়েছে তারা পাচ্ছে না। নতুন বেনিফিশারী সিলেকটেড হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতগুলির অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই টারগেট যা ৩০০ (ব্লক ওয়াইজ) সেই টারগেট যাতে অবশ্যই পূরণ করেন তার জন্য দপ্তরের যেখানে ঘাটতি বা গাফিলতি আছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা? যাতে সরকারের নির্দিষ্ট টারগেট অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি বিভিন্ন পঞ্চায়েতে যারা বি.পি.এল ভুক্ত। তাদের মধ্যে যারা কুটিরজ্যোতি পেয়েছেন, এর মধ্যে কারো কারো চাকুরী পাওয়ার পর বা অন্যভাবে বি.পি.এলের উপরে উঠে গেছেন। এমন কিছু কিছু আছেন, যারা কুটিরজ্যোতি প্রকল্প নিয়ে ফ্যান, ফ্রীজ ইত্যাদি ব্যবহার করছেন, যেটা কুটিরজ্যোতি প্রকল্পের আওতায় পড়েনা। এইক্ষেত্রে কতজনকে এই ব্যাপারে এই প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বা নাম কেটে দেওয়া হয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য প্রথম যে প্রশ্নটা করেছেন যে, পাসবুক ফাইলে এই ধরনের সংখ্যা আরও অনেক বেশী হবে, এটা নিশ্চয়ই আমরা তদন্ত করে দেখব। ২য় যে প্রশ্নটা করেছেন যে, প্রত্যেক ব্লকে ৩০০ করে করা হয় কিনা, আসলে এগুলি সব পঞ্চায়েত সমিতি বা বি এ সির তারাই করেন এবং সেখানকার যে সমস্ত ইঞ্জিনীয়াররা আছেন তারা সবাই মিলে এটা করেন। তবে কোন কোন জায়গায় এখনও এমন পঞ্চায়েত আছে যেখানে এল টি লাইন গিয়ে পৌছায়নি ফলে সেখানে গরীব অংশের মানুষ থাকা সত্ত্বেও কুটিরজ্যোতি প্রকল্পটা সেখানে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এল,টি লাইন থেকে ৩৫ মিটারের মধ্যে যারা আছেন তাদের সিলেক্‌শন্ করবেন পঞ্চায়েত বা বি,এ,সি তাদের তালিকা অনুসারে তাদের সেখানে এটা করা হবে এবং কোন একটা বছরে যদি পার্টিকুলার ৩০০ টা কুটির পূরণ করতে না পারেন তো চেষ্টা করা হয় পরবর্তী বছরের যে প্রোগ্রাম নেওয়া হয় তাতে সেটাকে যাতে প্রথমে প্রায়রিটি দিয়ে পূরণ করা হয় এটা বলা আছে। ৩য় যে প্রশ্নটা এসেছে বিভিন্ন জায়গায় যারা কুটিরজ্যোতি এক সময় নিয়েছিলেন পরে সরকারী চাকুরী বা অন্য কোন সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন তখন তাদের সাধারণ কানেকশনের সঙ্গে সেটাকে যুক্ত করা হয়। এটা ঠিক যে, এটা হয়েছে তবে কতজনকে করা হয়েছে সেই তথ্য এখানে আমার কাছে নাই।

কুটিরজ্যোতি বেনিফিসারী সিলেক্‌শনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পঞ্চায়েতে কিছু কিছু দূর্বলতা আছে এটা চিহ্নিত হয়েছে এবং সেগুলি দপ্তর তদন্ত করছেন। যারা ভি পি এল কার্ড হোল্ডার তারাই একমাত্র এই সুযোগটা পাবেন এবং তাদের মধ্যে প্রায়রিটিটা পঞ্চায়েতগুলি ঠিক করে দেন। এছাড়া চাকুরী পেয়েছেন বা অন্য কোন সুযোগ পেয়েছেন তাদের এটা পাওয়াটা উচিৎ না, এধরণের বেশ কিছু চিহ্নিত করা হয়েছে তবে তার সংখ্যাটা এখানে আমার কাছে নাই। এই ধরণের ক্ষেত্রে তাদের সাধারণ কানেক্‌শন্ করার ক্ষেত্রে আমরা সেখানে কিছু সুযোগ দিয়ে থাকি। নরম্যালি যেখানে ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা লাগে কানেক্‌শন্ দিতে সেখানে এদের ক্ষেত্রে একটা কানেকশন পেতে কুটিরজ্যোতির যেহেতু সার্ভিস কানেক্‌শনের তার-টার এই সমস্তগুলি আগে থেকেই থাকে তাই তাদের ৩০০ টাকা দিয়ে সাধারণ কানেক্‌শন্ দেওয়া হয়।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ- স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন যে, পঞ্চায়েতগুলির এক বছরের যে টারগেট থাকে ৩০০ পার ব্লক - এ সেটা যদি সেই বছর পূরণ করা সম্ভব না হয় তো তার পরের বছর সেটাকে প্রায়রিটির ভিত্তিতে দেখা হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে , প্রথম বছরের যে টারগেটটা ছিল সেটার থেকে যে সংখ্যাটা বাদ গেছে সেটাকে তার পরের বছরের নাম সিলেক্‌শনের সময় প্রায়রিটির ভিত্তিতে দেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে পঞ্চায়েতগুলির অসুবিধার মধ্যে না পড়েন তার জন্য আগের বছরের টারগেট যেগুলি করা হয়নি অথচ সিলেক্‌শন্ হয়েছিল পোষ্ট ছিল এবং সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে যেগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে যদি না হয়ে থাকে তাহলে সেগুলি অবশ্যই যাতে পরবর্তী বছরে তার কোটা কেনসেল না করা হয় তার জন্য সিদ্ধান্ত জানানো হবে কিনা, এটা আমার প্রথম প্রশ্ন?

২য় হচ্ছে, রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পঞ্চায়েতগুলির নিজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য এবং সঠিক ভাবে বিদ্যুৎ বিল জমা করা হুকলাইন সেখানে যাতে না থাকে তার জন্য পঞ্চায়েতগুলিকে ইন্টারেস্টেড করার জন্য বিল কালেক্‌শনের ব্যাপারে পঞ্চায়েতগুলিকে যুক্ত করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে আমরা শুনেছিলাম এবং বিধানসভাতেও এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছিল যে, পঞ্চায়েতের আয় বাড়বে, হুক লাইন কমবে এই বিষয়গুলি পঞ্চায়েতের নজরদারীতে থাকবে। কিন্তু এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এখন পর্য্যন্ত কোন পঞ্চায়েতকে এই বিল আদায়ের কাজে যুক্ত করা হয়নি। তো এই ব্যাপারটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা, কারণ পঞ্চায়েতগুলির পক্ষ থেকে অনেক ক্ষেত্রে নাম সিলেক্‌শন্ করে দেওয়া হয়েছে, ব্লক ওয়াইজ দুই তিনটা

পঞ্চায়েতকে এটা কালেক্‌শন্ করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, প্রথমত যেটা হচ্ছে, পঞ্চায়েতের বিল কালেক্‌শনের সম্পর্কে দপ্তরের সিদ্ধান্ত এখনও আছে। যে পঞ্চায়েত দায়িত্ব নেবেন সে তার এলাকার কুটিরজ্যোতি বিল কালেক্‌শন্ করবেন তাতে বিল ১৫ টাকা হলে পঞ্চায়েত ৫ টাকা পাবেন আর ১০ টাকা তারা ডিপোজিট করবেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন পঞ্চায়েত এগিয়ে আসেন নি বা যারা এই দায়িত্ব নিতে চান তাদের সেই নামের তালিকা আমাদের দপ্তরের কাছে আসেনি। যদি এরকম এসে থাকে নিশ্চয়ই তাদের হাতে এই দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে মানে কুটিরজ্যোতি বিল সংগ্রহ করার দায়িত্ব।

২য় হচ্ছে, কুটিরজ্যোতি যেটা আমরা করেছি সেটার তো ভাল দিক হচ্ছে গরীব অংশের মানুষের কাছে আমরা বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পারছি, কিন্তু তার সুযোগটা আবার কিছু লোক নেওয়ার চেষ্টা করছে, এখানে নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া আছে দুইটা বাল্‌ব্ -এর। কিন্তু একবার কানেক্‌শন্ করলে তারা দুইটা বাল্‌বের মধ্যে থাকছে না। সেখানে তারা খুশিমত বালব্ জ্বালাচ্ছেন। তো এই ধরনের অভিযোগ যেগুলি পাওয়া যাচ্ছে তার ভিত্তিতে দপ্তর সেগুলি দেখছেন। আর যেটা বলেছেন যে, কুটির জ্যোতি লাইন আগের বছর যারা পায়নি তারা যাতে তার পরের বছর সেটা পেতে পারেন সেটা দেখা হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই কুটিরজ্যোতি প্রকল্প একটি বিশেষ প্রকল্প। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই কুটির জ্যোতি প্রকল্প যাদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে তাদের বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে এক বাড়ি থেকে আরেকটি বাড়ীতে লাইন নিয়ে যাচ্ছে। এরফলে প্রচুর বিদ্যুৎ সরকারের এমনিতেই চলে যাচ্ছে এবং ক্ষতি হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো - এই কুটির জ্যোতি প্রকল্প যেহেতু এটা একটা বিশেষ প্রকল্প - এই প্রকল্পতে বর্তমানে কত বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মি: স্পীকার স্যার, এই প্রকল্পে কত বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে তাতো বলা সম্ভব নয়। তবে এই কুটির জ্যোতি প্রকল্পে যাদের বাড়ীতে সংযোগ দেওয়া হয়েছে তারা ৬০ পাওয়ারের বাল্ব ব্যবহার করতে পারবেন এবং সর্বাধিক ১২০ ওয়াট বিদ্যুৎ তারা ব্যবহার করতে পারবেন। এখন তারা যদি এর বেশী কেউ ব্যবহার করে থাকেন তাহলে সেটা আইনত অপরাধ। আর এই প্রকল্পে কত বিদ্যুৎ খরচ হয় সেটা আলাদাভাবে বলা সম্ভব নয়। এটা বলা সময় সাপেক্ষ।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই প্রকল্পে কত বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে এটা কি দপ্তরের জানা থাকবে না?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মি: স্পীকার স্যার, এটাতো বলা সম্ভব নয়। এটা বলতে হলে প্রত্যেক কন্‌জিউমারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখতে হবে তারা কত বিদ্যুৎ কন্‌জিউম করছেন। তবে এখন এই প্রকল্পে প্রত্যেক কনজিউমারের বাড়িতেই মিটার বসানো হচ্ছে - তারা কত বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন সেটা দেখার জন্য।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই কুটিরজ্যোতি প্রকল্পে গত ২০০১ - ০২ অর্থ বছরে যে টার্গেট ছিল সেই টার্গেটের যেটা ফুলফিল্ করা সম্ভব হয়নি সেগুলি প্লাস বর্তমান আর্থিক বছরের যে টার্গেট সবগুলিই বর্তমান অর্থ বছরেই কানেকশান দেওয়া হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মি: স্পীকার স্যার, আমি তো আগেই বলেছি যে, মাঝখানে আমাদের তারের সংকট দেখা দিয়েছিল তাই এই প্রকল্পে কানেকশান দেওয়া কিছুদিন বন্ধ ছিল, এখন তার আসায় এইগুলি দেওয়া শুরু হয়েছে। এবং যথাসম্ভব এইগুলি দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্য সরকারের ডুম্বুর প্রকল্পে জলাশয় নির্মাণের ফলে যে সমস্ত

উপজাতি পরিবার উচ্ছেদ হয়েছিল, তাদেরকে এই কুটিরজ্যোতি প্রকল্পে বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য সরকার পরিকল্পনা নিয়েছেন। এটা যদি সত্যি হয় তাহলে পরে এখন পর্য্যন্ত কত উচ্ছেদকৃত উপজাতি পরিবারকে এই প্রকল্পে কানেকশান দেওয়া হয়েছে?

তারপরও আমি শুনেছি যারা শোনাইছড়ি বা অমরপুরের বিভিন্ন এলাকায় এই ডুম্বুর থেকে উচ্ছেদিকৃত পরিবারগুলি বসবাস করছেন তাদের সকলকেই এই কুটিরজ্যোতি প্রকল্পের আওতায় আনা হবে এবং এটা কতটুকু কার্যকরী করা হয়েছে তৃতীয় প্রশ্ন হলো ইহা কি সত্য যে, এই কুটির জ্যোতি স্কীমে বেনিফিসিয়ারিজদের নাম বিভিন্ন ব্লক থেকে সিলেক্ট করা হচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে শুধু সি, পি, আই (এম) সমর্থক পরিবারগুলিকেই সিলেক্ট করা হচ্ছে এবং কংগ্রেস (আই) বা আই, এন, পি, টি,র সমর্থক পরিবার যারা আছে তাদের দেওয়া হচ্ছে না। এটা বন্ধ কার হবে কি না?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন ডুম্বুর থেকে উচ্ছেদকৃত কতগুলি পরিবারকে এই কুটিরজ্যোতি প্রকল্পে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়েছে এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। তবে এটা ঠিক যে আমাদের রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই উচ্ছেদিকৃত প্রত্যেকটি পরিবারকেই এই প্রকল্পে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে বিভিন্ন ব্লক এবং পঞ্চায়েতগুলি আমাদের সাহায্য করছেন। আমি মাননীয় সদস্যদেরও অনুরোধ করছি ডুম্বুর থেকে উচ্ছেদকৃত কোন পরিবার যদি এখনো কানেকশান না পেয়ে থাকে এই কুটির জ্যোতি প্রকল্পে, এটা তাদের জানা থাকলে এবং আমাদের দিলে আমরা তাদের বিদ্যুৎ কানেকশান দেবার জন্য বিবেচনা করব। আর এখানে মাননীয় সদস্য যে বলেছেন এই কুটিরজ্যোতি প্রকল্পে বেনিফিসারিজ সিলেকশন করতে গিয়ে কেবলমাত্র সি, পি, আই (এম) সমর্থক পরিবারকেই দেওয়া হচ্ছে অন্যদের দেওয়া হচ্ছে না, এটা ঠিক নয়। এই প্রকল্পে বেনিফিসিয়ারিজ সিলেকশান করা হয় যাদের বি, পি, এল কার্ড আছে তাদের থেকে। কাজেই এই ক্ষেত্রে কংগ্রেস বা সি, পি, এম বা আই, এন, পিটি ইত্যাদি দেখা হচ্ছে না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- স্যার, বি, পি, এল কার্ড তো বিরোধী দলের সমর্থক পরিবারগুলির আছে, কিন্তু তারা তো পাচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) ঃ- মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৫৩।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ- মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৫৩।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট জনসংখ্যার কত শতাংশের নামে রেশন কার্ড প্রদান করা হয়েছে? এবং

২। উক্ত রেশন কার্ড হোল্ডারদের কত শতাংশকে বি.পি.এল রেশন কার্ড ইস্যু করা হয়েছে?

উত্তর

১। ১০০ শতাংশের নামে রেশন কার্ডপ্রদান করা হয়েছে এবং

২। ৪০.৮৬ শতাংশকে বি.পি.এল রেশন কার্ড ইস্যু করা হয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ৪০.৮৬ শতাংশ বি.পি.এল রেশন কার্ড ইস্যু করা হয়েছে এতে কত সংখ্যক মানুষের সুবিধা ভোগ করছেন এবং এই যে ৪০.৮৬ শতাংশ বি.পি.এল রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে

তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চাল সহ বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকেন, এটা কবে থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এই সুযোগগুলি দিচ্ছে?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা জানতে চেয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ৪০.৮৬ শতাংশ পরিবারকে তথা ২ লক্ষ ৯৫ হাজার পরিবার তারমধ্যে ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭৭৬টি বি.পি.এল এবং ৪৫ হাজার ২শত ২৪টি অন্তদয় অন্নযোজনা প্রকল্পে (এখানে অন্তদয় যোজনা সেটাও বি.পি.এল পরিবার থেকে এসছে) পরিবারকে বি.পি.এল ভুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত চাল ভারত খাদ্য নিগম থেকে সংগ্রহ করে বি. পি. এল পরিবার ভুক্তদেরকে যথারীতি সরবরাহ করা হচ্ছে। বি.পি.এল ভুক্ত রেশন কার্ডে মোট জনসংখ্যার ১১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫৫৫ জন। স্যার, এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল ১.৪.১৯৮৭ ইং সাল থেকে। তার মধ্যে পরবর্তীকালে যখন অন্তোদয় হয়েছে সেটা রিভাইজড হয়েছে। এগুলি সময় সময় যেভাবে আসছে সেইভাবে করা হচ্ছে।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, উনি গত মার্চ মাসে এই বিধানসভায় ৪.৩.২০০২ইং তারিখ এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৩৩ লক্ষ ৪ হাজার ৩৫৫ জন নাগরিকের নামে রেশন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যদিও রাজ্যের লোক সংখ্যা হলো ৩১ লক্ষ ৯১ হাজার ১৬৮ জন, এখানে ৩৩ লক্ষ ৪ হাজার ৩৫৫ জনের নামে রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে। এবং এর মধ্যে ১ লক্ষ ৫১ হাজার ১৫৭ জনের নামে বি.পি.এল. রেশনকার্ড অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। আমি কেলকুলেশন করে দেখেছি ২৮.৭৯ শতাংশ মানুষ বি. পি. এল সাহায্য পাচ্ছে আপনার কথামত। আপনার আজকের কথামতও পাওয়া যাচ্ছে ১১ লক্ষ ৯৫৫ জন। যাই হউক, হিসাব করলে দেখা যায় কতজন পাওয়ার কথা ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার ১৬০ জন মানুষ পাওয়ার কথা অর্থাৎ ৪০.৮৬ শতাংশ। তাহলে এই ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ১৬৩ জনের চাল কোথায় যাচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মাহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, মাননীয় সদস্য জনসংখ্যার কথা বলেছেন। তখন শুধু বি. পি. এল ভুক্ত পরিবারের যে সংখ্যা যেটা ছিল পরবর্তীকালে অন্তোদয় সংখ্যাটা যখন বাড়ল তখন এটা এড হয়েছে। আমরা এটা দরকার করে এই সংখ্যাটা মানে বি. পি. এল থেকে যেটা মাইনাস হয়ে অন্তোদয় হয়েছে সেটাও পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম রাজী ছিল না পরে এটাও তারা এড করেছেন। ফলে এই সংখ্যাটা বেড়েছে। কাজেই, এখানে সংখ্যাটার যে তারতম্য দেখাচ্ছে এটা পরবর্তীকালে এটা হয়েছে। কাজেই এটা কাউকে মিসটেক করার জন্য নয়।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কথাটা বুঝলাম না। উনি আজকেও হাউসে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে ১১ লক্ষ - এর মত নাকি বি. পি. এল রেশন কার্ডে সাহায্য পাচ্ছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ- জনসংখ্যা।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- ইয়েস, আমার বক্তব্য হলো ৪০.৬৮ শতাংশ মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চাল সহ বিভিন্ন সাহায্য দিচ্ছে। কেলকোলেশনে দেখা যাচ্ছে ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার ১৬০ জন পাওয়ার কথা, তাহলে এই চালগুলো কি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে? সাধারণ মানুষ বি. পি. এল পরিবারের মানুষ ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ১৬৩ জন তারা কারা এবং তাদের টাকাগুলো কেন মেরে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী এই ব্যাপারে বলবেন কিনা? ভুল বলে হাউসকে বিভ্রান্ত করলে তো হবে না।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ- স্যার এই বিষয়ে টাকা মারার প্রশ্ন না, প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বি. পি. এল পরিবার সেই

পরিবার, সেই বি. পি. এল পরিবারের জনসংখ্যার ভিত্তিতে সেটা এসেসমেন্ট করে আর. ডি দপ্তর যে পরিবারগুলোকে বি. পি. এল হিসাবে চিহ্নিত করেছে সেই তালিকা অনুযায়ী সেখান থেকে সিলেক্শান করে এটা দেওয়া হচ্ছে। এইগুলো পঞ্চায়েত সিলেকশান করছে। কাজেই উনি সংখ্যাটা যে ভাবে দেখছেন সেই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই। আমার কাছে যে তথ্য আছে সেটা হচ্ছে বি. পি. এল পরিবার কার্ডের সংখ্যা কত এবং তার মধ্যে জন সংখ্যা কত আছে। কোন পরিবারের সংখ্যা হয়তো বেশী থাকতে পারে আর কারোর হয়তো সংখ্যা কম থাকতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই না যে এখানে চুরি করা হচ্ছে এটা মাননীয় সদস্য বিভ্রান্ত করতে চাইছে।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী একটু আগে বলেছেন বিরোধী দল কংগ্রেস এবং অন্যান্য যে দলগুলো আছে তাদেরকে বি. পি. এল কার্ড দেওয়া হচ্ছে না। এখানে হাতেনাতে প্রমাণ হয়েছে দপ্তর বা সরকার চুরি করছে, কাদের চাল ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ১৬৩ জন তাদেরকে বি. পি. এল চাল দেওয়া হচ্ছে না। চাল দিল্লি থেকে এসছে মন্ত্রীও স্বীকার করছেন কিন্তু তাদেরকে কেন দেওয়া হচ্ছে না। ৪০.৯৮ শতাংশ হিসাবটা করলে দেখা যাবে ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার ১৬০ জন পাওয়ার কথা আজকে হাউসে দাঁড়িয়ে বলছেন ১১ লক্ষ ৯৫৫ জনকে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে দুই লক্ষ লোকের চাল কোথায় যাচ্ছে?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, যেটা সেনসাস্ হয়েছে সেই সেনশাসের উপর ভিত্তি করে এই ৪০.৮৬ শতাংশ যেটা সেংশান হয়েছিল সেই ১৯৯১ ইং সালে যে সেংশাস হয়েছে সেই সেংশাস থেকেই চাল আসছে। এটার নতুন করে আমরা কোন সেংশান দিইনি। আগে যে জনসংখ্যা ছিল সেটার উপর ভিত্তি করে এখন চাল দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- আপনি বলেছেন লোকসংখ্যা ৩১ লক্ষ আর রেশন কার্ড দিয়েছেন ৩৩ লক্ষ।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এটা পরিস্কার ভাবে বলতে চাই এটা ৩৩ লক্ষ বা ৩৫ লক্ষও হতে পারে এটা ব্যাপার না, এটা পুরোপুরি সেংসানের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার যে সেংসাস করেছে সেই সেনসাসের ভিত্তিতে চাল দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা যে রেশন কার্ড সেংসাস করেছি তার উপর ভিত্তি করে আমরা দিতে পারছি না। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই ফিগারটা ঠিক করে দেওয়া।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে হিসাব এখানে দিয়েছেন বি. পি. এল সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু আমার এলাকাতে ঠিক তার বিপরিত হচ্ছে। যেমন স্যার তীর্থমুখ গাঁওসভাতে ডম্বুর প্রজেক্ট বাদ দিয়ে সেখানে ২৮৫টি পরিবার আছে এবং সবাই জুমিয়া চাষী। সেখানে ২৮৫ জনকেই প্রথমে বি. পি. এল কার্ড দেওয়া হয়েছে এবং তারা জুমিয়া বলেই তারা কার্ড পেয়েছে কিন্তু স্যার এখন সেখানে পঞ্চায়েত - এর গাঁওসভার মধ্যে যে বই বের করা হয়েছে সেখানে বি. পি. এল পরিবার মাত্র ২১০ জন আর বাকিগুলো কেটে দেওয়া হলো। ভগিরথ গাঁওসভা সেটা হচ্ছে গন্ডাছড়ার ডম্বুর নগর ব্লকের আন্ডারে সেখানে ৩৩৫ টি পরিবার ভগিরথ পাড়া গাঁওসভা। সেখানে ৩৩৫ টি পরিবারকেই দেওয়া হয়েছিল বি. পি. এল কার্ড।

কিন্তু তার পরবর্তী সময় তাদেরকে কেটে ২৮৫ পরিবারকে বি. পি. এল-এর কার্ডের মাধ্যমে চাল সরবরাহ করছে। এইভাবে প্রতিবছর প্রতিটি গাঁওসভাকে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নির্দেশ আছে কি না যে প্রথমে যে বি. পি. এল পরিবার চিহ্নিত করা হয়েছিল তাদেরকে কমিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের আছে কিনা এবং কি ভাবে এইগুলি কমানো হচ্ছে?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, মাননীয় সদস্য যদি আরেকটু পরিস্কার ভাবে বলেন তাহলে উত্তরটা দিতে সুবিধা হবে, কারণ এইরকম তো কোন পরিবার কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, কেন্দ্রীয় সরকারের যে নির্দেশিকা আছে

এই বি. পি. এলের যে সিলেকশান্ পদ্ধতি সেটা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হয়। সেখানে সরকার থেকে ব্লক ওয়াইজ্ যে সংখ্যাটা নিদ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, পঞ্চায়েতে সেটা পপুলেশান ওয়াইজ বন্টন করে দেন। পঞ্চায়েতের লিষ্ট থেকে ঠিক করে নেন যে কোন পরিবার পাবেন সেটা সংসদ করে নেন বা গভর্ণমেন্টকে জানান। কাজেই এটা সংখ্যা বাড়ানো বা কমানোর কোন প্রশ্ন নেই, যে টারগেট দেওয়া আছে সেই টারগেট অনুযায়ী এটা হয়, এটা কেউ বাড়াতে বা কমাতে পারে না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- স্যার, কথাটা পরিস্কার হলো না।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য কাজল বাবু।

শ্রীকাজলচন্দ্র দাস ঃ- সাপ্লীমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন,

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ- আমাদের যে সার্ভে আছে সেই অনুযায়ী ৬৭ পার্সেন্ট-এর উপর হচ্ছে বি. পি. এল পরিবার, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দিচ্ছে ৪৬.৮৬ পার্সেন্ট। কাজেই গ্যাপ তো থাকবেই।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- স্যার, ৬৬.৮১% সুতরাং অসত্য বললে তো আমি দাড়াবো, আমি উনাকে বসিয়ে দেব কথা উল্টোপাল্টা বললে চলবে না এখানে, এখানে পরশুদিন উত্তর দিয়েছেন তাহলে আজকে ৬৭ পার্সেন্ট-এর উপর বলে কেন?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সমস্যাটা হচ্ছে এখানে আমাদের আর. ডি. মিনিষ্টার বলেছেন আমরা স্টেট্ থেকে সার্ভে করে এখানে পেয়েছি কিন্তু এই সংখ্যাটা কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে না। এখন প্রশ্ন দাড়াচ্ছে তারা যেই ফিগারটা দেয়, ফিগারের ভিত্তিতে এলোকেশানের প্রশ্ন থাকে সবটা মনে করে কি না ফুড মিনিষ্টার বলতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন যেটা দাড়াচ্ছে একটা সংখ্যা তারা যা ফিক্সড্ করে দেয়, এই সংখ্যাটা ভাগ করে বিভিন্ন ব্লকে পাঠানো হয়, ৬৮ পার্সেন্টের যে সংখ্যাটা এটা আর কভার করা যাচ্ছে না ফলে সেখানে গ্রিভেন্স থেকেই যাচ্ছে, এটা শাসক দল বিরোধী দল সবারই গ্রিভেন্স থাকবে। আমরা একটা ব্লকে গিয়ে দেখলাম, আমাদের যে এসেসমেন্টে তারা আইডেনটিফাইড় হয়েছেন - দে লিভ্ বিলো পোভারটি লাইন, কিন্তু ফিক্সড্ করে দেওয়া হলো ১১০ জন বা ১৫০ জন, নেচারেলী যেটা ১৫০ হবে সেখানে ৫০ বাদ পড়ে যাচ্ছে, ঐ ৫০-এর মধ্যে গ্রিভেন্স থেকেই যাচ্ছে, সত্যিই এটা একটা প্রেক্টিক্যাল্ প্রোবলেম্, এই প্রোবলেমটা সলভ্ করার জন্য আরও সমস্যা করে দিয়েছে, ভারত সরকার বলছে বি. পি. এল নাকি ভারতবর্ষে ২৬ পার্সেন্টের নিচে চলে গেছে, তাহলে আমাদের ব্যবস্থা কি হবে আমরা বুঝতে পারছি না। এক সময় ত্রিপুরাতে সেভেন্ পার্সেন্ট বলেছিল, ফলে এই ফিগারটা নিয়ে যে প্রশ্নটা বলছেন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব তারা ফুড় ডিপার্টম্যান্ট এবং আর. ডি ডিপার্টম্যান্ট থেকে তারা বিষয়টা দেখে যদি সময় থাকে তাহলে বিধানসভার মধ্যে বলতে পারেন অথবা এই যে একটা মিস্ গিলিংস হচ্ছে, ইনফরমেশান্ গেপ তাতে হয়ত কিছু বিভ্রান্তি তৈরী হচ্ছে এটা দুর করার জন্য একটা পাবলিক স্টেটম্যান্ট করে ব্যাপারটা পরিস্কার করা উচিৎ। আমরা চাই অধিকাংশ মানুষ যাতে রেশনের সস্তা দামের জিনিষগুলি পায় এটা হচ্ছে আমাদের মুল এবং এটা পেতে গেলে কার্ড পেতে হবে এবং কার্ড পেতে গেলে বি. পি. এল-এর যে এড়ভান্টেজ্ তাতে বি.পি.এল কার্ড না পেলে হবে না। দিস্ ইজ্ ফেক্ট।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- দিল্লি থেকে তো দিচ্ছে শতকরা ৮৬ ভাগ, এটা হলে কত দাঁড়ায় ১৩ লক্ষের উপরে। মন্ত্রী বেনিফিট দিচ্ছে কয়জনকে ১১ লক্ষকে, বাকী ২ লক্ষটা কোথায়?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে সংখ্যাটা যেটা আমি বলছি, এটা এগজামিন করে যে গ্যাপটা থাকবে সেই গ্যাপটা কেন কি কি ব্যাপার কত সংখ্যার ভিতরে তারা দিচ্ছে সেটা একটা স্টেটম্যান্ট করার

দরকার আছে, এটা না হলে একটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে। তাহলে নিশ্চয়ই একটা যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য থাকবে তাতে মনে করার কোন কারণ নেই। এই চালটা আলাদা করে তুলে নিয়ে কেউ বিক্রি করে দিচ্ছে, এটা করা সম্ভব না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- তাহলে স্যার, তদন্ত করা হোক।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- না আমি তো বললাম, তদন্ত হোক। আমিই তো বললাম আপনাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছেন আর ডি এবং ফুড ডিপার্টমেন্টের এই যে ফিগার এবং আপনারা যেটা বলেছেন এবং আমাদের যে চাউলটা এফ, সি, আই থেকে দিচ্ছে সবটা মিলে হিসাব করে দিক তাতে অসুবিধার কি আছে?

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- প্রায় ৩ লক্ষের মত মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে, কারা হচ্ছে তা আমি জানি না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- যদি তাই হয়, তাহলে তো সেটা দেখতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- শ্যামাচরণবাবু আর না। শেষ হয়েছে তো।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা যে ছামনু ব্লকে যাদের বি, পি, এল কার্ড নতুন করে ইস্যু করা হয়েছে জানুয়ারী মাসে তারা এখনও চাউল পাচ্ছে না। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছিলাম। এবং তার পর আমি এস ডি ওর কাছেও গিয়েছিলাম, এস, ডি ও বলল যে বি ডি ও ইস্যু করে রেশনের বি, পি, এল কার্ডগুলি – এস, ডি, ও অফিসে জমা দেয় নাই এবং রেজিসট্রেশন করে নাই ফলে তাদের জন্য চাউল বরাদ্ধ করা যাচ্ছে না। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছিলাম কিন্তু উত্তর পাই নাই। এই সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যমাচরণ বাবু আমি উত্তর দিয়েছি, আপনার চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং চিঠি পেয়ে আমি ফুড কমিশনার-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং বলি বিকেলের মধ্যে তথ্য দিতে হবে। তার ভিত্তিতে তিনি যেটা জানান, এই নতুন কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কিছু মহকুমা শাসক অফিস স্তরে কিছু সমস্যা আছে। এই ছামনুর প্রশ্নে যে প্রশ্ন সেখানে কিন্তু সমস্যাগুলি দূর করার জন্য বলা হয়েছে কমিশনারকে। এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, সেটা যেন মেম্বার কনসার্নকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়। সেখানে কি সমস্যা আছে।

মিঃ স্পিকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ নাথ।

শ্রীসুবোধ নাথ ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫৪

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার, ৫৪

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ধর্মনগর মহকুমাধীন কদমতলা ব্লক এলাকার কদমতলাতে একটি ১৩২ কে ভি সাব - স্টেশনের জন্য উপযুক্ত জমি না পাওয়ায় উক্ত প্রকল্পটির কাজ বন্ধ হয়ে আছে।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে দপ্তর জমির জন্য কোনও পদক্ষেপ নিয়েছ কি, এবং

৩। নিয়ে থাকিলে, উক্ত সাব স্টেশনের কাজ কবে থেকে শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। ধর্মনগর মহকুমাধীন কদমতলা ব্লক এলাকায় ১৩২ কে ভি সাব স্টেশন নির্মাণের কোন পরিকল্পনা দপ্তরের নেই। কদমতলায় একটি ৩৩ কে ভি সাব স্টেশন স্থাপনের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত ১x৫ এম . ভি.

এ ৩৩। ১১ কে ভি সাব স্টেশন নির্মাণের জন্য সরসপুর মৌজায় শিক্ষাদপ্তরের একটি জমি চিহ্নিত করে বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে হস্তান্তরের সম্মতি শিক্ষাদপ্তর থেকে পাওয়া গেছে।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

৩। প্রস্তাবিত ৩৩ কে. ভি সাব স্টেশনটির নির্মাণের দরপত্র ইতি মধ্যেই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। আশা করা যায়। উক্ত সাব - স্টেশানটির নির্মাণ কাজ অতিসত্বর শুরু করা যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৬।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৫৬

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি খাদ্য গুদাম আছে,

২। ইহা কি সত্য যে আমবাসা মহকুমার গঙ্গানগরে খাদ্য গুদাম থাকা সত্বেও খাদ্য মজুত করা হয় না?

৩। সত্য হলে তাহার কারণ কি?

উত্তর

১। ১০৫ টি (একশত পাঁচ) টি।

২। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

৩। গঙ্গানগরের খাদ্য গুদামের অবস্থা মাল মজুতের অবস্থায় না থাকায় কোন মাল মজুত করা হয় না।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমবাসাতে যে ব্লক ঐখানে ডিসটেন্স্ পকেট এলাকা আছে ১৯ টি। তার মানে ডিসটেন্স পকেটে যে কাজকর্ম মাসে ১০ থেকে ১৫ দিন মেইনটেইন করে এই জুমিয়া প্রত্যন্ত এলাকাতে দেওয়া হয় এবং এই এলাকাগুলি সরবরাহ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি এই খাদ্য গোদাম খুবই জরুরী। আগে এখানে মজুত ছিল এখান থেকেই সরবরাহ হত। এই গুদাম মেরামতের পরে এটাকে কিভাবে চালু করা যায় এটা দেখবেন কিনা?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ- গঙ্গানগর খাদ্য গোদাম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে এই গোদামের অন্তর্গত ৮টি নায্য মুল্যের দোকান আছে। এই ন্যায্য মুল্যের মালিকগণ বর্তমানে নিকটবর্তী গন্ডছড়া এবং আমবাসা খাদ্য গোদাম থেকে খাদ্য শষ্য সংগ্রহ করে থাকে এবং ভোক্তাদের নিকট গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়মিত মাল বিলি বন্টন করে থাকে। অনুসন্ধান করে দেখা যায় ১৯৯৪ - ১৯৯৫ ইং থেকেই নিরাপত্তার কারণেই গঙ্গানগর গোদাম বন্ধ থাকে এবং অপব্যবহারের ফলে ক্রমে গুদাম ঘরের অবস্থা খারাপ হয়। বর্তমানে প্রায় ৮০ ভাগই ব্যবহারের অযোগ্য। এখনও নিরাপত্তার সমস্যা আছে। গোদামটি বর্তমানে খালি অবস্থাতেই আছে। এই গুদাম থেকে মোট ৮টি রেশন শপকে মাল দেওয়া হয়। যদি এই গোদামটিকে কাজে লাগাতে হয় তবে গোদামটি বড় ধরণের মেরামতির প্রয়োজন এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিষয়টিকে পুনরায় খতিয়ে দেখে এটা চালু করা যায় কিনা তার জন্য আমরা এটা জানতে চেয়েছি সেখানকার জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে, রিপোর্ট আসলে পরে আমরা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গঙ্গানগর গুদামে খাদ্য মজুত থাকত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গন্ডাছড়া পরিদর্শন করেন তখন ঘোষণা দিয়েছিলেন এই ২৬টি রেশন শপকে গন্ডাছড়া এবং গঙ্গানগর প্রপার

থেকে সরবরাহ না করিয়ে স্ব স্ব স্থান থেকে যাতে চাল দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু স্যার, এত দিন পরেও প্রায় সাড়ে চার বছরের মত হয়ে গেল কিন্তু আপনি বলেছিলেন যে স্ব স্ব জায়গায় যাতে রেশন সরবরাহ করা যায় সেই ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু স্যার, এখনও খাদ্য গোদামটা মেরামত করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হল না। দ্বিতীয়তঃ- যে ৩০ কিলোমিটার দূর থেকে শুধু এই আইন শৃঙ্খলার অজুহাতে বি. এস এফ রা বলছে যে আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাব তার পরেও গন্ডাছড়ায় কোন ডিলারদের সুবিধার জন্য সেখানে গঙ্গানগর এবং গন্ডাছড়া প্রপার থেকে সরবরাহ করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এটা তো আজকের সমস্য না, এটা অনেক দিনের সমস্যা এখানে তৈরী হয়েছে। নিরাপত্তার যে প্রশ্নটা এটাতে শুধু বি. এস. এফরা বলেছেন আমি জানিনা রবীন্দ্র বাবুর কাছে কি বলেছে। এটাতে শুধু নিরাপত্তার প্রশ্ন না, প্রশ্নটা হচ্ছে গোডাউনটা যেখানে আছে সেখানে সমস্ত সামগ্রী থাকবে সেটা নিরাপদে রাখার সেটাও সেখানে প্রয়োজন আছে। কাজেই এটা জেলা কর্তৃপক্ষকে লেখা হয়েছে যে এইগুলি খতিয়ে দেখে সমস্ত ব্যবস্থা হলে পরে নিশ্চয়ই আমরা চালু করতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ- প্রশ্ন পত্র শেষ। যে সমস্ত তাঁরকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তর পত্রগুলি এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। ANNEXURE 'A' & 'B'.

2ND REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE – Adopted.

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো – বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও গ্রহণ করা। বর্তমান অধিবেশনের ২রা সেপ্টেম্বর, সোমবার, ২০০২ ইং তারিখ হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর, বুধবার, ২০০২ ইং তারিখ পর্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছে তার দ্বিতীয় রিপোর্টটি এই সভায় পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনে ২রা থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০০২ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য বিজনেস এডভাইসরি কমিটি যে সমস্ত নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্যগণ এখানে বিফোর দি হাউস অনুমোদনের জন্য আর বিবেঁচনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রস্তাব করছি যে বিজনেস এডভাইসরি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় উপস্থাপিত প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটা হল বিধানসভার এডভাইজরি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত। প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হল।

NO CONFIDENCE MOTION

মিঃ স্পীকার ঃ- আই রিসিভড টু নোটিশেজ মোশান অব 'নো কনফিডেন্স মোশান' এগেনষ্ট দি কাউন্সিল মিনিষ্টারস্ প্রোপেজ হেডেড বাই শ্রীমানিক সরকার ফ্রম শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা, মেম্বার ও শ্রীজওহর সাহা রেসপেকটিভলি বোথ ইন নেসিসারি মোর দেন। নাও আই রিকোয়েষ্ট জওহর সাহা (লিডার অব দি অপজিশান) টু মোভ দি মোশান।

শ্রীজহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- আই মোভ দি মোশান দ্যাট দি হাউস এক্সপ্রেজ নো কনফিডেন্ট আপন দি একাউন্টলি এন্ড মিনিষ্টার ফর দেয়ার ইনভলভমেন্ট ইন করাপশন।

মিঃ স্পীকার ঃ- নাও ডাই রিকোয়েষ্ট শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, মেম্বার, টু লিভ অব দি হাউজ মোভ এণ্ড মোশান।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- স্যার, তিনটাকে দুটোই করা হবে কিনা?

মিঃ স্পীকার ঃ- দুটোই করা হবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- যেটা প্রথম সেটাকে পাওয়া যাবে। কাজেই সেটাকে লিভ করে নিতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- অলরেডি ব্রেকেট থেকে যাচ্ছে। কাজেই সিলভ গ্র্যান্ডটেট। সো এজ দি সাবজেক্ট মেটার অব দি বোথ মেটার সিমিলার ডিসকাশন অন সেইম। দিজ মোশান উইল টেকেন আপন ফর ডিস্কাশন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের নির্দিষ্ট কতগুলি বিসনেস যেটা নো কনফিডেন্ট। মোশান যেহেতু আসছে অন্যান্য সমস্ত বিসসেনও অনফোর্ট ডিসকাসন। হোয়াই মোশান স্টার্ট উইথ দেম।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ (আগরতলা) ঃ- এখন যেহেতু হাউসের সামনে অনেক ইম্পরট্যান্ট বিজনেস আছে হোয়াই শ্যাল বী সাসপেন্ড দ্য বিজনেস সিন্স দেয়ার ইজ সাফিসিয়েন্ট টাইম টু কোপ আপ উইথ দ্য নো কনফিডেন্স মোশান? ইউ ক্যান ফিকস আপ ডেইট লেটার অন। বিজনেস সাসপেন্ড করার কোন মানেই হয় না।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- আজকে সমস্ত বিজনেসগুলি আছে সেগুলি খুবই ইম্পরট্যান্ট।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি ধরে নিলাম কোন অসুবিধা নেই। এখনই আলোচনা স্টার্ট করা হোক।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- তাহলে আজকের বিজনেস সাসপেন্ড হবে কেন?

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন আলোচনা শুরু করতে কোন বাধা নেই। ইউ ক্যান স্টার্ট দ্যা ডিসকাশান ইন ফেভার অব দ্য নো কনফিডেন্স মোশান।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- আলোচনাটা কতদিনের হবে?

মিঃ স্পীকার ঃ- আজকে ৫টা পর্য্যন্ত। এখন সময় হচ্ছে ১২ - ০৭ মিনিট। ১ ঘটিকা থেকে ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত রিসেস এবং রিসেসের পরে ২টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত আলোচনা চলবে।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- ট্রেজারী বেঞ্চ কতক্ষণ সময় পাবে এবং আমরা কতক্ষণ সময় পাব?

মিঃ স্পীকার ঃ- একরডিং টু প্রপোরশান।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- আলোচনা দুদিন হোক স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ- স্পীকার মহোদয় টাইম এলমেন্ট করে দেন। সেই হিসাবে আমি সময় নির্দিষ্ট করে দিলাম। ১২ - ০৭ ঘটিকা থেকে ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত। ১ ঘটিকা থেকে ২ ঘটিকা রিসেস এবং ২ ঘটিকা থেকে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত আলোচনা চলবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- অন্য বিজনেসগুলির কি হবে?

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- আলোচনা এক্ষুনি শুরু হোক আমার আপত্তি নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আলোচনা দুদিন হবে। আলোচনা আগামীকাল পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দিন। অনেক দরকারী বিষয় আছে আলোচনা করার। সুতরাং আলোচনা আগামীকাল পর্য্যন্ত বাড়ানো হোক এবং ট্রেজারী বেঞ্চ কতক্ষণ সময় পাবে ঠিক করুন।

মিঃ স্পীকার ঃ- সময় নষ্ট না করে আপনারা আলোচনা শুরু করুন।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- আলোচনা আগামীকাল পর্যন্ত বাড়িয়ে দিন স্যার।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- আলোচনা করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আজকের বিজনেসগুলি সাসপেন্ড করবেন কেন? এগুলি পিছিয়ে দিন। আজকে আলোচনার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- সাসপেন্ড মানে বাতিল নয়। এটা কি করবেন না করবেন স্পীকার মহোদয় ঠিক করবেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে একটা নো কনফিডেন্স মোশান এসছে - যেহেতু সরকারের উপর কনফিডেন্স নেই, সুতরাং অন্য বিষয়গুলি আলোচনা করে কি লাভ?

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, আমরা বলছি আগামীকাল পর্য্যন্ত সময় বাড়িয়ে দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ- আজকে শেষ করুন।

ANNEXURE - C

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ- এখন থেকেই আলোচনা শুরু হোক। বাট ইউ শুড ফিক্স আপ দ্য টাইম হাউ মেনী ডেইজ দ্য ডিসকাশান উইল কনটিনিউ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- আজকে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত আলোচনা চলবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- টোট্যাল ২৩০ মিনিট। তার মধ্যে বিরোধী দল ১০০ মিনিট এবং রুলিং পার্টি ১৩০ মিনিট সময় পাবেন।

(ভয়েসেস ফ্রম দি অপজিশান ব্যাঞ্চ — এটা পারসিয়ালটি করা হয়েছে।)

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- এই আলোচনা কি আগামী কাল পর্য্যন্ত হবে?

মিঃ স্পীকার ঃ- আগে আলোচনা আরম্ভ করুন।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, এই আলোচনা কালকে পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দিন।

(গন্ডগোল)

শ্রীমানিক দে ঃ- আজকে আলোচনা শুরু হোক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অনেক বেশী সময় আপনাদের দিয়েছেন।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, কালকে পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ- আপনারা (মাননীয় বিরোধী সদস্যরা) ১১০ মিনিট সময় নিয়ে নিন। এখন ঠিক আছে তো? আগে আপনাদের (মাননীয় বিরোধী সদস্যরা) সবার নাম দিন। পরে কিন্তু দিতে পারবেন না, সবার এক সাথে নাম দিয়ে দিন কে কে বলবেন। পরে একজন,একজন করে নাম দিলে আমি তার নাম গ্রহণ করব না। আপনাদের অপজিশানে টোট্যাল কতজন বক্তা সেই নামগুলি আমাকে দিন।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

মিঃ স্পীকার ঃ- আগে আমাকে নামগুলি দিন কে কে বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীজওহর সাহা ঃ- স্যার, নাম দেওয়া হবে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অপজিশান লিডারের একটু অসুবিধা হয়েই যেতে পারে। আমার মনে হয় আপনি বিবেচনা করে দেখবেন ১০ মিনিট হাউস এডজোর্ন করে উনাকেও সুযোগ দিন উনি ঠিক করে সময়টা ভাগ করে নিন। রুলিং পার্টিরও বলার আছে তাঁরাও সময়টা ভাগ করে নিক। তাই ১০ মিনিট হাউস

এডজোর্ন হলে ভাল হবে বলে আমার মনে হয়। আপনি এটা বিবেচনা করে দেখবেন।

(গন্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন ঃ- স্যার, হাউস কি ৬টা পর্য্যন্ত চলবে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- ৬টা পর্য্যন্ত হাউস চলবে কিনা এটা পরে ঠিক করা যাবে। ৫টা পর্য্যন্ত টাইম আছে এখন এটাই ঠিক থাকবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- হাউস ১০ মিনিটের জন্য এডজোর্ন করে দিচ্ছি। ১২ টা ২৫ মিনিট পর্য্যন্ত হাউস এডজোর্ন করে দিচ্ছি।

(১৫ মিনিট বিরতির পর)

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য জওহরবাবু আপনাদের লিস্টটা দিন, আর আপনি আরম্ভ করুন।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি, এটা শুধু আমাদের বিরোধী দলের তরফ থেকে প্রস্তাব নয়, এটা এই রাজ্যের মানুষ এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা জানাচ্ছে। কারণ সর্ব্বক্ষেত্রে এই রাজ্যের বামফ্রন্ট ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে মানুষের নিরাপত্তা দিতে, ব্যর্থ হয়েছে যারা গ্রামের মানুষ তাদেরকে রক্ষা করতে, ব্যর্থ হয়েছে রাজ্যের জাতি - উপজাতির ঐক্য এবং সম্প্রীতিকে রক্ষা করতে এবং ব্যর্থ হয়েছে শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে, বিদ্যুৎ পরিসেবার ক্ষেত্রে, সর্বোপরি জনজীবনের সর্বক্ষেত্রেই এই রাজ্যের বামফ্রন্ট ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এই আনাস্থা রাজ্যবাসীর অনাস্থা এই রাজ্যের বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে। আইন শৃঙ্খলার কথা যদি বলতেই হয়, সময় আপনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, অল্প সময়ের মধ্যে বলতে হবে। আমরা চাইছিলাম, আলোচনাটা দীর্ঘ সময় নিয়ে হওয়ার জন্য আগামীদিনও আলোচনা চলুক। কিন্তু আপনি সেটা মানতে চাইছেন না। তারপরও আমি আশা করব সময়টা পুণর্বিবেচনা করবেন, আগামীদিনেও আলোচনা হবে, যাতে সবাই আলোচনায় অংশ নিতে পারে। এই ত সেদিন গত ২৩ তারিখে আমাদের আগরতলা থেকে বেশী দূরে নয়, হীরাপুর, টাকারজলা থানার অন্তর্গত, ২০ জন টি, এস, আর নিহত হয়েছে, অস্ত্র লুট হয়েছে। এটার পরিকল্পনা কিন্তু সুদূরপ্রসারী। কারণ এই রাজ্যে যিনি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে আছেন, বিধানসভায় তথ্য দিয়েছেম, এই রাজ্যের প্রশাসনে ৫০০ জনের মত সরকারী কর্মচারী এবং অফিসার আছেন যারা উগ্রপন্থীদের সহায়ক। মুখ্যসচিব সার্কুলার দিয়েছেন, রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে যারা অফিসার আছেন তাদের কাছে, আপনারা তাদের চিহ্নিত করুন। এই ৫০০ জন কারা, তাদের বিরুদ্ধে আদৌ কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পরবর্ত্তীকালে যখন আমরা জানতে চাইলাম, মাননীয় সদস্য বীরজিৎ সিন্‌হার প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে, না, সংখ্যাটা ৫০০ হবেনা, সংখ্যাটা ১৯৮ হবে। আমরা ধরে নিলাম ১৯৮, কিন্তু তারা কারা? আজও তাদের চিহ্নিত করা হয়নি। তাদের কোন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়নি। যেখানে প্রশাসনের মধ্যে সরকার বলেছে যে উগ্রপন্থীদের সহায়ক এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের সাড়ে চার বৎসরের শাসনেও তাদের চিহ্নিত করতে পারেনি। তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি। যার ফলে আমরা বুঝতে পেরেছি এই হীরাপুরের ঘটনা আগামী দিনের বিধানসভার নির্বাচনকে সমানে রেখে নয়নবাসী জমাতিয়ার হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই পরিকল্পনা। সেদিন ২০ জনকে খুন করা হল, অস্ত্রগুলি নিয়ে গেছে। এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় চলছে। উদয়পুর মালখানা থেকে অস্ত্র লুট হয়েছে। পরবর্ত্তী সময়ে উদ্ধার হয়েছে। এরা কারা? যাদের হাত থেকে অস্ত্র উদ্ধার করা হল এরা কারা? এরা সি, পি, এমের লোক। এরা কেশববাবুর লোক, এরা মাধববাবুর লোক। তাদের আড়াল করার জন্য ডেইলী দেশের কথায় বলা হচ্ছে। এদের রাজনৈতিক পরিচয় হল ওরা কেশববাবুর অত্যন্ত আপনজন। ওরা কেশববাবুর নির্দেশে বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেসীদের

উপর আক্রমণ করেছে, খুন করেছে। এই যে পরিকল্পনা অস্ত্রগুলি নয়নবাসীর হাতে তুলে দাও, অস্ত্রগুলি রণজিৎ দেববর্মার হাতে তুলে দাও, এই পরিকল্পনার ফসল হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় অস্ত্র লুট হচ্ছে, এই অস্ত্রগুলি তাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। এইযে এস, পি, ওর ঘটনাটি কি? কাঞ্চনপুরের যে ৭জন এস, পি, ও, পরবর্ত্তী সময়ে জনমতের চাপে, বিরোধীদের চাপে পড়ে সেখানে অস্ত্রগুলি উদ্ধার করতে চেষ্টা করল। আসলে নেপথ্যে কারা? সেই পরিকল্পনার সাথে কারা জড়িত এগুলিত রাজ্যবাসী সবাই জানে। আপনাদের এই পরিকল্পনা কারো অজানা নয়। ফলে আজকে পুলিশের মনোবলকে ভাঙ্গার জন্য, টি.এস.আরের মনোবলকে ভাঙ্গার জন্য একের পর এক ষড়যন্ত্র চলছে।

রাজনৈতিক ভাবে যেমন তাদের বঞ্চিত করছে তেমনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মুলক ভাবে বিভিন্ন জায়গায় তাদের পোষ্টিং দেওয়া হচ্ছে। এদিকে দায়িত্ব বহন করার মত যারা উপযুক্ত লোকগুলিকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতিদিন পত্র পত্রিকায় উঠছে আমরা দেখছি রাজ্যের জনগণ দেখছে পুলিশ অফিসার বদলী, আই. এ. এস অফিসার বদলী, টি. সি. এস অফিসার বদলী। শুধু মাত্র যারা সরকারের পদলেহন করছে তাদের পোষ্টিং দেওয়া হচ্ছে গুরুত্বপুর্ণ জায়গায় এবং এমনি করে বঞ্চনার স্বীকার হচ্ছে রাজ্যের আরক্ষা কর্মীরা, রাজ্যের পুলিশবাহিনী, রাজ্যের টি, এস, আর বাহিনীর জওয়ানরা এবং রাজ্যের হোমগার্ড যারা আছে তারা। সামান্য বেতনের হোমগার্ড যারা তাদেরকে অনারিয়াম দেওয়া হচ্ছে, অথচ তারা রাইফেল কাঁধে নিয়ে দায়িত্ব পালন করছে। পার-ডে তাদের অ্যালাউন্স দেওয়া হচ্ছে ৫১ টাকা করে, যেমন তাদের ওয়াশিং চার্জ হচ্ছে ১ টাকা, কনভয় অ্যালাউন্স হচ্ছে ৫ টাকা, রেশন অ্যালাউন্স হচ্ছে ১১ টাকা ৯৩ পয়সা এভাবে তারা মোট পাচ্ছে ৬৮ টাকা ৯৩ পয়সা। সুতরাং এই যে বৈষম্য এই যে তাদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে গুরুত্বপুর্ণ জায়গায় মন্ত্রীদের এস্‌কর্ট্ করে, মন্ত্রীদের বাড়ীতে হাউজ গার্ড করে, ভি আই পি-দের বাড়ীতে হাউজ গার্ড করে, তারপর বলা হয় তাদের রাইফেল নিয়ে কমভিং-এ যাও এই সব কাজগুলি তাদেরকে দিয়ে করানো হবে অথচ তাদেরকে অর্থনৈতিক দিক থেকে কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে না। স্যার, রাজ্যের এই বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতার কারণে হোমিওপাথিক ডাক্তাররা আজকে রাস্তায় বসে অনশন করছে, বেকার ইঞ্জিনীয়াররা রাস্তায় বসে অনশন করছে। স্যার, আমরা শুনেছি গত কালকে কেশব বাবু ওনার এলাকা থেকে পালিয়ে এসেছেন আজকে পত্রিকায় দেখলাম, ওনার এলাকার এমন একজনের চাকুরী হয়েছে যার জন্য ওনাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী)ঃ- পয়েন্ট অভ্ অর্ডার স্যার, পত্রিকায় যা বলেছে আমি পালিয়ে এসেছি এই সম্পর্কে কোন ঘটনা আমার জানা নেই। কাজেই পালানোর কোন প্রশ্নই উঠে না। স্যার, এটা এক্‌সপাঞ্জ করা হোক।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, এমন একজন লোককে সেখানে চাকুরী দিয়েছে সি পি এম-এর অথচ তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী নিডি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ওরা কিন্তু চাকুরী পাচ্ছে না এবং এই জিনিষটা সব জায়গায় হচ্ছে। আর মাননীয় মন্ত্রী যদি বলেন পত্রিকায় যেটা উঠেছে সেটা ঠিক নয় তাহলে তার প্রতিবাদ করুন না, বলুন যে, আমি পালিয়ে আসিনি, আমি সদর রাস্তা দিয়ে এসেছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- পত্রিকায় কি লিখেছে সেটা দিয়ে কি সব কিছু হবে নাকি।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- কিন্তু এগুলিতো হচ্ছে। এখানে শিক্ষামন্ত্রী আছেন ওনার বক্তব্যের এবং আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অর্থনৈতিক কেলেংকারী এগুলি নিয়ে বিস্তৃতভাবে রতনবাবু ও সুদীপ বাবুরা বলবেন তথ্য নিয়ে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কি অবস্থা হাসপাতালগুলিতে ঔষধ নেই ডিসপেনসারীগুলি বন্ধ অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের সমিতিগুলির নামে টাকা দিচ্ছে ম্যালেরিয়া নিবারণ সমিতি, যক্ষা নিবারণ সমিতি, এইডসকে প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার সমিতি এভাবে অন্তত পক্ষে সাতটা সংস্থার নামে প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ১০ কোটি করে

টাকা দিচ্ছে। এ টাকাগুলি কোথায় কিভাবে খরচ হচ্ছে, আমাদের কথা হচ্ছে এই টাকাটা দশ কোটিও হতে পারে বা পাঁচ কোটিও হতে পারে আবার এক কোটিও হতে পারে সে যাই হোক সেখানে গাইড লাইন দেওয়া আছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যে, এই সকল সমিতির যিনি চেয়ারম্যান হবেন তার পদমর্যাদা হবে মুখ্যসচিব। আর যদি মুখ্যসচিব তাতে সম্মত না হন বা ব্যস্ত থাকেন তাহলে অন্তত পক্ষে একজন উচ্চ পর্য্যায়ের কমিশনার এই কমিটিগুলির চেয়ারম্যান হবেন। তখন মাননীয় মন্ত্রী বললেন এটাতো হতে পারে না, মধুর বাসা আমার কাছে আর মধু খাবে আর একজন এটাতো আমি মানব না, মধু আমাকে খেতেই হবে। এই ভেবে তিনি নিজে মন্ত্রীসভার অনুমোদন না নিয়ে এবং অত্যন্ত বে-আইনীভাবে এই সবগুলি সমিতির চেয়ারম্যান হয়ে গেলেন। আমরা বলছি তদন্ত করুন এই ব্যাপারে, আমি প্রথমেই বলেছি যে, অন্য কেউ লাগবে না এই বিধানসভার সদস্যদের নিয়ে যদি আপনার এটার মধ্যে কোন দুর্নীতি না থাকে যদি আপনি স্বচ্ছ হয়ে থাকেন, কোন বে- আইনী কাজ না হয়ে থাকে তাহলে করুন এখান থেকে কমিটি। আমরা দেখব, কাগজপত্র দিন, সদস্যরা দেখবেন, বিধায়করা দেখবেন। যদি আপনারা স্বচ্ছ হয়ে থাকেন তাহলে তারজন্য আপনাদের সার্টিফিকেট দিয়ে দেবে যে আপনারা স্বচ্ছ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলাম যে আপনি এই ব্যাপারে দেখুন, এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিন। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোন উত্তর দিলেন না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা কিন্তু অনেক সময় উত্তর পেয়ে যাই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কতগুলি ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী এই 'স্পীক টু নট' কিছু বলবেন না, উত্তর উনি ে দবেন না। এই হল অবস্থা। আমরা আজকে তাই বলতে পারি - যেমন এই তো সেদিন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী খোয়াইতে গিয়ে বলেছেন কি – কংগ্রেসীদের থেকে – সমতল রক্ষা করার জন্য তোমরা এই ছাগল কাটার ছুরি, ডেগার, রড, বল্লম, এইগুলি নিয়ে ওদের মার। এবং উনার এই ধরনের উস্কানীমুলক বক্তব্যের পর এই সোনামুড়া মহকুমাতে আই, এন, পি,টি,র চেয়ারম্যান খুন হলো। তারপর কাঞ্চনপুরে, সাব্রুমে, বিলোনীয়াতে আমাদের কংগ্রেস কর্মীরা আক্রান্ত হলো। এবং গত ৩১শে আগষ্ট অমরপুর শহরের মোটরস্ট্যান্ডে আমাদের এক কর্মী সঞ্জিত সাহা - সেখানে তাকে আক্রমণ করা হলো। গুরুতরভাবে আহত করা হল। এমনি করে উত্তেজনামুলক বক্তব্য এই রাজ্যের দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা করছেন যারা মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়েছেন। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই যে সরকার - এই সরকার আজকে সর্ব্বত্র জনবিক্ষোভে পড়েছেন। মানুষ এই সরকারের বিরোদ্ধে অনাস্তা প্রকাশ করছেন এবং তারা এই সরকারের দুর্নীতির জন্য চাইছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সরকারের অপসারণ হোক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সরকার যাতে ক্ষমতাচ্যুত হয়। এটা এই রাজ্যের মানুষের কথা। এই রাজ্যের ৩২ লক্ষ জাতি উপজাতি মানুষের কথা।

স্যার, প্রশাসনিক দুর্নীতি সম্পর্কে যদি বলতে হয় আমি সংক্ষেপে তার কিছু পরিসংখ্যান দিচ্ছি।

নতুন বাজার সমবায়, নতুনবাজার ল্যাম্পস্, আমার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র – আমি গত ১৭.৭.২০০২ ইং তারিখে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা চিঠি দিয়েছি। সেই চিঠিতে আমি একটা অভিযোগ করছি যে এই ল্যাম্পস্ এর চেয়ারম্যান শচীন্দ্র গারু, উনি করলেন কি – আই, আর, ডি, পি, তে কিছু ট্রাইবেল ১৩ জনের নামে টাকা সেংশান হল। কারো নামে ৩০ হাজার টাকা, কারোর নামে ৩২ হাজার টাকা করে। দেখা গেল এই টাকাটা যখন আসলো তখন তাদের বলা হলো ঠিক আছে, তোমারা টাকা নিয়ে নেবে, কিন্তু তোমাদের তো আগের কিছু লোন এর টাকা বাকি আছে। সেটা আগে পরিস্কার করতে হবে। যদি ঐ লোনটা পরিস্কার না কর তাহলে তোমরা টাকা পাবে না। আগে যারা লোন নিয়েছিল এরমধ্যে আমি তাদের নামের একটি লিস্ট দিয়েছিলাম – সেটা হলো – রঞ্জিত মারাক – সে ডিফল্ট ৫০০০ টাকা। এমনি করে সুধন মারাক, সয়েদ মারাক, কুলংক মারাক, সাজেন্দ্র মারাক, সাধন সিং নোয়াতিয়া, ললিত চাকমা, চন্দ্রমোহন জমাতিয়া, শিবচরণ জমাতিয়া, মিতন মারাক, মোট এখানে ১২ জন। এই ১২ জন ডিফল্ট আছে মোট প্রায় ৪৮,০০০ টাকা। এই টাকাটা বলে ঠিক আছে আই, আর, ডি, পি, র টাকা এসেছে।

এখন তোমাদের মধ্যে যারা যারা ডিফল্টার আছে তারা এই টাকাটা ফেরত দিয়ে সাবসিডির যে টাকা তোমরা ১০,০০০ টাকা করে পেয়ে যাবে। এখন এই চেয়ারম্যান সাহেব করলেন কি – যার চার হাজার টাকা, পাঁচ হাজার টাকা, ছয় হাজার টাকা এই দশ হাজার টাকা থেকে এই টাকাটা রেখে দিয়ে বাকি টাকাটা তাদের দিলেন। কিন্তু দেখা গেল, দুই মাস, তিন মাস পরে ঐ ব্যাংক থেকে আবার নোটিশ আসলো যে তোমার ডিফল্টার হয়ে আছ। তোমাদের টাকাটা যদি পরিশোধ না কর তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমি এই ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখার জন্য চিঠি দিয়েছিলাম। যে দেখুন ঐ চেয়ারম্যান এই লোকগুলির কাছ থেকে প্রায় ৪৮,০০০ টাকা কেটে রেখেছে কিন্তু একটি পয়সাও ব্যাংকে জমা দেয়নি। পুরো টাকাটা মেরে দিয়েছে এই চেয়ারম্যান। কিন্তু এটা আর তদন্ত হলো না। এই গরীব উপজাতিরা আজকে ব্যাংকের খাতায় ডিফল্টার হয়ে রইলো। কিন্তু তাদের টাকা এই চেয়াম্যান হাফিজ করে নিল। শুধু এটা নয় স্যার, আরেকটা বড় ঘটনা হয়ে গেল কমলপুরে। কিভাবে আপনারা মায়াকান্না করছেন উপজাতিদের জন্য।

স্যার, কমলপুরের হালাহালির শিবা প্যাকস্ - এর ঘটনাটি বলছি। ফাইল নাম্বার হল এফ – ৩ (৫) ডি. আর. ডি . এ (ডি) নাম্বার ১৪১৬-২২ তাং ১৪.২.২০০০। উক্ত স্যাংশান অর্ডার মূলে ৪৪৮ জনকে ঋণ দেওয়ার কথা থাকলেও মাত্র ৫১ জন এস.টি. বেনিফিশারিকে ১৪,৯৮,৯৬০ টাকা স্যাংশন হল। আর একটি স্যাংশান মূলে ৪৭ জন এস. টি বেনিফিসারিকে ঋণ মঞ্জুরের জন্য ১০,৬৪,৫৪৬ টাকা ধরা থাকলেও সেটা দেওয়া হয় নাই। উক্ত দুটি স্যাংশান অর্ডার মূলে মোট সাবসিডির পরিমান হচ্ছে যথাক্রমে ৫,০৮.২৬৮ টাকা এবং ৪,৭০,০০০ টাকা করে মোট ৯,৭৮,২৬৪ টাকা। ৩৫ জন বেনিফিসিরির নাম ডাবল দেখানো হয়েছে। এদেরকে প্রায় সাত লক্ষ টাকা শুধু মাত্র সাবসিডিই দেওয়া হল। অথচ গরীবদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। লুট পাট চলছে। ঋণের টাকা না দিয়ে সাবসিডির টাকা পকেটে ঢুকানোর জন্য এর থেকে আর কি সহজ পথ ওদের রয়েছে আমার জানা নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে বেনিফিসারীদের ব্যাংক বা ল্যাম্পস্ বা প্যাকস্ তাদেরকে লোনের সবটা টাকা না দিয়ে শুধু মাত্র সাবসিডির টাকা ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে স্কীমের মূল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হচ্ছে।

ট্রাইবেলদের ১০ হাজার টাকা করে সাবসিডির টাকা দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হচ্ছে। পুরো টাকা কাউকেই দেওয়া হচ্ছে না। ব্যাংকের কাছে বেনিফিসারিসদের কোন ঋণ থাকছে না। বেনিফিসারীসদের নামে ৩০ হাজার টাকা করে স্যাংশান হলেও তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৫০০ টাকা করে। কেউ কেউ মাত্র ৩ হাজার টাকা করেও পেয়েছে। এটাই হচ্ছে বামফ্রন্টের উপজাতি দরদের নমুনা। কারা অর্থ আত্মসাৎ করেছে? আমি এক এক করে মাত্র কয়েকটি নাম বলছি, শুনুন। কীর্তি সিং, প্যাক্‌সের ম্যানেজার। কমলপুর কো-অপারেটিভ ব্যাংকের প্রদীপ চাকমা এবং ডি.আর.ডি.এর ফিল্ড অফিসার কৃষ্ণ সিং। এবং এর সাথে জড়িত আছে এন.জি.ওর সম্পাদক আলসাস মিঞা যিনি একজন সরকারী শিক্ষক। অর্থ আত্মসাৎ বন্টন নিয়ে ঝামেলা এবং এই ঝামেলার পরিপ্রেক্ষিতে যিনি ডি.আর.ডি.ফিল্ড অফিসার ছিলেন উনি গত ১১.৭.২০০১ ইং তারিখ খুন হলেন, কমলপুর থানাতে তার কেইস এন্ট্রি হল। কেইস নং ৩৬,২০০১, কমলপুর পি.এস। অথচ আসামী আজ পর্য্যন্ত ধরা পড়ল না। এই লক্ষ লক্ষ টাকা তারা বাটোয়ারা নিয়ে তাদের মধ্যে ঝামেলা হল। একই পরিবারের এক জনের জায়গায় একজনকে দুইবার করে দেখানো হল। কখনও স্বামীর নাম দিয়ে কখনও স্ত্রীর নাম দিয়ে। আবার প্রভাবশালী নেতারা বার বার তাদের নিজেদের নাম দিয়ে । এমনি করে লক্ষ লক্ষ টাকা ঐ শিবা প্যাকসের সেখানে আত্মসাৎ করল। তবে শুধু শিবা প্যাকস্ নয় রাজ্যের সর্বত্র। পঞ্চায়েতগুলিতে দেখুন না কি চলছে. লুটের রাজত্ব।

স্যার, আজকে যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত এটা কিন্তু বামফ্রন্টের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নয় কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন করেছে, রাজীব গান্ধীর সময় এই আইন কেন্দ্র করেছে। সারা ভারতবর্ষে একই পদ্ধতিতে ঐ পঞ্চায়েতগুলিকে

পরিচালিত করতে হবে। ঐ গ্রামের মানুষ তারা যাতে তাদের নিজেদের এলাকার উন্নয়নের পরিকল্পনা তারা যাতে গ্রহণ করতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে সেই দিন এই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত বিল লোকসভায় আইন পাশ হলো। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি কি? দেখছি বিভিন্ন জায়গায় যেখানে কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েত আছে সেখানে গ্রাম সংসদ হতে দেবে না সেখানে গ্রাম সংসদ করতে দিচ্ছে না। আমার অমরপুরে ঘটনা হয়েছে, গ্রাম সংসদ মিটিং ডেকেছে বি.ডি.ও., এস. ডি.ও সাহেবরা ছিলেন। ওরা গ্রাম সংসদের মিটিং করতে দেয়নি। কিন্তু সি.পি.এম পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলিতে সেখানে কিন্তু গ্রাম সংসদ হচ্ছে না। ঐ সি. পি. এম নেতারা তারাই সেখান থেকে ঐ যারা মেম্বার প্রধান তারা নিজেরা বাড়ীতে বসে লিস্ট করে বেনিফিসারী ঠিক করে দিচ্ছে। সেখানে গ্রাম সংসদের প্রশ্ন নেই সেখানে গরীব মানুষের অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়ার প্রশ্ন নেই, কেউ কোন প্রতিবাদ করতে পারবে না। যদি প্রতিবাদ করা হয় সেখানে তাদের উপর আক্রমণ করা হয়। এটা আমার কথা নয় এটা বাস্তবের কথা।

সারা রাজ্যের সমস্ত ব্লকগুলিতে সমস্ত পঞ্চয়েতগুলিতে একই ধরণের ব্যবস্থা চলছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই যে দেখুন না পঞ্চায়েতের টাকা, পঞ্চায়েতের টাকায় ট্রাকটর কিনা হল পদ্মবিলে সেখানে পঞ্চায়েতের টাকায় পাওয়ার টীলার কিনা হল। ঐ যে পদ্মবিলের মানুষ এই পাওয়ার টীলার সম্পর্কে কিছু জানে না। আমার অমরপুর - এর মৈলাক পঞ্চায়েত সেখানে একটা পাওয়ার টিলার দেওয়া হয়েছিল পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে যিনি তৎকালীন পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন উনার হেপাজতে রাখলেন। আজকে উনি এটা নিয়ে ব্যবসা করছেন। বার বার চিঠি দেওয়া হল পঞ্চায়েত ডাইরেকটরকে ঐ বি.ডি.ও, এস.ডি.ও সবাইকে দেওয়া হল, পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হল যে ঐ যে পাওয়ার টীলার এটা পঞ্চায়েতের নামে এলোট করা হয়েছে অথচ সেটা পঞ্চায়েত আজকে পাচ্ছে না, ঐ পঞ্চায়েতের নামে সি.পি.এম ক্যাডার ব্যবসা করছে। এমনি করে রাজ্যের সর্বত্র চলছে। কেন গ্রামের মানুষের আস্থা থাকবে বলুন, কেন এই রাজ্যের মানুষের আস্থা থাকবে বলুন বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি? আজকে এই দেখুন না রাস্তা ঘাটের অবস্থা। ব্লকগুলি দুর্নীতিতে ছেয়ে ফেলছে। রাজ্যের সমস্ত ব্লকগুলি যেমন একদিকে মাফিয়াদের হাতে চলে গেছে, দুর্নীতিবাজদের হাতে চলে গেছে ঠিক এমনি করে আমাদের এই রাজ্যের সড়ক উন্নয়ন আমাদের এই রাজ্যের পূর্ত্তদপ্তর - এর উন্নয়ন সেখানেও মাফিয়াদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারা কাজ করবে, কারা টেন্ডারে অংশ গ্রহণ করবে ওরা ঠিক করে দেবে, মন্ত্রী মহোদয়ের গোচরে আছে সব জানেন।

স্যার, পূর্ত্ত মন্ত্রীর দপ্তর আরেকটা বেড়ে গেছে। উনি আবার নিগোজিশান দপ্তরের মন্ত্রী। কারণ এখানে যারা টেন্ডার দিতে যায় তারা টেন্ডার দিতে পারেনা যদি মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদিত ব্যক্তি না হয়। আর এমনি করে পঞ্চায়েত বলুন, পূর্ত্ত দপ্তর বলুন, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর বলুন, সমবায় দপ্তর বলুন, পশু পালন দপ্তর বলুন, সমস্ত দপ্তরে কোটি কোটি টাকা এইগুলি হাপিজ করে একদিকে যেমন মন্ত্রীরা নিজেরা সম্পদশালী হচ্ছেন এবং তাদের কিছু কেডার তারাও সম্পদশালী হচ্ছেন। আর তারা তাদের পার্টি অফিসগুলি ইমারত করে নিচ্ছেন। কোথা থেকে এই টাকা আসছে? কোথায় গ্রামের গরীব মানুষদেরকে দিচ্ছে? তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজকে বলতে চাই যে সর্ব্বক্ষেত্রে দুর্নীতি হচ্ছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য রতনবাবু, সুদীপ বাবুরা বিস্তারিত ভাবে এইগুলি বলবেন। তাই আমি বলতে চাই এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে অনাস্তা এসেছে এই অনাস্তা সঠিক। অমি অনুরোধ করব এই রাজ্যের বামফ্রন্টের মন্ত্রীদেরকে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, যে অনাস্তার ভোটাভোটির প্রশ্ন নয় নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে আপনাদের ব্যর্থতা আপনাদের অপদার্থতা এবং এই রাজ্যের জনগণের প্রতি আপনাদের বিশ্বাসঘাতকতার করতে আপনাদের উচিৎ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে আপনারা পদত্যাগ করুন। আজকে দুঃখ লাগে যে আপনাদের বিরুদ্ধে অনাস্তা আনতে হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় বিরোধী দলনেতা আপনি কনক্লুড করুন।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, আমি শেষ করে দিচ্ছি। আগে ঘোষণা দিতে হয় যে বন মহোৎসব হবে, ভিত্তি প্রস্তর হবে। এই ভিত্তি প্রস্তরের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় ভিত্তি প্রস্ত হচ্ছে। আগে যেখানে ভিত্তি প্রস্তর হয়ে গেছে সেখানে এক ইঞ্চি কাজও হয়নি। একটা পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হয়নি। সুতরাং মানুষকে দেখাতে হবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে হ্যাঁ আমরা এই করেছি সেই করেছি এই করার পরিকল্পনা আমাদের ছিল। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আশা করব যে এই রাজ্যের বামফ্রন্ট শিক্ষা পেয়েছে, তাদের উপলব্ধি হবে তাদের বোধদয় হবে যে আমরা জনবিচ্ছিন্ন, জনগণ আমাদের চায়না, জনগণ আমাদের বর্জন করেছে। গণতন্ত্রের প্রতি যদি তাদের কোন আস্থা থাকে তা হলে তাদের নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে তাদের পদত্যাগ করা উচিৎ এবং পদত্যাগ করবেন। এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- - এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P.M.

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, আপনার সময় ১২ মিনিট।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় বিরোধী দল নেতা শ্রীজওহর সাহা মন্ত্রীসভার বিরোদ্ধে যে অনাস্তা প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে পরোপুরি সমর্থন জানাচ্ছি। এবং এই প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবী জানাচ্ছি। কারণ এই মন্ত্রীসভার আমলে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে; রাজ্যে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এই পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয় তাহলে পরে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করার দাবী জানাতে হয়। কিন্তু জোড় করে যদি নিজের গদি আটকানোর যুক্তি দেন সেটা আমি যুক্তিসঙ্গত হবে বলে মনে করি না। এটা এই সময়ে হওয়া উচিৎ হবে না।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই সরকারের আমলে যে আইন শৃংখলার যে অবনতি এটা সামগ্রিক ত্রিপুরার ইতিহাসে ছাপিয়ে গেছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের জোট-সরকারের আমলে আমরা আগষ্ট মাসের মধ্যে টি.এন.ভি.র সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে রাজ্যের শান্তির বাতাবরণ তৈরী করেছি। আমি বলতে পারি যদি ঐ টি.এন.ভি.র আক্রমণ, হত্যা এটা যদি আরোও তিন মাসের বেশী চলতে থাকত তাহলে আমরাও পদত্যাগ করতাম, আমরা মন্ত্রীসভায় থাকবে না। সেই জন্য আমরা দুটো পথ নিয়েছিলাম। একটি হচ্ছে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা, আরেকটা হচ্ছে আক্রমণ রোখা। যে কোন মুল্যে আক্রমণ রুখতে হবে, যে কোন মূল্যে তাদের হত্যা, খুন তাদের কার্য্যকলাপ রুখতে হবে। কাজেই দুই দিক থেকে সফল। তারপরই আমরা সরকার করেছি। তারপরে স্কুল চলেছে, তারপরে ট্রাইভেল এলাকা উন্নয়ন হয়েছে, তারপরে জাতি উপজাতির মধ্যে সম্প্রতি মজবুত হয়েছে, এর পরে জন নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়েছে এইভাবে একটি সরকার চলবে। যদি বিপরীত ভাবে চলে তাহলে সেই সরকার কেন থাকবে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা যখন এই প্রশ্নগুলো তুলি উগ্রপন্থী মোকাবেলা করুন এবং আলোচনার মাধ্যমে একটি সমাধাদের ব্যবস্থা করুন। তখন তারা দেখিয়ে দেন ঐ যে আমেরিকা আই.এস.আই এই সমস্ত কথা বলে তারা এড়িয়ে যান। সমাধান হবে কি করে, তারপরে তারা নিজেরাও তৈরী করেন যখন ঐ ফটিকরায়ের তারা হারলেন ঐ সিমনাতে হারলেন, এ.ডি.সিতে হারলেন, তখন তারা ঐ ললিত দেববর্মাকে দিয়ে এ.টি.টি.এফ ফোর্স তৈরী করলেন। যখন তারা ক্ষমতায় এলেন তখন ললিত দেববর্মা বললেন যে এই বার আর আমাদের দরকার নেই, কারণ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে। কাজেই ক্ষমতায় আসার জন্য যে দল উগ্রপন্থী সৃষ্টি করে তাদের হাতে রাজ্যের জননিরাপত্তা থাকবে না, এটা সুনিশ্চিত কথা। জনগণ ভাল করছে তাদেরকে ক্ষমতায় এনে। এখন ক্ষমতায়

টিকে থাকার জন্য এবার নতুন করে উগ্রপন্থী তৈরী হচ্ছে। সমস্ত কিছু অতিক্রম করে আজকে এমন ভাবে তৈরী করছে যেটা নজীর বিহীন এই দলটার নাম হচ্ছে এস.পি.ও। এটা উগ্রপন্থী দল। সমগ্র এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করেছে। বামফ্রন্ট বিরোধী আই.এন.পি.টি এবং কংগ্রেসের বিরোধী হুমকি দিচ্ছে। তারা পুলিশ দিয়ে মারধোর করছে এবং এলাকায় কোন মিটিং করতে দিচ্ছে না। কোন গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। এরা চাঁদা তুলছে কেউ কাজ করতে গেলে চাঁদা তুলছে এবং তাদেরকে ১৫০০ টাকা করে মাইনে দিয়ে বছরে ২২ থেকে ২৩ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে এই উগ্রপন্থী দল তৈরী করেছে। বামফ্রন্টের নেতারা বলে আমাদের ক্ষমতায় আনতে হবে, আর যদি আমরা জনজোয়ারে ভেসে যাই তাহলে তোমরা উগ্রপন্থী দলে চলে যাবে, এর জন্য আমরা এই হাতিয়ার তোমাদের কাছে রেখে দিলাম। কাজেই এই যদি পরিকল্পনা নেয় জননিরাপত্তা কি করে আসবে, ভবিষ্যত অন্ধকার। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা আসা করেছিলাম এই ৫ বছরে তারা নিশ্চই উগ্রপন্থী সমাধান করবে, মোকাবেলা করবেন, কিন্তু কিছুই করেননি, বরং তারা এই এস.পি ও সৃষ্টি করে আবার নতুন নতুন উগ্রপন্থী সৃষ্টি করে মানুষের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আরও বেশী করে সংকট তৈরী করে চলছে। স্যার, দেখুন নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ কিভাবে হচ্ছে। এরপর কেডার তাদের যে পঞ্চায়েত প্রধান তারা কত নারী ধর্ষন, নারী কেলেংকারীতে জড়িত তার হিসাব নেই। স্যার, এই যে কাকড়াবনে একজন তরুণী ছাত্রী কুমারী মা হয়েছে, আমি যদি মুখ্যমন্ত্রী হতাম আমি পদত্যাগ করতাম। স্যার, এই রকম বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ, কে ইনভলবড় বামফ্রন্টের নেতা। তারপর ফুলশয্যার রাতে বধু নির্যাতনের কথা বলে তো আর লাভ নেই। স্যার, এই রকম নজীরবিহীন ঘটনা এই আমলে বেশী হয়েছে। আমাদের জোট আমলে মাননীয় প্রয়াত সদস্য সমর চৌধুরী তুলে ধরে ছিলেন নারী ধর্ষণের ঘটনা অতএব এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। এর মধ্যে ১৫০ জনের নাম দিয়ে দিলেন আমি পরে দেখি ৫০ জনের নাম হচ্ছে পুরুষ।

মিঃ স্পীকার ঃ- নগেন্দ্রবাবু কনক্লুড় করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- স্যার, বিনা চিকিৎসায় যেভাবে পাহাড়াঞ্চলে লোক মারা যাচ্ছে, সেদিন আমি ছিলাম তৈদুতে লংফুং গ্রামে, সেম্পা কাইপেং এর ছেলে, রামু দেববর্মার দুই ছেলে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। এই মেসেজ্ পাঠালাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, পাঠালাম ডিরেক্টর অব্ হেলথ্ এর কাছে, কোন কিছু কি পৌছায় না সেখানে। অম্পিতে কোন ঔষধ ছিল না, না এম্বুলেন্স ছিল। যদি আমরা কথা বলতে চাই, তাহলে কোন্ ভাষায় কি বলব এদের কাছে, নিজেরাই বলুন। স্যার, এই যে স্কুল, এই মালবাসা হাই স্কুলে ১৯৯৬ইং সাল থেকে সি.আর.পি.এফ ক্যাম্প রাখা হয়েছে, রাখা হোক কিন্তু স্কুল বন্ধ করে কেন, স্কুল বন্ধ করে সেখানে ক্যাম্প বসিয়ে রাখা হয়েছে সেটা একটা হাইস্কুল। একটা পুরো এলাকা অন্ধকার করে দেওয়া হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, সরবং হাইস্কুল এখানেও ক্যাম্প করে সেই ১৯৯৯ইং সন থেকে স্কুলটা বন্ধ হয়ে আছে। এই ভাবে এলাকাটা অন্ধকার করে রাখা হয়েছে। তারপর নগরাই হাইস্কুল সেখানে মাত্র ৩ জন টিচার, তারপরে রাজকুমার হাইস্কুল সেখানে মাত্র ৭ জন টিচার, ঐখানে একজনও গ্রেজুয়েট টিচার নেই। এই করে সমস্ত স্কুলে তালা ঝুলছে। তারপর শিক্ষামন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বলবেন উত্তর দেবেন যে এটা সহ্য করতে হবে। এরজন্য তারা দায়ী না, কারণ উগ্রপন্থী সমস্যা সৃষ্টি করছেন। কাজেই যে সরকার উগ্রপন্থী সমস্যা মোকাবিলা করবে না, যে সরকার উগ্রপন্থী সমস্যাকে মেনে নিয়ে, তার সঙ্গে চুক্তিপত্র করবে, শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এবং যারা উগ্রপন্থীকে প্রশ্রয় দেয়, তাকে ক্ষমতায় রাখার অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে রাজ্যের সর্বনাশ করা। স্যার, এই বি, পি, এল এবং ওল্ড এইজ পেনশনের ব্যাপারে আমি বার বার চিঠি লিখেছিলাম মিনিষ্টারকে, তারপরে পাঠালেন একজনকে ইনকোয়ারী করার জন্য এই লেফুংগায়। দৈই সিনহা ও কাইপের খবর পেয়ে আসল। তারপরে বলল আমাকে ডাকছে, এইবার হয়তো আমার হয়ে যাবে। ঠিক আছে বলল ইনকোয়ারী হলে যাও। তাকে প্রশ্ন করছে তুমি কোন দল কর, বলল আমি তো আই,

এন, পি, টি করি, বলল হবে না। স্যার, যে কারণে দেওয়ানজী বলেছিলেন এটা সম্পূর্ণ কেন্দ্রের, এবং কেন্দ্র থেকে নিশ্চয়ই নির্দেশ আছে যারা বিলো পোবার্টি লাইন তারা যাতে পায়। এবং এই ওল্ড এইজ পেনশন এটাও কেন্দ্রের তারও একটা নিশ্চয়ই গাইড লাইন আছে। আমি এখানে কয়েকটা ঘটনা তুলে বলছি, মালবাসায় এই যে, হেমলতা সরকার ওল্ড এইজ পেনশন পায় নি, প্রেমদা বালা সরকার পায় নি, হাজিরা বেগম ৭৫ বছর উনিও পান নি। আর যারা পেয়েছে রসিদ মিঞা ৪৫ বছর, কুমোদ পাল ৫৫ বছর এবং বারেক মিঞা ৫৫ বছর, আর হলোয়া গ্রামের দরখাস্ত কলই পায় নি যার বয়স ৮৮ বছর, তারপর হৃদয় কলই ৮৮ বছর এরাও পায় নি। স্যার, এরা শুধু দলবাজী করে, শুধু দলের কারণে পায় নি। কাজেই গণতন্ত্রকে হত্যা করার হাতিয়ার হল বি, পি, এল এবং প্রশাসনটাই গনতন্ত্রকে হত্যা করছে এবং জনগণের বিরোদ্ধে একেবারে যুদ্ধ ঘোষণা এটা অস্ত্র হিসাবে তারা তৈরী করছে, যার জন্য জনগণ আর চায় না, এই সরকার টিকে থাকুক। এবং আমি দেখছি যে সমস্ত জনগণ ৮৮ সালে এই বামফ্রন্টের বিকল্প সরকার গঠন করেছিলেন সেই জনগণ আবার একত্রিত হয়েছে, রাজপথে নেমে পরেছে, এবং তারা এখনই কোণঠাসা হয়ে গেছে। কাজেই আমরা বলব আপনারা দেখুন বুঝুন এবং এখনই পদত্যাগ করুন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, আপনার নাম দিয়েছে তো, আপনি বলবেন তো তাহলে আমি ঠিক ১৫ মিনিট পরে সিগনাল দেব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- স্যার, রেশনের দোকানের মত আইন করলে কি করে হবে। স্যার যাই হোক বি পি এল - এর ব্যবস্থা করুন, তাহলে একটু রিলাক্স পাব। স্যার, আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতা জওহর সাহা এই সরকারের উপর যে আনাস্তা প্রস্তাব উথাপন করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৬০ টি বিধানসভা কেন্দ্র আছে। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান বিমান বসু এসেছিলেন। আমরা আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখেছি যে গত ২৯-০৮-২০০২ ইং সালে প্রকাশ পেয়েছে যে ১৭ জন মন্ত্রী ইনক্লোডিং স্পীকার আগামী দিনে মাত্র ৭ জন প্রার্থী মনোনয়ন পাচ্ছে। আর বাকি ১০ জন বাদ পরবে। স্পীকার সুযোগ পাবে বলেছে এই পত্রিকাতে। স্যার, এই পত্রিকার খবর যদি সত্যি হয় তাহলে পরে এটা পরিস্কার যে দূর্নীতিগ্রস্থ ৫ বছরের মধ্যে অনেক মন্ত্রী। তাকে দল থেকে মনোনয়ন পত্র বাতিল করে দিচ্ছে। জনগণতো অটোমেটিক্যালি বাতিল করবেই এটাতে কোন সন্দেহ নেই। এই সরকারের প্রতি তাদের দলের সমর্থকদেরও আস্থা নেই। এটাই আজকে প্রমাণিত হয়েছে। স্যার, আমি এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই – প্রথমে আমি ধরতে চাই ফিসারী মিনিষ্টারকে। ২০০২ ইং সালে এই সভায় সাপ্লিমেন্টারী বাজেট গ্রান্ড চেয়ে ৩০ লক্ষ টাকার কচুরী ফেনা পরিস্কার করার জন্য (ডম্বুর নগরের) সেখানে টাকা ধরা হয়েছিল এবং খরচ হয়ে গেছে বলে দেখানো হয়েছে। স্যার, সবচেয়ে অবাক লাগে ৩০ লক্ষ টাকা মূল বাজেটের মধ্যে ধরা আছে সেখানে স্পষ্ট লেখা ডম্বুর হাইড্রেল প্রজেক্ট। উনি একটা সারকোলার ইস্যু করলেন হরিদাস দেববর্মা আন্ডার সেক্রেটারী ১৮.০৩.২০০২ ফাইল নং ৫৪ (১১) ফিসারী প্ল্যান এবং ২০০১ইং এবং ২০০২ইং গভর্ণমেন্ট অব ত্রিপুরা ডিপার্টমেন্ট অব ফিসারীস্ ডেটেড, আগরতলা, ১৮ মার্চ ২০০২। স্যার, সেখানে ৩০ লক্ষ টাকা উনি ডিভাইড্ করলেন। মুল সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে লেখা আছে ডম্বুর প্রজেক্টের জন্য। উনি দিলেন যতনবাড়ীতে ১০ লক্ষ, গন্ডাছড়া সুপারইন্‌টেনডেন্টে দিলেন ১০ লক্ষ যাতে গন্ডাছড়ার লোক না জানে সেইভাবে সেখানে লেখলেন কুমারঘাট কৈলাশহরের আন্ডারে যে ক্ষেত্রবিল গাঁও পঞ্চায়েতের একটা বিল সেখানে পরিস্কারের জন্যও পাঠালেন। আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম যে একটা কচুরী ফেনাও ক্ষেত্র বিলে নেই। তার মানে এই ফিসারী মিনিষ্টার টাকা নিয়েছেন এটাই এখানে প্রমাণ হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ- স্যার, মেলাঘর-সোনামুড়া পদ্মজলার গাঁও পঞ্চায়েত মেলাঘরে

আর কৈলাশহরে হচ্ছে ক্ষেত্রবিল। মেলাঘরে দিয়েছেন আড়াই লক্ষ টাকা এবং মেলাঘরেই আর একটা জায়গা দশরথবাড়ী গাঁও পঞ্চায়েত সেখানেও দিয়েছেন আড়াই লক্ষ টাকা। এইভাবে টোটাল ৩০ লক্ষ টাকা। স্যার,তার কপি আমার কাছ আছে। আপনি যদি চান তাহলে দিতে পারি। এইভাবে সারকোলার করিয়ে ডম্বুর জলাশয়ের নামে টাকাটা হাপিজ করে দিল। তার মধ্যে বিল পবিস্কার করার জন্য যতনবাড়ির জন্য ১০ লক্ষ টাকা এবং গন্ডাছড়ায় ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে নামে মাত্র কয়েকটি কচুরিপানা পরিস্কার করে করা হয়েছে। আমার কাছে সার্কুলারের কপি আছে। বৃষ্টি যখন নামে জলাশয়ের পার থেকে জলে কচুরী পানা নামে। ওই জলাশয়ে নৌকা চলে। ওখানে ৩০ লক্ষ টাকা হাপিজ করে নিলেন এটা কি দুর্নীতি বলা যায় না। একটা সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে বাজেট তৈরী করা হোক। সেখানে মন্ত্রী গ্রহণযোগ্য হবে কি হবেনা দেখা যাবে। তীর্থমুখ ও অমপপুরে নিউগাঁও পঞ্চায়েতের সমীক্ষায় দেখা যায় তেলেং গাঁওসভার প্রজেক্টের কাজ গত ৫ বছরে কি কি করা হয়েছে মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে। আমাদেরও জানা আছে। বিধানসভায় পাশ হয় কি না এখানে লেখা আছে হরেন্দ্র রিয়াং নামে পুকুর নালা খননের জন্য ১৩ হাজার ৫০০ টাকা শেংসান হয়েছে কাজটি শেষ হয়নি। আমি মিটিং এ বলেছি যেগুলি স্যাংশান হয়েছে কয়েকটির কাজ কমপ্লিট হয়েছে আর বাকীগুলি তদন্ত হোক। মহুরীবাগে নিবারণ রিয়াং এরা ১৩ হাজার টাকার কাজ কমপ্লিট হয়নি, কিন্তু কাগজে কলমে দেখানো হয়েছে শেষ হয়ে গেছে। ১৫ হাজার টাকার খেলার সাজসরঞ্জাম কেনা হয়নি খরচ করে ফেলেছে। শীলজুরী ব্রিজ থেকে অনন্ত রিয়াং বাড়ী পর্যন্ত পুকুরের দশ মেন্ডেজের জন্য ৮ হাজার টাকা ধরা হয়েছে আজ পর্যন্ত কাজটা কমপ্লিট করা হয়নি। তীর্থমুখ ও কড়াইমুড়া গাঁও পঞ্চায়েতে আলাদা খাতে ৩৬ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। আমি সবটার কাজ কমপ্লিট হয়নি বলেছি। দুর্নীতির প্রশ্ন উঠছে। সেনিটারী লেট্রিন তৈরীতে দুটোর কাজ দেখানো হয়েছে ৫৮ হাজার ২২ টাকা। আমি এডিসি চেয়ারম্যানকে নিয়ে দেখলাম ২০০১ - ০২ইং সালে সেনিটারী স্কীমটার কাজ করা হয়নি। কিন্তু স্কীমটার কাজ কমপ্লিট দেখানো হয়েছে। করবুক এলাকায় পশ্চিম মানিক্য দেওয়ান গাঁওসভার কিউসুই পাড়া জে.বি. স্কুলের মাঠ সংস্কারের জন্য মোট ব্যায়িত টাকা ১৫৫৪.৩৭ টাকা। আমি জানিনা কোন দপ্তর থেকে টাকা দেয়া হয়। আমি চেলেঞ্জ জানিয়েছি একটা টাকা এই খাতে খরচ করা হয়নি। এখানে কমিউনিটি হল মেরামতের জন্য টাকা সেংশান করা হয়েছে এটার কাজ শেষ হয়েছে। আমেরাই উচুই ও জামেরাই উচুই ৩ কানি জমিতে সুপারির চারা দেওয়া হয়েছে এগ্রিকালচার দপ্তর থেকে এটার কাজ হয়ে গেছে। ২০০১ - ০২ইং এইভাবে টাকা হাপিজ করে নিয়েছে। এটা কি দুর্নীতি না? মাননীয় মন্ত্রী এই বাম সরকার ফিরে আনার বহুত চেষ্টা করেছেন। স্যার, পৃথিবীর এই সুযোগটা বার বার আসেনা। স্যার, এই ভাবে একটার পর একটা টাকা হাপিজ হয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতি একেবারে চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে। স্যার, পত্রিকায় আমরা দেখেছি এইডস রোগের টাকা খেয়ে ফেলেছে। আমরা শুনেছি এইডস রোগ ভাল হয় না। ক্যানসার থেকেও মারাত্বক রোগ এই এইড্স রোগ। এইডস রোগের টাকা যে খায়, এটার সঙ্গে যে সহবাস করে তাদেরও ছড়িয়ে যায়। স্যার, এইডস রোগের টাকা যিনি খেয়েছেন এবং তাঁর সাথে বামফ্রন্ট সরকার সহবাস করছেন সুতরাং তাঁদেরও ছড়িয়ে গেছে। এটা আর ভাল করা যাবে না। একজন সি. পি. আই (এম) নেতাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনারা আবার ক্ষমতায় আসবেন কি? উনি উত্তর দিলেন - মনেতো হয় না। ওদের পি.ও নেতাকে বলেছে, চিকিৎসার জন্য আপনারা হিল্লী - দিল্লী গেলেন কোন কিছুই হলো না। এখন চিকিৎসার শেষ ট্যাবলেট বনাজি ঔষধ হচ্ছে এস.পি.ও। আমার মনে হয় এই বনাজি ঔষধেও আপনাদের এইড্স রোগ ভাল হবে না। স্যার, ফুড মিনিষ্টার একটু আগে বললেন যে বি পি এল - এ পি এল হয় না। আমার কাছে সমস্ত তথ্য আছে। আমি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলেছি যে গন্ডাছড়া দুর্গমাঞ্চল। আমার এখানে প্রায় ৪০০ দরখাস্ত আছে,এগুলির ডুপ্লিকেইট কপি আমি এস.ডি.ওকে দিয়েছি। বি.পি.এল

কে এ.পি.এল করে দেওয়া হচ্ছে। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, তথ্য দিয়ে বলছি এই ভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। গ্রামের গরীব মানুষ বি.পি.এল কার্ডধারীদের টাকা পর্য্যন্ত আপনারা খেয়ে ফেলেন। এটা ভাবতে আমার লজ্জা লাগে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- স্যার, আমি গণ্ডাছড়ার কথা বলছি স্যার। এই গণ্ডাছড়া মহকুমায় বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে ২৮ জন অপহৃত হয়েছে। এই ২৮ জনের একজনও ফিরে আসেনি। সরকার কি জবাব দেবেন জানিনা। এটা শুধু গণ্ডাছড়া মহকুমার। এই ভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে হাজার হাজার মানুষ অপহৃত হয়েছেন। তাদের কোন ট্রেস নেই। স্যার, কিছুদিন আগে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী বলেছেন - পাহাড়ে যদি খুন খারাপি হয় তাহলে সমতলের মানুষ ছাগল কাটার ছুরি, বটি দা, মাটি কাটার কোদাল, ঝাড়ু, খন্তি হাতে নেমে যাবে। শহরে আক্রমণ হবে। একজন শিক্ষামন্ত্রী কি এইভাবে কথা বলতে পারেন? মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নাকি আবার শিক্ষা মহাপন্ডিত পুরস্কার পেয়েছেন। আমি জানিনা কি ভাবে উনি পুরস্কার পান। উনি যখন শিল্প মন্ত্রী ছিলেন বিশ্বকর্মা পূজার নিমন্ত্রণ পেয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে উদ্যোগতাদের জিজ্ঞাসা করতেন বিশ্বকর্মার বাবার নাম কি? তুলসী গাছের বদলে মরিচ গাছ কেন লাগানো হচ্ছে না। কেন হিন্দুরা মৃতদের চোখ চন্দনের ফোটা দিয়ে তুলসী পাতা দিয়ে এটে দেয়। এখানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী পরামর্শ দিলেন তুলসী পাতার বদলে মৃতদের চোখে মরিচ পাতা যেন লাগানো হয়। এইভাবে তো সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মরিচ লাগিয়ে রেখেছেন এবং আগামী দিনেও এই ভাবে চলবে স্যার। ত্রিপুরা রাজ্যে যদি কোন দিন দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় ট্রাইবেল এবং নন্ ট্রাইবেলের মধ্যে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে যদি কোন দিন আইন শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় তার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দায়ী থাকবেন এবং বামফ্রন্ট সরকার দায়ী থাকবেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব আজকে এই আলোচনা শেষ হওয়ার পর পদত্যাগ করে বাড়ী ফেরৎ যাওয়ার জন্য। আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ। আপনি ৩০ মিনিট আলোচনা করবেন কারণ সুদীপ বাবু বলবেন না আপনাদের চীফ হুইপ জানিয়েছেন কাজেই দুই জনের মিলে ৩০মিনিট বলবেন।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাজ্যের মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন বিরোধী দল থেকে। আমার সত্যিই দুঃখ হয় এই অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য কারণ এই সরকার আমারও সরকার। তাহলে কি পরিস্থিতিতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কোন সরকার সেই কংগ্রেস পরিচালিত সরকার কিংবা বামফ্রন্ট পরিচালিত সরকার যতক্ষণ রাজ্যের মানুষ এই রাজ্যকে নিজের মনে না করবে, এই সরকারকে নিজের মনে না করবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাজ্যের শান্তি আসতে পারবে না। এখন তাঁরা এই সরকারের নাম দিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। কারণ এখন যদি আমরা দোকানে ইট, টিন ইত্যাদি কিনতে যাই তাহলে দোকান থেকে বলা হয় নিজের বাড়ীর জন্য কিনবেন না সরকারী কাজের জন্য কিনবেন? তার মানে চিন্তাধারাই এই রকম হচ্ছে। বর্তমান বামফ্রন্ট পরিচালিত রাজ্যে অর্থ্যাৎ করাপশন কি জায়গায় দাঁড়িয়েছে সেগুলি আমি চেষ্টা করব কিছু কিছু তুলতে। যদিও দুঃখ হয় তবুও উচিত এখনই মন্ত্রীসভার পদত্যাগ করা। কারণ রাজ্যের যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির জন্যই বলছি। স্যার,আমি প্রশ্ন উত্তরে বলেছিলাম খাদ্য দপ্তরে কেন্দ্র থেকে ৪০.৮৬ শতাংশ বি.পি.এল - এর জন্য অর্থ্যাৎ যে সমস্ত মানুষ দরিদ্র সীমা রেখার নীচে বসবাস করে তাদের জন্য চাউল আসে। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন মার্চ মসে ৯ লক্ষ লোক চাউল পেয়েছে আবার এখন বলছেন ১১ লক্ষ লোক চাউল পেয়েছে তাহলে কত পাওয়া উচিত? ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার ১৬০ জনের চাউল পাওয়া উচিত। কিন্তু খাদ্য দপ্তর ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ১৬৩ জনের চাউল মেরে দিচ্ছে, চুরি করছে আমি যদি এটা বলি অন্যায় হবে? উনি তথ্য দিতে পারেন নি কিন্তু গরীব মানুষের চাউল মেরে

দিচ্ছেন। সুতরাং আমি মনে করি একজন কেবিনেট মন্ত্রীর দায়িত্ব ডেমোক্রেটিক সেটা আগে টোট্যাল কেবিনেট রেসপনসিব্যাল। আমি সংক্ষেপে এক একটা দপ্তর বলব। আমি মনে করি উনার বা মন্ত্রীসভার ক্ষমতায় থাকা উচিত নয় যদি সেটিসফ্যাক্টরি উত্তর দিতে না পারেন। স্যার, এই (বইটা দেখিয়ে) একটা বই এনিমেল রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট পারফেকটিভ প্ল্যান ফর ডেভলাপমেন্ট অব্ এনিমেল রিসোরসেস্ সেক্টার ইন নেকষ্ট টেন ইয়ারস্ ২০০২ - ২০০৩ইং থেকে আরম্ভ করে ২০১১-২০১২ইং পর্য্যন্ত বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সেখানে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র বাবু বলেছেন পায়খানার টাকা খাচ্ছে, এডস্ - এর টাকা খাচ্ছে। উনি এই বইটাতে দেখুন এটা আমার কথা নয়, আমি একটা কথাও বলব না, সব উনাদের কথা স্যার। ১৯৯২ইং সালে এই রাজ্যে কতগুলি ক্যাটেল ফার্ম ছিল ৯ লক্ষ ৫০ হাজার সেই জায়গায় এখন কত আছে ৬ লক্ষ ৮১ হাজার ৫৫৪। কতগুলির বর্ত্তমানে খবর নেই - ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪৫। এই খবর কে বলছে? আমি না কাগজ। স্টেটিসটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, অ্যানিম্যাল রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট। মহিষ ছিল জোট আমলে ১৯ হাজার বর্ত্তমানে আছে ৯ হাজার ৩৮৪টি, ৯ হাজার ৬১৬ টি নেই, ছাগল ছিল ৫ লক্ষ ১৩ হাজার, বর্ত্তমানে আছে ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ২৮০টি, ১ লক্ষ ৭১ হাজার ৭২০ টি নেই, শূয়র ছিল ১ লক্ষ ৮৮ হাজার, বর্ত্তমানে আছে ১ লক্ষ ৪৮৫ টা, ৮৭ হাজার ৫১৫ টি নেই। পলট্রি ছিল ১৯ লক্ষ ৭৫ হাজার, বর্ত্তমানে আছে ১৪ লক্ষ ৪০৩ টি, ৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫৯৭ টি নেই। পাতিহাঁস ছিল ৬ লক্ষ ১২ হাজার, বর্ত্তমানে আছে ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫২৭ টি, ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪৭৩ টি নেই। অর্থাৎ ক্যাটেল থেকে শুরু করে মহিষ, গরু, ছাগল, শূয়র, পলট্রি উনি সব খেয়ে ফেলেছেন। চুরি করে বিক্রী করে দিয়েছে। দিস ইজ দি রিপোর্ট অফ দি অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রী। আগে উনাকে পাবলিক বনখাওড়া মন্ত্রী বলতেন। স্যার, একটা দপ্তর আমার দুঃখ হয়, সেখানে মাননীয় কেশব বাবু স্বাস্থ্য মন্ত্রী, রাজ্যে কত নিম্নমানের ঔষধ আনছে। এটা আমার কথা নয়, ফাইল রিপোর্ট অফ দি হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট। কোটি কোটি টাকার ঔষধ এনেছে স্বাস্থ্য দপ্তর, যেগুলি অত্যন্ত নিম্নমানের। এগুলি সাপ্লাই দিচ্ছে হাসপাতালে। সেমপ্‌ল পাঠানো হচ্ছে গাজিয়াবাদে এবং সেখান থেকে রিপোর্ট এসেছে ঔষধগুলি নিম্নমানের। ড্রাগ ল্যাবরেটরী থেকে রিপোর্ট আসতে ডাইরেক্টর অফ দি হেল্‌থ সেন্টারে ৩ মাস সময় লাগে। ফাইল চেপে রেখে খবর নেওয়া হয় ঔষধগুলি দেওয়া হয়েছে কিনা। দেওয়া হয়েছে শোনার পর খবর পাঠায় ঔষধগুলি দেওয়া বন্ধ কর। It is also observed that the items which could analysed by the State Drug Testing Lebrotory, were sent outside the State for testing (may be seen at page 11 and page 14 cor.). When test report received by us, it is found that all sub-standard batches have been consumed away by the patient. A minimum general vigil by the authority is seems to be necessary to stop such irregularities and in the meantime, a lion portion of substandard medicines consumed by the people. The matter is evidence of most irregularities. There is enough reason to think about such motive of Dy. Drug Controller. This irregularity is the cause for which people consume substandard medicine even after detection the items as substandard. নিম্নমানের ঔষধ মানুষকে খাওয়াচ্ছে। তারপরও আমি কি উনাকে বলব মন্ত্রীসভায় থাকতে? উনি কমিশন বানিজ্য করতে পারেন, যদি না হয় তাহলে এইসব অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেন না কেন? স্যার, উনি যে কতগুলি সোসাইটির চেয়ারম্যান সেটা উনি জানবেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানবেন। তিনি এইড্‌স সোসাইটির চেয়ারম্যান, লেপ্রোসি সোসাইটি, রিপ্রোডাকৃটিভ সোসাইটি, চাইল্ড হেল্‌থ কেয়ার সোসাইটি, ব্লাইডনেস সোসাইটি, ক্যান্সার সোসাইটি, ব্লাড ট্র্যান্সমিশান সোসাইটি, টি.বি, সোসাইটি বিভিন্ন রকম সোসাইটির চেয়ারম্যান। এগুলির নামে দিল্লী থেকে টাকা আসে, কারণ ফর এ্যাওয়্যারনেস্। জনসচেনতার জন্য। এইড্‌স যাতে না হয়, আমাদের রাজ্যে একজনের এইডস্ পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। এই রোগটা আর যাতে না ছড়ায়। কারণ

এইড্স হলে মানুষ বাঁচেনা। জনসচেতনতার জন্য কোটি কোটি টাকা আসে। এটার সিস্টেমটা কি? চেয়ারম্যান হয় ডিপার্টমেন্টাল অফিসার। কিন্তু দেখা গেল মন্ত্রী নিজে এই সোসাটিগুলির চেয়ারম্যান। কারণ চেকে সই করে। আমি পত্রিকাতে দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নাকি উনার চেকের উইথড্রল পাওয়ার নিয়ে গেছেন। যদি নিয়ে থাকেন, তাহলে কেন নিলেন? যদি উনি চেয়ারম্যান পদে না থাকেন, তাহলে কিসের জন্য নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম, তিনি চিঠির উত্তর দিয়েছেন, আই হ্যাভ রিসিভ্ড ইওর লেটার অন ফিফটিন্থ জুন। আর কিছু না। অথচ একজন মন্ত্রী কোটি কোটি টাকার কেলেংকারী করছেন, আর মুখ্যমন্ত্রী চুপ করে আছেন। ১৩ - ১৫ দিন পর উনি কথা বলেন, দপ্তরের সাউথ লবি, নর্থ লবির চাপে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী উনার স্বরূপ প্রকাশ করলেন। এটা মন্ত্রীসভা? মানুষের টাকা মেরে দেওয়ার জন্য? স্যার, ওনার স্বাস্থ্য দপ্তরের সম্পর্কে যদি বলতে যাই তো অনেক সময় লেগে যাবে। ওনার পিরিয়ডে ২৭৬৮১৫ জন লোক জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৭০০৯ জন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬১৮ জন এই রকম পরিস্থিতি। তার-পর স্বাস্থ্য দপ্তরে কোন দন্ত চিকিৎসক নেই, কোন চক্ষু বিশেষজ্ঞ নেই এরকম অবস্থা। আমাদের পবিত্র বাবুর পরিচালিত একটা গরীব চা বাগানে ঔষধের অভাবে ডাক্তারের অভাবে চার পাঁচটা বাচ্চা মারা গেছে। আমি সচিবকে চিঠি দিয়েছি ইমিডিয়েট সেন দা টিম, কিন্তু পাঠান নি আশ্চার্য! এই হচ্ছে ওনার দপ্তরের অবস্থা তারপর উনিতো শুধু টাকাই বানাননি ওনার নিজের ছেলেকে রিজোন্যাল ফার্মাসিষ্ট ইন্স্টিটিউটে ভাল বেতনের চাকুরী দিয়েছেন, কারণ স্বজন পোষণ তো। তারপর উদয়পুর একটা সুবর্ণ বিউটি পার্লার আছে সেখানে ওনার ছেলের বৌ বসে, তা বিউটি পার্লার এতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু সরকারী টেলিফোন সেখানে কেন এবং তার বিলটা সরকার দেবে কেন? দয়া করে এই ব্যাপারটা যদি একটু টীচ করেন তো খুশি হব। যাই হোক তাই যদি না হয় তো সেখানে যেন তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের পরিবহন মন্ত্রী কি করেছেন. যাতে সরকারী অর্থ নষ্ট হয় তার জন্য এমন কিছু লোক ফিট করেছেন ওনার পরিবহন দপ্তরে যারা নাকি রাজস্ব ৪২০০ টাকার পরিবর্তে ২১০০ করে নিচ্ছে, ফলে রাজ্যের রাজস্ব নিচে নেমে যাচ্ছে, উনি ঠিক মত আদায় করছেন না। অথচ নিয়ম কি, রোড টেক্স ৪২০০ টাকা দিতে হয় আর উনি সেখানে আদায় করছেন ২১০০ টাকা। তারপর ওনার ফিট করা লোকরা ২০ বছরের নিচে লাইসেন্স পাচ্ছে। আমরাতো জানি ১৮ বছর হলে চাকুরী পায় আর ২০ বছর হলে লাইসেন্স পায়। অথচ আমার কাছে রেকর্ড রয়েছে ২০ বছরের নিচে লাইসেন্স দিচ্ছে আর অ্যাক্সিডেন্ট করছে ঘন ঘন প্রত্যেকটা জায়গায়। ফলে আজকে পরিস্থিতি কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? অর্থাৎ মাল দিয়ে কাজ হয়। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে আমি অনুরোধ করব এবং বলব যে, ওনার কি এই দপ্তর চালানোর যোগ্যতা রয়েছে কিনা এটা উনি বলবেন। স্যার, আমাদের বাদল বাবুর পূর্ত দপ্তর কি করেছে, খয়েরপুরে একটা ব্রীজ করেছে কোটি কোটি টাকা খরচ করে। অথচ সেই ব্রীজটা গাড়ী চালানোর আগেই ভেঙ্গে গেছে। সেটা কিভাবে ভেঙ্গেছে টাইটানিক জাহাজের মত। টাইটানিক যারা দেখেছে তারা দেখেছে জাহাজটা কিভাবে ডুবে গেছে এটাও ভেঙ্গেছে ঠিক সেভাবে। এখন কি করা হয়েছে সেখানে একটা বেড়া দিয়ে রেখেছে উঁচু করে যাতে মানুষ না দেখতে পায়। তা এই যে কোটি কোটি টাকার ব্রীজটা ভেঙ্গে গেল তার জন্য কারও বিরুদ্ধে কোন অ্যাক্শন্ নেওয়া হয়েছে কি? এত দিন পর দেখছি সেদিন ত্রিপুরা অব্জারভারে একটা চিঠি যাদবপুর ইউনিভার্স অ্যাক্সপার্ট টু প্রুভ বাইপাস ব্রীজ কলাপ্স্ আবার টাকা, এদিকে কোন কনট্রাক্টরের বিরুদ্ধে বা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে বা চীফ ইঞ্জিনীয়ারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি? কিছুইতো নেননি, তো নিলেন না কেন, কমিশনের ব্যবস্থা আছে কিনা আপনিই জানেন। এখন আবার পয়সা আনতেন, ইউনিভারসিটি থেকে লোক এনে চেক করাত এখানেওতো টাকা। এদিকে আজকে পাঁচ মাস চলছে নো অ্যাক্শন্। স্যার, ওনাকে দক্ষিণের মাফিয়া ডন কয় কিনা

জানি না, ওনার প্রত্যেকটা ব্যাপার এরকম শুধু এই খয়েরপুরের ব্রীজটাই নয় ত্রিপুরা রাজ্যের বহু ব্রীজ বহু বিল্ডিং - এর অবস্থা আজকে এরকম এবং কমিশনের ভিত্তিতে সমস্ত কাজ হচ্ছে। স্যার, আমি ওনাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম ওনার আবার একটা সিস্টেম আছে উনি চিঠির উত্তর দেন না, আমার বিষয়টা ছিল ২৩.৭.২০০২ ইং তারিখ একটা নিউজ উঠেছিল যে, বিরাট টেন্ডারে শহরের বিভিন্ন রাস্তাসংস্কারের নামে ২৫ লক্ষ টাকা গায়েব। স্যার, আপনিতো দেখেন আগরতলা শহরের রাস্তাগুলির কি অবস্থা। এগুলির সংস্কারের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা দিয়েছে উইদাউট টেন্ডারের কাজ দিয়ে দিয়েছে আর যার যেমন টাকা নিয়ে গেছে। আমি চিঠি দিলাম এরকম অবস্থা হচ্ছে দয়াকরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। উনি চিঠির উত্তর দিলেন না। উনি মনে করেন ওতো বিরোধী দল, টাকা খাবার আছে খেয়েনিই পরে দেখা যাবে। কিন্তু এটাতো হওয়া উচিৎ না। আপনি একজন মন্ত্রী, আমিতো বিধায়ক সেজন্য গণতন্ত্রকে টিপে ধরবেন না। যান-তো দেখি আগরতলা শহরের রামঠাকুর সংঘের দিকে। যান অন্য কোন রাস্তায়। হোয়াট ইজ দ্যা পজিশান অব্ দ্যাট রোড? কেন ব্যবস্থা নিলেন না, কেন? তারপর মাননীয় মন্ত্রী জীতেনবাবু স্যার, একটা চিঠি দিয়েছিলাম ইন্দিরা আবাস যোজনায় এবং পি. এম. জি. ওয়াইতে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিভাবে দুর্নীতি করা হয়েছে সে সম্পর্কে চিঠি দিয়েছিলাম চীফ্ সেক্রেটারীকে। ২০-৯-২০০১ইং এই দুইটি যোজনায় সিস্টেম হল ১৫,৮০০ টাকা দেবে টিনের বাবদ, আর ৬২০০ টাকা নগদে দেবে তাদের ঘরটা করার জন্য। মোহনপুর ব্লকে বি,ডি,ও এবং পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ২০০১ - ০২ইং অর্থ বছরে এই দুইটি যোজনার টাকা প্রায় ১৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫৭৪ টাকা মেরেছে। এইবারও মেরেছে ১৯,৩৩,০৩৩ টাকা। এটা বেরিয়েছে সি পি এমেরই একটি বই তাতে এখানে নগদ অর্থ যেখানে দেওয়ার কথা ৬,২০০ টাকা সেখানে দেওয়া হয়েছে ৪,০৫৭ টাকা। হোয়াই? কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? চীফ্ সেক্রেটারীকে চিঠি দিয়েছি কোন অ্যাকশান নিলেন না। আবার আপনারা তপন সিকদার সম্পর্কে বলছেন। এখন তপন সিকদার চোর না আপনারই কারবার সান্টিং করেছেন এটা আমার জানার দরকার নেই কিন্তু এখানে কাগজপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৬৭ কোটি টাকার কোন হিসাব নেই। ২০০০-০১ইং সালে ৬৭,৪৫,৮৭,০০০ টাকার খোঁজ নাই অথবা অব্যয়িত কেন থাকবে? কেন থাকবে এত অর্থ অব্যয়িত? রাজ্যের মানুষের জন্য টাকা এসেছে খরচ করতে পারেন নাই কেন? আপনাদেরই স্টেটমেন্ট বি,জি,পির সঙ্গে সেটা আমি কি করব? আপনারা স্টেটমেন্ট দেবেন, উনি স্টেটমেন্ট দেবেন কিন্তু রাজ্যের টাকা চলে যাচ্ছে।

স্যার, এরকমভাবে রাজ্যের মানুষের জন্য ক্যালামিটির রিলিফের জন্য টাকা আসে। সে টাকা ব্যাংকে রেখে দেয়। পাবলিকের কোন দরকার নেই। এটা ব্যাংকে রেখে ব্যবসা করবে সরকার। কি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ১, ২, ৩, ৮, ৯,১০, ১৪ কোটি টাকা এসেছে। সেখানে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপরাটেভি ব্যাংকে এক কোটি টাকা রেখেছে। তারপর গ্রামীণ ব্যাংকে এক কোটি টাকা রেখেছেন। চার কোটি টাকা কানাড়া ব্যাংকে ফ্লেক্সিবল্ ফিক্সড ডিপোজিট এ রেখেছে। আমার বক্তব্য হল কেন রাজ্যের একটা দরিদ্র গ্রামীণ ব্যাংক আছে - এইখানে বড় বড় কথা বলেন – আমাদের রাজ্যের গ্রামীণ ব্যাংক। কিন্তু দেখা গেল এই গ্রামীণ ব্যাংকে রাখছেন মাত্র এক কোটি টাকা। আর কানাড়া ব্যাংক - জানি না ওদের সঙ্গে কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে কমিশন আছে কিনা জানি না কিন্তু সেই কানাড়া ব্যাংকে প্রথমে রাখলেন আট কোটি টাকা তারপর ফ্লেকসিবল ফিক্সড ডিপোজিট-এ রেখেছেন চার কোটি টাকা মোট ১২ কোটি টাকা। হোয়াই? আর মানুষের জন্য বন্যা খরা এই ক্যালামিটি রিলিফের এই ফান্ড থেকে এই সব ক্যালামিটি ভিকটিম্সরা টাকা পায় না, তারা পথে পথে ঘোরছে। স্যার, যেহেতু এটা বিধানসভার বিরুদ্ধে একটা আছে, এটা আমি বলব না, সেটা আমি পরে বলব স্যার কমপিউটারের একটা ব্যাপার আছে। এটা আমি এখন বলব না।

স্যার, এই রাজ্যের মন্ত্রীসভা, এই রাজ্যের সরকারী ২৭০ জন গেজেটেড অফিসারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির

অভিযোগ এসেছে। তাদের বললে তারা বলে আমাদের ধরেন কেন, আমাদের তো কমিশন দিতে হয়। কারে দেন? মন্ত্রীদেরকে। আজকে ২৭০ জন গেজেটেড অফিসার এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই করাপশনের জন্য অভিযুক্ত। কোন সময়ই এই ধরণের ঘটনা শুনিনি স্যার, আগে কংগ্রেস সরকার ছিল, তারপর জোট সরকার ছিল, সি, পি, এম ফ্রন্টও ছিল। কিন্তু হোয়াট ইজ্ দ্যা পজিশন অ্যাট প্রেজেন্ট? কি উত্তর? স্যার, আমিও পি, এ, সি, র চেয়ারম্যান। দিল্লীতে একটা পি, এ, সি আছে। এখানে কোটি কোটি টাকা এসেছে - এম, পি, র টাকা। সেই টাকার হিসেব দিতে পারছে না। দিল্লিতে পি, এ, সি র চেয়ারম্যান অফিস থেকে চীফ্ সেক্রেটারী তুলসীদাসকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে তোমাকে ১, ২, ৩, ৪, ৫ টা চিঠি দিয়েছি কিন্তু কোন উত্তর দেন না। আমাদের পি, এ, সি, র মিটিং বন্ধ হয়ে আছে। ত্রিপুরা রাজ্যের কোটি কোটি টাকার কোন হিসাব নেই। এই টাকা যাচ্ছে কোথায়? এবং দেখা যাচ্ছে আজকে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর উত্তর এখনো ৬ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা অব্যয়িত। আজকে এটা লে করেছেন এই উত্তরটা। কাজ চলছে চলছে। এই হলো অবস্থা। স্যার, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন যে - ১.১.৮৯ থেকে ৩১.৩.৯৫ইং পর্য্যন্ত ৪৬১ জন হোমগার্ডের নামে কে বা কারা টাকা তোলে নিয়ে গেছে। কিভাবে টাকা তোলে নিয়ে গেলো? ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা তোলে নিয়ে গেছে? কে টাকা তোলে নিয়ে গেল এবং তার বিরোদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? নো রিপ্লাই। এই ৪১৬ জন হোমগার্ডের ভূঁয়া নামে ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা তোলে নিয়েছে তার কোন খরব নেই।

স্যার, আজকে এখানে বলা হল যে আরক্ষা দপ্তরে টেন্ট, মশারী, বক্স, টার্পিলিন ইত্যাদির জন্য ২ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯০৯ টাকা ব্যয় হয়েছে। আরক্ষা দপ্তরের কোটি কোটি টাকার সামগ্রী কেনার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ রয়েছে। রাজ্যের শিল্প সংস্থাগুলি থেকে এই সব জিনিষ ক্রয় না করে বাইরে থেকে কেনা হচ্ছে। এমনকি স্থানীয় পূর্বাশাতেও যা কিছু পাওয়া যায় সেটা পূর্বাশা থেকে না ক্রয় করে অন্য জায়গা থেকে সেই জিনিষগুলি কমিশনের ভিত্তিতে ক্রয় করা হচ্ছে। এই হচ্ছে ওদের মাজরা।

১১,২০১ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এমনিতে উনারা বলেন যে একটি চাকুরীর ক্ষেত্রেও আমরা পয়সা নিই নাই। ভাল কথা। কেনই বা নেবেন? নিয়োগ নীতিতে কি উল্লেখ রয়েছে? বেকারদের মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতায় যারা আগে পাশ করেছে তাদেরকে যাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়া হয় সেই জন্য এই চাকুরীর নিয়োগ নীতিতে ৭০ শতাংশের ব্যবস্থা রয়েছে এই সকল বেকরদের জন্য। নিডিদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই ক্ষেত্রে নিয়োগ নীতিতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে 'নিডি' হবে তারাই যারা দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে। বি.পি.এল ছাড়া চাকুরী দেওয়া যাবে না। এখানে দেখা যায় চাকুরী হয় ত্রিপুরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মেম্বার অমল চক্রবর্তীর স্ত্রী অদিতি চক্রবর্তীর। তিনি এস.এফ.আই নেতাও বটে। সেজন্য উনার স্ত্রীকে নিয়ম নীতি বিসর্জন দিয়ে বিশ্ব বিদ্যালয়ের মত জায়গাতে অন্যান্যদের বঞ্চিত করে চাকুরী দিয়ে দেওয়া হল। এটা দেওয়া হয়েছে কোন ধরনের ইন্টারভ্যু ছাড়াই। ১২ থেকে ১৩ হাজার টাকা বেতন পাবেন তিনি। এই হচ্ছে আপনাদের চাকুরী নীতির নমুনা। এই পোস্টটি এস.টি রিজার্ভ বলে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও এবং যোগ্য এসি.টি প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও শাসক দলীয় সমর্থক তথা এস.এফ.আই নেতা অমল চক্রবর্তীর স্ত্রীকে চাকুরী দিয়ে দেওয়া হল। কিসের বিনিময়ে এই চাকুরীটি হল এটাও কি পরিস্কার করে আরোও বলতে হবে? লজ্জা করছে শুনতে? বাসুবাবুও ছিলেন সেই মিটিং এ।

একইভাবে টি. আর. পি. সি-র একটি অবৈধ চাকুরীর ব্যাপারে আমি বিধানসভায় প্রশ্ন এনে জিজ্ঞেস করেছিলাম কিভাবে সংশ্লিষ্ট পদে যোগ্যতাহীন ব্যক্তিকে চাকুরী দেওয়া হল? খগেন্দ্রবাবু টি.আর.পি.সির চেয়ারম্যান।

উনার হাতেই সবটা হয়েছে। বহু প্রতিবাদ জানানোর পর সরকার বাধ্য হয়েছে এই চাকুরীর অফারটি বাতিল করতে। প্রচুর টাকার বিনিময়ে ব্রজগোপাল রায়ের সেই ভাইকে টি.আর.পি.সিতে চাকুরী দেওয়া হয়েছিল। আজকে সব চাকুরীর পেছনেই টাকার লেন দেন হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী সুকুমার বর্মণ ক্লার্কের চাকুরীর জন্য ৮৫ হাজার টাকা নিয়েছেন বলে পত্রিকায় অভিযোগ উঠেছে। কি অবস্থা বুঝুন।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) ঃ- পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, পত্রিকায় এই ব্যাপারে যে সংবাদটা প্রকাশিত হয়েছে আমি সেটা প্রতিবাদ করে দৈনিক সংবাদ পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে বলেছি যে অভিযোগটি আপনাদের অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে। অন্যথায় আমি আইনের দারস্থ হব।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- ঠিক আছে, আমাকে প্রতিবাদ দেখিয়ে লাভ নেই। পত্রিকায় গিয়ে খুব দেখান।

স্যার, আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় কেন শিক্ষা দফতরকে ভালভাবে চালাতে পারছেন না আমি সেটা বুঝতে পারছি না। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ভুল। আমি চিঠি দিলাম। বামাপদ মুখার্জী তিনিও বামপন্থী নেতা তিনি আমাকে চিঠি দিলেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর লেটার ডেটেড ১৫.৫.২০০২ ইন হুইচ ইউ হেভ পয়েনটেড আউট সারটেইন মিস্টেক দ্যাট অকারড ইন দি কোয়েশ্চান পেপার অব্ মাধ্যমিক এগজামিনেশন ২০০২। পার্টিকুলার অন দি টু সাবজেক্ট এডিশানাল বায়োলজি এন্ড কম্পালসারি ম্যাথমেটিক্স ডিউ টু হেজ বিন টেকেন মিস্টেক পয়েনটেড আউট এন্ড স্টেপ হেভ অলরেডি বিন ইনেশিয়েটেড ফাইনড আউট দি সোর্স। এখন সোর্স খুঁজছে কিন্তু আমার চিঠির পরে কেন? ছেলেমেয়েরা নাম্বার কম পেল কেন? এটার কি উত্তর? এটা কি স্বাস্থ্য দফতর? স্যার, সাতটা হায়ার সেকেন্ডারীতে একজনও পাশ করেনি, চল্লিশ জনের মধ্যে একজনও পাশ করেনি।

স্যার, উনি হিন্দুকে বলে গরু খাও আর মুসলমানকে বলে শূয়র খাও। দরবার লাগিয়ে দিয়েছেন। স্যার, আশ্চার্য হয়ে যাই একটা স্কুল আছে যেখানে এমন একজনকে দায়িত্ব দিয়েছে ছেলেমেয়েরা ওয়ানে ভর্ত্তি হবে কিন্তু ভর্ত্তি হতে পারছে না। একজন ছাত্র তাকে বসিয়ে রেখেছে পরবর্তী সময় সে চিঠি দিয়েছে তারপর শিক্ষা দফ্তরের সচিব ব্যবস্থা নিয়েছে। ত্রিশজন ছাত্র ভর্ত্তি হতে পারেনি। ছয় মাস পরে ভর্ত্তি করা হয়েছে এই হলো শিক্ষা দফ্তর।

স্যার, আমি মুখ্যমন্ত্রীকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম, চিঠিটা আমি পড়ছি। শুভেচ্ছা নিবেন। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে ১৫ই জুলাই স্থানীয় বিবেক পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় উঠেছে স্বামীর অবৈধ প্রণয়ে পথের কাটা হতে চান না এবং ১৬ই জুলাই, ২০০২ইং তারিখ স্থানীয় মানুষ পত্রিকায় আবার আর এক নারীঘটিত কেলাংকারী শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আমি চিঠি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলেছি আমিতো বিভ্রান্ত, রাজ্যের মানুষ বিভ্রান্ত, মন্ত্রীসভা কে আমি জানি না, কে সেই মন্ত্রী খুঁজে বের করুন। উনাকে সতর্ক করে দিন আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। আমি জানি না চিঠির উত্তর কেন দেননি মুখ্যমন্ত্রী। এখানে বলা উচিৎ। আমি চিঠি দিয়েছি আমি চিঠি ছাড়া কথা বলি না। চিঠি দিয়ে বললেন না কেন? কে সেই মন্ত্রী খুঁজে বের করুন। আমি জানিনা চিঠি দিয়েছি চিঠির উত্তর কি দেবেন আমি জানি না। আজকে কি অবস্থা জনতার বিল খেয়ে আদালত থেকে জামিন নিলেন সি.পি.এম নেতা, তিনি কে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড়পুর বিধানসভা কেন্দ্রের ধনপুরের একজনের নাম কৃষ্ণ দেবনাথ সে হল প্রধান। উনার দু বাচ্চা দু'ই বউ আছে। তিনি ঐ মহিলাকে নিয়ে চলে

গেছেন। বিশালগড় ধরা পড়েছে, ধরে কিছু উত্তম মধ্যম দিয়ে কোর্টে চালান-এই হল সি.পি.এম প্রধানের কীর্ত্তি।

কৈলাশহর এলাকায় এবার বিধবাও সি.পি.এম নেতার বর্বরতার স্বীকার সদ্যজাত কন্যা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ। উনিও প্রধান। বর্বর ঐ সি.পি.এম নেতার নাম শুধাংশু চক্রবর্ত্তী ওরফে বাবুল, বাড়ী কৈলাশহর থানাধীন কামড়াঙ্গাবাড়ী এলাকায়। তিনি কৈলাশহরের সি.পি.এম পরিচালিত গৌরনগর গাঁওসভার প্রধান। কি বলব স্যার, আর একটি পত্রিকায় উঠেছে মন্ত্রী স্ত্রীকে কোয়াটারে রাখে না। স্যার, তিনি কে বুঝুন। কারণ ঐসমস্ত ব্যাপার বের হয়ে যাবে, স্ত্রী ধরে ফেলবে এইজন্য রাখেন না। তাও আছে মন্ত্রী লস্যময়ীকে প্রার্থী করার ইস্যুতে সি.পি.এমে ঝড়, বিতর্কে শাসক দলের নেতা। মন্ত্রী আর ভি.আই.পি ঐ বাঁধারঘাটে উনার নাম কোন সময় নন্দ দাস কোন সময় উনার নাম বৈদ্য কোন সময় উনার নাম পাল এই রকমভাবে লাইন ধরে নাকি যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ- কনক্লুড করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- স্যার, সম্মেলন গেছে সি.পি.এমের শুধু অনন্ত পাল নয়, সেখানে ২০০০ইং সনে জুন মাসে মন্ত্রীসভা থেকে অপসারিত করে, লোক্যাল কমিটির সদস্য থেকে বিভাগীয় কমিটির সদস্য পর্য্যন্ত ৪ হাজার কর্মী সমর্থককে ৯৭ থেকে ২০০১ইং পর্য্যন্ত বহিস্কার করা হয়েছে। কিসের জন্য? পার্টির সদস্যদের মধ্যে পন নেওয়া, উপহার সামগ্রী গ্রহণ, ব্যয় বহুল সামাজিক অনুষ্ঠান, নাড়ী সমাজের প্রতি অপরিশিলতা, মানুষিকতা অর্থাৎ অ-কমিউনিষ্ট সুলভ আচরণের প্রমাণ এটা তাদের লাইনের খাস খবর। এই অবস্থা। প্রচুর ক্যারাপশন।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য কনক্লুড করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- ২ মিনিট স্যার। স্যার আগরতলা শহর জলে ডুবে আছে। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অ্যাকশন নিয়েছেন, কি অ্যাকশান দেখুন – B K Roy Commissioner-cum-Secretary, Government of Tripura. As per Rules of the executive Business the subject control upon under,... As the matter has been raised in the Assembly again and again and also the illegation is that concern Department are not taken necessary ligel action. Chief Minister বলেছেন দপ্তর কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না And the C.M. has assured the action will be taken against the defolter, it is necessary that the report appeared in Sandhyan Patrika on 03.03.2002 the brought to your notice as taking immediate action as there are specific information given by one M.L.A. আমি বলেছিলাম এই বিধানসভায় in the Assembly action take may be inform action কি করেছেন? লাইন ধরে বাড়ী ঘর ভর্ত্তি করছে। আমার কাছে ফটোগ্রাফ আছে দেখুন এইগুলি হলো দূর্গাচৌমুহনী বাজারের কাছে, মালিক শ্রীমতি সীতা ভৌমিক, এক কানি। ধলেশ্বর দেবেন্দ্র রোড, মনীষ কর ভৌমিকের বাড়ীর কাছে প্রায় ১০ গন্ডা। শিবনগরে উদিচি ক্লাবের কাছে প্রাইভেট পার্টি। আশ্রম চৌমুহনীর দক্ষিণ দিকে প্রাইভেট পার্টি প্রায় ৩ কানি। প্রগতি রোডের কাছে বিচারপতি বি বি দেবের বাড়ীর কাছে প্রায় সাড়ে তিন কানি। স্বপন সরকার অন্ড আদার্স এবং ১০ কানি। আগরতলা মিউনিসিপালিটির জায়গা নিজেরা ভরে নিচ্ছে। এই হচ্ছে অবস্থা। সি.এম. এর কথা দপ্তর মানে না। আমি বলব যে উনি ক্ষমতায় থাকুক। স্যার এই অবস্থা।

মিঃ স্পীকার ঃ- প্লীজ কনক্লুড করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- স্যার, শেষ করে দিচ্ছি। স্যার, ০১.০১.২০০২ ইং তারিখে বন্ধক দলিল চুরি করে জায়গা

বিক্রি করার দায়ে ২ কর্মী বরখাস্ত। টেন্ডার ছাড়াই ১০ লক্ষ টাকার চা বিশেষ অর্ডার, তদন্তের দাবী। চিচিংছড়া ফল বাগানের নামে ১৫ লক্ষ টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ।

মিঃ স্পীকার ঃ- রতনবাবু কনক্লুড করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- স্যার, সব দপ্তরে, শিক্ষা বলুন, পূর্ত্ত, কৃষি, স্বাস্থ্য,পঞ্চায়েত, তথ্য, শ্রম, পরিবহন, খাদ্য সব দপ্তরেই কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হচ্ছে। স্যার, আমার অনুরোধ উনাকে বলুন রাজ্যটাকে শান্ত করে দিতে।

মিঃ স্পীকার ঃ- প্লীজ কনক্লুড করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- স্যার, এক সেকেন্ড। এই কথা বলে উনার নেতৃত্বে যে মন্ত্রীসভা রয়েছে সেই মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করবে রাজ্যবাসীর স্বার্থে, আমি সেই অনুরোধ করব। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস। সময় ১০ মিনিট।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী দলনেতা কর্তৃক আনিত সরকারের বিরোদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, আজকে যারা সরকারে আছেন তারা একসময় স্লোগান দিত আপ আপ সোসালিজম, ডাউন ডাউন ক্যাপিটালিজম। আজকে তাদের স্লোগানটা পাল্টে গেছে। এখন আপ আপ ক্যাপিটালিজ ডাউন ডাউন সোসালিজম, এই মন্ত্রীসভার সবাই ক্যাপিটালিজম। শুধু এটা না স্যার এখানে মাননীয় সদস্য রতন লাল নাথ অনেক কিছু বলেছেন দুর্নীতির বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে। এই রাজ্যের যিনি মূখ্যমন্ত্রী উনি সমস্ত দুর্নীতি এবং অত্যাচারকে জিয়ে রেখে এই মন্ত্রীসভাকে জিইয়ে রেখেছেন, সেই জন্য উনার পদত্যাগ চাইছি। স্যার, আপনারা জানেন এই লেইক চোমুহনীতে একটি মালটিপারপাস বিল্ডিং আছে এটা বহুতল বিল্ডিং। এবং এটা করা হয়েছে এস.সি, এস.টি এবং ও.বি.সির জন্য। এখানে তাদের বোডিং হবে এবং বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা হবে, স্যার উনি এই বিল্ডিং-এ উনার ছেলে শেরউড নাসিং হোমের একজন বোর্ড অব ডাইরেক্টর। এই শেরউড নাসিং হোমটা এখানে স্থানান্তিরিত করার জন্য কেবিনেট মিটিং এ বার বার চেষ্টা করছেন। স্যার, যদিও এখানে শেরউড নাসিং হোম যা করা হয় তাহলে এবং অন্যান্য দপ্তরে যারা আজকে বিভিন্ন ভাড়া বাড়ীতে আছে যেমন শ্রম দপ্তরে হাজার হাজার টাকা গুনতে হয় তারা প্রতিবারই দপ্তরের কাছে বার বার বলছে এই যে লেকই চৌমুহিতে বাড়ী হচ্ছে সেখানে তাদের অফিসকে ভাড়া দেওয়া হউক। স্যার, আজকে মন্ত্রীসভার একজন সদস্য উনার ছেলেকে একটি নার্সিং হোম করে দেওয়ার জন্য বার বার চেষ্টা করছেন মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত নিয়ে পাকা করবার জন্য। তাহলে এই রাজ্যের যারা মন্ত্রীসভাতে রয়েছেন তারা কিভাবে আছেন শিক্ষামন্ত্রীর ছেলের একটি মালটিন্যাশানাল কোম্পানীর এজেন্ট। এটার এজেন্ট যে হবেন তিনিই ট্রেন্সফার হতে পারবে। উনার ছেলের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা কোটি কোটি টাকা ইনকাম করছেন। স্যার, উনার স্ত্রীর নামে মার্চ মাসে ৯৬ইং সনে পোষ্ট অফিসে ১৫ লক্ষ টাকা ডিপোজিট করা হয়েছে। কোথা থেকে এই টাকা আসল। স্যার, উনার ছেলে আনন্দনগরে ৪০ কানি জমি কিনেছে। সেখানে ফার্ম হাউস করবে। এই বয়সে কোটি কোটি টাকা কোথা থেকে আসল। স্যার, তিনি আরোও নামে বেনামে কিছু গাড়ীর ব্যবসা ঐ গৌহাটিতে নাসিং হোম এই সব করছেন। তা পরেও আমরা কি বলব এই মন্ত্রীসভা টিকে থাকুক। এখানে স্যার আই.সি.এ.টির মন্ত্রী এখানে অনেক সময় বললেন উনি ভাল মানুষ। স্যার, আমরা জানি উনার আর.ডি. দপ্তরে যখন কনষ্ট্রাকশান ওয়ার্ক হচ্ছে স্যার, নিয়ম মতে এটা পি.ডব্লু.ডি সিডিউল মতে হবে। আমরা দেখছি উনি এই সব এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে করছে। যেখানে

পি.ডব্লুউ.ডি সিডিউল আছে ওয়ান স্কয়ার ফুট করা হয় ৭০০ টাকা আর এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে খরচ হচ্ছে ১২০০ টাকা করে। এই যে স্যার ৫০০ টাকা অতিরিক্ত যায় এই টাকাটা পায় আই.সি.এ.টি মিনিষ্টার । আর কেশব বাবুর কথা কি বলব উনার তো চারদিকে দুনীর্তির গন্ধ। রতন বাবু সম্পূর্ণভাবে এবং সুন্দর ভাবে বলেছেন। আমি স্যার একটি কথা বলছি উনি তো বিভিন্ন সংস্থার চেয়ারম্যান ছিলেন। এই চেয়ারম্যান থাকাকালিন পাবলিসিটির জন্য উনারই দেওয়া তথ্য ৮৬ লক্ষ টাকা উনি খরচ করেছেন। এই ৮৬ লক্ষ টাকা খরচ করতে কোন টেন্ডার ছাড়াই খরচ করছেন। এবং এই টেন্ডার দিয়েছে উনার ছেলের শুশ্বর বাড়ীর দিকের আত্মীয় একজনকে এবং টেন্ডার দিয়েছে একই পরিবারের চার জনকে। আর বাকি কোটি কোটি টাকার কোন হদিশ নেই, আর স্যার, কোন্ রাজ্যে আছে মন্ত্রী চেকে সই করে? আমি উনাকে বলছি স্যার, চেকের মাধ্যমে কত কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন, এবং শুধু এটা না স্যার, এই রাজ্যের মানুষও যেখানে ঔষুধ পায় না হাসপাতালে গেলে চিকিৎসার সুযোগ পায় না, সেলাইন সুচ সব কিছু কিনে দিতে হয়, সেই জায়গায় ত্রিপুরা রাজ্যের এক্সপায়েরী ডেট্ পেরিয়ে গেছে অথচ এই ঔষুধের ব্যবসা রমরমা চলছে। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে চেলেঞ্জ করে বলছি। এইভাবে সমস্ত দপ্তর, কো-অপারোটিভ মিনিষ্টার স্যার, এই রাজ্যে কো-অপারেটিভ এর মাধ্যমে ৮৭ কোটি টাকা বিভিন্ন দপ্তরে আই.আর.ডি.পি. বা বিভিন্ন লোন দেওয়া হয়েছে স্যার, আমরা দেখেছি স্যার, তদন্ত করে, তার মধ্যে ৮০ কোটি টাকাই পেয়েছে বামফ্রন্টের মন্ত্রী, তার স্ত্রী ও উনার আত্মীয়। তারা বিভিন্ন সাবসিডির টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন এবং সেখানে আমরা জানি যতটুকু সেখানে কো-অপারেটিভ মিনিষ্টারের সিদ্ধান্ত থাকতে পারে। শুধু এই নয় স্যার, বিভিন্ন দপ্তরে আমরা দেখেছি এই জিনিষটা বললেন রতনবাবু যে সুকুমার বর্মন ৩০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন, কোথাও কোন কাজ হয়নি,। আমাদের ইন্ডাষ্ট্রি দপ্তরের মন্ত্রী উনি কিভাবে টাকা মেরেছেন ঐ দিল্লির কোলকাতা তাজ হোটেলে বসে বসে, উনার বাড়িতে গেলে দেখা যায় ফ্রান্স থেকে টাইলস্ এনে বাড়ি করা হয়েছে, কোথা থেকে স্যার, এত টাকা আসল । এই ভাবে প্রতিটি দপ্তরে স্যার, গেলে পরে দেখা যায় কোন মানুষের জন্য তারা কিছু করতে পারছে না। রাজ্যে পি.ডব্লুউ.ডি. দপ্তরে তেলিয়ামুড়া ডিভিশনে কোটি কোটি টাকার কোন হিসাব নেই। আপনাদের কনস্টিটিউয়েন্সিতে স্যার, স্কুল বিল্ডিং, রাস্তা রিপেয়ারিং হয়নি, তবু বিল হয়ে গেছে। এই সব বাদল বাবুর নির্দ্দেশ। আর স্যার, টেন্ডার করতে গিয়ে এক এক দপ্তরে এক এক নিয়ম দেখে বিভিন্ন দপ্তর থেকে আমাদের রাজ্যের মন্ত্রীরা রাজ্যের বাইরে যায় শিল্প আনার জন্য। এখানে স্যার, আই.এস.আই. মার্ক আছে যেটা ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ডে সব কিছু আছে, এটার পর দেখা যায় মন্ত্রীরা আমরা গেলে পরে বলে দেখছি, আর উনার পরিচিত লোক আছে চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার থেকে আরম্ভ করে, আরেকজন আছে দেববর্মা উনারা নিজের লোকদের পাইয়ে দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে কাগজপত্র সবকিছু চেঞ্জ করে একদম অকল্পনীয়। সেখানে স্যার কোটি টাকার কাজ হচ্ছে, আমাদের এখানে স্যার রাস্তা আছে ঘীলাতলী রাস্তা আমরা স্যার, পর পর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি., পি.এ.সি. মিটিং-এ এই এগ্রিকালচারের দৃষ্টি আকর্ষন করেছি, সেখানে দেখা গেছে একটা জায়গায় ভাঙতে গিয়ে ১৮ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে, সেখানে স্যার, সেখানে পাঁচ গাড়ি ইটও খাড়া হয়নি। খোয়াইতে টি.এস.আর ক্যাম্পের রাস্তায় স্যার, ১৪ লক্ষ টাকা খরচ দেখানো হয়েছে, স্যার এইভাবে বিভিন্ন দপ্তরে দর্নীতির আখরা চলছে স্যার। আর বন দপ্তর এটা তো স্যার শেষ। গাছ কেটে সব কিছু শেষ। এইভাবে স্যার, সমস্ত জায়গায় দর্নীতি। এই রাজ্যের ৭৫০০০ মানুষ উদ্বাস্তু তারা খেতে পারছে না। তাদের বাসস্থান নেই, ছেলেদের ঔষুধের ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ- প্লীজ্ কনক্লুড করুন।

শ্রীকাজলচন্দ্র দাস ঃ- স্যার, মন্ত্রীরা বিভিন্ন এ.সি রোমে থাকে, গাড়ী নিয়ে ঘোরাফেরা করে এবং এটা আমরা মেনে নিতে পারি না। সেই জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বলছি স্যার, একটা চিঠি আমার কাছে এসে পৌছেছে। মাননীয় মন্ত্রী ফৈজুর রহমানকে এড্রেস করে। মাননীয় মন্ত্রী ফৈজুর রহমানজী পত্রপাঠ সেলাম নেবেন। আঘাতে আপনি তিন বৎসর যাবৎ সরকারী কাজ দেবেন বলে আমাকে পশুর মত শোষণ ও ধর্ষণ করে কাটালেন। আমিও পেটের দায়ে বাচার তাগিদে যখন খুশী ডাকলেন এবং সরকারী গাড়ী করে আগরতলায় আপনার কোয়ার্টার্সে ইচ্ছা মত মনের মত ধর্ষণও চোঁষলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাকে কাজ দেবার কোন চিন্তা নেই। চিন্তা শুধু আপনার ভাগনীর চাকুরী।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকাজলচন্দ্র দাস ঃ- আমাদের মত আরও দরিদ্র পরিবারের মেয়েদেরকে নিয়ে চাকুরী দেবার নামে গাড়ী করে আগরতলায় নিজ কোয়ার্টারে দিন রাত্রি এদেরকে নিয়ে কাটাচ্ছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- প্লীস কনক্লুড করুন।

শ্রীকাজলচন্দ্র দাস ঃ- যেমন চুড়াইবাড়ী, ফুলবাড়ী, কালাছড়া, ইছাইলালছড়া, ঠেরেং ছুড়ী কালাগাঙ্গের পাড় ইত্যাদি এলাকার অনেক মেয়েদেরকে নিয়ে আপনি আগরতলায় নিজ গাড়ি করে এনে নিজ কোয়ার্টারে খুবই মজা করে গেলেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- কাজলবাবু বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্বীকার ঃ- কাজলবাবু সময় শেষ আপনাকে সময় দিচ্ছি না, প্লীস বসুন, আপনি ১৫ মিনিট বলে ফেলেছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমানিক দে ঃ- এই রকম প্রডাকটিভ চিঠি দিতে পারে কি না হাউসে এবং এটা এক্সপান্ড করুক। এটা আপনার কাছে জমা রেখে দিন। একটা চিঠি তৈরী করে পড়ে দিলেই হবে। এটা এক্সপাণ্ড করা হোক। এটাতে এভিডেন্স নেই, কিছু নেই। চিঠিটা মিঃ স্পীকারের টেবিলে দিয়ে দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্যা শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, অমি অনুরোধ করব কারণ যে কোন একটা চিঠি একজন মাননীয় সদস্য সম্পর্কে এই সভাতে এইভাবে রেফার করা যায় না। কারণ এই চিঠি অনেকে তৈরী করতে পারেন। এবং ঘরে বসেও তৈরী করতে পারেন নির্দিষ্ট প্রমান না থাকলে। এই মহিলা এফ.আই.আর করেছেন কিনা এই সব বিষয় কিছুই এখানে উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়তঃ- এখানে যে চিঠি পড়া হচ্ছে এটা অরিজিনাল কপি কিনা?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- না, এটা অরিজিন্যাল কপি না। আপনার অরিজিন্যাল কপি আছে কাজল বাবু? আমাকে

কোন অরিজিন্যাল কপি দিলেন না তো, এটা তো একটা ফটো কপি। ফটো কপি তো হতে পারে না। অরিজিন্যাল কপি দিন। না হলে এটা এক্সপান্ড হয়ে যাবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- আমি বলব এর বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ মোশান আনতে হবে স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, জনপ্রিয় কল্যাণকামী বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে আজকে বিরোধী দলের প্রথম থেকেই যে নাজেহাল অবস্থা দেখেছিলাম প্রচন্ড বেকায়দায় পড়েছেন বিরোধী দলনেতা সহ সবাই। তার জন্য তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে পারছি না, আমি দুঃ-খিত । আমরা সবাই জানি বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের সর্বগ্রাসী আক্রমণ এই যুগে ১৯৯১ ইং সাল থেকে নরসীমা রাওয়ের যে নীতি, এই চুক্তি স্বাক্ষর এবং আজকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এই জগাখিচুরী সরকারের সময় ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এবং তাদের কাছে মাথা বিক্রী করে যেভাবে দেশটা পরিচালিত হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সাধারণ মানুষের অর্থনীতি আজকে বিপর্যয়ের মুখে। বাঁচা মরার প্রশ্ন আজকে একটা দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও সংহতি। এই পরিস্থিতির মধ্যে দাড়িয়ে আমাদের রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে জনকল্যাণমূলক কাজ করে চলেছেন তাতে বিরোধীরা অনাস্থা প্রস্তাব এনে জনগণের দৃষ্টিকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য যত চেষ্টা করেন না কেন বিভ্রান্ত করার সুযোগ নেই। জনগণ বিভ্রান্ত থেকে মুক্ত, সেই অপচেষ্টাকে বাতিল করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি লক্ষ্য করছি রাজ্য সরকার গুরুত্ব সহকারে যে কাজগুলি করছেন বিশেষ করে রাস্তাঘাট, পানীয়জল, সেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান মানুষের ন্যুনতম যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আন্তরিকতার সঙ্গে সেগুলিকে কার্য্যকরী করার জন্য রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার যে গুরুত্ব নিয়ে কাজ করছেন ভারতবর্ষের জন্য কোন রাজ্যের ক্ষেত্রে তা বিকল্পহীন। যার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী সম্পর্কে বিরোধী দলের বক্তব্যে আমরা সেখানে দেখি না যে তারা এমন কিছু বলতে পারছেন না, এমন কি বামফ্রন্ট সরকার না থাকলে তারা অনাস্থা প্রস্তাব এনে সরকারে এসে তারা ভাল কাজ করবেন এমন কথা যদি তারা মানুষের কাছে বলেন সাধারণ মানুষ তা বিশ্বাস করবে না। ওদের সেই বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। তারা দীর্ঘ দিন ভারতবর্ষের ক্ষমতায় ছিলেন, মানুষ এদের জনদরদী ভূমিকা, দেশদ্রোহী ভূমিকা, এদের বিশ্বাসঘাতকতা এটা মানুষ দেখেছেন। ওদের মুখে সব সময় কিছু বুলিও আমরা শুনে এসেছি যেমন সবুজ বিপ্লবের কথা, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বিশ দফা কর্মসূচীর কথা, সঞ্জয় গান্ধীর পাঁচ দফা কর্মসূচীর কথা, ত্রিপুরায় ৯৮ইং সালে ২ টাকা কেজি চাল, ঘরে ঘরে চাকুরী, আগরতলায় অতি সত্বর রেল আসবে এই কথাগুলি শুনতে শুনতে এবং বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে ওরা যখন সরকারে এসে কাজ করতে শুরু করেছেন তার উল্টোপথে। রাজ্যের মানুষ একটা জিনিষ বুঝেছেন যে রাজ্যে যদি কোন বিশ্বাসঘাতক দল থাকে তার মানে কংগ্রেস। জনগণের প্রতি কোন বেইমানের দল থাকে তার মানে কংগ্রেস, দেশদ্রোহী যদি কোন দল থাকে এর নাম কংগ্রেস। দেশদ্রোহী, বেইমান, বিশ্বাসঘাতক হিসাবে বার বার প্রমাণিত হয়েছে এই দল।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার, উনি কংগ্রেসকে দেশদ্রোহী বলেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ- স্যার, নির্দিষ্ট গোষ্ঠি—জঙ্গী সংগঠনগুলো রাজ্যে করছে। তাদের দালালদের সঙ্গে আই

এন পি টি প্রকাশ্য মিতালি করে দেশপ্রেমিকদের ভূমিকায় দাড়াঁবেন না। এটা রাজ্যের মানুষ সহ্য করবে না। আমরা জানি ওরা যখন ক্ষমতায় থাকে লুটপাট করে দূর্নীতি করে আর ক্ষমতায় যখন থাকে না নিস্কর্মাদল। জোট জামনায় কংগ্রেস দল যখন ক্ষমতায় ছিল তখন দেখেছি কোন একজন মন্ত্রী বাদ যায় নি। বিল থেকে বই কেলেংকারী, রাজবাড়ীর কাসিম চাষ এটাতো ফুটে উঠে ছিল বলা যাবে না বলে লাভ নেই। কেলেংকারী লাগিয়ে বাম সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলতে চাইছেন। ক্ষমতায় থাকলে কেলেংকারী দূর্নীতিতে ডুবে থাকে অখণ্ড দুর্নীতির মধ্যে। ক্ষমতায় নেই কোন আন্দোলন নেই। জনগণের সমস্যা সম্পর্কে নির্বাক । পাঁচ ছ'বছরের ভোটে এল আমাদের নিজের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভেঙ্গে উঠে না হয় স্বার্থের কথা বলা । ওদেরকে কোন মানুষ বিশ্বাস করে না। আমরা দেখেছি উদের রাজত্বে খুন সন্ত্রাস বীরচন্দ্র মনুর কথা মানুষ ভুলে যায়নি। রাজীব গান্ধী খুনের পর খুন সন্ত্রাস ওরা কায়েম করেছিল মানুষ ভুলে যায়নি। ভুলে যায়নি রাজ্যের মানুষ অনাহার, সন্তান বিক্রি দামছড়ায় ওই দিনের কথা। ভুলে যায়নি উজান ময়দান, কাকলী রায় ডোকলাবাড়ি সোমা ভট্টাচার্য্য, সবিতা দেবনাথ, ইজ্জত হানি মা-বোনদের ভুলে যায়নি। সেই দিনের কথা সেই দিনগুলির ফেরৎ আনার কথা চায়না। ওরা কাজ করবেন জনগণের জন্য? কংগ্রেস আইয়ের বউ সর্মথক। অতি বিশ্বাস করেন সরকারে এসে বামফ্রন্টের মত ভাল কাজ করবে কংগ্রেসের কোন সমর্থক । এই জিনিসটা বিশ্বাস করেনা। কাজের প্রশ্ন না। ১৯৭১ইং সালে দীর্ঘদিন স্লোগান শুনে আসছি। ওদের একটা স্লোগান ছিল আইন শৃঙ্খলা নেই রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। আজকে কংগ্রেস স্লোগান হাড়িয়ে ফেলছে। জেলা পরিষদে না আসার পর দেশদ্রোহীদের আত্মপ্রকাশ করেছে। তখনও তাদের চাই? চেহারা বেড়িয়ে এসেছে। একটার পর একটা ঘটনা মানুষের ১৯৭৮ইং মানুষের জীবন শেষ হয়ে গেল। ১৯৮০ইং জুনের দাঙ্গা, ৮৮ সালের ঘটনা ৯৩ সলের নিরীহ মানুষ হত্যাকাণ্ড বামসরকারকে দোযারোপ করেছিল। নায়কের কথা মানুষ ভুলে যায়নি। এদের সঙ্গে জোট বাঁধছে কংগ্রেস। বলা যায় এই ঘর কন্যা সুখের হবেনা রক্তাক্ত। সেই আই এন পি টি দলের সঙ্গে যে দল ঘর করবে মোট কথা সুখের হবে না। কংগ্রেস আই দল যারা নিজেদের দেশপ্রেমিক বলে দাবী করে তাদের বলব এই দেশদ্রোহীদের সঙ্গে ঘর কন্যা এই ঘর ভেঙ্গে যাবে, সর্বনাশ হয়ে যাবে। নীর্বংশ হয়ে যাবে । এই দিন ঘনিয়ে আসছে তাদের বলার দরকার। দেশকে যারা টুকরো টুকরো করতে চায় মানুষ ওদের হাতে রাজ্যের দেশ গড়ার দায়িত্ব দিতে চায়না। ওরা দেবেনা। স্লোগান কি — আইন শৃংঙ্খলা নেই, রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। মানুষ জানে ধোকাবাজদের খুনীদের উগ্রপন্থীদের লড়াই জানে। সেইখানে দাড়িঁয়ে কি স্লোগান দিচ্ছে। আজকে এডিসি এলাকায় টিএস আর ঢুকতে পারবেনা। টি এস আর ঢুকবেনা । স্বাধীন ত্রিপুরা চাই। মিতালি করছেন আতাত করছেন, মিত্রশক্তি বাড়ছে। মিতালি করছেন রাজ্য থাকার দরকার। বলছেন কি গ্রামরক্ষী বাহিনী বাতিল কর। মামারবাড়ির আবদার। এই জিনিসটা প্রচার হলো রাজ্যের পচা কর্মচারীদের জনগণদের নিয়ে রাজ্যের মানুষের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া যায় ? গ্রামরক্ষী বাহিনী গঠন করা হয়েছে। উল্টো বলছে গ্রামরক্ষী বাহিনী বাতিল করে দাও। পালাবার পথ নেই ' পারবে না কংগ্রেস আই দল । জনগণ বেদিশা নয়। এই জায়গায় দাড়িয়ে বলব ত্রিস্তরে কৃষকদের প্রধান ছিল ভাদ্রমাসের বড়ো চাষে আবোল তাবোল বলছে, এখানে ছেলে মেয়েদের গালিগালাজ শুরু করছে ভোটের মুখে কিঞ্চিত কৃষক স্মরণ হাড়াল। স্মরণ হাড়িয়ে তাদের দলের স্লোগান নেই। তাদের দল বিশ্বাসঘাতকের দল, নরঘাতকের সঙ্গে মিতালি করছে। এদেরকে মানুষ বিশ্বাস করে না। পালাবার পথ পাবে না। এই অনাস্থা প্রস্তাব এনে বিভ্রান্ত করার সুযোগ

নেই। আমি আবেদন রাখছি রাজ্যের বিরোধী দলের মধ্যে তাদের বিন্দুমাত্র দেশপ্রেম যদি কারোর থেকে থাকে তাদের কাছে আমি আবেদন রাখছি বাম সরকারের বিরুদ্ধে যে অনাস্তা প্রস্তাব তা প্রত্যাহার করুন। যদি তুলে না নেন, তাহলে ময়দানে গিয়ে দাঁড়ান– রাজ্যের জনগণ আপনাদেরকে রেহাই দেবেন না, আপনারা পালাবার পথ পাবেন না। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী প্রশান্ত কপালী।

শ্রীপ্রশান্ত কপালী (বনমালীপুর) ঃ- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমি তার পূর্ণ বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করছি এই কারণে যে আজকে আমাদের দেশ কংগ্রেসী অপশাসনের ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রে জোট সরকার এসেছে। তারা আমাদের দেশের গণতন্ত্র ব্যবস্থা এবং আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীকে বিষিয়ে তুলতে চাইছে। আজকে আমরা দেখলাম আমাদের দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক যে মূল্যবোধ, গণতন্ত্রের প্রতি যে শ্রদ্ধা ভালবাসা সেটা ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন আরও বেশী শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করা দরকার তখন এই রাজ্যের কংগ্রেস দল আমাদের রাজ্যের মানুষের চেতনাকে দুর্বল করার জন্য, গণতন্ত্রের মূল্যবোধকে নস্যাৎ করার জন্য আজকে কতগুলি গল্প কাহিনী উত্থাপন করে রাজ্যের জনগণের মনে সন্দেহের বাতাবরণ তৈরী করার চেষ্টা করছেন। এটা কংগ্রেসীদের একটা অপকৌশল। তাদের এই অপকৌশল যাতে রাজ্যের মানুষ ধরতে না পারে তার জন্য তারা নতুন করে জোট করছেন। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ জানাতে হয় এই কারণে যে তিনি অত্যন্ত সঠিকভাবে বলেছেন যে ১৯৮৮ ইং সনের নির্বাচন প্রাক মুহূর্তে টি এন ভি যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল এই রাজ্যের বামফ্রণ্ট সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য তারা নাকি পরবর্ত্তী কালে টি.এন. ভিকে কোলে তুলে নিয়ে রক্তস্রোতকে বন্ধ করেছিলেন। আজকে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবুর কথা থেকে এটা প্রমাণিত । অতীতে যে খেলা খেলেছিলেন ১৯৮৮ ইং সালে নির্বাচনের প্রাক্ মুর্হুর্ত্তে টিএন ভি তৈরী করে, আজকে এন এল এফ টি, আই পি এফ টির সঙ্গে মিতালী করে একই পথে চলছেন। তার কারণ বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আমাদের রাজ্যে যে নির্বাচন হয়েছে প্রতিটি নির্বাচনে কংগ্রেস দলের ভরাডুবি হয়েছে। তারা দেখেছেন রাজ্যে যে শান্তি সম্প্রতি আছে, জাতি-উপজাতির মধ্যে যে ঐক্য আছে, গণতন্ত্রের প্রতি যে দৃঢ় আস্থা আছে তাতে ফাটল ধরানো যাবে না। বিরোধ তৈরী করা যাবে না, অনৈক্য সৃষ্টি করা যাবে না, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সেই অন্ধকার থেকে তারা যাতে পরিত্রাণ পেতে পারেন তার জন্য নিজেরা অন্ধকারে থেকে সারা রাজ্যটাকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যেতে চাইছেন। তার জন্য তারা আজকে এন এল এফ টি এবং আই পি এফ টির সাথে জোটবদ্ধ হচ্ছেন। তখনকার টি.এন.ভি.-র নেতা আজকে আই পি এফ টির যিনি প্রধান তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন জেনেভাতে সেটা ভারতবর্ষের সংবিধান বিরোধী। কিন্তু আজকে তারা তার সুরে তার পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করেছেন। টি এন ভি দলের যিনি নেতা এবং আই পি এফ টি দলের বর্ত্তমানে যিনি নেতা তিনি জেনেভাতে যে ভাষণ দিয়েছেন তাঁর বক্তব্যের নাকি আমরা বিকৃতি করছি। মাননীয় বিরোধী দলের নেতার পাশে যিনি বসে আছেন, যিনি ত্রিপুরা রাজ্যের এক সময়ে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি সংবাদপত্রে বিজয় রাংখলের বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। আমরা যদি বিকৃতি ঘটিয়ে থাকি তাহলে উনি যে বিজয় রাংখলের বক্তব্যের বিরোধিতা করলেন, এ সম্পর্কে সর্তক বাণী উচ্চারণ করলেন যে এ ধরনের বক্তব্য রাজ্যের জাতি উপজাতির মৈত্রীর পক্ষে বিরোধী অনৈক্য তৈরী করবে, এই যে হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন, আপনি তো দল করেন দলীয় শৃংখলা রেখেছিলেন? কংগ্রেস দলের সভাপতি এখানে আছেন, মাননীয় বিধায়ক

যখন বিজয় রাংখলের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন আপনি কি উনার বিরুদ্ধে একশান নিয়েছিলেন?

আপনি যেটা বলেন তার বিপরীত কথা যখন বলে এই হেন একটা দল আমাদের রাজ্যের জনগণের কোন স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে, জনগণের কোন কল্যাণ সাধিত হবে তাদের দ্বারা? তারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, আমাদের রাজ্যের অনেক মন্ত্রী সম্পর্কে কল্পিত কাহিনী এখানে উত্থাপন করতে চাইছেন। তাঁরা জানেন আমাদের রাজ্যের বামফ্রণ্টের মন্ত্রীদের প্রতি, বামফ্রণ্টের আন্দোলনের প্রতি এই রাজ্যের জনগণের যে দৃঢ় আস্থা এবং বিশ্বাস সেখানে যদি এই রাজ্যের মধ্যে অবিশ্বাস তৈরী করা না যায় তাহলে সেখানে তাদের ভবিষ্যৎ নেই। সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সেই রাস্তা তৈরী করছে। তাঁরা এখানে কুৎসা রটনা করতে চাইছে। কারণ তাঁরা কুৎসা রটনা করে গণতন্ত্র ধ্বংস করতে চান। আই এন পি টি দল এখানে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবুরা বসে আছেন তাই আমি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবুদের একটু অতীতের দিকে যেতে বলি। আপনারা আই এন পি টি তৈরী করে যে নতুন দাবী তুলেছেন কংগ্রেস আপনাদের সেই দাবীর প্রতি সমর্থন করে। এই রাজ্যে যখন প্রথম এ ডি সি নির্বাচন হয় সে দিন কংগ্রেস দলের যিনি সভাপতি ছিলেন আজকে তিনি বিধানসভার সদস্য। মনে করুন তো সে দিন প্রথম এ ডি সির এই নির্বাচন বয়কট করার আহ্বান প্রথম কংগ্রেস করেছিলেন কিনা তাহলে আজকে আপনারা যখন বলছেন এই রাজ্যের উপজাতি জনগণের কল্যাণের জন্য কংগ্রেসই তাদের হাত ধরেছেন। কিন্তু সে দিন উপজাতি জনগণের কল্যাণের জন্য মঙ্গলের জন্য বামফ্রণ্ট সরকার যখন এ ডি সি নির্বাচন ঘোষণা করেন সেই নির্বাচনের বিরোধিতা করেছিলেন কে? তিনি সেদিন কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন কিন্তু আজকে তিনি বিধানসভার মাননীয় সদস্য। তিনি কি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর চিন্তা চেতনার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এই ধরনের কোন প্রকাশ্য বিবৃতি জনসাধারণের সম্মুখে রেখেছেন? তাহলে এই ধরনের বিপরীত শক্তির হাত আপনারা এই রাজ্যের কার মঙ্গল করবেন বলতে পারবেন একবারের জন্য? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই আমাদের বিরুদ্ধে এখানে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কথা তোলা হয়েছে, বলা হয়েছে বামফ্রণ্টের আমলে নাকি আইন শৃঙ্খলা নেই। আমরা যেখানে বসে আজকে অধিবেশন করছি এখান থেকে ১০০ গজ কিংবা ১৫০ গজ দূরে সে দিন কাকলী রায়কে, অপহরণ করা হয়েছিল যা বাবার সামনে থেকে। সে দিন দুবৃত্তরা কাকলীকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল এবং সে সময়ে যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তিনি এখানে আছেন। তিনি কি সেদিন বলেন নি যে, অপরাধী যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গৃহে অবস্থান করেন সেই অপরাধীকে ধরা সম্ভব নয়। এই বিবৃতি কি সেদিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দেন নি? এই রাজ্যের সংবাদপত্রগুলিতে সেই সংবাদ প্রকাশিত হয়। তিনি এখন এখানে মাননীয় বিধায়ক হিসাবে আছেন। একই ঘটনা ঘটেছিল সবিতা হত্যার ঘটনার ক্ষেত্রে। সে সময় নারীরা বিভিন্ন ভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন কিন্তু কোন অপরাধীকে সেদিন ধরা যায় নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর অসহায়তার কথা সেদিন ব্যক্ত করেছিলেন। তাই সে দিন আমাদের রাজ্যটাকে যে ভাবে তাঁরা সার্বিক অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিলেন, তাই আজকেও তাঁরা সেই অন্ধকারের পথে বামফ্রণ্ট সরকারকে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার এই রাজ্যের জনগণের কল্যাণের জন্য এই রাজ্যের শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য, এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- আপনি কনক্লুড করুন।

শ্রীপ্রশান্ত কপালি :- উনারা জানেন উনাদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন এবং উনাদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই তাই উনারা আজকে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন কারণ তাদের করার কিছু নেই। তাই তারা আজকে

বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্য ১৯৮৮ইং সালের প্রাকমুহূর্তে যেমনি উগ্রপন্থী শক্তি টি.এন.ভির হাত ধরে এই রাজ্যের শান্তিপূর্ণ বাতাবরণকে বিষিয়ে তুলেছিলেন তার জন্যই উগ্রপন্থী শক্তি এখনও দেখা যাচ্ছে। ২০ তারিখের ঘটনা দিয়ে তার সূচনা করতে চাইছেন। আমাদের রাজ্যের টি.এস.আর বাহিনী যারা রাজ্যের জনগণের প্রতি আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ববোধের দ্বারা, তাদের সচেতনতার কারণে, তাদের সততার কারণে এবং এই রাজ্যের জনগণের বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি যে আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে তার ফলশ্রুতিতে যখন উগ্রপন্থীদের অনেকখানি নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে, সেই উগ্রপন্থীদের মনোবল বাড়ানোর জন্য তাদের দিয়ে আজকে টি,এস,আর বাহিনীর উপর আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে, যাতে টি,এস,আর, বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া যায়। এই চক্রান্ত করে যারা ক্ষমতায় আসতে চায়, তাদের সেই পরিকল্পনা কোন অবস্থাতে সফল হবেনা। আমাদের রাজ্যের জনগণ তাদের কোন অবস্থাতে পথ ছেড়ে দেবেন না। কাজেই , তারা যে আস্তাকুড়ে আছেন, সেই আস্তাকুড়েই জনগণ তাদের নিক্ষেপ করবেন। তাই আমাদের রাজ্যের জনগণের প্রতি আমাদের দৃঢ় আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে। কাজেই, তারা যে আমাদের প্রতি অনাস্থা এনেছেন যাদের প্রতি রাজ্যের জনগণের আস্থা বা বিশ্বাস নেই। জনগণের আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা নিয়ে এখানে বামফ্রন্ট সরকার কায়েম হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে যখন অনাস্থা আনেন, জনগণ সেটাকে কোন অবস্থাতে আমল দেবেন না, পাত্তা দেবেন না। কাজেই, তারা জনগণ দ্বারা অতীতেও পরিত্যক্ত হয়েছে, ভবিষ্যতেও পরিত্যক্ত হবেন. এই ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমি সবাইকে আমার অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুকুমার বর্মণ। ১৩ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ-- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় বিরোধী দলনেতা জওহরবাবু সভার শুরুতে যে নো কনফিডেন্স এনেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দলের বিধায়করা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে আমার সম্পর্কে কয়েকটা কথা উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্র বাবু এখানে বলার চেষ্টা করেছেন যে ডম্বুর জলাশয়ের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা এসেছে এবং এই টাকা হাপিজ হয়ে গেছে। আমার মনে হয় রবীন্দ্র বাবুর এটা জানা দরকার ছিল, তিনি যখন এত খবর রাখেন এই খবরটাও জানা দরকার ছিল যে এখনও কাজ চলছে। ফিফটি পারসেন্ট কাজ এখনও শেষ হয়নি। কারণ কাজটা ঢিলে হচ্ছে। তার কতগুলি অসুবিধা আছে। অসুবিধাটা সবাই জানেন, কিছু উগ্রপন্থীর সমস্যা আছে এবং তার কারণে অফিসাররা যেতে পারেননা। তাছাড়া এই কাজ পরিকল্পনার জন্য সেখানে ডম্বুর ডেভ্যালাপমেন্ট কমিটি, যতনবাড়ীতে একটি কমিটি, গণ্ডাছড়ায় একটি কমিটি করা হয়েছে। সেখানে এস,ডি,ও ; বি,ডি,ও; ডি,এস,পি এবং চেয়ারম্যান সাহেবরা আছেন এই কমিটির মধ্যে। তাদের তদারকিতে এই কাজটা চলছে। তার একটা ওয়ার্ক অর্ডার হচ্ছে তারা দেখছেন, পরবর্তী সময়ে আর একটা ওয়ার্ক অর্ডার হচ্ছে, এইভাবে কাজটা চলছে। ফিফটি পারসেন্ট কাজও হয়নি। অথচ উনারা প্রচার করতে শুরু করেছেন যে টাকা নাকি হাপিজ হয়ে গেছে। এটা স্যার, আর কিছুই নয়, নির্বাচনের বৎসর, জনগণকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- স্যার, টাকা এসেছে, কাজ করা হয়নি, টাকা শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ- আমি-তো বলেছি টাকা এসেছে। টাকা শেষ হয়নি। এখনও অর্ধেক টাকার কাজ হয়নি। আপনি বললে-তো হবে না। তারপর রতনবাবু এখানে বলার চেষ্টা করেছেন এখানে রুট ট্যাক্স, সরকারী কর ফাঁকি

দেওয়া হচ্ছে। রতনবাবু যেহেতু ওকিল মানুষ, আইনের বিষয়ে খোঁজ খবর রাখেন, উনার জানা থাকা দরকার যে ট্যাক্স পেঅ্যাবল অ্যাক্ট থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট ১৯৯৪, সেখানে কোন গাড়ীর কি ট্যাক্স হবে সেখানে সমস্ত কিছু লেখা আছে। সেখানে প্রাইভেট গাড়ী এবং প্রতিটি গাড়ীর অ্যাগেইনস্টে রেজিষ্টার কল বুক আছে। ট্যাক্সের ব্যাপারে সেখানে লেখা আছে। সেই অনুসারে সেখানে ট্যাক্স দেওয়া হচ্ছে। এখানে ফাঁকি দেওয়ার কোন ব্যাপার নেই। তারপরও যদি প্রয়োজন মনে করেন যে এখানে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে, তিনি তথ্য দিতে পারেন, নিশ্চয়ই আমরা সেগুলি অ্যানকোয়ারী করে দেখতে পারি। তাছাড়া এখানে এটাও রতনবাবুর জানা থাকা দরকার যে এই বিষয়গুলি, কোন্ গাড়ীর কি ট্যাক্স হবে, তার ফিটনেস্ কি আছে, ট্যাক্স কি আছে, তার রেভেনিউ কি আছে, প্রাইভেট গাড়ীর জন্য আমরা আমাদের পরিবহন দপ্তরে সেখানে চার্ট করে জানিয়ে দিয়েছি। যারা গাড়ীর মালিক তারা সেখানে দেখতে পারেন। দেওয়ালের মধ্যে চার্ট টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত বিষয়গুলি সেখানে আছে। তারপরেও উনি বলছেন। তার জন্যই আমি বলছি এইসমস্ত কথাগুলি ভোটের মুখে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। ২০ বৎসরের নীচে গাড়ীর লাইসেন্সের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এমন যে কিছু হয়নি, আমি এই কথা বলবনা। আমাদের নজরে যখন এসেছে, আমরা এগুলি এ্যানকোয়ারী করেছি। প্রায় ৬৫ টার মত আমাদের কাছে এসেছে, আমরা এগুলি বাতিল করেছি। তার পরে একটা চক্র এখানে কাজ করছে যারা সীল স্বাক্ষর দুই নম্বরী করে এগুলি করার চেষ্টা করছে। আমরা ব্যাপারটা পুলিশকে দিয়েছি, পুলিশ হানা দিয়েছে দুই জনকে ধরেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা সেখানে পুলিশ নিচ্ছেন। তো এরা কারা এরাতো গোপনে আপনাদের সঙ্গে লিংক মেনটেন করে। আজকে এই কথাগুলি কেন এখানে বলছেন কারণ পুলিশ সেখানে হানা দিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছেন তাইতো। তারপরে সেখানে আরও কিছু বিষয় এখানে রতনবাবু উল্লেখ করেছেন, আমার মনে হয় রতন বাবুর কাছে যে সমস্ত লোকজনরা যায় তারা ওনাকে মিথ্যা তথ্য দেয় আর উনি সেখানে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন, কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে রতন বাবুর একটু সচেতন হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। ২য় হচ্ছে, এখানে উনি আরও কিছু পত্রিকার তথ্য উত্থাপন করেছেন দৈনিক সংবাদের কথা বলেছেন বিবেক পত্রিকার কথা বলেছেন। আমি দৈনিক সংবাদকে এবং তাদেরকে সেখানে নোটিশ দিয়েছি তাদের সেই তথ্যের প্রমাণ প্রকাশ করতে হবে, আর যদি প্রকাশ না করেন তাহলে আমি আইনগত ব্যবস্থায় যেতে বাধ্য থাকব। এটা ব্যক্তিগত চরিত্র হনন ছাড়া আর কিছু না। ভোটের মুখে মানুষকে তো আর কিছু বলার নাই তাই মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই সব পথ বেঁছে নিয়েছেন। আজকে তারা জলের কথা বলতে পারেন না, রাস্তার কথা বলতে পারেনা না, বিদ্যুতের কথা বলতে পারেন না, শিক্ষার কথা বলতে পারেন না। কাজেই, ভোটের মুখে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই সব কথা বলতে শুরু করেছেন।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- আপনি তো পরিবহনের কথা যেটা বলেছেন তথ্য দেওয়ার জন্য সেটা আমি দেব। আর একটা যেটা বলেছেন বিবেক পত্রিকার কথা সেটা কি মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারটা না কি, একটু ক্লিয়ার করুন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ-- আপনি যে সমস্ত কথাগুলি বলেছেন আমি সেগুলির সম্পর্কেই বলেছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলব আজকের নো কন্‌ফিডেন্স মোশানের মধ্য দিয়ে – আসলে তাদের মানুষের সামনে নেওয়ার মত কিছু নেই তাই এই ভোটের মুখে দাঁড়িয়ে এই রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা এই অপকৌশল সেখানে নিয়েছেন। আজকে তারা যে অশুভ শক্তির সঙ্গে আতাত করেছেন, যারা মানুষ খুন করছে সেই এন এল এফ টি টাইগার ফোর্স তাদের সঙ্গে তারা সেখানে আজকে মিতালী করেছেন। এই দল আর জনগণের কাছে কি বলবেন,

আজকে তাদের জনগণের কাছে কিছু বলার আছে কি, নেই। সুতরাং নির্বচনের কর্মীদের মনোবল জোগানোর জন্য এই সমস্ত বিভ্রান্তকর তথ্য দিয়ে রাজ্যের জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাদের কথা যে মানুষ বিশ্বাস করে না এবং এই রাজ্যের মানুষ জানে জোটের সময় ওনারা কি করেছেন সেটা এই রাজ্যের মানুষ খুব ভালভাবেই জানেন। রাজ্যের জনগণ তাদের অভিজ্ঞতার নীরিখে কাজ করবেন। সুতরাং এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে মানুষকে সেখানে বিভ্রান্ত করা যাবে না। তাই আমি অনুরোধ করব এই সমস্ত ষড়যন্ত্র না করে সেখানে প্রকৃত যদি কিছু থাকে সেটাকে উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করুন এবং মানুষের কাছে সেটা নিয়ে যান। সরকারের যদি কোন ত্রুটি থাকে নিশ্চয়ই আমরা সেটা দেখব এবং অপরাধীকে ধরে এনে তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবো। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আরও বক্তারা আছেন, এখানে আমার বিষয়ে যে প্রশ্নগুলি এসেছে আমি শুধু সেগুলির উপর কথা বলে এবং আজকের এই নো কন্‌ফিডেন্স মোশানের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী মহাশয়, সময় দশ মিনিট।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বিরোধী বন্ধুরা এখানে নো - কন্‌ফিডেন্স মোশান এনেছেন, এটা দেখে আমি প্রথমে একটু আশ্চর্য্য হয়েছি যে, তারা কাদের বিরুদ্ধে নো - কন্‌ফিডেন্স এনেছেন বা কি কারণে এনেছেন। স্যার, প্রথমত এই জাতীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ মোশান যদি আনা হত হয়তো সেটা প্রথম দিন আনার কথা, কিন্তু ওনারা প্রথম দিন আনলেন না আজকে হঠাৎ করে আনাতে আমরা সবাই একটু আশ্চার্য্য হয়েছি, সে যাই হোক ওনারা আনতে পারেন। এটা তাদের হাতে বিরোধিতা করার একটা বিরাট অস্ত্র। নো - কন্‌ফিডেন্স মোশান আনলেই যে সরকারকে পড়ে যেতে হবে তা নয়। নো - কনফিডেন্স এতো সরকারের ভুলত্রুটি সমালোচনা করাই নিয়ম এবং এটা নিশ্চয়ই বিরোধীদের একটা বড় অস্ত্র। কিন্তু উনারা যে সমস্ত অসংলগ্ন, অসত্য এবং বিভ্রান্তিমূলক তথ্য এনেছেন এবং যেগুলি বলেছেন, এই ধরনের একটা নো - কনফিডেন্স যেটা তাদের কাছে একটা বড় অস্ত্র আজকে জনগণের সামনে আমাদের বিরোধী বন্ধুরা আসামীর কাঠগড়ায়। রাজনৈতিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের বিরোদ্ধে কিছু বলার মত তাদের নেই। কারণ এরা জাতীয় ক্ষেত্রে যে অর্থনীতি তার সমর্থক। যার কারণে আজকে বেকারত্ব আজকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং আমাদের অর্থনীতিতে আজকে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এখানে এই নো - কনফিডেন্স মোশান এনে মানুষকে একটু ডাইভার্ট করে দেওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয়তঃ- আজকে তাদের যে অ্যালায়েন্স, এটা একটা অ্যালায়েন্স হতেই পারে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা হতেই পারে। কিন্তু বিরুধী দল যে দলের সাথে অ্যালায়েন্স করেছেন তাদের যে ইদানিং যে সমস্ত কার্য্যকলাপ বা ঘোষণা, আমি খোলে বলছি না, এটা সবাই জানেন। আজকে এইখানে একটা শর্ট ডিউরেশন না কলিং অ্যাটেনশান নোটিশ এসেছিল বিদেশে উনার একটা বক্তৃতা সে দলের নেতা একটা বক্তৃতা দিয়েছেন তার উপর আলোচনা হবে। কাজেই এটাকে ডাইভার্ট করতে হবে। সেজন্য এই নো কনফিডেন্স মোশানটা আনলেন নিজেদেরকে বাচানোর জন্য। এবং এইভাবে করেন যাতে দিনটাকে অতিক্রম করে দেওয়া যায়। সে যাইহোক স্যার, এখানে বিশেষ করে আমাদের বিরোধীদের পেছনের সারিতে যারা বসেছেন এখানে তারা খুব ব্রেকডান্স দিয়েছেন শরীরের নর্তন কীর্ত্তন এমনভাবে করেছিলেন যে দেখে মনে হয়েছিল যে কি জানি তারা কিছু একটা বলবেন। কিন্তু তাদের মুখে কোন কথা নেই। এখানে তারা তপন শিকদার কি বলেছেন সে সম্পর্কে বলেছেন। মাননীয় রতনবাবু

একজন দায়িত্বশীল বিধায়ক। তিনি একজন ভাল উকিল। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মন্ত্রী রাজ্য সরকার সম্পর্কে একটা অসত্য ভাষণ দিয়ে গেলেন এবং প্রম্পট্‌লি অন্ দ্যাট্ ডে - দ্যা স্টেট গভার্ণমেন্ট হ্যাজ্ রেফিউটেড দ্যা ফল্‌স এলিগেশান মেড বাই তপন শিকদার। একটা চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং সেটা পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে। তারপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পাল্টি খেলেন। তপন শিকদার বললেন না না, আমি ২০০১-০২ইং সালের কথা বলিনি। আমি ২০০০-০১ইং সালের কথা অর্থাৎ গত বছরের আগের বছরের কোন একটা মাস ডিসেম্বর মাসে এই টাকা ছিল। আমরা একটা মনিটরিং রিপোর্টে পেয়েছি এটা। আরে, কোন একটা অর্থ বছরের বরাদ্দ ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়ে যায় কিভাবে? আমাদের রাজ্যের যে প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় এখানে ওয়াকিং সিজন শুরু হয় আফটার পূজা। তার আগে বেনিফিসারিজ সিলেকশান, পঞ্চায়েত, রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্টের ক্ষেত্রেতো অ্যাকচুয়েলী এক্সপেন্ডিচার শুরু হয় আফটার পূজা – নভেম্বর ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে। এবং আমাদের নভেম্বর মাসের মধ্যে তাদের ফার্স্ট ইন্‌স্টলমেন্টের টাকা খরচ করে তারপর আমরা রিপোর্ট পাঠাই। এটা শুধু আমাদের ক্ষেত্রে নয়, এর আগে যারা ছিলেন বীরজিৎ বাবু আছেন তিনি জানেন এবং আমাদের এই তথ্যের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় সরকারের যুগ্ম সচিব পর্য্যায়ে অফিসার যারা তারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা ঘুরেছেন আমাদের তথ্য ঘেটেছেন, অডিট রিপোর্ট দেখেছেন এবং তারপর সেটিস্‌ফাইড হয়ে বলেছেন 'ত্রিপুরা ইজ্ দ্যা অন্‌লি স্টেট ইন্ দ্যা নর্থ - ইষ্টার্ণ রিজিওন দ্যাট কুড স্পেন্ড মানি প্রপার্লি। এবং লাস্ট ইয়ারে প্রায় ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত হিসাবে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে। রতনবাবু সবই দেখলেন পত্রিকাতে আমাদের বক্তব্যও পত্রিকায় উঠল, কিন্তু আমাদেরটা উনি আর দেখলেন না। তাহলে এখানে এই নিয়ে আমি আর কি বলতে পারি স্যার?

শ্রীরতনলাল নাথ :- পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মন্ত্রী উনাকে চিঠি দিয়েছেন, সেখানে কোথায় লিখেছেন যে ১০ শতাংশ টাকা বেশী দিয়েছেন?

্রীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :- স্যার, আমি যা বলি সেটা আমার কাছে যে তথ্য রয়েছে তার ভিত্তিতে। তথ্য ছাড়া কোন কথা বলি না।

শ্রীরতনলাল নাথ :- তাহলে সেই তথ্য দিন আমাদেরকে। কোথায় আছে আপনার এই তথ্য?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য রতনবাবু, উনিতো বলছেন যে উনি তথ্য ছাড়া কিছুই বলেন না। এটাইতো যথেষ্ট। এই নিয়ে আর কথা কেন?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :- তথ্য কি সবগুলি আমি এখানেই নিয়ে আসব? নিশ্চয়ই সরকারের কোথায় ব্যর্থতা সেটা উনারা তুলে ধরবেন। কিন্তু আজকে কাদের বিরুদ্ধে এই নো - কনফিডেন্স? কি নিয়ে? আজকে রাজ্যে যার জন্য গ্রামীণ এলাকায় ঘর হচ্ছে, সেতু, যোগাযোগের রাস্তা সহ উন্নয়ন মূলক কর্মসূচীগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে তার উপর উনাদের কোন কনফিডেন্স নেই বলেই আজকে উনারা উদ্‌ভ্রান্তের মত এখানে নো - কনফিডেন্স মোশান আনলেন। ওদের পছন্দ লুট পাট।

শ্রীরতনলাল নাথ :- বাম জমানায় মোহনপুরের গ্রামোন্নয়নের দুর্নীতির ব্যাপারে যে চিঠিতে তথ্য দিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলাম সেই সম্পর্কে আপনারা চুপ কেন?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :- নিশ্চয়ই আপনার চিঠির উত্তর আপনি পাবেন। স্যার, ওরা চাকুরী নিয়ে মেলাঘরে

কি হয়েছে না হয়েছে সেটা নিয়ে কি সব বলে গেলেন। রতনবাবু মন্ত্রী ছিলেন না। আমি উনার কথা বলছি না। রবীন্দ্রবাবু মন্ত্রী থাকা কালীন স্পোর্টস্ ডিপার্টমেন্টে ২৭৯ জন জুনিয়র পি.আই নিয়োগ করেছিলেন। যারা পেয়েছেন তারা ভাল তারা কাজ করেছেন। আমরা তাদের কাজে সন্তোষ্ট। কিন্তু তাদের জন্য পোষ্ট ক্রিয়েশান ১০০ পয়েন্ট রোস্টার মেনে করা উচিৎ ছিল উনার। আমরা কিন্তু এখনও সেই ২৭৯ জন পি.আই-কে আমরা বেতন দিয়ে যাচ্ছি। কারণ, তাদেরতো কোন অপরাধ নেই। অপরাধ করে গিয়েছে তারা। আজকে কেন চিৎকার করছেন এই রবীন্দ্রবাবুরা? মোর দ্যান ফাইভ হান্ড্রেট চাকুরী বিক্রী করেছেন রীবন্দ্রবাবু।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- পয়েন্ট অব্ অর্ডার, আমি কি স্পোর্টস্ মিনিস্টার ছিলাম? তাহলে আপনি আমাকে বলছেন কেন?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- না, আপনি এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট থেকে সেই কাজটা করেছেন।

(গন্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- রবীন্দ্রবাবু প্লীজ্ শান্ত হউন্। জায়গায় গিয়ে বসুন।

(গন্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- প্লিজ বসুন, প্লিজ বসুন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ- স্যার, উনি যে অভিযোগ করেছেন আমার কাছেও অভিযোগ আছে। আপনারাতো কথায় কথায় বলেন রবীন্দ্রবাবু একশত চাকুরী বিক্রি করেছেন। আর আমি যদি বলি আপানারা ৫ শত চাকুরী মেয়েদের ....।

(গন্ডগোল)

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- বাতিল হয়েছে, জোট আমলে বিক্রি হয়েছে চাকুরীর সেগুলি আমরা বাতিল করেছি।

(গন্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী প্লিজ বসুন।

(গন্ডগোল)

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, সত্য প্রকাশ করাতে ওদের গায়ে লাগছে। আমি আর এগুলি নিয়ে ঘাটতে চাই না।

(গন্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- প্লিজ বসুন না, না এটা হয় না। আমাকে বলতে দিন।

(গন্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, ওরা যখন বলছে আপনি দেখেছেন ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে কোন রকম ডিষ্টাব করা হয় নি। এখানে আপনারা মন্ত্রীদের অভিযুক্ত করেছেন এখন মন্ত্রীরা এগুলির উত্তর দিচ্ছেন, এখন সুযোগ দিন।

(গন্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- বসুন, বসুন। আই হেভ সাম রুলিং। পয়েন্ট অব্ অর্ডার ছাড়া আপনারা এইভাবে উঠবেন না। প্লিজ বসুন আমি সবাইকে বলছি, সরকার পক্ষকেও বলছি আপনাদেরও বলছি প্লিজ বসুন।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না আশা করি বিরোধীরা জবাব পেয়ে গেছেন এবং তারা তাদের অতীতের এই যে অপকর্ম, দুষ্কর্ম জনগণের বিরুদ্ধে যে কাজ করেছেন এটা স্বীকার করে এবং আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার দেশের এই জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েও আমরা যে কাজটা করছি অন্তত জনগণের দিকে তাকিয়ে এই নো - কনফিডেন্স মোশান প্রত্যাহার করে নেবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী দলেন পক্ষ থেকে যে অনাস্তা প্রস্তাব আনা হয়েছে আমি এর তীব্র বিরোধিতা করছি। এই কারণে বিরোধিতা করছি যে তারা এই নির্বাচনকে সামনে রেখে যখন তারা রাজ্যের জনগণের দ্বারা বর্জিত হয়েছেন বলেই তারা এই আসনে এসেছেন। কাজেই সেই কারণে আজকে তারা এটাকে ইসু তৈরী করে এই রাজ্যের মানুষের সামনে কতগুলি বিভ্রান্তি মূলক তথ্য দিয়ে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। আমরা আশা করব এই রাজ্যের জনগণ তারা খুবই সচেতন এবং প্রতিটা মানুষের সেই বিচার ক্ষমতা আছে এবং তারা যে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য এনেছেন মাননীয় মন্ত্রীরা তার প্রতিটার জবাব সেখানে তারা দিয়েছেন। মানুষ তাদের বিভ্রান্তিমূলক তথ্যে বিভ্রান্ত হবেন না। এবং তারা সেখানে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন। স্যার, বি পি এল ফেমিলি সম্পর্কে এখানে প্রশ্ন তুলেছেন মানীয় সদস্য রতন বাবু। স্যার, আমার স্টেটমেন্টে আমি কারেক্ট করে নিচ্ছি। এই বি. পি. এল ইন্ট্রুডিউজ হয়েছিল ফাস্ট মে ১৯৯৭ ইং সনে। তখন ৩৯.৩১ পারসেন্ট ফেমিলি এই হিসাবে ধরে ২ লক্ষ ২০ হাজার ২ জন বেনিফিসারী নিয়ে প্রথম এই স্কীমটা ইন্ট্রুডিউজ হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সার্কুলার অনুযায়ী ৫.৪২ এটা একটা ফেমিলি ইউনিট ধরা হয়েছে। কাজেই সেই ফিগার অনুযায়ী এই ফিগারটা এখানে এসেছে। স্যার, এই যেটা ১৯৯৭ইং সালের পরে সেখানে পরবর্ত্তী কালে এটা নভেম্বর ১৯৯৭ইং এ যখন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে এটা বলল যে তখন ১৯.০১ পারসেন্ট ফেমিলি ধরে সেক্শান করে তখন আমরা এটার প্রতিবাদ করেছি যে রাজ্যে তখন ৭৪ পারসেন্ট এর উপরে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। কাজেই এটা অত্যন্ত কম আমরা এটার সঙ্গে সংগতি রেখে কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং প্লেনিং কমিশনের কাছে এই বিষয়টা উপস্থিত করা হয়। এবং আমাদের রাজ্যসরকারের তরফ থেকে অনেক চেষ্টা করার পর সেখানে এই সংখ্যাটা পরবর্ত্তী কালে বাড়ানো হয় নভেম্বর ৯৭ এ তখন সেটা ৩৯.০১ পারসেন্ট সেখানে ফেমিলি। সেখানে এই সংখ্যাটা পরবর্ত্তীকালে বাড়ানো হয় নভেম্বর ১৭ এ তখন সেটা ৩৯.০১ পারসেন্ট ছিল সেটা বাড়িয়ে ফেমিলির উপরে এই পারসেন্ট বাড়ানো হয়েছে ৪০.৮৬ পারসেন্ট, সেখানে ফেমিলি। সেখানে আমাদের তখন ফিগার গিয়ে দাঁড়াল ২ লক্ষ ২০ হাজার ৯৯৯ এর স্থলে ২ লক্ষ ৩১ হাজার ফেমিলিকে এই বি পি এল এর আওতায় আসল। সেই সময় আমাদের রাজ্যে ফেমিলি ছিল ৫.৬৬ লক্ষ। স্যার, সেটা আমরা পরবর্ত্তীকালে বি, পি, এল এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বলল যে অন্তোদ্বয় সেটাকে গরীবের মধ্যে যারা অতি গরীব তাদেরকে সেখানে অন্তোদয় চিহ্নিত করে তাদেরকে ৩ টাকা দরে চাউল সেখানে দেওয়ার জন্য প্রথমে ২৫ কেজি পরে ৩৫ কেজি করা হয়েছে পরিবার পিছু। সেখানে তারা বলল যে ৪৫ হাজার ১৭২ টি পরিবার এই সুবিধা পাবে। কাজেই পরবর্ত্তী কালে কেন্দ্রীয় সরকার যে সংশোধীত যে নির্দেশ তাতে এই সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়াল বি পি এল ফেমিলি ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭৭৬

এবং অন্ত্যোদয় অন্নযোজনা ৪৫ হাজার ১৭২, মোট ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ফেমিলি এটা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। রতনবাবু এখানে তথ্যের যে ছাগলামি করেছেন বিভ্রান্ত করার জন্য উনি যে রেশন কার্ড পপোলেশান ধরে ৩৩ লক্ষ ১৩ হাজার ৫০৯ বেনিফিসারী দাঁড়িয়েছে। সেই রেশন কার্ড পপোলেশানের উপর ৪০.৮৬ পারসেন্ট ধরে তিনি ১৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩১২ এই পপোলেশান উনি দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু এটা আমি পরিস্কার করে বলছি যে রেশন কার্ড ভেরিফিকেশনের পরে যে পপোলেশান সেই পপোলেশানের উপর কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কোন অনুমোদন দেননাই। কেন্দ্রীয় সরকার যে অনুমোদন দিয়েছেন তারা ৫.৪২ পারসেন্ট প্রতি ইউনিট ধরে আমাদের রাজ্যের ফেমিলির উপর দাঁড়িয়েছে সেখানে ৪০.৮৬ ফেমিলি ধরে সেখানে এই অনুমোদন দিয়েছেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- ১৯৯১ ইং সনের জনসংখ্যাকে যদি ৪০.৯৬ ধরেন তাহলে জনসংখ্যা রেশন কার্ড ৯ লক্ষই হবে। এখন ২০০১ ইং সালের হিসাব তো আসছে না। এটাই এপ্লিকেবল।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- তাহলে কি ৯ লক্ষের কথা আপনি বলছেন, আজকে তো আবার ১১ লক্ষের কথা বলছেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ- আপনারা যে ডিফিকালটা দেখছেন সেখানে ১৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯১২ এই ফিগারটা আপনি দেখছেন ৩৩ লক্ষ্য পপোলেশানের উপর ভিত্তি করে কেলকোলেশান করা হয়েছে। ৩৩ লক্ষ ১৩ হাজার ৫৩৯ ফিগারটা সেখানে রেশন কার্ড পপোলেশানে দাড়িয়েছে তার উপর ভিত্তি করে আপনারা এটা দিয়েছেন।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কনক্লোড করুন।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা পপোলেশানের উপর ভিত্তি করে এটা সেনশাস না সেনশাসটা ফেমিলির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। এবং স্টেট গভর্ণমেন্টের যে লাষ্ট বি. পি. এল সার্ভে করেছেন জানুয়ারী মাসে ২০০০ ইং সালে রুর্‍্যাল পপোলেশান দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার ৭৯৫ এবং সেই পারসেন্টটেইজ এটা তারা ৬৬.৮১ বিভিন্ন দপ্তরে এটা এখনও স্যর্ভে করা হয়নি। কিন্তু একটি অনুমিত ফিগার সেটা হচ্ছে ৯০১১, সেটা প্রায় ৮ পার্সেন্টি এবং বি. পি. এল ফিগার ৪ লক্ষ ৬ হাজার ৮০৯। কিন্তু এই অনুযায়ী আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে চাল পাচ্ছি না। আমরা পাচ্ছি ২ লক্ষ ৯৫ হাজার এবং সেটাই দেওয়া হচ্ছে রাজ্যবাসীর ফেমিলি হিসাবে। কাজেই সেখানে চুরি করা হচ্ছে না। সরকারী নিয়ম অনুসারে বেনিফিসারী সিলেকটেড হয় পঞ্চায়েতগুলোর মাধ্যমে প্রত্যেক বেনেফিসারী প্রতি মাসে চাল পেয়ে থকেন। কাজেই আমি আশা করি মাননীয় সদস্য রতনবাবু যে প্রশ্ন তুলেছেন আমি এটা স্বীকার করতে পারছি না। আমি আশা করব তিনি এই প্রশ্ন তুলে সরকারের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন তিনি এটা প্রত্যাহার করে নেবেন। এই আশা রেখে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- স্যার, পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- রতনবাবু কিসের উপর ক্লেরিফিকেশান করতে চান।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- পরিবার হিসাবে রেশন কার্ড দেওয়া হয় না। সংখ্যা হিসাবে দেওয়া হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- বসুন প্লিজ, বলুন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় সদস্য জানেন না, প্রত্যেক বি. পি. এল কার্ডে যদি একজন সদস্য থাকেন তিনিই ৩৫ কেজি চাল পাবেন। আবার কোন বি.পি.এল কার্ডে যদি ১০ জনও থাকেন তিনিও ৩৫ কেজি পাবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী কনকুড় করুন।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ- প্রতি ইউনিট বলে দিয়েছেন সেন্ট্রাল গভর্ণম্যান্ট ৫.৪২ ইউনিট্। কাজেই এখানে যে সমস্ত এইগুলি তারা প্রত্যাহার করে নেবেন, এবং এই সমস্ত মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। আগামী দিনে তৈরী হচ্ছে যে সেখানে আমরা আশা করব বিধানসভায় এই সমস্যা না করে ত্রিপুরাবাসীর কাছে জনগণের কাছে তারা গিয়ে তারা প্রস্তুতি নেবেন এবং সেখানে জনগণ হচ্ছে প্রকৃত বিচারক। তাই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন অতিতে তারা গ্রহণ করেছেন ভবিষ্যতেও তারা গ্রহণ করবেন। কাজেই যতই তারা উত্তেজনামূলক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন না কেন তারা বিভ্রান্তি হবেন না, আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে আবার বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসবে। আপনাদের এই অনাস্থা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ গ্রহণ করবে না এবং ত্রিপুরার মানুষ নতুন ইতিহাস তৈরী করবে এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার। আপনি দশ মিনিট বলবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধীরা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি বিরোধিতা করছি, এই কারনে বিরোধিতা করছি, আমি যেটা মনে করি যেসব যুক্তি তর্ক তারা উপস্থিত করেছেন তার ভিত্তিতে তারা চায় এই প্রস্তাবটা ত্রিপুরার জনগণের বিরুদ্ধে সুতরাং জনগণের বিরুদ্ধে যেকোন প্রস্তাবই বর্জনীয় দায়িত্বশীল সদস্য যারা আছেন তারাও সেটাকে বর্জন করবেন। তার জন্য এর বিরোধিতা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। স্যার, আগাগোড়া ভুল তথ্য এবং সংবাদ দিয়ে এইগুলি বলা হয়েছে এবং কুৎসামুলক হীনমন্য এবং জঘন্য মানসিকতার পরিচায়ক কিছু কথাবার্তা এখানে উপস্থিত করা হয়েছে – যেগুলি সভ্য সমাজে অরুচিকর বলে বিবেচিত। স্যার, এখানে অন্যান্য দপ্তর সম্বন্ধে যাই এসেছে সেইগুলি দপ্তরের মন্ত্রীরা বলবেন । আমি স্বাস্থ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে যেসমস্ত কথাবার্তা এসেছে তাদের বিরুদ্ধে দু-চারটি কথা বলতে চাইছি। মাননীয় সদস্য রতন লাল নাথ তিনি বলেছেন সরকার তো কিছুই করে নাই, স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা তো নষ্ট হয়ে গেছে। উনি শিক্ষিত মানুষ ল-ইয়ার অন্যকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন কিন্তু নিজে কোন খবর রাখেন না। স্যার, উনি হয়ত জানেন না যে সেশান্ রিপোর্ট বেরিয়েছে এই সেশান রিপোর্ট এ একটা স্বাস্থ্য দপ্তরকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়, তার বার্থ রেইট, ডেথ রেইট, মরটেলিটি রেইট্ যে বিষয়গুলিকে নিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার তা কি অবস্থায় আছে তার উপর নির্ভর করে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজকর্ম এইগুলি নির্ভর করা যায় বা সে অনুযায়ী থাকতে হয়। আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা সব মানুষের কাছে পৌছে দেবার জন্য মা ইনফ্রাস্টাকচার দরকার তা আমাদের নেই, যত মেন পাওয়ার দরকার তত আমাদের নেই, এত অসুবিধা সত্বেও আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ভারতের মধ্যে উপেক্ষনীয় নয়, এটা ভারত সরকারও স্বীকার করেন, বার্থ রেইট্, তার থেকে আমাদের বার্থ রেইট তাও অনেক নিচে, চিলড্রেন্স মরটালিটি রেইট্ অনেক নিচে, এবং আমাদের যে গর্ভবতী মায়েদের মৃত্যু অন্য রাজ্যের থেকে অনেক নিচে, এটাই হচ্ছে আমাদের সাফল্য। স্যার, আপনি হয়ত জানবেন ওরা হয়ত জানবেন না, আমরা বিভিন্ন বিষয়ে যে সাফল্য অর্জন করেছি। আমাদের লেপ্রোসি রেডিকেশনে আমাদের রাজ্য ভারতবর্ষের ৬টি রাজ্যের মধ্যে একটি হচ্ছে ত্রিপুরা এবং সেই অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা পুরস্কারও পেয়েছি ১ লক্ষ টাকা। এই বিষয়গুলি আমাদের এখানে রয়েছে। এই খবরগুলি দেখলে বুঝা যায় ব্যক্তিগত কুৎসা ছাড়া অন্য কিছু নেই। এর কারণ হচ্ছে এই ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে একটা সরকারের কাজের পরিধি কি হবে, তার বিচার বিবেচনা কিভাবে করতে হবে, সেটা নির্ভর করে এই সরকার আসার আগে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে কি

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বা কি কথা বলে ক্ষমতায় এসেছেন। স্যার, আমার প্রত্যেক নির্বাচনের আগেই রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার আমরা একটা ইস্তাহার দিই। তার মধ্যে কথাবার্তা এমনি না। আমাদের যারা বিরোধী বন্ধুরা আছেন, আমি জানি না, তাদের এই ধরণের কোন সুস্পষ্ট নীতি দেখিনি আমি কখনো। আবার সুস্পষ্ট ভাবে লিখে পড়ে সমস্ত কিছু দেয়, কি কি কাজ এই সরকারটা ৫ বছর জনগণের জন্য কি করবে। আমি অনুরোধ করব বিরোধী সদস্যদের, সেই বইটা খুলুন অনেক কাগজ পত্র তো রাখেন জনসভায় গেলে, দেখুন কাগজপত্রে এই যে পত্রিকায় লিখেছে। আমরা যেটা দিয়েছি এটা খুলে খুলে বলুন যে কোন কাজটা বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা করে নি। এই সারে চার বছর একটা একটা করে আমরা প্রত্যেকটি কাজ করেছি। বরঞ্চ তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ আমরা করেছি যেগুলি ছিলনা সেই গুলিও আমরা এর মধ্যে করেছি। আমরা যখন এই কাজগুলি করছি, তার জন্য জনগণ এই সরকারকে তাদের নিজের সরকার বলে মনে করে। সেই জন্যই আমি বলছি যে কাজ করছি আমরা তার বিস্তারিত বলতে চাই না। তার জন্য অনেক সময় লাগবে। এই কাজের জন্যই তো মানুষ এই সরকারের পেছনে আছে। বিরোধী বন্ধুরা যা করতে চাইছেন, সরকারে আসার স্বপ্ন দেখছেন। এখন আর তারা মানুষের কাছে যেতে পারছেন না এই অপকর্মের জন্য। সেই জন্যই তো তারা কুৎসামুলক ব্যবস্থা ইত্যাদিতে গেছেন। এই ইতিহাস আমি পুনরাবৃত্তি করতে চাইনা। এই হাউসের মধ্যেই আছেন যারা মেয়েদের চরিত্র হনন করেছে এবং মেয়েদের চাকুরীর লোভ দেখিয়ে খুন করে লেইকের জলে ভাসিয়ে দেওয়া, বাড়ীর মধ্যে বাবার সামনে থেকে মেয়ের বুকে রিভলবার ধরে টেনে এনে মেয়েকে চোবড়া করে তিন দিন পরে আগরতলার বাড়ীতে ফিরিয়ে দেওয়া, এটা কে না জানে আগরতলার মানুষ সবাই জানে। সুতরাং এই ইতিহাস বিবৃতি করার বিষয় না। দিনেরবেলা খুন কারাপি ইত্যাদি করা, মন্ত্রীরা উপস্থিত থেকে খুন করিয়ে নলুয়া করা, এই সব কে না জানে। এই সব অত্যাচারের বিরোদ্ধে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারকে মানুষ ভোট দিয়েছে। স্যার, সেই জন্য আমি বলছি, এই সব কুৎসামূলক অপপ্রচারের জবাব ত্রিপুরার মানুষ তার বিচার বিশ্লেষণ করবেন। সোসাইটি সম্পর্কে কথা এসেছে, আমি অর্জিনালি ৪টা সোসাইটি ছিল যা আগের। এর পরে তো ২০০২ইং সালে এবং ২০০১ইং সালের শেষের দিকে সোসাইটি গঠিত হয়েছে। এই খবর তারা জানেন কিনা জানি না। একটা সোসাইটি হচ্ছে, ত্রিপুরা স্টেট ব্লাড ট্রান্সমিশন কাউন্সিল, ১৯৯৬ইং সালে গঠিত হয়েছিল। একটা সোসাইটি যেটা পুরোনো সোসাইটি সেটা হচ্ছে, হেলথ এ্যন্ড ফেমিলি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ১৯৯৮ইং সালে গঠিত হয়েছিল। আর একটা সোসাইটি আছে যেটা পুরানো সোসাইটি, ত্রিপুরা স্টেইট এইড্স কন্‌ট্রোল সোসাইটি, ১৯৯৯ ইং - এ গঠিত হয়েছে। আর একটা আছে সোসাইটি ফর স্টেইট ইল্‌নেস ফান্ড, এটা ১৯৯৭ ইং - এ গঠিত হয়েছিল। ঐ সময়ে আমি মন্ত্রী ছিলাম না। তখনও স্টেইট ইল্‌নেস ফান্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন ডিপার্টমেন্টাল মিনিষ্টার। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টেরও চেয়ারম্যান হচ্ছেন ডিপার্টমেন্টাল মিনিষ্টার। ব্লাড স্টেনস্‌লেশান কাউন্‌সিল তখন এটার চেয়ারম্যান ছিলেন আমাদের সচিব, এখনও আমাদের সচিবই আছেন। ফেমিলি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি স্টেট্ এবং এইড্স কনট্রোল সোসাইটি এই দুইটি সোসাইটি পরবর্তী সময়ে যে পরিবর্তন হয়েছে এই পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে আমাদের বিরোধী বন্ধুদের কোন ধারনাই নেই। এইড্স কনট্রোল সোসাইটি ফারদার আমাদের এটা আছে যে দুটোকে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায়, পঞ্চায়েত লেবেলে নিয়ে যাওয়া যায় প্রতি বছর। আমাদের সেন্ট্রাল মিনিষ্টার তখন সি. পি. ঠাকুর ছিলেন। তিনি সহ আমাদের হেলথ্ মিনিষ্টারদের কন্‌ফারেন্স হয় সেই সব কন্‌ফারেন্সে আমরা উপস্থিত থেকেছি, কথা হয়েছে এটা জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া, একটা সোসাল মুভমেন্টের রূপ দেওয়া। সোসাইটিগুলি এই রোগ সম্পর্কে সচেতন না হলে মানুষকে রক্ষা করা যাবে না। কারণ এই প্রসঙ্গে বলতে গেলে একে প্রতিষ্ঠা করার জন্য

এখন নতুন যে হেলথ্ পলিসি হয়েছে সেই হেলথ্ পলিসিতে ৫০ পারসেন্ট মানুষের কোন চিকিৎসার সুযোগ নেই। তাদের কাছে শুধু এওয়েয়ার জেনারেইট করার জন্য বা রোগ প্রতিরোধ করার জন্য এই সব সুযোগই তাদের কাছে বলে দেওয়ার প্রশ্ন। সেই জন্য বলেছে যে এইড্স কনট্রোল সোসাইটি ডিস্ট্রিক্ট লেবেল সোসাইটি করতে হবে, ব্লক লেবেল সোসাইটি করতে হবে। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের গাইড লাইন ব্লক লেবেল সোসাটির চেয়ারপারসর্ন হবেন ব্লকের চেয়ারম্যান, ডিসট্রিক্ট লেবেল সোসাইটির চেয়ারপারসন হবেন সভাধিপতি। এই যখন পরিস্থিতি তখন স্টেট লেবেল সোসাইটি এর আগে যেটা ছিল স্টেট এর এইড্স কনট্রোল সোসাইটি এটা এই ধরণের কোন আলাদা গাইড লাইন নেই। শুধু এটাতে আমাদের এখানে যখন এসেছে, আমরা যখন এটাকে জনগণের মধ্যে নিতে চাই তখন বামফ্রন্ট সরকারের সমস্ত কার্য্যধারাই পঞ্চায়েতের মারফতে আমরা সেইগুলি করাতে চেষ্টা করি। এবার এটা নিশ্চয়ই বিরোধী সদস্যরা জানেন পঞ্চায়েত লেবেলেও এইড্সের টাকা, তারপরে ফেমিলি ওয়েলফেয়ারের টাকা আমরা পঞ্চায়েত লেবেল পর্য্যন্ত দিয়েছি। প্রতি পঞ্চায়েতকে ১৫০০ টাকা করে, ত্রিপুরার মানুষের এওয়েয়ার করার জন্য দিয়েছি ১০৬৭ টাকা। এইভাবে পঞ্চায়েত, নগর পঞ্চায়েত ইত্যাদি সব মিসে সেই সব সোসাইটিগুলিকে আমরা দিয়েছি। নগর পঞ্চায়েতকে ১০ হাজার টাকা দিয়েছি। এটা প্রতি বছরের ঘটনা এইবারও দেব। ফেমিলি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি থেকে আমরা প্রতি ৪০ টি ব্লকে হেলথ্ ফে য়ার করার জন্য ২৫ হাজার টাকা করে তাদেরকে দিয়েছি। প্রতিটি পঞ্চায়েতে সেখানে যাতে ক্যালচারেলি কিছু ডেভল্যাপ করানো যায় নাটক, ছোট যাত্রা, গান ইত্যাদির মারফতে যাতে স্বাস্থ্য আন্দোলনটাকে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য প্রত্যেকটা গাঁও পঞ্চায়েতকে আমরা টাকা দিয়েছি। সুতরাং এটাকে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে নিয়ে যাওয়া সেই জায়গায় এই সোসাইটিগুলোর চেয়ারম্যান উদ্যোগী না থাকেন তাহলে অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং কাজকর্মের দ্রুততা আসেনা। সেই কারণে ২০০১ ইং সালে এবং ২০০২ ইং সালে তখন রাজ্যের প্রয়োজনেই, সোসাইটির প্রয়োজনে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্যই মিটিং - এ মিনিষ্টারকে চেয়ারম্যান করা হয়। এই প্রসঙ্গে আমি একটু বলতে চাই এটা শুধু আমাদের রাজ্যে না। আমাদের এখানে তো হেলথ্ মিনিষ্টার সোসাইটি আছেন। আমাদের পাশের রাজ্য মণিপুরে সোসাইটির চেয়ারম্যান চীফ্ মিনিষ্টার, হেলথ্ মিনিষ্টারকেও চেয়ারম্যান, এবং সেক্রেটারী, মেম্বার, এটা মণিপুরে করা হয়েছে। সারা ভারতবর্ষেই আছে এই ধরণের বিভিন্ন রাজ্যে। আমি এইগুলি বলতে চাই না, এইসব খবরাখবর রাখা দরকার।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- এটা লে করে দিন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- ঠিক আছে স্যার এটা আমি লে করে দিতে পারি আপনার কাছে। রাজ্যের প্রয়োজনে এই কাজগুলি করা হচ্ছে। এখানে একটু অসুবিধা হচ্ছে এই কারনে আমাদের বিরোধীদের সানুনয়ে বলব ওরাও রাজনীতি করেন আমরাও রাজনীতি করি। পত্রিকা দেখে রাজনীতি করা ঠিক না। এসপার কনসটিটিয়েনসি চেয়ারম্যান, মেম্বার, সেক্রেটারী সহ সই করেন এটাই হল কনসটিয়েনসি। মন্ত্রী চেয়ারম্যান হলেন কি হলেন তিনি মন্ত্রী হিসাবে সই করতে পারেন এটাও আর একটা এসপার কনস্টিটিয়েনসি সহ কনসটিউশন সেটা হত কি হতনা সেটাও আরকি ব্যাপার। যা পত্রিকায় দিয়ে দিলেন চীফ মিনিষ্টার ডানা ছেটে দিয়েছে ওরা চিৎকার শুরু করে দিয়েছে তার জন্য শিয়াল ডাকলে নবকুমার না থাকলেই কি। সুতরাং ওরা যখন মন্ত্রীত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন কিংবা পাচ্ছেন না। মানুষ থেকে পত্রিকায় যে যেমন আসছে যা আসছে তা চিৎকার জুড়ে দিচ্ছেন। এটা মাননীয় সদস্য সমীর বাবুর ভালই জানা আছে। এইসবগুলি যে হচ্ছে তা সুবিস্তার জানা থাকলে আমাদের অনুরোধ যে সব

ময়দানে না পত্রপত্রিকাও দেখেনা দুর্ভাগ্যহীন অবস্থায় পাড়ার ছেলেদের চাকুরী প্রসঙ্গে এনেছেন। এই পর্যন্ত আমার ছেলের সাতটি চাকুরী হয়েছে। পত্রিকায় আমার ছেলেকে সাতটি চাকুরী দিয়েছে। শিক্ষিত, বিচক্ষণ, বিদ্ধান বুদ্ধিমান হিসাবে পরিচিত । আমি বলব একটা ছেলে সাতটি চাকুরী করতে পারে কি না? দুর্ভাগ্য বিষয় হচ্ছে এখনো সে চাকুরী পায়নি। এখানে যেহেতু তার চাকুরী নেই উনারা চিৎকার করছেন। এই হল বিষয়টা।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ- উনার ছেলের চাকুরীর ব্যাপারে রিকোমেন্ট এপ্লিকেশন নেই। তার জব নেই আর পি আই তে তার জন্য লেকচারের পোষ্ট নিয়োগ করা হবেনা।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- আর পি আই তে তার নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে উনি কিছুই জানেন না। ঘুঘুর বাসার সরিক হতে পারেন তার জন্য উনি কিছুই জানেন না। যে জানেনা এই সম্পর্কে কথা বলার কোন ব্যাপার নেই। আমি শ্রেণী বদ্ধভাবে রাজনীতি করতে পারি। আমার সঙ্গে তাদের বৈরীতা থাকতে পারে তার ছেলের কি অবস্থা। কাদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই কেউ চেনেনা বলে মনে হয়না। একটা ছেলেকে মানুষিকভাবে বছরের পর বছর এই ধরণের শুরু করে যেতে পারে তাদের সভ্য সমাজের কাছে মনুষ্যত্ব আছে। তাতে মেনটালি ইনসপেকশন করা হচ্ছে। বছরের পর বছর একটা ছেলেকে ইমপজিশান করা যায়। এই পত্রিকাকে বলতে পারবে ওরা মনুষ্যত্ব দ্বারা পরিচালিত। ওদের যদি এই রকম সন্তান থাকে তাহলে কি করবে আমি সভ্যতার কাছে জিজ্ঞেস করবো। আমার সঙ্গে শত্রুতা থাকতে পারে ওদের সঙ্গে কি শত্রুতা আছে। এই রকম হীনমানসিকতা কেন? তার জন্য আমি বলব একথা যারা এনেছেন এইগুলি হচ্ছে না জানার ব্যাপার কিছুই জানেনা, না জেনে এইসব কথা বলছেন। মানুষের কাছে মাননীয় জওহর সাহা বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন ৩০৭ কোটি টাকা উনাদের পত্রিকায় লিখেন ৩৫০-৬০ কোটির টাকা সোসাইটির মধ্যে আসছে। বছর বছর ১০ কোটি টাকা আসে। ১৯৯৫ইং সালে সোসাইটি তৈরী হওয়ার পর এই পর্যন্ত যা টাকা হেলথ এন্ড ফ্যামেলী ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে এসেছে ১১ কোটি ৪৮ হাজার ৬৪০ টাকা। তার মধ্যে এক্সপেনডিচার ৭ কোটি ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮১২ টাকা এইগুলি হল ওরা জানেন এই জন্য বলেছি। উদের মিনিষ্টার মশাই হচ্ছে খুব খারাপ লোক। এইগুলি সব সেন্ট্রাল গভঃ-মেন্ট কমপোনেন্ট ওয়াইজ। কমপোনেন্ট ওয়াইজে টাকা পয়সার যাবতীয় হিসাব ঠিক করেন। পরে কমপোনেন্ট ওয়াইজ টাকা পয়সা দেন। এইগুলির সমস্ত অডিট রিপোর্ট কেন্দ্রে জমা হয়। ৬ মাস পর পর সোসাইটিগুলিতে অডিট হয়। এবং চার্টার্ড একাউন্ট এইগুলির অডিট ঠিক করেন তারপর ইউটিলাইজেন রিপোর্ট কেন্দ্রে জমা দিতে হয়। স্যার, এখানে বলা হয়েছে যে এক পরিবারের ৩/৪ টেন্ডার ফর্ম জমা দিয়েছেন। আমি উনাদেরকে জিজ্ঞেস করি বাধা কোথায়? টেন্ডার কি পরিবার ভিত্তিক ঠিক হয় নাকি লাইসেন্সের ভিত্তিতে? ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন কনট্রাক্টর আছেন? বাপ কনট্রাক্টর, ছেলে কনট্রাক্টর, বোন কনট্রাক্টর। ডিড করা আমরা বামফ্রন্ট সরকার ঠিক করেছি। এর ভিত্তিতে ছেলে মেয়ে সবাই কনট্রাক্টরি করতে পারে। যদি এক পরিবারে ৪ জন কনট্রাক্টরি করে তাতে বাধা কোথায়? প্রশ্ন হচ্ছে কারা দিল, কারা কনট্রাক্টরি পেল সেটা হচ্ছে বিষয়। লোয়েস্ট টেন্ডার যেটা হয়েছে, কাজ পেয়েছে। টেন্ডার দেবার রাইট সবার আছে। এক পরিবার থেকে একটা কেন ৫ টাও জমা পড়তে পারে। ত্রিপুরার মানুষ হিসাবে টেন্ডার দেবার অধিকার সকলের আছে। আমি এই কথা বলছি যারা কিডনাপ হয়েছে আই চ্যালেঞ্জ দেম। তারা প্রমাণ করুন। আর না হলে নাক খত কাটবেন। প্রথম বছর ৬ টা ফার্ম কাজ পেয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি কনক্লুড করুন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- এই ধরনের বক্তব্য সমস্তই বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত প্রচারের জন্য,

মানুষকে ভুল বোঝাবার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই সমস্ত অপপ্রচার করা হচ্ছে। নিজেরা অপকর্ম করার জন্য রাজনৈতিক ভাবে দেশদ্রোহীদের সাথে গাটছড়া বেধেছেন, বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তে সামিল হচ্ছেন এতে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। আমি হাউসের কাছে আবেদন করব আজকে এখানে যে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে সেটা যাতে ঘৃণা ভরে হাউস প্রত্যাখান করে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয় আজকের হাউসে যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এর আগে অনেকে আলোচনা করেছেন। মাননীয় বিরোধী দলনেতা এখানে প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি কতগুলি অভিযোগ করেছেন। আমার দপ্তর সম্পর্কে যে সমস্ত বিষয়গুলি এখানে উত্থাপন করা হয়েছে আমি মূলতঃ সেগুলি সম্পর্কে আমি বক্তব্য রাখব। তাঁরা এখানে বলেছেন পুলিশের ওয়াশিং এলাউন্স, রেশন ভাতা এগুলি খুব কম দেওয়া হচ্ছে, আর বাড়ানো হয়নি। আমি বলব ৪র্থ বামফ্রন্ট যখন সরকারে আসে তখন বরাদ্ধ ছিল ১২০ কোটি টাকা পুলিশের জন্য। আর এবার ২০০২ -২০০৩ ইং সালে যখন আমরা বাজেট করলাম তখন পুলিশের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৪০ কোটি টাকা। আপনারা সবাই জানেন যে আজকে পুলিশ উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে অন্যতম একটা ভূমিকা নিচ্ছেন, দেশপ্রেমিকের ভূমিকা নিচ্ছেন। তাদের যে সমস্ত এলাউন্সের কথা এখানে তুলেছেন এটা ঠিক যে প্রয়োজন মত বাড়াতে পারি নি। রেশন ভাতা আমরা একবার বাড়িয়েছি, ওয়াশিং এলাউন্স তারা ৩৫ টাকা পাচ্ছেন এখন। এগুলি আরও বৃদ্ধি হওয়া দরকার। যারা জীবনের ঝুকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন, রাজ্যের দূর্গমাঞ্চলে গিয়ে কাজ করছেন তাদের প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের অনশন সম্পর্কে এখানে অনেকে বলেছেন । আমি বলব হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররা হাইকোর্টে গিয়েছিলেন হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন সেই ডাইরেকটিভের ভিত্তিতে সরকারের পক্ষ থেকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার সেই সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করব।

বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের প্রসঙ্গ এখানে তুলেছেন এবং এই বিষয় নিয়ে তারাও বিভিন্ন প্রশ্ন এখানে তুলেছেন। আমি এই ব্যাপারে বলব প্রায় ৭০০ এর মত বেকার ইঞ্জিনীয়ারকে ইতিমধ্যে টি পি এস সি তে ইন্টারভিউ ডেকেছেন। আমরা আশা করি এই ব্যবস্থাগুলি পূরণ হলে পর কারণ এইগুলি টি পি এস সি করবেন তাদের নিয়ম অনুসারে। তাহলে বেকার ইঞ্জিনীয়ার যারা আছেন তাদের কাজের সংস্থান তার মধ্যে হবে। এখানে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা প্রশ্ন তুলেছেন জায়গায় জায়গায় ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছে, মেলা করা হচ্ছে। আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের এই কথা বলতে পারি যতগুলি ফাউনণ্ডেশান লে করা হয়েছে কাজের জন্য আমরা সেটার টাকার ব্যবস্থা করেছি, এজেন্সী ফিকস্- আপ করেছি। এজেন্সী ফিকস্- তাপ না করে কোন কাজের কোন ফাউণ্ডেশান লে হয়না। এবং সেগুলি আপনারা নিজেরা দেখেছেন। এই কাজ শুধু আমরা একা করছি না। মাননীয় সদস্যরা যারা আছেন তাদেরও সেখানে ফাউনডেশানে আমরা সাহায্য নিচ্ছি, তাঁদেরও অন্তর্ভূক্ত করছি। যতগুলি মেলা উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান হয়েছে সেখানে এলাকার যদি মাননীয় বিরোধী সদস্যরা থাকেন তাদের যুক্ত করা হয়েছে এবং আমরা বলেছি আমাদের কাজে কোন রাজনীতি যুক্ত করতে চাই না। উন্নয়ন মূলক কাজে আমরা সবার সাহায্য নিয়ে এই কাজগুলিকে রূপায়িত করব। সে দিক থেকে আমরা বলব ভিত্তি প্রস্তর আমরা যা স্থাপন করেছি তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ এই সব করে সেখানে করা হয়েছে। আমি অনন্তঃ- এটা বলব মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা

এখানে নেই কারণ মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্বমা অন্ততঃ দেখেছেন যে পঞ্চায়েত কি ধরনের ভাইব্রেট অরগাইনাজেশন । এখানে তিনি ২টা ৪টা ভুল দেখাতে পারেন কিন্তু রইস্যাবাড়ী এলাকার মধ্যে বা যেখানে ডম্বুর বাঁধ তৈরী হয়েছে সেখানে পঞ্চায়েত বই ছাপিয়ে গ্রামের মানুষের হাতে তুলে দিতে পারেন। আপনারা তো (মাননীয় বিরোধী সদস্যরা) মাঝখানে ৫ বছর সরকারে ছিলেন কোন দিন চিন্তা করতে পেরেছেন, নির্বাচিত কোন সংস্থা ছিল? বই ছাপিয়ে জনগণের সামনে হাজির হওয়া যে কারণেই হোক মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ কারণ অন্ততঃ এই বিধানসভায় মাননীয় সদস্য প্রেসের কাছে, সবার কাছে এটা তুলে ধরেছেন যে রইস্যাবাড়ী এলাকায় পঞ্চায়েত তারা কাজের হিসাব বই ছাপিয়ে জনগণের হাতে তুলে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমরা তার জন্য গর্ব্ববোধ করি এবং আমরা আশা করব পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য এই ধরনের সংগঠন যেগুলি আছে এইগুলি এখানে কাজ করছে নিশ্চয়ই সেটাকে প্রসংশা অবশ্যই করতে হবে। এখানে আলোচনা করতে গিয়ে বিশেষ করে মাননীয় সদস্য রতন লাল নাথ কতগুলি অভিযোগ তিনি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে তিনি বলেছেন খয়েরপুরের ব্রীজ সম্পর্কে এটা ন্যাক্কার জনক ঘটনা। যাই হোক উনার ভাবনায় উনি বলেছেন। খয়েরপুরের ব্রীজটা এটা এখানে নুতন ধরনের ব্রীজ নয় কারণ এই রকম ব্রীজ আমরা অভয়নগরে করেছি, দুর্গা চৌমুহনীতে করেছি এবং এর আগে বিশালগড়ে আছে বাজারের কাছে আপনারা দেখেছেন। ঠিক একই টেকনোলজিতে চম্পকনগরে বড়মুড়ায় উঠতে যে ব্রীজগুলি আছে এই টেকনোলজি আমরা এখানেও করেছি। কারণ করার ক্ষেত্রে যেটাকে বলা হয় " বহু স্ট্রিং গাডার ব্রীজ'। এটা এখানে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি এই কারণে সেটা হয় ঠিক ন্যাশনাল হাইওয়ের সঙ্গে যদি আমরা নরমালি এখানে যে ব্রীজগুলি করেছি শুধু ভীম লাগিয়ে তাহলে এটা উচু এত হয়ে যাবে নেশন্যাল হাইওয়ের সঙ্গে এই ব্রীজটাকে মেলান যাবে না সুতরাং এই টেকনোলজি এখানে এপ্লাই করা হয়েছে এই যে বহু স্ট্রিং গাডার ব্রীজ' এই কাজটা শুরু হয়েছিল। সাধারণতঃ এই কাজটা শুরু হলে পর ৩ থেকে ৪ মাসের মধ্যে এই কাজটা শুরু হয়ে যায়। নভেম্বর মাসে কন্ট্রাকটাররা কাজটা শুরু করেছে এবং সেই অনুসারে তারা অগ্রসর হচ্ছে। এটা ধারনা করা হয়েছিল অন্ততঃ মার্চ মাসে না হোক এপ্রিল মাসের মধ্যে তারা কাজটা শেষ করে ফেলতে পারবেন। ডেকস্ ল্যাব যেটা তৈরী করা হয় মূলতঃ সেই কাজটা সে সময় সম্পূর্ণ করা যায় নি কারণ তাপমাত্রা দেখেছেন এবার এপ্রিল মাস থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছিল তার নীচে যে সাপোর্টিং ছিল প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য ফ্লাড হয়েছিল তার জন্য নীচে যে সাপোটিং ছিল সেটা বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং সেটা সেখানে ভেঙ্গে পড়ে। তাতে যে কাজ তার জন্য নির্ধারিত ছিল তার ব্যয় ধরা হয়েছিল ১ কোটি ৭৯ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৮৫ টাকা। আমরা কন্ট্রাক্টারকে দিয়েছি ৮১ লক্ষ টাকার মত তার কাজের যে অগ্রগতি হয়েছে সেটা হিসাব করেই দেওয়া হয়েছে। যেটা ভেঙ্গে পড়েছে তার জন্য কন্ট্রাক্টারকে ২৫ লক্ষ টাকার মত ক্ষতি স্বীকার করতে হবে।

এটা যখন দপ্তরের নজরে আসে, আমাদের দপ্তরে টেকনিক্যাল ম্যান আছে, তারা দেখেছেন। যতটুকু কাজ হয়েছে কাজের নিরীখে বিল দেওয়া হয়েছে, তাতে পেমেন্ট করা হয়েছে। ১ কোটি ৭৯ লাখ টাকার বিলা। সে পেয়েছে হয়ত ৮১ লাখ টাকার মত। তবে অ্যাডভান্স পেমেন্ট দেওয়া হয়নি। আমাদের যারা ইঞ্জিনীয়াররা আছেন তাদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা রিপোর্টের কাজও শেষ করে ফেলেছে। সিমেন্ট কংক্রীট ঠিক ছিল কিনা, এটা পরীক্ষা করার জন্য যে মেশিনারীজ দরকার, এটা আমাদের রাজ্যে নেই। সেজন্য যাদবপুর ইউনিভার্স্যাসিটি তারা এই কাজটা করেন, দেশের মধ্যে তারা বিখ্যাত, তাদের সাহায্য আমরা নিয়েছি, তাতে তারা ৮৫ হাজার টাকা নেবেন। এই রিপোর্ট পাওয়ার পর, কন্ট্রাক্টারকে বলা হয়েছে ওকে কাজ করে দিতে হবে। আর

যারা অফিসাররা যুক্ত ছিলেন, এই রিপোর্ট না আসা পর্য্যন্ত তার কতটুকু দোষী ছিল, এটা চিহ্নিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কি করে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। ডিপার্টমেন্টালী অ্যানকোয়ারী হয়েছে। তারপর যারা অ্যাক্সপার্ট ইঞ্জিনীয়ার আছেন তাদের নিয়ে কমিটি গঠন করে তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই কমিটির রিপোর্ট আসলে পরে, তাদের রিপোর্ট দেখার পর সেখানে নিশ্চয়ই দপ্তর যদি কেউ দোষী সাব্যস্ত হয় তার সম্পর্কে সেখানে তারা ব্যবস্থা নেবে। মাননীয় সদস্য রতনবাবু আগরতলা মিউন্যাসিপ্যালিটির রাস্তাঘাট সম্পর্কে একটা চিঠি লিখেছিলেন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ- ডিপার্টমেন্টালী অ্যানকোয়ারী হওয়ার পর কোন ধরনের অ্যাকশান নেওয়া হল না কেন? পরবর্ত্তী সময়ে যাদবপুর থেকে আসবে, এটা ঠিক আছে। কিন্তু ডিপার্টমেন্টালীত একটা অ্যানকোয়ারী হয়েছে। একটা ফাইন্ডিংগ্রস পাওয়া গেছে। কিন্তু কোন অ্যাক্শান নেওয়া হয়নি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- প্রাথমিক দপ্তরে যারা তদন্ত করার তারা করেছেন। সেখানে আমাদের যারা ইঞ্জিনীয়াররা আছেন, তাদের দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। আমাদের তিনটি উইংগস আছে সেটা হল পি, ডব্লিউ, ডি, ওয়াটার রিসোর্স্ এবং পি, এইচ, ই। আমাদের যারা অ্যাক্সপার্ট ইঞ্জিনীয়ার আছেন তাদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা যখন রিপোর্টি করতে যাচ্ছেন। সেখানে মেটেরিয়েল্সের মধ্যে সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে বা অন্য ক্ষেত্রে ত্রুটি আছে কিনা সেটা দেখার জন্য যাদবপুর ইউনিউভারসিটির যারা অ্যাক্সপার্ট তাদের সাহায্য নিয়েছেন। আমরা আশা করছি, সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সেই রিপোর্ট আমরা পেয়ে যাব। এই রিপোর্ট পাওয়ার পর দপ্তরের কোন ইঞ্জিনীয়ারের এই কাজে যদি কোন গাফিলতি থাকে বা দোষী সাব্যস্ত হয় নিশ্চয়ই তাদের সম্পর্কে সেখানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রিপোর্ট আসুক না, তারপর দেখা যাবে রিপোর্ট-ত এখনও দেয়নি। ভাস্কর নন্দী মজুমদারের নেতৃত্বে যে কমিটি তৈরী হয়েছে সেই কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর নিশ্চয়ই আমরা হাউসে লে করব, এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। সেই রিপোর্ট যা আছে তা দিয়ে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

সেজন্যই কমিটি গঠন করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য রতন নাথ আগরতলা মিউন্যাসিপালিটির রাস্তা সম্পর্কে দৈনিক সংবাদের একটি খবরকে ভিত্তি করে একটি চিঠি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ৩ কোটি টাকা ২৫ লক্ষ টাকার কাজ সেখানে ফরম্ - ১১এ কাজ হয়েছে। তদন্ত ফরস ১১-এ মাত্র দুটো কাজ হয়েছে। তার পরিমাণ হচ্ছে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। মিউনিসিপ্যালিটির সব কাজই সেখানে বাই টেণ্ডার যারা কমপ্লিট করেছেন তাদের মধ্যে যে লয়েস্ট হয়েছে   তাদের মাধ্যমে সেখানে সেই কাজ করা হয়েছে। এটা ঠিক এপ্রিল মাস থেকে বৃষ্টি হওয়ার দরুণ আগরতলা শহরের রাস্তা কিছুটা খারাপ হয়ে গেছে। এটা শুধু আগরতলা কেন, আজকে সারা রাজ্যের মধ্যে বলা যায় শুধু আমাদের ক্ষেত্রে নয়, আপনারা দেখেছেন সেই আসাম আগরতলা রোড যে জাতীয় সড়ক, এই সড়ক দিয়ে আগরতলায় বাইরে থেকে মালামাল আসে সেই পাথারকান্দি রাস্তার কি খারাপ অবস্থা। বড়মুড়ায় আমাদের টারবাইনে গাড়ী প্রায় ৬৫ দিন দাঁড়িয়ে থাকতে হল। ৬৫ দিন পর ছাড়া পেয়েছে। রাস্তা খারাপ শুধু আমাদের এখানে না জাতীয় সড়ক যেগুলি সেগুলির অবস্থাও সেখানে খারাপ হয়ে পড়েছে। বৃষ্টি যদি বন্ধ হয়ে যায়, আমরা আশা করছি, দ্রুত এই সমস্ত রাস্তার যে মেরামতির কাজ এগুলি যাতে নেওয়া হয়, সেইভাবে পূর্ত্ত দপ্তর উদ্যোগ নিয়েছে। এইভাবে দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দ্রুত যাতে মেরামতির কাজগুলি শেষ করা হয়।

আগরতলা শহরে আপনারা জানেন এন বি সি সি-কে সেই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা কাজ শুরু করেছিলেন কিছু কিছু।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- তারা নাকি টাকা নিয়ে চলে গেছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- না না, আমার কাছে এরকম কোন রিপোর্ট নেই, যদি আপনাদের কাছে এই রকম রিপোর্ট থাকে তো নিশ্চয়ই দেবেন।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- কিন্তু কাজতো বন্ধ হয়ে আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- বৃষ্টির জন্য কাজ বন্ধ হয়ে আছে।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- তাহলে এই রেইনি সিজনে কেন কাজটা শুরু করা হল, আরও আগে কেন শুরু করা হল না, না হয় সেপ্টেম্বর মাসে শুরু করলে হত। এই জন্যইতো আগরতলা শহরের আজকে এই দুরবস্থা এবং টাকা নিয়ে ওরা উত্তরপ্রদেশ চলে গেছে আমার কাছে ইন্‌ফরমেশন আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া যখন আগরতলা শহরের এই রাস্তার উন্নয়নের জন্য ড্রেনিস এবং আরও কয়েকটা স্কীমে যখন টাকা বরাদ্দ করেন তখন তাদের অন্যতম কণ্ডিশন ছিল তাদের যে অর্‌গেনাইজেশন্‌ আরবান ডিপার্টমেন্টের এন .বি সি সি আছে তাকে দিয়ে এই কাজটা করাতে হবে। তাদের সঙ্গে তাদের রেইট কোটেশন এগুলি ঠিক হয় এবং এই সমস্ত ফরমালাইটিস অবজার্ভ করতে করতে এখানে আগরতলাতে আসতে এটা ঠিক যে কাজের সিজনটা শেষ হয়ে গেছে। তারা যখন কাজ শুরু করেন তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে ফলে তারা সেই কাজে ততটুকু অগ্রসর হতে পারেন নি এবং আমরা আশা করছি এই বৃষ্টিটা কমার সঙ্গে সঙ্গে কাজটা আবার শুরু করতে পারবে। এখন কয়েক দিন বৃষ্টি হচ্ছে না বৃষ্টিতো এখন কমে আসবে, তখন এই শহরের উন্নয়নের যে কাজগুলি মানে শহরের প্রধান সড়কগুলির যেটার দায়িত্ব তাদের হাতে দেওয়া হয়েছে তারা সে কাজগুলি সেখানে শুরু করতে পারবেন।

২য় হচ্ছে, মাননীয় সদস্য কাজল বাবু এখানে যেটা এনেছেন তেলিয়ামুড়া সাবডিভিশনের দুর্নীতি সম্পর্কে। মাননীয় সদস্য তো খুব ভাল করে জানেন সেখানে যিনি একজিকিউটিভ্‌ ইঞ্জিনীয়ার আছেন ওনার সম্পর্কে আমাদের কাছে তো এরকম কোন রিপোর্ট কোন সময় আসেনি বা আমরা পাইনি যে সে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত আছে। তেলিয়ামুড়া সাবডিভিশন সম্পর্কে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় যেটা দিয়েছে যে, তিন বছরে তিন কোটি টাকার কথা, তাতে আমি বলব ঐ সাবডিভিশনে তিন বছরে কাজ হয়েছে ৭৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭৩ টাকার এবং ৭৩৩ টি ফর্মে মানে ইলেভেন ফর্মের মাধ্যমে কাজ করা হয়। এটা আমাদের সরকারী দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা প্রত্যেকটা ডিভিশনকে প্রতি বছর ১৫ থেকে ১৬ লক্ষ টাকা করে দিই যারা উপজাতি যুবক আছেন তারা যাতে এই ইলেভেন ফর্মে কাজ করতে পারেন তার জন্য। এছাড়া বেকার যুবক যারা আছেন তাদের আমরা সেখানে ডিড ফার্মে কাজ দিই, যারা ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে আছেন ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী তারাও যাতে ফর্ম ইলেভেনে কাজ পেতে পারেন তার জন্য দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রত্যেকটা ডিভিশন সাব-ডিভিশনকে সেখানে টাকা প্লেইস করা হয়। তাছাড়া যখন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে কোন জায়গার মধ্যে হঠাৎ কোন রকম একটা ঘটনা ঘটে গেলে জরুরী ভিত্তিতে তখন কিছু কাজ দপ্তরকে করতে হয় সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা এরকম এজেন্সী ডেকে এনে ফর্ম ইলেভেনের মাধ্যমে কিছু কিছু কাজ করাতে হয়। তাই আমি বলছি তিন বছরে ঐ সাব-ডিভিশনে কাজ হয়েছে ৭৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭৩ টাকার। কাজেই তিন কোটি টাকার যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে এটা কোন অবস্থাতেই ঠিক না। মাননীয় সদস্য আর একটা বলেছেন টি এস আর হেড কোয়াটার রামচন্দ্রনগরে, তেলিয়ামুড়া রাস্তা থেকে টি এস আর হেড

কোয়াটার পর্য্যন্ত যে রাস্তাটা সেটা একটা টেন্ডারের মাধ্যমে অ্যাগ্রিমেন্টের মাধ্যমে কাজ সেখানে দেওয়া হয়েছে রাস্তাটা বড় করার জন্য এবং তাতে এটা ছিল মেকানিক্যাল ট্রেসপোর্ট এবং তার মূল টাকা যেটা ছিল মানে যেটা নির্ধারণ করা হয়েছে ২১ লক্ষ ৩ হাজার ৮৮৫ টাকার কাজ সেখানে করা হয়েছে। কাজটা যেটা ছিল ২৯ হাজার ৩৫০ এর, পুরো মাটি এখনও সেখানে ফেলা হয়নি। তাদের সঙ্গে যেটা অ্যাগ্রিমেন্ট হয়েছিল ১৫ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫২৫ টাকার, তারমধ্যে এখন পর্য্যন্ত তাকে পেমেন্ট করা হয়েছে ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। তবে সে যে কাজ করছে তাতে সেআরও বেশী টাকা পেতে পারে। সুতরাং পত্রিকা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ এনেছেন এই তথ্য কোন অবস্থার মধ্যেই ঠিক না এবং এটা সঠিক তথ্য না। এখানে মাননীয় সদস্য আরও একটা অভিযোগ তুলেছেন পাওয়ার দপ্তরের মিটার কেনা সম্পর্কে, একটা সংস্থার যারা এসেছিল আই এস আই, আই এস, ও তাদের এই সমস্ত সব ভাগটাক আছে। মাননীয় বিধায়ক ওদের আমার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি বলেছি যে, টেন্ডারের মধ্যে বলা হয়েছে তার পারফরমেন্স সার্টিফিকেট - এর কথা। আই এস আই , আই এস ও -র মালতো এখন অনেকেই সংগ্রহ করে কিন্তু তার জন্য পারফরমেন্স সার্টিফিকেট কোথায়? আমি মাননীয় বিধায়ককে বলেছি টেন্ডারে পারফরমেন্স সার্টিফিকেট চেয়েছে তো ওরা এটা দেখাতে না পারলেতো তাকে এখানে টেন্ডারে কম্‌পিট করার সুযোগ দেওয়া যাবে না। কারণ এটা করতে গিয়ে এর আগেও দপ্তর অনেক জায়গায় প্রতারিত হয়েছে, টেন্ডারে নেন শেষ পর্য্যন্ত সেখানে টেন্ডার সরবরাহ করেন নি। মাননীয় সদস্যের কাছে খোলাখুলিভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি এটা দেখাতে পারেন নি, কাজেই তাকে কাজ দেওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না এবং সেখানে তাকে কাজ দেওয়া তাই সম্ভব হয়নি।

মাননীয় সদস্য অনেকেই তোলেছেন এবং এখানে মাননীয় বিরোধীদলনেতা বলেছেন যে তারা ক্ষমতায় আসার তিন মাসের মধ্যেই টি এন ভি চুক্তি করেছে। ইতিহাস কিন্তু তা না। টি এন ভি চুক্তি ভোটের ছয় মাস আগে হয়েছে। ৮৮ সালের ভোটের ছয় মাস আগে। পরবর্তী সময়ে রাংখল সাহেব এখানে আছেন- তার একটা চিঠি লালথানওয়ালার মাধ্যমে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে দেওয়া হয়। এবং এটা সমস্ত নেশন্যাল পেপার্সেই বেরিয়েছে। সুতরাং এই টি এন ভি র সঙ্গে গোপনে আঁতাত করে ৮৮ সালে বামফ্রণ্ট সরকারকে হঠানোর ষড়যন্ত্র হয়েছিল। তিনমাস পর বলেছেন - এটাতো ভোটের আগেই চুক্তি করেছেন । সেটা কিন্তু কোন অবস্থাতেই অস্বীকার করতে পারবেন না।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। একটু বসুন। আমাদের সময় তো পাঁচটা পর্যন্ত বলেছিলাম। তো আপনাদের আলোচনার সময় ২০ মিনিট একসীড হয়ে গেছে। ট্রেজারী বেঞ্চ তো আরো ১১০ মিনিট পাওয়ার কথা। এখনো আরো তিনজন মিনিস্টার চীফ্ মিনিস্টার সহ আছেন। তারপর আরো একটু বিজনেস আছে। সুতরাং এই হাউস এই বিজনেস শেষ হওয়া পর্যন্ত্য টাইম এক্‌স্‌টেনশন করা হোক।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথমে যখন টাইমটা এলট করে দেওয়া হয় তখনই বলেছিলেন যে টাইমটা ঠিক করে দিন। এর আগেও দেখেছি যে যখন টাইমটা এলট করে দেন তারপর আবার ট্রেজারী বেঞ্চের জন্য বাড়ান। এটা চলছে, এবং আপনি এভাবেই চালাচ্ছেন । এটা প্রতিটি অধিবেশনেই আমরা দেখছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- আপনারা নো-কন্‌ফিডেন্স যার বিরুদ্ধে আনলেন তাকে বলার সুযোগ দেবেন না ? তাহলে কি করে হবে?

মিঃ স্পীকার ঃ- তাদেরতো আরো ২৫ মিনিট পাওনাই আছে। কাজেই এই সময়টুকু বাড়ানো হলো।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল ঃ- পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের একর্ড সম্পর্কে বলেছেন - সেই একর্ড ১৯৮৮ইং সালের আগষ্ট মাসে হয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- আমি তো বলেছি, এটাতো কাগজপত্রে লোক দেখানোর জন্য করেছেন. কিন্তু ভোটের ছয়মাস আগে তিনি রাজীব গান্ধীর কাছে চিঠি লিখেছেন বলেছেন যে আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাই। তার উত্তর রাজীব গান্ধী দিয়েছেন । তিনি এটা বলেছেন যে এই ভোটের পরে আমরা এটা করব। এগুলিতো সমস্ত পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে। এবং মিজোরামের জং পত্রিকায় এবং পরবর্তী সময়ে সেন্টিন্যাল থেকে শুরু করে সমস্ত নেশন্যাল পত্রিকায় সেই চিঠি বেরিয়েছে। কাজেই দেশবাসীকে এই ব্যাপারে বিভ্রান্তি করার কোন সুযোগ নেই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার,

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য বসুন, বার বার পয়েন্ট অব্ অর্ডার বলা ঠিক না। নগেন্দ্রবাবু শুনুন। যখন আপনারা বক্তব্য রাখেন তখন ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে এইভাবে পয়েন্ট অব অর্ডার বারংবার আসে নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- আমি যে পয়েন্ট অব্ অর্ডাররটা রেইজ্ করেজি সেটা রেইজ্ করতে দেবেনতো। এরপর যদি মনে হয় যে এটা পয়েন্ট লেস্ তাহলে বলবেন। আপনার রায় তখন আমি শুনব।

মিঃ স্পীকার ঃ- সেতো বুঝলাম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই টি এন ভির কার্য্যকলাপ বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে যেভাবে চলছিল, আমরা ক্ষমতায় আসার পর এই রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ তৈরী করার জন্য একটা চুক্তি করতে যাচ্ছিলাম তখন এই বাদলবাবুরা সেটার প্রচণ্ড বিরোধিতা করছিলেন । প্রচণ্ডভাবে বিরোধিতা করছিলেন আর আজকে এই হাউসেও উনাদের ভূমিকা একই রকম। এখনও শান্তির বিপক্ষে, শান্তির বিরুদ্ধে। কাজেই, আমরা যেখানে বলছি, শান্তির বাতাবরণ তৈরী করুন, চুক্তি করুন - সেখানে তারা আমাদের সময়েও বিরোধিতা করেছে এবং এখনও বিরোধিতা করছে। এটা ভাল নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ- এটা কিন্তু পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয় না।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমি মাননীয় সদস্য যারা বিরোধী দলের আছেন তাদের সবিনয়ে অনুরোধ করব, আপনারা দলটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার মেডিক্যাল আসন বিক্রির জন্য তিনি এখন সি বি আই আদালতের আসামী। কেইস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি কংগ্রেস ছাড়লেন, তৃনমূল করলেন। উদ্দেশ্য বি জে পির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে অন্ততঃ মামলাটাকে খালাস করতে পারেন কিনা? সেই মামলা এখনও শেষ হয় নাই। তাকে আপনারা কংগ্রেসে কি করে আনলেন? কংগ্রেস দলটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? এখানে বর্ষীয়ান নেতা অশোকবাবু আছেন, আছেন সমীরবাবু। তিনিতো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন। বিজয় রাংখল সাহেব যে ভাবনটা জেনেভায় দিলেন আমি শুধু একটা প্যরাগ্রাফের একটি অংশ পড়ে দিচ্ছি। ডাস দ্য ন্যাশানেল লিবারেশন ফ্রন্ট অব্ ত্রিপুরা (এন.এল.এফ.টি, এ, টি, টি, এক্স কেইম ফরোয়ার্ড টু পিল আপ দ্য গ্যাপস্ ডিমান্ডিং ফাণ্ডামেন্টাল কনস্টিটিউশন্যাল এন্ড হিউম্যান রাইটস্ এন্ড বরক পিপলস্ অব্ ত্রিপুরা। দেয়ার ডিমান্ড ইজ্

রাইন টু সেলফ ডিটারমিনেশ্যান। হুইচ্ ইজ্ বর্ণ রাইট অব্ এভরি ম্যান এন্ড ওম্যান। দে আর নট রাইটস্ এন্ড বরক পিপলস্ অব্ ত্রিপুরা। দেয়ার ডিমাণ্ড ইজ্ রাইট টু সেলফ্ ডিটারমিনেশ্যাল। হু ইচ্ ইজ্ বর্ণ রাইট অব্ এভ্রি ম্যান এন্ড ওয়্যান। দে আর নট সেসেমিনিস্ট এট অল। এজ ত্রিপুরা ওয়াজ নেভার এন ইমটিক্যাল পার্ট অব্ ইণ্ডিয়া।

(গণ্ডগোল)

আমি সমীরবাবুর কাছে, অশোকবাবুর কাছে- যারা দেশকে ভালবাসেন, দেশের কথা চিন্তা করেন, এন এল এফ টি এবং টাইগার ফোর্স কারোও কাছে অজানা নয়। তারপরও আপনারা আজকে সেই এন.এল এফ টির যে রাজনৈতিক দল আই. এন পি টি এটা কি কারোও কাছে অজানা? আপনারা কি করে যাচ্ছেন? আপনাদের যখন বলা হচ্ছে, আপনারা দেশদ্রোহীদের পতাকা বহন করছেন, তখন আপনারা উত্তেজিত হচ্ছিলেন।

স্যার, সবিনয়ে বলব এই করলে ত্রিপুরাকে রক্ষা করতে পারবেন, ভারতের ঐক্য থাকবে? খুব দুর্ভাগ্য কংগ্রেসের মত দল আজকে এই ভূমিকা নিচ্ছেন। আমি সেইজন্য বলব আজকে এখানে যারা বিরোধী দলে আছেন যে এটা কোন প্রস্তাবই না, এটা হতে পারে না। আপনাদের সম্মান মর্যাদা থাকে যদি দেশ প্রেমের কোন চিহ্ন থাকে অন্তত আই এন পি টির সঙ্গে কংগ্রেস এক হয়ে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে পারবেন না, এটা আনা যায় না। আপনারা নিজেদের কলংকিত করেছেন। আমি বলছি কলংকিত করবেন না যে কলঙ্কিত হয়েছে এই প্রস্তাবটা আপনারা প্রত্যাহার করে নিন।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অনিল সরকার মহোদয়।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের নেতা এই বিধানসভাতে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি এর বিরোধিতা করি। তিনি বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ সেই জন্য স্বেচ্ছায় যেন মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেন। আমি শিক্ষা দফতর সম্পর্কে বলতে চাই যে, জোট রাজত্বের কথা তাদের মনে করতে বলছি। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কোন মেয়ে ভর্ত্তী হতে পারত না। এখন পশ্চিমবঙ্গে পলিটেকনিকে ছাত্রীদের ভর্ত্তীর হার ২৯ আর আমাদের এখানে ভর্ত্তীর হার ২৩ এবং মেয়েরা সব সময় অগ্রগতির ভোকাল পয়েন্ট। এই পলিটেকনিক্যালে দীর্ঘদিন যাবত মেয়েরা ত্রাসে ভর্ত্তি হয়নি! এখন সেখানে মেয়েরা পড়ে। প্রতি বছর নর্থ ইস্ট রিজনে যে সমস্ত পলিটেকনিকে ছাত্রছাত্রীরা ভাল রেজাল্ট করে তারা নেরিস্টে ভর্ত্তী হয়। জয়েন্ট এন্ট্রাসের মেডিক্যাল সীট বিক্রি হয়। আপনারা শুনেছেন একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সি.বি.আই মামলায় ঝুলে আছেন। সেই জয়েন্ট এন্ট্রান্সে আজকের পরীক্ষার ফলে কোন অভিযোগ নেই। মাননীয় বিধায়ক বিজয় রাংখল মহাশয়ের জনৈক আত্মীয় এমন কি কম্পার্টমেন্টাল পাশ করার পরও সেই ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে চান্স পেয়েছেন। কোন জায়গায় ঘটনাটা চলে গেছে। তারপর নকল, র‍্যাগিং, হাতে হাতে চাকুরীর অফার এগুলি আজকে আছে কিনা? এছাড়া এবার কিন্তু পাশের হার একটা পরীক্ষার পাশের হারটাই বলে দিচ্ছে যে শিক্ষা অর্থাৎ যেখানে ৫০ হাজার শিক্ষক কর্মচারী, অধ্যাপক এবং প্রায় ৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রী যেখানে যুক্ত সেই জায়গায় অ্যানয়েল রিডেকশান হল রেজাল্ট। আমি শুধু মাধ্যমিকের রেজাল্টই বলব যে এটা ৬০ শতাংশ - এর বেশী পাশের হার এবং আমি শুধু দক্ষিণ 'ত্রিপুরার' একটা রেজাল্ট আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি। শতকরা পাশের হারের মধ্যে বিলোনীয়া মহকুমায় মাধ্যমিকে পাশের হার শতকরা ৯০, উদয়পুরে পাশের হার শতকরা ৮৫, সাব্রুমে পাশের হার শতকরা ৭৪, অমরপুরে পাশের হার শতকরা ৪০, ছৈলেংটায় পাশের হার শতকরা ১৪ এবং জম্পুই হিলে পাশের হার শতকরা

শূন্য। অর্থ্যাৎ যেখানে এন. এল. এফ টি রাজত্ব করছে অর্থাৎ আন্ডার গ্রাউন্ডে গ্রেট টেরিরিজ্যম এবং সেপারিটিজম জমা হয়ে আছে যেখানে শিক্ষকরা যেতে পারে না ট্রাইবেল হলে তাদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করা হয় এবং নন ট্রাইবেল হলে তাদেরকে অপহরণ করা হয় সেই এলাকায় যেখান থেকে এক সময় নীলমনি দেববর্মা ডাক্তার হয়ে আসছেন আজকে এরা রাজত্ব করার পর সেই জায়গায় বিদ্যালয় থেকে আর শিক্ষিত ছাত্র বের হবে না। ওখান থেকে শুধু কসাই বেরুবে। যারা এন. এল. এফ টি করছে অর্থাৎ সেই আই. এন. পি. টির কাছে তারা অগ্নি মন্ত্রে দিক্ষীত হবে এবং তার এই সিগনিফিকেন্ট ঘটনাটা ঘটে যাচ্ছে। এডুকেশনে বাজেট সেই ৪০১ কোটি টাকা এবং ১৭ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে কি ২ শতাংশ এডুকেশনের জন্য এবং চার বছরে ৬১২ টি দালান হয়েছে এবং ১১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

প্রধান শিক্ষক, প্রাইমারী স্কুলে ১৪৩৩ জন প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন, সিনিয়র বেসিকে ২৪১ জন, হাইস্কুলে ২২৬ জন, হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক ৬৬ জন, হায়ার সেকেন্ডারীতে প্রধান শিক্ষক ৫৭ জন নিযুক্ত হয়েছেন।

ডেপুটি ডাইরেকটার প্রমোশন পেয়েছেন ৪ জন এবং জয়েন্ট ডিরেক্টর ৮ জন। আমি তপশিলী ওয়েলফেয়ারের কথা একটু বলতে চাই, প্রতি বৎসর গড়ে ৭৪৫ জন ছাত্রছাত্রীকে বোডিং হাউজে স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়। এবং প্রি-মেট্রিক স্কলারশীপে উপকৃত হয় ৩৩ হাজার ৬৪১ জন ছাত্র ছাত্রী। এতে ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা লাগে। ডঃ- বি. আর. আম্বেদকর এওয়ার্ড যারা ফাস্ট ডিভিশান ৬০ পারসেন্ট মার্ক পায় এতে উপকৃত হয়েছে ৩ হাজার ৭৮৯ জন স্টুডেন্ট এই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন আম্বেদকর গোল্ড মেডেল যারা নাকি ১০ এর মধ্যে স্ট্যান্ড করেছে এস.সি.দের মধ্যে ৩ জন এই পুরুস্কার পেয়েছেন। ঠিক এমনি ভাবে ও.বি.সি. ওয়েল ফেয়ার আমরা দেখেছি প্রি-মেট্রিক স্কলারশীপ পেয়েছে ৩৭ হাজার ৫০০ জন স্টুডেন্ট। এতে মোট ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। পোস্ট মেট্রিক স্কলারশীপ পেয়েছে ৫ হাজার ৯৩৩ জন এতে মোট ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এবং ডঃ- বি. আর. আম্বেদকর এওয়ার্ড যারা হায়ার সেকেন্ডারীতে ফাস্ট ডিভিশান পেয়েছে তারা উপকৃত হয়েছে ১ হাজার ২৯৮ জন তাদের জন্য ১৯ লক্ষ টাকা লেগেছে। আর যারা স্ট্যান্ড করেছে প্রথম দশের মধ্যে যারা ছিল গত চার বৎসরে ১৬ জন তাদেরকে ৮০ হাজার টাকা পুরস্কৃত করা হয়েছে। ৫০ আসন বিশিষ্ট তাদের ছাত্রাবাস এইগুলি হবে। আমি সেই দিকে যাচ্ছিনা। মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার সেখানে ২ হাজার ২০০ জন ছাত্রছাত্রী প্রি-মেট্রিক স্কলারশীপ দেওয়া হয়েছে ৯ লক্ষ টাকা। পোস্ট মেট্রিক ৪৮ লক্ষ টাকা। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ৫৬ জনকে মোট ৮৫ হাজার টাকা, অর্থাৎ যারা প্রথম ডিভিশানে পাশ করেছে তাদেরকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের জন্য বিশেষ উৎসাহদান প্রকল্পে ২২৭ জন মেয়েকে দেওয়া হয়েছে ৭৪ হাজার টাকা। এছাড়া মুসলিম মাইনরিটি মেয়েদের জন্য ৫০ আসন বিশিষ্ট, একটি ছাত্রী নিবাস নির্মাণ করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে এই যে অগ্রগতি এই অগ্রগতি বামফ্রন্ট করছে বলেই আছে এবং থাকবে এবং আমরা আশা করি যে ত্রিপুরার মানুষ আমাদেরকে চেনে আমাদেরকে জানে অনেক কিছু বুঝেছে। এটা বিদায়ী বিধানসভার শেষ অধিবেশন, আমি এই টুকু বলতে পারি যে এই বৎসরও সেই বামফ্রন্টের পক্ষে হয় ৪০ নয় ৫০ নয় ৫৫ ভোটের রেজাল্ট হবে। কিছু অভিযোগ উঠেছে আমার বিরুদ্ধে। একটা অভিযোগ এনেছেন সেই কাজল দাস যে আমার স্ত্রীর নামে বা আমার নামে সেই মহারাজগঞ্জ বাজারে একটা ব্যাংকে ১৫ লক্ষ টাকার একটা একাউন্ট আছে। আমার মনে হয় একাউন্টটা যিনি তাকে দিয়েছেন উনি যদি তার দলের লোক হয় উনি তাকে সাবোটেজ করেছেন

এবং সকলের কাছে মূর্খ প্রমাণ করার জন্য মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার জন্য উনি এই কাজটা করেছেন। আমি বলছি সেখানে আমার কিষাণ বিকাশ পত্র আমার এবং স্ত্রীর নামে ২৮টা পত্র কেনা হয়েছে এটা ২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। আমার হাপানিয়ায় জায়গাছিল ৫ গন্ডা কিছু দিন আগে বিক্রি করে এই টাকাটা সবটাই আমার আমাদের ছেলের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। কারণ আমার ছেলে চাকুরী করেনা,আমার ছেলে সেই কন্ট্রাক্টারীও করেনা। অনেকের ছেলেকে বাদ দিয়ে আমার ছেলেকে চাকুরী দিলে আপনারা কি যে কান্ড করবেন সেটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এটা তো আর আপনাদের কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের ছেলে না বা সমীর বাবুর ছেলেনা। এবং আরেকটা আমার স্ত্রীর নামে ১৭.১০.৭৯ তারিখে একটা একাউন্ট করা অছে ইউ বি আইতে, সেটার একাউন্ট নাম্বার হলো ২৬৪৮৭, এই ব্যাংকে আছে ৫ হাজার ১৭৫ টাকা, আমার স্ত্রীর মাসিক বেতন ১২ হাজার টাকা। আমার নামে আরেকটা ব্যাংকে একাউন্ট আছে ইউ.বি.আই তে এটার নাম্বার হলো ৩১৫০৬ এবং সেখানে আছে ২০ হাজার টাকা। আমি আমার পার্টি থেকে ২৫০০০ টাকা করে পাই। আসলে বিশ্বাস করুন আমার বেতন কত মন্ত্রী হিসাবে এটা আমি জানি না। যদি আমার এই বাইরে কোন একাউন্ট প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি কালকেই এই মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করব। কাজলবাবু এই কথাটা আমি জানাচ্ছি। এরপর বিবেক পত্রিকায় উঠেছে, কি নারী গঠিত কারনে একজন মন্ত্রীর স্ত্রী এখান থেকে চলে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কিছুই নয় আমাদের মন্ত্রী জীতেন্দ্র চৌধুরীর স্ত্রী মনিষা দেববর্মা তিনি আম্বেদকর স্কুলের শিক্ষিকা। একদিন তিনি হঠাৎ আমার কাছে গেলেন, বলল যে দাদা শ্মশানের গন্ধে আমার বমি হয় আমাকে কোথাও দিন। আমি শহরে চেক আপ করে দেখলাম যে শহরে কোন স্কুল খালি নেই আমি দিয়ে দিলাম দূর্জয় নগর স্কুলে যেখানে আপনাদের বিধায়ক দীপক রায়, এম.এল.এ। তারপর যেইমাত্র শুনল দীপক বাবুর এলাকা, তখন আমি বুঝানোর চেষ্টা করলাম সেটা নিরাপদ জায়গা তবুও উনি যেন ভয় পেয়ে গেলেন। আমি চেষ্টা করেছি তুমি সেখানে যাও কিন্তু বিবেক পত্রিকায় দিল নারী গঠিত ব্যাপার দেখে মহিলা এখান থেকে চলে যেতে হল। কাজেই এটা একদম পরিস্কার যে বিবেক পত্রিকাটা কংগ্রেস এবং আই.এন.পি.টি ভাড়া করেছে তাদের স্লেং স্টরি ছাপানোর জন্য। দ্বিতীয়তঃ- ফইজুর রহমান সম্পর্কে এসেছে তার স্ত্রী কোয়াটারে থাকেনা। ফইজুর রহমান একজন কৃষক, একজন চাষী তিঁনি নিজে চাষ করতেন এখনও বাড়িতে গেলে ধান কাটেন এবং সেখানে তার ছয় কানি জমি এবং বসত বাঁড়ী আছে। তার একটি মেয়ে দশম শ্রেণীতে পড়ে, একটি ছেলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে এবং আরেকটি ছেলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে এবং তাদের যে জায়গা জমি করে ভাত সংগ্রহ হয় এবং সেই ফইজুর রহমান মাত্র পার্টি থেকে ২৫০০ টাকা করে পায়। কাজেই তাকে সেখানে গ্রামের বাড়িও দেখতে হয় আবার মন্ত্রীত্বও করতে হয়। এই অবস্থায় তার বাড়ীতে আর কোন লোক নেই তার স্ত্রী ঘর সংসার এবং ছেলেমেয়েদেরকে দেখতে হয়। কিন্তু বিবেক পত্রিকায় এদের ভাড়াটে পত্রিকা একটা স্লেং মেটেরিয়েল সাপ্লাই করার জন্য বলেছে স্ত্রীকে কোয়াটারে রাখে না। নেক্সট হলো, যে এম. ওয়ে এবং শেরউড এগুলো প্রাইভেট এফেয়ারস্ এগুলো এম.ওয়ে একটি আন্তর্জাতিক বিজনেস কনসার্ন, আর শেরউড একটি প্রাইভেট কনসার্ণ। আমার ছেলে যদি বোর্ড অব ম্যানেজিং ডিরেকটর হয়ে থাকে এই ২৪ বছরের ছেলে ক্ষতি কি? এটা সরকারী কোন বোর্ড - এর হয়নি এবং আমার সঙ্গে কংগ্রেসের কয়েকজন বন্ধু আসে যাদের সঙ্গে আমার ব্যাক্তিগত সম্পর্ক অনেক গভীর সেই সমীর বর্মণ, জওহর সাহা, শ্যামাচরণ বাবু এরা খুব আমার ঘনিষ্ট। আমি বলছি এই ব্যাপারে আপনারা তদন্ত করে একটি রায় দিন যে তাছাড়া আমার বাড়ীতে লেখা আছে মঙ্গলালোক, জনস্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র অর্থাৎ হেলথ ট্রেড এটা আমাদের পারিবারিক ব্যাবসা। আমার আপন ভাইপো এখান থেকে পাশ করেছে তাকে চাকুরী দেওয়া হয়নি।

আমার ছেলেকে বলছি যাই কর জীবনে কখনও দূর্জন পলিটিশিয়ানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না আর সরকারী চাকুরী চাইবে না। তুমি তোমার চেষ্টা কর। ২৪ বৎসর বয়সে সে আমার বন্ধু তিনজন তারা প্রাইভেট এফেয়ারস সম্পর্কে জানে। এম, ওয়ে এখানকার একটি দোকান সেখানে আপনারা গিয়ে ভিজিট করুন। এবং শুনেছি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এর স্ত্রী সেই কাঞ্চন সিনহা এম-ওয়ে করেন বলে আমি জানি। আমার যত প্রাইভেট এফেয়ারস্ তারা সব জানে, আমি যত দুর জানি সে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট্ ইমিডিয়েটলী প্রশ্ন করেছেন এবং আমার অদ্ভুদ লাগে যে এই একটা লোক যে ত্রিপুরায় পলিটিকস্ করে, নির্বাচনে বিধানসভায় আসে তারা নিজেদের এত স্টুপিড্ মনে করে, এমওয়ে এখানকার একটা দোকান এটা আপনারা নিজে গিয়ে ভিজিট করুন এবং শেয়ার ওড্ এর ব্যাপারটা আমি যত দুর জানি শ্যামাচরণ বাবুরা থ্যাংকফুল, আর আমি যতটুকু শুনেছি সে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের স্ত্রী কাঞ্চন সিন্হা ও এমওয়ে করে বলে জানি।

শ্রীবীরজিৎ সিন্হা (কৈলাশহর) ঃ- আমাদের বক্তব্য হলো, আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদ, এবং এই ক্ষেত্রে উনার ছেলে কিভাবে এটেনড্ হয় এই হলো কথা।

মিঃ স্পীকার ঃ- প্লীজ মাননীয় সদস্য বসুন।। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলুন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা বেলা ১২.৩০ মিঃ থেকে মাননীয় বিরোধী দলনেতার আনা নো কনফিডেন্স মোশান্ শুনছি। মাননীয় বিরোধী দলনেতা সহ বেশ কয়েকজন সদস্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারনা করেছেন বিভিন্ন অভিযোগ উৎথাপন করেছেন এবং এইগুলি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়রা পরিস্কার ভাবে বিধানসভা এবং সংবাদ মাধ্যম সারা ত্রিপুরার মানুষের সামনে তারা স্পষ্টিকরণ করার চেষ্টা করেছেন এবং একাধিক আমাদের সরকার পক্ষের বিধায়করা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে এই প্রস্তাবে তাদের বিরোধিতার মতামত স্থাপন করেছেন। আমি বিস্তৃত আলোচনায় যাব না, আমাদের মন্ত্রী মহোদয়রা এবং শাসক দলের একাধিক বিধায়করা যে বিষয়গুলি এখানে উৎথাপন করেছেন আমি সেইগুলির প্রতি সহমত পোষন করে সংক্ষেপে মাননীয় বিরোধী দলনেতা মহোদয় যে কিছু প্রশ্ন উৎথাপন করেছেন তার এক দুটোটা বিষয় সম্পর্কে আমি স্পষ্টিকরণ দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ অধিকাংশ বিষয়গুলির জবাব এখানে দেওয়া হয়েছে। ১ম এবং শেষ যে অভিযোগ সেটা হচ্ছে 'বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার সব ফ্রন্টে ব্যার্থ', কাজেই এই রাজ্যের মানুষ নাকি এই সরকারের প্রতি সমর্থন নেই, বিশ্বাসের ভিত্তি নড়ে গেছে তাই পদত্যাগ করা দরকার। আমি তথ্য দিয়ে কথা বলব, প্রথমত রাজনৈতিক তথ্য এই সরকার আসার পর পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয়েছে, নগর পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয়েছে, টি.টি.এ.এ.ডি.সি এর নির্বাচন হয়েছে, একাধিক বিধানসভার আসন শূন্য হবার ফলে নির্বাচন হয়েছে, সর্বোপরি আমাদের দুটি আসনের মধ্যে একটি শূন্য হওয়ার জন্য উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তথ্য কি বলে – পঞ্চায়েত, নগর পঞ্চায়েত, বিধানসভার উপনির্বাচন এবং আমাদের লোকসভার উপনির্বাচন সবগুলি তো রাজ্যের মানুষের সমর্থন, গত বিধানসভার নির্বাচনের সময় সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে যা ছিল তার চাইতে অনেক বেড়েছে। এবং এই ভোটগুলির সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোন অভিযোগ নেই। যেমনটা ১৯৮৮ইং সন থেকে ১৯৯৩ইং সনে পঞ্চায়েতের ভোট তো হয় নি, নগর পঞ্চায়েতের ভোট ত হয়নি। ওখানে ১৯৮৮ইং থেকে ৯৩ ইং-এ লোকসভার ভোট হয়েছিল। সারা ভারতবর্ষে ভোট গননা প্রায় শেষ। কিন্তু আমাদের রাজ্যে এমনই ভোট হল, যত ভোটার তার তো ভোটার বেশী হয়ে যাওয়াতে হিসাব মিলানো যাচ্ছে না। তার জন্য আমাদের তিন দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এই রকম ভোট আমাদের রাজ্যে হয় নি। একটা ভোট হয়েছিল

আমাদের যেটা কলঙ্কের সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা, স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন। এইগুলি সম্পর্কে এই বিধানসভার মাননীয় বিধায়কদের মধ্যে অনেকেই আজকে তাদের সঙ্গে গাটছাড়া বেঁধেছেন, গাটছাড়া বাঁধার আগে তাদের যে অভিযোগগুলি ছিল পত্রপত্রিকা ঘাটলে পরে সেখান থেকে কিছু কিছু চুম্বক বের করা যাবে। আমি সেই ঘাটাঘাটি করে সময় নষ্ট করতে চাই না। এটা রাজনৈতিক দিক। এর সঙ্গে আমি যোগ করে বলব, এই সময় আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা এখানে আছেন, তারা যে দলগুলো করছেন সেই দলগুলোর সাধারণ যারা সমর্থক এবং কোন কোন এলাকায় এমন কিছু ব্যক্তি বিশেষ আছেন বিরোধী দলের যারা রাজ্য নেতৃত্বের চেয়ে কোন অংশে কম ভূমিকা পালন করেন না। সেই এলাকায় পার্টিকে দূরে রাখার জন্য সেই সমস্ত এলাকার এমন কিছু ব্যাক্তিত্ব যারা দল ছেড়ে দিয়ে বামফ্রন্টের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এবং আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করছেন। এবং এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের সাফল্য। আমরা সরকারে এসেছি, আমরা এই কথা কোন দিনই বলিনি যে আমরা এসে সব সমস্যা সমাধান করতে পারব। ক্ষমতা আমাদের হাতে খুব সীমাবদ্ধ, কিন্তু আমরা এখানে চেষ্টা করব একজন হলেও যাতে নতুন লোক আমাদের সঙ্গে আনতে পারি এবং সেই সাফল্য আমাদের আছে। আমি বলব অতি সম্প্রতি বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে একটা প্রচার আন্দোলন করা হয়েছে ৯ দফা দাবিতে। রেলপথ সম্প্রসারণ, শিল্পায়ন আমাদের বেকার যারা ছেলে মেয়ে আছে তাদের জন্য বিশেষ গুচ্ছ প্রকল্প কাজের জন্য। এই রকম ৯ দফা দাবি, এই দাবির আন্দোলন সংগঠিত করতে গিয়ে আমরা দেখেছি রাজ্যের প্রত্যেকটা গ্রাম নগর এবং জেলা কেন্দ্রে হাজার হাজার মানুষ তাতে সামিল হয়েছে এবং এই সময়টাতে এই সভা সমিতিগুলিতে দল ছেড়ে এসে যারা বামফ্রন্টের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এই রকম প্রায় পোনে তিন হাজার পরিবার বামফ্রন্টের সঙ্গে সামিল হয়েছেন। তাদের নামদাম, এলাকা পত্রপত্রিকায় প্রচারিত হয়েছে। কাজেই এইগুলি দেখে প্রমাণ হয় না যে মানুষের বামফ্রন্টের প্রতি বিশ্বাস কমেছে আস্থা হারিয়েছে, আমাদের পদত্যাগ করতে হবে এবং আমরা তো মানুষের পক্ষে আছি। বরং আমরা বলছি, আমাদেরকে আরও বেশী করে মানুষের মধ্যে থাকতে হবে জলে যেমন মাছ সেখানে কিলি বিলি করে বাধা বন্ধনহীন ভাবে আমাদের নেতৃত্ব কর্মীদের কাছে আমাদের নির্দেশ হচ্ছে আরও বেশী মানুষের সঙ্গে মিশে থাকতে হবে। সেই জায়গাটা আরও উন্নত করার জন্য আমাদের চেষ্টা নিরন্তর জারি আছে। আমি অর্থনৈতিক দিক থেকে কিছু তথ্যের কথা বলব, এটা আমার তথ্য না। আমাদের দেশের যে প্লানিং কমিশন আছে সেই প্লানিং কমিশন থেকে আমাদেরকে যা জানানো হয়েছে। গত যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তার একটা পর্যালোচনা করে তাতে তারা বলেছেন ১৯৯৩ - ৯৪ইং থেকে ১৯৯৯ এবং ২০০০ইং সালের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যগুলি জাতীয় হারের কতগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং রাজ্যগুলির যে অগ্রগতি সেইগুলির একটা তুলনামূলক তথ্য তারা হাজির করেছেন। আমি শুধু এখানে ত্রিপুরা এবং জাতীয় এই দুটোটা ক্ষেত্রে তথ্য এখানে উপস্থিত করব। প্রথমত কৃষিতে এই সময় দেখা গেছে সারা ভারতবর্ষের অগ্রগতির হার হচ্ছে ৩.০৪ ভাগ আর আমদের এই ছোট রাজ্যে অনেক পিছিয়ে পড়া এই রাজ্যের অগ্রগতি হচ্ছে ৩.৩৫ ভাগ। কিন্তু শিল্প কিছুই নেই প্রায় এর মধ্যে দাড়িয়ে সারা ভারতবর্ষের অগ্রগতির হার হচ্ছে ৭.১৩ ভাগ, আর আমাদের রাজ্যে এই সময় অগ্রগতির হার হচ্ছে ১৫.৫৫। সার্ভিসেস, সোসিয়েল সার্ভিস, সার্ভিস সেক্টর যেটাকে বলে, তাতে সারা ভারতবর্ষের অগ্রগতির হার হচ্ছে ৮.৭১ ভাগ। আর আমাদের রাজ্যের অগ্রগতির হার হচ্ছে একটু কম, সেটা ৭.৭৩ ভাগ। আমি বলব এটা আসলে নেতিবাচক না। কারণ এটা বাড়াতে গেলে পরে চাকুরী বাকুরী এই সমস্ত ক্ষেত্রে সংখ্যাটা জেনারেলি বাড়লে পরে এই সংখ্যাটা বাড়ে। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার কতগুলি বাধা নিষেধ আরোপ করেছেন তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের

আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারনে আমরা চাইলেই বেশী ছেলেমেয়ে নিতে পারছি না আমাদের শূন্যপদ আমাদের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই কারনেও এই সংখ্যাটা কম। কিন্তু তা সত্বেও সর্ব ভারতীয় যে গড় তার তুলনায় আমাদের অগ্রগতিটা একেবারে কম না কিন্তু একটু কম। সাকুল্যে এই আসপেক্টগুলিতে সারা দেশে এই সময়ে সামগ্রিক অগ্রগতির হার হচ্ছে আগের তুলনায় ৬.৬৮ ভাগ। আর আমাদের রাজ্যের অগ্রগতির হার হচ্ছে সাকুল্যে এই সময়ে ৭.২৫।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- প্রাইমারী সেক্টারে ন্যাশানাল লেভেলে কি প্রগ্রেস এটা একটু জানাবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- প্রাইমারী সেক্টর মানে এগ্রিক্যালচার না এগ্রিক্যালচার ইন এলাইভ। ডিটেলস্‌টা এখন তো আমি নিয়ে আসি নি নিশ্চয়ই এটা আপনাকে আমি পেতে সাহায্য করব। এই যে তথ্যগুলি আমি দিলাম এখানে পুরানো চার্ট আছে চার্ট থেকে আমি তুলে দিয়েছি। উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে ৭ টি রাজ্য নিয়ে উত্তর - পূর্বাঞ্চল। তারমধ্যে ত্রিপুরা একটা। এই সময়ের মধ্যে উত্তর - পূর্বাঞ্চলের বাকি সমস্ত রাজ্যের চাইতে ত্রিপুরার অগ্রগতির হার বেশী। এই সময়ে অরুনাচল প্রদেশের জাতীয় অগ্রগতির হার ৬.৬৮ ভাগ, অরুনাচল প্রদেশের অগ্রগতির হার হচ্ছে ৪.১০ ভাগ। আসামের অগ্রগতির হার হচ্ছে ২.৪৯ ভাগ, মণিপুরের অগ্রগতির হার হচ্ছে ৬.০১ ভাগ, মেঘালয়ের অগ্রগতির হার হচ্ছে ৬.০০ ভাগ, মিজোরামের অগ্রগতির হার হচ্ছে ৩.৭৯ ভাগ। নাগাল্যাণ্ডের অগ্রগতির হার হচ্ছে ৪.৫৫ ভাগ। আমি আগেই ত্রিপুরার কথা বলেছি সেটা হচ্ছে ৭.২৫ ভাগ। এই তথ্য আমাদের না তাদের তথ্য এবং তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এখানে আমি এটা উল্লেখ করলাম।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- এই তথ্যটা 'লে' করে দিলে পরে আমাদের সুবিধা হবে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- 'লে' করা যায়, আপনি পেয়েছেন এইগুলি কারণ আপনি প্ল্যানিং বোর্ডের মেম্বার You have all these please I would requested to go to through again all those documents which have may available to you. সবাইকে আমি দিয়ে দেব। কোন প্রশ্ন না আমি দিয়ে দিতে পারি।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- আমি তো আগেই বললাম এগ্রিক্যালচার, ইন্ডাস্ট্রি, এবং সার্ভিসেস।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- এই তিনটা ক্ষেত্রে?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- প্ল্যানিং এর তিনটা হল মেইন সেক্টর। এই তিনটা নিয়েই তারা করছে। ২য়ত আমরা যেটা বলতে চাইছি যেমন ধরুন আমরা একটা তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি এই সরকার আসার আগে কি ছিল আর আমরা কি করতে পেরেছি। আর. ডি. ডিপার্টমেন্ট পজিশন এজ অন্ ১-৪-৯৮ইং সেই সময়ে যে ১৮২.৫৮ কিলোমিটার, আর ৩১-৩-২০০২ইং এই সময়ে হচ্ছে ২৯৪.২৯ কিলোমিটার। তার বৃদ্ধির হার হচ্ছে ৬১ পারসেন্ট। আই.আর.ডি.পি, এস.জে.এস.ওয়াই রোরাল হাউসিং-এর সবটা মিলিয়ে আর.ডি তে দেখা গেছে যে ১-৪-৯৮ ইং এ ছিল ১১ হাজার ৬৬৮ এবং ১২ হাজার এই দুইটি যোগ করলে যা দাঁড়ায় এখানে গিয়ে দেখা গেছে ৩১-৩-২০০২ ইং এ সেটা হচ্ছে যেটা ছিল ১১ হাজার ৬৬৮ আমাদের সরকার আসার আগে সেটা এই চার বছরে হয়েছে ৩৪ হাজার ৯২৪ এবং ১২ হাজার যে সংখ্যা তার জায়গায় হয়েছে ৫৫ হাজার ১৫১। এর বৃদ্ধির হার হচ্ছে একটাতে ১৯৯ পারসেন্ট তার একটাতে ৩৫৯ পারসেন্ট।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- এটা প্রকৃত চিত্র নয় স্যার।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- এটা প্রকৃত চিত্র মনে হবে না আমার বন্ধু নগেন্দ্র জমাতিয়ার। কারণ এইগুলি তিনি যা ভেবে কল্পনা প্রসুত ভিত্তি করে বক্তৃতা করেছেন ফিগার তা বলে না। এখানে আমি বলছি পানীয় জলের ব্যাপারে এন.সি.পারা ছিল ২৪৯৮, নন কাভার্ড পারা ছিল ৮৮৮ আর ১.৪.২০০২ ইং এ আমি যখন এই সিটিং নেই তখন ৮৮৮ থেকে সংখ্যাটা নেমে এসেছে ৯৩ এ। আজকে যখন নো-কন্‌ফিডেন্স মোশান আসল আমি যখন তথ্য সংগ্রহ করি তখন আমাকে বলা হয়। কারণ লাষ্ট রিভিউ মিটিং এ আমরা বলেছিলাম ২০০২ ইং এর ৩০ শে ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের ওয়াদা হচ্ছে নন্ কাভার্ড পারা একটাও থাকবে না। এখন সেটা দাড়িয়েছে ২১ শে। আমি নিশ্চিন্ত যে ২০০২ইং এর ডিসেম্বরের মধ্যে কাভার হয়ে যাবে এটা ছিল ১.৪.৯৮। পাশোলি কাভার পাড়া ২০০৩ইং থেকে এখন সেটা দাড়িয়েছে ৩৩২। কারণ পিসি পাড়াকে এফসিতে নিয়ে যাচ্ছি। ফুল কাভার পাড়া ছিল গত ১-৪-৯৮ ইং ৪ হাজার ৪২১। এখন ফুল কাভার পাড়া বর্তমানে ৬৯৮৭। এক দুই নিয়ে গত মিটিং-এ হিসাব করে দেখা গেল তার সঙ্গে এন.সি পাড়া যুক্ত হল এখন প্রায় ৭ হাজারের উপর চলে যাবে। ৩২ টা দাদ কমলে খালি জায়গায় আমরা পূরণ করি। কমলে পরে কেউ লাগাই কেউ লাগাইনা। এখন প্রশ্ন মার্ক -৩ গত ১.৪.৯৮ইং এ ৪৭৮, ২০০২ ইং তা ১৫৩৮। বৃদ্ধির হার ২২.১ শতাংশ। সেনেটারী ওয়েল ১২৪৪-৩০১২ বৃদ্ধি হয়েছে। সেলো টিউব ওয়েল ১০০-৭৬১৩। বলা হয়েছে নষ্টগুলিকে রিভিও করার জন্য। দূর্গম অঞ্চলে ছেলে মেয়েদের টুলস দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। টেনিং করে দূর্গম অঞ্চলে নেশন টেশন পাওয়া যায়না। সব জায়গায় এইগুলি কার্যকরী ঘটনা হচ্ছেনা। কাজেই কিছু কিছু এলাকায় এই ধরনের ছেলেদের উঠে আসছে তাদের রোজগার বাড়ছে সমস্যা খানিকটা কমলেও পুরোটা নির্মল হচ্ছে তা আমি বলবনা। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট দুটো থেকে বেড়ে ৪ টা হয়েছে। আমরা সেটা বাড়াবার পরিকল্পনা নিচ্ছি। বৃদ্ধির হার একশ শতাংশে। ইনসটল কেপাসিটি ৭৯.৫ মেগাওয়াট। মাননীয় সদস্য জেনারেশন কম আমরা জেনারেশন বাড়াবার চেষ্টা চালাচ্ছি। মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর কাছে বলেছি রুখিয়াতে পরীক্ষামুলকভাবে কাজ চলছে ২১ মেগাওয়াট গত ১৫/২০ দিনে আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি এটাকে ফরম্যালি ইনোগোরেট করবো। বড়মুড়া থেকে আমরা পাচ্ছি ২১ মেগাওয়াট। মেসিন ৬ মাস অচল ছিল সেটা এখন চলে আসছে। এটা চালু হলে পরে দুই মাসের মধ্যে ২১ মেগাওয়াট বাড়বে। আমাদের ১৫০ অতিরিক্ত মেগাওয়াট দরকার। তবুও আমাদের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। ট্রান্সমিশন লাইন ছিল ১.৪ ৬৬ কে বি থেকে ১৩৩ কে-বি বিকল্প ৫৩২ কিমি থেকে ৮৬৮ কিমি। সাবট্রান্সমিশন লাইন ৩৩ থেকে ১১১ কিমি। বিকল্প ৫৩৮৫ - ৬৬৪১.৫ কি.মি। সার্ভিস কমিউনিকেশন ১৪৯৩৬৭ বৃদ্ধি পেয়েছে ২ লক্ষ ৭ হাজার ৭৪৭। কুটির্জ্যোতি ৬২১৭ বেড়ে ৪৬৯৩৭। ভিলেজ ইলেকট্রিসিটি ৩৭২০ - ৩৯৫১। শিক্ষামন্ত্রীর হিসাবে জে-বি স্কুল ২০৮৬। বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ২৬১৪। আশা করছি এই অর্থ বছরের মধ্যে আরও ৫০ - ৬০ টি করতে পারব। আমাদের ২৫ দফা কর্মসূচীতে সিদ্ধান্ত ছিল ট্রাইবেল পোপোলেটেড এরিয়া এইগুলি প্রায় কাভার করা যাবে। বাকী বাইরে যেগুলি আছে এগুলিকে গ্র্যাজুয়েলি কাভার করার চেষ্টা করবো। পি ডব্লিওডি এগ্রিকালচার এবং মিলে ১.৪.৯৮ইং পরিকল্পনায় ৬৪২১৪ হেক্টার থেকে ৭৯২৫৭ হেক্টার। বেড়েছে ৭১.৫৩। এই সংখ্যাটা আমি দিলাম না দিলে তা ভুল সংকেত চলে যাবে। এটা কনফার্ম করে কিসের সঙ্গে? প্ল্যানিং কমিশনের যে তথ্য এখানে উপস্থিত করা হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে। এগুলো হচ্ছে আংশিক যেটা এই তথ্যের সঙ্গে কোলাবোরেট করে। সেই দিক থেকে ইট ইজ এমপ্লী এস্টাব্লিশড যে গভর্ণমেন্ট কাজ করছে। দিস ইজ দ্য গভর্ণমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস। এখানে আমি তথ্য আর

বেশী বাড়াব না। শুধু আমি একটা বিষয় বলব, মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা বলবার চেষ্টা করেছেন আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কিত প্রশ্নে। আমরা তো এই কথা বলছি না যে রাজ্যে সন্ত্রাসজনিত সমস্যা একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে। আমরা কোথাও সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি না। কিন্তু আমরা বসেও নেই। আমরা চেষ্টা করছি এই প্রশ্নটাকে মুকাবিলা করার জন্য সকলের সাহায্য নিয়ে। যদিও সবাই সাহায্য করছেন না বরং ক্ষতি করছেন। কারা কারা করছেন এ নিয়ে আজকে দুপুর থেকে অনেক আলোচনা হয়েছে। আমি আবার বলে উনাদের উত্তেজিত নাই বা করলাম। আমি এখানে একটা তথ্য দেব রিক্রুটমেন্ট অব টি. এস. আর। এই চার বছরে আমরা ৪০৫৫ জন টি. এস. আর আমরা নিয়েছি। পুলিশ কনস্টেবল নিয়েছি ১০৮৫ জন, হোমগার্ড নিয়েছি ৭০০ জন। প্রমোটেড টু হাইয়ার র‍্যাংক যেটা আজ সকালে একটা প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলেছিলাম, এই সময়ে আমরা ২০২৪ জনকে প্রমোশান দিয়েছি। দ্যাট ইজ অলসো ইমপ্রুভমেন্ট। কম্যুনিকেশন যেটা সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এখানে আমি কয়েকটা আইটেমের কথা বলব। ১০০ ওয়াট এইচ্.এক.সেট ১২০ টা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট ১০০ ওয়াট এইচ্. এফ. সেট ১২০ টা, প্রকিউরমেন্ট অব হেড ডীয়ার এমপ্লী ফর ১০০ ওয়াট এইচ্. এফ. সেট ১২০ টা। প্রকিউরমেন্ট অব এইচ্. এফ. এন্টেনা ফর ১০০ ওয়াট ১২০ টা, ম্যান্টেনান্স ফ্রি ব্যাটারী ১২ ভোল্ট ৪৬৩টা। এগুলি করতে কি হয়েছে? আমরা এখনও ১০০ পার্সেন্ট সেটিসফাইড না আমাদের এই কম্যুনিকেশানে। কিন্তু একটা ইমপ্রুভমেন্ট আছে। আগে আমরা যে অসহায় অবস্থার মধ্যে ছিলাম, সে জায়গা থেকে খানিকটা আমরা বেড়িয়ে আসতে পেরেছি। আর একটা যদিও এটা পুলিশের ব্যাপার না সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে করেছে। সেটা হচ্ছে ফরেইন সেইক সাইন্স ল্যাবোরেটরী। এটা বলা যায় খুব দ্রুততার সঙ্গে আমরা কাজটা করেছি। কাজ শুরু হয়েছে আপনারা দেখেছেন। আমরা মাটিতে গর্ত করে ইট পুতি না। ইটের উপর ইমারত যে তৈরী হয় এই নিদর্শন আপনারা পেয়েছেন। আমার এই কথা বলবার কারণ হচ্ছে মাননীয় বিরোধী দলনেতা দেখলাম উত্তেজিত হয়ে বলবার চেষ্টা করছেন যে আমরা শুধু ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছি। তাতে দেখছি আমাদের ১/২ টা পত্রিকা বন্ধু আছেন তারা এগুলি সহ্য করতে পারছেন না। তারা উলট পালট লিখে চলছেন। আমি বলব বিরোধী দলের অন্যতম নেতা শ্যামাচরণ বাবুকে জিজ্ঞেস করুন এই যে কিছু দিন আগে যেটা করলাম সেখানে কি আমরা মাটিতে গর্ত করে ইট পুতলাম নাকি সেখানে একটা বাড়ী হয়েছে। বায়োমাস প্ল্যান্ট ফর ওয়ান ম্যাগাওয়াট যেটা নাকি ভারতবর্ষে প্রথম। আমরা এটা পরীক্ষা মূলক ভাবে নিচ্ছি। এটা যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে ত্রিপুরায় আরও তিনটা জায়গায় এই মুহুর্ত্তে আমাদের চিন্তার মধ্যে আছে। আমাদের হয়তো অনেক কাজ করার আছে। কিন্তু সব আমরা করে উঠতে পারছি না। সেগুলি যদি বলেন তাহলে ঠিক আছে। সেগুলি আমরা বিবেচনার মধ্যে রেখে নিশ্চয়ই করার জন্য চেষ্টা করব। কিন্তু সব কাজ তো একটা সরকার তার পাঁচ বছরের টেনিওর মধ্যে শেষ করতে পারে না। আমি এখানে আরেকটা তথ্য দেব যেটা সবাইকে সাহায্য করতে পারে। এটা বলতে ভাল লাগে না, কিন্তু বলতে হচ্ছে। এই সময়ে এ্যাকস্ট্রিমিষ্ট কিল্ড হয়েছে ১২৪ জন, এ্যাকস্ট্রিমিষ্ট এরেষ্টেড ৪৪১ জন, এ্যাক্সট্রিমিষ্ট সারেন্ডারড ৫৬০ জন, ওয়েপনস রিকভারড ৪৬৪ ইনক্লুডিং ৭২ সফিষ্টিকেটেড ওয়েপনস। ওয়েপনস লস্ট ৭৪, রিহ্যাবিলিটেশন হয়েছে ৩০৫ জনের যারা সারেন্ডার করেছে এবং আমরা দুটো দেব অলরেডি শুরু করেছি। আমি এখনও বলছি যুবকরা বিভ্রান্ত।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- সম্প্রতি তিন জন এ. টি. টি. এফ এ্যাকসট্রিমিষ্ট এ.কে সিরিজের অস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তারা ১৫ হাজার টাকা করে পাওয়ার কথা ফর রিহ্যাবিলিটেশন পারপাস। এটা গভর্ণমেন্ট অব

ইন্ডিয়ার স্কীম। কিন্তু ওরা কিছুই পায় নি। তারা এখন খুব খারাপ অবস্থায় আছে বলে অভিযোগ করেছে। দে শুড বী রিহ্যাবিলিটেড। সারেন্ডার করার সাথে সাথে তাদের মা, বোনেরা সবাই বাড়ী ছাড়া হয়ে গেছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য শ্রী বিজয় কুমার রাংখল মহোদয় যে দুটো দরখাস্ত দিয়েছিলেন এটা কি সেই? আমি জানি না। একটা জিনিষ হচ্ছে যারা সারেন্ডার করে, সারেন্ডার কাদের কাদের কাছে করা যাবে তার জন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট প্যাকেজ ডিক্লেয়ার করেছেন। এটা বলে দেওয়া হয়েছে। প্রথমে সারেন্ডার করলে পর একটা স্ক্রুটিনি কমিটি আছে। সেই স্ক্রুটিনি কমিটি পরীক্ষা করে দেখে যে এই সারেন্ডার গ্রহণযোগ্য কিনা? যদি গ্রহণযোগ্য হয় তখন এটা গভর্ণমেন্টের কাছে রিকমেন্ড করলে পরে গভার্ণমেন্ট ডিজায়ার করে। এর পর যেটা হয় তাদেরকে একটা সময় রাখতে হয় যে দুটো ক্যাম্প আমরা করলাম সেখানে ট্রেনিং এর জন্যে। এই সময়ে তাদেরকে একটা স্টাইপেন্ড দেওয়া হয় তাদের ট্রেনিং কমপ্লিট না হওয়া পর্য্যন্ত। আগে ছিল এক বছর। আমরা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে বলেছি এক বছরের মধ্যে সবাইকে ট্রেনিং - এ পাঠানো যায় না। একটু সময় লাগে। ওখানে সীট কম আছে। এটা উত্তর - পূর্বাঞ্চলে নেই। আমরা একটা করেছি শিকারী বাড়ীতে, আর একটা করেছি লাভষ্টরী মার্কেটে। ওখান থেকে এটা শিফ্ট করে আমরা লিচি ক্যাম্পের পাশে নিয়ে যাব। কনস্ট্রাকসান শুরু হয়েছে।

এখানে তাদের যে কন্ডিশান হচ্ছে কমপ্লিট করার আগে পর্যন্ত সে যে সমস্ত আর্মস্ ইত্যাদি সারান্ডার করে তার জন্য টাকা লেখা থাকে তার নামে। তার নামে ব্যাংকে একাউন্ট হবে এবং সেই একাউন্টে তার টাকা জমা থাকবে। সে যখন ট্রেনিং কমপ্লিট করবে তখন তাকে সেই টাকা দেওয়া হবে। এটা যদি সে রকম হয় তাহলে টাকা সেও পাবে সেই কথা আমি মাননীয় সদস্য বিজয় রাংখলকে বলেছি। এখানে আমি একটা কথা বলছি এ.টি.টি.এফের একটা ছেলে আজ থেকে দেড় মাস আগে আমার কাছে এসেছিল। এসে বলেছে আমার টাকা পাচ্ছি না। তখন আমি বললাম এটার তো একটা পদ্ধতি আছে। তখন সে বলল আমি তো বিয়ে করব। ভেরী গুড তার মানে তুমি সেটেল হয়ে যাচ্ছ। ছেলেটি বলল বিয়ে করতে গেলে তো আমার টাকা লাগবে কে আমাকে টাকা দেবে? তাহলে আপনি আমাকে টাকার ব্যবস্থা করে দিন। বিয়ের জন্য তো টাকার দরকার তাই আমি সঙ্গে সঙ্গে হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলি ইট ইজ ভেরী গুড থিং সে রিয়েলি সেটেল লাইফে যেতে চাচ্ছে। তাকে কে টাকা দেবে তার জন্য কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। তখন হোম সেক্রেটারী বললেন সবটাকা তো আমরা দিতে পারবনা, কিছু টাকা সাহায্য করা যায় কিনা সেটা দেখব। অ্যাকর্ডিংলি তাকে কিছু টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি কারণ যে গাইড লাইন আছে সেটা মেনে তো আমাদের চলতে হবে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যদি এই রকম হয় তাহলে নিশ্চয়ই তারা পাবেন, কেন পাবেন না। আমরা বরং কিছু ক্ষেত্রে এই সর্ত্তকে আরও উন্নত করার জন্য বলছি যেমন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট বলছেন চাকুরী দেওয়া যাবে না কিন্তু আমরা তাদের রিকোয়েষ্ট করেছি তাদের চাকুরীতে নেওয়ার চেষ্টা করুন। ঠিক আছে আপনারা যদি তাদের ফোর্সে না নিন বা নিলে কি দোষের আছে। তারা ত্রিপুরায় থাকবে না, নর্থে সেনার দরকার নেই, তাদের সাউথ ইন্ডিয়ায় নিয়ে যান। না, সাউথ ইন্ডিয়ার ট্রেনিং তাদের হয়তো জানা নেই, সেখানকার লোকদেরও তাদের জানা নেই। কাজেই ওখানে গিয়ে তারা কি ক্ষতি করবে? তাদের নিয়ে যান। স্যারেন্ডার যখন করল তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করুন। অগত্যা যদি তাও না করেন তাহলে গ্রিন ফোর্স বলে আর্মিরা এ্যাকস্ সার্ভিসের একটা পোষ্ট ডেভলাপ করেছে বন রক্ষা করার জন্য। আমি বলছি সেটা করুন না কারণ সেটা করলেও ছেলেগুলি কাজ পায়। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এই জায়গায় এগ্রি করেছেন

না কিন্তু আমরা ডেসপাইট অল দিস থিং শিকারীবাড়ীতে প্রথম ট্রেনিং - এর পর যারা বেড়িয়ে গেল তাদের আমরা রাজ্য সরকার থেকে কিছু কাজ দিয়েছি। আমরা দিচ্ছি কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট বলছেন এটা যদি হয় তাহলে তারা অস্ত্র নিয়ে জঙ্গলে যাবে এবং কয়েক মাস পরে এসে বলবে চাকুরী চাই। এটা হয়তো কিছু ক্ষেত্রে সত্য হতে পারে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। যাই হোক আমি তথ্যগুলি দিলাম, আমি সময় বাড়াতে চাই না। আমি শুধু বলব যে এখানে যে বিষয়গুলি নিয়ে আপনারা আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন, গভর্ণমেন্টকে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। সেই জায়গায় আমরা তো আপনাদের কাছে সহযোগিতা চাইব। আমি অত্যন্ত বিনম্র ভাবে বলব এই বিধানসভায় আমাদের তো সাড়ে ৪ বছর সময় চলে গেল আর কয়েক মাস মাত্র আছে। কেউ কেউ বলছেন এটা বিদায়ী অধিবেশন, এটা তো বলার কোন সুযোগ নেই। কারণ বিধানসভার মেয়াদ মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত আছে। তাই যে কোন সময়ই আমরা বিধানসভা ডাকতে পারি অথবা এটা শেষ বিধানসভাও হতে পারে। আমি শুধু আপনাদের বিবেকের কাছে, বুদ্ধির কাছে, চেতনার কাছে এবং যুক্তিগ্রাহ্য মনের কাছে বলব আপনারা নিজেদের একটু পরীক্ষা করুন সামগ্রীক এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের উন্নতির জন্য,সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার জন্য, আমাদের সমৃদ্ধি ঘটাবার জন্য, মানুষের জীবনের যে দুর্ভোগ এইগুলি দূর করার জন্য, আমাদের ভাবনা চিন্তার মধ্যে যদি কোন ভুল ভ্রান্তি থেকে থাকে এইগুলি ধরিয়ে দিতে গঠনমূলক ভাবে আমাদের রাজ্যকে উন্নত করার জন্য পরিকল্পনা খাতে কোন জায়গায় কি গুরুত্ব দিতে হবে না দিতে হবে এই প্রশ্নে আমরা তো আপানাদের কাছ থেকে সে রকম কোন সাড়া পাই নি। এমনকি বাইরেও। কারণ এই যে ২২ দফার দাবীতে বামফ্রন্টের নেতৃত্বে এত বড় একটা প্রোগ্রাম হল সেটাতে ৫ লক্ষ ১৫ হাজার মানুষ স্বাক্ষর করেছেন এব" সেই স্বাক্ষরগুলি নিয়ে বামফ্রন্টের তিন জন এম.পি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দিয়ে এসেছেন। আমি বলব তাদের সঙ্গে আমাদের আদর্শগত রাজনৈতিক পার্থক্য আছে। কিন্তু প্রথম ভারতবর্ষের কোন একজন প্রধানমন্ত্রী একটা রাজ্যের দুর্গম গ্রাম থেকে স্বাক্ষর করা দাবীর উপর ভিত্তি করে যখন প্রতিনিধিরা কথা বলতে গেলেন তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১ ঘন্টা ২৫ মিনিট সেই কথাগুলি শুনলেন। শুধু শুনলেন না ৫ টি দপ্তরের মন্ত্রীদের ডেকে নিয়ে কথা বললেন। দুই একটা ক্ষেত্রে বলেছেন "দেখনে হোগা"। এই রকম প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীও বলেছেন "দেখনে হোগা"। যদিও তিনি এখন আমাদের মধ্যে নেই। তিনি রেল নিয়ে আসাম রাইফেল ময়দানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ভোট দিলে তেজী সে আগরতলামে রেল আয়গা কিন্তু রেল আসে নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের কথা শুনেছেন এবং কিছু করার জন্য ওয়াদা করেছেন। তাই আমরা আশা করছি কিছু হবে। এই সময় আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের নেতারাও ঘাঁটি গেড়ে দিল্লীতে বসেছিলেন। বিধানসভা শেষ হয়ে যাচ্ছে বিরোধী দলের নেতা পালটানোর দাবী আছে, সভাপতি নিয়ে বিরোধ আছে। কিন্তু আমরা তো আশা করেছিলাম এই সময়ে আমাদের রাজ্যের দাবীর উপর তাঁরা কিছু বলবেন। আমরা দেখলাম তাঁরা বলতে গেলেন কোন্ বিষয়ের উপর? তাঁরা বললেন রাষ্ট্রপতির শাসনের জন্য। এটা তো ভোটের আগের দিনও আপনারা বলবেন। এটাতো দুর্বলতা, নেতিবাচক জন বিচ্ছিন্নতা এই জায়গায় পরিষ্কার এবং প্রমাণিত। কাজেই, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি যেটা বলব এই যে এপ্রোচ নিচ্ছেন আপনারা এই এপ্রোচ নেওয়ার জন্য আপনারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। আসল ঘটনা কি? কনফিডেন্স বামফ্রন্ট সরকারের উপর থেকে রাজ্যের মানুষ হারায়নি আপনাদের যে নেতিবাচক অবস্থা বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে তাতে করে রাজ্যের মানুষ আপনাদের উপর কনফিডেন্স হারিয়েছেন এবং এখন যে সুবিধাজনক ভূমিকা নিচ্ছেন এবং দেশে বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন যারা স্বাধীন ত্রিপুরার কথা বলে, স্বাধীন উত্তর পূর্বাঞ্চলের কথা

বলে, ৪৯ এর ১৫ই অক্টোবরের পরে যেসমস্ত বাঙ্গালীরা ত্রিপুরায় এসেছেন তারা সবাই বিদেশী, তাদেরকে ত্রিপুরা ছাড়া করার আগে যুদ্ধ থামবে না এবং এ,ডি,সিকে বাঙ্গালী মুক্ত করতে হবে। শুধু তাই না, ত্রিপুরা হচ্ছে বিদেশীদের সরকার, এই সরকার মানিনা, স্বাধীনতা দিবস মানিনা। কালা দিবসের কথা বলে, স্বাধীনতা দিবসে বন্ধ ডাকে, তেরঙ্গা ঝান্ডার পরিবর্তে কালো ঝান্ডা তোলে এদের সঙ্গে আজকে যখন আপনারা হাত মেলাচ্ছেন, মাখামাখি করছেন, সাধারণ মানুষ-ত ছি ছি করছেই এবং তার একটা জবাব গত লোকসভার মধ্যবর্ত্তী নির্বাচনে পেয়েছেন পশ্চিম আসনে। সবাই মিলে এক হয়েছিলেন, ৩ পার্টি মিলে বামফ্রন্টকে কুপোকাত করতে চেষ্টা করেছেন এবং উল্টো নিজেরাই কুপোকাত হয়েছেন। এখন আপনাদের নিজেদের যারা সমর্থক, তারা হাজারো প্রশ্নবানে আপনাদের জর্জরিত করছেন। সেই জায়গায় দিশাহীন হয়ে আমাদের কোন কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কল্পিত কতগুলি অভিযোগ তুলে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তা আপনাদের যে অবস্থা তাতে তাদের মুখোমুখি হতে পারছেননা, তাদের বিভ্রান্ত করবার জন্য ঘুরাবার চেষ্টা করছেন। ঘড়ির কাটা পেছন দিকে ঘুরালে এই ঘড়িতেই ৫টার জায়গায় ৩টা বাজে। সব ঘড়িতে বাজবে না। কারণ ইতিহাস পিছন দিকে নিয়ে যায়না, এটা সামনের দিকে যাবে। মানুষ ইতিহাস রচনা করে, সেই মানুষের মধ্যে আমরা ছিলাম, আমরা আছি, আমরা থাকব। সেই মানুষদের নিয়েই আমরা সমস্ত ষড়যন্ত্রের বীজ উপড়ে ফেলে এগিয়ে যাব এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আপনাদের আনা এইসব প্রস্তাবকে বিরোধিতা করে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ- স্যার, আমাদের মূলত অভিযোগ ছিল বামফ্রন্ট সরকারের করাপশান নিয়ে। রিগারডিং করাপশান অনারেবল চীফ মিনিষ্টার একটি কথাও বলেননি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- স্যার, ইচ অ্যান্ড এভরী কোয়েশ্চান ওয়াজ অ্যানসারড্ বাই দি কনসার্নড মিনিষ্টার ভেরী জাস্টিফাইয়্যাবল্। কাজেই আমি আগেই বলেছি সময় আমি বাড়াবনা, উনাদের বক্তব্যগুলি সব আমি সমর্থন করছি।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রীসভায় যারা বক্তব্য রাখলেন, সেখানে আমরা যেসব প্রশ্ন তুলেছি তার অনেকগুলির জবাব পাইনি। এটা ভোটে দেওয়ার আগে আমার কিছু বক্তব্য ছিল।

মিঃ স্পীকার ঃ- না, না, বলা শেষ হয়ে গেছে। আর বক্তব্য রাখার কোন স্কোপ নেই।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- আমার কিছু বক্তব্য ছিল।

মিঃ স্পীকার ঃ- না, না, কোন স্কোপ নেই।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলনেতা তারপরেও যদি কিছু বলতে চান, ৫-৭ মিনিট বলুক না, আপত্তি কি আছে? আমাদের - ত শুনতে কোন আপত্তি নেই। আমরা তাদের বক্তব্য ধৈর্য্য ধরে শুনেছি এবং তার জবাবও দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- ট্রেজারী বেঞ্চ যদি শুনতে কোন আপত্তি না থাকে আমার-ত কোন আপত্তি নেই।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ ঃ- লিডার অফ দি হাউস থেকে আপনি একটু শিখুন। আপনি-ত নিজে কিছু বুঝেনই না, লিডার অফ দি হাউস কিছু শেখাতে চান, সেটাও শেখেন না।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমার-ত কোন আপত্তি নেই। আপনারা যদি রাত্রি ১২ টা পর্য্যন্ত চালান, আমি বসতে পারি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশানের ক্ষেত্রে রিপ্লাই দেওয়া, কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাব হয় না।

মিঃ স্পীকার ঃ- হ্যাঁ, এটা হয় না, নো-কনফিডেন্স এর বেলায় হয়না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- কি করব বলুন এখন। সমীরবাবু বলবেন হয়, আপনি বলবেন হয়না। আপনারা দুজনেই - ত বয়সের দিক থেকে পুরানো। কাজেই আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি, কি করব।

মিঃ স্পীকার ঃ- এটা বয়সের প্রশ্ন না, অইনের প্রশ্ন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ ঃ- আমি এই কথা বলিনি, আমি বলেছি লিডার অফ দি হাউস যখন বলেছে, উনাকে বলতে দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ- সমীর বাবু আপনি-ত বিদায় বীরবল প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন হচ্ছে লিডার অফ্ দি হাউস যদি বলেন, তাহলে - ত আমার আপত্তি নাই। কিন্তু নো কনফিডেন্স মোশান নিয়ে আলোচনা শেষ হয়ে গেলে তারপর আর কোন স্কোপ থাকেনা।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যের মন্ত্রী মহোদয়রা এবং সর্ব্বশেষ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, এই যে আজকের আমাদের অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে আমাদের বিরোধী ব্যাঙ্গ থেকে যে সকল বক্তব্য ও মন্তব্য রাখা হয়েছে এবং যে সকল দুর্নীতি ও স্বজন পোষণের ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তোলা হয়েছে সেগুলির যে উত্তর ওনারা দিয়েছেন তাতে এটাকে এক কথায় বলা যায় তাদের এগুলি সব অসাঢ় বক্তব্য এবং তার মধ্যে আসলে কোন সারবস্তু আছে বলে আমি মনে করি না। হ্যাঁ, এটা হতে পারে যেহেতু ট্রেজারী ব্যাঙ্গের বিশেষ করে প্রথম সারির যারা আছেন তাদের অনেকেই আছেন তার মধ্যে মানে তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে বিরোধীদের পক্ষ থেকে তোলা হয়েছে। কাজেই, নিজেদের চামড়া বাঁচানোর জন্য এবং জনরোষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং দলকে ধরে রাখাব জন্য তারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন এবং সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে এই প্রস্তাব তারা বাতিল করতে পারেন। কিন্তু এই রাজ্যের বর্তমান যে পরিস্থিতি তাতে এটা পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে এবং তাদের করুন চিত্র দেখে এটা বোঝা যায়। আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের মন্ত্রী মহোদয়রা কথা বলতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে-পাশ কাটিয়ে গেছেন, একটার উত্তর দিয়ে বাকীটার উত্তর দেননি, যেমন আমাদের খাদ্যমন্ত্রী মহোদয় পরিসংখ্যান দিতে গিয়ে ভুল করলেন। সুকুমার বাবু ডম্বুর জলাশয়ের কথা বললেন ৩০ লক্ষ টাকার কাজ চলছে। কিন্তু এই ৩০ লক্ষ টাকা ভাগ হল ২০ লক্ষ টাকা ডম্বুর জলাশয়ের আর বাকী ১০ লক্ষ টাকা কোথায় গেল, এই টাকাটা কোথায় খরচ করা হচ্ছে? তারপর পুর্তমন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, বাজেটে পুলিশের খাতে টাকার পরিমান বেড়েছে, হোমিওপাথিক ডাক্তারদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, এটা সম্পর্কে হাইকোর্টের কেইস আছে, তারপর ঐ যে ব্রীজটা ভেঙ্গেছে তাতে বলেছেন তদন্ত হচ্ছে তদন্তের রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি। তার মানে কি, আমরা দেখছি সব জায়গায় তারা নানাভাবে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা করছেন এবং এই দুর্বলতাকে ঢাকার জন্য বলছেন কংগ্রেস উগ্রপন্থীদের সঙ্গে আতাত করেছে, বিজয় রাংখল জেনেভাতে বক্তৃতা দিয়েছেন। অর্থাৎ ভুতে ধরেছে ওদের।

শ্রীমানিক দে ঃ- স্যার, এগুলি কি বলছেন উনি, ওনার এসব কথার -তো জবাব দেওয়া হয়েছে আবার কেন সেই একই কথা আওড়ানো হচ্ছে। এটা কোন পদ্ধতিও না, উনি আবার সেই একই জিনিষ কন্‌টিনিউ করছেন। শুধু শুধু হাউসের সময় নষ্ট করছেন।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমি বক্তব্য বাড়াচ্ছি না, আমি আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আবার একথা বলব যে, পরিসংখ্যানের কথা বললেন এই রাজ্যের সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে অগ্রগতির হার অনেক বেড়েছে, বাস্তবে কিন্তু তা নয়, এটা কাগজে কলমে হয়েছে, এই রাজ্যের মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখুন গ্রামের দিকে তাকিয়ে দেখুন রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখুন যে কথাগুলি আজকে এখানে বলেছেন মানুষ কিন্তু তারজন্য আপনাদের বিশ্বাস করেনা, আপনাদের এই বক্তব্যটা মানুষ বিশ্বাস করবে না। আপনাদের এই সব বক্তব্য সব অসত্য এবং জনসাধারণকে প্রতারণা করা।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ তো এখনো স্বপ্ন। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্যার্থতার কথা স্বীকার করতে হয়েছে মননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়কে। এমনি করে প্রতি দপ্তরের বিদ্যালয় থেকে শুরু করে শিক্ষা থেকে শুরু করে সবগুলো দপ্তরেরই ব্যর্থতা। ১৯৫২ইং সালে স্টাইপেন্ড চালু হয়েছিল মেরিট স্কলারদের জন্য দশ টাকা করে। আজকে পর্য্যন্ত সেই দশ টাকাই রয়েছে। এক পয়সাও বাড়েনি। তারপরও বলছেন অগ্রগতি? তারপরও বলছেন যে আমরা অনেককিছুতেই এগিয়ে গিয়েছি। কাজেই, আমি অনুরোধ করব ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের – যদি আপনারা জনগণের ভোটের আশা করেন, যদি মনে করনে যে জনগণের প্রতি আপনাদের বিন্দুমাত্র আস্থা আছে, জনগণের সমর্থন আপনারা দাবী করেন তাহলে আমার অনুরোধ থাকবে, আবেদন থাকবে, আপনারা পদত্যাগ করুন এবং এই অনাস্থা প্রস্তাবকে মেনে নিন্। নতুবা এই অনাস্থা প্রস্তাবের বিরোধিতা করার অর্থ হলো জনগণের প্রতি বিরোধীতা করা। জনগণ শুধু বিধানসভায় নয়, মাঠে আস্থা নেই। কাজেই, এই অনাস্থা প্রস্তাব এটা অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত, জনগণের মনের কথা। সুতরাং এটা যাতে আপনারা বিরোধিতা না করে সমর্থন করেন - এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের সবারই একটু কনফিউশান লেগেছিল যে লিডার অব্ দ্যা হাউস ইজ রং। বাট হী ইজ্ কারেক্ট। আপনি এবং শ্যামাচরণবাবু একটু ভুল করেছেন যে রাইট অব্ রিপ্লাই ইন্ কেইস্ অব্ নো-কন্‌ফিডিয়েন্স যে মুভ করের রাইট অব্ রিপ্লাইর ওকে সুযোগ দেওয়া হয়। আমি রুলস্‌টা পড়ছি স্যার-

With a view to seeing that discussion on the motion concludes within the time alloted and all groups in the House have their due share in the discussion, the Speaker may prescribe a time - limit on speeches and indicate the ratio in which time would be distributed among various Groups. Out of the total time alloted for discussion, the speaker may, in his discretion, earmark some time for discussing a specific matter.

After the members have spoken on the motion, the prime minister replies to the charges levelled against the Government. The mover of the motion has the right of reply.

অ্যাকচুয়েলী স্যার, লিডার অব্ দ্যা ইজ্ কারেক্ট। এবং আপনি আর শ্যামাবাবু যেটা বলেছেন সেটা কারেক্ট নয়।

শ্রীশ্যামারচরণ ত্রিপুরা ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, ইট ইজ্ নট কন্‌ভেনশান দ্যাট আই হ্যাভ উইটনস্‌ড্র সেভারেল টাইমস্।

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য (টাউন বড়দোয়ালী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি নৃপেনবাবু যখন লিডার অব্ দ্যা অপোজিশান ছিলেন তখন একবার কংগ্রেস গভার্ণমেন্টের বিরোদ্ধে নো-কনফিডিয়েন্স মোশান এনেছিলেন এবং সব শেষে নৃপেনবাবু হ্যাড গট রাইট অব্ রিপ্লাইস্। তারপর আমি নিজে নৃপেনবাবু সরকারের বিরুদ্ধে নো-কন্ফিডিয়েন্স মোশান এনেছিলাম এবং সে সময়ও আই হ্যাড গট দ্যা রাইট অব্ রিপ্লাই। কাজেই এটা জানতে হয়। চেয়ারে বসে কোন কথা বললে ইট রিফ্রেক্টস্ দ্যা ইম্প্রেশন অব্ দ্যা টোট্যাল হাউস। সো, দ্যাট্ শুড নট বি।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে, এটার উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

Hon'ble members, discussion on the No-confidence motion against the council of Ministries, headed by Shri Manik Sarkar, raised by Shri Jawahar Shaha, Leader of the Opposition, and Shri Shyamacharan Tripura, MLA, is over.

Now, I am putting the Motion tc Vote.

'That the House expresses no confidence upon motion the council of Ministries for their involvement in rampant corruption.

THE MOTION WAS PUT TO VICE VOTE AND LOST

ANNOUNCEMENT MADA BY THE CHAIR

HON. SPEAKER : Hon'ble Members, the following item of Business listed for today the 2nd September, 2002, viz

Item No. III - Statement by the Ministers-in-charge of the concerned Department on calling Attention Notice ANNEXURE- 'C'

Item No. IV - Laying of the Report of C & AG for the year 2000 - 2001, Appropritation and Finance Accounts for the year 2000- 2001.

Item No. V - Laying of copies of Replies to the Postponed questions. Annexure D and

Item No. VI - Presentation of Assemble Committees Reports and

Item No. VIII- Presentation of petitions are taken to have been, laid or presented on the Table of the house as the case my be. And Hon'ble members are requested kindly to collect the C AG's Report and committee reports from the Notice office.

Item No. VIII- Discussion on matters of Urgent public Importance for short Duration, will be taken up for discussion on 04th September, 2002.

এই সভা আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ২০০২ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

(Questions and Answers)

Annexure – A

Admitted Starred Question No. : 3

Name of the Member :- Sri Shyma Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Deptt. be pleased the State.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য আগরতলা সেন্ট্রাল জেল সংলগ্ন অনেক কোয়াটার খালি পড়ে আছে?

২। সত্য হলে কারণ?

৩। ঐ সব কোয়ার্টার নির্মাণ বাবদ কত টাকা খরচ হয়েছে?

৪। ঐ সব কোয়ার্টার কবে পর্যন্ত ব্যবহৃত হবে।

উত্তর

১। না, বর্তমান মাত্র ২ (দুই) টি কোয়াটার খালি আছে। ১টি Type - iv এবং ১টি Type - iii.

২। ১ (এক) জন অফিসার বদলী হয়েছেন এভং ১ জন অফিসার চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করার ফলে ২(দুটি) কোয়াটার খালি হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই ঐগুলি বন্টন করা হবে।

৩। ঐ সব কোয়ার্টার ১৯৬০ ইং সন থেকে বিভিন্ন সময়ে পুর্ত দপ্তর কর্তৃক নির্মিত হয়েছে। পুর্ত দপ্তরকে নির্মাণ ব্যয় বিষয়ে তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু কোন তথ্য পুর্ত দপ্তর থেকে এখনও পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলে জানানো হবে।

৪। কিছু দিনের মধ্যেই অফিসারদের মধ্যে ব্যবহার করার জন্য বন্টন করা হবে।

Admitted Starred Question No.10

Name of the Member :- Shri Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (police) Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ডাই-ইন-হারনেসে কিছু সংখ্যক হোমগার্ড কর্মচারীর পরিবারকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে;

২। যদি দেওয়া হয় থাকে তবে কতজনকে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের বেতন ভাতা কত;

৩। না দিয়ে থাকলে তার কারণ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। মোট ৫৫ জনকে ডাই-ইন-হারনেসে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। তাদের বেতন ভাতা নিম্নরূপ ঃ-

	মুলবেতন	মহার্ঘভাতা	হাউসরেন্ট	সি.এ.	এম.এ.	ওয়াসিং এলাউন্স	মোট
(ক) গ্রুপ - সি	৩৩০০	১০৫৬	৩৩০	১০০	১০০	.	৪৮৮৬
(খ) গ্রুপ - ডি	২৬০০	৮৩২	৩০০	১০০	১০০	৪০	৩৯৭২

৩। প্রশ্নই উঠেনা।

Admitted Starred Question No.51

Name of the Member :- Shri Dipak kr. Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (police) Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে কত সংখ্যক গাড়ী ভাড়া আছে; (তাহার বিবরণ); এবং

২। উক্ত গাড়ীর বিলের টাকার পরিমাণ কত?

উত্তর

১। ৩১-০৫-২০০২ ইং পর্যন্ত মোট ২৬৫ টি প্রাইভেট গাড়ী ভাড়া আছে। তাহার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ-

লাইট ভেহিক্যাল — ১৯৫ টি

মিডিয়াম ভেহিক্যাল — ৩৫টি

হেভি ভেহিক্যাল — ৩৫ টি

মোট ২৬৫টি

২। রাজ্যে অবস্থানরত কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের চাহিদা অনুযায়ী ভাড়া করা গাড়ির সংখ্যা সময় সময় পরিবর্তিত হয়। ভাড়াকৃত গাড়ির সংখ্যা ও অতিক্রান্ত দূরত্বের হিসাব অনুযায়ী গাড়ি ভাড়ার পরিমাণ নির্ভর করে তবে ৩১-০৫-২০০২ ইং পর্যন্ত গাড়ি ভাড়া বাবদ বকেয়া বিলের পরিমাণ ৮,৫৬,২৫,২৮১ টাকা।

Admitted Starred : Question No. 52

Name of member : Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the power Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে হুক্ লাইন মুক্ত পঞ্চায়েতের সংখ্যা বর্ত্তমানে কতটি (নাম সহ)।

২। হুক লাইন বিরোধী অভিযানে পঞ্চায়েত সমূহকে যুক্ত করার জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। রাজ্যে হুক্ লাইন মুক্ত পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৬ (ছয়) টি।

(ক) পশ্চিম ত্রিপুরার খোয়াই মহকুমায়,

(অ) পশ্চিম সোনাতলা পঞ্চায়েত।

(আ) জাম্বুরা পঞ্চায়েত।

(ই) পশ্চিম সিঙ্গিছড়া পঞ্চায়েত।

(খ) উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২ (দুই) টি।

(অ) তরনী নগর পঞ্চায়েত।

(আ) পশ্চিম মশাউলি পঞ্চায়েত।

(গ) দঃ- ত্রিপুরা বিলোনীয়া মহকুমায়

(অ) সাড়াসীমা পঞ্চায়েত।

২। বিদ্যুৎ দপ্তর গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পঞ্চায়েত সমিতি, নগর পঞ্চয়েত পৌরসভা এবং জন প্রতিনিধিদের নিয়ে বিভিন্ন মিটিং এ হুক লাইন কাটার ব্যাপারে আলোচনা করে। এবং সিদ্ধান্ত হয় যে গ্রামে। পঞ্চায়েতে হুক লাইন থাকবে না সেই পঞ্চায়েতকে হুক্লাইন মুক্ত পঞ্চায়েত হিসাবে ঘোষণা করা হবে এবং সেই গ্রামে অতিরিক্ত আধা কিঃ-মিঃ নিম্নচাপের লাইন সম্প্রসারণ করে পুরস্কৃত করা হবে। সেই ঘোষণা মোতাবেক প্রতিটি হুকলাইন বিরোধী অভিযানে দপ্তরের কর্মী ও ইঞ্জিনীয়ারগনের সঙ্গে স্ব স্ব পঞ্চায়েত সদস্যগণকে সামিল করা হয়। পঞ্চায়েতগুলির সক্রিয় সহযোগিতায় হুকলাইন বিরোধী অভিযানে ব্যাপক সুফল এবং সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে।

Admitted Starred Question No.55

Name of the Member :- Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (police) Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে হোমগার্ড এবং হোমগার্ড (বর্ডার উইং) এ কর্মী সংখ্যা কত (পৃথক ভাবে);

২। হোমগার্ড (বর্ডার উইং) দের চাকুরী স্থায়ীকরণে কোন প্রস্তাব আছে কি;

৩। থাকলে কবে নাগাদ কার্য্যকর হবে; এবং

৪। না থাকলে তার কারণ?

উত্তর

১। রাজ্যে হোম গার্ডের সংখ্যা ২৮৮৯ জন। রাজ্যে বর্তমানে কোন বর্ডার উইং হোমগার্ড নেই।

২। রাজ্যে বর্তমানে কোন বর্ডার উইং হোমগার্ড নেই কিন্তু রাজ্যে একটি বর্ডার উইং হোমগার্ড ব্যাটেলিয়ান অফিস আছে যেখানে এই ৪৩জন বিভিন্ন পদে নিয়োমিত বেতন ক্রমে চাকুরী করছেন।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.51

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Power Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যে উৎপাদিত বিদ্যুতের দৈনিক গড়ে কত শতাংশ বিদ্যুৎ রাজ্যে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যে সরকারের সরকারী ও অধিগৃহীত সংস্থাগুলির কার্য্যালয়ে সরবরাহ করা হচ্ছে।

২। রাজ্যে উৎপাদিত বিদ্যুতের দৈনিক গড়ে কত শতাংশ বিদ্যুৎ রাজ্যে কৃষি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে?

৩। রাজ্যে উৎপাদিত বিদ্যুতের দৈনিক গড়ে কত শতাংশ বিদ্যুৎ রাজ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে?

উত্তর

১। রাজ্যে উৎপাদিত বিদ্যুতের দৈনিক গড়ে ১৭.৩৭% বিদ্যুৎ রাজ্যে উপস্থিত কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যে সরকারের সরকারী ও অধিগৃহীত সংস্থাগুলির কার্য্যালয়ে সরবরাহ করা হচ্ছে।

২। রাজ্যে উৎপাদিত বিদ্যুতের দৈনিক গড়ে ২০% (শতাংশ) বিদ্যুৎ রাজ্যে কৃষি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩। রাজ্যে উৎপাদিত বিদ্যুতের দৈনিক গড়ে ২০% (শতাংশ) বিদ্যুৎ রাজ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

Admitted Starred Question No.59

Name of M.L.A. :- Sri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department be placed to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যে "সর্বপ্রিয়" প্রকল্প চালুঃ- হয়েছেঃ-

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কোন বিভাগে কয়টিঃ-

৩। এই প্রকল্পে কি কি দ্রব্য বিক্রি হয়?

উত্তর

১। হ্যাঁ সত্য।

২। প্রাথমিকভাবে পশ্চিম ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মোট ১৫০ টি রেশন শপে এই প্রকল্পটি চালু হয়েছে।

৩। এই প্রকল্পে প্রথমে নিম্নলিখিত সামগ্রীগুলি বিক্রির ব্যবস্থা হয় ঃ-

(ক) প্রসাধনী সাবান ৭৫ গ্রাঃ

(খ) বার্গিন ১০০ গ্রাঃ

(গ) কাপড় কাচার সাবান ১২৫ গ্রাম

(ঘ) বাইন্ডিং খাতা

(ঙ) টুথপেস্ট (১০০ গ্রামঃ- এবং ৫০ গ্রামঃ-) পরে সঃ- তৈল ও মুসুর ডাল যোগ হয়।

Admitted Starred Question No.60

Name of the Member :- Shri Subdh Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (police) Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বর্তমান বাজেটে ৪টি Fire Service Station চালুর উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত চালু হয় নাই;

২। সত্য হলে কারণ:

৩। কবে থেকে এগুলোর building construction এর কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়; এবং

৪। পাকা বাড়ী হওয়া সাপেক্ষে Temporary Shed এ গাড়ী সহ Staff দেওয়া হবে কি না?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। চারটি স্টেশনের বাড়ী তৈরীর কাজ এখনও শেষ হয়নি। প্রয়োজনীয় লোক নিয়োগের জন্য যথাযথ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নিয়েগের পর প্রশিক্ষণ শেষে উক্ত ফায়ার স্টেশন গুলো খোলা সম্ভব হবে।

৩। অতি শ্রীঘ্রই Construction এর কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

৪। Fire Service Station - এ নিযুক্ত লোকদের প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর Temporary Shed এ চালু করতে কোন অসুবিধা নেই।

Admitted Starred Question No.61

Name of the Member :- Shri Pranab Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (police) Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বর্তমান ২০০২ - ২০০৩ ইং অর্থ বছরে নতুন থানা খোলার পরিকল্পনা দপ্তরের আছে কিনা;

২। যদি থাকে সিধাই থানা এলাকাকে দু'ভাগ করে সিমনা এলাকায় একটি থানা স্থাপন করা হবে কি না; এবং

৩। করা না হলে তার কারণ?

উত্তর

১। আগরতলায় একটি মহিলা পুলিশ ষ্টেশন খোলার সিদ্ধান্ত নীতিগত ভাবে নেওয়া হয়েছে। গত বছরে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছৈলেংটা, নেপালটিলা, ও রাণীরবাজারে নতুন থানা এবং জম্পুই জলাতে একটি পুলিশ ফাঁড়ী চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২। আপাতত এই ধরনের কোন পরিকল্পনা নেই।

৩। সিধাই থানার অন্তর্গত সুন্দরটিলাতে বর্তমানে একটি পুলিশ ফাঁড়ী আছে। এই পুলিশ ফাঁড়ীর আওতায় সিমনা এলাকাও আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে সিমনাতে নতুন কোন থানা করার পরিকল্পনা নেই।

Admitted Starred Question No. 62

Name of the Member :- Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Power Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য দক্ষিণ ত্রিপুরা আর.কে পুর বিধান সভা কেন্দ্রের অধীন খিলপাড়া গাঁওসভার ফকিরবাড়ী এলাকায় এখনও ডোমেষ্টিক কানেকশনের জন্য বৈদ্যুতিক খুঁটি বসানো হয়নি,

২। সত্য হলে, কারন কি? এবং অতি সত্ত্বর বৈদ্যুতিক খুঁটি বসিয়ে এলাকাকে বৈদ্যুতিকরনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। এখন পর্য্যন্ত পঞ্চায়েত সমিতি তাদের সনাক্তিকৃত তালিকায় "ফকির বাড়ীর" নাম নথিভূক্ত করেনি তাই এলাকায় এখন ও বিদ্যুৎ পৌছানো সম্ভব হয়নি।

পঞ্চায়েত সমিতি দ্বারা স্বীকৃত তালিকায় ফকির বাড়ীর নাম নথিভূক্ত হলে দপ্তর উক্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ করার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

Admitted Starred Question No.63

Name of the Members :- Shri Khagendra Jamatia.
Shri Sudhan Das.
Shri Shyama Charan Tripura.
Shri Nagendra jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ- ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কয়টি জেলখানা আছে।

২। উক্ত জেলখানাগুলিতে ৩০শে জুন ২০০২ ইং পর্য্যন্ত বিচারধীন এবং শাস্তি প্রাপ্ত কয়েদীর সংখ্যা কত। (এস, টি,এস,সি ইউ আর এর ভিত্তিক হিসাব)

৩। বিচারধীন ও শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদের দৈনিক কত টাকার খাদ্য দেওয়া হয়। মাথা পিছু চাল, ডাল, তেল, লবণ ও অন্যান্য সামগ্রীর হিসাব।

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১১টি জেলখানা আছে এর মধ্যে ১টি কেন্দ্রীয় কারাগার ২টি জেলা কারাগার ১টি মহিলা কারাগার এবং ৭টি মহকুমা কারাগার আছে।

২। বিচারধীন এবং সাজাপ্রাপ্ত কারাবন্দীর মোট সংখ্যা ১০০৯

সাজা প্রাপ্ত		বিচারধীন	
এস,টি =	১১৪ জন।	এস, টি =	৩৩৮
এস, সি =	৫০ জন।	এস, সি =	৫৯
ইউ, আর =	২৫৮ জন।	ইউ, আর =	১৯০
	৪২২		৫৮৭

মোট ৪২২ + ৫৮৭ = ১০০৯

৩। বিচারধীন ও শাস্তি প্রাপ্ত কয়েদীদের দৈনিক খাদ্য বাবদ ব্যায়ের নির্দিষ্ট কোন টাকার অংক স্থীরকৃত করা নেই। জেইল কোড অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহের জন্য যতটাকা ব্যায় করা প্রয়োজন তত টাকাই ব্যায় করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রতিজন বন্দীর দৈনিক খাদ্য বাবদ ২২.৩২ টাকা খরচ করা হচ্ছে। মাথা পিছু চাল, ডাল, তেল, লবণ ও অন্যান্য সামগ্রীর হিসাব

কারাবাসীদের প্রতিদিনের খাদ্যের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ- -

(ক) চাউল অথবা আটা - ০.৭০০ গ্রাঃ

(খ) ডাল - ০.১২৫ গ্রাঃ

(গ) লবণ - ০.০২৫ গ্রাঃ

(ঘ) সরিষাতৈল - -০.০২২ গ্রাঃ

(ঙ) পেয়াজ - ০.০১০ গ্রাঃ

(চ) মসলা - ০.০১০ গ্রাঃ

(ছ) গুড় - ০.০১৫ গ্রাঃ

(জ) তেঁতুল - ০.০০৩ গ্রাঃ

(ঝ) সব্জী - ০.৪১০ গ্রাঃ

(ঞ) মাংস সপ্তাহে একবার ০.০৮০ গ্রাঃ

(ট) মাছ এবং সপ্তাহে একবার ০.০৬৫ গ্রাঃ

(ঠ) ডিম সপ্তাহে এক বার ১ টি

(ড) লাকড়ী - ১ কেজি প্রতিদিন।

নিরামিশ ভোজীদের মাছ, মাংস এবং ডিমের পরিবর্তে ২৩০ গ্রাম আলু এবং ১৫০.গ্রাম কলা দেওয়া হয়। প্রতি মাসে প্রতিবন্দিকে ১টি করে গায়ে দেওয়ার সাবান দেওয়া হয়। ৫ গ্রাম নারিকেল তৈল প্রতিজনকে একদিন অন্তর অন্তর দেওয়া হল। ১লা অক্টোবর থেকে ৩১ শে মার্চ পর্য্যন্ত প্রতি বছর প্রত্যেককে ৫ গ্রাম সরিষাতৈল একদিন অন্তর অন্তর দেওয়া হয়। প্রতিবন্দীকে ১২০ গ্রাঃ করে কাপড় কাচার সাবান প্রতি মাষে দেওয়া হয়।

প্রথম শ্রেণীর বন্দীদের খাদ্য তালিকা নিম্নরূপ

সকাল বেলায় খাওয়া

(ক) রুটি - ৮৭ গ্রামঃ- তরকারী - ২৩৩ গ্রাঃ

(খ) চা - ১৪ গ্রামঃ-

(গ) চিনি - ৫৮ গ্রামঃ-

(ঘ) মাখন - ২৯ গ্রামঃ-

(ঙ) দুধ - ৫৮ গ্রামঃ-

অন্যান্য খাওয়া ঃ-

চাউল - ৪০৭ গ্রাঃ অথবা

আটা - ৪৬৭ গ্রাঃ

ডাল - ১১৭ গ্রাঃ

কেঃ- তৈল – ৭৫০ গ্রাঃ

কলা – ১১৭ গ্রাঃ

আলু - ১১৭ গ্রাঃ

মাংস - ৫৮ গ্রাঃ

তেতুল - ০৪ গ্রাঃ

লবণ - ১৪ গ্রাঃ

গুড় - ২৯ গ্রাঃ

সরিষাতৈল - ১৪ গ্রাঃ

ঘি অথবা সঃ- তৈল - ০৪২ গ্রাঃ

লাকড়ী – ৯৩৩ গ্রাঃ

দই – ১১৭ গ্রাঃ অথবা

Admitted Starred Question No.82

Name of the Member :- Shri Pranab Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (police) Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যের জনগণের নাগরিকত্ব কার্ড করার জন্য কি কি ধরনের কাগজ পত্রের প্রয়োজন হয়?

উত্তর

১। রাজ্যের জনগণের নাগরিকত্ব কার্ড করার জন্য নিম্নলিখিত কাগজ পত্রের প্রয়োজন হয় ঃ-

(ক) সাদা কাগজে দরখাস্ত।

(খ) জন্মের প্রমাণ পত্র (Birth Certificate)

(গ) পিতা মাতার ভারতীয় নাগরিকত্ব পত্র।

(ঘ) ত্রিপুরাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার এবং জন্ম থেকে লালিত পালিত হওয়ার প্রমাণ পত্র (দলিল পত্রাদি)।

(ঙ) দরখাস্তকারীর নাম পঞ্চায়েত রেজিস্টারে (ROR) লিপিবদ্ধ আছে এই মর্মে ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসারের প্রমাণ পত্র।

(চ) বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির এবং পরিত্যাগের প্রমাণ পত্র।

(ছ) দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ।

(Detailed requirements are given in the statement laid on the table of the House.)

Admitted Starred Question No. 83

Name of the Member :- Shri Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ ইং তারিখ থেকে ২০০২ ইং এর ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে হোমগার্ডের বেতন ও ভাতা কত ছিল; এবং

২। ৫৮ বৎসর পর কতজনকে পেনশান দেওয়া হয়েছে; (বৎসর ভিত্তিক হিসাব); এবং

৩। যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে তার কারণ কি?

উত্তর

১। ১৯৯৮ ইং থেকে ২০০২ ইং এর ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে হোমগার্ডের দৈনিক বেতন ও ভাতা নিম্নরূপ ঃ-

বছর	দৈনিক ভাতা	ধোলাই ভাতা	পরিবহন ভাতা	রেশন এলাউন্স	মোট
১৯৯৮	৩৭ টাকা	৫০ পয়সা	৪ টাকা	৭.৭৩ টাকা	৪৯.২৩ টাকা
		(মাসিক ১৫ টাকা)		(মাসিক ২৩২ টাকা)	
১৯৯৯	৪৫ টাকা	১ টাকা	৫ টাকা	৯ টাকা	৬০ টাকা
		(মাসিক ৩০ টাকা)		(মাসিক ২৭০ টাকা)	
২০০০	৪৮ টাকা	১ টাকা	৫ টাকা	৯ টাকা	৬৩ টাকা
		(মাসিক ৩০ টাকা)		(মাসিক ২৭০ টাকা)	
২০০১	৫১ টাকা	১ টাকা	৫ টাকা	১১.৯৩ টাকা	৬৮.৯৩ টাকা
		(মাসিক ৩০ টাকা)		(মাসিক ৩৭০ টাকা)	
২০০২	৫১ টাকা	১ টাকা	৫ টাকা	১১.৯৩ টাকা	৬৮.৯৩ টাকা
(৩১ মার্চ পর্যন্ত)		(মাসিক ৩০ টাকা)		(মাসিক ৩৭০ টাকা)	

২। পেনশান দেওয়ার কোন নিয়ম হোমগার্ড অ্যাক্টে না থাকায়, কোন পেনশান দেওয়া হয় না।

৩। ২ নং প্রশ্নের জবাবে ৩ নং প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 97

Name of the Member :- Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় বি. এস. এফ ফাঁড়ি সংখ্যা ও বি. এস. এফ - এর কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন কি না;

২। খোয়াই মহকুমায় সীমান্ত সংলগ্ন গৌরনগর ও বনবাজার গ্রামে বি. এস. এফ ফাঁড়ি স্থাপন করা হবে কি না?

উত্তর

১। এ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কাছে কোন তথ্য নেই।

২। বি. এস. এফ কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারকে জানিয়েছেন যে কর্মী সংখ্যার অপ্রতুলতা হেতু গৌরনগর ও বনবাজারে নতুন বি. এস. এফ ফাঁড়ি স্থাপন করা যাচ্ছে না।

Admitted Starred Question No. 20

Name of the Member :- Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। কল্যাণপুর থানায় আরক্ষা কর্মীর সংখ্যা কত এবং উক্ত থানায় আরক্ষা কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে কিনা?

১। বর্তমানে কল্যাণপুর থানায় ৭৩ জন আরক্ষা কর্মী আছেন। এই সংখ্যা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

Admitted Starred Question No. 202

Name of the Member :- Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যে উগ্রপন্থীদের দ্বারা অপহৃত হওয়ার দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই এইরূপ অপহৃত ব্যক্তির সংখ্যা কত?

উত্তর

১। ১৭২ জন।

Admitted Starred Question No. 206

Name of the Member :- Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister in charge of the Power Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। কল্যাণপুর বিধানসভা অন্তর্গত মোহরছড়া বাজারস্থিত ইলেক্‌ট্রিকেল সেক্‌শন অফিসে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সুবিধার্থে ইলেক্‌ট্রিক বিল এর টাকা জমা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না?

২। না নেওয়া হলে এর কারণ?

উত্তর

১। এখন পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি।

২। পরিকাঠামো কারণে ইহা এক্ষুনি সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 258

Name of M.L.A :- Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যে লাইসেন্স প্রথা উঠে গেছে;

২। যদি সত্য হয় তবে কোন দ্রব্য বিক্রির জন্য খাদ্য দপ্তর থেকে কোন লাইসেন্স নিতে হবে কি;

৩। এ প্রথা তুলে দেওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১। কিছু কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মজুত ও বিক্রির ক্ষেত্রে রাজ্যেও লাইসেন্স প্রথার বিলোপ ঘটানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক নির্দ্দেশ নামার ফলে।

২। চাউল, গম, গমজাতীয় দ্রব্যাদি, চিনি ও ভোজ্য তেলের মজুত ও বিক্রির জন্য খাদ্য দপ্তর থেকে এখন কোন লাইসেন্স নিতে হয় না। এছাড়া অন্যান্য দ্রব্যাদি যেমন ঃ- ডাল, লবণ, কেরোসিন, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, সূতা ও কাপড়, বনস্পতি ইত্যাদির জন্য লাইসেন্স প্রথা চালু আছে।

৩। দেশে কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও মজুত সন্তোষজনক হওয়াতে এবং কৃষকগন যাতে খোলা বাজারে ন্যায্যমুল্যে পান সে উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার উপরোক্ত দ্রব্যাদির উপর থেকে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স প্রথার বিলোপ করার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দ্দেশ প্রদান করেন এবং সে মোতাবেক রাজ্য [illegible]রও উপরোক্ত দ্রব্যাদির উপর লাইসেন্সিং প্রথার বিলোপ ঘটান।

Admitted Starred Question No. 270

Name of M.L.A :- Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রেশন সপের সংখ্যা কত?

২। সর্বপ্রিয় প্রকল্পের দ্রব্য রাজ্যের কোন্ কোন্ রেশনসপের মাধ্যমে বিক্রি করা হচ্ছে, নাম সহ তথ্য ঃ-

৩। দুর্নীতির অভিযোগ ২০০১ - ২০০২ ইং জুলাই পর্য্যন্ত কত জন ডিলারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

উত্তর

১। রেশন সপের সংখ্যা হল ঃ- ১৪৩২ টি।

২। সর্বপ্রিয় প্রকল্পের দ্রব্য সারা রাজ্যে মোট ১৫০ টি রেশন সপের মাধ্যমে বিক্রি হচ্ছে। রেশন সপের নাম ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৩। ২০ টি।

Admitted Starred Question No. 280

Name of the Member : Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গৌহাটিতে নেটওয়ার্ক ট্রেভেলসের অফিসে রাত্রি যাপন করা কালীন সময়ে গত ১৩-০৭ ২০০২ ইং তারিখে ত্রিপুরার বাসিন্দা তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী বর্ণালী দেব কে (৮) উক্ত ট্রেভেলস্ কোম্পানীর কতিপয় কর্মী ধর্ষন করার পর হত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে ;

২। সত্য হলে বিষয়টি সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। ঘটনার অব্যবহিত পরেই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আসাম সরকারের মুখ্য সচিবের কাছে প্রেরিত এক ফ্যাকস্ বার্তায় আসাম পুলিশের দ্বারা ঘটনাটির তদন্ত রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। পরবর্তী সময়ে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়।

ANNEXURE - 'B'

Admitted Un-starred Question No. 1

Name of M.L.A. :- Sri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Civil supplies and Consumer Affairs Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনায় এযাবৎ সর্বমোট কতজনকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে বা ঐ সুয়োগ দেওয়া হচ্ছে; (ব্লক এবং গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনায় এযাবৎ সর্বমোট ৪৫,২২৪ টি পরিবারকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে (ব্লক এবং গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব সংযুক্তি পত্রে দেওয়া হল)

ব্লক ও পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চাতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
১। আমবাসা	১। কর্ম পাড়া	৩০
	২। কমলাছড়া	৪১
	৩। কাছিম ছড়া	২৯
	৪। সাইদা পাড়া	২৮
	৫। রাধারাম	৩০
	৬। পশ্চিম নালি ছড়া	৪০
	৭। শিকারী বাড়ি	৩০

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	৮। লালছড়ি	২৯
	৯। আমবাসা	৫২
	১০। গুরুধন	৪৮
	১১। গান্টাছড়া	২৯
	১২। কুলাই আর. এফ.	৪৭
	১৩। কুলাই	৩৪
	১৪। চাকমা পাড়া	২০
	১৫। বলরাম	৩৩
	১৬। বাগমারা	৪৭
	১৭। উত্তর নালিছড়া	৩২
	১৮। পশ্চিম বলরাম	৩১
	১৯। পূর্ব নালিছড়া	৫৩
	২০। গঙ্গানগর	৪২
	২১। জগন্নাথপুর	৩২
	২২। জিউল ছড়া	৩৩
	২৩। হরিমঙ্গল	৩১
	২৪। কর্ণপ্পনি বাড়ী	৩০
	২৫। কাঠাল বাড়ী	২৬
	২৬। টেটুঁহয়া	৪৮
	২৭। কাঞ্চনপুর	২৯
	২৮। পশ্চিম লালছড়া	১৯
		৯৭৩
২। ডুম্বুর নগর।	১। গন্ডাছড়া	১০১
	২। শর্মা	১০৩
	৩। ঠাকুর ছড়া	৪০
	৪। দলাজারা	১০
	৫। লক্ষ্মীপুর	৭১
	৬। তুইচাকমা	৭৫
	৭। ভগীরথ	৬১
	৮। রতন নগর	২৫
	৯। রঞ্জরতন	৫১
	১০। জে.বি পাড়া	১১৬
	১১। উল্টাছড়া	৫৯
	১২। দলাপতি	৮৫
	১৩। কল্যান সিং	৬০

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	১৪। রামনগর	২৫
	১৫। কালাজারি	৫০
	১৬। পূর্ব পটাছড়া	৭৫
	১৭। পশ্চিম পটাছড়া	৭৫
	১৮। রাইমা	৪৫
	১৯। বোয়ালখালি	৭৫
		১২০২
৩। খোয়াই।	১। জাম্বুরা	৩৬
	২। পশ্চিম গঙ্কি	৪২
	৩। মধ্য গঙ্কি	৫২
	৪। পূর্ব গঙ্কি	৬২
	৫। পূর্ব সোনাতলা	৫২
	৬। পশ্চিম সোনাতলা	৪৭
	৭। উত্তর রাম চন্দ্র ঘাট	৪০
	৮। পূর্ব রামচন্দ্রঘাট	৫০
	৯। উত্তর চেবরী	৩৮
	১০। পূর্ব চেবরী	৪৪
	১১। রাধাচরন নগর	৩৫
	১২। সিপাই হাওয়ার	৪১
	১৩। সমতল পদ্মবিল	৪০
	১৪। ধলবিল	৬৪
	১৫। পহর মুড়া	৪১
	১৬। পশ্চিম চেবরী	৪৫
	১৭। পশ্চিম সিঙ্গীছড়া	৫১
	১৮। বড় বিল	৪০
	১৯। মধ্য সিঙ্গীছড়া	৪১
	২০। গৌরনগর	৪১
	২১। উত্তর সিঙ্গীছড়া	৪১
	২২। লক্ষীনারায়ন পুর	৪৯
	২৩। শান্তিনগর	৪৮
	২৪। পূর্ব সিঙ্গীছড়া	৩৫
		১০৭৫
৪। পদ্মবিল।	১। রসরাজ নগর	১২
	২। উপেন্দ্রনগর	৩২
	৩। আখরা বাড়ী	৫৩

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	৪। দক্ষিণ রামচন্দ্র ঘাট	৭৪
	৫। পাগলা বাড়ী	৩৬
	৬। তুই হাচিং বাড়ী	৩৫
	৭। গয়ামনি বাড়ী	৩৪
	৮। দক্ষিণ পদ্ম বিল	৩৬
	৯। উত্তর পদ্ম বিল	৩৯
	১০। রতনপুর	৪১
	১১। পূর্ব বেলছড়া	১৯
	১২। পশ্চিম বেলছড়া	৪৪
	১৩। রামদয়াল বাড়ী	২৫
	১৪। বগাবিল	৩৩
		৫১৩
৫। তুলাশিখর।	১। বাগান বাজার	৬০
	২। আশারাম বাড়ী	৬০
	৩। পশ্চিম করঙ্গী	৬০
	৪। পশ্চিম লক্ষী ছড়া	৬০
	৫। বিদ্যাবিল	৬০
	৬। বেহালা বাড়ী	৬০
	৭। পশ্চিম বেলছড়া	৬০
	৮। পূর্ব বাছাই বাড়ী	৬০
	৯। শিকারী বাড়ী	৬০
	১০। পশ্চিম চম্পা ছড়া	৬০
	১১। পূর্ব চম্পা ছড়া	৬৭
	১২। তক ছায়া	৬০
	১৩। পূর্ব তকছায়া	৬০
	১৪। পূর্ব রাজনগর	৬৬
	১৫। পশ্চিম রাজনগর	৬০
	১৬। বাদলা বাড়ী	৬০
	১৭। শ্রীরাম খড়া	৬০
	১৮। নমন জয়	৬০
	১৯। মহারানীপুর	৬০
	২০। তুই চিংগ্রাম বাড়ী	৬০
		১২১৩
৬। তেলিয়ামুড়া	১। পশ্চিম তেলিয়ামুড়া	৬২
	২। লক্ষীপুর	৬০

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	৩। মাই গঙ্গা	৩০
	৪। মধ্য কৃষ্ণপুর	৫৫
	৫। খামার বাড়ী	৩২
	৬। উত্তর গকুলনগর	৩৬
	৭। হাওয়াই বাড়ী	২৪
	৮। মহর ছড়া	২৫
	৯। ব্রহ্মা ছড়া	৪৯
	১০। জগন্নাথ বাড়ী	৫৬
	১১। হলুদিয়া	৩০
	১২। দক্ষিণ পুলিনপুর	২৪
	১৩। দক্ষিণ মহারানীপুর	২৫
	১৪। গামাই বাড়ী	৪২
	১৫। দক্ষিণ গকুলনগর	২৪
	১৬। সর্দুকর করি	৩৬
	১৭। আঠারমুড়া	২৯
	১৮। খাসিয়ামঙ্গল	৫৪
	১৯। দক্ষিণ কৃষ্ণপুর	৩৬
	২০। হদ্রাই	২৮
	২১। কাকরাছড়া	২৪
	২২। দুস্কি	৩৫
	২৩। উত্তর পুলিনপুর	২৪
	২৪। চাকমাঘাট	৫০
	২৫। পশ্চিম হাওয়াই বাড়ী	২৮
	২৬। উত্তর কৃষ্ণনগর	৫৫
	২৭। পূর্ব লক্ষীপুর	২৪
	২৮। নুনাছড়া	২৪
	২৯। তুইসিন্দ্রাই বাড়ী	২৪
	৩০। রুপছড়া	৫৪
		১০৯৯
কল্যাণপুর	১। কল্যাণপুর	৩১
	২। দুর্গাপুর	৩১
	৩। দক্ষিণ দুর্গাপুর	৪১
	৪। দারিকাপুর	৪৭
	৫। পশ্চিম দারিকাপুর	২৫

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	৬। পূর্ব কল্যাণপুর	৭৮
	৭। পশ্চিম কুঞ্জবন	৩২
	৮। প্রান শিং উরাং	
	৯। প্রমোদ নগর	৯৮
	১০। উত্তর খিলাতলী	১৩২
	১১। পশ্চিম খিলাতলী	৬২
	১২। পশ্চিম কল্যাণপুর	২৯
	১৩। কমলনগর	৪৬
	১৪। রাপরাই	১৪
	১৫। পূর্ব কল্যাণপুর	৩৪
	১৬। খিলাতলী	৬৩
		৭৬৩
	১। খোয়াই নগর পঞ্চায়েত	৬৬
	২। তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত	১২২
		১৮৮
ঋষ্যমুখ	১। দক্ষিণ সোনাইছড়ি	৩১
	২। উত্তর সোনাইছড়ি	৪৩
	৩। উত্তর সারাসীমা	৪৩
	৪। সারাসীমা	৪০
	৫। বাম্পডোয়া	৩১
	৬। জয়কটপুর	২৯
	৭। মতাই	৩৭
	৮। দক্ষিণ মতাই	৩৯
	৯। দেবীপুর	৩৩
	১০। ঋষ্যমুখ	৩৫
	১১। হরিপুর	৩৫
	১২। কৃষ্ণনগর	৩৭
	১৩। জয়পুর	২৯
	১৪। অভয়নগর	৫৬
	১৫। কৈলাশনগর	৪৬
	১৬। মোহনীনগর	৪৪
	১৭। রতনপুর	৬৭
	১৮। শিবপুর	৩০
	১৯। মানিবামপুর	২৩
		৭২৮

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
রাজনগর	১। পূর্বকলাবড়িয়া	৫৬
	২। পশ্চিম কলাবাড়িয়া	৩৩
	৩। পাইখোলা	৩৩
	৪। পশ্চিম পাইখলা	২৫
	৫। চিত্তামারা	২৮
	৬। এস.বি.সি. নগর	৫০
	৭। সুকান্ত নগর	৪৪
	৮। এন. বি.সি নগর	৫৯
	৯। ঈশান চন্দ্র নগর	৬১
	১০। লক্ষীপুর	৪১
	১১। যসমুড়া	২৮
	১২। পূর্ব পিপারিয়াখলা	৩০
	১৩। পশ্চিম পিপারিয়া খলা	৩০
	১৪। বড় পাহারী	৩৪
	১৫। রাজনগর	৫২
	১৬। দক্ষিণ রাজনগর	৩৮
	১৭। নিহার নগর	৩৩
	১৮। রাধানগর	২৫
	১৯। দক্ষিণ রাধানগর	৪৯
	২০। রাঙামুড়া	৫১
	২১। একিনপুর	৫২
	২২। ইন্দিরা নগর	৪২
	২৩। ডিমাতলী	৪৮
	২৪। উত্তর শ্রীরামপুর	৬৯
	২৫। দক্ষিণ শ্রীরামপুর	৫৮
	২৬। কাছারী আর এফ	৪১
	২৭। তৃষ্ণা আর এফ	৩০
		১১৪০
বগাফা ব্লক	১। গার্দাং	৫০
	২। কাঞ্চনগর	৫৫
	৩। শান্তির বাজার	৫৫
	৪। সুভাষ কলোনী	৪৫
	৫। লাউ গাং	৪৫
	৬। পশ্চিম কাঠালিয়া	৩৫
	৭। বগাফা	৩৫

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	৮। পূর্ব বগাফা	৩৫
	৯। লগাংসম	৩৫
	১০। আ কে গং	৫০
	১১। পূর্বরেকবাই	৫৫
	১২। বাইখোরা	৫০
	১৩। লক্ষীছড়া	৪৫
	১৪। কলসীমুখ	৪৫
	১৫। কলসী	৪৫
	১৬। বেতাগা	৫০
	১৭। পশ্চিম চরকবাই	৫৫
	১৮। মুহরীপুর	৫৪
	১৯। মুহরী আর.এফ	৪৫
	২০। লাতুগটিলা	৪৬
	২১। উত্তর জুলাইবাড়ী	৫৫
	২২। দক্ষিণ জুলাইবাড়ী	৪৫
	২৩। পশ্চিম জুলাইবাড়ী	৫০
	২৪। মধ্যপিলাক	৩৫
	২৫। দেবদারু	৪৫
	২৬। বীরেন্দ্র নগর	৩৫
	২৭। শ্রীকান্ত বাড়ী	৪৫
	২৮। তুইরুমা কুয়াইফাং	৪৫
	২৯। উত্তর হিচাছড়া	৩৫
	৩০। পূর্ব পিলাক	৪৫
	৩১। দক্ষিণ হিচাছড়া	৩৫
	৩২। আবাং ছড়া	৪৫
	৩৩। রাম রাই বাডী	৪৫
	৩৪। ঠাকুর ছড়া	৩৫
	৩৫। পশ্চিম পিলাক	৫০
	৩৬। তাকমা	৫০
	৩৭। দক্ষিণ তাকমা	৪৫
	৩৮। রাজাপুর	৫০
	৩৯। পতিছড়ি	৪৫
	৪০। বি.সি. নগর	৫০
	৪১। দেবীপুর	৪৫
	৪২। কষ্ঠালিয়া ছড়া	৪৫

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চাতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	৪৩। মধ্য কাঠালিয়া	৪৫
	৪৪। মনু	৪৫
	৪৫। সালথাংমনু	৫০
		২০৪৪
	বিলোনীয়া নগর পঞ্চায়েতে	৫৫
অমরপুর ব্লক	১। রাঙ্গামাটি	৪৫
	২। পুর্বসর্বং	৪৪
	৩। পূর্ব রাঙামাটি	৪০
	৪। চালাক	৪০
	৫। পশ্চিম ভালাক	২৬
	৬। বীরগঞ্জ	৩২
	৭। মৈলাক	৩০
	৮। সর্বং	৩৬
	৯। পশ্চিম সর্বং	৩৫
	১০। লালগিরি	৪৬
	১১। বামপুর	৪২
	১২। দেববাড়ী	৩২
	১৩। থাকছড়া	৩৫
	১৪। বাজকাং	৪৫
	১৫। গুংগিয়া	৪০
	১৬। পূর্ব মালবাসা	৬০
	১৭। পশ্চিম মালবাসা	২৫
	১৮। পূর্ব ডলুমা	৩৫
	১৯। পাহাড়পুর	৩৮
	২০। বাংকাং	৪৪
	২১। কুরমাছড়া	৩৯
	২২। পশ্চিম ডলুমা	৩৫
	২৩। মালবাসা	৩৪
	২৪। উত্তর চেলাগাং	৪৭
	২৫। নূতন বাজার	৫১
	২৬। নূতন গোমতী	৪০
	২৭। ভোমরাছড়া	৪৫
	২৮। খেদারনাল	৩২
	২৯। অম্পিনগর	৬৭
	৩০। বৈশ্যমনি	২৯

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	৩১। হরিপুর	২৯
	৩২। অম্পিছড়া	২৬
	৩৩। উদর সংগাং	৩৩
	৩৪। তুইদু ডেপা	৩৫
	৩৫। ডনলেখা	৩২
	৩৬। দক্ষিণ তুইদু	৩১
	৩৭। দক্ষিণ সংগাং	৩৯
	৩৮। স্পেনাছড়া	৫১
	৩৯। একজামছড়া	৩৯
	৪০। তুইদু	৪৫
	৪১। পশ্চিম তুইসলং	৩৪
	৪২। জাম্বুক ছড়া	৫৪
	৪৩। তুই চাকমা	৩৬
	৪৪। পালক	৫০
	৪৫। পূর্ব তুইসলং	৩৩
	৪৬। গামাইছড়া	৪২
	৪৭। ছেচুয়া	৩৭
	৪৮। মেলচি	৩৩
	৪৯। উত্তর তুইদু	৪২
		১৯১০
করবুক	১। মুখচারী	৪৯
	২। পশ্চিম মানিক্য দেয়ান	৮০
	৩। রামভদ্র	৩৫
	৪। লেবাছড়া	১২৯
	৫। পূর্বমানিক্য দেওয়ান	৭০
	৬। উত্তর একচারী	৭৫
	৭। পতিছড়ি	৯২
	৮। পূর্ব করবুক	৯২
	৯। দক্ষিণ করবুক	৮২
	১০। ইচাছড়া	৭৬
	১১। পশ্চিম করবুক	৫৯
	১২। দক্ষিণ চেনাগাং	৬১
	১৩। চেলাগাং	৪১
	১৪। লংগং	৬২

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	১৫। পশ্চিম একচারী	৩০
	১৬। দক্ষিণ একচারী	১৫
	১৭। পোয়াং বাড়ী	৪৪
		১০৯২
	অমরপুর নগর পঞ্চায়েত	৩৪
কুমারঘাট ব্লক	১। তরুনীনগর	৫৭
	২। সুকান্ত নগর	৬৬
	৩। পশ্চিম মাছলি	৩৮
	৪। উজান দুধপুর	৩৯
	৫। কাঞ্চন বাড়ী	৬৭
	৬। বেতছড়া	৩৩
	৭। লালজুরি	২৯
	৮। গকুল নগর	৫২
	৯। দুধপুর	৪১
	১০। মাছলি	৩৩
	১১। পূর্বকাঞ্চন বাড়ী	৪৭
	১২। পূর্ব রাতাছড়া	৫২
	১৩। জগন্নাথ পুর	৩৬
	১৪। পশ্চিম রাতাছড়া	৪৪
	১৫। রাধানগর	৭০
	১৬। সাইদার পার	৪৩
	১৭। জুরিছড়া	২৭
	১৮। দক্ষিণ উনকোটি	২০
	১৯। পূর্ব বেতছড়া	৩২
	২০। দেউভ্যালী	৩৮
	২১। সাইদা ছড়া	২৩
	২২। ডারচৈ	১৫
	২৩। ফটিক রায়	৭০
	২৪। গঙ্গা নগর	২৩
	২৫। কৃষ্ণনগর	৬০
	২৬। আম্বেডকর নগর	৫৩
	২৭। সোলাইমুড়ি	৫৪
	২৮। রাজকান্দি	৪৮
	২৯। ডেমদুম	৩০
		১২৪০

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
গৌরনগর ব্লক	১। ভগবাননগর	৩৯
	২। বিলাসপুর	৩৭
	৩। বীরচন্দ্র নগর	৪২
	৪। চন্ডাইল	৪৭
	৫। চন্ডীপুর	৪১
	৬। ধনবিলাস	৪৭
	৭। ফুলতলা	২৫
	৮। ফুলবাড়ী কালি	৩৫
	৯। সোলদার পুর	৩০
	১০। ঈছবপুর	৩৫
	১১। গৌর নগর	৪৭
	১২। ইরানী	২৪
	১৩। জলাই	৪৮
	১৪। ঝারুলতলী	৩৮
	১৫। যুবরাজনগর	২৭
	১৬। কাউলিকুরা	৩৩
	১৭। খৌউরাবিল	৭০
	১৮। লাটিয়া পুরা	২৪
	১৯। লক্ষীপুর	৩৮
	২০। মুর্তিছড়া	৩৮
	২১। মনুভ্যালী	৩৬
	২২। নৌরপুর	৩০
	২৩। রাঙ্গাউটি	৪০
	২৪। রাংরুং	৩৫
	২৫। সমরুরপার	৬৮
	২৬। সরোজিনী	২৩
	২৭। শ্রীমথপুর	৫৭
	২৮। শ্রীরামপুর	৬৬
	২৯। টিলাগাঁও	৮০
	৩০। ঠযাবওশ..........	৫৭
	৩১। ডেপাছড়া	৩৫
	৩২। গোলপুর	৩৮
	৩৩। হিরাছড়া	৪৩
	৩৪। উনকোটি	৩৩
	৩৫। পঞ্চম নগর	১৮

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চাতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	৩৬। জাম তৈলবাড়ী	২৫
	৩৭। সিঙ্গিরবিল	২০
		১৪৬৯
	কৈলাশহর নগর পঞ্চায়েত	৪৬
	কুমারঘাট	৪০
		৮৬
সাতচাঁদ	১। আমলীঘাট	২৫
	২। ব্রজেন্দ্র নগর	৩৫
	৩। বাটালী	৩৫
	৪। বিজয় নগর	৩৫
	৫। ইন্দিরা নগর	৪৫
	৬। বেতাগা	৩৫
	৭। হারবাতলী	৪০
	৮। রতনমনী	৩৫
	৯। দমদমা	৪০
	১০। নবগ্রাম	৪০
	১১। কালাপানিয়া	৪০
	১২। গার্দাং	৩০
	১৩। গগনচন্দ্র পাড়া	২৫
	১৪। গোনাচাঁদ	৩৫
	১৫। রাজীব নগর	৩৫
	১৬। পূর্ব হরিনা	৪০
	১৭। পশ্চিম হরিনা	৩০
	১৮। মাগুরছড়া	৪০
	১৯। সুভাষনগর	২০
	২০। মাধবনগর	৪৫
	২১। কালীর বাজার	২৫
	২২। দক্ষি[illegible] ভোরাতলী	৪৫
	২৩। পশ্চিম সাক্রুম	২৫
	২৪। বিবেকানন্দ পল্লী	৫০
	২৫। শ্রীনগর	৫০
	২৬। শকিবাড়ী	২৫
	২৭। মিরাছরী	৪৪

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চাতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	২৮। সাতচাঁদ	৩৬
	২৯। পশ্চিম টাকা তুলসী	৫০
	৩০। দশরথ নগর	৪০
	৩১। তুইচিমা	৩৫
	৩২। তুইকুম্ভা	৩০
	৩৩। কলাছড়া	৩৫
	৩৪। উত্তর ভোরাতলী	৪০
	৩৫। ফুলছড়ি	৪৫
	৩৬। মনু বাজার	৪০
	৩৭। কালাডেপা	৩০
	৩৮। উত্তর কালাডেপা	২৫
	৩৯। সুকান্ত পল্লী	২০
	৪০। পূর্ব টাকাতুলসী	৩০
	৪১। সিন্দুক পাথর	৫৫
	৪২। দক্ষিণ শ্রীরামপুর	২৫
	৪৩। দুলবাড়ী	৪০
	৪৪। কৃষ্ণনগর	৩০
	৪৫। রাজনগর	৫৫
	৪৬। চালিতাছড়ি	৫৫
	৪৭। থাই বং	৪৫
	৪৮। পূর্ব জলেফা	৫০
	৪৯। পশ্চিম জলেফা	৫৫
		১৮৩৫
	সাব্রুম নগর পাঞ্চায়েত	১৯
রুপাইছড়ি	১। পূর্ব লুড়ুয়া	২৩
	২। পশ্চিম লুড়ুয়া	২৫
	৩। রুপাইছড়ি	২৭
	৪। গরিফা	২৩
	৫। সোনাইছড়ি	২৩
	৬। চাতকছড়ি	৩৩
	৭। উত্তর বিজয়নগর	২৫
	৮। কাঠালছড়ি	৩১
	৯। উত্তর মনুবংকুল	৩৩
	১০। দক্ষিণ মনুবংকুল	৩২

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	১১। মহামনি	২৩
	১২। বিষ্ণুপুর	২৭
	১৩। পুর্বমনু বংকুল	২৭
	১৪। চালিতা বংকুল	৩৩
	১৫। বাগমারা	২৭
	১৬। বৈষ্ণব পুর	২০
	১৭। পুর্ব সাক্রুম	২৭
	১৮। মাগরুম	২৭
	১৯। শিলাছরি	৩২
	২০। বাববিল	৩২
	২১। আইলমারা	৩২
	২২। শুকনা ছড়ি	৩২
	২৩। হেজাছড়ি	২৫
	২৪। ঘোরাকাপ্পা	২৩
	২৫। বগাচতল	২৫
	২৬। কাপতলী	২৩
		৭১০
মনুব্লক	১। কাঞ্চনছড়া	৮৭
	২। নালকাটা	৬৯
	৩। পশ্চিম কর্মছড়া	৫২
	৪। পশ্চিম মাছলি	৫৫
	৫। পশ্চিম কাঠালছড়া	৬৪
	৬। ঢেউ আর এফ	৫১
	৭। পুর্ব কাঙ্গিল ছড়া	৬৫
	৮। চিচিং ছড়া	৫৬
	৯। নাইথংছড়া	৬৮
	১০। দক্ষিণ ধুমাছড়া	১০৫
	১১। উত্তর ধুমাছড়া	১০৭
	১২। সিন্দু কুমার পাড়া	৭৮
	১৩। মনু	৯৪
	১৪। ময়নামা	১১২
	১৫। ছৈলেংটা	৯১
	১৬। গয়নামা	৬৭
	১৭। ডলুছড়া	৫০

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	১৮। লবনছড়া	৬৪
	১৯। লংতরাই আর এফ	৫৭
	২০। বটতলা	৭৫
	২১। করাতিছড়া	৭৫
	২২। জামিরছড়া	১০৯
	২৩। পূর্ব মাছলি	১০২
	২৪। দামছড়া	৪৩
	২৫। লালছড়া	১২০
	২৬। পূর্ব করমছড়া	৫১
		১৯৭০
ছামনু ব্লক	১। পূর্বমালিধর	৫৮
	২। পশ্চিম মালিধর	৫৭
	৩। দেবাছড়া	৫২
	৪। জয়চন্দ্র পাড়া	৫৬
	৫। পশ্চিম ছামনু	৫৯
	৬। পূর্ব গোবিন্দ বাড়ী	৫৭
	৭। দুর্গাছড়া	৫৭
	৮। নাতিনমনু	৫৭
	৯। পশ্চিম গোবিন্দ বাড়ী	৫০
	১০। মকরছড়া	৬০
	১১। রাজধর	৬০
	১২। মানিক পুর	৬০
	১৩। পূর্ব ছামনু	৬১
	১৪। উত্তর লংতরাই	৫৬
		৮০০
মেলাঘর ব্লক	১। দশরথ বাড়ী	২৮
	২। তেল কাজলা	৪১
	৩। আরালিয়া	৪৭
	৪। বরদোয়ালা	২০
	৫। পদ্মিনী নগর	১৩
	৬। দক্ষিণ নলছড়	৪৭
	৭। পশ্চিম নলছড়	৪৫
	৮। রাজীবনগর	২৯

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	৯। পূর্ব চণ্ডীগড়	৫৭
	১০। কামরাঙ্গাটিলা	২৯
	১১। পশ্চিম দুর্লভ নারায়ণ	২২
	১২। উত্তর তৈবান্দাল	৩৪
	১৩। রামপদ পাড়া	১৩
	১৪। খেদাবাড়ী	৩২
	১৫। পশ্চিম মেলাঘর	২৫
	১৬। এন.সি.নগর	১৭
	১৭। কেমতলী	৪৩
	১৮। কুমারিয়াকুচা	৩৭
	১৯। রাঙামাটিয়া	২৩
	২০। পূর্ব দুর্লভ নারায়ণ	৩৫
	২১। লক্ষনডেপা	৪৭
	২২। কালীরাম	০৯
	২৩। বগাবাসা	৩৯
	২৪। যুবরাজ ঘাট	২২
	২৫। তকছা পাড়া	২৭
	২৬। মহনভোগ	৩১
	২৭। অন্নদাপুর	২৫
	২৮। পোয়াং বাড়ী	৪১
	২৯। প্রানতলী	৩১
	৩০। তৈভিলিং	৩২
	৩১। বেজিমারা	৩৮
	৩২। চান্দোল	৩৮
	৩৩। চন্দনপুর	২৬
	৩৪। জুমেরডেপা	৪৩
	৩৫। খাস চৌমহনী	৩৮
	৩৬। চণ্ডীগড়	১৮
	৩৭। দক্ষিণ তৈবান্দোল	২৫
	৩৮। চৌমহনী	৪১
	৩৯। পূর্ব মেলাঘর	৩০
	৪০। রুদিজলা	২৯
	৪১। উমাই	৪৩
	৪২। ইন্দিরা নগর	৩৩
	৪৩। দুর্গাপুর	৩০

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চাতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	৪৪। পূর্ব নলছড়	৪৯
	৪৫। ইন্দ্র কুমার পাড়া	২২
	৪৬। শিবনগর	২১
		১৪৬৫
কাঠালিয়া ব্লক	১। রবীন্দ্র নগর	৬৪
	২। শিবাপুর	৪৭
	৩। সোনাপুর	৬৮
	৪। মোনারচক	৩৩
	৫। ধনপুর	৩৪
	৬। উত্তর পাহাড়পুর	৪৫
	৭। দক্ষিণ পাহাড়পুর	৪৩
	৮। বাসপুকুর	৪৩
	৯। নির্ভয় পুর	২৩
	১০। উত্তর মহেশপুর	২৮
	১১। দক্ষিণ মহেশপুর	২৩
	১২। কাঠালিয়া	১৭
	১৩। কালীকৃষ্ণ নগর	৩৫
	১৪। নির্দ্ধা	৪৪
	১৫। ভবানীপুর	৪১
	১৬। মনাইপাঠর	৪৫
	১৭। জগৎরামপুর	২৪
	১৮। থালিবাড়ী	২৬
	১৯। কালীখলা	১৫
	২০। নবগ্রাম	০৬
		৭০৪
বক্সনগর ব্লক	১। কুলুবাড়ী	৩৫
	২। মতিনগর	৪১
	৩। ধনিরামপুর	৩৫
	৪। বিজয়নগর	৩০
	৫। কমল নগর	৩৫
	৬। অনন্দানগর	৩০
	৭। উত্তর কলমচুড়া	৩৫
	৮। দক্ষিণ কলমচুড়া	৩৫

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	৯। ময়নামা	৩৬
	১০। কলসীমুড়া	৪১
	১১। মধ্য বক্সনগর	৩৫
	১২। বক্সনগর	৩৫
	১৩। আশাবাড়ী	৩৫
	১৪। রহিম পুর	৩৫
	১৫। পুতিয়া	৩৫
	১৬। মানিক্য নগর	৩৫
	১৭। বালুরছড়া	৩৫
	১৮। দয়ালপাড়া	৩০
		৬২৭
	সোনামুড়া নগর পাঞ্চায়েত	২৭
বিশালগড় ব্লক	১। চাম্পামুড়া	৪৫
	২। গকুলনগর	৪৫
	৩। পূর্ব গকুল নগর	৩৭
	৪। এন. সি. নগর	৪২
	৫। মধুপুর	৪০
	৬। দক্ষিণ মধুপুর	৩০
	৭। কমলা সাগর	৪০
	৮। দেবীপুর	৩০
	৯। কোনাবন	৩০
	১০। রাধানগর	২০
	১১। কয়াডেপা	৩০
	১২। অরবিন্দ নগর	৩০
	১৩। পুরাথল রাজনগর	২০
	১৪। গনিয়ামারা	৫২
	১৫। কে. কে. নগর	৩০
	১৬। গজারিয়া	২০
	১৭। রঙ্গনাথপুর	৪৫
	১৮। বিশালগড়	৪০
	১৯। মুড়াবাড়ী	৬০
	২০। গৌতম নগর	৩৫
	২১। লক্ষীবিল	৪০

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	২২। গোপীনগর	৪২
	২৩। চন্দ্রনগর	৫২
	২৪। পাথালিয়া	২০
	২৫। গোলাঘাটি	৩৫
	২৬। কছরা	৪৭
	২৭। রাউতখলা	৫২
	২৮। উত্তর ব্রজপুর	৪২
	২৯। ব্রজপুর	৩০
	৩০। লালসিংমুড়া	২০
	৩১। উত্তর চড়িলাম	৪৭
	৩২। দক্ষিণ চড়িলাম	৪৭
	৩৩। ছেচরিমাই	২৫
	৩৪। নবীন নগর	৪৫
	৩৫। রামছড়া	২৫
	৩৬। বরজলা	২০
	৩৭। বিশ্রামগঞ্জ	৮৫
	৩৮। চেলিখলা	২০
	৩৯। বারানমুড়া	২০
	৪০। ছুতারমুড়া	২৫
	৪১। বংশী বাড়ী	১৩
	৪২। রামনগর	২০
	৪৩। রংমালা	২০
	৪৪। লাটিয়াছড়া	২০
	৪৫। চিকনছড়া	২৫
	৪৬। প্রমোদ নগর	৩৫
	৪৭। বাঁশতলী	২৫
	৪৮। পদ্মনগর	২০
	৪৯। আমতলী	৭৮
	৫০। দয়ারাম পাড়া	২৫
	৫১। পাঠালিয়াঘাট	৩০
	৫২। দারিয়াথল	১৩
	৫৩। গুলিরায়	৩০
		১৮১৪
ডুকলী ব্লক	১। পাণ্ডবপুর	৬৬

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	২। আরালিয়া	৪০
	৩। বাধারঘাট	৩৮
	৪। মধুবন	৫০
	৫। যোগেন্দ্রনগর	৬৪
	৬। বেলভর	৪১
	৭। সুভাষ নগর	৪৫
	৮। কালীদাস পাড়া	১৮
	৯। হ্‌পানিয়া	৫২
	১০। খাস মধুপুর	৮০
	১১। আনন্দ নগর	৬০
	১২। সূর্যমনিনগর	৪২
	১৩। রাজলক্ষ্মীনগর	৪৭
	১৪। পশ্চিম প্রতাপগড়	৩৩
	১৫। মলয় নগর	৪৬
	১৬। মহেশখলা	৪১
	১৭। উত্তর যোগেন্দ্র নগর	৭২
	১৮। পশ্চিম জরুলবাছাই	২৪
	১৯। পূর্ব জারুলবাছাই	২১
	২০। পূর্ব প্রতাপগড়	৫৯
	২১। কাঞ্চনমালা	২৮
	২২। দক্ষিণ বাধারধাট	৭৯
	২৩। ডুকলী	৬৮
	২৪। জারুলবাছাই	১৪
	২৫। শ্রীনগর	৩৬
	২৬। ভট্টপুকুর	৫৩
	২৭। বিক্রমনগর	৪৯
	২৮। চারিপাড়া	৪১
	২৯। ঈশ্বানচন্দ্র নগর	৩৭
	৩০। প্রতাপগড়	৫১
	৩১। পূর্ব আড়ালিয়া	৪৫
	৩২। পূর্ব যোগেন্দ্র নগর	৬২
	৩৩। সিদ্ধি আশ্রম	৩৮
	৩৪। অরুন্ধুতী নগর	২৯
	৩৫। গজারিয়া	৩৬
	৩৬। রাজনগর	৫৭

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
		১৬৫২
জম্পুইজলা ব্লক	১। কেন্দ্রাইছড়া	৩৫
	২। পূর্ব টাকারজলা	৩৩
	৩। জম্পুই জলা	৪১
	৪। হীরাপুর	২৭
	৫। অমরেন্দ্র নগর	৪৩
	৬। মধ্য গনিয়ামাড়া	৩৩
	৭। পশ্চিম টাকারজলা	৪১
	৮। কিল্লা বার্মা	৩৮
	৯। সাংকুমা বাড়ী	৬০
	১০। রতনপুর	৭৫
	১১। প্রভাপুর	২৬
	১২। উজান গনিয়ামারা	৩২
	১৩। যোগল কিশোর নগর	৬৭
	১৪। কলই বাড়ী	৩৩
	১৫। মোহনপুর	৪১
	১৬। পেকুয়াবজলা	৩৪
	১৭। উজান পাঠালিয়া	৩১
		৬৯২
সালেমা ব্লক	১। মোহনপুর	৩০
	২। বিলাশচড়া	৭২
	৩। নোয়াগাঁও	৫৮
	৪। মায়াছরি	৫০
	৫। হারের খলা	৫৮
	৬। মানিক ভাণ্ডার	৬৬
	৭। দুরাই শিববাড়ী	৩১
	৮। শ্যামরাই পাড়া	২৫
	৯। শ্রীরামপুর	২০
	১০। পশ্চিম লাম্বুছড়া	২৪
	১১। পূর্ব লাম্বুছড়া	২৫
	১২। কলাছরি	৬১
	১৩। কুচাইনালা	৭০
	১৪। হালহুলি	৫৮

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	১৫। মরাছড়া	৩৬
	১৬। ধনচন্দ্র পাড়া	১৪
	১৭। মহাবীর	৩০
	১৮। সেতবাই	১৬
	১৯। শিববাড়ী	২০
	২০। ছোট সুরমা	৪৮
	২১। চুলু বাড়ী	৪৮
	২২। দেবী ছড়া	৫৬
	২৩। হালাহালী	৯০
	২৪। পানভূয়া	৩৬
	২৫। অপারস্কর	৩৬
	২৬। নাকফুল	৩৪
	২৭। মহারানী	৩৬
	২৮। আভাঙ্গা	৩৮
	২৯। কাটালুতমা	২৮
	৩০। বড় লুতমা	৩০
	৩১। চানকাপ	৩০
	৩২। জামথুং	২৫
	৩৩। শিম্বুচক	২১
	৩৪। সালেমা	৬০
	৩৫। মেনাদি	৫০
	৩৬। আশাপূর্ণ বোয়াজা পাড়া	৩০
	৩৭। পশ্চিম ডলুছড়া	৩০
	৩৮। পূর্ব ডলুছড়া	৪৪
	৩৯। উত্তর কচুছড়া	৪০
	৪০। দক্ষিণ কচুছড়া	২৫
	৪১। ডাববাড়ী	৩২
	৪২। চমচুরিয়া	২০
	৪৩। বামনছড়া	৪৫
		১৬৯৭
	কমলপুর নগর পাঞ্চায়েত	১৮
মাতাবাড়ী	১। হলাখেত	২৭
	২। গর্জি	৩৬

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	৩। মুড়াপাড়া	৩৬
	৪। জলিখামার	১৩
	৫। তেপানিয়া	৭১
	৬। রাজনগর	৪৬
	৭। বর্নাইয়া	৫৯
	৮। উত্তর মহারানী	৫০
	৯। কালাবন	৩৬
	১০। ছিমাছমা	৩২
	১১। পূর্ব গকুলপুর	৪৪
	১২। দক্ষিণ বাগমা	৪৬
	১৩। ফুটামাটি	৩০
	১৪। পূর্বচন্দ্রপুর	৩৩
	১৫। তেনানা	২৯
	১৬। কুঞ্জবন	৫৬
	১৭। শালগড়া	৬৬
	১৮। মহাজনগর	৪১
	১৯। আদিপার	১৭
	২০। গর্জি ছড়া	৩৩
	২১। রাজারবাগ	৩৬
	২২। মাতাবাড়ী	৪৮
	২৩। বগাবাসা	৪৪
	২৪। চন্দ্রপুর	৫১
	২৫। চন্দ্রপুর আর.এফ.	৩৪
	২৬। পূর্ব মগ পুষ্করিনী	৪২
	২৭। কোয়াইমুড়া	৩৮
	২৮। পিত্রা	৫৪
	২৯। লক্ষীপতি	২৯
	৩০। ফুলকুমারী	৪৭
	৩১। করইমুরা	৪৬
	৩২। সোনামুড়া	২২
	৩৩। গামারিয়া	২৮
	৩৪। মহারানী	৩৯
	৩৫। ব্রহ্মছড়া	৩৬
	৩৬। পেরাটিয়া	২৯
	৩৭। ঈন্দিরানগর	৬৫

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	৩৮। গকুলপুর	৪৭
	৩৯। উত্তর চন্দ্রপুর	১৪
	৪০। দক্ষিণ মহারানী	৪৮
	৪১। খিলপাড়া	৫২
	৪২। উত্তর কলাবন	৩৬
	৪৩। চটারিয়া	৩৭
	৪৪। পূর্ব গর্জিছড়া	২৫
	৪৫। পশ্চিম খুপিলং	৫৩
	৪৬। পূর্ব ধ্বজনগর	৫৬
		১৮৭৭
কাকড়াবন	১। কুশামারা	৫৬
	২। কাকড়াবন	৫৮
	৩। রানী	৪২
	৪। পূর্ব মির্জা	৫৮
	৫। তুলামুড়া	৩৮
	৬। উত্তর তুলামুড়া	৩৭
	৭। মির্জা	৪২
	৮। গঙ্গাছড়া	৬০
	৯। মুড়াপাড়া	৩১
	১০। আমতলী	৫৯
	১১। গর্জমুড়া	৫৭
	১২। হদ্রা	৪৯
	১৩। জামজুরি	৫১
	১৪। দুধ পুষ্করিনী	৪৮
	১৫। ইচাছড়া	৪৪
	১৬। হরিজলা	৬০
	১৭। পূর্ব পল্টনা	৪৪
	১৮। পল্টনা	৪৭
	১৯। শিলাঘাটি	৪২
	২০। দক্ষিণ মির্জা	৪২
	২১। ধুপতলী	৪২
	২২। শামুকছড়া	৩১
	২৩। উত্তর শিলঘাটি	৩১
	২৪। দক্ষিণ রানী	৪৭

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	২৫। পূর্ব তুলামুড়া	১৮
		১১৩৪
কিল্লা	১। রাইয়া বাড়ী	৬৯
	২। উত্তর বড়মুড়া	৩৭
	৩। পূর্ব খুপিলং	৫৫
	৪। দক্ষিণ ব্রজেন্দ্রনগর	৬৪
	৫। দার্জিলিং বাড়ী	৪৩
	৬। নোয়াবাড়ী	৭১
	৭। কাচিগাং	৮৫
	৮। জলেমা	৬৭
	৯। কিল্লা	৭০
	১০। আঠার ভোলা	৪৮
	১১। ছয়গড়িয়া	৯২
	১২। উত্তর ব্রজেন্দ্রনগর	৩৫
	১৩। বাগমা	৬০
	১৪। দক্ষিণ বড়মুড়া	১০৮
		৮৯৯
	উদয়পুর নগর পঞ্চায়েত	৭৪
পানিসাগর	১। জলাবাসা	৮১
	২। পেকুছড়া	৩৮
	৩। রুয়া	৮১
	৪। পানিসাগর	৫৬
	৫। পশ্চিম পানিসাগর	৬৩
	৬। অগ্নিপাশা	৫০
	৭। চন্দ্রহালাম পাড়া	৩৩
	৮। বিলথই	৩৪
	৯। তিলথই	৪১
	১০। পশ্চিম তিলথই	৩০
	১১। মধুবন	৩৩
	১২। দক্ষিণ পদ্ম বিল	৫৬
	১৩। ইন্দুরাইল	৩৩
	১৪। উত্তর পদ্মবিল	৮৫
	১৫। নোয়াগাং	৩৩

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	১৬। জয়থাং	৩০
	১৭। বাগবাসা	৩৬
	১৮। দক্ষিণ গঙ্গানগর	৩৫
	১৯। উত্তর গঙ্গানগর	৩০
	২০। কামেশ্বর	৫০
	২১। তংগিবাড়ী	৫০
	২২। লালছড়া	৩৬
	২৩। ডুপিরবন	৪১
	২৪। যুবরাজনগর	৫১
	২৫। রাজনগর	৬০
	২৬। হাপলং	৫৯
	২৭। বাধপুর	৪০
	২৮। দেওয়ান পাশা	৬৫
	২৯। বালিডুম	৩৩
	৩০। শ্রীপুর	৫৫
	৩১। উল্টাখালি	৭০
	৩২। রামনগর	৩৫
	৩৩। দেওছড়া	৪৪
		১৫৯৭
কদমতলা	১। বরুয়া কান্ডি	১৪৭
	২। চন্দ্রপুর	১২০
	৩। রাগনা	২৯
	৪। ভাগ্যপুর	৬০
	৫। বিষ্ণুপুর	১৭২
	৬। ব্রজেন্দ্রনগর	১০৭
	৭। সাতসঙ্গম	৯১
	৮। রানী বাড়ী	১৮
	৯। তারকপুর	৫৪
	১০। কুটি	৭৭
	১১। কালাগাঙপার	৯৪
	১২। সারসপুর	১০৫
	১৩। কদমতলী	৫৮
	১৪। বাগান	৫২
	১৫। ফুলবাড়ী	১৩১
	১৬। উত্তর ফুলবাড়ী	৩২

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
	১৭। চুরাই বাড়ী	৫০
	১৮। লক্ষ্মীনগর	৭০
	১৯। শনিছড়া	৩৮
	২০। বালিছড়া	২০
	২১। গোবিন্দপুর	৮০
	২২। পূর্ব হুরুয়া	৮৬
	২৩। দক্ষিণ হুরুয়া	৪৩
	২৪। উত্তর হুরুয়া	৬১
	২৫। প্রত্যেরাই	৫৪
	২৬। ইচিলালছড়া	৬৮
		১৯১৭
	ধর্মনগর নগর পঞ্চায়েত	১২১
জম্পুই	১। পশ্চিম মনপুই	১৫
	২। ভাংমুন	২০
	৩। কালাগাং	৩০
	৪। ভাংশাং	১৮
	৫। লংগাই ভেলী	৩৫
	৬। সাবুয়াল	২৭
	৭। কনপুই	৩০
		১৮৫
দামছড়া	১। [illegible]	২১
	২। মনাছড়া	১৯
	৩। দামছড়া আর. এফ.	১৬
	৪। কাছারিছড়া	১৪
	৫। পিল্লাছড়া	২০
	৬। [illegible]	২০
	৭। [illegible]	২১
	৮। দামছড়া	২১
	৯। জুরি আর এফ.	২০
		১৮২
দশদা	গাও সভা ভিত্তিক হিসাবের তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।	৯৮২

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ড সংখ্যা
পাঁচারথল	গাও সভা ভিত্তিক হিসাবের সংগ্রহাধীন আছে	৩২৪
	আগরতলা পৌরসভা	৬৮৫
মান্দাই	১। মান্দাই	৪৪
	২। কাঠিরাম	৪৫
	৩। হারবাং	৫৯
	৪। খেংরাই	১৮
	৫। আশিগড়	৫১
	৬। দিনকবড়া	৩৯
	৭। বিশ্রাম বাড়ী	৪৫
	৮। পূর্ব বরজলা	৪৩
	৯। কাইবাই	৪৫
	১০। পাটনী	৬৪
	১১। পূর্ব নওয়াবাড়ী	৩৫
	১২। বোরাগা	৩৭
	১৩। শিবনগর	৫৬
	১৪। ওয়াখি নগর	৫৫
	১৫। আর.সি. নগর	৬০
	১৬। পূর্ব দেবন্দ্রনগর	৫৭
	১৭। দীনবন্দু নগর	২৫
	১৮। লক্ষীপুর	৫৫
	১৯। ভৃগুদাস বাড়ী	২৯
	২০। রবিয়া সর্দার	৩২
	২১। খামতিং বাড়ী	৩৯
		৯৩৩
	রানীরবাজার নগর পঞ্চায়েত	৭৬
হেজামারা	গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব তথ্য সংগ্রহাধীন আছে	৫৩১
জিরানিয়া	ঐ	১৪১৬
মোহনপুর	ঐ	১৪২৭

Admitted Un-stared Question No. 2.

Name of the Member :- Sir. Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister - in - charge of the Power Department be pleased to state -

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বিদ্যুতের মোট ঘাটতি কত মেগাওয়াট, এবং

২। এই বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। রাজ্যে বিদ্যুতের দৈনিক ঘাটতি ৪৭ মেগাওয়াট।

২। রাজ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলো হাতে নেওয়া হয়েছে।

ক) রোখিয়া (ফেইজ - ২) গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র — ১x২১ মেগাওয়াট এক্সটেনশান। এর কাজ শেষ করে গত ৩০ শে জুলাই ২০০২ ইং থেকে পরীক্ষামূলক ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে।

খ) বড়মূড়া গ্যাস ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ১x২১ মেগাওয়াট এক্সটেনশান। এর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায়, আগামী সেপ্টেম্বর ২০০২ ইং তে ইহা চালু হবে।

গ) উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের বা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্কীমের আর্থিক সহযোগীতায় রাজ্যে আরও বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ঘ) নিপকো রাজ্যে একটি ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ স্থাপন করতে যাচ্ছে। গত ১ লা মার্চ ২০০২ ইং তে সোনামূড়া মোনারচকে এর সরকার ঐ কেন্দ্র থেকে ৭০ মেগাওয়াট ক্রয় করবে।

Admitted Un-starred Question No. 3

Name of the Member :- Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। টি. এস. আর. এবং আই. আর. বাহিনীতে এস. টি. এস. সি সংরক্ষিত শূন্য পদ কয়টি (বাহিনী ভিত্তিক);

২। শূন্য পদ পূরণের কোন পরিকল্পনা আছে কি;

৩। থাকলে কবে; এবং

৪। না থাকলে তার কারণ?

উত্তর

১। আই. আর. ব্যাটালিয়ণসহ টি. এস. আর বাহিনীতে এস. টি., এস. সি-দের জন্য সংরক্ষিত মোট শূন্য পদের সংখ্যা ১২০০।

বাহিনী ভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

বাহিনীর নাম	এস. সি.	এস. টি.	মোট
১। টি. এস. আর. ষষ্ঠ ব্যাটেলিয়ণ পর্যন্ত	৩১২	৬৩৯	৯৫১

২। টি. এস. আর. -৭ম বি.এন.	৩৯	৮৮	১২৭
৩। টি. এস. আর. -৮ম বি.এন. (আই. আর)	৫৯	৬৩	১২২
মোট	৪১০	৭৯০	১২০০

৩। শূন্য পদ পূরণ করার বিষয়টি একটি প্রবাহমান প্রক্রিয়া। সরাসরি নিয়োগ, যোগ্য প্রার্থীদের পদোন্নতি এবং অবসর প্রাপ্ত সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর কর্মীদের মধ্য থেকে পুনর্নিয়োগের মাধ্যমে শূন্য পদগুলো পূরণের প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

৪। ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ৪নং প্রশ্নে উঠে না।

Admitted Un-starred Question No.4

Name of M.L.A. :- Sri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon,ble Minister in-charge of the Jeil Deptt be pleased to state -

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন কারাগারে নাসার বন্দীর সংখ্যা কত। (তাহার নাম ঠিকানা সহ কারাগারের হিসাব) এবং

২। ২৮ মার্চ ২০০০ ইং থেকে ৩১ মার্চ ২০০২ ইং পর্যন্ত ঐ আইনে সর্বমোট কতজন বন্দী হয়েছে?

উত্তর

১। বর্তমানে নাসায় বন্দীর সংখ্যা ৩(তিন) জন।

ধর্মনগর সাব জেইল

১। শ্রী দুলাইরাম রিয়াও a) চকলিটফা (CHKLETPHA) S/O রাইচরন রিয়াং নুতন পাড়া P.S. দামছড়া, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

২। শ্রী সঞ্জয় দাস S/O সুবোধ দাস। অগ্নিপাশা, P.S. পানিসাগর, উত্তর ত্রিপুরা ধর্মনগর।

কমলপুর সাব জেইল

১। শ্রী সনটন মালসুম S/O চন্দ্রসিং মালসুম ধনিছড়া P.S. আমবাসা, ধলাই, কমলপুর।

২। ১২৫ জন বন্দী হয়েছিল।

Admilled Un-starred Question No.14

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের আরক্ষা কর্মীদের ৩১/১/২০০২ ইং পর্যন্ত টি.এ. বাবদ বকেয়া ৫,৯৬,২৩,০৩৭ টাকার মধ্যে ৩১/৫/২০০২ ইং পর্যন্ত কত টাকা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, এবং ৩১/৫/২০০২ ইং পর্যন্ত টি.এ. বাবদ মোট বকেয়া (আরক্ষা কর্মীদের) অর্থের পরিমাণ কত;

২। আরক্ষা কর্মীদের টি.এ. বাবদ বকেয়া অর্থ কবে নাগাদ সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেওয়া হবে?

উত্তর

১। ৩১-১-২০০২ ইং পর্যন্ত আরক্ষা কর্মীদের টি. এ. বাবদ প্রাপ্য বকেয়া ৫৯৬.২৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৬০.৯০ লক্ষ টাকা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে ৩১-৫-২০০২ ইং পর্যন্ত। বাকী টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য অর্থ দপ্তর আরও ২২৯.৫১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। সুতরাং বকেয়া টি. এ. বাবদ বকেয়া অর্থের পরিমাণ ১০৫.৮২ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যেই ১-২-২০০২ ইং হইতে আরও কিছু টি. এ. বিল জমা পড়েছে এবং সেই বিলগুলি পরীক্ষা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

২। টি. এ. বাবদ প্রদেয় বাজেটে অনুমোদিত টাকা মঞ্জুরের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তবে প্রতিমাসে নূতন করে বিল জমা হচ্ছে। এতে হয়ত বছরের শেষে কিছু বকেয়া থেকে যাবে।

Admitted Un-starred Question No. 30

Name of the Member :- Sri Ratan Lal Nath

Will The Hon'ble Minister-in-charge of The Statistics Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরের বর্তমান মোট লোকসংখ্যা কত;

২। ত্রিপুরার বর্তমান লোকসংখ্যা কত,

৩। এর মধ্যে মহিলা কত, এবং পুরুষের সংখ্যা কত?

উত্তর

১। ভারতের রেজিষ্টার জেনারেলের ২০০১ সালের জনগননার প্রাথমিক (Provisional) রিপোর্ট অনুসারে আগরতলা শহরের মোট লোক সংখ্যা ১,৮৯,৩২৭ জন।

২। ভারতের রেজিষ্টার জেনারেলের ২০০১ সালের প্রাথমিক (Provisional) জনগননার রিপোর্ট অনুসারে ত্রিপুরার লোক সংখ্যা ৩১,৯১, ১৬৮ জন।

৩। এর মধ্যে মহিলা = ১৫,৫৫,০৩০ জন।

পুরুষ = ১৬,৩৬,১৩৮ জন।

Admitted Un-starred Question No. 31

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বৈরী সহযোগী রয়েছে,

২। সত্য হলে এর সংখ্যা কত (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব); এবং

৩। রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে বৈরী সহযোগী সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

৪। না নেওয়া হলে তার কারণ?

উত্তর

১নং, ২নং এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তর ঃ-

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কর্মরত কর্মচারীদের একাংশ বৈরী সহযোগী হিসাবে কাজ করছে এরূপ কোন সুনির্দিষ্ট সংবাদ রাজ্য সরকারের কাছে নেই। তবে পূর্বে এরূপ সংবাদ পাওয়া মাত্রই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করেন। দক্ষিণ ত্রিপুরার বগাফা ব্লকে তথ্য ও সংস্কৃতি অফিসার হিসাবে কর্মরত জনৈক মাধুর্য্য কলই এন. এল. এফ. টি বৈরী সহযোগী হিসেবে কাজ করছে এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাকে ৩০/১১/২০০১ ইং তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়।

৪। ১নং, ২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তরের জবাবে ৪নং প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-starred Question No. 33

Name of the Member :- Shri Ratanlal Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge of The Statistics Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা যোজনা পর্ষদের মোট সদস্য সংখ্যা কত;

২। ত্রিপুরা যোজনা পর্ষদের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা কি কি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন; (পৃথক পৃথক হিসাবে)

৩। ত্রিপুরা যোজনা পর্ষদের বর্তমান সদস্য তপন মিত্র কবে ত্রিপুরা যোজনা পর্ষদের সদস্য হিসাবে মনোনীত হয়েছেন;

এবং

৪। উনাকে রাজ্য সরকার থেকে আর্থিক সুবিধাসহ অন্যান্য কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে?

উত্তর

১। ত্রিপুরা যোজনা পর্ষদের মোট সদস্য সংখ্যা ২৯ (উনত্রিশ) জন;

২। ত্রিপুরা যোজনা পর্ষদের ভাইস-চেয়ারম্যান রাজ্যের একজন পূর্ণমন্ত্রীর সম মর্যাদা সম্পন্ন। তিনি সরকারী আবাস, অফিস, গাড়ী, টেলিফোন ইত্যাদি পেয়ে থাকেন। এছাড়া, বেতন এবং অন্যান্য ভাতাদি একজন পূর্নমন্ত্রীর সমান পেয়ে থাকেন। ত্রিপুরা যোজনা পর্যদের সদস্যরা যাহারা সরকারী কোন কোন পদে অধিষ্ঠিত নন তাঁহারা পর্যদের সভা এবং পর্যদের অন্যান্য কমিটিগুলির সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য ভ্রমন ভাত এবং মাহার্য ভাতা রাজ্য বিধান সভার একজন সদস্যের সমান হারে পাওয়ার বিধান আছে;

৩। ত্রিপুরা যোজনা পর্ষদের বর্তমান সদস্য শ্রীতপন মিত্র মহাশয় ৩০শে জুন ১৯৯৮ ইং ত্রিপুরা যোজনা পর্ষদের সদস্য হিসাবে মনোনীত হয়েছেন।

৪। রাজ্য যোজনা পর্ষদের সদস্য হিসাবে যে আর্থিক সুবিধা দেওয়ার বিধান আছে সেটাই উনাকে দেওয়া হয়। তার অতিরিক্ত অন্য কোন সুবিধা দেওয়া হয় না।

Admitted Un-starred Question No. 36

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে আরক্ষা কর্মীর মোট সংখ্যা কত; (আসাম রাইফেন্স/সি.আর.পি.এফ./টি.এস.আর./রাজ্য পুলিশ/হোমগার্ড ভলান্টিয়ার্স আলাদা আলাদা হিসাব) এবং (সংখ্যার হিসাব);

২। ত্রিপুরাতে মোট বর্তমানে কত সংখ্যক বি.এস.এফ. রয়েছে (সংখ্যার হিসাব);

৩। ত্রিপুরাতে বর্তমানে মোট কত সংখ্যক আর্মি রয়েছে (সংখ্যার হিসাব)

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে আরক্ষা কর্মীর আলাদা আলাদা হিসাব নিম্নরূপ ঃ

ক) আসাম রাইফেল	৪ ব্যাটেলিয়ণ।
খ) সি.আর.পি.এফ	১৪ ব্যাটেলিয়ণ।
গ) টি.এস.আর.	৮ ব্যাটেলিয়ণ।
ঘ) ত্রিপুরা পুলিশ	৮৭৫৮ জন।
ঙ) হোমগার্ড	২৯১৩ জন।

২। ত্রিপুরায় বর্তমানে বি. এস. এফ.-এর ৬টি রেগুলার ব্যাটেলিয়ণ আছে। এছাড়া ৩টি এড-হক ব্যাটেলিয়ণের আংশিক অংশ আছে।

৩। বর্তমানে ত্রিপুরায় কোন রেগুলার আমি নাই।

Admitted Un-starred Question No. 37

Name of the Members :- (1) Shri Ratan Lal Nath,
(2) Shri Birajit Sinha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে বর্তমানে কয়টি উগ্রপন্থী সংস্থা রয়েছে এবং তাদের নাম কি;

২। ত্রিপুরাতে যে কয়টি উগ্রপন্থী সংস্থা রয়েছে তাদের মোট সংখ্যা কত?
(উগ্রপন্থী সংখ্যা অনুযায়ী পৃথক পৃথক হিসাবে)

উত্তর

১নং, এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর ঃ-

আন ল ফুল এ্যাক্টিভিটিস (প্রিভেনশন) এ্যাক্ট, ১৯৬৭-এর ৩নং ধারায় (১) নং উপধারায় ২ (দুই)টি সংগঠন বেআইনী বলে ঘোষিত যথা, এ. টি. টি. এফ এবং এন. এল. এফ. টি.।

পরবর্তীকালে এন. এল. এফ. টি. বিভাজিত হয়ে নয়নবাসী জমাতিয়ার নেতৃত্বে একটি পৃথক দল গঠিত হয়। বি. এন. সিটি নামে এন. এল. এফ. টির অপর একটি উপদল রয়েছে।

উপরোক্ত দলগুলির আনুমানিক সদস্য সংখ্যা ১৪৮০ (এক হাজার চারশত আশি)।

সংস্থা অনুসারে পৃথক সংখ্যা নিম্নরূপ -

এ. টি. টি.এফ	৬০০ প্রায়
এন. এল. এফ. টি (বিশ্বমোহন গ্রুপ)	৬৫০ প্রায়
(নয়নবাসী গ্রুপ)	১৫০ প্রায় ৮৮০ প্রায়
বি. এন. সি. টি.	৮০ প্রায়
মোট	১৪৮০ প্রায়

Admitted Un-starred Question No. 41

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। বহিরাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের উপর নির্ভর না করে রাজ্যে Efficient Armed Branch - এর পুলিশ অফিসারদের টি.এস.আর. - এর অফিসারের পদে নিয়োগের জন্য "The Tripura State Rifles (Recruitment) Rules, 1984" সংশোধন করা হবে কি না?

২। না হলে তার কারণ?

উত্তর

১নং, ও ২নং প্রশ্নের উত্তর ঃ-

রাজ্যের পুলিশ অফিসারদের টি. এস. আরে নিয়োগে কোন বাধা নেই। টি. এস. আর. বাহিনীর উৎকর্ষতা রক্ষার স্বার্থে, লোক পাওয়া সাপেক্ষে (Subject to availability) প্রয়োজন অনুযায়ী অফিসারদের নিয়োগ করা হয়। সে অনুযায়ী ত্রিপুরা এবং বর্হিরাজ্য থেকে অফিসারদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

Admitted Un-starred Question No :- 58

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১৯৯৮ ইং সন হইতে ১২ই জুন ২০০২ ইং পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন বিন্ন কারাগার থেকে কতজন বন্দী পলায়ন করেছে?

উত্তর

২০০১ ইং সালের ১লা জুলাই এ উদয়পুর জেলা কারাগার থেকে ১১ জন বন্দী পলায়ন করেছে।

প্রশ্ন

উক্ত পলায়ন ঘটনায় যুক্ত সন্দেহে বা কর্মে গাফিলতির অভিযোগে কতজন জেল কর্মীকে উক্ত সময় কালে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং তাদের কতজনের উপর থেকে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

উক্ত পলায়ন ঘটনায় যুক্ত সন্দেহে বা কর্মে গাফিলতির অভিযোগে ৩ জন জেলকর্মীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। তাদের কারো উপর থেকে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়নি।

Admitted Un-starred Question No. 59

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার রাজ্য পুলিশের আধুনিকী করনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে গত পাঁচটি অর্থ বছরে কি ধরনের সহায়তা পেয়েছে; (অর্থ বরাদ্দের পরিমান সহ)

উত্তর

১। গত ৫ বৎসরে রাজ্য পুলিশের আধুনিকী করনের জন্য প্রদেয় সাহায্য ও অনুদানের হিসাব নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল

রাজ্য পুলিশের আধুনিকী করনে কেন্দ্রীয় সরকার

দু'ভাবে সহায়তা দিয়ে আসছেন

১) আর্থিক সহায়তা এবং ২) গাড়ী, অস্ত্র-শস্ত্র, বেতার ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ।

বিগত ৫ বছরের হিসাব

অর্থ বছর	আর্থিক সহায়তা (লক্ষ টাকার হিসাবে)			গাড়ী, অস্ত্র-শস্ত্র ও বেতার সরঞ্জাম (লক্ষ টাকার হিসাবে)
	মোট	অনুদান	ঋণ	
১৯৯৭-৯৮	২৪৬.৫৩	১২৩.২৬৫	১২৩.২৬৫	আনুমানিক ৫৭৫.৫৭২ লক্ষ টাকার
১৯৯৮-৯৯	২৩.২৬৫	১১.৬৩২৫	১১.৬৩২৫	,, ১৩২.৩৭৩ লক্ষ টাকার
১৯৯৯-২০০০	১৭৯.৭৯৫	৮৯.৮৯৭৫	৮৯.৮৯৭৫	,, ৯৯২.২৭৬ লক্ষ টাকার
২০০০-২০০১	৬৩৯.৫০০	৩১৯.৭৫০	৩১৯.৭৫০	,, ১৪৯২. ৩১০ লক্ষ টাকার
২০০১-২০০২	৫৬০.০০০	২৮০.০০০	২৮০.০০০	,, ১২.১২.২২৭ লক্ষ টাকার

Admitted Un-starred Question No. 64

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের প্রয়াত মন্ত্রী বিমল সিনহা হত্যার রহস্য উদঘাটনের জন্য গঠিত ইউসুফ কমিশন' তার রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে বেশ কিছু দিন আগেই জমা দিয়েছেন;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে ঐ রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বিমল সিনহা হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত বেশ কিছু ফৌজদারী মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকায় রিপোর্টটি জনসমক্ষে প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

Admitted Un-starred Question No. 65

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য প্রয়াত সদর মহকুমা শাসক সুখরাম দেববর্মা হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচনের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল;

২। ইহাও কি সত্য সেই কমিশন সাক্ষ্য বাক্য গ্রহন করে রাজ্য সরকারের কাছে তার রিপোর্ট পেশ করেছেন;

৩। ইহাও কি সত্য সেই কমিশনের নাম "সিংঘল কমিশন";

৪। যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সেই কমিশনের রিপোর্ট কবে নাগাদ জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। হ্যাঁ

৩। হ্যাঁ

৪। ফৌজদারী মামলার তদন্তের কাজ শেষ হয়েছে, তদন্তের রিপোর্ট তদন্তকারী পুলিশ অফিসার আদালতে দাখিল করেছেন। প্রমানাভাবে মামলা গ্রহন করা হয়নি, সুতরাং শ্রীঘ্রই তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে।

Admitted Un-starred Question No. 66

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। প্রয়াত সদর মহকুমা শাসক সুখরাম দেব্বর্মা হত্যার ঘটনায় এই পর্যন্ত কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে;

২। এই হত্যা মামলার তদন্তের অগ্রগতি কতটুকু ; এবং

৩। এই হত্যা মামলায় দোষীদের বিরুদ্ধে কবে পর্যন্ত চার্জশীট দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

উক্ত ঘটনায় এই পর্যন্ত মোট ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর

এই মামলার তদন্তের কাজ শেষ হয়েছে এবং তদন্তকারী পুলিশ অফিসার আদালতে রিপোর্ট দাখিল করেছেন। উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়ায় চার্জশীট না দিয়ে ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। আদালত সেই রিপোর্ট গ্রহন করেছেন।

Admitted Un-starred Question No :- 67

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। প্রয়াত বিধায়ক মধুসুদন সাহার হত্যা মামলায় এখন পর্য্যন্ত কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে;

২। ইহা হত্যা মামলার তদন্তের অগ্রগতি কতটুকু ; এবং

৩। এই হত্যা মামলায় দোষীদের গ্রেপ্তার করে কবে নাগাদ চার্জশীট দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১নং - ৩নং প্রশ্নের উত্তর

প্রয়াত বিধায়ক মধুসূদন সাহার হত্যা মামলাটি সি.বি.আই. এর তদন্তাধীন আছে। তদন্ত সম্পর্কীয় কোন খবর রাজ্য সরকারের জানা নাই।

Admitted Un-startred Question No :- 68

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ ইং সন হইতে ১২ই জুন ২০০২ ইং পর্যন্ত সারা রাজ্যের থানাগুলিতে কয়টি পুলিশ কেইস রেজিষ্ট্রী হয়েছে? (বৎসর ভিত্তিক ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা সহ এজাহারের সংখ্যা পৃথক পৃথক)।

উত্তর

১। ১৯৯৮ ইং সন হইতে ১২ই জুন ২০০২ ইং পর্যন্ত সারা রাজ্যের থানাগুলিতে রেজিষ্ট্রীকৃত কেইসের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নম্বর	থানার নাম	আই.পি.সি.	নন আই.পি.সি. কেইস্	সি.আর.পি.সি কেইস্	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	পূর্ব আগরতলা	১০২৭	১৮	১৫০৫	৩	২৫৫৩
২	পশ্চিম আগরতলা	১৫৯৪	২৫	১৬২৩	৫	৩২৪৭
৩	সিধাই	৩৯০	১৪	৯১২	১	১৩১৭
৪	এয়ারপোর্ট	২৩৮	৪	৩৮৮	১	৬৩১
৫	জিরানিয়া	৫৭০	১৮	১১৭২	—	১৭৬০
৬	শ্রীনগর	৩২	—	৯৯	—	১৩১
৭	আমতলী	৪২৯	৪	১২১৪	—	১৬৪৭
৮	বিশালগড়	৫২২	১১	১৩২৮	১	১৮৬২
৯	টাকার জলা	১৯৮	৫	২৪০	—	৪৪৩
১০	সোনামুড়া	৩৮২	৭	১১৬০	১	১৫৫০
১১	মেলাঘর	২৬০	১০	৬০৭	১	৮৭৮
১২	কলমচৌড়া	১৮৪	৬	৫১৩	১	৭০৪
১৩	যাত্রাপুর	১৪৬	৪	৯১৯	—	১০৬৯
১৪	তেলিয়ামুড়া	৪২৪	১৪	১২০৮	২	১৬৪৮
১৫	কল্যাণপুর	৩২৬	১৪	৬১৪	—	৯৫৪
১৬	খোয়াই	৩৩৫	১৫	৫৪৮	১	৮৯৯
১৭	চাম্পাহাওড়	৪২	১	৯৪	—	১৩৭
১৮	কমলপুর	৩১৮	৭	১৩৭৯	—	১৭০৪
১৯	সালেমা	১৩৬	৫	৫৪	—	১৯৫
২০	আমবাসা	২০৪	৮	১৩৪৩	—	১৫৫৫
২১	কচুছড়া	২১	১০	৮২	—	১১৩
২২	মনু	২৬৫	৯	১৬৩৮	—	১৯১২
২৩	ছামনু	৯৪	৮	১৩	—	১১৫
২৪	গঙ্গানগর	১৭	২	৫	—	২৪
২৫	গন্ডাছড়া	৭১	২	৬৬৯	—	৭৪২
২৬	রৈশ্যা বাড়ী	৪৩	৭	৫	—	৫৫
২৭	ধর্মনগর	৪৭৫	১৮	২৫০	—	৭৪৩
২৮	কৈলাশহর	৬৫৭	১০	৩০৫	—	৯৭২
২৯	পানিসাগর	২৯৭	৫	১৫০	—	৪৫২
৩০	দামছড়া	১০৭	৩	৩২	—	১৪২
৩১	পেচাঁরথল	১৯৭	৯	৮০	—	২৮৬
৩২	খেদাছড়া	৭	—	—	—	৭
৩৩	ভাংমুন	২৩	১৪	৩	—	৪০

ক্রমিক নম্বর	থানার নাম	আই.পি.সি.	নন আই.পি.সি. কেইস্	সি.আর.পি.সি কেইস্	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৪	কাঞ্চনপুর	৩৫০	১২	১৩৫	—	৪৯৭
৩৫	কুমারঘাট	৩১৪	১১	১২৫	—	৪৫০
৩৬	চুড়াইবাড়ী	২৮৪	৪	৯৫	- -	৩৮৩
৩৭	আর.কে.পুর	৬১৩	২১	—	৫২৮	১১৬২
৩৮	কিল্লা	১০৩	১৮	২১	—	১৪২
৩৯	শান্তিরবাজার	২৬৭	১৫	১৬৩	২৮০	৬২৫
৪০	বাইখোরা	২৭৬	৬	—	—	২৮২
৪১	বিলোনীয়া	৬২৫	২০৬	৭৯২	২৫৬	১৮৮২
৪২	পি.আর. বাড়ী	২২৪	৪	৪৫৫	৪৩৭	১১২০
৪৩	মনুবাজার	১৯৫	২		১৬	২১৩
৪৪	সাব্রুম	২৭৫	১৩		---	২৮৮
৪৫	বীরগঞ্জ	২৬২	২৭৩	---	- -	৫৩৫
৪৬	নূতন বাজার	১৭৯	২	—	৩৪	২১[illegible]
৪৭	অম্পি	৭৯	১		১২	৯২
৪৮	তৈদু	৮৯	—	---	-	৮৯
	মোট	১৮ ১৬৭	৮৭৫	২১,৯৩৮	১৭৮০	[illegible]

Admitted Un–startred Question No :- 69

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon`ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ ইং সন হইতে ২০০২ ইং সনের ১২ই জুনপর্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা থানাগুলিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ;

২। উক্ত সময়ে সারা রাজ্যে কয়টি যান দুর্ঘটনা হয়েছে, এবং এর মধ্যে কতজন নিহত হয়েছেন এবং কতজন আহত হয়েছেন , এবং

৩। উক্ত সময়ে সারা রাজ্যে কয়টি অগ্নি কাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ?

উত্তর

১। ৪৪৮০ টি ঘটনা থানায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

২। উক্ত সময়ে মোট ২৫৪৫ টি যান দুর্ঘটনা হয়েছে, এবং তাতে মোট ৬৫৫ জন নিহত ও ৩৮৩৫ জন আহত হয়েছেন।

৩। ৪২৩৮ টি।

Admitted Un-startred Question No :- 70

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ ইং সন হইতে ২০০২ ইং সনের ১২ই জুন পর্য্যন্ত রাজ্যে উগ্রপন্থা জনিত কারনে এবং সন্ত্রাস জনিত কারনে মোট কত লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, (জেলা ভিত্তিক হিসাব);

২। এর মধ্যে বর্তমানে কত লোক তাদের স্ব স্ব ভূমিতে ফিরে গিয়েছে এবং বসবাস করেছেন ; (জেলা ভিত্তিক হিসাব) ;

৩। যারা ফিরে যেতে পারেনি তাদের সংখ্যা কত, এবং বর্তমানে তারা কোথায় রয়েছেন এবং কি ভাবে জীবন ধারন করেছেন ? (জেলা ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। ১৯৯৮ ইং হইতে ১২ই জুন ২০০২ পর্যন্ত মোট ৫৮,৭৮৫ জন বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, জেলা ভিত্তিক হিসাবে নিম্নরূপ ঃ-

১।	দক্ষিণ জেলা	—	১০,২২৭ জন
২।	ধলাই জেলা	—	১,৬২০ জন
৩।	উত্তর জেলা	—	৫,৫২৬ জন
৪।	পশ্চিম জেলা	—	৪১,৪১২ জন
			৫৮,৭৮৫ জন

২। এরমধ্যে যে সকল লোক স্ব স্ব ভূমিতে ফিরে গিয়েছেন তাদের জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

১।	দক্ষিণ জেলা	—	১৯৬৭ জন
২।	ধলাই জেলা	—	১১০৪ জন
৩।	উত্তর জেলা	—	৩৮৬৩ জন
৪।	পশ্চিম জেলা	—	১৪,৬৩৩ জন
			২১,৫৬৭ জন

৩। ৩৭,২১৮ জন ফিরে যেতে পারেন নি জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

১।	**দক্ষিন জেলা ঃ**	৮২৬০ জন তাদের প্রায় সকলেই স্ব স্ব আত্মীয় স্বজননের নিকট বা আত্মীয় স্বজনের কাছা কাছি ভাড়া বাড়ীতে আছেন।
২।	**ধলাই জেলা ঃ**	৫১৬ জন সকলেই ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে আত্মীয় স্বজন অথবা তাদের কাছাকাছি ভাড়া বাড়ীতে আছেন।
৩।	**উত্তর জেলা ঃ**	১৬৬৩ জন দশদা ও আনন্দ বাজার অস্থায়ী ক্যাম্পে আছেন এবং সরকারী অনুদান নিচ্ছেন।
৪।	**পশ্চিম জেলা ঃ**	২৬,৭৭৯ জন তাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে ও পরিচিত বন্ধু বান্ধবের কাছাকাছি ভাড়া বাড়ীতে আছেন।

Admitted Un-startred Question No :- 73

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৫-৯৬ ইং অর্থ বছর থেকে ২০০১-২০০২ ইং অর্থ বছর পর্যন্ত এম, পি, লোক্যাল এরিয়া ডেভেলাপমেন্ট স্কীমে ত্রিপুরার জন্য মোট কত টাকা মঞ্জুরী হয়েছে , (অর্থ বছর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৯৫-৯৬ ইং অর্থ বছর থেকে ২০০১-২০০২ ইং অর্থ বছর পর্যন্ত এম, পি, লোক্যাল এরিয়া ডেবেলাপমেন্ট স্কীমে ত্রিপুরার জন্য মোট মঞ্জুরীকৃত টাকা নীম্নে দেওয়া হইল।

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা	রাজ্যসভা	পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা	মোট
১৯৯৫-৯৬	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৩০০.০০
১৯৯৬-৯৭	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৩০০.০০
১৯৯৭-৯৮	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	২০০.০০
১৯৯৮-৯৯	২০০.০০	২০০.০০	১৫০.০০	৫৫০.০০
১৯৯৯-২০০০	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	৪০০.০০
২০০০-০১	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	৬০০.০০
২০০১-০২	২০০.০০	২০০.০০	৪৫০.০০	৮৫০.০০
	১১০০.০০	১০০০.০০	১১০০.০০	৩২০০.০০

প্রশ্ন

২। উক্ত সময়ে উক্ত প্রকল্পে সারা রাজ্যে কি কি কাজ হয়েছে এবং কোথায় কোথায়; (অর্থের পরিমান এবং কাজের তালিকা সহ আলাদা আলাদা হিসাব) ; এবং

উত্তর

২। উক্ত সময়ে উক্ত প্রকল্পে সারা রাজ্যে যে যে কাজগুলি হয়েছিল তাহার নাম, অবস্থান এবং অর্থের পরিমান সহ বিস্তারিত বিবরন নীচে দেওয়া হইল।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কাজের নাম ও অবস্থান	মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমান	খরচ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১।	বটতলা বাজারে মার্কেট সেড নির্মান	১০.০০	১০.০০	
২।	সোনামুড়ায় মার্কেট কনপ্লেক্স নির্মান	৫.০০	৫.০০	
৩।	সোনামুড়ায় গ্যালারী নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	

৪।	জি.বি. বাজারে মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ	১০.০০	১০.০০	
৫।	লেইক চৌমুহনীতে মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ	১০.০০	১০.০০	
৬।	মান্দাই বাজারে কমিউনিটি হল নির্মাণ	২.০০	২.০০	
৭।	খয়েরপুর সব্জী বাজার নির্মাণ	২.০০	২.০০	
৮।	বনিক্য চৌমুহনীতে সব্জী বাজার নির্মাণ	১.০০	১.০০	
৯।	দেবতাবাড়ী মেলা প্রাঙ্গনে মাটি ভরাট ও পাকা ড্রেইন নির্মাণ	১.০০	১.০০	
১০।	চম্পকনগরে মাটি ভরাট ও পাকা ড্রেইন নির্মাণ	২.০০	২.০০	
১১।	রানীর বাজারে টাউন হল নির্মাণ	৪.০০	৪.০০	
১২।	শিবনগরে কমিউনিটি ক্যাটল সেড নির্মাণ	২.০০	২.০০	
১৩।	পঃ নলীয়াতে কমিউনিটি ক্যাটল সেড নির্মাণ	২.০০	২.০০	
১৪।	ফড়াটিকছগ বাজারে সেল হল নির্মাণ	১.০০	১.০০	
১৫।	টাউন ইন্দ্রনগরে বালোয়ারী ঘর নির্মাণ	১.০০	১.০০	
১৬।	ভাটি অভয়নগরে জে.বি. স্কুল নির্মাণ	১.৫০	১.৫০	
১৭।	মোলা পাড়ায় বালোয়ারী ঘর নির্মাণ	০.৫০	০.৫০	
১৮।	বটতলা বাজারে পাকা ড্রেইন নির্মাণ	২.০০	২.০০	
১৯।	খোসবাগানে আশ্রায়ন নির্মাণ	৪.০০		কাজ চলছে
২০।	মালিবস্তীতে বালোয়ারী ঘর নির্মাণ	.৫০	০.৫০	
২১।	ত্রিপুরা স্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোম নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
২২।	খাস চৌমুহনী উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ	৩.২০	৩.২০	
২৩।	ঈশানচন্দ্রনগর উচ্চতর বিদ্যালয় নির্মাণ	৩.২০	৩.২০	
২৪।	বেরীমুড়া উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ	৩.০০	৩.০০	
২৫।	রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যামন্দির নির্মাণ	১.০০	১.০০	
২৬।	লোকার ছড়া বাঁধ নির্মাণ	৪.০০	—	কাজ চলছে
২৭।	বিশালগড় টাউন হল নির্মাণ	৭.০০	৭.০০	
২৮।	মোলাঘর টাউন হল নির্মাণ	৭.০০	৭.০০	
২৯।	তেতুঁই ছড়ায় বাঁধ নির্মাণ	৪.০০	৪.০০	
৩০।	রামঠাকুর পাঠশালা (বালক) বিদ্যালয় নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
৩১।	বেবীমুড়া উচ্চতর বিদ্যালয় নির্মাণ	৬.০০	৬.০০	
৩২।	প্রাচ্যভারতী বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ সংস্কার	০.৫০	০.৫০	
৩৩।	বেলবাড়ী এস.বি. বিদ্যালয় নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	
৩৪।	জয়নগর (দক্ষিণ) বালিকা বিদ্যালয় নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	

৩৫। লেফুঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ	৮.০০	৮.০০	
৩৬। গামছাকবরা উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ	৮.০০	৮.০০	
৩৭। ভুইওরাণ্ডাল উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ	১০.০০	১০.০০	
৩৮। দঃ কালীটেপা বিদ্যালয় নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	
৩৯। পূঃ আরালিয়া বিদ্যালয় নির্মাণ	২.৫৬	২.৫৬	
৪০। হাতিরলেডা জে.বি. বিদ্যালয় নির্মাণ	২.৫৬	২.৫৬	
৪১। নীলপুর্ণ কলোনী জে.বি. স্কুল নির্মাণ	২.৫৬	২.৫৬	
৪২। তমাকারী এস.বি. স্কুল নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	
৪৩। কাম্বুকছড়া এস.বি. স্কুল নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	
৪৪। রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যামন্দির উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	
৪৫। জম্পুইজলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ	৮.০০	—	কাজ চলছে
৪৬। আম্বেদকর মডেল এস.বি. স্কুল নির্মাণ	[illegible]	২.৫৬	
৪৭। উইমেন্স্ কলেজের কালচারেল হল নির্মাণ	[illegible]		কাজ চলছে
৪৮। ১৭টি এম্বুলেন্স্ ক্রয়	[illegible]	৭০.৭৬	
৪৯। রানীর বাজারে টাউন হল নির্মাণ	২৫.৫৭	২৫.৫৭	
৫০। বিজয়নগরে ইরিগেশন বাঁধ নির্মাণ	৬.৭২	৬.৭২	
৫১। খেজুরী বাগানে অঙ্গনাদী সেন্টার নির্মাণ	১.৫০	১.৫০	
৫২। সিপাহীজলা বিদ্যালয়ের উপজাতি ছাত্রাবাস নির্মাণ	৫.০০	--	কাজ চলছে
৫৩। কাকুনমালায় মিনি ডিপ টিওব ওয়েল নির্মাণ	০.৮১	০.৮১	
৫৪। লারমাছড়ায় কালর্ভাট নির্মাণ	৩.০০	৩.০০	
৫৫। লক্ষ্মীছড়ায় কালভার্ট নির্মাণ	৩.০০	৩.০০	
৫৬। চম্পকনগরে কমিউনিটি হল নির্মাণ	৩.০০	৩.০০	
৫৭। জিরানীয়ায় ৩০০ আসন বিশিষ্ট কমিউনিটি হল নির্মাণ	৪.০০	৪.০০	
৫৮। চম্পকনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ...টি অতিরিক্ত শ্রেণী ঘর নির্মাণ	৪.০০	--	কাজ চলছে
৫৯। টাউন প্রতাপগড়ে সূর্য্যসেন [illegible] কেন্দ্র নির্মাণ	১.০০	১.০০	
৬০। ৩০০ আসন বিশিষ্ট যোগেন্দ্রনগরে কমিউনিটি হল নির্মাণ	১০.০০	--	কাজ চলছে
৬১। অরুন্ধতীনগর শ্রমিক প্রশিক্ষন কেন্দ্রের বাউন্ডারী নির্মাণ	২.৬০	২.৬০	
৬২। অরুনন্ধুতীনগর মূল খাদ্যগুদামের শ্রমিকদের জন্য কমিউনিটি হল নির্মাণ	২.৫০	২.৫০	
৬৩। নলছড় বাজারে বাজার সেড নির্মাণ	১.৫০	১.৫০	

৬৪। সোনামুড়া কামরাঙ্গাতলীতে ফলের রস উৎপাদন প্রশিক্ষন কেন্দ্রে ঘর নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	
৬৫। সোনামুড়া দুলর্ভ নারায়ন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ	১০.০০ ২.৫৬	১০.০০ ২.৫৬	
৬৬। সোনামুড়ার বড়দোয়াল জে.বি স্কুলের খর নির্মাণ	৮.০০	৮.০০	
৬৭। সোনামুড়ার লক্ষনডেপা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	
৬৮। সোনামুড়ার তক্সাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ	৮.০০	৮.০০	
৬৯। নলছড় উচ্চ-বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ	৮.০০	—	কাজ চলছে
৭০। বক্সনগরের ময়নামাতে কাউশেড নির্মান করা	২.৫০	২.৫০	
৭১। সোনামুড়ার আশাবাড়ী বাজারে কাউশেড নির্মাণ	১.৫০	১.৫০	
৭২। বক্সনগরে ৩০০ আসন বিশিষ্ট কমিউনিটি হল নির্মাণ	১০.০০	১০.০০	
৭৩। সোনামুড়ার বাতাদোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ	৮.০০	৮.০০	
৭৪। ভেলুয়ার চর উচ্চ বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	
৭৫। সোনামুড়ার রহিমপুর বাজার শেত নির্মাণ	১.৫০	১.৫০	
৭৬। সোনামুড়ার কলখচৌড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস হল নির্মাণ	২.০০	২.০০	
৭৭। সোনামুড়ার ইন্ধুরিয়া এস. বি. স্কুলের ঘর নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	
৭৮। কাঠালিয়াতে ৩০০ আসন বিশিষ্ট কমিউনিটি হল নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
৭৯। কলাছড়া নদীর উপর মোরাবাড়ীতে এস. পি. টি. পুল নির্মাণ	৩.০০	৩.০০	
৮০। সোনামুড়ার কলসীমুড়া গাঁও পঞ্চায়েতে সেচের জন্য গভীর নলকুপ বসানো	১০.০০	১০.০০	
৮১। সোনামুড়ার বাতাদোলা গাঁও পঞ্চায়েতে সেচের জন্য গভীর নলকুপ বসানো	১০.০০	১০.০০	
৮২। বিশালগড় টাউন হল নির্মাণ	২২.৮০	২২.৮০	
৮৩। মেলাঘরে টাউন হল নির্মাণ	২২.৮০	২২.৮০	
৮৪। আখাউরা রাস্তা থেকে ভায়া পি.ই.সি. ইট ভাটা হয়ে কালাপানিয়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	১০.০০	১০.০০	
৮৫। বিশালগরের কসবা দীঘির নিকট পার্ক নির্মাণ	৪.০০	—	কাজ চলছে
৮৬। বিশালগরের কসবা দীঘির নিকট পিকনিকের জায়গা নির্মাণ	৪.০০	—	কাজ চলছে
৮৭। আগরতলার রাধানগর মোটর স্টান্ডে পাকা ড্রেইন/বাস রাখার জন্য ইটের রাস্তা নির্মাণ	১৩.০০	—	কাজ চলছে
৮৮। আগরতলার হরিশঠাকুর রোডের বীরচন্দ্র শিশু	২.৫৬	২.৫৬	

	বিদ্যামন্দির নির্মাণ			
৮৯।	খাদি ও গ্রামোদ্যোগ শিল্প বোর্ডের প্রশিক্ষন এবং বিক্রয়কেন্দ্র নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
৯০।	সোনামুড়াতে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	১৫.০০	১৫.০০	
৯১।	আগরতলার বটতলা বাজারের ড্রেনের জন্য অতিরিক্ত তহবীল প্রদান	৫.৪৭	৫.৪৭	
৯২।	ভাটি অভয়নগরে জে.বি স্কুলের নির্মানের জন্য অতিরিক্ত তহবীল প্রদান	১.০৩	১.০৩	
৯৩।	ত্রিপুরা স্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোম নির্মাণ (আগরতলায়)	৪০.০০	—	কাজ চলছে
৯৪।	বটতলা মহাশ্মশান থেকে দশমীঘাট পর্যন্ত পাকা ড্রেইন নির্মাণ	১৫.৩১	১৫.৩১	
৯৫।	আগরতলা আই.জি.এস হাসপাতালের ঘর এস্টেনশন করা	১০.০০	১০.০০	
৯৬।	আগরতলায় টি.আর.টি.সি. টারমিনাসের জন্য লেবটারি (সুলভ ইন্টারনেশনাল) নির্মাণ	৬.০০	৬.০০	
৯৭।	সোনামুড়ায় কালিয়ামুড়া করবখানার বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	১.০০	১.০০	
৯৮।	সোনামুড়ার ওয়ার্ড নং ২, ৩, ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং এ বাথিং ঘাট নির্মাণ	৩.০০	৩.০০	
৯৯।	সোনামুড়া টাউন ও রিক্সা স্টান্ড নির্মাণ	১.৫০	১.৫০	
১০০।	সোনামুড়া টাউন এর জন্য ডাস্টবিন নির্মাণ	০.৩০	০.৩০	
১০১।	সোনামুড়া টাউন এ নজরুল পার্ক নির্মাণ	০.৫০	০.৫০	
১০২।	সোনামুড়া বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য সাইকেল স্টাণ্ড নির্মাণ	০.৫০	০.৫০	
১০৩।	পূর্ব নোয়াবাদী উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ	৮.০০	৮.০০	
১০৪।	মান্দাই বালিকা বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ	৮.০০	৮.০০	
১০৫।	কালীনগর উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ	৮.০০	৮.০০	
১০৬।	উরিষ্যায় বিধস্ত ঝরে আক্রান্ত শরনার্থীদের জন্য টাকা প্রদান	১০.০০	১০.০০	
১০৭।	বীরচন্দ্রমনুতে কালচারেল হল ও বাউন্ডারি ওয়াল (সহিদ) নির্মাণ	১৮.৪৬	১৭.৩৯	কাজ চলছে
১০৮।	ডুপতলী উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ	৪.০০	৪.০০	
১০৯।	হরিজলা হইতে গঙ্গাছড়া পর্যন্ত নদীর পাড়ে বাঁধ (এমব্যাস্কমেণ্ড)	১০.০০	১০.০০	

১১০।	কাকড়াবনে ৩০০ আসন বিশিষ্ট কমিউনিটি হল নির্মান	১০.০০	—	কাজ চলছে
১১১।	নেতাজী সুভাষ চন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের ঘর নির্মান	১০.০০	১০.০০	
১১২।	কালীপ্রসাদ চৌধুরী পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর নির্মান	৫.০০	৫.০০	
১১৩।	পশ্চিম চরকবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	
১১৪।	রাজার বাগ মোটর স্টাণ্ডে সেনিটারি লেট্রিন/পেসেঞ্জার শেড নির্মাণ	৯.০০	৯.০০	
১১৫।	শান্তির বাজার মার্কেটের উন্নয়ন	১০.০০	—	কাজ চলছে
১১৬।	বগাফায়, শচীন্দ্র গারো উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ	৮.০০	৮.০০	
১১৭।	বিলোনিয়ার চন্দ্রনাথ চৌধুরী পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ	৮.০০	২.৬৮	কাজ চলছে
১১৮।	বিলোনীয়ার কালীনগর মোটর স্টাণ্ডে শোলভ লেবটারি নির্মাণ	৫.০০	২.০০	কাজ চলছে
১১৯।	বংকর বাজারে সব্জী বিক্রেতাদের জন্য সেড নির্মাণ	১.৫০	১.৫০	
১২০।	দঃ বিলোনীয়া জে. বি. স্কুল নির্মাণ	২.৫৬	২.৫৩	
১২১।	বিলোনীয়ার বিদ্যাপীঠ জে.বি. স্কুল নির্মাণ	২.৫৬	২.৫৬	
১২২।	৩০০ আসন বিশিষ্ট বড়পাঠারী কমিউনিটি হল নির্মাণ	১০.০০	৬.০৯	কাজ চলছে
১২৩।	রাজনগর বাজারে মার্কেট ষ্টল নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
১২৪।	বি. কে. আই. বিদ্যালয়ের ইন্দোর স্পোরট্ কমপ্লেক্স নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
১২৫।	বিলোনীয়ার বাগানবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ	৮.০০	২.৪৫	কাজ চলছে
১২৬।	উদয়পুর শহরে মাছ বাজার নির্মান করা	৩.০০	৩.০০	
১২৭।	সরূপানন্দ আশ্রম হইতে বিভুদাসের বাড়ী এবং নরেশ ঘোষের বাড়ী হইতে বিশু দাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান	০.৫০	—	কাজ চলছে
১২৮।	রবীন্দ্রপল্লী এস.সি. সেন্টার হইতে প্রদীপ দত্তের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান	০.৫০	০.৪৬	কাজ চলছে
১২৯।	অমুল্য দাসের বাড়ী হইতে জাতীয় সড়ক পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	১.৩০	১.২৫	কাজ চলছে
১৩০।	রাজনগর ব্লকের অন্তর্গত ভারতচন্দ্র নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর নির্মান	৮.০০	২.৪৫	কাজ চলছে
১৩১।	উদয়পুরের জামজুরি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ	১০.০০	০.৯০	কাজ চলছে
১৩২।	ব্রহ্মবাড়ী তেমাথা হইতে প্রদীপ চৌধুরী বাড়ী এবং শ্রীমতি গৌরী সিনহার বাড়ী হইতে আলক বর্দ্ধনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	০.৯০	০.৬১	কাজ চলছে
১৩৩।	দীপক দাসের বাড়ী হইতে ফিসারী কোয়ার্টার	০.৩৫	০.৩২	কাজ চলছে

	এবং গুরুধন বাড়ী হইতে গৌঙ্গাদাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ			
১৩৪।	নারায়ন সরকার বাড়ী হইতে প্রদীপ দাসের বাড়ী এবং ক্ষিতিশ নন্দীর বাড়ী হইতে মধ্য পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মান করা	০.৭৮	০.৩০	কাজ চলছে
১৩৫।	খোকন কর্মকাররের বাড়ী হইতে মরাগাং এবং জাতীয় সড়ক হয়ে রঞ্জীত গোস্বামীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	০.৭৮	০.৭৮	
১৩৬।	অতিরিক্ত এস.পি.এর কোয়াটারের বিপরীত রাস্তা হইতে (একটিকালর্ভাট) নিউ টডিন হইতে দাস পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	০.৬০	০.৪০	কাজ চলছে
১৩৭।	মোলাকা মিঞা বাড়ী হইতে জোনাক মিঞা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	১.৫০	—	কাজ চলছে
১৩৮।	ধ্রুব কান্তা বনিকের বাড়ী হইতে নিয়তি মুমজুদারের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেইন নির্মান করা	০.৫৬	—	কাজ চলছে
১৩৯।	শশাঙ্ক সাহা বাড়ী হইতে শ্যামল পালের বাড়ী এবং চারু ঘোষের বাড়ী হইতে নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর বাড়ী পর্যন্ত ড্রেইন নির্মাণ করা	০.৯২	০.৯২	
১৪০।	গুরুধন দাসের বাড়ী হইতে গৌরাঙ্গ দাসের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেইন নির্মাণ	০.৫০	০.৫০	
১৪১।	বড়দোয়ালী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গোল্ডেন জুবিনি ক্যাম্পাস ঘর নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
১৪২।	মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়েল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য দ্বিতলে লেবটারি নির্মাণ	৮.০০	—	কাজ চলছে
১৪৩।	কুঞ্জবন টাউনশীপ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তিনটি শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ	৩.০০	৩.০০	
১৪৪।	ধলেশ্বর বিদ্যালয়ের জন্য অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ	৩.০০	—	কাজ চলছে
১৪৫।	ধলেশ্বর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ঘর নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
১৪৬।	সোনামুড়া টাউনের মোটর স্টাণ্ড বিস্তার এবং সেনিটারি লেট্রিন নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
১৪৭।	অভয়নগরে লাইব্রেরী তথ্য কেন্দ্র চিলড্রেন পার্ক নির্মাণ	৬.০০	—	কাজ চলছে
১৪৮।	বটতলা বাজারে রিটেইল ফিস্ মার্কেট নির্মাণ	৩.০০	—	কাজ চলছে
১৪৯।	লেইক চৌমুহনী বাজারে রিটেইল ফিস্ মার্কেট নির্মাণ	৩.০০	—	কাজ চলছে
১৫০।	বঙ্কিমনগরে আয়ুরবেদিক কেন্দ্র নির্মাণ	২.৫৬	—	কাজ চলছে
১৫১।	সংহতি বিদ্যামন্দিরে অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ করা	৫.০০	—	কাজ চলছে

১৫২।	দুর্লভ নারায়ন বাজারে মাছ বিক্রির জন্য বাজার শেড় নির্মাণ	৩.০০	—	কাজ চলছে
১৫৩।	পদ্মলোচন পাড়া এস.বি. স্কুলের ঘর নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
১৫৪।	কালিরাম জে.বি স্কুলের ঘর নির্মাণ	২.৬০	২.৬০	
১৫৫।	কামরাঙ্গাতলীতে ফ্রুট জুইস্ ট্রেনিং কেন্দ্রের জন্য ঘর নির্মাণ	১.০০	—	কাজ চলছে
১৫৬।	সুবলসিং এস.বি. বিদ্যালয় নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
১৫৭।	কাঠালিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ঘর নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
১৫৭।	বক্সনগরের কুলুবাড়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ	২.৬০	—	কাজ চলছে
১৫৮।	উদয়পুরে গর্জনমুড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ঘর নির্মাণ	৭.০০	—	কাজ চলছে
১৫৯।	উদয়পুরে মির্জা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ঘর নির্মাণ	৮.০০	২.২০	কাজ চলছে
১৬০।	উদয়পুরে খিলপাড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ঘর নির্মাণ	৮.০০	৩.০২	কাজ চলছে
১৬১।	বিশালগড়ের মধুপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হল ঘর নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
১৬২।	গজারিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ঘর নির্মাণ	৮.০০	—	কাজ চলছে
১৬৩।	প্লেস ডাম, সিদ্ধি আশ্রমে মার্ক - II টিউব ওয়েল বসানো	০.৫০	০.৫০	
১৬৪।	ডুকলি বাজারে কমিউনিটি হল নির্মাণ	১.০০	১.০০	
১৬৫।	মোরাছড়ায় কমিনিটি হল নির্মাণ	০.৫০	০.৫০	
১৬৬।	সিমলা রাস্তার উপর সিমলা কলোনি হইতে কাঁটাছড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	১.৫০	১.৫০	
১৬৭।	সিমনার পুরান ধানক্ষেতে নদীর পারে বাঁধ নির্মাণ	০.৪০	০.৪০	
১৬৮।	বৈরাগী পাড়ায় মেঘলীবন্দ চৌমুহনীতে যাত্রী শেড নির্মাণ	০.৫০	০.৫০	
১৬৯।	আগরতলায় খাদি ও গ্রামশিল্প কমপ্লেক্স নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	
১৭০।	রানীর বাজারে রানীর বাজার বিদ্যামন্দির ক্লাস - XII বিদ্যালয়ের জন্য ঘর নির্মাণ	১০.০০	১০.০০	
১৭১।	ভোলানন্দ বিদ্যালয়ের ঘর এবং ছাত্রাবাস (গোর্খাবস্তী) নির্মাণ	২.০০	২.০০	
১৭২।	আগরতলার মিলন সংঘে শঙ্করাচার্য্য বিদ্যায়াতন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ঘর নির্মাণ	৩.০০	৩.০০	
১৭৩।	বিজয়কুমার বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ক্যাম্পাস হল নির্মাণ	৭.০০	৭.০০	
১৭৪।	আগরতলার ক্ষেত্রমোহন এস.বি. স্কুলের জন্য ঘর নির্মাণ	২.০০	২.০০	
১৭৫।	জিরানীয়ার বীরেন্দ্র কুমার বিদ্যালয়ের জন্য ঘর নির্মাণ	২.৫০	২.৫০	
১৭৬।	রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ স্কুলের জন্য ঘর নির্মাণ	৩.০০	৩.০০	

১৭৭।	যোগেন্দ্রনগর এইচ.এস বিদ্যালয়ের জন্য ঘর নির্মাণ	২.০০	২.০০
১৭৮।	মা আনন্দময়ী স্কুলের জন্য ঘর নির্মাণ	২.০০	২.০০
১৭৯।	জগহরিমুড়ায় নেতাজী শিশু নিকেতনের জন্য ঘর নির্মাণ	২.০০	২.০০
১৮০।	রামনগর গার্লস হাই স্কুলের জন্য ঘর নির্মাণ	৩.০০	৩.০০
১৮১।	বি.আর.আম্বেদকর হাই স্কুলের জন্য ঘর নির্মাণ	৫.০০	৫.০০
১৮২।	বিশালগড় টাউন গার্লস্ স্কুলের জন্য ঘর নির্মাণ	৩.০০	৩.০০
১৮৩।	রাধাপুরে শিবনগর হাই স্কুলের জন্য ঘর নির্মাণ	১.০০	১.০০
১৮৪।	প্রাচ্য ভারতী স্কুলের জন্য ঘর নির্মাণ	২.০০	২.০০
১৮৫।	১৭ টা উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ১.০০ লাখ টাকা করে আগরতলা পৌরসভায় প্রদান	১৭.০০	১৭.০০
১৮৬।	পশ্চিম প্রতাপগড়ে রঞ্জিত দাসের বাড়ীর নিকটে ড্রেইন নির্মাণ	১.০০	১.০০
১৮৭।	গেদু মিঞার উজিদের পাশে শিবনগর এলাকায় বার্ডওয়ারি ওয়াল ও স্নানের ঘাট নির্মাণ	২.[illegible]	২.৫০
১৮৮।	বিশালগরের উন্নয়ন সংঘ হয়ে মর্ডান ক্লাব পর্যন্ত রাস্তা ও ড্রেইন নির্মান করা	১.৫০	১.৫০
১৮৯।	শ্যামল বনিকের বাড়ি হইতে স্বপন বনিক এর বাড়ী পর্যন্ত (স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের নিকটে) রাস্তা ও পাকা ড্রেইন নির্মাণ	১.৫০	১.৫০
১৯০।	চিত্তরঞ্জন রোডে কলেজ রোড থেকে আরম্ভ করে সাহা কোম্পানী হাউস পর্যন্ত সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প লাগানো	২.১০	২.১০
১৯১।	ভট্টপুকুর হইতে উন্নয়ন সংঘ পর্যন্ত রাস্তা ও ড্রেইন নির্মাণ	৩.০০	৩.০০
১৯২।	কালী কৃষ্ণ আশ্রমে মাটি কাটা ও ড্রেইন নির্মাণ	৩.০০	৩.০০
১৯৩।	তালতলা ইসকন মিশনের নিকট পশ্চিম সোনাতলায় কমিউনিটি হল নির্মাণ	১.০০	১.০০
১৯৪।	উত্তর বাঁধারঘাটের শঙ্করাচার্য্য বিদ্যায়তন ক্লাস - XII স্কুলের জন্য সায়েন্স কাম লাইব্রেরী নির্মাণ	৪.০০	৪.০০
১৯৫	শখীচরন বিদ্যানিকেতনের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	২.০০	২.০০
১৯৬।	নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে কম্পিউটার ঘর তৈরী	৩.০০	৩.০০
১৯৭।	বিশালগর টাউন স্কুলের ক্যাম্পাস হল নির্মাণ	৪.০০	৪.০০
১৯৮।	মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়েল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ	৫.০০	৫.০০
১৯৯।	রানীর বাজারের বুধাই সাহা জে.বি স্কুলের ঘর নির্মাণ	২.০০	২.০০

২০০।	বিশালগর ক্লাস - XII স্কুলের ক্যাম্পাস হল নির্মাণ	৪.০০	৪.০০
২০১।	রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যামন্দির এর জন্য ঘর নির্মাণ	২.০০	২.০০
২০২।	অভয়নগরের হিন্দি ক্লাস - XII স্কুলের জন্য ক্যাম্পাস হল নির্মাণ	২.০০	২.০০
২০৩।	প্রতাপগরে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের জন্য ঘর নির্মাণ	২.০০	২.০০
২০৪।	আগরতলার শস্কারচার্য্য বিদ্যায়াতনের জন্য কালচারেল হল নির্মাণ	৫.০০	৫.০০
২০৫।	রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের জন্য স্কুল ঘর নির্মাণ	২.০০	২.০০
২০৬।	জনকল্যান চৌমুহনী হইতে কলীবাড়ি (টাউন বড়দোয়ালী) পর্যন্ত রাস্তা মেটেলিং ও কারপেটিং	২.০০	২.০০
২০৭।	মঠ চৌমুহনী বাজারে মার্কেট শেড নির্মাণ	৫.০০	৫.০০
২০৮।	দুর্গা চৌমুহনী বাজারে মার্কেট শেড নির্মাণ	৩.০০	৩.০০
২০৯।	আগরতলার শিশু উদ্যানের উন্নয়ন	২.০০	২.০০
২১০।	শান্তিপাড়ার পাকা ঘাট ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	৯.৯৭	৯.৯৭
২১১।	দক্ষিণ পার্শ্ব ভলকান ক্লাব হইতে গৌরবরন বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার কারপেটিং ও মেটেলিং	২.৯৭	২.৯৭
২১২।	পশ্চিম প্রতাপগড়ের রঞ্জিৎ কুমার দাসের বাড়ীর উভয়দিক রাস্তার ড্রেইন নির্মাণ	২.০০	২.০০
২১৩।	এম.বি.বি ক্লাব হইতে আর.সি. সাহার শিবনগর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার মেটেলিং ও কারপেটিং	২.০০	২.০০
২১৪।	মঠ চৌমুহনী হইতে পূর্বাশার পর্যন্ত রাস্তা ও পাকা ড্রেইন নির্মাণ	১.০০	১.০০
২১৫।	ধলেশ্বরের অধীর দেবনাথের বাড়ির পাশের রাস্তায় মাটি ভরাট	১.০০	১.০০
২১৬।	ডক্টর এল এম মুখার্জির কোয়াটারের পাশের সিড়ি বানানো	০.৫৩	০.৫৩
২১৭।	এস. দত্তর বাড়ী হইতে এস. চৌধুরীর বাড়ী পর্যন্ত (মিলন সংঘ) রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ	১.৪৯	১.৪৯
২১৮।	ভট্টপুকুরের নিবাদিতা ক্লাব হইতে সুভাষ পল্লি পর্যন্ত রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ	১.৪৯	১.৪৯
২১৯।	প্রতাপগড়ের জনকল্যান ক্লাব হইতে যুবক সংঘ পর্যন্ত রাস্তা ও ড্রেইন নির্মাণ	১.৬৩	১.৬৩

২২০।	নবঐক্য ক্লাব হইতে সরকার শীল এর বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা ও ড্রেইন নির্মাণ	১.৫০	১.৫০
২২১।	উত্তর বাধার ঘাটের স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব হইতে নান্টু বণিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ও ড্রেইন নির্মাণ	১.৫০	১.৫০
২২২।	গেদুমিয়ার মস্‌জিদ হইতে আর তলাপাত্র এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ও ড্রেইন নির্মাণ	২.৬৯	২.৬৯
২২৩।	মিলন সংঘের মানিক চৌধুরীর বাড়ী হইতে এস চৌধুরী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ও ড্রেইন নির্মাণ	১.০০	১.০০
২২৪।	এস. চক্রবর্ত্তী বাড়ী হইতে মনসা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার পর্যন্ত রাস্তা নির্মান (প্রথম পর্যায়)	২.০০	২.০০
২২৫।	— ঐ — (দ্বিতীয় পর্যায়)	২.০০	২.০০
২২৬।	চড়ক সংঘ হইতে মধ্যজয়নগর রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২.০০	২.০০
২২৭।	হরিগঙ্গা বসাক রাস্তার নিকট হইতে সমীর সেন/বাদল ভৌমিক এর বাড়ী হয়ে দিলীপ কুমার সাহার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ও ড্রেইন নির্মাণ	১.০০	১.০০
২২৮।	চন্দ্রপুরের সুন্তোষ মজুমদারের বাড়ী হইতে রাস্তা ও ড্রেইন নির্মাণ	২.৪১	২.৪১
২২৯।	জগহরিমুড়ার আর. দাসের বাড়ীর পাশের পুকুরের বসার ব্যবস্থা সহ পাকা গাদলা নির্মাণ	২.৪৯	২.৪৯
২৩০।	বড়দোয়ালী রামকৃষ্ণ আশ্রম লেন এ মেটেলিং এবং কার্পেটিং সহ রাস্তা ও ড্রেইন নির্মাণ	৩.০০	৩.০০
২৩১।	টাউন বড়দোয়ালী গাঙ্গাইল রোড হইতে অনীল চন্দ্র দেব এর বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা ও আর. সি. সি. নির্মাণ	১.০০	১.০০
২৩২।	অভয়নগরের শিশু কল্যান কেন্দ্রের জন্য বাউন্ডারী ওয়াল, বারান্দা, লেট্রিন এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা	০.৯৩	০.৯৩
২৩৩।	পূর্ব বামুটিয়ার সোনাতলায় লিফট্ ইরিগেশনের ব্যবস্থা	৭.০০	৭.০০
২৩৪।	কমলাসাগরের কেনানিয়া বাজারের সেনেট্যারি ওয়েল নির্মাণ	০.৩১	০.৩১
২৩৫।	পূর্ব রাধানগর, পূর্ব বস্তী কেন্টনমেন্ট, পশ্চিম বস্তী কেন্ট্নমেন্ট রোড, পশ্চিম বস্তী রাধানগর এবং ঋষি পল্লিতে কমিনিটি লেট্রিন এবং টিউবওয়েল নির্মাণ	২.৭৩	২.৭৩
২৩৬।	রামনগর গাঙ্গাইল এর নিকটে রামকৃষ্ণ আশ্রমের মার্কেট স্থাপন	০.৪০	০.৪১

২৩৭।	গাঙ্গাইল রোডের ফরেস্ট বস্তী এলাকায় মার্কটু টিউবওয়েল স্থাপন	০.৪০	০.৪০	
২৩৮।	৭৯ টিলা এবং জোতিরময় কলোনীতে তিনটি মার্কটু নির্মাণ	১.২০	১.২০	
২৩৯।	অভয়নগরের বিদ্যাসাগর পল্লিতে পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য কমিউনিটি লেট্রিন এবং টিউবওয়েল নির্মাণ।	১.৪১	১.৪১	
২৪০।	বটতলা শশ্মানঘাটের দক্ষিণপার্শ্বে মার্কটু টিউবওয়েল স্থাপন	০.৪০	০.৪০	
২৪১।	বটতলা শশ্মানঘাটের পশ্চিমপার্শ্বে মার্কটু টিউবওয়েল স্থাপন।	০.৪০	০.৪০	
২৪১।	উমাকান্ত একাডেমির রিটেনিং ওয়াল এবং টেগ্ নির্মাণ	০.৮০	০.৮০	
২৪২।	নেহেরু পার্কের পশ্চিম দুর্গাবাড়ী দিক্ বং টেংক্ উন্নয়ন	০.০৪	০.০৪	
২৪৩।	রামনগর গার্লস্ হাইস্কুলের মার্কটু টিউবওয়েল নির্মাণ।	০.৪০	০.৪০	
২৪৪।	রামনগর গার্লস্ হাইস্কুলেব শৌচারগার নির্মাণ (একটি লেট্রিন ও তিনটি প্রশ্রাবাগার)	১.৫০	—	কাজ চলছে
২৪৫।	জাগহরিমুড়ার নেতাজী শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এর নতুন স্কুল ঘর নির্মাণ	৩.১৭	৩.১৭	
২৪৬।	ভাটি অভয়নগর জে.বি স্কুলের নতুন ঘর নির্মাণ	২.৫০	২.৫০	
২৪৭।	অভয়নগরের বিদ্যাসাগর পল্লিতে বালোয়ারী স্কুল নির্মাণ	১.০০	১.০০	
২৪৮।	৭৯ টিলার লেনিন কলোনির রাস্তার সংযোগ	০.৬০	০.৬০	
২৪৯।	নরসিংগড় অনাথ আশ্রমের ঘর নির্মাণ	৬.০০	—	কাজ চলছে
২৫০।	পুরাতন আগরতলার বাজার উন্নয়ন	৫.০০	৫.০০	
২৫১।	বিদ্যাচন্দ্র মডেল জে.বি স্কুল নির্মাণ	২.৫৩	২.৫৩	
২৫২।	গান্ধী জে.বি স্কুল নির্মাণ	২.৫৩	২.৫৩	
২৫৩।	কাশিপুর বাজারে মাটি ভরাট	৩.৭২	৩.৭২	
২৫৪।	রানীরগাওঁ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
২৫৫।	চম্পকনগর লেম্পস্ এর সামনে শৌচাগার নির্মান। (একটি লেট্রিন ও দুইটি প্রশ্নাবাগার)	১.২৫	১.২৫	
২৫৬।	তেলিয়ামুড়া টাউন হল নির্মাণ	২০.০০	২০.০০	
২৫৭।	তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল এক্সটেনশন	২০.০০		কাজ চলছে
২৫৮।	মান্দাই - এ কমিউনিটি হল নির্মাণ	৯.৯০	৯.৯০	
২৫৯।	বড়জলা জে.বি. স্কুল নির্মাণ	২.৫৩	২.৫৩	
২৬০।	বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত ওয়ারেন্ট বাড়ী জে.বি স্কুল নির্মাণ	২.৫৮	২.৫৮	

২৬১	আশ্রামবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মিনি ডিপড়িউবওয়েল নির্মাণ	০.৮১	০.৮১
২৬২।	খোয়াই এর তাঁতি পাড়া জে.বি. স্কুল নির্মাণ	২.৫৬	২.৫৬
২৬৩।	খোয়াই এর বড়াবিল গাও পাঞ্চায়েতের বিদ্যাসাগর স্টেডিয়াম নির্মাণ	৪.০০	৪.০০
২৬৪।	লিংক রোড হইতে প্রাণেশ দেবের বাড়ী রাস্তা নির্মাণ (জগহরি মুড়া)	৩.৪১	৩.৪১
২৬৫।	মাস্টার পাড়া বস্তীতে কমিউনিটি লেট্রিন্ ও স্নানাগার নির্মান স্ত্রী ও পুরুষদের জন্য	১.০০	১.০০
২৬৬।	দক্ষিণ রামনগরে স্ত্রী ও পুরুষদের জন্য কমিউনিটি লেট্রিন ও স্নানাগার নির্মাণ	১.০০	১.০০
২৬৭।	শ্রীসুধীর রঞ্জর মজুমদার প্রাক্তন সংসদ সদস্যের ইচ্ছানুক্রমে অসম্পূর্ণ্য কাজের জন্য টাকা প্রদান	১.[illegible]	১.৪১
২৬৮।	— ঐ — (দুর্গা চৌমুহনী বাজার নির্মাণ)	১.৫৪	১.৫৪
২৬৯।	পি. দেবের বাড়ী হইতে রঞ্জীৎ চক্রবর্তী বাড়ী পর্যন্ত লিংক রোড ও ড্রেইন নির্মান করা জন্য অতিরিক্ত তহবিল প্রদান	৩.৪১	৩.৪১
২৭০।	— ঐ — (সন্তোষ মজুমদার বাড়ী হইতে চন্দ্রপুর পর্যন্ত)	০.১০	০.১০
২৭১।	রামঠাকুর বালিকা বিদ্যালয়ের বাউডারী নির্মাণ	৪.০০	৪.০০
২৭৩।	স্বামীদয়ানন্দ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ঘর নির্মান	৪.০০	৪.০০
২৭৪।	বড়জলা হাইস্কুলের জন্য দুইটি শ্রেণী কক্ষ এবং তিনটি পায়খানা/পশ্রাবাগাব নির্মাণ	৪.৩৪	৪.৩৪
২৭৫।	বানীপিদ্যাপিঠ স্কুল ঘর এক্সটেনশাণ	৪.০০	৪.০০
২৭৬।	ডক্টর বি. আর আম্বেদকরের বিদ্যালয়ের উন্নয়ন এবং পাক্কা ড্রেইন নির্মাণ	৫.০০	৫.০০
২৭৭।	দুর্গাচৌধুরী পাড়া হাইস্কুলের জন্য তিনটি শ্রেণী কক্ষ, তিনটি পায়খানা ঘর এবং দুইটি পশ্রাবাগার নির্মাণ	৫.০০	৫.০০
২৭৮।	জিরানিয়ার বড়জলা বীণাপাণি হাই স্কুলের ঘর নির্মাণ	৫.০০	৫.০০
২৭৯।	সোনামুড়ার বরনাবায়ণ জে.বি. স্কুলের ঘর নির্মাণ	২.০০	২.০০
২৮০।	বিরেন্দ্রনগর স্কুলের পায়খানা এবং পশ্রাবাগার নির্মাণ	১.০০	১.০০
২৮১।	নলছড়ের ফাকীমুড়া জে.বি. স্কুলের ঘর নির্মাণ	২.০০	২.০০
২৮২।	বিশালগড়ের সুতারমুড়া হাইস্কুলের ঘর নির্মাণ	৫.০০	৫.০০

২৮৩।	ধলেশ্বরের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির এর স্কুল ঘর নির্মাণ	১০.০০	১০.০০	
২৮৪।	অরুন্ধুতী নগরের শংকরাচার্য্য ক্লাস - XII বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
২৮৫।	খোয়াই এর পূর্ণিমা হাইস্কুলের ঘর নির্মাণ	৮.০০	৮.০০	
২৮৬।	আগরতলার রামঠাকুর পাঠশালা বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ	১০.০০	১০.০০	
২৮৭।	বানীবিদ্যাপিঠ স্কুলের কেম্পাস্ হল সংস্কার	৪.০০	৪.০০	
২৮৮।	বিশালগড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস্ হল সংস্কার	১০.০০	১০.০০	
২৮৯।	এম.বি.বি. মহাবিদ্যালয় এর এক্সটেনশান	১০.০০	১০.০০	
২৯০।	সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ/লাইব্রেরী কক্ষ এবং পড়ার ঘর নির্মাণ	১২.০০	১২.০০	
২৯১।	রামঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের বাউনডারী নির্মাণ	২.২৪	২.২৪	
২৯২।	রামঠাকুর মহাবিদ্যালয়ে একটি কম্পিউটার প্রদান	০.৮৭	০.৮৭	
২৯৩।	খোয়াই এর দশরথদেব মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজের জন্য শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
২৯৪।	এম্বোলেনস্ ক্রয় (পি. এইচ. সি)	১২.০০	১২.০০	
২৯৫।	মোবাইল সারজিক্যাল ইউনিট এবং গাড়ী ক্রয় (সদরের জন্য)	১৬.৩৭	১৬.৩৭	
২৯৬।	সিপাহি জলার অভয়ারণ্যে প্রস্তাবিত উত্তর মুড়া লেইকের জন্য ড্যাম নির্মাণ	৪.২৭	৪.২৭	
২৯৭।	NSRCC কমপ্লেক্সে স্পোর্স্ট আবাসিক নির্মাণ	১৫.০০	১৫.০০	
২৯৮।	রানীর বাজারে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘর নির্মাণ	১২.০০	১২.০০	
২৯৯।	রানীর বাজারে সুইমিং পুল নির্মাণ	৩.০০	৩.০০	
৩০০।	রানীর বাজারে শিশুউদ্যান নির্মাণ	৩.০০	৩.০০	
৩০১।	রানীর বাজারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান	৩.০০	৩.০০	
৩০২।	রানীর বাজারে শিশুনিকেতনের ঘর নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	
৩০৩।	তেলিয়ামুড়া মটর স্টেন্ড এর মাটি ভরাট, শলিং, মেটেলিং, কারপেটিং এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রদান	১০.০০	১০.০০	
৩০৪।	তেলিয়ামুড়া সবজি বাজারে সুলভ কমপ্লেক্স নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	

৩০৫।	তেলিয়ামুড়ায় শিশু উদ্যান নির্মাণ	৩.০০	৩.০০	
৩০৬।	তেলিয়ামুড়ার সর্দুছড়ায় RCC সেতু নির্মাণ	২.০০	২.০০	
৩০৭।	তেলিয়ামুড়ার জহর কলোনী জে.বি. স্কুলের ঘর নির্মাণ	২.৫৬	২.৫৬	
৩০৮।	খোয়াই শহরের নিবেদিতা উদ্যান নির্মাণ	২.০০	২.০০	
৩০৯।	বিলোনিয়া মহাবিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ	১০.০০	১০.০০	
৩১০।	নূতন বাজারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ	১০.০০	১০.০০	
৩১১।	সাব্রুম টাউন হলের সংস্কার	৪.২০	৪.২০	
৩১২।	অমরপুরের বামনী সি.পি.জে.বি স্কুল নির্মাণ	২.৩০	২.৩০	
৩১৩।	রায়াছড়া পাড়া জে.বি স্কুল নির্মাণ	২.৩০	২.৩০	
৩১৪।	উদয়পুরের বড়াবাড়ী জে.বি স্কুল নির্মাণ	২.৩০	২.৩০	
৩১৫।	রূপাইছড়ি ব্লক অন্তর্গত ছবিকুমার পাড়া জে. বি. স্কুল নির্মাণ	২.৩০	২.৩০	
৩১৬।	বিলোনিয়ার নিশিকুমার মুড়াসিং পাড়া হাইস্কুল নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	
৩১৭।	উদয়পুরে পিত্রা এইচ. এস. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৫ ০০	৫.০০	
৩১৮।	অমরপুর হাইস্কুল এর চারটি শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	
৩১৯।	অমরপুররে রাঙ্গামাটির এইচ. এস. স্কুল ঘর নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	
৩২০।	সাব্রুম জে. বি. স্কুল ঘর নির্মাণ	২.৫৬	২.১৭	কাজ চলছে
৩২১।	সাব্রুম এইচ. এস. বিদ্যালয়ের পাঁচটি শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ	৮.০০	৭.৩৫	কাজ চলছে
৩২২।	সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে রাত্রি আবাসন নির্মাণ	৩.০০	১.৪১	কাজ চলছে
৩২৩।	সাব্রুম শহরে শিশু উদ্যান নির্মাণ	৩.০০	২.৩৬	কাজ চলছে
৩২৪।	সাব্রুম শহরে সুইমিংপুল নির্মাণ	৩.০০	২.০০	কাজ চলছে
৩২৫।	জুলাইবাড়ী এইচ. এস বিজ্ঞান কক্ষ এবং লাইব্রেরী নির্মাণ	৫.০০	১.৭৭	কাজ চলছে
৩২৬।	অমরপুর এইচ. এস স্কুলের পায়খানা ও প্রশ্রাব ঘর নির্মাণ	০.৫৫	০.৫৫	
৩২৭।	বিলোনিয়ার অভয়নগর এইচ. এস বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ	১০.০০	৩.৯৪	কাজ চলছে
৩২৮।	উদয়পুরের খিলপাড়ায় অনাথ আশ্রম নির্মাণ	১০.০০	৭.৪৭	কাজ চলছে
৩২৯।	বিলোনিয়া বিদ্যাপিঠের সুবর্ণজয়ন্তী ভবন নির্মাণ	১০.০০	১০.০০	
৩৩০।	বিলোনিয়া বাজার নির্মান এবং মার্কেট সেট্ উন্নয়ন	১০.০০	১০.০০	
৩৩১।	উদয়পুরে রমেশ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাকা ড্রেইন এবং সাইকেল স্টেন নির্মাণ	২.০০	২.০০	
৩৩২।	কমলপুর মহাবিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
৩৩৩।	পুর্বমাছলি এ. এস পাড়া জে. বি বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ	২.০০	২.৩০	
৩৩৪।	কমলপুরের টাউন হল নির্মাণ	১১.৪৬	—	কাজ চলছে

৩৩৫।	কমলপুর বাজারে সবজি/মাছ/বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য খোলা সেট্ নির্মাণ (ড্রেইন সহ)	১০.০০	—	কাজ চলছে
৩৩৬।	বিরাশি মাইলে জহর নবোদ্যয় বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ	২.৩২	২.৩২	
৩৩৭।	আগরতলার হরিগঙ্গা বালিকা বিদ্যালয়ের বাউনডারী নির্মাণ	৩.০০	৩.০০	
৩৩৮।	বিশালগড়ে এইচ. এস. বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কক্ষ নির্মাণ	৮.০০	—	কাজ চলছে
৩৩৯।	রামনগর এইচ. এস বিদ্যালয়ের কালচারেল হল নির্মাণ	৭.৫০	—	কাজ চলছে
৩৪০।	বিশালগড়ে পেওকাজলার হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	—	— ঐ —
৩৪১।	বড়জলা বীণাপাণি হাইস্কুল গৃহ নির্মানের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান	১.০০	—	— ঐ —
৩৪২।	জয়নগরে আম্বেদকরের হাইস্কুলের বাউনডারী ওয়াল নির্মাণ	৩.০০	—	— ঐ —
৩৪৩।	AMC ওয়ার্ড নং - ৪ এ পাক্কা ড্রেইন এবং রাস্তা নির্মাণ	৩.২৫	—	কাজ চলছে
৩৪৪।	রামনগর রাস্তা নং - ৬ ও অলক সংঘ শিশু উদ্যান নির্মাণ	৩.৭৩	—	ঐ
৩৪৫।	রামনগর রাস্তা নং - ৪ এ, সিস মহল মঙ্গল সমিতি নিকটে পাক্কা ব্রীজ নির্মাণ	০.৫০	০.৫০	
৩৪৬।	আগরতলা গোল চক্রে বেকারদের জন্য বাজারের সেট নির্মাণ	৮.০০	—	কাজ চলছে
৩৪৭।	AMC ওয়াড নং - ৬ এ শিশু উদ্যান নির্মাণ	৩.০০	—	ঐ
৩৪৮।	AMC ওয়াড নং - ১০ এ শিশু উদ্যান নির্মাণ	৩.০০	—	ঐ
৩৪৯।	লেইক চৌমুহনী বাজারে ২৭টি মার্কেট স্টল নির্মাণ	১২.০০	—	ঐ
৩৫০।	ধলেশ্বর বাজারে ফিসারী সেট নির্মাণ	৬.০০	—	ঐ
৩৫১।	দুর্গা চৌমুহনী বাজারে সুলভ কমপ্লেক্স নির্মাণ	৮.০০	—	ঐ
৩৫২।	অভয়নগরে রবীদাস পাড়ায় জত্তর লাল দাসের বাড়ী নিকটে পাক্কা লেট্রিন টেংক্ এবং ওয়াটার সাপ্লাইয়ে ব্যবস্থা	১.৬৫	—	ঐ
৩৫৩।	অভয়নগরে বিদ্যাসাগর কলোনীতে ট্রেঙ্ক, লেট্রিন এবং ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা	০.৪৭	—	ঐ
৩৫৪।	অভয়নগরে বাবুলাল দাসের বাড়ী নিকটে রবীদাস পাড়ায় টেংক, লেট্রিন এবং ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা	০.৮ ১	—	ঐ
৩৫৫।	মধ্য জয়নগরে দশমী ঘাট এস. সি সেন্টার নির্মাণ	১.২৬	—	কাজ চলছে
৩৫৬।	বিশালগড়ে রামনগরে রামনারায়ণ ঠাকুর পাড়া হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	—১১	ঐ
৩৫৭।	ওয়ারেং বাড়ী জে.বি স্কুল নির্মানের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান	০.১৪	০.১৪	
৩৫৮।	বড়জলার দুর্যয়নগর হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	

৩৫৯।	দক্ষিণ পাহাড়পুর রাস্তায় বক্সকালভার্ট নির্মাণ	৩.০০	৩.০০	
৩৬০।	সোনামুড়ার নির্দয়া বাজারে ছয়টি বেকার স্টল নির্মাণ	৩.০০	৩.০০	
৩৬১।	সোনামুড়ার ঝরঝরিয়া স্কুলের গৃহ নির্মাণ	২.৫৬	২.৫৬	
৩৬২।	মোহনভোগ এস. বি স্কুল গৃহ নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	
৩৬৩।	সোনামুড়ার খাস্ চৌমুহনী এইচ. এস স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	—	কাজ চলছে
৩৬৪।	মান্দাইয়ের চারগড়িয়ার প্রণব বিদ্যাভবন এস. বি. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৫.০০	—	ঐ
৩৬৫।	ডিস্‌মিস্টক ব্লাইননেস কন্ট্রোল সোসাইটির জন্য একটি পোর্টেবল অপারেটিং মাইস্কোপ ক্রয়	১.১০	১.১০	
৩৬৬।	রানীর বাজার সুইমিংপুলের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান	২.০০	২.০০	
৩৬৭।	গুজরাটের ভূমিকম্পে বিদস্তদের তহবিল প্রদান	১০.০০	১০.০০	
৩৬৮।	কৈলাশহরে কাছারঘাট বিদ্যালয় নির্মাণ	৮.০০	—	কাজ চলছে
৩৬৯।	কৈলাশহরে নেতাজী বিদ্যাপিঠ স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৫.০০	—	ঐ
৩৭০।	ধর্মনগরশহরে শিশু উদ্যান নির্মাণ	৩.০০	—	ঐ
৩৭১।	ধর্মনগরের সুইমিংপুল নির্মাণ	৩.০০	—	ঐ
৩৭২।	রাজবাড়ী গার্লসস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৩.০০	—	ঐ
৩৭৩।	উত্তর নয়াপাড়া হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	—	ঐ
৩৭৪।	বৃস্মমনি জে.বি স্কুলের গৃহ নির্মাণ	২.৫৬	—	ঐ
৩৭৫।	কুমারঘাটের বুদ্ধ মন্দির অংগনায়াদি কেন্দ্রের গৃহ নির্মাণ	২.৫৬	—	ঐ
৩৭৬।	উত্তর পাবিয়াছড়ার জে.বি স্কুলের গৃহ নির্মাণ	২.৫৬	—	ঐ
৩৭৭।	কুমারঘাটের পাঁচটি কোবলার শেড	২.০০	—	ঐ
৩৭৮।	পানিসাগর এইচ. এস বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ	১০.০০	—	ঐ
৩৭৯।	ধর্মনগর উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের সাইকেল স্টেন নির্মাণ	০.৫০	—	ঐ
৩৮০।	রানাদীর্ঘিতে রেতেইনিং ওয়াল নির্মাণ	৫.০০	—	ঐ
৩৮১।	কৈলাশহরে বিদ্যানগর উচ্চতর বিদ্যালয়ের চারটি শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ	৪.৬৪	—	ঐ
৩৮২।	রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামের অসম্পূর্ণ কাজের জন্য তহবিল প্রদান	১০.০০	—	ঐ
৩৮৩।	চন্দ্রমনি পাড়া জে.বি. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	২.৩০	—	ঐ
৪৮৩।	চন্দ্রমনি পাড়া জে. বি স্কুলের গৃহ নির্মাণ	২.৩০	—	ঐ
৩৮৩।	শিশুনিকেতন বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ	২.০০	—	ঐ
৩৮৪।	কুলাই টাউন হল নির্মানের জন্য অতিরিক্ত তহবিল প্রদান	৫.০০	—	ঐ
৩৮৫।	কমলপুরের লাইব্রেরীর জন্য গৃহ নির্মাণ	১০.০০	—	ঐ
৩৮৬।	গণ্ডাছড়া হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮০০	—	ঐ
৩৮৭।	অম্পিতে কমিউনিটি হল নির্মাণ	১০.০০	—	ঐ
৩৮৮।	অমরপুর শহরে শিশু উদ্যান নির্মাণ	৩.০০	—	ঐ
৩৮৯।	সাব্রুমে বাজার শেড ও বেকার স্টল নির্মাণ	৫.০০	—	ঐ

৩৯০।	উদয়পুরে পালাটানা বাজারে শেড নির্মাণ	৪.০০	—	ঐ
৩৯১।	অমরপুরে রামকৃষ্ণ কলোনী জে.বি বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ	২.৫৬	—	ঐ
৩৯২।	সাতচান্দ এস. বি. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৫.০০	—	ঐ
৩৯৩।	সাব্রুমের মাধবনগর এইচ. এস. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	১০.০০	—	ঐ
৩৯৪।	বাঘমায় ৩০০ আসনবিশিষ্ট কমিউনিটি হল নির্মাণ	৭.৫০	—	ঐ
৩৯৫।	ছবি কুমার পাড়ার জে.বি স্কুলের গৃহ নির্মানের জন্য অতিরিক্ত তহবিল প্রদাণ	০.২৪	—	ঐ
৩৯৬।	ধূপকাঠি এবং কৃষি উৎপাদিত সংরক্ষনের জন্য গোডাউন নির্মাণ	৪.০০	—	ঐ
৩৯৭।	কৈলাশহরে শিশু নিকেতন স্কুলের গৃহ নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত তহবিল প্রদান	০.৪১	—	ঐ
৩৯৮।	কাঞ্চনপুর বাজারে দ্বিতলা মার্কেট স্টল নির্মাণ	৭.৫০	—	ঐ
৪০০।	কুমারঘাটের নিবেদিতা চিলড্রেন স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৬.০০	—	ঐ
৪০১।	কাছারঘাট হাইস্কুলের গৃহ নির্মানের জন্য অতিরিক্ত তহবিল প্রদান	১.১৭	—	ঐ
৪০২।	উত্তর পাবিয়াছড়া কলোনী জে.বি স্কুলের গৃহ নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত তহবিল প্রদান	০.০৪	—	ঐ
৪০৩।	কুমারঘাটের কাবালার শেড নির্মানের জন্য অতিরিক্ত তহবিল প্রদান	০.২২	—	ঐ
৪০৪।	কৈলাশহরে বিদ্যানগর এইচ. এস. স্কুল নির্মানের জন্য অতিরিক্ত তহবিল প্রদান	০.২৪	—	ঐ
৪০৫।	পালিসাগরে ফিসারী টেংক নির্মাণ (৩২৪ টি)	৩.০৫	৩.০৫	
৪০৬।	দশদা ব্লকের ফিসারী টেংক্ নির্মাণ (২০টি)	৩.৪৯	৩.৪৯	
৪০৭।	কাঞ্চনপুরে টাউন হল নির্মাণ	২.০০	—	কাজ চলছে
৪০৮।	পেচারথলে ব্লকে ২০টি ফিসারী টেংক নির্মাণ	৪.১৫	৪.১৫	
৪০৯।	পেচারথল ব্লক এলাকায় পান ও সুপারি চাষের উন্নয়ন	১.০০	১.০০	
৪১০।	কদমতলা ব্লক এলাকায় ২টি ফিসারী টেংক্ নির্মাণ	০.৩০	০.৩০	
৪১১।	লালজুরিতে বাজার শেড নির্মাণ	৩.৮৮	৩.৮৮	
৪১২।	কাঞ্চনপুরে টাউন হল নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
৪১৩।	সাতনালা বাজার শেড নির্মাণ	১.৫০	১.৫০	
৪১৪।	বাংমুনের ওয়াটার বির্জাবেয়ার নির্মাণ	২.৫০	২.৫০	
৪১৫।	ছাবোয়াল ওয়াটার বির্জারবিয়ার নির্মাণ	২.৫০	২.৫০	

৪১৬	কৈলাশহর আর. জি. এস. হাসপাতালে বৈদ্যুতিক করণের ব্যবস্থা (নুতন ঘরের জন্য)	১.৪৯	১.৪৯
৪১৭	দামছড়া, দশদা, ব্রজেন্দ্রনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আম্বোলেন্স ক্রয়	৯.৭১	৯.৭১
৪১৮।	ভিনানজাপলা জে.বি স্কুলের গৃহ নির্মাণ	১.৯৭	১.৯৭
৪১৯।	রামগুনা চৌধুরীপাড়া হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	২.৫২	২.৫২
৪২০।	লক্ষ্মীপুর জে. বি. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	২.৫২	২.৫২
৪২১।	লক্ষ্মনছড়া জে.বি. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	২.৪৮	২.৪৮
৪২২।	পশ্চিমডেমদুম জে. বি স্কুলের গৃহ নির্মাণ	১.৮৭	১.৮৭
৪২৩।	উনোকোটির শিববাড়ী জে.বি. স্কুল গৃহ নির্মাণ	২.২১	২.২১
৪২৪।	ভামদৈ জে.বি স্কুলের গৃহ নির্মাণ	২.২৭	২.২৭
৪২৫।	মনপুই হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	২.২০	২.২০
৪২৬।	দুপাতাছড়া জে.বি স্কুলের গৃহ নির্মাণ	১.০৭	১.৮৭
৪২৭।	নকুলজয়পাড়া জে.বি. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	২.৬০	২.৬০
৪২৮।	আমবাতলী জে. বি. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	২.২২	২.২২
৪২৯।	শরসপুর জে. বি স্কুলের গৃহ নির্মাণ	১.৮৭	১.৮৭
৪৩০।	মহাদেব বাড়ী বিশ্রামাগারে অসম্পূর্ণ কাজের জন্য তহবিল প্রদান	০.৩৫	০.৩৫
৪৩১।	কৈলাশহরে আর. জে. এম হাসপাতালে পূর্ব এবং দক্ষিণ পাশ্বে- বাউনডারী ওয়াল নির্মাণ	৯.৬৬	৯.৬৬
৪৩২।	কাঞ্চনপুরে গ্রামীন হাসপাতালের অতিরিক্ত দ্বিতল গৃহ নির্মাণ	৮.০১	৮.০১
৪৩৩।	গছিরাম পাড়া বাজার শেড নির্মাণ	২.৯২	২.৯২
৪৩৪।	তৈইছামায় বাতাতুইছড়ায় জলশেচের জন্য বাঁধ নির্মাণ	৩.২১	৩.২১
৪৩৫।	রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতলায় অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ	১২.৯০	১২.৯০
৪৩৬।	বিজ্ঞান লেবরেটরীর জন্য গৃহ নির্মাণ	৪.০০	৪.০০
৪৩৭।	ধর্ম্মনগরে ড়ি এন. ভি. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	১০.০০	১০.০০
৪৩৮।	দুইটি অম্বোলেনস্ ক্রয়	৬.৫৮	৬.৫৮
৪৩৯।	গছিরাম পাড়ায় ৩০০ আসন বৈশিষ্ট কমিউনিটি হল নির্মাণ	১১.৭৯	১১.৭৯
৪৪০।	বাঘপাশা হাইস্কুলের জন্য দুইটি গৃহ নির্মাণ	৫.১১	৫.১১
৪৪১।	ধর্ম্মনগরে জীবন ত্রিপুরা ক্লাশ - XII স্কুলের জন্য গৃহ নির্মাণ	২.৫৭	২.৫৭
৪৪২।	ধর্ম্মনগর বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য পাঁচটি শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ	৯.৮৮	৯.৮৮

৪৪৩।	কৈলাশহরে কাজিরগাও এস. বি. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
৪৪৪।	খেদাছড়ায় বাজার শেড নির্মাণ	৩.০১	৩.০১	
৪৪৫।	ক্লাংশাং গ্রামের জন্য কমিউনিটি প্লে গ্রাউন নির্মাণ	১.৫৩	১.৫৩	
৪৪৬।	ভেলিয়ানশিপ গ্রামের জন্য কমিউনিটি প্লে গ্রাউন নির্মাণ	১.৫২	১.৫২	
৪৪৭।	গ্লোডেনভেলি হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	—	
৪৪৮।	দশদা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ	৭.৬২	৭.৬২	
৪৪৯।	করনজয়পাড়ায় এস বি স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৪.৯৭	৪.৯৭	
৪৫০।	সাবোয়ালে ২০০ আসন বিশিষ্ট কামউনিটি হল নির্মাণ	৩.৬২	৩.৬২	
৪৫১।	লালজুরি এইচ. এস স্কুলের গৃহ নির্মাণ	১০.০০	৫.১৬	কাজ চলছে
৪৫২।	কৈলাশহরে সংগীত কলা কেন্দ্রের জন্য গৃহ নির্মাণ	৪.০০	—	কাজ চলছে
৪৫৩।	৪৫০ আসন বিশিষ্ট্য কুমারঘাটে টাউন হল নির্মাণ	১০.০০	৮.৫০	কাজ চলছে
৪৫৪।	গঙ্গানগর এইচ. এস স্কুল এবং বাতারশি হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	১৪.৯৯	৮.৪৫	কাজ চলছে
৪৫৫।	কাঞ্চনপুরে ৫০০ আসন বিশিষ্ট টাউন হল নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
৪৫৬।	পেচারথল এইচ. এস স্কুলের বিজ্ঞান কক্ষ নির্মাণ	৫.২৭	৪.০০	কাজ চলছে
৪৫৭।	পেচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বর্ধিতকরন	৫.২১	৩.০০	কাজ চলছে
৪৫৮।	রামগুনা চৌধুরী পাড়া হাই স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	৮.০০	
৪৫৯।	মধুয়াৎ হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	—	কাজ চলছে
৪৬০।	৩০০ আসন বিশিষ্ট দশদায় কমিউনিটি হল নির্মাণ	১৬.৭৪	৮.১৮	কাজ চলছে
৪৬১।	বি.বি.আই. গ্রাউনদের স্টেডিয়াম নির্মানের জন্য অতিরিক্ত তহবিল প্রদান	১০.০০	—	ঐ
৪৬২।	দামছড়ায় ৩০০ আসন বিশিষ্ট্য কমিউনিটি হল নির্মাণ ১৬.৭৮		৫.৩৫	কাজ চলছে
৪৬৩।	পেচারথলে ৩০০ আসন বিশিষ্ট্য কমিউনিটি হল নির্মাণ	—	৬.১০	কাজ চলছে
৪৬৪।	লক্ষ্মীনগর হাইস্কলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	৪.৭৬	কাজ চলছে
৪৬৫।	কদমতলায় ২০০ আসন বিশিষ্ট্য কনিউনিটি হল নির্মাণ	১৬.৭৮	—	কাজ চলছে
৪৬৬।	আনন্দ বাজার, মাছমারা এবং চখদাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য তিনটি অম্বোলেনস ক্রয়	১৩.৪৫	১৩.৪৫	
৪৬৭।	বামুনছড়ায় অনন্ত আশ্রমের জন্য কমিউনিটি হল নির্মাণ	৩৭.৫০	১.০৩	
৪৬৮।	বামুনছড়ায় অনন্ত আশ্রমের এস. সি কেন্দ্রের গৃহ নির্মাণ	৩৭.৫০	০.৮৩	
৪৬৯।	বামুনছড়ায় অনন্ত আশ্রমের বাউনডারী ওয়াল নির্মাণ	৩৭.৫০	১.১৫	
৪৭০।	কমলপুরে কালীবাড়ীতে কমিউনিটি হল নির্মাণ	৩৭.৫০	১.০৩	

৪৭১।	কমলপুর বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ	৩৭.৫০	১.৪৬
৪৭২।	আমবাসা কোলনী এস. বি. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৩৭.৫০	১.৪৬
৪৭৩।	হালাহালিতে কালচারেল এবং স্পোর্টস্ গৃহ নির্মাণ	৩৭.৫০	১.০০
৪৭৪।	কুলাই এর মিত্রহাম রিয়াং এর বাড়ীর পাশে কমিউনিটি হল নির্মাণ	৩৭.৫০	১.০০
৪৭৫।	মহম্মদ আবর্জাদ আলীর বাড়ীর পাশে জল প্লাবিত ত্রান কেন্দ্র নির্মাণ	৩৭.৫০	১.০৩
৪৭৬।	মরাছরা হাসপাতালের অতিরিক্ত গৃহ নির্মাণ	৩৭.৫০	৪.২৬
৪৭৭।	জিয়ালছড়ায় পাক্কা বাঁধ নির্মাণ	৩৭.৫০	০.৬০
৪৭৮।	কিরণ চৌধুরী পাড়ায় মাঠ সমান করা	৩৭.৫০	০.১০
৪৭৯।	যোগেশ দাস পাড়ায় ফিসারী টেংক নির্মাণ	৩৭.৫০	০.১০
৪৮০।	কমলাছড়ায় এলাকায় ছয়টি ফিসারী টেংক নির্মাণ	৩৭.৫০	০.৬০
৪৮১।	দেবীছড়ায় ফিসারী টেংক্ নির্মাণ	৩৭.৫০	০.১০
৪৮২।	কমিউনিটি হলের সাইড উন্নয়ন	৩৭.৫০	০.১০
৪৮৩।	আমবাসা কলোনী স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৩৭.৫০	০.০৩
৪৮৪।	মরাছড়ায় জি.সি. আই বাঁধ নির্মাণ	৩৭.৫০	০.৯১
৪৮৫।	হরিণছড়ায় মাঠ সমান করা	৩৭.৫০	০.১০
৪৮৬।	জগনাথপুরে মাঠ সমান করা	৩৭.৫০	০.১০
৪৮৭।	ময়নামায় তিপাপাড়ায় বুদ্ধমন্দিরের নিকটে কমিউনিটি হল নির্মাণ	৩৭.৫০	০.১০
৪৮৮।	পূর্বমাছলিতে সেনেটারী ওয়েল নির্মাণ	৩৭.৫০	০.৩১
৪৮৯।	১০টি ফিসারী টেংক নির্মাণ	৩৭.৫০	১.০০
৪৯০।	মাছলিছড়ার উপরে কাঠের পুল নির্মাণ	৩৭.৫০	০.৯৯
৪৯১।	পশ্চিম ছামনুতে দুর্গা চাকমার জমির উপর ফিসারী টেংক্ নির্মাণ	৩৭.৫০	০.১০
৪৯২।	পশ্চিম ছামনুতে সুশীল সাহা, আলমনি বড়ুয়া, অরুন বড়ুয়া এবং ইন্দ্রজিৎ সাহার জমির উপর ফিসারী টেংক্ নির্মাণ	৩৭.৫০	০.৪০
৪৯৩।	মকড়ছড়ায় মতলব মিঞার জমির উপর ফিসারী টেংক্ নির্মাণ	৩৭.৫০	০.১০
৪৯৪।	পূর্বছামনুর গাঁও পাঞ্চায়েতের জ্ঞেয়ানন্দ কর এবং বৃকুন্দ চাকমার জমির উপর ফিসারী টেংক্ নির্মাণ	৩৭.৫০	০.২০

৪৯৫।	দুর্গাছড়ার গাঁও পাঞ্চয়েতের নিবারণ চাকমা এবং প্রবরঞ্জন চাকমার জমির উপর ফিসারী টেংক্ নির্মাণ	৩৭.৫০	০.২০	
৪৯৬।	গণ্ডাছড়ার হাসপাতালের গৃহ নির্মাণ	৩৭.৫০	২.৩৫	
৪৯৭।	গণ্ডাছড়া হাসপাতালের বাউনডারী ওয়াল নির্মাণ	৩৭.৫০	১.৫৩	
৪৯৮।	উল্টাছড়া, তের মাইল, লাইপদ পাড়া, শিকারী পাড়া, জে বি পাড়া, কচুছড়ি, নারায়ণপুর, শাট কার্ড, হরিপুর এবং চাম্পারায় পাড়ায় ফিসারী বাঁধ নির্মাণ	৩৭.৫০	১.১৫	
৪৯৯।	মরাছড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংস্কারে অসম্পূর্ণ কাজের জন্য তহবিল প্রদান	৩.০০		
৫০০।	কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংস্কারের অসম্পূর্ণ কাজের জন্য তহবিল প্রদান	৩.০০		
৫০১।	গণ্ডাছড়ায় বাজার নির্মানের অসম্পূর্ণ কাজের জন্য তহবলি প্রদান	০.৬০		
৫০২।	গণ্ডাছড়া বাজারে পূর্ণ সংস্কার (আগুণ লাগার কারণে)	০.৮০		
৫০৩।	বোয়ালখালি হইতে নুতন দলপতি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	১.৫০		
৫০৪।	গণ্ডাছড়া গাঁও পাঞ্চয়েতের ইট শলিং	২.০০		
৫০৫।	ছয়লেংটায় টাউন হল নির্মাণ	১৫.২০	১৫.২০	
৫০৬।	সালেমা প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	৪.০০	৪.০০	
৫০৭।	কমলপুরে অংগনায়াড়ী কেন্দ্র নির্মাণ	২.০০	—	কাজ চলছে
৫০৮।	বিজয়গিরি দেওয়ানপাড়া হাইস্কুল গৃহ নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	
৫০৯।	মরাছড়ায় এবং নাকছি পাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য দুইটি অম্বোলেনস্ ক্রয়	৭.০০	৭.০০	
৫১০।	রইস্যাবাড়ী ও বিরাশি মাইল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য দুইটি অম্বোলেন্স ক্রয়	৭.০০	৭.০০	
৫১১।	৩০০ আসনবিশিষ্ট ছামনু টাউন হল নির্মাণ	১১.৪৬	১১.৪৬	
৫১২।	ইশান কলাছড়ি দ্বাদশ বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ	১০.০০	১০.০০	
৫১৩।	নেপালটিলা ডিসপেনসারী গৃহ নির্মাণ	৩.০০	—	কাজ চলছে
৫১৪।	রইস্যাবাড়ী বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন	১.৫০	—	ঐ
৫১৫।	জগবন্ধু এইচ. এস স্কুলের মাঠের উন্নয়ন	১.৫০	১.৫০	
৫১৬।	কাঞ্চনছড়া এস.বি. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
৫১৭।	রইস্যাবাড়ী বাজারে ২০টি স্টল নির্মাণ	৫.০০	—	ঐ

৫১৮।	৩০০ আসনবিশিষ্ট্য সালেমায় কমিউনিটি হল নির্মাম	১০.০০	—	ঐ
৫১৯।	৩০০ আসনবিশিষ্ট্য বইস্যা বাড়ী কমিউনিটি হল নির্মাণ	১০.০০	—	ঐ
৫২০।	গিরিশচন্দ্র কারবারী পাড়া এস. বি. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৫.০০	—	ঐ
৫২১।	গণ্ডাছড়ায় সুইমিং পুল নির্মাণ	১.০০	—	ঐ
৫২২।	গণ্ডাছড়া এইচ. এস স্কুলের মাঠে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	৮.০০	—	কাজ চলছে
৫২৩।	মনুঘাট এইচ. এস. স্কুলের গৃহ এবং খেলার মাঠ নির্মাণ	১০.০০	—	ঐ
৫২৪।	বিরাশিমাইল প্রপার হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	—	ঐ
৫২৫।	কৃষ্ণ দেববর্মা পাড়ার এস বি. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৫.০০	—	ঐ
৫২৬।	মনুঘাটের ৩০০ আসনবিশিষ্ট্য কমিউনিটি হল নির্মাণ	১০.০০	—	ঐ
৫২৭।	ছয়লেংটার টাউন হল নির্মানের জন্য অতিরিক্ত তহবিল প্রদান	৩.৭৩	—	ঐ
৫২৮।	নাকফুল ছড়ায় মিনি ভাইবারশন বাঁধ নির্মাণ	১০.০০	—	ঐ
৫২৯।	কমলপুর মাদ্রাসা হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	—	ঐ
৫৩০।	কমলপুরে হাড়ের খলা হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	—	ঐ
৫৩১।	মানিক ভাণ্ডারে ৩০০ আসন বিশিষ্ট্য কমিউনিটি হল নির্মাণ	১০.০০	—	ঐ
৫৩২।	শান্তির বাজারে শেড নির্মাণ	৫.০০	—	ঐ
৫৩৩।	হালহালি এইচ. এস. স্কুলের মাঠ উন্নয়ন	৫.০০	—	ঐ
৫৩৪।	দুবাইছড়া ছামারাই পাড়া এস. বি, স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৫.০০	—	ঐ
৫৩৫।	বাসুদেব পাড়ায় জে. বি. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	২.৫৬	—	ঐ
৫৩৬।	খোয়াই শহরে উন্নয়ন	১১.০০	—	ঐ
৫৩৭।	বেহালাবাড়ীতে ৫০০ আসন বিশিষ্ট্য কমিউনিটি হল নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
৫৩৮।	সুভাষ পার্ক মাকেট উন্নয়ন ও মাটি ভরাটের কাজ	৬.৫১	৬.৫১	
৫৩৯।	তুলাশিকার বাজার উন্নয়ন	৫.০০	৫.০০	
৫৪০।	আশ্রামবাড়ীতে ডিসপেন্সারী গৃহ নির্মাণ	৩.০০	৩.০০	
৫৪১	রাজনগর এস. বি. স্কুলের মাঠের উন্নয়ন	১.৫০	১.৫০	
৫৪২।	বেহালাবাড়ী কমিউনিটি হল নির্মানের জন্য অতিরিক্ত তহবিল প্রদান	৫.০০	—	কাজ চলছে
৫৪৩।	বাইজালবাড়ী এবং মুঙ্গিয়া বাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য দুইটি অম্বোলেনস্ ক্রয়	৬.৮৮	৬.৮৮	
৫৪৪।	তুলাশিখর প্রাথামিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য একটি অম্বোলেনস্ ক্রয়	৩.৪৪	৩.৪৪	

৫৪৫।	মহারানীপুর এইচ. এস স্কুলের গৃহ নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
৫৪৬।	আমপুরা বাজারে ২০টি মার্কের স্টল নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
৫৪৭।	চাম্পা হাওয়ার বাজারে ২০টি মার্কেট স্টল নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
৫৪৮।	তুলাশিখর বাজারে ২০টি মার্কেট স্টল নির্মাণ	৫.০০	৫.০০	
৫৪৯।	মহারানীপুর বাজারে ২০টি মার্কেট স্টল নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
৫৫০।	খোয়াই শহরে ১৫টি কোবলার সেড নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
৫৫১।	কল্যানপুর গ্রামীন হাসপাতাল গৃহের বর্ধিতকরণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
৫৫২।	খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে গৃহ নির্মাণ	১৫.০০	—	কাজ চলছে
৫৫৩।	জম্বুরা এইচ. এস. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
৫৫৪।	আশ্রামবাড়ী এইচ. এস. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
৫৫৬।	৩০০ আসন বিশিষ্ঠ্য হাতকাটা কমিউনিটি হল নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
৫৫৭।	খোয়াই সুভাষ পার্কে ৫০টি মার্কেট স্টল নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
৫৫৮।	বিনংহাজারি স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
৫৫৯।	চেবরী এইচ. এস. স্কুলের বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মাণ	৩.৭০	—	কাজ চলছে
৫৬০।	পশ্চিম শান্তিনগর এস. বি. স্কুল্লের গৃহ নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
৫৬১।	কল্যানপুর বাজারে সবজি বাজার নির্মাণ	২.০০	—	কাজ চলছে
৫৬২।	খোয়াই বালীকা বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ	৪.০০	—	কাজ চলছে
৫৬৩।	পুর্ব রামচন্দ্রঘাটে ৩০০ আসনবিশিষ্ট্য কমিউনিটি হল নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
৫৬৪।	জামবুরায় ৩০০ আসন বিশিষ্ট্য কমিউনিটি হল নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
৫৬৫।	বীরচন্দ্রপুর এইচ এস স্কুলের গৃহ নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
৫৬৬।	মহামনি টিলা বুদ্ধিষ্ট মন্দিরের জন্য কমিউনিটি হল নির্মাণ	১.৫০	১.৫৫	
৫৬৭।	মধ্য পিলাকে অঙ্গনবাদী কেন্দ্র নির্মাণ	০.৪০	০.৪০	
৫৬৮।	ঠাকুরছড়া এবং মগপাড়াতে ২টি সেনিটারি ওয়েল নির্মাণ	০.৭০	০.৮১	
৫৬৯।	কোয়াইকাং উপজাতি কলোনী জে. বি. স্কুলের ঘর নির্মাণ	১.৫০	১.৫০	
৫৭০।	ঋষ্যমুখে কালচারেল ও স্পোর্টস্ গৃহ নির্মাণ	১.০০	১.০০	
৫৭১।	মনুবাজারে সর্ব্বসাধারনের জন্য পড়ার ঘর নির্মাণ	১.০০	১.০০	
৫৭২।	অম্পিতে কালাচারেল ও স্পোর্টস গৃহ নির্মাণ	১.০০	১.০০	
৭৫৩।	নুতন বাজারে কালচারেল ও স্পোর্টস গৃহ নির্মাণ	১.০০	১.০০	
৫৭৪।	কালাছড়া বাজারে রিং ওয়েল স্থাপন	০.৩০	০.৩০	
৫৭৫।	সিন্ধুপাথরে রিং ওয়েল নির্মাণ	০.৩০	০.৩০	
৫৭৬।	ধনু চৌধুরী পাড়ায় রিংওয়েল নির্মাণ	০.৩০	০.৩০	

৫৭৭।	কালাডেপায় রিংওয়েল স্থাপণ	০.৩০	০.৩০	
৫৮১।	ঠাকুরছড়ায় দুইটি হাতের সেনেটারি ওয়েল নির্মাণ	০.১৬	০.১৬	
৫৮২।	অমরপুরে দুঃস্থ বালিকাদের জন্য গৃহ নির্মাণ করা	১.৫০	১.৫০	
৫৮৩।	জোলাই বাড়ীতে মুকুন্দ ভৌমিকের বাড়ীর নিকটে জলসেচের জন্য ডিপ টিউবওয়েল নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
৫৮৪।	রুপাইছড়াতে কমিউনিটি হেলথ্ সেন্টার নির্মাণ	১.৫০	—	কাজ চলছে
৫৮৫।	সাব্রুম শহরে স্টেডিয়াম নির্মাণ	৫.০০	—	ঐ
৫৮৬।	গোরাকাপ্পা, বিষ্ণুপুর, ছোটখিলা এবং মনুঘাটে ২টি করে পানীয় জলের ব্যবস্থা	৩.০০	—	ঐ
৫৮৭।	মনুবংকুল শিলাছড়ি রাস্তার উপর পেনটিন ব্রীজ নির্মাণ	১.৫০	—	ঐ
৫৮৮।	হরিনায় খেলার মাঠ নির্মাণ	০.৩০	—	ঐ
৫৮৯।	হরিনায় ওয়াটার টেংক এর লাইন বর্ধিত করা	০.৭০	—	ঐ
৫৯০।	জলায়া, তীর্থমুখ এবং ছোলাগাং এ সেনিটারি ওয়েল নির্মাণ	১.৫০	—	ঐ
৫৯১।	অমরপুর স্টেডিয়াম এ অসম্পূর্ণ কাজের জন্য অর্থ প্রদান	৩.০০	—	ঐ
৫৯২।	অমরপুর শহরে পাঁচটি খেলার মাঠ নির্মাণ	১.৩০	—	ঐ
৫৯৩।	অমরপুর শহরে রেষ্ট হাউস নিমাণ	১.৫০	—	ঐ
৫৯৪।	জোলাই বাড়ী ও ঋষ্যমুখ রাস্তার উপর পেনটির ব্রীজ নির্মাণ	১.৫০	—	ঐ
৫৯৫।	জোলাই বাড়ী স্কুল গৃহ নির্মাণ	২.৫০	—	ঐ
৫৯৬।	কলসীতে ২টি সেনিটারি ওয়েল নির্মাণ	০.৭০	—	ঐ
৫৯৭।	সাব্রুম শহরে স্টেডিয়াম নির্মাণ	১৬.১৪	—	ঐ
৫৯৮।	আইলমারা উচ্চ বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ	৪.০০	—	ঐ
৫৯৯।	মনুবাজারে পাকা ড্রেইন নির্মান করা	৩.০০	—	ঐ
৬০০।	বিলোনীয়ার সরসীমা এইচ. এস বিদ্যালয়ের বর্দ্ধিতায়ন	৩.৫০	—	ঐ
৬০১।	নলুয়ায় বাজার শেড নির্মাণ	৩.৯৬	—	ঐ
৬০২।	জোলাইবাড়ী স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৩.৫০	—	ঐ
৬০৩।	সাব্রুম কলেজ নির্মান	২০.৫৬	—	ঐ
৬০৪।	বিষ্ণুপুরে হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৫.০৬	—	ঐ
৬০৫।	গোরাকাপ্পা হাইস্কুল গৃহ নির্মাণ	৫.০৬	—	ঐ
৬০৬।	দঃ সোনাইছড়ি হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৫.৭০	—	ঐ
৬০৭।	কলসী হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৬.৭০	—	ঐ
৬০৮।	শ্রী কাণ্ডাবাড়ী হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৫.০৬	—	ঐ

৬০৯।	দেবদারু বাগানে বাজার শেড নির্মাণ	৪.০০	—	ঐ
৬১০।	ঈশানচন্দ্র রোরাজা পাড়া হাইস্কুল নির্মাণ	৫.০০	—	ঐ
৬১১।	শত্রুঘ্ন পাড়া এস. বি. স্কুল নির্মাণ	৫.০০	—	ঐ
৬১২।	পূর্ব নলবাসায় জমাতিয়া পাড়ায় এস.সি. সেন্টার নির্মাণ	২.৫৪	—	কাজ চলছে
৬১৩।	করবুক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
৬১৪।	তীর্থমুখ পি. এইচ. সি. জন্য এমবুলেন্স ক্রয়	২.৪০	২.৪০	
৬১৫।	করবুক এবং কলাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য ১টি করে এম্বুলেন্স ক্রয়	৪.৮০	৪.৮০	
৬১৬।	বিলোনীয়ার কৃষ্ণনগর হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	—	কাজ চলছে
৬১৭।	পাহারপুরের নবীনরায় হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	—	কাজ চলছে
৬১৮।	পূর্ব পিলাক পল্লী সর্দার পাড়া এস. বি. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৫.০০	৪.৫২	কাজ চলছে
৬১৯।	অমরপুরের এ. কে. যতন কুমার হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	—	কাজ চলছে
৬২০।	তৈদুতে ৩০০ আসন বিশিষ্ট কমিউনিটি হল নির্মাণ	১৮.২৭	—	কাজ চলছে
৬২১।	নলুয়া বাজারে মার্কেট স্টল নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
৬২২।	জোলাইবাড়ীতে ৩০০ আসন বিশিষ্ট কমিউনিটি হল নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
৬২৩।	পশ্চিম পিলাক হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	—	কাজ চলছে
৬২৪।	অমরপুর শহরে শিশু উদ্যান নির্মাণ	২.০০	—	কাজ চলছে
৬২৫।	নুতন বাজারে ৩০০ আসন বিশিষ্ট কমিউনিটি হল নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
৬২৬।	রামপুর হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	১.২৯	কাজ চলছে
৬২৭।	বাশিচন্দ্র পাড়া হাই স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	৫.৭০	কাজ চলছে
৬২৮।	ঋষ্যমুখ এইচ, এস স্কুলের ৪টি শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ	৫.০০	—	কাজ চলছে
৬২৯।	মতাই এইচ, এস, স্কুলের অতিরিক্ত গৃহ নির্মাণ	৫.০০	৬.০৪	
৬৩০।	গরদং এইচ, এস, স্কুলের খেলার মাঠ উন্নয়ন	৩.০০	—	কাজ চলছে
৬৩১।	সিন্দুপাথরের পতাছড়ার উপর কুট ব্রীজ (স্টীল) নির্মাণ	৫.০০	২.১২	কাজ চলছে
৬৩২।	আলমারা হাইস্কুলের অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ	২.০০	০.৬৪	কাজ চলছে
৬৩৩।	চালিতা বংকুল এইচ. এস. স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	০.৫৫	কাজ চলছে
৬৩৪।	দেবদারু উচ্চতর বিদ্যালয়ে উপজাতি ছাত্রাবাস নির্মাণ	৫.০০	১.৮৩	কাজ চলছে
৬৩৫।	গোপাল চন্দ্র রোয়াজা পাড়া হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	—	কাজ চলছে
৬৩৬।	ডোরাতলী হাইস্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	—	কাজ চলছে
৬৩৭।	কলাছড়ায় ৩০০ আসন বিশিষ্ট কমিউনিটি হল নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে
৬৩৮।	ব্রজেন্দ্রনগর এইচ, এস, স্কুলের গৃহ নির্মাণ	১০.০০	—	কাজ চলছে

৬৩৯।	অমরপুরের সোনাগঙ্গা ছড়ায় স্টীলের কুট ব্রীজ নির্মাণ	০.৫০	—	কাজ চলছে
৬৪০।	জলেকা হাই স্কুলের গৃহ নির্মাণ	৮.০০	—	কাজ চলছে
৬৪১।	সোনাগঙ্গা ছড়ায় স্টীল কুট ব্রীজ নির্মানের অতিরিক্ত টাকা প্রদান	৮.২১	—	কাজ চলছে

প্রশ্ন

৩। উক্ত সময়ে উক্ত প্রকল্পে অব্যয়িত অর্থের মোট পরিমান কত? (অর্থ ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

২০০১ - ২০০২ ইং অর্থ বছরের শেষে মোট অব্যয়িত অর্থের পরিমান নীচে দেওয়া হইল।

ক) পশ্চিম ত্রিপুরা		০.২৫ লক্ষ টাকা
খ) রাজ্যসভা		৩.২১ লক্ষ টাকা
গ) পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা		৩.২০ লক্ষ টাকা
	মোট	৬.৬৬ লক্ষ টাকা

Admitted Un-starred Question No :- 84

Name of the Members :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ ইং সন হইতে ১২ই জুন ২০০২ ইং পর্যন্ত ত্রিপুরাতে কয়টি খুন, কয়টি ডাকাতি, কয়টি চুরি, কয়টি গৃদাগের ঘটনা রাজ্যের থানাগুলিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে ; এবং

২। উপরিউক্ত সময়ে সারা রাজ্যে কয়টি ধর্ষন কয়টি নাবালিকা অপহরণ এবং কয়টি মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টার ঘটনা রাজ্য থানাগুলিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে?

উত্তর

১। ১৯৯৮ ইং হইতে ১২ই জুন ২০০২ ইং পর্যন্ত খুন, ডাকাতি, চুরি ও গৃহদাহের ঘটনা নিম্নরূপ ঃ-

খুন	—	১৩৫২
ডাকাতি	—	১৯১
চুরি	—	১৭৫২
গৃহদাহ	—	৩০৫

২। উক্ত সময়ে থানায় লিপিবদ্ধকৃত ঘটনা নিম্নরূপ ঃ-

ধর্ষন	—	২৮৭
নাবালিকা অপহরণ	—	১২৩
শ্লীলতাহানির চেষ্টা	—	১৯২

(Questions and Answers)

Admitted Un-starred Question No :- 105

Name of the Members :- (1) Shri Ratan Lal Nath.

(2) Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ ইং সন হইতে ১২ই জুন ২০০২ ইং পর্যন্ত রাজ্যে কতজন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছে এবং ঐ সময় তারা কি কি অস্ত্র জমা দিয়াছেন ;

২। উক্ত সময়ে রাজ্যের আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা কি পুলিশ, কি সি. আর. পি. এফ, কি আসাম রাইফেলস্, কি টি. এস. আর কতজন উগ্রপন্থীকে পাকড়াও করেছে। এবং কতজন উগ্রপন্থীকে গুলি করে হত্যা করেছে, এবং ঐ সময় তাদের কাছ থেকে কি কি অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে?

উত্তর

১। ১৯৯৮ ইং সন হইতে ১২ই জুন ২০০২ ইং পর্যন্ত মোট ৫০৭ জন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছে। উক্ত আত্মসমর্পণ কারীদের জমাকৃত অস্ত্রের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

জমাকৃত অস্ত্রের পরিমাণ

১। অত্যাধুনিক অস্ত্র	—	৬৫ টি
২। কারখানায় তৈরী বন্দুক	—	৮২ টি
৩। বিভিন্ন গোলা বারুদ	—	৫৫০৮ টি
৪। দেশী বন্দুক	—	১৫৫ টি

২। উক্ত সময়ে রাজ্যের আরক্ষা দপ্তরের কর্মীগণ (পুলিশ/সি. আর. পি. এফ/আসাম রাইফেল/টি. এস. আর) মোট - ৪৪১ জন উগ্রপন্থীকে গ্রেপ্তার করেছে। উক্ত সময়ে মোট ১২৪ জন উগ্রপন্থীকে গুলি করে হত্যা করেছে এবং তাদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্রের পরিমাণ নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেলঃ

অত্যাধুনিক অস্ত্র/কারখানায় নির্মিত অস্ত্র	—	৫০টি	(৬৮৩৫ রাউণ্ড গুলি সহ)
দেশী বন্দুক	—	৩৭ টি	(৩২ রাউণ্ড কার্তুজ সহ)
গ্রেনেড	—	১৫ টি	
ডেটোনেটর	--	২ টি	
বিদেশে তৈরী প্রজোর্কয়াল (Projectile)	—	২ টি	

Admitted Un-starred Question No :- 107

Name of the Member :- Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be please to state :-

প্রশ্ন

১। ১লা জানুয়ারী ১৯৯৩ ইং থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত MTF কতজন বিদেশী অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত এবং ফেরৎ পাঠিয়েছেন (বছর ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১। ৫১,৩৯৮ জন বিদেশী।

বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

১৯৯৩	—	৪৯৭৪
১৯৯৪	—	৬৬০১
১৯৯৫	—	৮৫১৩
১৯৯৬	—	৬৫৩৭
১৯৯৭	—	৭৬৪১
১৯৯৮	—	২৩৫২
১৯৯৯	—	৫১৪৮
২০০০	—	৩৮৩৫
২০০১	—	৫৭৯৭
সর্বমোট	—	**৫১৩৯৮**

Admitted Un-starred Question No :- 112

Name of the Members :- (1) Shri Billal Mia

(2) Shri Ratan Lal Nath

(3) Shri Kajal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ ইং সন হইতে ২০০২ হ সনের ১২ইং জুন পর্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি উগ্রপন্থী হামলা সংঘটিত হয়েছে ;

২। উক্ত সময়ে সারা রাজ্যে উগ্রপন্থীর হাতে কতজন খুন, নারী নির্যাতন, ধর্ষন, তুরি, অপহৃত, ডাকাতি এবং কতজন আহত হয়েছে, কতজন আংশিক পংসু হয়েছে কয়টি লুটপাটের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং কতজন অপহৃত হওয়ার পর ফিরে এসেছে ;

৩। উক্ত সময়ে উগ্রপন্থী কতৃক কয়টি গবাগিপশু অপহৃত হয়েছে এবং কয়টি গবাদি পশু বাংলাদেশী ডাকাত/চোর কর্তৃক চুরি হয়েছে ;

৪। দুস্কৃিতকারী কতৃক Ex-MLA পুলিশ, হোমগার্ড, T C S Officer এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান সহ কতজন খুন হয়েছে ?

উত্তর

১। উক্ত সময়ে ১৪৩৫ টি ঘটনা নথীভুক্ত করা হয়েছে।

২। উক্ত সময়ে সংঘটিত অপরাধ সমুহ নিনরূপ ঃ-

খুন	—	৮৯৬ (মোট ঘটনা ৩৮৮ টি)
ধর্ষন	—	২ টি
নারী নির্যাতন	—	—
চুরি	—	২
অপহরন	—	১৪৩৬ (মোট ঘটনা - ৪৮৭)
ডাকাতি	—	১২
আহত	—	৪০৮
অংশিক পংগু	—	৬
লুটপাট	—	৪
অপহৃত হওয়ার	—	
পর ফিরে এসেছে	—	১০৮৮

৩। উক্ত সময়ে বাংলাদেশী ডাকাত/চোর কতৃক গবাদীপশু চুরি — ১৬৬ টি।

উগ্রপন্থী কতৃক অপহৃত গবাদী পশু - ৪৭ টি

৪। উক্ত সময়ে খুন হওয়া ৮৯৬ জনের মধ্যে Ex-MLA, পুলিশ হোমগার্ড, টি. সি. এস অফিসার এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী/আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানের সংখ্যা ছিল ১১৪ জন।

Admitted Un-starred Question No :- 127

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ ইং সন হইতে ২০০২ ইং সনের ১২ই জুন পর্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি বধু হত্যা, কয়টি বধু নির্য্যাতন, কয়টি মহিলা নির্য্যাতন এর ঘটনা রাজ্যের থানাগুলিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে?

উত্তর

১। ১৯৯৮ ইং সন হইতে ১২ই জুন ২০০২ ইং সনের ১২ই জুন পর্যন্ত রাজ্যের থানাগুলিতে লিবিবদ্ধ করা অপরাধের সংখ্য নিম্নরূপঃ-

বধুহত্যা	—	১৬৭টি
বধুনির্য্যাতন	—	১৮৮ টি
মহিলা নির্য্যাতন	—	৬১৭ টি

Admitted Un-starred Question No :- 133

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Low Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের পাঁচটি মহকুমাতে এখনও 'সাব — ডিভিসন্যাল লিগ্যাল সার্ভিসেস কমিটি' গঠন করা হয় নাই?

২। সত্য হলে এর কারণ কি এবং কবে নাগাদ গঠন করা হবে?

উত্তর

১। হ্যাঁ ইহা সত্য যে রাজ্যের নবগঠিত পাঁচটি মহকুমায় এখনও আলাদা 'সাব - ডিভিসন্যাল লিগ্যাল সার্ভিসেস কমিটি' গঠন করা হয় নাই। তবে, ঐ পাঁচটি মহকুমার দায়িত্ব অন্যান্য মহকুমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। যথা —

১। কাঞ্চনপুর মহকুমার দায়িত্বে ধর্মনগর,

২। আমবাসা মহকুমার দায়িত্বে কমলপুর,

৩। গণ্ডাছড়া মহকুমার দায়িত্বে অমরপুর,

৪। লংতরাই ভ্যালীর দায়িত্বে কৈলাসহর এবং

৫। বিশালগড়ের দায়িত্বে সদর সাব - ডিভিসন্যাল কমিটি পালন করছে।

২। ঐ পাঁচটি নবগঠিত মহকুমাতে এখনও পর্যন্ত মহকুমারভিত্তিক আদালত গড়ে তোলাসম্ভব হয়নি। ঐ সকল মহকুমায় আদালত স্থাপিত হলেই ঐ পাঁচটি নবগঠিত মহকুমাতে ও আলাদা ভাবে 'সাব - ডিভিসন্যাল লিগ্যাল সার্ভিসেস কমিটি' গঠন করা হবে।

Admitted Un-starred Question No :- 147

Name of the Member :- Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ৩১-৩-২০০২ ইং পযন্ত কতজন গ্রামরক্ষী এবং এস. পি.ও. নিযুক্ত হয়েছে ;

২। ১-১-২০০১ ইং থেকে ৩১-১-২০০১ ইং পর্যন্ত এস.পি. ও. -দের ভাতা বাবদ কত টাকা খরচ হয়েছে?

উত্তর

১। ৩১-৩-২০০২ ইং গ্রামরক্ষী বাহিনীতে ২২৭ জন সামিল হয়েছেন এবং এস. পি. ও. -৯৭৬ জন নিযুক্ত করা হয়েছে করা হয়েছে।

২। উক্ত সময়ে কোন টাকা খরচ হয়নি।

Admitted Un-starred Question No :- 152

Name of the Member :- Shri PraKash Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Civil supplies and consumer Affairs Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রেশন কার্ডে নতুন করে যে সকল ভোক্তার নাম প্রথম বারের মত লিপিবদ্ধ হয়েছে তাদেরকে রেশন সামগ্রী বন্টন করা হচ্ছে না ;

২। সত্য হলে শীঘ্রই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না,

৩। প্রতি মাসে একজন প্রাপ্ত/অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভোক্তার কি কি রেশন সামগ্রী প্রাপ্যঃ এবং

৪। প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে রেশন সামগ্রী নির্দিষ্ট মাত্রায় ভোক্তারা যাতে রেশন দোকান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন তারজন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১। দপ্তরের কাছে এমন কোন তথ্য নাই, নতুন কার্ডের ভিত্তিতে ১লা জুলাই ২০০২ সাল থেকে রেশন সামগ্রী বন্টনের কাজ শুরু হয়েছে।

২। কোন ভোক্তা রেশন সামগ্রী পাচ্ছেনা এমন অভিযোগ থাকলে দপ্তর অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে।

৩। চাউল ঃ- ৩৫ কিলো প্রতিমাসে প্রতি কার্ডে

লবন ঃ- ৫০০ গ্রাম মাথাপিছু প্রতি মাসে প্রাপ্ত/অপ্রাপ্ত সকলের জন্য একই হার।

কেরোসিন ঃ- ১ লিটার মাথা পিছু প্রতি প্রাপ্ত/অপ্রাপ্ত সকলের জন্য একই হার।

চিনি ঃ- ১ কিলো মাথা পিছু প্রতি মাসে আগরতলা পৌর এলাকার ক্ষেত্রে এবং ৭০০ গ্রাম মাথা পিছু প্রতি মাসে সমস্ত মহকুমার ক্ষেত্রে/অপ্রাপ্ত সকলের জন্য একই হার।

৪। খাদ্য পরিদর্শকদের নিয়োগ করা হয়েছে এবং রেশনসপ ভিত্তিক ভিজিলেন্স কমিটিও গঠন করা হয়েছে। ভোক্তাগণকে সচেতন হতে অনুরোধ করা হয়েছে এবং কোন অভিযোগ থাকলে যেকোন ভোক্তা খাদ্য দপ্তরের গোচরে আনতে পারেন যাতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়।

Admitted Un-starred Question No :- 180

Name of the M. L. A :- Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Civil supplies and consumer Affairs Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। গত অর্থ বৎসর এবং বর্তমান বৎসরে ৩০শে জুন পর্যন্ত খাদ্য দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সারা রাজ্য কি কি প্রকল্পে কি কি কাজ হয়েছে, (অর্থ বৎসর ভিত্তিক, প্রকল্প ভিত্তিক এবং পাঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব)।

২। উক্ত সময়ে কত অর্থ ব্যায়িত হয়েছে ? (অর্থ বৎসর ভিত্তিক, প্রকল্প ভিত্তিক এবং পাঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। খাদ্য দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় পাঞ্চায়েতের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন প্রকল্পের কাজ করা হয় নাই। তবে R. D. দপ্তর ২০০১-০২ ইং সালে পাঞ্চায়েতের মাধ্যমে এস. জি. আর ওয়াই (জে. জি. এস ওয়াই) এবং এস. জি. আর. ওয়াই (ই. এ. এস) (২) আই. এ. ওয়াই এবং পি. এম. জি. ওয়াই হাউজিং প্রকল্পে কাজ হয়েছে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞাত হওয়ার জন্য মাননীয় সদস্য R. D. দপ্তরে আলাদা প্রশ্ন রাখতে পারেন।

২। R. D. দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী জেলা ভিত্তিক অর্থ বৎসর ভিত্তিক, ও প্রকল্প ভিত্তিক ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

(লক্ষ টাকার হিসাব)

প্রকল্প	জেলার নাম	বছর	অর্থ বরাদ্ধ	খরচ	শ্রম দিবস কাজ হয়েছে
১	২	৩	৪	৫	৬
এস. জি. আর	উত্তর ত্রিপুরা	২০০১-০২	৪৮৪.৫৭	৩৯৫.৫৭০	৮.৭২৯
ওয়াই (জে জি.	ধলাই ,,	,,	৫৪২.১৪	৪৪২.৫৬০	৬.৩৯০
এস. ওয়াই)	দক্ষিন ,,	,,	৭৪৮.০৯	৬১৪.২০০	৫.৩৪০
	পশ্চিম ,,	,,	৮৫৩.৯৪	৭১৪.১৯০	৯.৬০০
	মোট ২০০১-০২, ২৬২৮.৭৪			২১৬৬.৫২০	৩০.০৫১
এস. জি. আর	উত্তর ত্রিপুরা	২০০১-০২	৪৬০.৯৭	৪৩২.৬৭৭	৬.৪১৫
ওয়াই (ই. এ.এস)	ধলাই ,,	,,	৪১৯.২২	৪১৮.০৬০	৫.৫৩০
	দক্ষিণ ,,	,,	৭১৭.৩১	৭১৭.৩১০	১১.৪৭৪
	পশ্চিম ,,	,,	৮১৮.৬৭	৮২৮.৬৭০	২০.১০০
	মোট	২০০১-০২,	২৪২৬.১৭	২৩৯৬.৭১৭	৪৩.৫১৯
					ঘর তৈরী হয়েছে
আই. এ. ওয়াই	উত্তর ত্রিপুরা	২০০১-০২	৪৩৫.১৩	৩৭২.৩৯৩	১৫৮৪ টি
(Housing const.)	ধলাই ,,	,,	১০৭.০৯	১০৭.০৯০	৪৮৬ টি
	দক্ষিণ ,,	,,	৫৬৯.৫৩৫	৪৮৫.০৭০	২৫২৪ টি
	পশ্চিম ,,	,,	৪৭৭.৪২৫	৪০৬.৭৫০	১৮৪৯ টি
	মোট	২০০১-০২	১৫৮৯.১৮০	১৩৭১.৩০৩	৬৫৪৩ টি
পি. এম. জি.	উত্তর ত্রিপুরা	২০০১-০২	৪৪৫.৮৪	৪৪৫.৮৪	২০২৭ টি
ওয়াই (Housing const.)	ধলাই ,,	,,	৩৯৩.৮৭	৩৯৩.৮৭	১৭৮৪ টি
	দক্ষিণ ,,	,,	৬২৭.৮২	৬২৭.৮২	২৮৫৪ টি

পশ্চিম ,,	..	৮৬৪.৮৮	৮৬৪.৮৮	৩৭১৫ টি
মোট	২০০১-০২	২৩৩২.৪১	২৩৩২.৪১	১০৩৮০ টি

এখানে উল্লেখ থাকে যে, পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব বর্তমানে R. D. দপ্তরে নেই।

Admitted Un-starred Question No :- 183

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট কয়টি কারাগার আছে (মহকুমা ভিত্তিক নাম সহ বিবরণ)

২। ঐ সকল কারাগার গুলিতে কতজন বন্দী রাখার সংস্থান বা সীট আছে, (মহকুমা ভিত্তিক মহিলা ও পুরুষের পৃথক পৃথক হিসাব)

৩। ঐ সকল কারাগারে ৩০শে জুন ২০০২ ইং পর্য্যন্ত জেল হাজতে বাস করেছেন কতজন (ঐ সকল কারাগারের আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১১টি কারাগার আছে। এর মধ্যে ১টি কেন্দ্রীয় কারাগার আগরতলায়, ১টি মহিলা কারাগার আগরতলায়, ২টি জেলা কারাগার ১টি কৈলাশহরে এবং ১টি উদয়পুরে। ৭টি মহকুমা কারাগার সেই গুলি কমলপুর, ধর্মনগর, খোয়াই, অমরপুর, বিলোনীয়া, সাব্রুম, সোনামুড়া মহকুমায় অবস্থিত।

২।

	পুঃ	মঃ
১। কেন্দ্রীয় কারাগার আগরতলা	২১০	—
২। মহিলা কারাগার ,,	—	৩০
৩। কৈলাশহর জেলা কারাগার	৫৮	৪
৪। উদয়পুর জেলা কারাগার	৩৪	২
৫। ধর্মনগর মহকুমা কারাগার	৫৫	২
৬। কমলপুর ,,	৬২	২
৭। খোয়াই ,,	৩৮	২
৮। সোনামুড়া ,,	৫০	২
৯। অমরপুর ,,	৬৫	২
১০। সাব্রুম ,,	৬০	২
১১। বিলোনীয়া ,,	৭২	২

৩।

	কয়েদী			বিচারাধীন		
	পুঃ	মহিলা	মোট	পুঃ	মঃ	মোট
১। কেন্দ্রীয় কারাগার আগরতলা	৩৬৭	—	৩৬৭	১২৯	—	১২৯

২। মহিলা কারাগার আগরতলা	—	৮	৮	—	০৫	০৫
৩। জেলা কারাগার উদয়পুর	১৯	—	১৯	৮২	০১	৮৩
৪। জেলা কারাগার কৈলাশহর	০৩	—	০৩	৯৩	০২	৯৫
৫। ধর্মনগর মহকুমা কারাগার	০৭	—	০৭	৭৭	০৩	৮০
৬। কমলপুর মহকুমা কারাগার	০৪	—	০৪	৬৫	—	৬৫
৭। খোয়াই ,,	০২	—	০২	৫৮	—	৫৮
৮। সোনামুড়া ,,	—	—	—	২১	—	২১
৯। অমরপুর ,,	—	—	—	১২	—	১২
১০। সাব্রুম ,,	—	—	—	০৭	—	০৭
১১। বিলোনীয়া ,,	১০	—	১০	৩৪	—	৩৪
	৪১২	৮	৪২০	৫৭৮	১১	৫৮৯

মোট = ৪২০ + ৫৮৯ = ১০০৯

Admitted Un-starred Question No :- 207

Name of the Member :- Shri Kajal Chadra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ০১-০৩-১৯৯৮ ইং থেকে ১৫-০৬-২০০২ ইং পর্যন্ত নারী নির্যাতনের কতগুলি অভিযোগ থানায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (থানাভিত্তিক হিসাবে)

উত্তর

১। ০১-০৩-১৯৯৮ ইং থেকে ১৫-০৬-২০০২ ইং পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন থানাগুলিতে পনজনিত হত্যা, পন সম্পর্কিত অন্যান্য অত্যাচার এবং অন্যান্য নারী ঘটিত অপরাধের মোট ৮০৮টি ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। থানাভিত্তিক হিসাবে নিম্নরূপ ঃ-

Admitted Un-starred Question No :- 208

Name of the Member :- Shri Kajal Chadra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, কল্যাণপুরে সি. আর. পি. এফ - এর ব্যাটেলিয়ন হেড কোয়ার্টার স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

২। সত্য হলে, এই ব্যাপারে বর্তমানে কি ধরনের পর্যালোচনা চলেছে?

উত্তর

১। এই প্রশ্নে এখনো কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি।

Admitted Un-starred Question No :- 209

Name of the Member :- Shri Kajal Chadra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। গত এক বছরে অগ্নি নির্বাপকের কার্যালয় থেকে আগরতলা শহরে কতগুলি জলাশয় ভরাটের স্বপক্ষে মতামত প্রদান করা হয়েছে ;

২। কেন ভরাটের স্বপক্ষে মতামত প্রদান করা হয়েছে ?

উত্তর

১। গত এক বছরে অগ্নি নির্বাপকের কার্যালয় থেকে মোট ২ (দুই)টি জলাশয় ভরাটের স্বপক্ষে মতামত প্রদান করা হয়েছে।

২। উক্ত জলাশয় ভরাটের স্বপক্ষে মতামত প্রদান করা হয়েছে কারণ একটি প্রায় জলশুণ্য এবং অব্যবহারিক এবং অন্যটিও অব্যবহারিক যা অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের অগ্নি নির্বাপকের কাজের উপযুক্ত নয়।

Admitted Un-starred Question No :- 210

Name of the Member :- Shri Kajal Chadra Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরে যানবাহন চলাচল সীমাবদ্ধ করা এবং যানিবাহন চলাচলের গতি নিয়ন্ত্রনের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

উত্তর

১। আগরতলা শহরে সীমাবদ্ধ যানবাহন চলাচল সহ যানবাহনের চলাচলের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাফিক দপ্তর উক্ত সমস্যা নিরসনে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

কার্যকরি পরিকল্পনা বা পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপ ঃ-

ক) আগরতলা সিধাই, আগরতলা এয়ারপোর্ট, আগরতলা বিশ্রামগঞ্জ, আগরতলা চম্পকনগর রুটে স্পীডো মিটার নিয়ে ট্রাফিক দপ্তরের বিশেষ অভিযান মাঝে মাঝেই অতর্কিতে সংঘটিত হয়। কোন যানবাহন অতিরিক্ত গতিতে চালালে তা স্পীডো মিটারের দ্বারা গতি নির্ণয় করে ট্রাফিক পুলিশ ঐ যানবাহনের চালকের বিরুদ্ধে মোটর ভেহিক্যাল আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করছে। অপরাধী ড্রাইভারকে SPOT ফাইন করে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে; এবং ট্রাফিক আইন অমান্যকারী যানবাহন চালককে বিচারের জন্য আদালতে প্রেরণ করা হচ্ছে।

খ) দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকায় বা রাস্তায় যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাস্তায় ড্রাম, টায়ার ইত্যাদি বসিয়ে গতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, যাতে উক্ত এলাকায় যানবাহন অতিরিক্ত গতিতে চালাতে না পারে।

ঐ এলাকায় বিশেষ সতর্কীকরণ বোর্ড বসানো হয়েছে। আগরতলা শহর এবং তাহার তৎসংলগ্ন এলাকার গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ঐ এলাকায় বা রাস্তায় বিশেষ ট্রাফিক মোবাইল এবং ঐ ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট টিম দ্বারা নজর দারী বৃদ্ধি করা হয়েছে । তাছাড়া, যানবাহন চালানোর গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্যান্য ট্রাফিক আইন লঙঘনকারীদের বিরুদ্ধে যথা অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে চালানো, নেশাগ্রস্ত হয়ে যান চালানোর,অপ্রাপ্তবয়স্কদের যানবাহন চালানো ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ট্রাফিক পুলিশ এবং পরিবহন দপ্তরের যৌথ অভিযানও অব্যাহত রয়েছে ।

গ) ট্রাফিক দপ্তর উপরোক্ত অভিযানের পাশাপাশি গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যান চালক, যানবাহনের মালিক, রিক্সা, চালক, পথচারী, বাইসাইকেল আরোহী এবং স্কুল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ট্রাফিকের নিয়ম কানুন সম্পর্কে অধিক ধ্যান-ধারণা জম্মানোর লক্ষ্যে ট্রাফিকের বহুমুখী প্রচার অভিযান অব্যাহত রেখেছে । এছাড়া, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, ট্রাফিক মোবাইল প্রচার গাড়ী, রেডিওতে প্রচার, রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক সংক্রান্ত ক্যাসেট তৈরী করে বাজানো, ট্রাফিক নিয়মকানুন সংক্রান্ত পুস্তিকা, লিফলেট তৈরী করে যানচালক, মালিক, পথচারীদের মধ্যে বিলি, পোষ্টারি, রাস্তার কিনারায় সতর্কীকরণ বোর্ড স্থাপন ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছে ।

ঘ) আগরতলা মিউনিসিপালটি এলাকাতে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু ঘোষনা করা হয়েছে যথা ভারী যানবাহন ২০ কি.মি. প্রতিঘন্টা বেগে এবং হালকা যানবাহনের ক্ষেত্রে ৩০ কি.মি প্রতিঘন্টায় গতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No :- 211

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৫ ইং সনের ৩১-শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে হোম গার্ডের সংখ্যা কত ছিল ; এবং

২। ২০০১ ইং সনের এপ্রিল মাসে হোম গার্ডের ভাতা বাবত মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

১। ২৮৮৬ জন।

২। ঐ সময়ে মজুরী বাবদ ৪৫,৮৮,২৩৯ টাকা এবং মেডিক্যাল এক্স-গ্রেসিয়া খাতে ১,১৫,৬৮৫ টাকা ব্যয় হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No :- 212

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, ১৯৯৫ ইং সন হইতে ২০০১ ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত হোমগার্ডের প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে বেশী সংখ্যক হোমগার্ডের সংখ্যা দেখিয়ে সরকারী কোষাগার থেকে বে-আইনীভাবে কতিপয় কর্মচারী বহু টাকা তুলে নিয়েছে ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে উক্ত সময়ে প্রয়োজনের চেয়ে কত বেশী সংখ্যক হোমগার্ডের জন্য অতিরিক্ত কত টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে।

৩। এব্যাপারে তদন্ত করা হয়েছে কিনা ?

৪। তদন্ত না হলে এর কারণ ?

উত্তর

১। না। তবে ১/১/১৯৮৯ ইং সন হইতে ৩১/৩/১৯৯৫ ইং সন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উক্ত ঘটনা ঘটেছিল।

২। ১/১/১৯৮৯ ইং সন হইতে ৩১/৩/১৯৯৫ ইং সময়ের মধ্যে ৪২১ জন হোমগার্ডের নামে অতিরিক্ত ৩,৮৭,০০০/- টাকা তোলা হয়েছিল।

৩। হ্যাঁ।

৪। ৩ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ৪ নং প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-starred Question No :- 219

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য সরকারী ইনসেনটিভ স্কীমের গাইড লাইনে স্পষ্টতই উল্লেখ রয়েছে, রাজ্যের শিল্পোদোগীদের উৎপাটিত সামগ্রী কেনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে ;

২। ইহাও কি সত্য, গত অর্থ বৎসর এবং বর্তমান অর্থবৎসরে পুলিশের প্রকিওরম্যান বিভাগ যে সকল জিনিস যথা ইউনিফর্ম ইক্যুইপমেন্টস, টেন্ট, কিট বক্স এবং খাটিয়া ইত্যাদি কেনার ক্ষেত্রে ইনসেনটিভ স্কীমের গাইড লাইন মানা হয় নি ;

৩। যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে এর কারণ ;

৪। উল্লিখিত সময়ে খরিদ করা জিনিসের মূল্য কত ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা ইনসেনটিভ স্কীম, ২০০২ গাইড লাইন অনুযায়ী কেনার ক্ষেত্রে কোনরকম অগ্রাধিকাররের উল্লেখ নাই, তবে ১০ শতাংশ প্রাইস প্রেফারেন্সের উল্লেখ রয়েছে।

২। ইহা সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। নিম্নলিখিত জিনিসগুলি কেনার ক্ষেত্রে ২,৭৮,৮৯,৯০৯/- টাকা ব্যয় হয়েছে।

ক) বক্স, খ) ফোল্ডিং কটস, গ) মস্কিউটো নেট. ঘ) উলেন ব্লাঙ্কেট, ঙ) বিভিন্ন রকম টেন্ট, চ) স্ক্রীন লেট্রিন ও ছ) তার পোলিন।

Admitted Un-starred Question No :- 220

Name of the Member :- Shri Jawhar Shaha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ ইং সনের ১লা মার্চ থেকে ১৯৯৮ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যে কয়টি খুন, বৈরী হামলা, নারী নির্যাতন ও স্বাভাবিক (ইউ. ডি) মৃত্যুর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ; থানা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব

২। উক্ত সময়ে কতজন বৈরী আত্মসমর্পন করেছে ;

৩। উক্ত সময়ে কতজন চিহ্নিত বৈরী পুলিশ ও আরক্ষা বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে ?

উত্তর

১। ১লা মার্চ ১৯৯৩ হইতে ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ পর্যন্ত সংঘটিত অপরাধের ঘটনার সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ-

খুনের ঘটনা	বৈরী হামলার ঘটনা	নারীনির্যাতনের ঘটনা	অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা
১২৩৭	১০০৪	৫৮৭	৪৭৬১

থানা ভিত্তিক হিসাব তালিকা আকারে দেওয়া গেল।

২। উক্ত সময়ে ৫৩১৫ জন বৈরী আত্মসমপন করেছে।

৩। উক্ত সময়ে ৪৯৯ জন চিহ্নিত বৈরী আরক্ষা বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে।

P.S. WISE STATEMNT
POINT NO.1.

Sl No	POLICE STATIONS	MURDER	HEADS OF CRIME		U/D CASES
			EXTREMISTS INCIDENT	WOMEN TORTURE	
1	East Agartala	01	2	13	486
2	West Agartala	58	-	18	424
3	Sidhal	74	43	5	122
4	Airport	18	-	5	96
5	Jirania	92	84	3	117
6	Srinagar		-	-	-
7	Amtali	32	-	5	181
8	Bishalghar	52	12	5	349
9	Takarjala	26	67	-	38
10	Sonamura	20	-	5	109
11	Melaghar	20	1	15	84
12	Kalamcharra	9	-	3	53
13	Jatrapur	7	-	-	40
14	Tellamura	54	94	2	112
15	Kalyanpur	44	44	7	122
16	Khowai	93	50	5	199
17	Champahawr	-	-	-	-
18	Kamalpur	30	8	27	176
19	Salema	6	7	1	10
20	Ambassa	13	59	-	74
21	Kachucharra	-	-	-	-
22	Manu	45	24	3	98
23	Chamanu	42	72	-	17
24	Canganagar	28	44	1	10
25	Gandacharra	16	15	-	-
26	Raishyabari	11	10	-	4
27	Dharmanagar	23	-	20	211
28	Kallashahar	43	2	58	176
29	Panisagar	18	1	13	111
30	Dhamcharra	4	3	1	10
31	Pacharthal	7	2	4	53
32	Khedacharra	-	-	-	-

33	Vamgmun	2	-	-	-
34	Kanchanpur	20	22	7	84
35	Kumarghat	21	24	49	110
36	Churalbarl	15	-	23	84
37	R.K. Pur	52	36	132	262
38	Killa	16	48	-	7
39	Santirbazar	22	14	16	70
40	Bikhora	11	11	3	97
41	Bilonia	13	-	91	228
42	P. R. Bari	9	1	7	78
43	Manubazar	18	-	2	63
44	Sabroom	13	1	19	69
45	Birganj	31	72	13	57
46	Natunbazar	22	86	3	48
47	Ompi	11	27	-	7
48	Taidu	15	18	3	7
49	**TOTAL :-**	**1237**	**1004**	**587**	**4761**

Admitted Un-starred Question No :- 225

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ দমনে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কি কি আইন বর্তমানে চালু রয়েছে ; এবং

২। রাজ্যে সন্ত্রাসবাদ দমনে রাজ্য সরকারের গৃহীত কর্মসূচীগুলি কি কি ?

উত্তর

Name of the Minister :- Shri Manik Sarkar, Chif Minister.

১। রাজ্যে সন্ত্রাসবাদ দমনে সর্বভারতীয় ফৌজদারী আইন সমূহ এবং নিম্নলিখিত বিশেষ আইনগুলি চালু রয়েছে ঃ-

a) The Armed Forces (Special Powers) Act, 1958.

b) The National Security Act, 1980.

c) The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

d) Code of Criminal Procedure
(Tripura 4th Amendment) Act, 1997.

২। সন্ত্রাসবাদ দমনে রাজ্য সরকার নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ/কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন ঃ-

ক) সন্ত্রাশবাদীদের দ্বারা পরিচালীত বিপথগামী যুবক দিগকে সন্ত্রাসবাদ পরিহার করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জাতীয় মূল স্রোতে ফিরে আসার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।

খ) রাজ্যের ২২টি সম্পূর্ণ থানা অঞ্চল এবং ৫ টি আংশিক থানা অঞ্চলকে উপদ্রুত ঘোষণা করা হয়েছে।

গ) উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে আধা সামরিক বাহিনী এবং টি. এস. আর বাহিনী মোতায়েন করে সন্ত্রাসবাদ দমনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঘ) বৈরীবিরোধী অভিযানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য এবং এ সংক্রান্ত গোপন তথ্যাদি দ্রুত আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্তরে সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ঙ) সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা/আশ্রয়দাতা/যোগাযোগকারীগণকে-গ্রেপ্তার করা নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

চ) রাজ্যের দুর্গম ও অনুন্নত অঞ্চলে বিভিন্ন দপ্তরকে জনকল্যানকর কাজে সহায়তা করার জন্য সশস্ত্রবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে দুর্গম এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্যকলাপে উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত না হয়। জনকল্যানে সরকারের সদিচ্ছা ও আগ্রহ ঐ সব এলাকার জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারেন এবং সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠে।

ছ) চিহ্নিত সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেপ্তারের জন্য খোঁজ খবর দাতাকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জ) ভারত সরকারের গৃহীত আত্ম সমর্পন ও পুনর্বসান প্রকল্প রাজ্যে চালু হয়েছে।

ঝ) বাংলাদেশে উগ্রপন্থী ক্যাম্প বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

ঞ) সীমান্তে বেড়া দেওয়ার কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একাধিক বার অনুরোধ জানিয়েছেন।

Admitted Un-starred Question No :- 226

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে রাজ্যে স্মল আর্মস (পিস্তল/রিভলার) এবং বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে কি ধরনেরনিয়মাবলী অনুসৃত হয়।

২। কোন কোন ব্যক্তিরা উক্ত লাইসেন্স পাওয়ার অধিকারী?

১। সমগ্র ভারতবর্ষে জনসাধারণের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা স্বার্থে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার জন্য "দি আর্মস অ্যাক্ট্ ১৯৫৯" এবং "আর্মস রুল ১৯৬২" মোতাবেক লাইসেন্স দেওয়া হয়।

২। যে কোন ভারতীয় নাগরিক নিরাপত্তা জনিত কারণে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার জন্য স্ব স্ব জেলাশাসকের নিকট নির্দিষ্ট ফর্মের মাধ্যমে দরখাস্ত করিতে পারেন। রাজ্যসরকারের অনুমোদন নিয়ে জেলা শাসক নতুন লাইসেন্স দিতে পারেন।

Admitted Un-starred Question No :- 231

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে তেলিয়ামুড়া থানাধীন তৃষাবাড়ী ও মোহরছড়ার লালটিলায় যথাক্রমে ১০/১০/১৯৯৮ ইং এবং ২০/১১/২০০০ ইং তারিখে কতজন নিহত এবং কতজন আহত হয়েছিলেন (নাম ঠিকানা সহ)?

উত্তর

১। তৃষাবাড়ীতে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে মোট ৯ (নয়) জন নিহত ও ৪ (চার) জন আহত হয়েছেন। (বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ-)

নিহত ব্যক্তিরা

ক) অমৃত চৌধুরী, পিতা - শ্রী প্রিয়নাথ চৌধুরী।

খ) অজয় চৌধুরী, পিতা - শ্রী প্রিয়নাথ চৌধুরী।

গ) ধর্মপ্রসাদ জমাতিয়া, পিতা শ্রী রমণী কুমার জমাতিয়া।

ঘ) বীরচন্দ্র চৌধুরী।

ঙ) শ্রীমতী সুমালা পাল, স্বামী মৃত - নগেন্দ্র পাল।

চ) শ্রীমতী মিটু চৌধুরী, স্বামী মৃত - অমৃত চৌধুরী।

ছ) অভিজিৎ পাল, পিতা - রবীন্দ্র পাল।

জ) মন মোহন বৈশ্য, পিতা - মৃত শ্যামাচরণ বৈশ্য।

ঝ) চিত্ত রঞ্জন মল্লিক, পিতা - মৃত অলঙ্গ মোহন মল্লিক।

উপরোক্ত সবাই তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত তৃষাবাড়ি এলাকার।

তৃষাবাড়ীর ঘটনায় আহত ব্যক্তিরা হলেন ঃ-

ক) শ্রীমতী মিলন বৈশ্য, স্বামী মৃত - মন মোহন বৈশ্য।

খ) কার্ত্তিক বৈশ্য, পিতা - যতীন্দ্র বৈশ্য।

গ) সঞ্জিত সরকার, পিতা - কমল সরকার।

ঘ) শ্রীমতী রেখা রাণী পাল, স্বামী শ্রী রবীন্দ্র পাল।

২০-১১-২০০০ ইং তারিখে মোহরছড়ার লালটিলায় কোন সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হয় নাই। তবে ঐ তারিখে দুস্কিও মোহর পাড়ায় সংঘটিত হিংসাশ্রয়ী ঘটনায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা নিহত ও আহত হয়েছেন ঃ-

নিহত ব্যক্তি

ক) কার্ত্তিক দেবনাথ, পিতা - রাখাল দেবনাথ, তৃষাবাড়ী।

আহত ব্যক্তি

ক) মোহন লাল দেব্বর্মা, পিতা গয়া চরণ দেব্বর্মা, খলক পাড়া।

খ) রনজিত দেব্বর্মা, পিতা - মৃত কৃষ্ণপদ দেব্বর্মা, শরৎ চৌধুরী পাড়া।

গ) রঞ্জন দেব্বর্মা, পিতা - কৃষ্ণ মোহন দেব্বর্মা, দুস্কি।

ঘ) পরিতোষ দেব্বর্মা, পিতা - ঈশান দেব্বর্মা, মোহন পাড়া।

Admitted Un-starred Question No :- 584

Name of the Member :- Shri Joy Govinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the jail Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যের জেলখানাগুলিকে আধুনিকরণের জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ; এবং

২। জেইল আইন সংশোধন করা হয়েছে কিনা ?

৩। না হলে তার কারণ ;

৪। কোন সনের জেইল আইন দ্বারা বর্তমানে রাজ্যের জেলখানাগুলি পরিচালিত হচ্ছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জেলখানা গুলির, আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা শক্তিশালী করার জন্য প্রতিটি কারাগারে C. C. TVOমাধ্যমে কয়েদীদের গতিবিদি তদারকি করা হচ্ছে।

খ) Door frame Metal Deteetor ইত্যাদির সাহায্যে প্রতিটি জেলের আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা কঠোর করা হয়েছে।

গ) উন্নততর প্রশাসন পরিচালনার জন্য প্রতিটি জেলখানায় EPBX পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

ঘ) ত্রিপুরার প্রতিটি কারাগারে অডিও সংযোগ চালু করা হয়েছে। যাহার সাহায্যে সকল সন্ধায় জেলবন্দীদের ভজন ও দেশাত্মবোধক সংগীত শোনানো হয় তাদের আত্মীক ও মানসিক উন্নয়নের জন্য।

ঙ) সমস্ত কারাগারগুলিতে বন্দীদের পড়াশুনার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক বইয়ের সমাহারে একটি করে পাঠাগার তৈরী করা হয়েছে।

চ) কারাদপ্তরের সমস্ত রেকউ পত্র কমপিউটারইজেশান এবং কারাবন্দীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কমপিউটার কেনা হয়েছে।

ছ) প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কৈলাশহরে ১টি এবং উদয়পুর জেলা কারগারে ১টি গাড়ী দেওয়া হয়েছে।

জ) কেন্দ্রীয় কারগারের হাসপাতালটি আধুনিকিকরণের জন্য একটি ই. সি. জি. মেশিন কেনা হয়েছে এবং X-Ray মেশিন কেনার সিদ্ধান্ত ও চুড়ান্ত হয়েগেছে। রোগীদের রাজ্যস্তরের হাসপাতলে পাঠাবার ও আনার জন্য ১টি এম্বুলেন্স কেনা হয়েছে।

ঝ) ধর্মনগর, কৈলাশহর এবং খোয়াই কারাগারে ৫০ জন বন্দীধরণের ক্ষমতা সম্পন্ন, উদয়পুর জেলা কারগারে ১০০ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং কেন্দ্রীয় কারগার আগরতলায় ১৪৪ জন বন্দী ধারনের ক্ষমতা সম্পন্ন বন্দীশালা নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। কমলপুর, অমরপুর, এবং বিলোনীয়া মহকুমা কারাগারে ৫০ জন বন্দীধারনের ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি বন্দীশালা নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। উদয়পুর, ধর্মনগর এবং খোয়াই কারাগারের বন্দীশালা নির্মান কার্য্য অনেকাংশে এগিয়ে গেছে।

২। হ্যাঁ।

ক) ১৯৬৪ ইং সনে The Prisins act ১৮৯৪ এর ৫৯ বিভাগে ৫, ৭ এবং ২৭ ধারা সংশোধন করে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের জন্য নির্ধারিত দন্ডের যথাসময়ের পূর্বে মুক্তির জন্য ১) Release under ১৪ বৎসর রুল ২) রিলিজ ইন

কেইস অফ Danger of Death. ৩) Release on the reecommandateon of on advisory Boaralএবং Release on Completation of 20 year imprisenment including remission চালু করা হয়েছে।

খ) ১৯৭৯ ইং সালে The Prison's act সংশোধন করে দীর্ঘ মেয়াদী ও সল্প মেয়াদী কয়েদীদের পেরুলের মাধ্যমে মুক্তির জন্য The Prison's (Tripura Ammenment) act ১৯৭৯ চালু করা হয়েছে।

গ) ১৯৯৮ ইং সপ্ল মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী বন্দীদের পেরুলে মুক্তির জন্য The Prisoner's (Release on Paromes) Rules চালু করা হয়েছে।

ঘ) ১৯৯৯ ইং সনে কারাপ্রহরী ও অফিসারদের জন্য ইউনি ফর্ম এবং পদবী প্রতীক ব্যবহারের জন্য বেঙ্গল জেইল কোড সংশোধনের মাধ্যমে "দি বেঙ্গল জেইল এমেন্ডমেন্ট কোড" চালু করা হয়েছে।

৪। ১৮৯৪ ইং সনের বেঙ্গল জেইল কোড দ্বারা জেইলখানাগুলি পরিচালিত হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে ১৯৫১ ইং সালে ত্রিপুরা সরকার দ্বারা উক্ত গৃহিত হয় এবং প্রয়োজন ভিত্তিক তা সংশোধিত হয়।

Admitted Un-starred Question No :- 235

Name of the Member :- Shri Joy Govinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ২০০২ ইং সালের জানুয়ারী থেকে ২০০২ ইং সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে কতগুলি বধূ নির্যাতন ও বধূ হত্যার ঘটনা ঘটেছে ;

২। এর মধ্যে কতগুলি ঘটনার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ;

৩। কতগুলি ঘটনার ক্ষেত্রে লিগ্যাল এইড্ সার্ভিসেসের সুযোগ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ২০০২ ইং সালের জানুয়ারী থেকে ২০০২ ইং সালের জুলাই মাস পর্যন্ত বধূহত্যা ও বধূ নির্যাতনের ঘটনা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ-

বধূ নির্যাতন	—	৪৬৬
বধূ হত্যা	—	৪৬
	াটি	৫১২

২। ৫১২ টি ঘটনার মধ্যে ৪১৫ টি ঘটনার চার্জসীট দেওয়া হয়েছে। ২৪টি ঘটনার চূড়ান্ত রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে এবং বাকী ৭৩টি ঘটনার তদন্ত অব্যাহত আছে।

৩। বধূ নির্যাতন ও বধূ হত্যার ঘটনাগুলি সরকার বাদী-হিসাবে আদালতে মামলা নথিভূক্ত হয় এবং সরকারী উকিল মশাইরা মামলাগুলি পরিচালনা করে থাকেন। তাই আলাদা ভাবে কোন লিগ্যাল এইড় সার্ভিসেস দেওয়া হয় না।

Admitted Un-starred Question No :- 237

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Low Department be pleased to state :-

১। **প্রশ্ন ঃ-** মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত 'শেঠি কমিশন' স্টেট জুডিশিয়াল সার্ভিসের বিচারকদের জন্য বেতনভাতা সহ যেসকল সুপারিশের কথা উল্লেখ করেছেন সেই সুপারিশগুলি কি কি ;

১। **উত্তর ঃ-** মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট নিযুক্ত 'শেটি কমিশন' স্টেট জুডিশিয়াল সার্ভিসের বিচারকদের জন্য বেতনভাতা সহ যেসকল সুপারিশের কথা উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ-

১) বেতন কাঠামো ঃ

পদের নাম	গ্রেড	বেতন স্কেল
ক) সিভিল জাজ (জুনিয়ার ডিভিসন)	৩	৯০০০ - ২৫০ - ১০৭৫০ - ৩০০ - ১৩১৫০ - ৩৫০ - ১৪৫৫০/-
খ) সিভিল জাজ (সিনিয়ার ডিভিসন)	২	১২৮৫০ - ৩০০ - ১৩১৫০ - ৩৫০ - ১৫৯৫০ - ৪০০ - ১৭৫৫০/-
গ) ডিস্ট্রিক্ট জাজ	১	১৬৭৫০ - ৪০০ - ১৯১৫০ - ৪৫০ - ২০৫০০/-

বিচারকদের নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক নিম্নলিখিত উচ্চতর বেতনক্রম ধরা হয়েছে যদিনা ইতিমধ্যে উচ্চতর গ্রেডে পদোন্নতি ঘটে -

পদের নাম	বেতন স্কেল
ক) সিভিল জাজ (জুনিয়ার ডিভিসন) ১ম ধাপ (৫ বৎসর পর)	১০৭৫০ - ৩০০ - ১৩১৫০ - ৩৫০ - ১৪৯০০/-
সিভিল জাজ (জুনিয়ার ডিভিসন) ২য় ধাপ (১০ বৎসর পর)	১২৮৫০ - ৩০০ - ১৩১৫০ - ৩৫০ - ১৫৯৫০ - ৪০০ - ১৭৫৫০/-
খ) সিভিল জাজ (সিনিয়ার ডিভিসন) ১ম ধাপ (৫ বৎসর পর)	১৪২০০ - ৩৫০ - ১৫৯৫০ - ৪০০ - ১৮৩৫০/-
সিভিল জাজ (সিনিয়ার ডিভিসন) ২য় ধাপ (১০ বৎসর পর)	১৬৭৫০ - ৪০০ - ১৯১৫০ - ৪৫০ - ২০৫০০/-
গ) ডিস্ট্রিক্ট জাজ (সিলেকশন গ্রেড) (৫ বৎসর পর মোট পদের ২৫%)	১৮৭৫০ - ২২৮৫০/-
ডিস্ট্রিক্ট জাজ (সুপার টাইম স্কেল)	২২৮৫০ - ২৪৮৫০/-

(৩ বৎসর পর মোট পদের ১০%)

২। বিচারকগন কোন প্রকার হাউসরেন্ট পাবেন না তবে বিনামূল্যে সরকারী আবাসন পাবেন।

৩। বিচারকদের বিদ্যুৎ এবং জলের খরচের ৫০ ভাগ ফেরৎ পাবেন।

৪। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বর্তমানে প্রদেয় হারে বিচারকগন মহার্ঘ ভাতা পাবেন।

৫। একটি জাতীয় স্তরের ও একটি আঞ্চলিক স্তরের পত্রিকা এবং একটি ম্যাগাজিন বিনামূল্যে বিচারকগন পাবেন।

৬। বিচারকগন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সমহারে সিটি কম্পেনসেটারি এ্যালাউন্স পাবেন।

৭। বিচারকগন প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর এককালীন ৫,০০০/- টাকা রোব (পোশাক) এ্যালাউন্স পাবেন।

৮। পরিবহন ভাতা ঃ-

ক) ডিস্ট্রিক্ট জাজ, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রথম এ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট জাজগন ব্যাক্তিগত ভাবে সরকারী গাড়ি পাবেন।

খ) বাকী বিচারকদের ক্ষেত্রে প্রতি চারজন বিচারক একটি করে সরকারী গাড়ি পাবেন।

গ) সর্বোচ্চ ২.৫ লাখ টাকা পর্য্যন্ত বিচারকগন গাড়ি কেনার লোন পাবেন সহজ এবং নিম্নহারে সূদসহ সুবিধাজনক কিস্তিতে।

৯। বিচারকগন নিম্নহারে সামচুয়ারী এ্যালাউন্স পাবেন -

ক) সিভিল জাজ (জুনিয়ার ডিভিসন)	৫০০/- টাকা প্রতি মাসে,
খ) সিভিল জাজ (সিনিয়ার ডিভিসন)	৭৫০/- টাকা প্রতি মাসে,
গ) ডিস্ট্রিক্ট জাজ	১০০০/- টাকা প্রতি মাসে।

১০। বর্তমানে প্রাপ্য হিল এ্যালাউন্স বিচারকগন পেতে থাকবেন।

১১। বিজ্ঞাপিত হাসপাতাল এবং ডিসপেন্সারিতে বিচারকগনের নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা বাবদ ব্যায় পুণপরিশোধিত হবে এবং এ ছাড়াও প্রতি মাসে ১০০/- টাকা চিকিৎসাভাতা পাবেন।

১২। লীভ ট্রাভেলিং কনসেশন এবং হোম ট্রাভেলিং কনসেশন ঃ-

ক) বিচারকগন ন্যুনতম পাঁচ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কর্মরত থাকলে লীভ ট্রাভেলিং কনসেশন প্রতি দু'বছরে একবার করেপাবেন। তবে, অবসর গ্রহনের এক বৎসর পূর্বে কোন লীভ ট্রাভেলিং কনসেশন পাবেন না।

খ) বিচারকগন প্রতি দু'বছর অন্তর একবার করে হোম ট্রাভেলিং কনসেশন ভোগ করতে পারবেন। লীভ ট্রাবেলিং কনশেশন এবং হোম ট্রাভেলিং কনসেশন ভোগের ক্ষেত্রে ভ্রমন সংক্রান্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের নিয়ম নীতিই অনুসৃত হবে।

১৩। কোন বিচারক যদি তার নিজের কোর্ট ছাড়াও অন্য কোর্টের ন্যূনতম দশ শ্রমদিবসের অধিক অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকেন তবে তিনি ঐ অতিরিক্ত পদের সর্বনিম্ন টাইম স্কেলের শতকরা দশ ভাগ কণবারেন্স এ্যালাউন্স পাবেন।

১৪। লীভ এনক্যাশমেন্ট এবং লীভ সেলারি পাবেন।

১৫। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নিয়ম নীতি অনুযায়ী বর্তমান হারেট্রান্সফার গ্রান্ট পাবেন।

১৬। প্রতিটি কোর্ট এবং বিচারকদের আবাসে একটি করে এস.টি.ডি সুবিধাযুক্ত টেলিফোন থাকবে (সিভিল জাজ জুনিয়ার এবং সিনিয়ার ডিভিসনের আবাস ব্যতীত) এবং বিচারকগন প্রতি দু'মাসে নিম্ন লিখিত হারে ফ্রি কলের সুবিধা পাবেন -

পদের নাম	অফিস	আবাস
ক) ডিস্ট্রিক্ট জাজ	৩০০০ কল	২০০০ কল
খ) এ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ	২০০০ কল	১০০০ কল
গ) চীফ জুডিসিয়াল ম্যাডিস্ট্রেট এবং সিভিল জাজ (সিনিয়ার ডিভিসন)	২০০০ কল	১০০০ কল
ঘ) সিভিল জাজ (জুনিয়ার ডিভিসন)	১৫০০ কল	৭৫০ কল
ঙ) ম্যাজিস্ট্রেট	১৫০০ কল	৭৫০ কল

১৭। গৃহ নির্মান ঋনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহিত নীতিই কার্য্যকরী হবে এবং সুদের হারে ১/২ % ছাড় দিতে হবে।

১৮। বিচারকদের নতুন পদ সৃষ্টি এবং শূণ্যপদগুলি পাঁচ বৎসরের মধ্যে পূরণ করতে হবে।

১৯। নতুন বেতন কাঠামো ৩১-০৭-১৯৯৬ ইং থেকে কার্য্যকরি হবে এবং ৩১-০৭-১৯৯৬ ইং থেকে ৩০-০৬-২০০২ ইং পর্যন্ত প্রাপ্য বকেয়া নগদে দেওয়া হবে কিংবা প্রভিডেন্ট ফান্ডে রাখা হবে। এর জন্য যাবতীয় ব্যয় রাজ্য সরকারগুলিকে বহন করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে রাজ্য সরকার ফাইনান্স কমিশনের কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অধিকতর অর্থের অনুমোদন চাইতে পারেন এবং সেই অনুমোদন পাওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। প্রশ্ন ঃ- উক্ত সুপারিশগুলি কবে নাগাদ কার্য্যকরী করার জন্য মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন ;

উত্তর ঃ- উক্ত সুপারিশগুলি ৩০-০৯-২০০২ ইং তারিখের মধ্যে কার্য্যকরি করার জন্য মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন।

৩। প্রশ্ন ঃ- ত্রিপুরা সরকার কবে নাগাদ উক্ত সুপারিশগুলি কার্য্যকর করবেন ; এবং

৪। প্রশ্ন ঃ- না করা হলে এর কারণ ?

উত্তর (৩) এবং (৪) ঃ- ত্রিপুরা সরকার এই রায় এবং নির্দেশ পুনর্বিবেচনা করার জন্য মাননীয় সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে বর্তমানে বিচারকদের যেসকল শূন্যপদ আছে সেগুলি শীঘ্রই পূরণ করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No :- 242

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্য বৈরী সংগঠনগুলির আভ্যন্তরীন সংঘর্ষে গত ৫টি বছরে কত জন বৈরী নিহত হয়েছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। রাজ্য গত পাঁচ বছরে বৈরী সংগঠনগুলির আভ্যন্তরীন সংঘর্ষে মোট ১৭ জন বৈরী নিহত হয়েছে। বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল ঃ-

১৯৯৭	—	০৩ জন
১৯৯৮	—	০০ ,,
১৯৯৯	—	০২ ,,
২০০০	—	০০ ,,
২০০১	—	১০ ,,
২০০২ (৩১ জুলাই পর্যন্ত)	—	০২ ,,
	মোট	১৭ জন

Admitted Un-starred Question No :- 261

Name of the Member :- Shri Birajit Sinha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০২ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত রাজ্যের থানাগুলিতে কয়টি আত্মহত্যার ঘটনা নথীভূক্ত করা হয়েছে, (থানা এবং বৎসর ভিত্তিক চিত্র কিরূপ)

২। এর মধ্যে পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা কত ; এবং

৩। বিবাহিত ও অবিবাহিতের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। ৪৬১০ টি। (থানা এবং বৎসর ভিত্তিক চিত্র সঙ্গে দেওয়া হল)

(পৃষ্টা - ক + পৃষ্টা - খ)

২। পুরুষের সংখ্যা ২৮৫২ এবং মহিলার সংখ্যা ১৭৫৮।

৩। বিবাহিতের সংখ্যা ২৮১৭ এবং অবিবাহিতের সংখ্যা ১৭৯৩।

SL NO	Name of PS	1998					1999				
		Case	Male	Female	Married	Un-married	Case	Male	Female	Married	Un-married
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Amtali	41	23	18	25	16	29	19	10	21	8
2	West Agartala	87	55	32	65	22	101	61	40	72	29
3	Teliamura	32	20	12	20	12	28	8	20	15	13
4	Srinagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Khowai	53	29	24	23	30	39	21	18	19	20
6	Takarjala	12	9	3	10	2	7	5	2	6	1
7	Champowar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kalamcherra	8	7	1	3	5	11	5	6	8	3
9	Jirania	37	18	19	20	17	26	18	8	10	16
10	Airport	20	12	8	15	5	22	15	7	11	11
11	Jatrapur	7	7	0	4	3	13	8	5	8	5
12	Kalyanpur	21	12	9	10	11	37	16	21	21	16
13	East Agt	121	70	51	75	46	117	65	52	83	34
14	Bishalgarh	79	43	36	25	54	58	36	22	16	42
15	Melagarh	19	15	4	7	15	24	18	6	14	10
16	Sidhai	37	29	8	30	7	62	48	14	41	21
17	Sonamura	18	10	8	14	4	29	14	15	20	9
18	Kamalpur	38	24	14	19	19	32	16	16	17	15
19	Salema	17	9	8	11	6	12	8	4	4	8
20	Ambassa	15	10	5	6	9	18	9	9	8	10
21	Manu	16	11	5	8	8	18	13	5	10	8
22	Chamanu	2	1	1	2	0	4	2	2	1	3
23	Ganganagar	1	1	0	0	1	3	2	1	2	1
24	Gandacherra	5	3	2	2	3	5	5	1	4	2
25	Raishyabari	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0
26	Kachucherra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	R K Pur	43	25	18	32	11	40	24	16	29	11
28	Killa	2	2	0	2	0	1	1	0	1	0
29	Birganj	12	4	8	9	3	13	8	5	9	4
30	Nutan Bazar	10	6	4	6	4	13	9	4	8	5
31	Ompi	3	1	2	1	2	[illegible]	0	0	0	0
32	Taidu	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1
33	Belonia	46	33	13	29	17	22	16	6	13	9
34	P R Bari	22	14	8	18	4	20	7	13	14	6
35	Santirbazar	12	4	8	8	4	11	[illegible]	4	7	4
36	Baikhora	18	12	6	10	8	20	10	10	11	9
37	Manubazar	10	7	3	7	3	12	10	2	6	6
38	Sabroom	17	10	7	14	3	17	14	3	14	3
39	Kallashahar	24	13	11	10	14	26	11	15	13	13
40	Dharmanagar	41	24	17	15	26	41	25	16	18	23
41	Kumarghat	17	10	7	9	8	34	19	15	21	13
42	Kanchanpur	17	8	9	12	5	17	8	9	13	4
43	Panisagar	21	8	13	12	9	16	9	7	9	7
44	Choraibari	10	6	4	5	5	22	15	7	18	4
45	Petchertbal	11	3	8	7	4	14	9	5	6	8
46	Vangmun	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47	Dhamcherra	2	1	1	0	2	1	1	0	0	1
48	Khedacherra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	1026	610	416	602	424	1039	616	423	623	416

2000					2001					2002 (Upto July, 2002)				
Case	Male	Female	Married	Un-married	Case	Male	Female	Married	Un-married	Case	Male	Female	Married	Un-married
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	23	2	18	7	23	16	7	21	2	24	19	5	16	8
102	64	38	85	17	87	58	29	65	22	56	39	17	42	14
22	15	7	10	12	33	21	12	23	10	24	16	8	17	7
0	0	0	0	0	4	3	1	3	1	5	4	1	4	1
52	39	13	25	27	32	17	15	23	9	18	10	8	6	12
1	1	0	1	0	4	3	1	4	0	2	2	0	2	0
0	0	0	0	0	4	2	2	3	1	5	3	2	3	2
7	4	3	4	3	14	9	5	5	9	5	3	2	0	5
28	20	8	16	12	29	22	7	19	10	16	9	7	10	6
17	11	6	13	1	4	4	0	1	3	8	6	2	5	3
3	2	1	2	1	7	2	5	6	1	3	2	1	2	1
28	18	10	15	13	23	10	13	21	2	16	15	1	10	6
111	58	53	79	32	126	68	58	83	43	62	40	22	47	15
57	29	28	23	34	44	25	19	15	29	33	25	8	15	18
22	15	7	13	9	31	17	14	20	11	10	3	7	7	3
37	30	7	20	17	46	37	9	35	11	22	11	11	8	14
15	11	[illegible]	7	8	16	9	7	9	7	3	2	1	3	0
32	21	11	14	18	28	17	11	20	8	16	10	6	11	5
11	8	3	6	5	12	6	6	7	5	7	4	3	4	3
15	11	4	10	5	16	11	5	10	6	7	4	3	4	3
16	12	[illegible]	7	9	26	12	14	17	9	11	6	5	8	3
4	3	1	3	1	1	1	0	0	1	2	1	1	2	0
0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
10	7	3	5	5	5	2	3	4	1	2	0	2	0	2
0	0	0	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
2	1	1	1	1	6	4	2	3	3	2	1	1	1	1
62	50	12	43	19	65	54	11	44	21	35	26	9	23	12
3	0	1	0	1	2	0	2	0	2	2	1	1	1	1
16	11	5	12	4	17	8	9	13	4	15	9	6	15	0
16	12	4	11	5	9	6	3	5	4	5	4	1	5	0
0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
3	2	1	2	1	5	3	2	3	2	0	0	0	0	0
38	23	15	21	17	50	34	16	31	19	32	22	10	17	15
24	12	12	15	9	29	21	8	21	8	10	6	4	10	0
8	5	3	6	2	14	8	6	8	6	7	6	1	4	3
21	17	4	8	13	16	8	8	10	6	10	8	2	7	3
26	18	8	18	8	11	8	3	7	4	10	7	3	7	3
19	9	10	9	10	18	11	7	11	7	9	5	4	5	4
23	16	7	11	12	22	13	9	11	11	21	13	8	10	11
27	15	12	11	16	23	14	9	10	13	17	11	6	4	13
32	18	14	17	15	30	12	18	13	17	14	6	8	9	5
18	11	7	11	7	11	8	3	7	4	10	7	3	6	4
9	3	6	6	3	14	7	7	5	9	10	8	2	4	6
11	7	4	8	3	12	5	7	10	2	7	3	4	3	4
15	7	8	9	6	0	0	0	0	0	10	7	3	9	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
986	639	347	595	391	975	602	373	631	344	584	385	199	366	218

Admitted Un-starred Question No :- 263

Name of the Member :- Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আগরতলা পুর এলাকায় জলাশয়, পুকুর, ডোবা ভরাট করিতে গেলে ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের মতামত আবশ্যক ;

২। সত্য হলে ২০০১ ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে ৩১-শে জুলাই ২০০২ ইং সন পর্যন্ত পুর এলাকায় কোন কোন পুকুর, জলাশয়, ডোবা, এই দপ্তর ভরাট করার প্রস্তাব ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট অনুমোদন দিয়েছেন ? (নামসহ জায়গার বিবরণ ও জলাশয়ের পরিমাণ কত)

উত্তর

১। হ্যাঁ। রাজস্ব দপ্তরের ১৩-ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ ইং তারিখের স্মারকলিপি অনুসারে আগরতলা এবং মহকুমার শহরাঞ্চলে পুর কর্তৃপক্ষ অথবা সংশ্লিষ্ট নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি (অধুনা নগর পঞ্চায়েত) র অনুমোদন ব্যতীত কোন জলাশয় ভরাট করা যাবে না। এই ছাড়পত্র দেওয়ার পূর্বে উক্ত কর্তৃপক্ষকে অগ্নি নির্বাপক অধিকারের সাথে পরামর্শ করতে হয়।

২। উক্ত সময়ে ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট মোট ২ টি (দুইটি) পুকুর ভরাট করার মতামত দিয়েছেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ-

জলাশয়ের বিবরণ	যেসব ক্ষেত্রে মতামত দেওয়া হয়েছে তার নাম ও ঠিকানা
ক) ০.৭০১ একর	শ্রী রথীন্দ্র দেব্বর্মা ও অন্যান্য ৩৪-জন, কৃষ্ণনগর, নূতন [illegible], আগরতলা। জলাশয়টি ফায়ার সার্ভিসের ব্যবহারের অযোগ্য।
খ) ৩ গন্ডা ৩ করা এবং ১২ ১/২ ধুর পুকুর।	শ্রীমতী মিনা ভট্টাচার্য, স্বামী শ্রী গনেশ গোস্বামী, রামনগর - ৭, আগরতলা। পুকুরটি ফায়ার সার্ভিসের ব্যবহারের অযোগ্য।

Admitted Un-starred Question No :- 270

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। আগরতলা থেকে শিলং ও গৌহাটি যাওয়া আসার পথে মেঘালয়ের লাটুমবাই (লাইতুম্বা) ও আশপাশের পাহাড়ী পথে কদিন বাদে বাদেই আগরতলা ট্রেভেলিং এজেন্সিগুলির দুরপাল্লার বাসগুলিতে যে কায়দায় ডাকাতি হচ্ছে সেটা বন্ধ করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে মেঘালয় সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে কিনা ? এবং

২। জানানো হলে কবে কাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। রাজ্যের মুখ্যসচিব গত ১২ই জুন ২০০১ ইং তারিখে মেঘালয়ের মুখ্য সচিবের কাছে লেখা এক চিঠিতে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

Admitted Un-starred Question No :- 276

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। চলতি বছরে নারী নির্যাতনের অভিযোগ জানিয়ে যাদের বিরুদ্ধে আগরতলাস্থিত পশ্চিম থানায় মামলা নথিভূক্ত করিয়েছেন তাদের নাম, পিতার নাম, বর্তমান পেশা ও ঠিকানা কি ,

২। অভিযোগের ভিত্তিতে অদ্যাবদি পুলিশ প্রশাসন কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। চলিত বছরের ২২-০৮-২০০২ ইং পর্যন্ত আগরতলাস্থিত পশ্চিম থানায় মোট -১২ টি মামলা নথিভূক্ত করা হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে মামলা নথিভূক্ত করা হয়েছে তাদের নাম, পিতার নাম, বর্তমান পেশা ও ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হল ঃ

ক্রমিক নং	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা	পেশা
১	ক) শ্রীমতি আশা বিশ্বাস খ) শ্রী কাজল বিশ্বাস গ) শ্রী রবী বিশ্বাস	স্বামী -মৃত হরিচরণ বিশ্বাস পিতা-মৃত হরিচরণ বিশ্বাস পিতা- মৃত হরিচরণ বিশ্বাস	বরজলা ঐ ঐ	গৃহকর্ত্রী ব্যবসা ব্যবসা
২	শ্রী বাবুল চন্দ্র লোধ	পিতা-মৃত মনোরঞ্জন লোধ	টেপানীয়া থানা-আর.কে.পুর	সরকারী কর্মচারী
৩	ক) শ্রী তপন সরকার খ) শ্রীমতী জয়ন্তী সরকার গ) শ্রীমতী ছায়ারানী সরকার	পিতা - মনোরঞ্জন সরকার পিতা - মনোরঞ্জন সরকার স্বামী - মনোরঞ্জন সরকার	লেইক চৌমুহনী ঐ ঐ	ব্যবসা বেকার গৃহকর্ত্রী
৪	ক) শ্রীমতি প্রনতি দেবনাথ খ) শ্রী সুভাষ রঞ্জন পাল	স্বামী - শ্রীরতন দেবনাথ পিতা - স্বদেশ রঞ্জন পাল	নোয়াগাঁও থানা-জিরানীয়া পেয়ারী বাবুর বাগান	গৃহকর্ত্রী সরকারী কর্মচারী
৫	শ্রী জ্যোতি ভূষন ধর	পিতা-মৃত যামিনী কান্ত ধর	ভাটি অভয় নগর	—
৬	শ্রীমজিত মিঞা	পিতা-মৃত জানব আলী	বিটারবন, ভাটি অভয় নগর	দৈনিক মজুত
৭	ক) শ্রী স্বপন দে	পিতা-মৃত মনোরঞ্জন দে	পশ্চিম প্রতাপগড়	ব্যবসা

	খ) শ্রী রতন দে গ) স্বপনদের মা	পিতা মৃত মনোরঞ্জন দে স্বামী মৃত মনোরঞ্জন দে	ঐ ঐ	ব্যবসা গৃহকর্ত্রী
৮	শ্রী শঙ্কর দাস	পিতা শ্রী উপেন্দ্র চন্দ্র দাস	৮ নং রামনগর	দৈনিক মজুর
৯	শ্রী জিতেন্দ্র নন্দী ওরফে ঝুনু	পিতা-মৃত লাল ধন	কৃষ্ণনগর	ব্যবসা
১০	শ্রী দেবাশীষ দাস	পিতা মৃত ঃ শুশীল চন্দ্র দাস	মাষ্টার পাড়া	সরকারী কর্মচারী
১১	ক) শ্রী কিষাণ রায় খ) শ্রী রবীন্দ্র রায় গ) শ্রীমতি উর্মিলা রায়	পিতা শ্রী রবীন্দ্র রায় পিতা মৃত মোহন রায় স্বামী রবীন্দ্র রায়	খেজুর বাগান ঐ ঐ	ডি আর.ডাব্লিও ঐ গৃহকর্ত্রী
১২	শ্রী সুভাশীষ তলাপাত্র	পিতা-শ্রী নৃপেন্দ্র তলাপাত্র	হরিশ ঠাকুর রোড	উকিল

২। ১২টি মামলার মধ্যে ৭টি মামলার ক্ষেত্রে Charge Sheet দেওয়া হ[illegible] মামলার final report দেওয়া হয়েছে এবং বাকী ৪টি মামলার তদন্ত চলছে।

Admitted Un-starred Question No :- 286

Name of the Member :- Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Low Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। গৌহাটি হাইকোর্টের আগরতলা বেঞ্চে ৩১-৭-২০০২ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিচারাধীন মামলার সংখ্যা কত ;

২। উক্ত মামলাগুলির মধ্যে সংবিধানের ২২৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে দাখিল করা রীট পিটিশনের সংখ্যা কত, ফৌজদারি কার্য্য বিধিতে দায়ের করা অ্যাপিল কতগুলি, ক্রিমিন্যাল অ্যাপিল কতগুলি এবং ক্রিমিন্যাল রিভিশন সংক্রান্ত মামলা কতগুলি রয়েছে ?

উত্তর

১। গৌহাটি হাইকোর্টের আগরতলা বেঞ্চে ৩১-৭-২০০২ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিচারাধীন মামলার সংখ্যা মোট ৪৩৪৭ টি (Misc. Case সমেত),

২। উক্ত মামলাগুলির মধ্যে সংবিধানের ২২৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে দাখিল করা রীট পিটিশনের সংখ্যা মোট ৩৯৬০ টি এবং ক্রিমিন্যাল অ্যাপিল এবং ক্রিমিন্যাল রিভিশন সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা যথাক্রমে ২২১ টি এবং ১৫৬ টি।

Admitted Un-starred Question No :- 293

Name of the Member :- Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ দপ্তরে সরকার অনুমোদিত সহকারী বাস্তুকার পদের সংখ্যা কত, (সিভিল,

উত্তর

১। বিদ্যুৎ দপ্তরে সরকার অনুমোদিত সহ - বাস্তুকারের পদের সংখ্যা ১৫০ জন।

ম্যাকানিকেল ও ইলেকট্রিকেল পদের পৃথক পৃথক হিসাব)

সিভিল - ৯ জন
ম্যাকানিকেল - ৪ জন
ইলেকট্রিকেল - ১৩৬ জন
ইলেকট্রনিক্স - ১ জন
মোট ১৫০ জন

২। এদের মধ্যে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা ধারী সহকারী বাস্তুকার কোন শাখায় কতজন বর্তমানে কর্মরত আছেন এবং

২। এদের মধ্যে ডিগ্রীধারী মোট ৬৪ জন।

ইলেকট্রিকেল ৫৭ জন
মেকানিকেল ২ জন
সিভিল ৪ জন
ইলেকট্রনিক্স ১ জন
৬৪ জন

ডিপ্লোমা - ৬৯ জন
ইলেকট্রিকেল - ৬৪ জন
ম্যাকানিকেল - ২ জন
সিভিল - ৩ জন
মোট ৬৯ জন

৩। সেক্ষেত্রে তপঃজাতি ও তপঃ উপজাতি কোন শাখায় কতজন আছেন

৩। তপঃজাতি (ড্রিগ্রীধারী)

ইলেকট্রিকেল - ১৩ জন
ম্যাকানিকেল - —
সিভিল - ১ জন

তপঃ উপজাতি (ডিগ্রীধারী)

ইলেকট্রিকেল - ৬ জন
ম্যাকানিকেল - ১ জন
সিভিল - ১ জন

তপঃ উপজাতি (ডিপ্রোস্বাধারী)

ইলেকট্রিকেল - ১৬ জন।

Admitted Un-starred Question No :- 295

Name of the Member :- Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৯৮ ইং সাল থেকে অদ্যাবদী কতগুলি নারী ধর্ষন, নারী নির্যাতন ও বধূ হত্যার অভিযোগ গুলির ভিত্তিতে কতগুলি ক্ষেত্রে চার্জসীট প্রণয়ণ করা হয়েছে ; (থানা ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। উল্লিখিত অভিযোগগুলির মধ্যে কতগুলি অভিযোগ সরকারী কর্মচারী বিরুদ্ধে রয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৯৮ ইং সাল থেকে ১৫-০৮-২০০২ পর্যন্ত সংঘটিত নারী ধর্ষন, নারী নির্যাতন ও বধূ হত্যার ক্ষেত্রে ১০৪০ টি চার্জসীট প্রণয়ন করা হয়েছে। থানা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া গেল।

২। সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে রয়েছে অভিযোগ নিম্নরূপ ঃ-

অপরাধেব নমুনা	সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের সংখ্যা
নারী ধর্ষন	০৭
নারী নির্যাতন	১১
বধূ হত্যা	০২
মোট	২০

Sl. No.	Name of Police Station	Rape Chargesheet	Women Torture Chargesheet	Bride Killing Chargesheet
1	2	3	4	5
1	Dharmanagar	11	37	1
2	Kailashahar	34	51	0
3	Kumarghat	10	18	0
4	Churaibari	7	33	0
5	Panisagar	9	22	0
6	Pecharthal	5	9	0
7	Damcherra	2	0	0
8	Kanchanpur	9	12	1
9	Vangmun	0	0	0
10	Khedacherra	0	0	0
11	Kamalpur	9	23	0
12	Salema	4	14	2
13	Ambassa	5	5	0
14	Manu	5	6	2
15	Chawmanu	1	0	0
16	Ganganagar	0	0	0
17	Gandacherra	1	0	0
18	Raishyabari	1	0	0

19	Kachucherra	0	3	0
20	Jatrapur	2	6	0
21	Amtali	8	25	0
22	East Agartala	27	30	9
23	Khowai	6	3	2
24	Jirania	3	0	0
25	Airport	5	14	6
26	Bishalgarh	11	9	3
27	Sonamura	13	19	0
28	Kalamchoura	4	8	0
29	Kalyanpur	6	13	1
30	West Agartala	9	40	7
31	Melaghar	4	10	6
32	Sidhai	10	9	3
33	Teliamura	6	8	1
34	Takarjala	0	2	0
35	Srinagar	0	0	0
36	Champahowar	0	0	0
37	Birganj	8	14	1
38	Taidu	2	2	0
39	Nutanbazar	1	5	0
40	Ompi	2	1	0
41	P. R. Bari	5	13	5
42	Belonia	23	56	2
43	Santirbazar	.	19	0
44	Baikhora	7	26	0
45	Baluoona	0	9	2
46	Manubazar	14	20	0
47	R. K. Pur	39	44	7

48	Killa	1	0	1
	Total	340	638	62

Admitted Un-starred Question No :- 296

Name of the Member :- Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরে বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল লাইট ব্যবস্থা কবে থেকে এবং শহরের কোন কোন জায়গায় লাগানো হয়েছিল;

২। উক্ত 'বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল লাইট' ব্যবস্থা চালু করতে মোট কি পরিমান অর্থ ব্যয় হয়েছিল ;

৩। বর্তমানে আগরতলা শহরের কোন কোন জায়গায় 'বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল লাইট' ব্যবস্থা চালু আছে এবং কবে থেকে কোন কোন জায়গায় উক্ত বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল লাইট ব্যবস্থা চালু নেই ?

উত্তর

১। গত ১৭-০২-৯৪ ইং তারিখ হইতে আগরতলা শহরের প্যারাডাইস চৌমুহনী/আই. জি. এম. চৌমুহনী ও ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনীতে বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল লাইট চালু করা হয়েছিল।

২। এই ব্যবস্থা চালু হতে মোট ৮,৭৪,৫৭৩ টাকা ব্যয় হয়েছিল।

৩। বর্তমানে আগরতলা শহরে কোন বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল লাইট চালু নাই। গত এপ্রিল ১৯৯৭ ইং তারিখ হইতে বৈদুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল লাইট বন্ধ হয়ে যায়।

Admitted Un-starred Question No :- 305

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Civil supplies and consumer Affairs Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে রেশনকার্ড হোল্ডারের সংখ্যা কত এবং এর মধ্যে বি. পি. এল কার্ড হোল্ডারের সংখ্যা কত ?

২। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে কত শতাংশ বি. পি. এল কার্ড হোল্ডারের জন্য রেশন সামগ্রী সরবরাহ করা হয়ে থাকে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট রেশন কার্ডের সংখ্যা সাত লক্ষ আঠাশ হাজার উনআশীটি। এর মধ্যে বি. পি. এল কার্ডের সংখ্যা

দুই লক্ষ উন পঞ্চাশ হাজার সাতশত ছিয়াত্তরটি এবং অন্ত্যোদয় কার্ডের সংখ্যা পয়তাল্লিশ হাজার দুইশত চব্বিশটি। সুতরাং বি. পি. এল শ্রেণীভুক্ত মোট কার্ডের সংখ্যা বর্তমানে ২,৯৫,০০০ (দুই লক্ষ পাঁচানব্বই হাজার)।

২। কেন্দ্রীয় সরকার মোট ২,৯৫,০০০ (দুই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) বি. পি. এল ভূক্ত পরিবারের জন্য চাউল সরবরাহ করেন। এর মধ্যে বি. পি. এল. ২,৪৯,৭৭৬ টি পরিবার ও অন্ত্যোদয় ৪৫,২২৪ টি পরিবার।

Admitted Un-starred Question No :- 311

Name of the Members :- Shri Prakash Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

ত্রিপুরা ভূমি সংস্কার বিল (অষ্টম সংশোধনী) - বিলটিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্মতি প্রদান করেছেন কি না ?

উত্তর

ত্রিপুরা ভূমি সংস্কার বিল (অষ্টম সংশোধনী), ২০০০ বিলটি মহামান্য রাজ্যপাল মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি গ্রহনের জন্য সংরিক্ষত করেন নাই, তাই, মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রশ্ন উঠে না। বিলটি এ্যাক্ট হিসাবে ছাপানোর জন্য সরকারি ছাপাখানায় পাঠানো হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No :- 313

Name of the Members :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন	উত্তর
১। আগরতা শহরের প্রধানত কোন্ কোন্ রাস্তায় কতগুলি ষ্ট্রীট লাইটের করে কি কি ধরনের স্ট্রীট লাইট ব্যবস্থা রয়েছে,	১। আগরতলা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় মোট সংখ্যা, ক) বাল্ব পয়েন্ট - ১০৮৬৪ টি খ) টিউব লাইট'- ৫০৯ টি গ) সোডিয়াম হেলোজেন - ৭০৫
২। উক্ত স্ট্রীট্ লাইটগুলির মধ্যে কোন কোন রাস্তায় কতগুলি লাইট করে বর্তমানে আলো জ্বলছে না ; এবং	২। উক্ত স্ট্রীট লাইটগুলোর মধ্যে বিভিন্ন রাস্তায় স্ট্রীট খারাপ অবস্থায় আছে, ক) বাল্ব পয়েন্ট - ৩৭৯৩ টি খ) টিউব লাইট - ১৮৩ টি

গ) সোডিয়াম হেলোজেন লাইন ১৩৯ টি

৩। প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে স্ট্রীট লাইটগুলি জ্বালানোর জন্য দপ্তর থেকে কি ধরনের নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে?

৩। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে স্ট্রীট লাইটগুলি জ্বালানোর জন্য এলাকা ভিত্তিক দপ্তরের লোক নিয়োজিত আছে।

WRITTEN STATEMENT LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE
(Calling Attention)

ANNEXURE - C

বিষয়ঃ Calling attention raised by Sri Samir Deb Sarkar and Sri Basudev MajumderMLA

on

"গত ১৯শে এবং ২০শে জুলাই, ২০০২ ইং মহারাষ্ট্রের মুম্বাই শহরে উত্তর পূর্বাঞ্চলে শিল্প সম্ভাবনা সৃষ্টি করার জন্য SUMMIT হওয়া সম্পর্কে।"

উত্তর — গত ১৯শে এবং ২০শে জুলাই, ২০০২ ইং মহারাষ্ট্রের শহরে উত্তর পূর্বাঞ্চলের শিল্প সম্ভাবনা সৃষ্টি করার জন্য একটি Summit অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি Indian Chamber of Commerce এবং ভারত সরকারের উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল। এই Summit - এ উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্প মন্ত্রী এবং সিকিমের শিল্পমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ক বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী অরুণ সৌরী, তৎকালীন বিদুৎমন্ত্রী শ্রী সুরেশ প্রভু ও কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী শ্রী বিনোদ খান্না উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী, মুখ্য সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কমিশনার, শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের কমিশনার, বিদ্যুৎ দপ্তরের কমিশনার এবং ত্রিপুরা শিল্পোন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদভাবে Summit - এ উপস্থিত প্রতিনিধিদের অবগত করেন। তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরোও উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির প্রবেশদ্বার হিসেবে ত্রিপুরার গুরুত্ব আরোপ করেন।

Summit - এর সময়ে মুখ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, মুখ্য সচিব ও অন্যান্য অফিসারবৃন্দ, বিভিন্ন কোম্পানী ও উপস্থিত বিনিয়োগকারীদের সাথে আলাদাভাবে ত্রিপুরায় শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়নের অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত করে ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন — গ্যাস, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ রাবার ভিত্তিক শিল্প স্থাপন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী রাজ্যে শিল্প স্থাপনে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন রকম Incentives সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যাদি জানান।

Summit - প্রাঙ্গনে ত্রিপুরার উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রীর একটি প্র... ...জন করা হয়েছিল। সামগ্রীকভাবে ত্রিপুরায় উৎপাদিত বাঁশবেতের তৈরী জিনিষগুলোর প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেছে।

এই অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একমাত্র ত্রিপুরায়ই ৫টি প্রকল্পের জন্য MOU স্বাক্ষর হয়।

প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে —

১। ক) Integrated Steel Complex.

খ) প্রকল্পটি ২৫০ কোটি টাকার।

গ) প্রকল্পটি রূপায়ন করবে Frontier Steel works Pvt. Ltd.

২। ক) চার তাঁরা সম্বলিত একটি হোটেল।

খ) প্রকল্পটি ২৬ কোটি টাকার।

গ) রূপায়ন করবে Senbo Group of Companies.

৩। ক) Call Centre

খ) প্রকল্পটি ৪ (চার) কোটি টাকার।

গ) Leading Edge Technology & Consultants (P) Ltd.

৪। ক) Software Development Centre.

খ) প্রকল্পটি ২ (দুই) কোটি টাকার।

গ) South Asian Management Technology (P) Ltd.

৫। ক) Pineapple Processing Unit.

খ) প্রকল্পটি ১১.৫৩ কোটি টাকার।

গ) Trans India Agro Food Products (P) Ltd.

"উত্তর পূর্বাঞ্চলে পশ্চাৎপদতার কথা বিবেচনায় রেখে গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পে অধিক কেন্দ্রীয় বরাদ্দের দাবী সম্পর্কে"।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

এ সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই উত্তর পূর্বাঞ্চলের অবস্থিতিও তার সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করতে হয়। উত্তর পূর্বাঞ্চল বর্তমানে ত্রিপুরা সহ ৮টি রাজ্যে নিয়ে গঠিত। ভারতের মূল আয়তনের ৮ শতাংশ জুড়ে এই অঞ্চলের বিস্তৃতি এবং ২০০১ সালের জনগননার ভিত্তিতে দেখা যায় ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪ শতাংশ লোক এই অঞ্চলে বসবাস করে। এই অঞ্চল মোট ৪৫০০ কিলোমিটার বিস্তৃত আর্ন্তজাতিক সীমানায় ঘেরা যার মধ্যে ভুটান, চীন, মায়েনমার ও বাংলাদেশের সীমানা আছে এবং যার জন্য এই অঞ্চলটি কৌশলগত দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ন। এই অঞ্চলের বেশীর ভাগ এলাকাই পার্ব্বত্য ও অত্যন্ত দুর্গম। ভৌগোলিক বিছিন্নতা, অপ্রতুল পরিকাঠামো, শিল্পের অনুপস্থিতি এবং উগ্রাপন্থা এই অঞ্চলের উন্নতির পক্ষে বিশেষ করে যোগাযোগ এবং ব্যাঙ্কের স্বল্পতা অথবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাঙ্কের অনুপস্থিতি, গরীব অংশের লোকের ব্যাঙ্ক ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের অষমতা ও এই অঞ্চলের প্রগতির পথ আরও সমস্যা সংকুল করে তুলেছে।

অন্যদিকে, এই অঞ্চলে শিক্ষার হার অনেক উচু। এমন কি উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় কয়েকটি রাজ্যের শিক্ষার হার দেশের কিছু কিছু রাজ্যের শিক্ষার হারের চেয়ে বেশী থাকা সত্ত্বেও কর্মসংস্থনের তেমন সুযোগ এই অঞ্চলে নাই বললেই চলে। এ অঞ্চলের জনসংখ্যার একটা বৃহৎ অংশই উপজাতি সম্প্রদায়ভূক্ত এবং তাদের একটি ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি আছে, যা এই

অঞ্চলের অর্থে ও সামাজিক সমস্কৃতিকে যথেষ্ট রকম প্রভাবিত করে । এ অঞ্চলে প্রভূত পরিমান শিল্প, কৃষ্টি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা সঠিক সদ্ ব্যবহার করা হচ্ছে না । সর্বোপরি সুনির্দ্দিষ্ট কোন চিন্তাভাবনা এবং লক্ষ্যের অভাবই এই অঞ্চলের অনগ্রসরতা ও পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী ।

৮ (আট)টি উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পশ্চাদ্পদ রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা অন্যতম । আমাদের এই রাজ্যেটি ভৌগোলিক বিছিন্নতা, যোগাযোগ হীনতা, পরিকাঠামোগত স্বল্পতা, শিল্পের অনুপস্থিতি এবং উগ্রপন্থা ইত্যাদির কারনে এই অঞ্চলেই অন্যানা রাজ্যগুলির চেয়ে ও অনেক বেশী অনগ্রসরতা ও পশ্চাৎপদতার শিকার ।

যাই হোক, উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীরা এই অঞ্চলের অনগ্রসরতা ও পশ্চাৎপদতা দুরীকরণের উদ্দেশ্যে গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পগুলির মাধ্যমে আর ও বেশী করে কিভাবে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া যায় তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন এবং তাঁরা এব্যাপারে একটি কমিটিও গঠন করে । এই কমিটি ২০০০ সালের ১৬ই নভেম্বর মাসে কোহিমায় অনুষ্ঠিত এক সভায় কতগুলি প্রস্তাব নেয় এবং তা কেন্দ্রিয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কাছে বিবেচনার জন্য পাঠায় । কেন্দ্রিয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এই প্রস্তাবগুলি বিবেচনাও খতিয়ে দেখার জন্য এই দপ্তরের অতিরিক্ত সচীব এবং অর্থ নৈতিক উপদেষ্টা শ্রীললিত মাথুরের নেতৃত্বে "Inter Ministrial Committee on North Eastern Ragion" নামে একটি কমিটি গঠন করেন ।

উক্ত ললিত মাথুর কমিটির রিপোর্ট অতি সম্প্রতি রাজ্যে সরকারের কাছে পৌচেছে, যা এখন রাজ্য সরকারের বিচার বিশ্লেষনের পর্য্যায়ে রয়েছে যাই হোক উক্ত কমিটির সুপারিশগুলি আমি এখানে আলোচনা করছি ।

পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীদের কমিটির প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী (বি,পি,এল) পরিবারের আয়ের নিম্নসীমার নিদ্ধারন সম্পর্কে । এই কমিটি মনে করে যে, উত্তর পূ[illegible]ঞ্চলীয় রাজ্যগুলির ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, দুর্গমতা, যোগাযোগ হীনতা ইত্যাদির কারণে এই রাজ্যগুলিকে বসবাসকারীদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ব্যয় ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় অনেক বেশী । যার জন্য এই অঞ্চলে বসবাসকারীদের আয়ের নিম্নসীমানা দেশের অন্যান্য বাজ্যের সাথে তুলনীয় নয় এবং মে করেনেই এই নিম্নসীমার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন । ললিত মাথুর কমিটি এই প্রস্তাবটি বিবেচনা করার পর উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের বি, পি, এল,পরিবারগুলির আয়ের নিম্নসীমা নির্দ্ধারনের ব্যাপারে উর্দ্ধমুখী পরিবর্ত্তনের দাবী যুক্তি সঙ্গত বলে মনে করে । তাই এই কমিটি পূর্বাঞ্চলীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীদের কমিটির উক্ত প্রস্তাবটিকে প্ল্যানিং কমিশন যাতে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন এ ব্যাপারে সুপারীশ করেছেন।

গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীদের কমিটির আরেকটি প্রস্তাব ছিল কেন্দ্রিয় সরকারের আর্থিক সাহায্যের বরাদ্দ যাতে রাজ্য ভিত্তিক বি.পি.এল পরিবারের সংখ্যার আনুপাতিক হার এবং রাজ্যগুলির পষচাৎপদতার উপর ভিত্তি করে করা হয়। কারন দেখা গেছে যেমন ত্রিপুরায় ৬৬.৮১ শতাংশ গ্রামীন পরিবার দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করা সত্বে ও কেন্দ্রিয় সরকার আসামের সমতুল হারে অর্থাৎ ৪০ শতাংশ বি.পি.এল পরিবারের হিসেবে অর্থ দিয়ে থাকেন তাতে করে ত্রিপুরা তার ন্যার্য্য পাওনা থেকে অনেক কম পেয়ে থাকে। ফলে উক্ত বিপিএল পরিবারগুলির এটা বৃহৎ অংশ উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলির ও প্রায় একই অবস্থা। ললিত মামুর কমিটি এই প্রস্তাবটি ও বিচার বিবেচনা করে অভিমত প্রকাশ করে যে, আসামের দারিদ্রের মাপকাঠির সঙ্গে পূর্বাঞ্চলীয় অন্য রাজ্যগুলির দারিদ্রের মাপকাঠির এবং পশ্চাৎপদতা সঠিক তুলনীয় নয় এবং সে জন্য রাজ্যগুলিতে অর্থ বরাদ্দ রাজ্য ভিত্তিক দারি[illegible]দতার অনুপাতের উপর ভিত্তি করেই হওয়া উচিত। তাই ললিত মাথুর কমিটি সুপারীশ করে যে, প্ল্যানিং কমিশন যাতে কেন্দ্রিয় সরকারেব উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে অর্থ বরাদ্দের নীতির পরিবর্তন বিবেচনা করেন যাতে করে ঐ রাজ্যগুলি, তাদের নিজ নিজ

রাজ্যের দারিদ্রের হার এবং পষচাৎপদতার ভিত্তিতে পেতে পারে।

গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীদের কমিটির আর ও একটি প্রস্তাব ছিল কেন্দ্রিয় গ্রামোন্নয়ন কোন বরাদ্দের ১০ শতাংশ যা উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টন করা হয়। তা যাতে শতকরা ৫০ ভাগ রাজ্য ভিত্তিক জন সংখ্যার হারে এবং বাকী ৫০ শতাংশ রাজ্য ভিত্তিক বিপরীত মুখী জনসংখ্যার ঘনত্বের উপর (Inver density of population) ভিত্তি করে হয়। ললিত মাথুর কমিটি অবশ্য এ ব্যাপারে সুনির্দ্দিষ্ট কোন সুপারীশ না করে বিষয়টি প্ল্যানিং কমিশনের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের (National Development Council) বিবেচনার এবং সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মতামত দেন।

গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীদের কমিটির অন্য আরেকটি প্রস্তাব ছিল যে, উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সম্পদ স্বথতা ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে কেন্দ্রিয় সরকার যাতে, কেন্দ্রিয় প্রকল্পগুলির কেন্দ্র ও রাজ্যের অংশীদারীর বর্তমান হার ৭৫ঃ২৫ এর পরিবর্ত্তে ৯০ঃ১০ হার চালু করেন। ললিত মাথুর কমিটি এই প্রস্তাবটি ও যথেষ্ঠ যুক্তি সঙ্গত বলে মনে করে এবং কেন্দ্রিয় বস্ত্র মন্ত্রনালয়ের নেওয়া অনুরূপ একটি সিদ্ধান্তের সাথে সমতা রেখে প্ল্যানিং কমিশন যাতে এ ব্যাপারটি ও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন, এ রকম সুপারীশ করেছেন।

তাছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীদের কমিটির সুপারীশ করেছেন যে, SGSY স্কীম এর অন্তর্গত স্বনির্ভর গ্রুপ (Self Helf Group) গুলিকে Revolving found এর হার বর্তমান ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে যাতে ৫০ হাজার টাকা করা হয়, এ ব্যাপারে কেন্দ্রিয় সরকার যাতে বিবেচনা করেন। তবে এই বর্দ্ধিত হার যাতে শুধুমাত্র সে সব গ্রুপ পায়, যারা অত্যন্ত ভাল ভাবে কাজ করছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা আশা করা যায় যে, উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীদের কমিটির প্রস্তাবগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ললিত মাথুর কমিটি যে, সুপারীশগুলি করেছেন কেন্দ্রিয় সরকার যদি এই সুপারীশগুলি গ্রহন করেন এবং কেন্দ্রিয় বরাদ্দের নীতি পাল্টান তবে ত্রিপুরা সহ সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক বরাদ্দ বাড়বে এবং এই রাজ্যগুলির অনগ্রসরতা এবং পশ্চাৎপদতা দুরীকরন ত্বরান্বিত হবে।

05. Needbased allocation (mand doniven).

06. IAY : 22,000 to 32,000

RESOLUTIONS ADOPTED IN THE 3RD MEETING OF R.D MINISTERS OF N.E. STATES HELD ON 16TH NOVEMBER/2K AT KOHIMA, NAGALAND.

The 3rd Meeting of the RD Ministers of the North-Eastern Statem Stales was held at Kohima on 16th November/2k under the Chairmanship of D. R. Lalthangliana. Hon'ble Minister, RD, Mizoram. The RD Ministers of Tripura. Arunachal Pradesh, Nagaland, Meghalaya and the Miaister of state Panchayat. Assam werc present; and Manipur was represented by the Commissioner & Secertary (RD). The Committec reviewed the resolutions adopted in the 1st and 2nd coaference held at Aizwal and Ranager on 25-11-1999 and on 6-7-2000 re-

spectively and as also the Minutes of the meeting of Secretares of Rural Development of North-Eastern States held on the 31st October/2k at Shillong. Dr. P.V. Thomas, Economic Advisor, Ministry of RD, Govt. of India also apprised the committec on some of the actions taken by the Ministry on the carlier resolutions submitted to the Govt. of India wich was noted by the committee with appreciation. The Committee the reafter deliberated upon carlier resolutions which required for their for their actioa from the Govt. of India and thus unanimously decided to adopt the following reslutions for submission to Shri M. Venkaiah Naidu, Hon'ble Union Minister of Rural Development in the 3rd Conference of RD Ministers of North-Eastern Region to be lold on 17.11/21 at Kohima.

1. CUTPOFF LINE FOR THE BPL FOR THE NORTH EASTERN STATES FOR THE TENTR FIVE YEAR PLAN.

1.1 The North Eastern Region suffers from low development refleeted in inndequate infrastrueture devolopemt particularly with reference to transpoetation and commu nication with the rest of the country. The Region is also industrially and economi-cally backward. As most of the essential commodities required by the pople have to be transported through the poorly developed hilly roads, which resulted in high cost of living. It was therefore, felt that the BPL line of Rs. 280.85 per capita per month as cireulated earlier by the Ministry of Rural Development was not realistic for the North Eastern Region.

1.2 A more realistic delinition of poverty taking into consideration the peeuliar circumstanees and constraints which are prevalent in to North Eastern Region is required becouse cver within the North Eastern States itself there would be disarity if allocation of found is made based on population. However, as it was informed that the National Sample Surver (NSS) was being condueted and that it would be pub lished some time in January next year, it was decided that the inteome of the survey would then be examined by the Commidee for appropriate response.

2. CRITERIA TO BE ADOPTED BY GOBERNMENT OF INDIA FOR THE ALLOCATION OF FUNDS UNDER VARIOUS SCHEME FOR THE NORTH EASTERN STATES :

2.1 Most of the North Eastern States have low density of population and larger of this it was felt that proportion of rural poor for each N.E. States should taken as the main criterion for allotment of funds not based on the Assamas critera. Therfore the apication of fund should be based on the pronposing of the rural poor which may vary from State to State in the region. Best tye Committlee decided to urge the Govt. of India to adopt backwasdeas the State as the norm for allocation of funds.

3. URILISATION OF FUND FOR 10% SET ASIDE FROM THE OBERAL TOTAL OUT-LAY URDER VAMOUS SCHEMES OF THE MINISTERES RURAL DEVELORMENT :

3.1 The Commitiee was of the view that from 10% allocation under Minstry for the N.E. States, sub-allocation to each of the States showps made based on state popu-lation and inverse density of pipulation in was 50% of fund avallable hould be allo-cated on the basis of population and was 50% of the avallable the found the basis of inberse density of population in the firth viewed that the 10% allication of fund for rural developement of RD Ministry should be retained with the Ministry for speeth of development programed only. It should not be linked with propural having State share bur should be linked with programmers and of 100% Centpally Soonsored Scheme in nature like Road Conneeli Programme. A new programme for infrastrural development could formulated an I inplemented from out of this fund. The Commines expressed the view that fund can be used for strengthening of that Development Department in terms of increased manpower and interest development particulerly for the field officcrs

4. NON-DEVERSRON NERIUNDS :

4.1 The unutilized or un-rvaled of amount should not be surrendenal to the lepable poor. It should not be diverted even if delay is there in receved proposals. It should remain non-lapsable within the Ministry of the Development towards a scheme or pool of resources for infurtense development in rural are in the States of the NER. There are region spooch and State spoctic priblems and requirements in the formulation of specal and proposals for utitizion of funds in this earmarked sector. Therefor felt that the Startes should be given sufficient liberty and flexibility to fomause their own proposals as per their specific requirements.

5. RELEASE OF AJND I : GOVT. OF INDIA AND THE STTE COYERNMENT IN ONE INSTALLMENT UNDER UNERE VARIOUYS SCJEMER :

5.1 The Conmiter reitoraes its carlier demand for release of funds for the states in one insallment as in the case of LEH area in J & K state which is permissible under the guidelincs. Gove. of India should be liberal in releasing funds in one installment considering the limit working season in the region.

6. PATTERN OF SHARING OF FUND BETWEEN THE CENTRE AND THE STATE :

6.1 Owing to poor resouree base very low capability for resource mobilization, the Com-mittee reiterate its earier its earier demoand for sharing of founds between the Cen-tre and state on the basis of 90:10 and not. 75:25.

7. ALTERNATIVE RURAL CREDIT MECHANISM :

7.1 The success of rural development and many schemes depends on the avail-ability of fund to the rural poor. From the past experience of implementing the IRDP Schemes and various government sponsored schcmens in the region, it is found that there are some consraints and difficultics connected with creditlinkage in the Programmes. For example, delay in processing and sanctioning of loan applications, lack of bank-ing facilities in the remote areas, most of the bank branches being one man branches with-out facilities for rural mobility and also centralized decision maling in respect of loan ect. The mobility and also centralized decison maling in respect of loan ctc. The result in apparent in the very low C.D. ration of about 15-23 in the states in NER. It is tharefore, essential to strengthea finacial institutions in an Innovative manner.

7.2 It is also desirable to evolve altcrnative mechanism for micro credit delivery in view of the failurs of in titutional finances to.reach out in the rural arcas. The Govern-ment of India herfore is requested to support pilot schemcs/projects/concepts forenergizing rural credit by:

a) Informal micracredit moder through formal traditional institutions or NGOs;

b) Providing a corpus fund for financing the secd moncy in such microcreditmodel ;

c) For providing a cerpes of fund as 'RISK FUND' to the channelising ageney in the of Government guarantee for availing of the finance; from the SC/ST Financing Corporation of Government of India by suitable modification in their by-laws etc. In view of the fact that a larger popualce of hill state are members belonging to the ST category. This would facilitte rural crcdit at cheaper rater of interest, which in turn will take the production and produce competitive for the enterprises.

d) The Committee felt that a study team consisting of Ministers of RD from N.E. and officjals should visit Bangladesh for studying the working the Gramie Bank and other micro-credit instiutions.

7.3 It is also proposed that a certain amount of fund say about 20.00 cropes be provided for each state of the North East, from the Central poolof resounees for the North Eastern states, to serve as resource or fund intien of the guarantee for extension of credit to the state through various channcilzing agencies.

8. SGAY: DE-LINKING OF CREDIT LINKAGE :

8.1 In view of the position explained in para 7.1 above, it was considered necesary that for the first five year of the SGSY scheme credit linkage should not to insisted upon and bemide optional (as was done with the IRDP launching in the NER in late SOs). And in the case of the revolving fund for SHGs the amount should be increased to a maximum of Rs. 50,000/- as this would help in faciliting early group formating redcing the incubation period of the groups and revolving of find for productive use.

8.2 Ministry of R.D should be liberal to expeditiously sanction special SGSY programmes submitted from the N.E. states and also consider such projects which have no credit linkage.

9. PMGY :

9.1 The Committee decided that implementation of Rural Commectivity under PMGY for N.E. states should be by state R.D Deparments and that funds under the programme should be released to the DRDAs immediately in receipt of specifuc propsals and on sanction of the prject by the Ministry of Rural Development.

10. EAS & JGSY :

10.1 The Committee reiterate its earlier demand for allocation of funds under Empleyment Assarance scheme on need-base basis and not on Rural Population and to imple-ment the programme as a 'Demand Driven schems'.

11. SIRD :

11.1 The Committee holds the view that the present Trining Institutions for Rural Devel-opment are inadequate and needs to be strengthened in the North Eastern Re-gion. Hence, more institutions like ETC should be cstablished in the region as per the requirement of the NE states. Therefor, the recurring and nonrecurring expenditure of ht SIRD and ETCs in the North Eastern Region should be funded by the Govern-ment of India on 100% basis.

12. The Committee finally placed on record their appreciation on the positive response of the MORD to the problems of this region.

(Dr. R. Lalthangliana)
Chairman,
Committee of R.D. Ministers for N-E Region &
Minister (RD), Mizoram.

(Talo Mugli)
Minister (RD & PR)
Arunachal Pradesh

(O.N. Chyrmang)
Minister (C & RD)
Meghalaya

(Jitendra Chowdhury)
Minister RD & P
Tripura

(Pravin Hazarika)
MOS (Panchayat)
Assam.

(Znchillm Vadco)
Minister (RD)
Nagaland

(K. Konngam)
Minister (REPA)
Nagaland

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

TUESDAY, THE 3RD SEPTEMBER, 2002

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, Tripura, on 3rd September, 2002 at 11.00 A.M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Hon'ble Speaker in the chair, The Hon'ble Deputy Speaker, the Hon'ble Chief Minister, 16 Ministers and 38 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী সন্ধ্যারানী দেববর্মা।

শ্রীমতী সন্ধ্যারানী দেববর্মা (আশারাম বাড়ী) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার - ৫

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার - ৫

প্রশ্ন

১। খোয়াই থেকে চাম্পাহাওর বাজার পর্যন্ত রাস্তাটির সম্প্রসারণের কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ করা যাবে?

২। ঐ রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১। খোয়াই থেকে চাম্পাহাওর বাজার পর্যন্ত রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ১১ কিলোমিটার। সম্প্রসারণের জন্য রাস্তাটি ০০ কিলোমিটার থেকে ২.৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত মানুষের জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এবং বাকি অংশের অর্থাৎ ২.৫০ কিলোমিটার থেকে ১১ কিলোমিটারের জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাণ্ড স্টেটমেন্ট পশ্চিম ত্রিপুরার ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তর-এর নিকট গত ৫.৪.২০০০ ইং তারিখে পাঠানো হয়েছে। উপরোক্ত রাস্তার জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হলেই রাস্তা সম্প্রসারণের কাজটি শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

২। রাস্তাটি সম্প্রসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন। এই জমি অধিগ্রহণ একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। তবে রাস্তাটির ০০ কিলোমিটার থেকে ২.৫০ কিলোমিটার পর্য্যন্ত অংশের সম্প্রসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুততর করা হয়েছে এবং এই অংশের কাজটি দ্রুত শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীমতী সন্ধ্যারানী দেববর্মা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, এই যে জমি অধিগ্রহণের কথা উনি বললেন, এই জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নোটিশ সংশ্লিষ্টদের প্রদান করা হয়েছে কিনা?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **ঃ—** স্যার, পশ্চিম ত্রিপুরার এল. এ. কালেক্টর সহ অন্যান্যদের নিয়ে একটা মিটিং করেছি, যাতে রাস্তাটি নির্মাণের জন্য জমি সংক্রান্ত বিষয়গুলি আগামী ৩ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়।

শ্রী সমীর দেবসরকার (খোয়াই) **ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেহেতু গত ৩০শে এবং ৩১শে আগষ্ট এই রাস্তায় প্রথম ০০ কি.মি. থেকে ২.৫০ কি.মি. রাস্তাটির জন্য জমি অধিগ্রহণের শুনানীর কাজ শেষ হয়েছে। পরবর্তী পর্য্যায়ে আসছে

জায়গার মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয় এবং দপ্তর সেই টাকা দিতে পারবে কিনা? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে তিন মাসের মধ্যে। তিন মাসের মধ্যে শেষ করে দপ্তর কাজ শুরু করতে পারবে কিনা? কারণ, রাস্তাটি ঠিকভাবে চালু না হলে মানুষের বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা হচ্ছে। এই রাস্তাটি ব্লক হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য শীঘ্রই গুরুত্ব দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, সেখানে ব্ল্যাক টপিং রাস্তা আছে, রাস্তাটি কিছুটা সরু। হেভি ভেহিক্যাল গাড়িগুলি চলাচল করতে একটু অসুবিধা হয়। তবে অন্যান্য যানবাহন চলছে। ভ্যালী ব্রিজ, চাম্পাহাওর বাজারের পাশেই বসানো হয়েছে। কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার ব্যাপারে দপ্তর সমস্ত রকম উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

শ্রী সমীর দেবসরকার (খোয়াই) ঃ— মাননীয় মন্ত্রী ঠিকই বলেছেন যে চাম্পাহাওর বাজারের পাশে ভ্যালী ব্রিজ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আর একটি ব্রিজের খুবই প্রয়োজন হচ্ছে, ঐ আড়াই কি.মি. শেষ মাথায় জাম্বুরায় একটি কাঠের ব্রিজ রয়ে গিয়েছে এবং সেটা প্রায়ই মেরামতের প্রয়োজন হয় - সেখানে একটি ভ্যালী ব্রিজ বা পাকা ব্রিজ করার জন্য দপ্তর কোন উদ্যোগ নিয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। পরবর্তী সময়ে দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার ১৩৩।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এডমিটেড্ কোশ্চেন নাম্বার ১৩৩।

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া, শান্তির বাজার, দামছড়া, ফটিকরায়, মোহনপুরে এবং করবুকে নতুন মহকুমা এবং ধর্মনগর ও শান্তির বাজারে এবং অমরপুরে নতুন জেলা স্থাপনের পরিকল্পনা আছে কিনা?

২। থাকলে কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকর হবে?

৩। না থাকলে এর কারণ কি?

উত্তর

১। আপাতত নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মূলতঃ বিষয়টা আমি স্পীকার সাহেবের কথায় করেছি। উনি দাবী করছেন বার বার যে তেলিয়ামুড়ায় একটি সাব-ডিভিসান করা দরকার। অমিতাভ দত্তরা নতুন ডিস্ট্রিক্ট করার জন্য আন্দোলনও করেছেন। কাজেই উনারাতো আর এই প্রশ্ন এখানে করতে পারেন না। আপনি একটু জিজ্ঞেস করেই দেখুন না। এই জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর আপনি এইভাবে না করে দিলেন। এটাতো ঠিক হল না। কারণ, আপনি বলতে পারেন যে নতুন করে ডি.সি.এম. তৈরী করা হয়েছে - যাদের কাছে কিছু ক্ষমতা আছে। এটার একটা নতুন করে নাম দেওয়া হয়েছে। এই ডি.সি.এম. বলে সারা ভারতে কোন নাম বা পদবীই নেই। ডেপুটি কালেক্টর - এটা একটা বড় পোষ্ট। এমনকি, অন্যান্য রাজ্যে ডি.এম. না করে ডেপুটি কমিশনার করা হয়। কাজেই, ডেপুটি কালেক্টরকে ডেপুটি

কালেক্টর কাম ম্যাজিস্ট্রেট্ করার কি অর্থ আছে? ক্ষমতা কি বাড়ানো হয়েছে? যা ছিল সেটাই আছে তাদের। মেজিস্ট্রিয়াল পাওয়ার এমনিতেই ডেলিগেট করা হয়। কাজেই এই দুধের সাধ ঘুলে মিটবে না। তেলিয়ামুড়াতে যতদিন না পর্য্যন্ত সাব-ডিভিসান হবে ততদিন পর্য্যন্ত আমার স্পীকার কিন্তু খুশী হবেন না। কৈলাশহরে যেহেতু যোগাযোগের খুবই অসুবিধা সেহেতু উত্তর ত্রিপুরার একটি বৃহৎ অংশের মানুষের দাবি ধর্মনগরে নতুন করে একটি জেলা করা হউক। তাহলে মানুষের উপকার হবে। কেন এগুলি করা হবে না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা অনেক কথাই বলেছেন। বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছে প্রশাসনকে মানুষের কত কাছে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু কতগুলি বাধা এবং অসুবিধা থাকাতে সবটা আমরা করে উঠতে পারছি না। আর্থিক এবং পরিকাঠামোগত অসুবিধা ছাড়াও অন্যান্য কিছু অসুবিধা আছে। কাজেই যা আমাদের ইচ্ছা আছে সেটা সবটা করা যায় না। উনি জানতে চাইলেন, আমরা এস.ডি.এম. কেন করেছি? স্যার, এটা সবাই জানেন যে, আমাদের রাজ্যে পঞ্চায়েত এবং ব্লকের মাধ্যমেই অধিকাংশ উন্নয়নমূলক কাজগুলি সম্পন্ন হচ্ছে। ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে সমস্ত ডিপার্টমেন্টের কাজগুলিকে কো-অর্ডিনেট করার জন্য ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেটও রয়েছেন। কিন্তু সাব-ডিভিসন লেভেলে ডিপার্টমেন্টগুলিকে কো অর্ডিনেট করার মত কোন অফিসার নেই। এস.ডি.ও.-রা আগে কো-অর্ডিনেট করার মত কোন সুযোগই পেতেন না। এই জন্য আমরা ডেপুটি কালেক্টর ইত্যাদি করে আমাদের বিভিন্ন সার্কেলগুলির মধ্যে পোস্টিং দিয়ে এস.ডি.ও.-র কাজটাকে কিছু কমানো যায় কিনা - মানুষকে বিভিন্ন প্রয়োজনে এস.ডি.ও.-র কাছে আসতে হয়। এতে রাশ হয়ে যায়। সেটাকে কমানো এবং এস.ডি.ও.-র দায়িত্বটাকে কো-অর্ডিনেট করার জন্য কর্ডিনেটার হিসাবে সাব-ডিভিসন লেভেলে তৈরী করা - এই দৃষ্টিভঙ্গী তার মধ্যে রয়েছে। এছাড়া, গ্রামের মানুষ, ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের সার্টিফিকেট ইত্যাদির জন্য গ্রাম থেকে এস.ডি.ও.-র কাছে ছুটে আসে - সেটার পরিবর্তে তারা যাতে আরোও কাছ থেকে সেই সুযোগ পেতে পারেন সেই জন্য ডি.সি.দেরকে এই সব কাজের একটা অংশ দেওয়া হয়েছে। এটা ঠিক যে এস.ডি.ও. নিজে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উনার পাওয়ার ডেলিগেট করতে পারেন। আইনে সেই বিষয়টাও রয়েছে। সেটা যার যার ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে - কতটুকু কি হবে। বাধা না রেখে তাকে কিছু মেজিস্ট্রিয়াল পাওয়ার দেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই ম্যাজিস্ট্রেট্ কথাটা লাগিয়ে এস.ডি.এম. পদবী করা হয়েছে। সার্বিক বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেখা যাবে আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটা যদি ফ্রুটফুল হয় তাহলে ভাল কাজ নিশ্চয়ই হবে। এই বিষয়ে কোন ব্যাপার নেই। আর অন্য প্রসঙ্গ যেটি উত্থাপন করেছেন, সেটা আমাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে ছিল না তা নয়। যত তাড়াতাড়ি সুযোগ মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় ততই ভাল। আপাতত আমাদের আর্থিক এবং অন্যান্য অসুবিধার জন্য ডিস্ট্রিক্ট বা সাব ডিভিশান নতুন করে এক্ষুনি করার কথা ভাবতে পারছি না।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য সমর্থন করেই বলছি ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট হচ্ছেন ডেভলাপমেন্ট একটিভিটিস। এখান থেকেই ডেভলাপমেন্ট এক্টিভিটিজ ডিস্ট্রিবিউট হয়। এখন আমাদের ট্রেণ্ড কি, যেখানে যেখানে ডি.এম. অফিস আছে ঐ লোকালিটির কাছে কাজকর্ম বেশী সীমাবদ্ধ থাকে। দক্ষিণ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট হওয়ার ফলে উদয়পুরের মানুষ যত বেশী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন সাব্রুম, বিলোনীয়া বা অমরপুরের মানুষ সেই সুযোগ পান না। ঠিক একইভাবে ধর্মনগরের মানুষ ডিপ্রাইভ। এই কারণে অন্তত দক্ষিণ ত্রিপুরাতে আরেকটি ডিস্ট্রিক্ট করা একান্ত কর্তব্য। মণিপুরে যেখানে ৯টা ডিস্ট্রিক্ট থাকতে পারে, আমাদের ত্রিপুরাতে কেন ৭টা ডিস্ট্রিক্ট হতে পারে না। অরুণাচল প্রদেশের জনসংখ্যা মাত্র ৯ লক্ষ। সেখানে ১১টা ডিস্ট্রিক্ট আছে। কাজেই দক্ষিণ ত্রিপুরাতে অতিসত্বর একটি ডিস্ট্রিক্ট করবেন কিনা? এটা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাইছি।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এটা তো ঠিক কথা। বাড়াতে পারলে তো আরও খুশী হতাম। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই ডিস্ট্রিক্ট যদি বাড়ে তাহলে মানুষের কিছু সুবিধা হবে। অন্য রাজ্যগুলিতে থাকলে আমাদের

রাজ্যে কেন হবে না, প্রসঙ্গত আমি একটা কথা বলতে চাই আমাদের যে আর্থিক অসঙ্গতির বিষয় এই নিয়ে আমরা বারে বারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছি, এমন কি আমরা দশম অর্থ কমিশনের কাছে বগাফাকে কেন্দ্র করে বা শান্তিরবাজারকে কেন্দ্র করে ১টি সাব-ডিভিশান গঠন করার জন্য একটি প্রস্তাবও আমরা পাঠিয়েছিলাম। এখন পর্য্যন্ত তার কোন নিদর্শন আমরা পাইনি। সেই কারণেই এই অসুবিধাগুলি হচ্ছে। আমি এই কথা বলছি না যে এটা কোন দিনই হবে না, এটা আমাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে আছে। তবে সেটাকে এখনি বাস্তবায়ন করা অসুবিধার মধ্যে আছে আর্থিক অসঙ্গতির জন্য। এই ব্যাপারে মাননীয় শ্যামাচরণ বাবু আমার সঙ্গে একমত হবেন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমা ভ্যালী) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বামফ্রন্ট সরকার চতুর্থবার ক্ষমতায় আসার আগে বা ক্ষমতায় আসার পরে তেলিয়ামুড়া, শান্তিরবাজার বিশেষ করে করবুক শিলাছড়িকে নিয়ে তিনটা জায়গায় তিনটা মহকুমা গঠন করার জন্য আমরা বামফ্রন্টের বিভিন্ন জনসভায় বিভিন্ন মন্ত্রী এবং নেতৃবৃন্দের কাছে প্রতিশ্রুতিমূলক বক্তৃতা শুনেছি। এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে আমরা ক্ষমতায় আসলে পরে এই শান্তিরবাজার মহকুমা হবে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হবে, করবুক শিলাছড়িকে নিয়ে একটা মহকুমা হবে। এটা কি শুধু ভোটের বাজারকে গরম করার জন্য এই সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কিনা? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, বামফ্রন্ট ভোটের জন্য এইভাবে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না। প্রতিশ্রুতি না দিয়ে কাজের সুবিধা বাড়ানোর জন্য মানুষের সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর জন্য আমরা রাজ্যে ৪০টা পর্য্যন্ত ব্লক বাড়িয়েছি। যা ভাবা যায় না, সেটা কেউ চিন্তাও করেননি। সেটা কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না। ডি.সি.এম. অফিস করলাম। ৩১টা সার্কেল অফিস করা হয়েছে তার জন্যও কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না। সেইগুলি কাজের সুবিধার জন্য বামফ্রন্ট সরকার করেছে। আমরা ভোটের জন্য প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি দেই না। এইগুলি আমাদের বিষয় না। আমরা যা করতে পারি সেই কাজ আমরা করি সুতরাং যখনই আমাদের সুযোগ হবে নিশ্চয়ই তখন করব, কি আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী বিল্লাল মিঞা।

শ্রী বিল্লাল মিঞা (বক্‌স নগর) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৩।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ১৩।

<u>প্রশ্ন</u>

১। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বকেয়া ডি.এ. দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

২। যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়? এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ কি?

<u>উত্তর</u>

১। রাজ্য সরকার নীতিগত ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতি সাপেক্ষে রাজ্য সরকারী কর্মচারীগণকেও কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেয়া হবে সেই হিসাবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীগণ ১৭ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের তুলনায় কম পাচ্ছেন এবং বর্তমানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীগণ ৩২ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন।

২ এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ আর্থিক অসঙ্গতির কারণে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রী বিল্লাল মিঞা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কেন্দ্রীয় সবকারের নির্ধারিত হারে রাজ্য সরকার মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে বলে মেনে নিয়েছে। কিন্তু রাজ্যের মন্ত্রী মহোদয় প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন ৪৯ শতাংশ ডি.এ. কেন্দ্রীয় সরকার পায়, আর

রাজ্য সরকার পাচ্ছে ৩২ শতাংশ আর বকেয়া রয়েছে ১৭ শতাংশ। এই ১৭ শতাংশ ডি.এ. আমাদের রাজ্যে শুধু নর্থ ইষ্টার্ন রিজনে আমাদের অর্থমন্ত্রী গত বাজেট সেশানে বলেছিলেন আমাদের আর্থিক অবস্থা খুব স্ট্রং কিন্তু আসাম রয়েছে তারা বেতনও ঠিকভাবে দিতে পারছে না। কিন্তু সেই আসামে স্যার ৪৯ শতাংশ ডি.এ. পাচ্ছে, আর ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীরা গ্রুপ-ডি থেকে শুরু করে ৪,৪৪২ টাকা থেকে ৩,৮০০ টাকা কম পাচ্ছে। এই যে, এক লক্ষাধিক কর্মচারী বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন তা কত দিনের মধ্যে এই বঞ্চনা দূরীকরণ করা হবে, আর কেন্দ্রীয় সরকার ১লা জানুয়ারী টু ১লা জুলাই অল ইণ্ডিয়া প্রাইস ইণ্ডেক্স অনুযায়ী নিয়ম মাফিক দিয়ে থাকে সেই নিয়ম মাফিক আমাদের রাজ্যে না দেওয়ার ফলে এগুলি বকেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম নীতি অনুসারে ১লা জানুয়ারী থেকে ১লা জুলাই তাদেরকে মহার্ঘ ভাতা যেগুলো বকেয়া রয়েছে সেগুলো দিয়ে দেওয়া হবে কিনা? এবং ১লা জানুয়ারী টু ১লা জুলাই এই দুটো ভাগে তাদেরকে ডি.এ. ঘোষণা দেওয়ার সরকারের কোন পরিকল্পনা স্থির করা হয়েছে কিনা?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমাদের রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি কেন্দ্রীয় হারে আমাদের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদেরকে আমরা দিব, আমাদের টাকা যদি আর্থিক সঙ্গতি থাকে সেই ফরমূলাকে রেখেই আমরা এখন দিয়েছি। ৪র্থ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকর হওয়ার পর এখন এক শতাংশ ডি.এ.-র জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে ৭ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। এখন এই ১৭ শতাংশ ডি.এ. যদি আমাদেরকে দিতে হয় এখানে রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং আধা সরকারী কর্মচারী সংস্থার যারা আছেন এছাড়া পেনশন হোল্ডাররা যারা আছে তাদেরও পুরোপুরি ডি.এ. এ্যালাউন্স দিতে হবে। তাতে আমাদের টাকার দরকার ১৫৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। এখনই এই টাকার ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন। কারণ এই সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত আর্থিক নীতি বা রিফর্মস্ যে সমস্ত করছে তাতে প্রথম অসুবিধা হচ্ছে ইলেভেনথ্ ফাইন্যান্স কমিশন আমাদের যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল নন প্ল্যান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আমি এটা বলতে পারি যেটা ফিনান্স কমিশনের উপস্থাপন করেছিলাম ২০০০ এবং ২০০৫ ইং সালের মধ্যে। সেখানে ১২১৫৭.৮৫ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের ফিনান্স কমিশন সেখানে আমাদের জন্য বরাদ্দ করেছে ২২৪১৪.১৬ কোটি টাকা। তাতে প্রায় ৯.৫ কোটি টাকা যেটা ফাইনান্স কমিশন আমাদের জন্য কোন সুপারিশ করেননি। এই সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত আর্থিক নীতি কর্মচারীদের জন্য প্রণয়ন করেছেন, তাতে প্রথম অসুবিধা হচ্ছে। ইলেভেনথ্ ফিনান্স কমিশন আমাদের যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল নন প্ল্যান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সেটা আমি বলতে পারি। আমরা যেটা ফিনান্স কমিশনের কাছে উপস্থাপন করেছিলাম ২০০০ এবং ২০০৫ সালের মধ্যে সেখানে ১২১৫৭.৮৫ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার ফিনান্স কমিশন আমাদের জন্য বরাদ্দ করেছে ২,২৪১৪.১৬ কোটি টাকা। তাতে প্রায় সাড়ে নয় কোটি টাকা যেটা ফিনান্স কমিশন আমাদের দেন নি বা আমাদের জন্য সুপারিশ করেননি। এখন আমাদের যে সমস্ত সেলারি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সমস্ত বাড়তি খরচ হচ্ছে সেটা আমাদের এখন দিতে হচ্ছে। তা থেকে যেটা এখন বড় প্রশ্ন সেটা হচ্ছে মিডিয়াম মিড টার্ম ফিসকেল রিফর্মস প্রোগ্রাম যেটা ইলেভনথ্ ফিনান্স কমিশন তার সর্বশেষ সুপারিশ আপনারা দেখেছেন। যখন তারা এই সুপারিশগুলি করল বড় বড় রাজ্যগুলি তারা হৈ-চৈ করার পরে ইলেভনথ্ ফিনান্স কমিশন বলল এটাকে রিভিউ করে তোমরা, এটা দেখে যাতে তাদের খুশী করা যায়। এবং ফিনান্স কমিশন তারা সেখানে বসে এটা সুপারিশ করলেন এবং একটা অর্থনৈতিক নীতি তারা প্রণয়ন করলেন এবং যার নাম দিলেন মিডিয়াম টার্ম ফিসকল রিফর্মস প্রোগ্রাম। তাতে বলা হয়েছে যে স্টেটগুলির রেভিনিউ কম আছে, সেখানে শতকরা ১৫ ভাগ রেভিনিউ বাড়াতে হবে। আর যাদের বাড়তি রেভিনিউ হয় তাদের আরও শতকরা ৩ ভাগ বাড়াতে হবে। আর এটা যদি না করা হয়, গেপ প্লেন্টের যে টাকা তার শতকরা ১৫ ভাগ টাকা তারা কেটে নেবে। তাতে আমাদের গ্যাফ প্ল্যান্টে যেমন ২০০১ এবং ২০০২ সালে ছিল ৪৯৩.০২ কোটি টাকা এটা এই শতকরা ১৫ ভাগ মানে, আমি যদি শতকরা ৫ ভাগ বাড়াতে না পারি তাহলে আমার এখানে ৭৩.৯৫ কোটি টাকা কেটে রাখা হবে। যেটা রাজ্যের পাওনা। কিন্তু এটার সঙ্গে শর্ত যোগ

করে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। আমরা বলছি যে কোন মূল্যে হোক কর্মচারীদের বেতন যেটা আছে এটা আমরা এক তারিখ দিয়ে যাব। এখানে নন-সেলারি মানে যে সমস্ত নন কমিটেড এক্সপেনডিচার আছে সেইগুলিকে রেখে, নন প্লান, নন-সেলারি লাষ্ট বাজেট-এ আমরা শতকরা ২৫ ভাগ কাট করেছে। এই ফাইভ পারসেন্ট যেটা আমরা এচিভ করতে পারি। এটা যাতে কোন মতে মিস না হয়। এখন ডি.এ. দেওয়া মানে, তাহলে এই টাকা থেকে আমাদের নিজেদের বঞ্চিত করা। এছাড়া যেটা হচ্ছে, পেনশান যেটা ইলেভনথ্ ফিনান্স কমিশন তারা নিরূপণ করেছিলেন। সেটা আমাদের পেনশান থেকে তারা করেছেন। সেটা হচ্ছে দুটো পে-কমিশনে, তারা যে কথাটা বলেছিলেন, আগের দু'টো টেনথ্ এবং নাইনথ্ ফিনান্স কমিশনে তারা যে সুপারিশ করেছিলেন। ইলেভেনথ্ কমিশন সেটাও আমাদের বঞ্চিত করেছে। ১৯৯১ থেকে ৯৫ সালে তার ১৯.৯ পারসেন্ট তারা সুপারিশ করেছিলেন অতিরিক্ত বরাদ্দ। ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সাল সেখানে তারা সুপারিশ করেছিলেন ২৬.৬৪ শতাংশ। আর ইলেভেনথ্ ফিনান্স কমিশন এই পেনশানের ক্ষেত্রে কর্মচারীদের ক্ষেত্রে মাত্র ১০ পারসেন্ট তারা সেখানে সুপারিশ করেছিলেন। আর সেই জায়গায় গিয়ে এখন আমাদের পেনশানের কথা যদি বলি গত ১ বছরে আমাদের যা অতিরিক্ত যেটা বেড়েছে আমাদের দিতে হয়েছে। পেনশনারদের ক্ষেত্রে যেখানে আমাদের ছিল ২০০০-২০০১ সালে ১৪৭.৯৮। ২০০১ এবং ২০০২ সালে এটা ছিল ১৭৭.৫৯, আর ২০০২ এবং ২০০৩ সালে এটা দরকার হবে ২১৬.৩ কোটি টাকা। শেয়ার অব সেন্ট্রাল টেক্সেস্ যেটা ইলেভেনথ্ ফাইনান্স কমিশন ফোকাস করেছিলেন রাজ্যগুলি তারা কেন্দ্রীয় কর বাবদ টাকা পাচ্ছে। কারণ এটার উপরে ভিত্তি করে আমরা আমাদের বাজেট তৈরী করি। তাতে আমাদের ২ বছর শেষ হয়ে গেছে এখন তৃতীয় বছর আমাদের ফাইনান্স কমিশন শুরু হয়েছে। ফাইনান্স কমিশন যেটা আমাদের অন্য প্রজেক্ট করেছিলেন ২৬৩ কোটি টাকা আমরা ২০০০-২০০১ সালে সেখানে পেয়েছি ২৩৬.২২ কোটি টাকা। তার মানে ২৬.৭৮ কোটি টাকা এখানে আমরা কম পেয়েছি। ২০০১-২০০২ ইং সালে ফাইনান্স কমিশন তারা প্রজেক্ট করেছিলেন ৩০৭ কোটি টাকা পাব।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় আমার মনে হয় এত ডিটেলসের দরকার নেই।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— তারা যেটা প্রজেক্ট করেছে ২৫৮.০১ কোটি টাকা তাতে আমরা ৪৮ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা কম পেয়েছি। স্বাভাবিক কারণে রাজ্য সরকারকে এই টাকাগুলির বাড়তি দায়িত্ব নিতে হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সমস্ত আছে আপনারা জানেন মিট টার্ম যে সমস্ত আছে শেঠি কমিশন জ্যুডিশিয়্যাল অফিসারদের জন্য সেখানে কোটি কোটি টাকা দরকার হবে। মিট ড্রিল উইথ সুপ্রীম কোর্ট তারা সেখানে একটা রায় দিয়েছে যে রাজ্য সরকারকে সেখানে আরো কয়েক কোটি টাকা এই সমস্ত বিষয়গুলি রাজ্য সরকারের কাছে আসে। আমাদের অবস্থা এখানে বলছি। সেই কারণে আমরা এটা বলেছি যে আমরা আর্থিক যে টানা পোড়নের মধ্যে আছি ঠিক এই মুহূর্তে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। সমস্ত রাজ্যগুলির অর্থমন্ত্রীরা সম্মেলন মিলিত হয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীও সেখানে ছিলেন। রাজ্যগুলি ৫ম পে কমিশনের রিপোর্ট কার্য্যকরী করার পর তার আর্থিক যে অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে সেখানে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তারা যাতে রিপোর্ট প্লেইস করে। রাজ্যগুলি এই আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে সাহায্য করবে এরজন্য তার পাশে দাঁড়াতে পারেন। আমরা আশা করছি সেই কমিটির রিপোর্ট পেলে পরে আমাদের যে অসুবিধাগুলি আছে সেই অসুবিধাগুলি সম্পর্কে তারা কি দৃষ্টিভঙ্গি নেবেন সেটা জানার পর আমাদের যে আর্থিক অবস্থার বিষয়টা আছে সেটা বিচার বিবেচনার মধ্যে রেখে আমরা সেই সময় হয়তো একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারব।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ— মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেটা বললেন যে ১৭ শতাংশ ডি.এ. রাজ্য সরকারী শিক্ষক কর্মচারীরা এখনও পাওনা আছে, এটা কবে পাওয়া যাবে? কারণ আমরা দেখেছি এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার আর একটা ডি.এ. ঘোষণা করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য কিছুদিন আগে। আমাদের রাজ্যের কর্মচারীরা এটা

কবে পাবে এটা একটু জানাবেন কি? হয়ত মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেক ভাল। ঠিক আছে, যদি ১৭ শতাংশ ডি.এ. এক সাথে না দেওয়া যায় তবে কত পরিমাণ দিতে পারবেন আপনি শুধু বলেছেন অর্থনৈতিক সংকট। বর্তমানে রাজ্যের জিনিষপত্রের যে দুর্মূল্য এতে এই রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারী তাদের একটা প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে কাটাতে হবে। ফলে সেখানে অন্তত পক্ষে ১৭ শতাংশের মধ্যে কত পরিমাণ দিতে পারবেন সেটা বলুন। আর তৃতীয় হল দশম এবং একাদশ অর্থ কমিশন এই রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের অর্থনৈতিক দুর্দশা মোচনের জন্য কত পরিমাণ অর্থ দিয়েছেন সেটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? যে সরকারী অধিকৃত বিভিন্ন সংস্থা যেটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি অন্তত পক্ষে সরকারী শিক্ষক কর্মচারীরা তারা যাতে মাসের ১ তারিখের মধ্যে টাকাটা পেয়ে যায়। এই রাজ্যের জুট মিল সরকারের অধিকৃত সংস্থা, রাজ্যের ল্যামস এবং পেকস্ এইগুলির মধ্যে দেখা যায় আজকে ১৪-১৫ মাস এবং ১৭ মাস ল্যামস্ এবং পেকস্গুলিতে সামান্য বেতনের কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছে। জুট মিলের কর্মচারীরা ৪-৫ মাস পর সামান্য কিছু পরিমাণ টাকা পান। এটা তো রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর জানা আছে। এই অব্যবস্থা দূর করার জন্য কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, দলনেতা যেটা বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার ১লা জানুয়ারীর পর ২০০২ ইং সালে কোন রকম ডি.এ. ঘোষণা দিয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। আমি এটা বলছি ৪৯ শতাংশ ২০০২ ইং ১লা জানুয়ারী তারা পাচ্ছেন। আমরা ৩২ শতাংশ দিয়েছি আর ১৭ শতাংশ বাকি আছে। এছাড়া তিনি যেটা বলেছেন অন্যান্য দৃষ্টান্ত হিসাবে এবং মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞা এর আগে আসামের প্রসঙ্গ এনেছেন। আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করব যে এই নতুন গভর্ণমেন্টটা দায়িত্ব নেওয়ার পর কত শিক্ষককে তারা ছাটাই করেছে। কত মাস তাদের বেতন বন্ধ আছে, অন্তত সে খবরটা নেন। ডি.এ.টা পরের কথা। আসাম গভর্ণমেন্টের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত আনেন, বলছে শুধু বেসিকটা দেবে, বাকি টাকা তারা দিতে পারবে না। বর্তমানে আসাম গণ পরিষদ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশের মত শক্তিশালী সরকারের শাসন প্রণালীতে দেখা যায় কত পারসেন্ট ডি.এ. পাচ্ছে, কত মাসের বেতন পরে আছে। চারটা রাজ্যে আপনার সরকার চালাচ্ছেন। আমরা সেখানে গর্ব করে বলছি আমরা ১ তারিখ থেকেই রাজ্যের কর্মচারীদের প্রাপ্য ডি.এ. সহ অন্যান্য ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করছি। কিন্তু কত পারসেন্ট দেব কি দেব না এটা আমাদের ব্যাপার।

মিড ডে মিলের ব্যাপারে এন.ই.আর. রাজ্যগুলিতে বেকায়দায় পরেছে। সবাই মিলে সুপ্রীম কোর্টের দারস্থ হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট কি রায় দেবেন অপেক্ষায় আছি। শেঠী কমিশনের জুডিশিয়াল অফিস সম্পর্ক নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠন করে বেতন কত হচ্ছে তারা নিজেরাই ঠিক করে দিচ্ছেন। আর রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিচ্ছেন কার্যকরী করার জন্য।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ— না সুপ্রীম কোর্ট ঠিক করেননি। কমিশন ফরম ঠিক করে দিয়েছেন। কমিশনের সব সুপারিশ মানা হয়নি।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— রিকমেনডেশনের পরেই সুপ্রীম কোর্ট সব রাজ্যগুলিকে কার্যকরী করার অনুমোদন দেওয়া হবে এবং তারিখও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ— আমার সবটা জানা আছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— ত্রিশ সেপ্টেম্বরে মধ্যে তারিখ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন আমার জানা নেই। রতনবাবু আইনের লোক। ত্রিশ তারিখের মধ্যে সেটা কার্যকরী হবে। সেই সম্পর্কে শুধু আমাদের সমস্যা নয় আপনাদের পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কি বলছেন? আমরা সেখানে বলছি তার কাছে যাব। যেহেতু এসেম্বলী সেই জায়গার মধ্যে সেই সমস্ত বিষয়গুলি চলে আসছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন। এ.জি. রিপোর্ট-এ ৯৪-৯৫ রেভিনিউ কালেকশন এবং অন্যান্য টেক্স ৭০ কোটি টাকা বেড়েছে। ২০০০-০১, ১৮৪ কোটি টাকা করা হয়েছে। তার মধ্যে রেভিনিউ কালেকশন -এর পরিমাণ বেশী।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **ঃ—** পি.এ.সি. সম্পর্কে বোর্ডই সেই সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি নেয়। রাজ্যে কর্মচারীদের পক্ষ থেকে ৩২ পারসেন্ট, অথরাইজড্ বোর্ড থেকে ২২ পারসেন্ট দিয়েছে। সেই আলোচনা করার পরেই প্রাপ্য বকেয়া দিতে আপত্তি তোলে। জুট মিলের কিছু কিছু টাকা দিতে গিয়ে দেরী হয় আবার এক সঙ্গেও দিতে হয়। এই অবস্থায় রাজ্য সরকার এটাকে বাঁচিয়ে রাখার সমস্ত রকম উদ্যোগ নিয়েছি। ইতিমধ্যে জুটমিলকে ঋণমুক্ত করতে পেরেছে। ঋণ নিয়ে কি কি করতে পেরেছে? জুটমিলের উৎপাদন অগ্রগতি বেড়েছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে চালু করা সমস্ত রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে একটা কমিটি গঠন করেছে। তাদের দায়িত্ব দিয়ে বলছে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়া। সেই রিপোর্টগুলি আছে কিনা। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যে ইস্যুগুলি তুলে রেখেছে যেগুলি দেওয়ার কথা সেগুলি আসছে না। সেই রিপোর্টে কি আছে? আমাদের রাজ্যের সমস্ত পাওনা আছে না রাজ্য যে সমস্ত ইস্যুগুলি তুলেছে এই যে শেয়ার অব ট্যাক্সেস দিচ্ছেন না যেটা কমিটেড, এগুলি দেবার কথা থাকলেও দেওয়া হচ্ছে না। এগুলি সম্পর্কে একটা রিপোর্ট পাওয়ার পর আমরা নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারব। তখন কত পার্সেন্ট দিতে পারব না পারব সে সম্পর্কে সরকার একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। দেব না আমরা একবারের জন্যও বলিনি।

শ্রী মানিক দে (মজলিশপুর) **ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ডি.এ.-র কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে ১৭ পার্সেন্টের মত ডি.এ. বকেয়া আছে। তবে টাকার অসুবিধা আছে। এখানে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে একটা বিষয় জানতে চাই যে, বিভিন্ন রাজ্যে, যেমন - কেরেলাতে গভর্ণমেন্ট এইডেড স্কুল প্রায় আড়াই হাজারের মত আছে। ইতিমধ্যে সরকার এই সমস্ত স্কুলগুলিকে এইড দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। কয়েকটি রাজ্য বেসিক পেমেন্ট করছে এবং কয়েকটি রাজ্য ডি.এ.-কে ফ্রিজ করে দিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে অর্থনৈতিক অনটনের কথা বলেছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার কি এই ধরনের কোন চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা যে বেশ কয়েকটি রাজ্যে তো শুধু বেসিক পেমেন্ট করেছে, কয়েকটি রাজ্যে ডি.এ. ফ্রিজ করে দিয়েছে, কেরালা গভর্ণমেন্ট তো স্কুলগুলিকে বন্ধ করে দিয়েছেন, আমাদের রাজ্যে আর্থিক অনটনের জন্য এই সমস্ত বিষয়গুলি কার্য্যকরী করা বা লাগু করার জন্য সরকার চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা? আসাম, কেরালা, কর্ণাটক সহ বেশ কিছু রাজ্য এটা করেছে এবং রিপোর্টের মধ্যে সেটা প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **ঃ—** স্যার, রাজ্যের শিক্ষক-কর্মচারী স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার ভাবেনি। এর আগেও কেন্দ্রীয় সরকার মউতে সই করার জন্য আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তারা বলেছেন — নূতন চাকুরী দেওয়া যাবে না এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, যে সমস্ত ক্রিয়েটেড পোষ্ট আছে সেগুলিকে বাতিল করতে হবে, যারা এখন চাকুরীতে বহাল আছে তাদের মধ্যে থেকে ১০ পার্সেন্টকে ছাঁটাই করতে হবে এবং পি.এ.সি.ইউ.তে যেগুলি লাভের মুখ দেখছে না সেগুলিকে বন্ধ করে দিতে হবে। আমরা এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছি। আমাদের ছোট রাজ্য কেন্দ্রীয় অনুদানের উপর নির্ভর। আমরা বলেছি শিক্ষক-কর্মচারী স্বার্থবিরোধী মউতে রাজ্য সরকার সই করবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রী পদ্মকুমার দেববর্মা।

শ্রী পদ্মকুমার দেববর্মা (রামচন্দ্রঘাট) **ঃ—** এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৪ স্যার।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **ঃ—** এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। বর্তমান অর্থবর্ষে রাজ্যে পি.ডব্লিউ.ডি.-র উদ্যোগে কতটি বেইলী ব্রিজ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে?

২। যদি পরিকল্পনা থাকে তবে, খোয়াই হাতকাটা রাস্তায় ইছালী ছড়ায় একটি বেইলী ব্রিজ করা হবে কিনা?

৩। যদি না থাকে তবে ইহার কারণ?

উত্তর

১। বর্তমান অর্থবর্ষে রাজ্যে পি.ডব্লিউ.ডি.-এর উদ্যোগে ৭২টি বেইলী ব্রিজ করার পরিকল্পনা আছে।

২। খোয়াই হাতকাটা রাস্তায় ইছালী ছড়ার উপর একটি ২১.০০ মিটার দীর্ঘ পাকা সেতু নির্মাণের কাজ চলছে।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

শ্রী পদ্মকুমার দেববর্মা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই এলাকার জনগণ কাঠের ব্রীজের পরিবর্তে বেইলী ব্রিজ চেয়েছিল। কিন্তু দপ্তর ঐ জায়গায় পাকা সেতু নির্মাণ করার কাজ হাতে নিয়েছে। সেই জন্য আমি এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে দপ্তরকে অভিনন্দন জানাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে — একই রাস্তা খোয়াই হাতকাটা রাস্তায় একটা পাকা সেতু সেখানে অলরেডি হাতে নেওয়া হয়েছে এবং কাজ চলছে। কিন্তু বর্তমানে এই কাজের জন্য ডাইভারট করে একটা করা হয়েছিল এবং ছোট একটা কাঠের ব্রিজও সেখানে করা হয়েছে। কিন্তু সেই ব্রিজ দিয়ে অটো রিক্সা ছাড়া অন্য কোন যানবাহন সেখানে চলাচল করতে পারে না। খোয়াই থেকে হাতকাটা যেতে মাত্র ৬/৭ মিনিট লাগে। বর্তমানে ঐ জায়গায় যেতে ১৫/২০ মিনিট সময় লাগে এবং ২৫/৩০ কিমি রাস্তা ঘুরে সে সমস্ত জায়গায় যেতে হচ্ছে। বর্তমানে যে অবস্থা চলছে সেটা দূর করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এটা ঠিক যে সরকার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে যতগুলি এস.পি.টি. ব্রিজ আছে সেগুলিকে কনভার্ট করে বেইলী এবং আর.সি সি. ব্রিজে রূপান্তর করার জন্য কার্য্যকরী করছি। মাননীয় সদস্য মহোদয় যেটা বলেছেন যে আর.সি.সি. ব্রিজ করতে গিয়ে যে ডাইভারশান ব্রিজ করা হয়েছে সেটা খুব সরু হয়ে গেছে। আমি খোঁজ নিয়ে দেখব এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করব যাতে ডাইভারটেড রাস্তায় গাড়ী চলাচল করতে পারে।

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বৎসর যে কয়টা বেইলী ব্রিজ করার উদ্যোগ নিয়েছেন বা হবে তার মধ্যে খোয়াই মহকুমার সমরুরছড়া এবং বেমরী ছড়ার উপর শান্তিনগর হয়ে দূর্গাপুর হয়ে যেটা তেলিয়ামুড়া এসেছে, সেই গুরুত্বপূর্ণ সড়কের উপর এবং বৃন্দাবন ঘাটে যে দুইটা কাঠের ব্রিজ গত বন্যায় ভেসে গেছে এই দুটো ব্রিজকে বেইলী ব্রিজ করার জন্য পরিকল্পনা ধরা আছে কিনা? না থাকলে এগুলি করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— যে বিষয়গুলি আমরা করব এখানে তো লিষ্টগুলি দেওয়া আছে। আমার এখানে যে ৭২টি ব্রীজের লিষ্ট আছে এটা লে করে দিচ্ছি।

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি যেটা বলছি থাকবে, যদি না থাকে তাহলে আবার প্রশ্ন হচ্ছে এই দুইটা ব্রিজ গত এক বছর ধরে নষ্ট আছে। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সেই জায়গায় এই দুটি ব্রিজকে সেখানে বেইলী ব্রিজ করা হবে কিনা এবং তার ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা ডিস লিংক হয়ে আছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— আমি স্যার, এটা বলতে পারি যে, খোয়াই ডিভিশনে যেটা আছে সেটা হচ্ছে Providing of single lane bailey type portable steel bridge on the road from Tulasikhar to Champahour. এখানে আছে ৩টি বেইলী ব্রিজ এই রাস্তার উপরে।

Replacement of SPT bridge at 15 to 16 K.M. of G.M. road BADF.

Replacement of SPT No. 1 on Gopalnagar to Bachaibari road from Agartala-Mohanpur-Chebri by providing bailey bridge.

Replacement of SPT bridge No. 2 on the road from Chebri to Santinagar by providing bailey type portable steel bridge.

এছাড়া এন.ই.সি.-র রাস্তা কমলপুর এবং এখানে মিলে ৩ থেকে ৪টা বেইলী ব্রিজ আছে যেগুলি এখানে বর্তমানে আছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ছামনু গোবিন্দবাড়ী রাস্তার উপর ৪টা বেইলী ব্রিজ হওয়ার কথা এটা মাননীয় পি.ডব্লিউ.ডি.-র মিনিষ্টার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনটা ব্রিজ হয়ে গেছে বাকী ১নং ব্রীজটা এখনও খুব নষ্ট অবস্থায় আছে তাই সেখানে ইমেডিয়েটলি বেইলী ব্রিজ করা হবে কিনা ২নং হচ্ছে ১৮ই ডিসেম্বর মনু ব্লকে মাননীয় পি.ডব্লিউ.ডি.-র মিনিষ্টার, চীফ ইঞ্জিনীয়ার, ইঞ্জিনীয়ার ইন চীফ সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল মনু টু চিচিংছড়া ভায়া জারুলছড়া এখানে যে ৪টা ব্রীজ করা হবে সেগুলি বেইলী ব্রীজ করা হবে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী কিছু জানাবেন কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এর জন্য আমরা টাকা পেয়েছি তাই টাকার জন্য কোন সমস্যা নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বেইলী ব্রিজ যারা তৈরী করেন কেন্দ্রীয় সরকারের মাত্র দুটি সংস্থা এই কাজ করেন। এছাড়া এবার একটা বেসরকারী সংস্থা তারা এসেছেন ডিফেন্সের সার্টিফিকেট নিয়ে এবং তারাও পেয়েছেন। আমরা দেখেছি প্রতি বছর ৩০ থেকে ৩২টির বেশী বেইলী ব্রিজ আমরা তৈরী করতে পারি না। কারণ তারা সাপ্লাই দিতে পারে না এই বেইলী ব্রিজ যারা করেন। মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন এবং আমরাও নিতে চেয়েছি ইনটেরিয়র এরিয়া এবং রিমোট এরিয়াতে সেখানে বেইলী ব্রিজ করতে হবে। খুব তাড়াতাড়ির মধ্যেই আমরা করতে পারি। আর.সি.সি. ব্রিজ করতে গেলে সময় লাগে সেই জন্য সমতল বা অন্যান্য যেগুলি আছে সেগুলিতে আর.সি.সি. ব্রীজ করব আর এই ধরনের যে সমস্ত ইনটেরিয়র এবং রিমোট এরিয়া আছে সেগুলিতে প্রায়রিটি বেসিসে ফিকস্ আপ করে আমরা সেগুলি বেইলী ব্রিজ করব এই কর্মসূচী নিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। স্বাভাবিক কারণে মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু সব ইনটেরিয়র এবং রিমোট এরিয়াতে বেইলী ব্রিজ করার কথা বলেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, ইনটেরিয়র এবং রিমোট এরিয়াতে বেইলী ব্রিজ করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। নূতন যে এস.পি.টি. ব্রিজ আমরা যথাসম্ভব এভয়েড করার চেষ্টা করছি এবং নূতন করে বেইলী ব্রিজ বসিয়ে রাস্তা ওপেন করার চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ এবং মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫।

প্রশ্ন

১। ২০০২ ইং সনের ২২শে মে ৪৪নং জাতীয় সড়কের খয়েরপুর থেকে চতুর্দশ দেবতা বাড়ী হয়ে আমতলী পর্য্যন্ত

বাইপাস নির্মাণের জন্য খয়েরপুর এলাইনমেন্টে প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ের নির্মিয়মান পাকা ব্রিজটি কয়েক পশলা বর্ষণেই ভেঙ্গে পড়ার কারণ কি?

২। উল্লিখিত ব্রিজটির ঠিকেদারকে নির্মিয়মান ব্রিজটির জন্য কি পরিমান অর্থ 'রানিং বিল' হিসাবে প্রদান করা হয়েছিল?

৩। উক্ত নির্মিয়মান ব্রিজটির কাজকর্ম তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত বাস্তুকারদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা এখনও গৃহীত হয়েছে কিনা, এবং না হলে এর কারণ কি?

উত্তর

১। এই ব্রিজটির সুপার স্ট্রাক্চার কনস্ট্রাকশানের জন্য নদীর মধ্যে যে স্ট্যাগিং অর্থাৎ সাপোর্ট সিস্টেম করা হয়েছিল তা ভেঙ্গে পড়ায় স্ট্যাগিং অর্থাৎ সাপোর্ট সিস্টেম এর উপর দাঁড় করানো নির্মীয়মাণ ডেক শ্লেবটি ভেঙ্গে পড়ে।

২। উল্লিখিত নির্মীয়মানণ ব্রিজটি ভেঙ্গে যাওয়ার আগে পর্য্যন্ত মোট ৮১.৪৪৫ লক্ষ টাকা রানিং বিল হিসাবে ঠিকাদারকে প্রদান করা হয়েছিল (ভেঙ্গে পড়া অংশের বিল প্রদান করা হয় নাই)।

৩। দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বাস্তুকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এখনো নেওয়া হয় নাই। কারণ আপাত দৃষ্টিতে এই ঘটনার জন্য কোন বাস্তুকারকে দায়ী করা হয় নাই, তবে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত অনুসন্ধানের কাজ চলছে।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, এই কাজটা করার জন্য কোন সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল কিনা, যে সময়সীমা দেওয়া হয়েছে এটা অ্যাজ পার নর্মস কিনা। এটা কি ঠিক বা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে তথ্য আছে কিনা যে, স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী নির্বাচনের আগে ব্রিজটি সম্পূর্ণ করার জন্য যাতে নির্বাচনের আগে জনগণকে দেখানো যায় তার জন্য ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন এবং এই তাড়াহুড়োর জন্য এই ব্রীজটা আজকে এই অবস্থায় পরিণত হয়েছে। নন ল্যাপ্সেব্ল পোলের থেকে, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে টাকা দেওয়া হয় এইসব নির্মাণকার্যের জন্য, সেই কার্যে একটা নির্দেশ রয়েছে যে কেন্দ্রীয় সংস্থা বা পশ্চিমবাংলার অনুমোদিত সংস্থার মাধ্যমে এই কাজগুলি করা হবে। এইক্ষেত্রে এটা না করে রাজনীতির কাছের লোক এমন ঠিকাদারকে দেওয়া হয়েছে? এটা সত্যি কিনা? তৃতীয়তঃ ...

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আর না, এতগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে করলে আপনি পারবেন?

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ— ঠিক আছে, আমি বসে গেলাম। তবে আমি যে প্রশ্ন করেছি তার সঠিক উত্তর দেওয়া চাই। ১ কোটি ৮৫ লাখ টাকার প্রজেক্ট, কিছু বলতে গেলে আপনি বসিয়ে দেবেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রজেক্টের জন্য ১৮ মাস নির্ধারণ করা হয়েছে। আমাদের এটা নর্মস অনুসারে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এখানে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে স্থানীয় এম.এল.এ. বা মিনিষ্টার নির্বাচনের আগে মানুষকে দেখানোর জন্য ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন এবং তাড়াহুড়ো করা হয়, এইরকম তথ্য আমার কাছে নাই। আর নন্লেপসেব্ল থেকে এটা করা হয় না। এটা নাবার্ড থেকে টাকা এনে এই প্রজেক্ট করা হয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) **ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা একটা নজীরবিহীন ঘটনা, যে এত কোটি টাকার ব্রিজ, এটা শেষ হওয়ার মুখেই ব্রিজটা নীচের দিকে ভেঙ্গে পড়ে। তার জন্য ৮১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা অলরেডী পেমেন্ট হয়ে গেছে। রাজ্যবাসীর কাছে এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। রাজ্য সরকার এখনও বলতে পারছেন না এর জন্য দায়ী কে? তার মানে কি, রাজ্য সরকার অপরাধীকে আড়াল করার জন্য এটা করা হয়েছে। এই যে ৮১ লক্ষ টাকা নয়ছয় হয়েছে, দুর্নীতি হয়েছে এটার কি কোনরকম বিচার হবে না? মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে এখনও কেন দোষী বের করা হল না এবং শাস্তির ব্যবস্থা করা হল না?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এই ব্যাপারটা নিয়ে কালকেও নো কনফিডেন্স মোশানের মধ্যে তুলেছিলেন সেখানে বিস্তৃত বলার চেষ্টা করেছি। এই কনট্রাক্টরকে এই কাজ কবে দিতে হবে। ব্রিজটা যে ভেঙ্গে গেল এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এই ব্রিজটার ব্যাকগ্রাউণ্ড নিয়ে আমি বিস্তৃত বলেছি। এটা কনট্রাক্টরকে করতে হবে। তাকে আলাদা করে টাকা দেওয়ার প্রশ্ন এখানে নেই। প্রাথমিক যেটা তদন্ত হয়েছে তাতে আমাদের পি.ডব্লিউ.ডি. সেক্রেটারী থেকে সবাই গেছে। দপ্তরের কোন ইঞ্জিনীয়ারকে এখনও দোষী সাব্যস্ত করার মত এতে কিছু পাননি। কাজটা নভেম্বরে শুরু হয়েছিল, কনট্রাক্টর শুরু করেছিলেন। যে কনট্রাক্টর কাজটা শুরু করেছিল তার কাজের যে মন্থর গতি তাতে সেটাকে মে মাস পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে। নরম্যালি এই কাজটা হতে তিন থেকে চার মাস লাগার কথা এবং এটাকে মাথায় রেখেই কাজটা শুরু করা হয়েছিল। নভেম্বর মাসে যদি কাজটা শুরু করেন এবং ঠিকমত যদি কাজটা করতেন তাহলে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এই কাজটা হয়ে যাওয়ার কথা। এখন মে মাসের ২২ তারিখ যেটা হয়েছে তাতে তখন দু'দিন ধরে যা বৃষ্টি তাতে যেটা ওখানে রেকর্ড করা হয় তা হল অস্বাভাবিক বৃষ্টি মানে ২২ তারিখ রাত্রি থেকে সেদিন বৃষ্টি হয়েছে ৯৮.৮ মিলিমিটার, তার আগের দিনও এরকম বৃষ্টি হয়েছে। হঠাৎ এত বৃষ্টি তাতে তাদের সেখানে এটাকে ধরে রাখার জন্য মানে তারা যে স্ট্রাকচারটা তৈরী করেছিলেন সেটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে, ফলে এই ঘটনাটা ঘটেছে। এখন সেখানে আমরা বলেছি প্রাথমিকভাবে যখন ব্যাপারটা আমাদের কাছে এসেছে পি.ডব্লিও.ডি. সেক্রেটারী সেখানে গেছেন তার অন্যান্য সব ইঞ্জিনীয়ারদের নিয়ে। তারা বলেছেন যে, এটাকে আরও বিস্তৃতভাবে খোঁজ খবর নেওয়া দরকার। সেজন্য একটা কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের তদন্তের কাজও শেষ করে এনেছেন। তার মধ্যে প্রথমত কমিটির কাছে এই প্রশ্নটা এসেছে এই ব্রীজটা করার জন্য শুকড়ী সিমেন্ট ইত্যাদি যে জিনিষগুলি ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলির কোয়ানটিটিগুলি ঠিকমত দিয়েছে কিনা। তো এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য যে যন্ত্রপাতি বা যে ধরনের সংস্থা এই কাজটা করেন সেটা আমাদের এখানে নেই, সেজন্য কমিটির ওরা এটা চেয়েছেন যে, যাদবপুর ইউনিভার্সিটির যারা এই জাতীয় ক্ষেত্রে খুব এক্সপার্ট মানে এই কাজগুলি করে যাদের সুনাম আছে সেই হেড অব দা ডিপার্টমেন্ট কনস্ট্রাকশনের সরস্বতী তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে কাজ শুরু করবেন এবং সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিয়ে দেবেন এবং সেই রিপোর্ট পাওয়ার পর কমিটি তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট দিয়ে দেবে। আমরা আশা করছি সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগে আমরা সেটা পেয়ে যাব এবং তাতে সামগ্রিক সব কি কারণে এটা হল, কার ত্রুটি ছিল, কে কতটুকু দায়ী সেই কমিটির সুপারিশের মধ্যে সেটা আসবে। আসলে পরে তখন যারা দোষী সাব্যস্ত হবেন তার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই দপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার, মেঘালয়ভবন যেটা কলকাতায় তৈরী হয়েছিল সেই ভবন নিয়ে ওখানে একটা অভিযোগ উঠেছিল এবং সেই অভিযোগে মন্ত্রীকে সেখানে পদত্যাগ করতে হয়েছে এবং এমন কি মন্ত্রিসভাকেও সরে যেতে হয়েছে। আর এখানে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল যার মন্ত্রী মহাশয় এমনভাবে উত্তর দিচ্ছেন যে, এতে কারও দোষ নেই, উনি খুঁজছেন সিমেন্টে গলদ ছিল কিনা, রডে গলদ ছিল কিনা, স্যার এধরনের কথাতো কখনও আমরা শুনিনি। মিনিষ্টারকে বলতে হবে যে এর জন্য দায়ী কে এবং সেই অপরাধীর শাস্তি হয়েছে কিনা এটা পরিস্কারভাবে বলুন, নতুবা আপনি নিজের দোষ আড়াল করতে চাইছেন, এটা হল আপনার উত্তরের মূল কথা। আমরা কিন্তু দেখছি আপনি নিজেই অপরাধী।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— ঠিক আছে, মাননীয় সদস্যের যেভাবে দেখার আছে আপনি দেখুন। আমরা এখানে পরিষ্কার বলেছি যে, যতটুকু কাজ হয়েছে, কাজ অনেক বেশী হয়েছে এবং রানিং বিল যেটা পি.ডব্লিউ.ডি.-র সিস্টেম যখন যে কন্ট্রাক্টর কাজ করেন তখন তার বিল দিতে হয় সেভাবে তাকে এইক্ষেত্রেও রানিং বিল দেওয়া হয়েছে যা কাজ করেছেন। কিন্তু যেটা ভেঙ্গে পড়েছে তার জন্য তাকে এক পয়সাও দেওয়া হয়নি। এতে কন্ট্রাক্টরের প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার মত ক্ষতি হবে এবং এখানে আলাদা করে কোন পয়সা তাকে দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। ২য় যেটা এখানে এনেছেন

সিমেন্ট কতটুকু পড়েছে না পড়েছে এটা কে দেখবে আপনি নগেন্দ্রবাবু দেখবেন, না রতনবাবু দেখবেন। একটা কমিটি যখন গঠন করা হয়েছে তখন তাকে যদি একটা সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে হয় তো এই সমস্ত বিষয়গুলিতো তার বিবেচনার মধ্যে থাকবে এবং তাদের সেই কাজটা সঠিকভাবে করার জন্য আজকে এখানে উদ্যোগটা নিয়েছেন, এটা ভাল জিনিষ যাতে রাজ্যবাসী জানতে পারেন। এরকম একটা ব্রিজ ভেঙ্গে পড়ল যেটা আমাদের রাজ্যে আর ঘটেনি। এই ধরনের ব্রিজ আমি কালকেও বলেছি দুর্গাচৌমুহনীতে করেছি, অভয়নগর করেছি, তারপর বিশালগড়ে হয়েছে, চম্পকনগরে হয়েছে আগেরগুলি সব ঠিক আছে তো এখন কেন এরকম ঘটনা ঘটল এটা আপনাদের যেমন জানার আগ্রহ আছে, তেমনি রাজ্যবাসীরও আছে। আমরা যারা সরকারে আছি আমাদেরও দায়িত্ব ঘটনাটা কেন হল সমগ্র রাজ্যবাসীকে জানান এবং সেটা জানানোর জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার সেটাই দপ্তর এখানে করছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ বলুন।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত মে মাসে ঘটনা ঘটেছে। এ.সি.বি.এন. মজুমদারের নেতৃত্বে একটি প্রাইমাফেসি কমিটি গঠন করে দিয়েছেন টু ইনকুয়ার দিস ম্যাটার। আজকে পাঁচ মাস পরে বিধানসভায় উঠেছে। এই ঘটনাতো ঘটেছে - দিস ওয়ে দ্যাট ওয়ে - এটা ঘটেছে। ব্রিজ ভেঙ্গে গিয়েছে। কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। তাতে কেউ না কেউ দোষী। যদি সত্যি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে প্রাইমাফেসি উনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং তদন্ত রিপোর্টে কি প্রকাশিত হয়েছে। এবং এখানে কন্ট্রাক্টর শিবু সাহাকে আর কোন কাজ দেওয়া হয়েছে কিনা, বা তাকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়েছে কিনা? নতুবা আরো সম্পত্তি নষ্ট হবে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমি খুব স্পষ্টভাবে বলেছি যে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই রিপোর্ট পাওয়া যাবে। এবং সে রিপোর্ট পাওয়া গেলে কে দোষী সেটা বুঝা যাবে এবং তখন ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন তো অস্থির হয়ে লাভ নেই। দ্বিতীয়তঃ এটা যেটা হয়েছে, সেক্রেটারী পি.ডব্লিউ.ডি. নিজে গিয়েছেন, অন্যান্য ইঞ্জিনীয়াররাও গিয়েছে। তারা এটা তদন্ত করেছেন এবং তাদের দুই মাস সময় দেওয়া হয়েছে। ৩১শে আগষ্ট তাদের রিপোর্ট দেওয়ার ডেট ছিল। কিন্তু তারা আরো এক মাস সময় চেয়ে নিয়েছেন। তো এর মধ্যে সবই আসবে। কিন্তু সেপ্টেম্বরের রিপোর্টটা পাওয়ার ব্যাপারে অপেক্ষা করুন। এককোয়ারী রিপোর্টতো আসেনি এখনো।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ— কেন কালকেতো বলেছেন যে এনকোয়ারী রিপোর্ট এসেছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, সেক্রেটারী পি.ডব্লিউ.ডি. তিনি সেখানে যাওয়ার পরে তিনি এসে একটা রিপোর্ট দিয়েছেন। আমি সেই রিপোর্টটা এখানে পড়ে দিচ্ছি। সেক্রেটারী, পি.ডব্লিউ.ডি. এর ফার্স্ট রিপোর্ট এখানে আছে। সেক্রেটারী, পি.ডব্লিউ.ডি., এস. এন. নাগের এটা ফাইল এর নোট। এটা আমি পড়ে দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— এটা পড়তে হবে না, আপনি এটা লে করে দিন।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **ঃ—** ঠিক আছে স্যার, আমি এটা লে করে দিচ্ছি।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, দক্ষিণ কোরিয়াতে এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল, তারজন্য সেখানকার মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলোর উত্তরপত্রগুলি এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURES 'A' & 'B'

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ ৩ (তিন)টি নোটিশ মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট থেকে তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর পেয়েছি। এই নোটিশগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উল্লিখিত বিষয়গুলি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি।

প্রথম নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস এবং শ্রী নারায়ণ চৌধুরী মহোদয়গণ। মাননীয় সদস্যরা উপস্থিত আছেন। মাননীয় সদস্যদের একজনকে উনাদের বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী সুধন দাস (রাজনগর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "কৃষি উন্নয়নের সেচ্ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ্ করে জানাবেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৪.৯.২০০২ ইং এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— দ্বিতীয় রেফারেন্স নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় এবং শ্রী পদ্মকুমার দেববর্মা। তাঁদের যে কোন একজনকে বিষয়টি সভায় উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় (রাধাকিশোরপুর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন বিদ্যুৎ সংস্কার কর্মসূচী সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ্ করে জানাবেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়টির উপর আগামী ৪.৯.২০০২ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

MATTER RAISED BY MEMBER

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ আমি আর একটি নোটিশ পেয়েছি এবং এটি আমি পরীক্ষা করে দেখার পর উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা। উনার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো - "গত ২১শে আগষ্ট, ২০০২ ইং পত্রিকায় প্রথম পাতায় পাহাড়ে হাঙ্গামা হলে সমতলে পাল্টা প্রতিরোধের হুমকি দিলেন অনিল" - শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ— স্যার, গতকাল যে সমস্ত কলিং এবং রেফারেন্স দিয়েছিলাম সেগুলির কি হলো?

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি বলেছিলাম সেগুলো সবই বাতিল।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ— সবটা জিনিষ আপনি পিছিয়ে দিলেন ঐ ৪ তারিখে।

মিঃ স্পীকার ঃ— না, না, আমি সেগুলি বাতিল বলে দিয়েছি। আপনার যে শর্ট ডিসকাশন - সেটা চার তারিখে আলোচনা হবে।

শ্রী বীরজিৎ সিন্‌হা (কৈলাশহর) **ঃ—** স্যার, আমি একটা নোটিশ দিয়েছিলাম রেফারেন্স পিরিয়ডে আলোচনার জন্য। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আপনি সেটাকে কেন এলাউ করলেন না?

মিঃ স্পীকার ঃ— সেটা নাও হতে পারে।

শ্রী বীরজিৎ সিন্‌হা ঃ— * * * * *

মিঃ স্পীকার ঃ— রবীন্দ্রবাবু আরোও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার দিয়েছেন বলে আমি সেটাকেই গ্রহণ করেছি। অন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ নোটিশও আমি গ্রহণ করেছি। আপনারটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্বে কোন স্কোপ না থাকার কারণে আনা যাচ্ছে না। কোন স্কোপ নেই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— প্লীজ বসুন। বীরজিৎবাবু বসুন প্লীজ। আরোও কাজ আছে তো।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনাদের তরফ থেকে একটা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। যেহেতু আর কোন নিয়ম নেই গ্রহণ করার। সেই জন্য আমি এটা এক্ষুনি গ্রহণ করতে পারছি না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— অদ্ভুত ব্যাপার সব। এটা কি হাট বাজার নাকি? বসুন। আপনার টোট্যাল কথাটাই এক্‌সপাঞ্জ করে দিলাম। এই সভা দুই ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

After Recess At 2.00 P.M

মিঃ স্পীকার ঃ— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি এনেছেন .....

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা জরুরী বিষয় উল্লেখ করতে চাই, উনি যেটা কলিং এটেনশান জানতে চাইছেন, একটা মহিলাকে সরকারী কর্মচারী ধর্ষণ করেছে এবং তার সন্তান হয়েছে। এই অবস্থায় সরকারের তরফ থেকে কোন বিচার নেই। উনি কারুর কাছ থেকে বিচার পাচ্ছেন না। এই নির্যাতিত মহিলা যাতে বিচার পায় এবং সে যাতে বাঁচতে পারে এই ব্যবস্থা করবেন কিনা? এবং সে যাতে বিচার পায় সেই ব্যবস্থা করবেন কিনা? আপনি এই ব্যাপারে রায় দিন সে যাতে সঠিক বিচার পায় এবং বাঁচতে পারে।

মিঃ স্পীকার ঃ— এটা আপনি যেভাবে বলছেন কলিং এটেনশান বা রেফারেন্স পিরিয়ড এটা তো আসছে না। তবু যদি রেফারেন্স -এ আপনারা বলতে চান পারবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার, এটা আমরা আর চাই না। আপনি রেফারেন্স হিসাবে গ্রহণ করেননি আমরা সেটা মানলাম কিন্তু একজন মহিলা সে বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরছে সে বিচার পাবে না?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বীরজিৎবাবু যে কাগজ আমাদের পেণ্ডুলিয়ামের মধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রী এবং আমার মনে হয় বিধানসভার অন্যান্য সদস্য যাদের দিয়েছেন সেই মূলে আমি একটা কাগজ পেয়েছি। এবং অভিযোগ যা আমি দেখলাম বিশেষ করে মহিলা কমিশনের যে ফাইণ্ডিংস এটা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। আমি বলছি যে যত দ্রুত সম্ভব এই সম্পর্কে প্রশাসনিক যা ব্যবস্থা সবটাই তদন্ত করে গ্রহণ করার জন্য সরকারের তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হবে। এবং এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নেই অপরাধী যদি চিহ্নিত হন তাকে সাজা পেতে হবেই। আর যে মেয়েটির কথা বলা হয়েছে আইনের দিক থেকে সেটাও আমরা দেখব কিভাবে তাকে আমরা সাহায্য করতে পারি।

* * * * * Expunged as directed by the Chair

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) ঃ— স্যার, আমার একটা প্রশ্ন ছিল।

মিঃ স্পীকার ঃ আর না, আর না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার, ২ কোটি টাকার ব্রিজ ভেঙ্গে গেছে এটা সরকারের ব্যর্থতা কিনা?

মিঃ স্পীকার ঃ এটা কি হচ্ছে। এটা তো অন্য প্রসঙ্গ। আপনি বসুন। অনেক হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তো পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— প্লীজ বসুন।

শ্রী বীরজিৎ সিন্‌হা ঃ— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে স্টেট্‌মেন্ট দিলেন এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, যেহেতু এটার তিনটা ইনকুয়ারি হয়ে গেছে, একটা হচ্ছে যে বার্থ সার্টিফিকেট এখানে এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট -এর সই আছে বার্থ সার্টিফিকেটে এটা একটা ইনকুয়ারী। মহিলা কমিশন তদন্ত করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এস.পি. কে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে, এস.পি. ৩, ৪ পাতার একটা রিপোর্ট দিয়েছেন। এস.পি.-র রিপোর্টই তো ইনকুয়ারী হয়ে গেছে। এখন এ্যাকশানের প্রশ্ন আছে?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি আইনের লোক নই কিন্তু আমি কথা দিয়েছি, আমরা আইন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেব। কোন অপরাধীই রেহাই পাবে না। আমাদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। আমরা কাজ করছি। দাঁড়িয়ে আমি কথা দিয়েছি। মাননীয় সদস্য যে বিষয়গুলি আমরা আলোচনার মধ্যে নেব। যদি তদন্তে প্রমাণ হয় তাহলে ঠিক আছে, আমরা এটাকে বেইস করে অগ্রসর হব।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামীকালকে এই ব্যাপারে এই হাউজে স্টেট্‌মেন্ট দেবেন কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— কালকে না স্যার। আমি আগামীকালকের ব্যাপারে কথা দিচ্ছি না। যত দ্রুত সম্ভব দেখব। আগামীকালকেই করতে হবে কথা আছে নাকি? যত দ্রুত সম্ভব দেখব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— বসুন। প্লীজ বসুন।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ এই ব্যাপারে পত্র পত্রিকায় উঠেছে। পেপার কাটিং দপ্তরে যায়। এত বড় একজন অফিসার ডাইরেক্টলি ইন্‌ভলব্ রেপের সঙ্গে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা আমাদেরকে খুঁজে দেখতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে, এটা তো হয়েছে।

শ্রী জওহর সাহা (বীরগঞ্জ) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, গত দুই দিনে আমাদের জিরানীয়া এলাকায় ....

মিঃ স্পীকার ঃ— এটা কোন ইস্যু না। আপনি বসুন। এটা তো কোন ফর্মে আসে না। রেফারেন্স পিরিয়ড, কলিং এটেনশান শেষ হয়ে গেছে। হাউজের তো একটা ডেকোরাম আছে। আপনি বসুন।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ— এটা আলোচনার দরকার আছে। এটা এক্ষুনি আলোচনা করতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— না, না, অনেক হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ— তাহলে আপনি হাউজ এডজার্ন করুন।

মিঃ স্পীকার ঃ— না, না হাউজ এডজার্নের ব্যাপার না। এর আগে রেফারেন্স সবটাই উঠেছে। ঐ সময় যা যা বলার বলেছেন। আমাদের বিধানসভায় '০' আওয়ারটাকে রেফারেন্স পিরিয়ড হিসাবে ট্রিট করা হচ্ছে। আমাদের বিধানসভায় নিয়মটা কি জিরো আওয়ার বলতে কোন জিনিষ নেই। জিরো আওয়ারটাকে রেফারেন্স পিরিয়ড হিসাবে ট্রিট করা হচ্ছে। প্লিজ শুনুন। প্লিজ্। এটাই সর্ব ভারতীয় প্রসেস রেখে স্ট্যাণ্ড করছে। যখন একজন কোন প্রশ্ন আনে তখন জিরো আওয়ারে ব্যবহার করতে পারে। শুনুন বীরজিৎ বাবুর ঘটনা নিয়ে এতক্ষণ ঘটনা ঘটল, এরপরেও লিডার অব দ্যা হাউস এটা প্লেইস করেছে, তারপর আরেকটা ইস্যু তুললেন। এই রকম কোন ফর্ম আছে কিনা?

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ— এখন প্রশ্ন হলো স্যার, তাহলে কি এই ব্যাপারগুলো হাউসে তোলা যাবে না?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জিরো আওয়ার কনভেনশান ছিল, আমাদের বিধানসভায় কিন্তু সবার সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করে জিরো আওয়ার -এর জায়গায় এটাকে রেফারেন্স পিরিয়ড করা হয়েছে যাতে কোন কনক্রিট ফর্ম বিষয়গুলো আসলে পর যার কাছে যে বিষয় জানতে চাওয়া হয়েছে তিনি প্রপার প্রিপারেশান হিসেবে সেটা উত্তর করতে পারেন। দ্যাট হেজ বীন ডিসাইডেড এ্যাণ্ড একসেপটেড বাই দ্যা হাউস। কাজেই এখন চট করে রেফারেন্স পিরিয়ড আমি ইউজ করব, আবার জিরো আওয়ারে সুযোগ নেব একসঙ্গে এটা চলে না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— আরে জওহরবাবু চুপ করুন, প্লিজ বসুন।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— আমরা আশা করব যাতে এটা এপ্রোপ্রিয়েট এ্যাকশান নেওয়া হয়। এটা খাস ঘটনা।

মিঃ স্পীকার ঃ— অলরেডি ইন দিজ হাউজ চীফ মিনিষ্টার অলরেডি মেইক এ স্টেটমেন্ট। এবং বলেছেন এটা দেখবেন। উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি হচ্ছে, প্লিজ বসুন, প্লিজ বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ— ঐ সোনামুড়াতে কংগ্রেস কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে, এগুলি কি এখানে বলা যাবে না, অমরপুরে কংগ্রেস কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়, তারপরে রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর উস্কানীমূলক বক্তব্য দেওয়ার পর রাজ্যের সর্বত্র .....।

মিঃ স্পীকার ঃ— গতকাল নো কনফিডেন্স মোশন নিয়ে পাঁচ ঘন্টা আলোচনা হয়েছে। আপনারা ১১০ মিনিটের জায়গায় ১৩০ মিনিট আলোচনা করেছেন, তারপরেও আবার বলছেন।

শ্রী অমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) ঃ— স্যার, আজকের বিজিনেস -এর মধ্যে দেখবেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। আজকে আমাদের দেশের সংহতি বিপন্ন সেই সম্পর্কে আলোচনা করার একটা বিষয় আছে। এটা স্যার, ব্যাহত করার চেষ্টা করছে।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ (আগরতলা) ঃ— স্যার, এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আর্ষণ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— না, আমি এই ব্যাপারে বলার জন্য দিচ্ছি না। এটা আগের দিন বলবেন, আর এটার আপনারা ঠিক

করবেন। এইভাবে বলতে থাকলে তো হবে না, এখানে তো একটা নিয়ম কানুন আছে। এখানে কোন নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা নেই, তাহলে চলুন। না আমি চলে যাই, প্রশ্ন নেই তো, এইভাবে যদি বলে নিয়ম কানুন মানা যাবে না। তাই আমি চলে যাচ্ছি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনারা যে প্রশ্ন তুলছেন এবং যে প্রশ্ন প্লেইস করেছেন এটা আলোচনা নয় এটার একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে। তারপর বললেন আমাদের এটা শুনতেই হবে। এটা আমাদের বিধানসভার কোন্ বিধিতে আছে এটা দেখাতে হবে তো। এতে আপনারা কিছুই বলছেন না, তাহলে আমাকে বলতে রাইট দিন। পার্লামেন্টে তো ৫০০ উপর সদস্য, কোথাও সেই ৫০০ জনকে তো সব সুযোগ দেওয়া যায় না। কোয়েশ্চান আওয়ারে কয়টা সাপ্লিমেন্টারী করতে পারে পার্লামেন্টে ?

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ ঃ— মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আবুলতাবুল বলছে বক্তব্যে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— প্লীজ বসুন, প্লীজ বসুন, উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি হচ্ছে,

(গণ্ডগোল)

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ স্যার, যদি কোথাও কারুর কোন অভিযোগ থাকে তাহলে থানায় অভিযোগ করুন, সেটা থানা দেখবে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— প্লীজ বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— প্লীজ, মাননীয় সদস্য বসুন। উল্লেখ্য বিষয়ের উপর আরো দুইটি মাননীয় সদস্য শ্রী অমিতাভ দত্ত মহাশয় গত ২৯.৮.২০০২ ইং তারিখ এই সভায় উল্লেখ করেছিলেন এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী উল্লেখ্য বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ ঃ— স্যার, আজকে বক্সনগর, সোনামুড়া এবং মেলাঘরে গণ্ডগোল হচ্ছে। সারা রাজ্যে হচ্ছে, এই ব্যাপারে দপ্তরের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। স্যার, পার্টি অফিসে গিয়েও মারপিট করা হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— প্লীজ বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ— আজ থেকে ৭ দিন আগে জনৈক রেপ করেছিল। থানাতে বলার পরেও কোন একশান নেওয়া হয়নি। এফ.আই.আর. করার পরে আবার কালকে রাত্রেও ঘটনা ঘটেছে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য আমার বক্তব্য উপেক্ষা করছেন। আমি পরিষ্কার বলেছি যদি কোথাও এই ধরনের কোন ইনসিডেন্ট থাকে তাহলে থানায় অভিযোগ করুন। যদি থানা থেকে একশান না নেয়, আপনি নিজেও জানেন আপনি শুধু বিধায়ক না আইনেরও একজন লোক দাবী করেন এবং যদি না হয় জায়গা আছে আরো উপরে যাওয়ার থানার দারোগা যা খুশী তা করতে পারেন না। যদি তাই হয় ঘটনা তাহলে উপরের স্তরে যাওয়ার নিশ্চয়ই সুযোগ আছে। আমাদের রাজ্যের সব দলের রাজ্যের সমস্ত গণতান্ত্রিক বিধি নিয়ম মেনে যে দল কাজ করে সেই দলের কাজ করার পূর্ণ অধিকার আছে কোন দলের অফিস করে দলের রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড সংগঠিত করার ক্ষেত্রে কোন বাধা নিষেধ নেই এবং এটা যদি কেউ করে তিনি যে দলের লোকই হবেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ— স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে বড় জায়গা হল বিধানসভা। যে ব্যাপারেই রেফারেন্স থাকবে সেই সব বিষয়ে সমাধান হবে এই বিধানসভায়।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার অনাস্থা প্রস্তাবে ময়নামা গ্রামের কৃষকদলের ১৪ জন কিডন্যাপ হয়েছে। কাজেই ময়নামা সবচেয়ে এ্যাফেকটিভ। পরে গ্রেফতার হয়ে জেল হাজতে ৪২ জন বন্দী। ইনকোয়ারি করে থানাতে ও.সি.-র নিকট ডেপুটেশন দিতে গেলাম কিন্তু ও.সি. আমাদের দলের লোকদের সঙ্গে দেখা করল না। মিটিং প্রিভিলেজ যেখানে আনতে পারতাম। সময়ের অভাবে আমরা প্রিভিলেজ মোশানে আনতে পারিনি। বিধানসভা ছেড়ে আমি গিয়েছিলাম। কাজেই থানার প্রতি আস্থা আমাদের ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছে তবুও মাননীয় মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন ব্যাপারগুলি দেখা হবে। তাহলে আমরা নিশ্চয় বিশ্বাস করবো আস্থা হব এবং আমরা আশা করি এটার সুবিচার পাবো।

মিঃ স্পীকার ঃ— উল্লেখ্য বিষয়বস্তু হলো ইন্টার ন্যাচারেল কমিটি আপিল এবং ডিসট্রিক্ট বরক নেশন প্রবলেম এণ্ড হিউমেন রাইট অন জেনেভা বাই বি.কে. রাংখল। এই শিরোনামে গত ২২শে আগষ্ট, ২০০২ ত্রিপুরা অবজারবেশনে। এটা বিধানসভার বহির্ভূত।

আগের মাননীয় সদস্যের রেফারেন্সটি হয়েছে সর্বসম্মতক্রমে। কাজেই এটা এখন সভার টেবিলে কল করার জন্য আমি মাননীয়মন্ত্রীদের প্রতি অনুরোধ করছি।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ অধ্যক্ষ মহোদয় তারা উচ্ছৃঙ্খল, শুনতে চাইছেন না তাহলে লে করে দিতে পারি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— প্লীজ আপনারা বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— এটাকেও লে করতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) ঃ— এটা লে করুন।

(এ্যাট দিস স্টেজ অল দ্য অপোজিশান মেম্বারস এমব্লক রাশড টু দ্য ডায়াস)

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার স্টেটমেন্টটা যেন হাউসের টেবিলে লে করেন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার স্টেটমেন্টটা হাউসের টেবিলে লে করলাম।

ANNOUNCEMENT MADE BY THE CHAIR

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের যে সমস্ত বিজনেসগুলি হাউসের টেবিলে লে করার জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল সেগুলির সবগুলিই হাউসের টেবিলে লে করা হয়েছে বলে আমি ধরে নিলাম।

এই সভা আগামীকাল ৪.৯.২০০২ ইং তারিখ, বুধবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE - A

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE
(Questions and Answers)

QESTION

Admitted Starred Question No. : 6

Name of Member : Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries & Commerce be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য Commission on Administrative Reforms (CAR) বা তরুণ দত্ত কমিশন ত্রিপুরা জুটমিল এবং টি.আর.টি.সি.-কে বেসরকারীকরণের সুপারিশ করেছিলেন এবং মন্ত্রিসভা তা অনুমোদন করেছিলেন?

২। সত্য হলে কমিটির সুপারিশ কবে কার্য্যকর হবে?

৩। না হলে কারণ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ত্রিপুরা জুটমিলে বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্তভাবে মিলের উৎপাদন বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে উৎপাদনও বাড়ানো গেছে। TRTC সংক্রান্ত তথ্য শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের জানা নেই।

৩। প্রশ্ন ওঠে না।

Admitted Starred Question No. : 22

Name of Member : Shri Narayan Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। মধুপুর হাসপাতাল হইতে ঈশানচন্দ্র নগর স্কুল পর্যন্ত যে রাস্তাটি আছে, বর্তমান আর্থিক বছরে তাহা পাকা রাস্তা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

২। না থাকিলে কবে নাগাদ রাস্তাটি পাকা করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। এই রাস্তার মোট ৬ কি.মি. দৈর্ঘ্যের মধ্যে ২ কি.মি. রাস্তার মেটেলিং ও কার্পেটিং করার পরিকল্পনা বর্তমানে আছে।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No : 23

Name of Member : Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of PHE Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। কচুছড়া TSR Camp পানীয় জলের জন্য কোন ডিপ টিউবওয়েল খনন করা হয়েছিল কিনা?

২। হয়ে থাকলে কত টাকা খরচ হয়েছে এবং লেয়ারিং করার খাতে কত?

উত্তর

১। হ্যাঁ। ১৯৯৭ সালে পানীয় জলের জন্য খনন কার্য্য সম্পন্ন করা হয়েছিল।

২। সর্বমোট ডিপ টিউবওয়েলটি খনন কার্য্যে ১৫,২৭,৫০৫ টাকা খরচ হয়েছিল এবং তন্মধ্যে লেয়ারিং করতে ৬৮,২৮৪ টাকা খরচ হয়েছিল।

Admitted Starred Question No. : 26

Name of Member : Shri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। পিত্রা ছড়ার উপর কাঠের ব্রিজটিকে বেইলী বা পাকা সেতুতে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

২। থাকিলে কোন্ অর্থবর্ষ থেকে উপরোক্ত কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়?

৩। না থাকিলে তার কারণ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ সমাপ্ত করার পর প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা গেলে তবেই কাজটি হাতে নেওয়া হবে বলে আশা করা যায়। তাই এখনই নির্দিষ্ট কিছু বলা সম্ভব নয়।

৩। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Questions No. : 109

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister of the Water Resource Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সেচের জন্য D.T.W., L.I. ও Diversion Scheme এর সংখ্যা কত (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)?

২। তন্মধ্যে কতটির পরিচালনার ভার গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে?

উত্তর

১। রাজ্যের সেচের জন্য ৩১-৩-২০০২ ইং পর্যন্ত D.T.W., L.I. ও Diversion Scheme এর মোট সংখ্যা ১১২৯টি।

ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

ব্লক	এল.আই.	ডি.টি.ডব্লিউ.	ডাইভারসন	মোট
অমরপুর	৭৫	-	২	৭৭
আম্বাসা	২৫	-	-	২৫
নন-ব্লক	২	-	-	২
বগাফা	৫৬	৫	৩	৬৪
বিশালগড়	৪৫	২০	-	৬৫
বক্সনগর	৯	৮	-	১৭
ছামনু	৪	-	-	৪
দামছড়া	১	-	-	১
দসদা	১৬	-	-	১৬
ডুকলী	২১	৬	-	২৭
ডম্বুরনগর	৮	-	-	৮
গৌড়নগর	৩২	২	-	৩৪
মনু	২২	১	-	২৩
মাতাবাড়ী	৪২	৯	২	৫৩
মেলাঘর	৪১	৬	-	৪৭
মোহনপুর	২০	৩৬	২	৫৮
পদ্মবিল	২	৩	-	৫
পানীসাগর	৫৫	৬	-	৬১
পেচারথল	১৮	-	-	১৮
রাজনগর	৩৪	৭	২	৪৩
রূপাইছড়ি	১৬	১	-	১৭
সালেমা	৫৪	১	৫	৬০

ব্লক	এল.আই.	ডি.টি.ডব্লিউ.	ডাইভারসন	মোট
মোহনপুর	২০	৩৬	২	৫৮
সাতচাঁদ	৪৩	৩	-	৪৬
তেলিয়ামুড়া	২৭	৪	১	৩২
তুলাশিখর	৮	১	-	৯
হেজামারা	৪		-	৪
ঋষ্যমুখ	১৫	২	২	১৯
জম্পুইজলা	৮	৪	১	১৩
জিরানীয়া	৪০	১০	১	৫১
কদমতলা	২১	৪	-	২৫
কল্যাণপুর	১২	৩	১	১৬
কাকড়াবন	৪৮	৭	-	৫৫
করবুক	১৮		-	১৮
কাঠালিয়া	১১	২	১	১৪
খোয়াই	২৩	৪	১	২৮
কিল্লা	১২	১	১	১৪
কুমারঘাট	৪৭	১	-	৪৮
মান্দাই	৮	৩	১	১২
মোট	৯৪৩	১৬০	২৬	১১২৯

২। বর্তমানে সময়ে ১লা আগষ্ট পর্যন্ত মোট ৫৪৮টি প্রকল্প (এল.আই. - ৪২৬, ডি.টি.ডব্লিউ. - ১১০, ডাইভারসন - ১২) পরিচালনার জন্য গ্রাম-পঞ্চায়েত/বি.এ.সি.-র নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

Admitted Starred Questions No. : 113

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, দালান বাড়ীর ক্রয় অথবা দানমূলে গ্রহণ করার পর ক্রেতা বা দানগ্রহীতাকে 'পরচা' দেওয়ার কোন ব্যবস্থা না থাকাতে সংশ্লিষ্টদের যে অসুবিধা হচ্ছে তা নিরসনে দপ্তরের কোন দায়িত্ব থাকা উচিত কিনা?

২। যদি সত্যি হয় তাহলে শীঘ্রই যথার্থ ব্যবস্থা হবে কিনা? এবং

৩। না হলে তার কারণ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। এই অসুবিধা নিরসনে যেহেতু *T.L.R. & L.T. Act, 1960* -তে কোন ব্যবস্থা নেই সেহেতু সরকার আইন দপ্তর এবং আইন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. : 114

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরে যানবাহনের দুর্ঘটনা অত্যাধিক মাত্রায় বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে যেভাবে প্রতিনিয়ত মানুষ হতাহত হচ্ছেন সেটা চিন্তাভাবনা করে আগরতলা শহরে নিয়ন্ত্রিত ভাবে সীমাবদ্ধ সংখ্যক যানবাহন চলাচলের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে কিনা; এবং

২। নেওয়া না হলে যান দুর্ঘটনা হতাহতের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?

উত্তর

১। আগরতলা শহরে যানবাহনের দুর্ঘটনা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ হতাহত হচ্ছে সেটা চিন্তাভাবনা করে মিউনিসিপাল এলাকায় যাত্রীবাহী গাড়ীর পারমিট দেওয়া সীমিত করা হয়েছে।

২। শহরে যান দুর্ঘটনা হতাহতের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য নানারকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যথা - যানবাহন চালকদের নিয়ে নিয়মিত সেমিনার করা হয়। গাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় এনফোর্সমেন্ট করা হয়। কমাণ্ডার জীপের গতি নির্দিষ্ট ভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। যানবাহন চালকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানারকম প্রচারপত্র বের করা হয়েছে, ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হচ্ছে। তাছাড়া ব্যস্তময় রাস্তার মোড়গুলিতে স্টপলাইন এবং জেব্রা ক্রসিং অঙ্কন করা হয়েছে এবং কিছু কিছু রাস্তাকে ওয়ানওয়ে করা হচ্ছে।

Admitted Starred Questions No. : 117

Name of Member : Shri Dipak Kr. Roy

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। চন্দ্রপুর টাটা কোম্পানী থেকে মইরম নগর ও চন্দ্রপুর বাজার থেকে নোয়ানীয়ামুড়া রাস্তা দুটো বর্তমানে কি অবস্থায় আছে?

২। উক্ত রাস্তা দুটো অবিলম্বে সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

১। চন্দ্রপুর টাটা কোম্পানী থেকে মইরম 'নগর পর্য্যন্ত রাস্তাটি বর্তমানে যান চলাচলের উপযোগী নয় এবং চন্দ্রপুর বাজার থেকে নোয়ানীয়ামুড়া পর্যন্ত রাস্তাটি বর্তমানে যান চলাচলের যোগ্য।

২। চন্দ্রপুর টাটা কোম্পানী মইরম 'নগর পর্য্যন্ত রাস্তাটি সংস্কার করার কাজ চলছে।

Admitted Starred Questions No. : 123

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার পরিত্যক্ত বিমান বন্দর এলাকাটি রাজ্য সরকারকে অথবা খোয়াই নগর পঞ্চায়েতকে হস্তান্তরের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে আজ পর্য্যন্ত কোন কিছু জানিয়েছেন কিনা?

২। জানিয়ে থাকিলে, ইতিবাচক কোন সারা পাওয়া গেছে কিনা?

৩। না জানালে পুনরায় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করা হবে কিনা?

উত্তর

১। হ্যাঁ, খোয়াই মহকুমার পরিত্যক্ত বিমানবন্দর এলাকাটি সরকারকে অথবা খোয়াই নগর পঞ্চায়েতকে হস্তান্তরের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল।

২। প্রতি উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য-সরকারকে সম্মতি জানিয়েছেন কিছু শর্তাধীনে।

৩। ১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Questions No. : 127

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries & Commerce be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্য নির্মাণ কার্য্য ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় ইটের অভাবে বর্তমানে অনেক কাজ করানো যাচ্ছে না?

২। সত্য হলে চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে ইটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা/উদ্যোগ আছে কিনা?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ, সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই চলতি আর্থিক বছরে সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত সংস্থা এবং বেসরকারী ইট ভাট্টার মাধ্যমে ইটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা/উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Questions No. : 128

Name of Member : Shri Pranab Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। সোনাই নদীর উপর সোনাই বাজারের নিকট বর্তমানে যে ব্রীজটি রয়েছে চলতি আর্থিক বছরে তাকে পাকা ব্রীজ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

২। যদি না থাকে তার কারণ?

উত্তর

১। আপাতত নাই।

২। এ একটি বড় কাঠের সেতু। পাকা সেতু নির্মাণ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই উক্ত স্থানে একটি বেইলী ব্রীজ নির্মাণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলছে।

Admitted Starred Questions No. : 129

Name of Member : Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া ও উত্তর মহারানীপুর বাজার পর্য্যন্ত কোন গাড়ী চলছে না?

২। সত্য হলে গাড়ী চলাচলের কোন ব্যবস্থা খুব শীঘ্রই করা হবে কিনা?

উত্তর

১। তেলিয়ামুড়া পর্যন্ত গাড়ী চলছে তবে তেলিয়ামুড়া থেকে উত্তর মহারানীপুর বাজার পর্য্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী কোন গাড়ী চলছে না।

২। টি.আর.টি.সি.'র বাসের স্বল্পতার কারণে ঐ রুটে বাস চালানো সম্ভব হয়ে উঠেনি। তবে ঐ রুটে তিনটি বাস পারমিট দেওয়া হয়েছে। সেগুলি হলো, (ক) TR01-1402, (খ) TR01-1415 (গ) TR01-1417

Admitted Starred Questions No. : 130

Name of Member : Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the department of Industries & Commerce be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যে ইটভাট্টাগুলি একটা নির্দিষ্ট পরিমান টাকা দেওয়ার নিয়ম চালু আছে?

২। যদি সত্য হয় তবে একটি ভাট্টা ১ বৎসরে কত টাকা দেয়?

৩। T.S.I.C. land এর ইট ভাট্টাগুলিতে উপরোক্ত নিয়ম চালু আছে কি, যদি না থাকে তার কারণ কি এবং এই নিয়ম TSIC এর ক্ষেত্রে চালু করা হবে কিনা?

৪। T.S.I.C. এর একটি ইটভাট্টা সর্বোচ্চ কত টাকা সেইলস্ ট্যাকস্ দেয়?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বিগত ২০০১-২০০২ সালের প্রতিটি ইটভাট্টার প্রতি ইউনিটের ট্যাকস্ প্রদানের হার ছিল নিম্নরূপ,

সেইলস্ ট্যাক্স — ১.৭০ লক্ষ টাকা, টার্নওভার ট্যাকস্ - ৫% হিসাবে ৭.০৮৩ টাকা।

৩। T.S.I.C.-র ক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়ম চালু করার জন্য আবেদন করা হয়েছে।

৪। T.S I.C. পরিচালিত ইটভাট্টাগুলি থেকে সর্বোচ্চ ১২ লক্ষ ১৯ হাজার ২০২ টাকা সেইলস্ ট্যাকস্ হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Questions No. : 131

Name of Member : Shri Subodh Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of PHE Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। চলতি অর্থ বছরে সারা রাজ্যে কতটি নতুন Deep Tube Well এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে?

২। যদি নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেগুলি কোথায় কোথায় হবে (তালিকা সহ)?

৩। ধর্মনগর মহকুমার উত্তর গঙ্গানগর জি.পি. (পানিসাগর ব্লক) কদমতলা ব্লকের চুড়াইবাড়ী Sale Tax Area ফুলবাড়ী এবং সরমপুরে Deep Tube Well করার প্রস্তাব দপ্তরের আছে কিনা? এবং

৪। থাকিলে কবে নাগাদ কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। রাজ্যে চলতি অর্থ বছরে ৮১টি Deep Tube Well খনন এর পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

২। চলতি অর্থ বছরে যে সকল স্থানে নতুন DTW এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তাহার তালিকা Annexure - 'A' তে দেওয়া হল।

৩। ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা ব্লকের ফুলবাড়ীতে Deep Tube Well এর খনন কার্য্য এই অর্থ বছরে হাতে নেওয়া হয়েছে। উত্তর গঙ্গানগর, জি.পি., চুড়াইবাড়ী Sale Tax Area এবং সরমপুরে D.T.W. এর কোন প্রস্তাব নেই।

৪। এই ড্রিলিং প্রোগ্রাম অনুযায়ী এই বছরে ফুলবাড়ীতে কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

ANNEXURE - 'A'

PROGRAMME FOR DRILLING OF DEEP TUBE WELL DURING 2000-2003

District wise name of Block	Schemes under PMGY	Date of sinking	Schemes under ARWSP
1	2	3	4
1. Rupaichari	1. Chalita Bankul		1. West Ludhua 2. Dasram Khamar
2 Satchand	2. Harbatali		3. Taichama 4. Sakbari 5. Poangbari
3. Hrishyamukh	3. Krishnapur		6 Gajaria 7. Nalua
4 Bagafa	4. Patichari (near drop gate)		8. Padamohanpara 9. Takma Chara 10. Ramraibari 11. Bamanchara (near Fishery Firm)
5. Karbook	5. Bhagaban Tilla		12. Jatanbari ITI 13. Bairagi Dokan
6 Rajnagar	6 Mundapara		14. Gauranga Bazar 15. Bhairabnagar
7. Amarpur	-		16. Burburia 17. Purba Daluma 18. South Taidu 19. Ampi - II
8 Killa	7 East Kupilong		20. Uttar Brajendranagar 21. Raisyabari 22. Bagma (Khamarbari
9 Kakrabon	8. Dakshin Murapara		23. Basichandra Mura Sing para 24. Jamjuri (near Market)
10. Matabari	9. Simsima		25. Adhipur 26. Laxmipati 27. Karaiyamura

1	2	3	4
DHALAI DISTRICT			
1. Ambassa	1. Kamalachandra - II		1. Harinamura
	2. Ganganagar - II		2. Raipasha
2. Salema	3. Chankap		3. Kartikgram
	4. West Daluchara		4. Panbua
			5. Bilashcharra
3. Manu	5. Sudhan Kumarpara		6. Marachara
4. Chawmanu	-		7. Kshetrichara
5. Dumburnagar	6. Pancharatan		8. Raima
	7. Dalapati		9. Laxmipur
			10. Tuichakma
			11. Ramnagar
NORTH TRIPURA DISTRICT			
1. Panisagar	8. Pekuchara		12. Ramnagar
	9. Indurail		13. Lalchara colony
			14. Balidrum
			15. Padmabil (Nutannagar)
2. Kadamtala	10. East Huruah		16. Balichara
			17. East Ichailalchara
			18. Fulbari
			19. Rajkandi
3. Pecharthal	11. South Machmara		20. Laxmipur
4. Gournagar	12. Devipur S.C. Colony		21. Ichabpur - II
			22. Goldapur
			23. Rangauti
			24. Jamthaibari
5. Kumarghat	13. Ratanchara		25. Ambedkarnagar
			26. Chandrakapur
			27. Krishnanagar
			28. Laljuri
6. Dasda	14. Dakshin Dasda		29. Dashamanipara
7. Damcharra	15. Khedachara		30. Bahadurpara
TOTAL OF ALL DISTRICT	**24**		**57**

Admitted Starred Questions No. : 134

Name of Member : Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PHE Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ২০০১-২০০২ ইং সালে মুঙ্গিয়াবাড়ীতে (আঠারমুড়া) গভীর নলকূপের (পানীয় জল) খননের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা? এবং

২। না থাকলে তার কারণ?

উত্তর

১। মুঙ্গিয়াবাড়ীতে (আঠারমুড়া) গভীর নলকূপ (পানীয় জল) খননের কোন পরিকল্পনা ২০০১-২০০২ ইং সালে দপ্তরের ছিল না।

২। পশ্চিম জিলা সেকটার রিফর্ম প্রোগ্রামের আওতাধীন হওয়ায় এই দপ্তর থেকে কোন পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব নহে।

Admitted Starred Questions No. : 136

Name of Member : Shri Padma Kumar Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। আগামী ১০ বর্ষীয় পরিকল্পনায় রাজ্যের খাদ্য স্বয়ংভরতার জন্য প্রত্যেক পঞ্চায়েতকে মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে মাছ চাষের জন্য এক কানী করে পুকুর খনন করে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

২। যদি না থাকে তবে ইহার কারণ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আগামী ১০ বর্ষীয় পরিকল্পনায় রাজ্যের খাদ্য স্বয়ংভরতার জন্য প্রত্যেক পঞ্চায়েতকে মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে কম করে এক কানী করে মাছ চাষের জন্য জলাশয় করে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

২। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred questions no. : 137

Name of Member : Shri Pranab Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট কত পরিমান আর.এফ. এবং পি.আর.এফ. ভূমি রয়েছে?

২। আর.এফ. এবং পি.এফ. মুক্ত করে ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য দপ্তর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট ৩,৫৮৮.১৮৩ স্কয়ার কি.মি. পি.আর.এফ. এবং ৫০৯.০২৫ স্কয়ার কি.মি. আর.এফ. ভূমি রয়েছে।

২। ফরেষ্ট (কনজারভেশন) এ্যাক্ট, ১৯৮০ এর ২নং ধারা অনুযায়ী কোন বনভূমি কেন্দ্রীয় সরকারে অনুমোদন ব্যতীত অন্য ভূমিতে রূপান্তর করা যাবে না।

কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ দপ্তরের নিয়ম সাপেক্ষে রাজ্য সরকার ২৫-১০-১৯৮০ ইং সালের পূর্বের দখল/জবরদখলকৃত বনভূমি নিয়মিতকরনের উদ্যোগ নিয়েছেন।

Admitted Starred Questions No. : 138

Name of Member : Shri Pranab Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট কত পরিমাণ জলাশয় রয়েছে?

২। তার মধ্যে কত পরিমান জলাশয়কে মাছ চাষের আওতায় আনা হয়েছে?

৩। তা থেকে মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমান কত?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট জলাশয়ের পরিমান ২৩,৩৭০ হেক্টর।

২। তার মধ্যে মোট ১৩,৩৭০ হেক্টর জলাশয়কে মাছ চাষের আওতায় আনা হয়েছে।

৩। উক্ত চাষযোগ্য জলাশয় থেকে মোট উৎপাদিত মাছের পরিমান ২৮,৬৪৭ মেট্রিক টন।

Admitted Starred Questions No. : 139

Name of Member : Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Water Resources Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে ডিপ-টিউবওয়েল করে জল সেচ করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

২। থাকিলে বর্ডার এলাকা রাজনগর ব্লকের রাধানগর, একিনপুর -এ ডিপ-টিউবওয়েল কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। আপাততঃ নেই।

২। এক নম্বর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Questions No. : 140

Name of Member : Shri Joi Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Water Resources Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য আর. কে. পুর বিধানসভা কেন্দ্রের রাজারবাগ গাঁওসভার ছনবন এলাকায় এল.আই. স্কীমের পাশের বাড়ীটি গোমতী নদীর ভাঙ্গনের কবলে পড়েছে?

২। সত্য হলে গোমতী নদীর ভাঙ্গন রোধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

উত্তর

১। হ্যাঁ, সত্য।

২। দপ্তর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবে।

Admitted Starred Questions No. : 141

Name of Member : Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য পাইখোলা থেকে বিলোনীয়া ভায়া পশ্চিম পাইখোলা উত্তর ভারতচন্দ্রনগর রাস্তাটি গাড়ী চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে?

২। যদি সত্য হয় তবে কবে নাগাদ রাস্তাটি মেটেলিং কার্পেটিং করা হবে?

উত্তর

১। আংশিক সত্য। বল্লামুখ থেকে উত্তর ভারতচন্দ্রনগর পর্য্যন্ত গাড়ী চলাচল করে। অতিরিক্ত বর্ষার কারণে বাকী অংশ গাড়ী চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

২। উত্তর ভারতচন্দ্রনগর থেকে পশ্চিম পাইখোলা পর্যন্ত একটি এস্টিমেট বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Questions No. : 142

Name of M.L.A. : Shri Shyama Charan Tripura

প্রশ্ন

১। দ্বিতীয় রাজ্য ফিনান্স কমিশন গঠিত হয়েছে কি?

২। গঠিত হলে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য কারা, কবে রিপোর্ট দেয়া হবে?

৩। গঠিত না হলে কারণ এবং কবে পর্য্যন্ত গঠিত হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। রাজ্যে দ্বিতীয় অর্থ কমিশন গঠিত হয়েছে।

২। ত্রিপুরা সরকারের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী শ্রী আর. কে. ভৈশ বর্তমানে কমিশনের চেয়ারম্যান। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের আরও দুইজন সদস্য রয়েছেন। তারা হলেন, মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের সহকারী অধ্যাপক শ্রী হারাধন দেবনাথ, সদস্য এবং ত্রিপুরা সরকারের অর্থদপ্তরের যুগ্ম সচিব শ্রী নেপালচন্দ্র সেন, সদস্য সচিব। ৩০শে জুন ২০০২ ইং সনের মধ্যে কমিশনের রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু কমিশন থেকে রাজ্য সরকারের নিকট ৩১শে অক্টোবর ২০০২ ইং সন পর্য্যন্ত কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কমিশন তার রিপোর্ট এই বর্ধিত সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকারের নিকট জমা দেবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৩। উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Questions No. : 147

Name of M.L.A. : Shri Dipak Kr. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। T.R.T.C. শ্রমিক কর্মচারীদের পেনশন স্কীম চালুর প্রস্তাবটি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে? এবং

২। উক্ত পেনশন স্কীম চালুর ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন?

উত্তর

১। TRTC শ্রমিক কর্মচারীদের পেনশন স্কীম চালুর প্রস্তাবটির ব্যাপারে এখনও কোন সরকারী সিদ্ধান্ত হয়নি।

২। উপরোক্ত পেনশন স্কীম আলোচনা স্তরে আছে।

Admitted Starred Questions No. : 148

Name of M.L.A. : Shri Dipak Kr. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইন্দ্রনগর কাটা খালের উপর দুটো পাকা সেতু তৈরীর কাজ বর্তমানে কি অবস্থায় আছে?

২। সেতু দুটো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করতে কত সময় লাগবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। ইন্দ্রনগর কাটা খালের উপর ১নং পাকা সেতুর Well No. 1 এবং Well No. 2 এর উপর এবং নীচের Plugging এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন উপরের Cap এর কাজ চলছে। ২নং পাকা সেতুর একটি Well এর কাস্টিং এর কাজ

শেষ হয়েছে এবং Sinking এর কাজ চলছে। অন্য Wellটির ১৫ মিটার পর্য্যন্ত Steining এবং Sinking -এর কাজ চলছে।

২। সেতু দুটো নির্মাণের কাজ ২০০৩ ইং সনের মার্চ মাস নাগাদ সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Questions No. : 208

Name of M.L.A. : Shri Jawahar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার উদয়পুর পূর্ত দপ্তরের S.E. (3rd Circle) অফিসে ১৬টি কাজের জন্য (i) NIT/03/EE (S-I) 2002-2003 dated 21-05-02 (ii) NIT/03/EE (S-I) 2002-2003 dated 01-06-02 তারিখ মূলে যে টেণ্ডার ডাকা হয়েছিল, টেণ্ডার বাক্স খোলার আগে কে বা কাহারা জল ঢেলে দিয়ে টেণ্ডারের সকল কাগজ নষ্ট করে দিয়েছিল?

২। সত্য হলে, এ ব্যাপারে কি কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

৩। এই কাজে যুক্ত দোষীদের চিহ্নিত করা হয়েছে কি?

৪। চিহ্নিত করা হলে এদের বিরুদ্ধে কি ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা আংশিক সত্য। গত ২৮-০৬-২০০২ ইং তারিখে টেণ্ডার খোলার পূর্ব মুহূর্তে কে বা কাহারা পূর্ত দপ্তরের Southern Division No. I, Udaipur অফিসে যে দুইটি NIT এর মাধ্যমে মোট ১৬টি কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল তার টেণ্ডার বাক্সের উপর জল ঢেলে দেয়। কিন্তু টেণ্ডার খোলার পর দেখা যায় যে, টেণ্ডারগুলি বিকৃত বা নষ্ট হয় নাই।

২। এই ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট থানায় FIR করা হয়েছে।

৩। এ কাজে যুক্ত দোষীদের চিহ্নিত করার জন্য পুলিশী তদন্ত চলছে।

৪। ৩ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Questions No. : 209

Name of Member : Shri Prakash Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়ামের হার চতুর্থ বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কার্য্যকর করার ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণ কি?

২। উল্লিখিত প্রিমিয়ামের হার সংশোধিত হারে কার্য্যকর করার জন্য রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত কি ধরনের কার্য্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে?

উত্তর

১। বিষয়টি পরীক্ষাধীন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ধিত হারে গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম কার্য্যকর করা সম্ভব নয়।

২। বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

Admitted Starred Questions No. : 211

Name of M.L.A. : Shri Kajal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কল্যাণপুর বিধানসভার অন্তর্গত ঘিলাতলী ঘাট থেকে কল্যাণপুর Forest office via বাতেগা রাস্তায় কাঠের ব্রীজগুলিকে পাকা ব্রীজে রূপান্তরিত করা হবে কিনা?

২। না করা হলে তার কারণ কি? এবং

৩। করা হলে কবে নাগাদ উক্ত ব্রীজগুলি পাকা ব্রীজে রূপান্তরের কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। বর্তমানে এই রাস্তায় ২টি কাঠের সেতু আছে। সেতুগুলিকে পাকা সেতুতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে ৪৭,০৭,৪০০ টাকার এষ্টিমেট তৈরী করা হয়েছে এবং অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশাসনিক অনুমোদন ও ব্যয় মঞ্জুরী পাওয়ার পর কাজটি শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Questions No. : 239

Name of Member : Shri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries & Commerce be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯ ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ও.এন.জি.সি. রাজ্যের কোথায় কোথায় গ্যাসের সন্ধান পেয়েছিল (নামসহ তথ্য)?

২। ২০০০ ইং হইতে ২০০২ ইং সনের জুন পর্য্যন্ত নতুন করে কোথায় গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং আনুমানিক কি পরিমাণ গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে?

উত্তর

১। ১৯৯৯ ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ও.এন.জি.সি. রাজ্যের যে সকল জায়গাগুলোতে গ্যাসের সন্ধান পেয়েছিল সেগুলো নিম্নরূপ ঃ—

(ক) আগরতলা ডোম, (খ) বড়মুড়া, (গ) কোনাবন, (ঘ) মাণিক্যনগর, (ঙ) গজালিয়া, (চ) ত্রিচনা।

২। ২০০০ ইং হইতে ২০০২ ইং সনের জুন পর্য্যন্ত নতুন করে যে সকল জায়গাতে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ—

(ক) আগরতলা ডোম, (খ) বড়মুড়া, (গ) কোনাবন, (ঘ) মাণিক্যনগর, (ঙ) গজালিয়া, (চ) ত্রিচনা।

উক্ত সময়ে মোট 5.6 MMT,OEG of inplace Gas এবং 4.02 MMT,OEG of ultimate Gas reserve গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তাহার Breakup নীচে দেওয়া হল ঃ—

Year	Field	Inplace MMT (OEG)	Ultimate MMT (OEG)
2000-01	AGARTALA DOME	0.70	0.42
	KONABAN	2.08	1.50
	TICHNA	0.78	0.32
2001-02	AGARTALA DOME	0.70	1.02
	BARAMURA	0.02	0.12
	GOJALIA	0.35	-
	MANIKYANAGAR	0.97	0.64
		5.6	**4.02**

Admitted Starred Questions No. : 241

Name of M.L.A. : Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। আগরতলা - ঢাকা বাস সার্ভিস চালুর বিষয়টি বর্তমানে কি পর্য্যায়ে রয়েছে?

উত্তর

১। আগরতলা - ঢাকা বাস সার্ভিস চালু করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রককে অনুরোধ করা হয়েছে বাস সার্ভিসের বিষয়টি চূড়ান্ত করার জন্য।

Admitted Starred Questions No. : 242

Name of M.L.A. : Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরের বিভিন্ন রুটে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত টাউন বাস সার্ভিস চালু করা হবে কিনা?

২। করা না হলে এর কারণ এবং যাত্রীদের বর্তমান অসুবিধা দূরীকরণে বিকল্প কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

উত্তর

১। আগরতলা শহরে বর্তমানে ২টি রুটে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত টাউন বাস সার্ভিস চালু আছে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Questions No. : 245

Name of M.L.A. : Shri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, কেন্দ্রীয় সরকার ৭৫ শতাংশ ছাড়ে ত্রিপুরায় হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু করতে সম্মত হয়েছে?

২। সত্য হলে এই প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

৩। উক্ত হেলিকপ্টার সার্ভিস ৭৫ শতাংশ ছাড়ে চালু করা হলে রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের জন্য যাত্রী পিছু ভাড়ার পরিমান কত হবে?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। প্রাথমিকভাবে আগরতলা থেকে ধর্মনগর হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু করর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তার জন্য অত্যাবশ্যক বিষয়গুলির যথা হ্যাঙ্গার, ২/৩টি রুম তৈরী করা সাটার, রাস্তা বড় করা, আসবাব কেনা; ল্যাণ্ডিং এবং পেবেলস্ ক্লিয়ার করার ব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে নেওয়া হচ্ছে।

৩। আগরতলা থেকে ধর্মনগরের জন্য সাময়িকভাবে ১,০০০ টাকা ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রায়েল রানের পর ভাড়া চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হবে।

Admitted Starred Questions No. : 262

Name of M.L.A. : Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমার অন্তর্গত তুইদু-শিংলুং, তুইদু-পঙ্কু ও তিন গড়িয়া - নগরাই রাস্তায় পীচ না দেওয়ার কারণ কি?

২। কবে নাগাদ উক্ত রাস্তাগুলোতে পীচ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। উপরোক্ত রাস্তাগুলি কার্পেটিং করার কাজ এখনও হাতে নেওয়া হয়নি। রাস্তাগুলির যেখানে ইট সোলিং নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলি দ্রুত মেরামতি করা এবং যেখানে ইট সোলিং করা হয়নি সেখানে সোলিং -এর কাজ সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Questions No. : 266

Name of M L.A. : Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া অম্পি সড়কের অবস্থা বিপজ্জনক হওয়া স্বত্বেও দীর্ঘদিন ধরে মেরামত না হওয়ার কারণ কি?

২। উক্ত সড়কটির সংস্কারের ব্যাপারে অতি সত্বর কোন পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা?

৩। না নিলে তার কারণ?

উত্তর

১। প্রয়োজনানুসারে মেরামতের মাধ্যমে বর্তমানে রাস্তাটি গাড়ী চলাচলের উপযোগী।

২। উক্ত রাস্তার ০ কি.মি. থেকে ১০.০০ কি.মি. অংশটি কিছুটা খারাপ অবস্থায় আছে। এই অংশটির উন্নয়নের পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। উক্ত রাস্তায় নবনির্মিত Slab, Culvert এবং Bailey Bridge এর Approach Road গুলির সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ক্রমাগত বর্ষনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বিলম্ব হচ্ছে। তবে বর্তমান অর্থ বর্ষেই উক্ত সংস্কারের কাজগুলি শেষ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Questions No. : 279

Name of Member : Shri Birjit Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্প চালু করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের রয়েছে কিনা?

২। থাকলে, কবে থেকে বিষয়টি কার্য্যকর করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্প বর্তমানে রাজ্যে চালু রয়েছে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন প্রযোজ্য নয়।

ANNEXURE - B

Admitted Un-starred Question No. : 5

Name of M.L.A : Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। *T.L.R. & L.R. Act, 1960* আইনের *187* ধারায় এ যাবৎ (১-১-৭৬) থেকে (১-১-২০০২) কতজন উপজাতি জমি ফেরৎ পেয়েছেন?

২। তাহাদের নাম, পিতার নাম, ঠিকানা এবং উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ (মহকুমাভিত্তিক এবং বছরভিত্তিক)।

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-starred Question No. : 6

Name of Member : Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the PHE Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ২০০১-২০০২ আর্থিক বৎসরে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি পানীয় জলের গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে? এবং

২। হয়ে থাকলে কয়টি থেকে জল পাওয়া গেছে (মহকুমাভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। ২০০১-২০০২ ইং আর্থিক বৎসরে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে পানীয় জলের জন্য ৭৩টি গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে।

২। তন্মধ্যে ৬৪টি গভীর নলকূপ থেকে জল পাওয়া গেছে। তাহা সংযোজনী 'এ' তে দেওয়া হল।

LIST OF DEEP TUBEWELL SUNK & ABANDON DURING THE YEAR 2001 - 2002

Name of Sub-Division	Name of Block	Deep Tubewell sunk	Abandon
1	2	3	4
South Tripura District			
Udaipur	Matabari	1. Pitra	
	Kakraban	2. Sitla Tola	
Amarpur	Amarpur	3. Dalak	
		4. Lalgiri	
		5. Mailak	
		6. Deb Bari	
	Karbook	7. Uttar Ekchari	
Sabroom	Rupaichari	8. Sitlachari	1. Ailmara
		9. Dakhin Manu Bankul	
		10. Sonachari	
	Satchand	11. Amlighat	
		12. Harina Tila	
		13. Srinagar - II	
		14. North Bhuratali	
		15. Sakbari	
Belonia	Bogafa	16. Laxmichera	
		17. Biswapara	
		18. Patichari (Murasing Para)	
		19. East Pilak	
		20. Takma Chari	
	Hrishyamukh	21. Krishnanagar	
		22. Hrishyamukh	
		23. Garjaria	2. Uttar Kalabari
	Rajnagar	24. Piparia Khola	
		25. Radhanagar	
		26. Indranagar	

1	2	3	4
North Tripura			
Kanchanpur	Dasda	1. Subhashnagar	
		2 Netajinagar	
		3. Laljuri	
		4. Suknachari	
		5. Dasda	3. Narendranagar
	Damcherra	6. Charupara	
Dharmanagar	Panisagar	7. Madhubari	
		8. Halflong	
Kumarghat	Kumarghat	9. Asrampalli	
		10. Natingcharra	
		11. Masauli	4. Sidhangcharra
	Gournagar	12. Gobindapara	5. Singarbil
Dhalai District			
Manu	Manu	1. Nepalitilla	
		2. Chailengta - 2	6. Durgacherra
		3. Lal Charra	
	Chawmanu	4. Chawmanu	7 Manikpara
			8. Lalcharra
Ambassa	Ambassa	5. Sadhu Tilla	
Kamalpur	Salema		9. Bamanchara
West Tripura District			
Sonamura	Kathalia	1. K. K. Nagar	
	Boxnagar	2. Rahimpur	
		3. Barmaidan	
Bishalgarh	Dukli	4. Santanagar (V.W.S.I.)	
		5. Srinagar	
		6. Ramkrishna Mission	
	Bishalgarh	7. Purathal Rajnagar	
		8. Barjala	

1	2	3	4
Sadar	Jirania	9. Bankimnagar	
		10. Bodhjungnagar	
	Mohanpur	11. Gandhigram	
		12. Narsingarh	
		13. E.M E. Tilla	
	Hezamara	14. Dhangbarı	
	Sadar	15. G.B. Area	
		16. 79 Tilla	
		17. G. B. Super Specialist Block	
Khowai	Kalyanpur	18. Kamalnagar - 2	
		19. Kuchpara	
	Padma Bili	20. Bagabil	
	Tulashıkhar	21. Tulashikhar	
	TOTAL	**64 NOS**	**9 NOS**

Admitted Un-starred Question No. : 8

Name of Member : Shri Subodh Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে পাথর কোয়ারীর (পাথর ভাঙ্গনের ছোট ছোট কারখানা) সংখ্যা কত (বিভাগভিত্তিক হিসাব) ?

২। উক্ত পাথর কোয়ারীগুলিতে কত সংখ্যক শ্রমিক (পুরুষ ও মহিলা) কাজ করে?

৩। উক্ত শ্রমিকদের জন্য পাথর কোয়ারীগুলিতে পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা কিংবা creche আছে কি?

৪। না থাকিলে দপ্তর তার ব্যবস্থা করবেন কি?

৫। ইহা কি সত্য যে উক্ত কোয়ারীগুলিতে শিশু শ্রমিকরাও কাজ করে থাকে?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে পাথর কোয়ারীর (পাথর ভাঙ্গনের ছোট ছোট কারখানা) সংখ্যা ৯৪টি। উক্ত ৯৪ (চুরানব্বই)টি কোয়ারী ধর্মনগর মহকুমায় অবস্থিত।

২। উক্ত পাথর কোয়ারীগুলিতে ১৪৭০ জন শ্রমিক কাজ করেন। তন্মধ্যে পুরুষ ২৫৪ জন এবং মহিলা ১২১৬ জন।

৩। উক্ত পাথর কোয়ারীগুলিতে শ্রমিকদের জন্য মাটির পাত্রে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে। কাঁচা পায়খানা ও কাঁচা প্রস্রাবাগার আছে। কোন creche নাই।

৪। ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য নহে।

৫। ইহা সত্য নহে।

Admitted Un-starred Question No. : 9

Name of M.L.A. : Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the PHE Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ২০০১-২০০২ ইং আর্থিক বৎসরে ডি.ডব্লিও..এস.এম স্কীমের মাধ্যমে পশ্চিম জেলায় কয়টি পানীয় জলের কূপ খনন করা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)? এবং

২। তার মধ্যে খোয়াই মহকুমায় কয়টি?

উত্তর

১। ২০০১-২০০২ ইং সালে পশ্চিম জেলায় নিম্নলিখিত পানীয় জলের কূপগুলি খনন করা হয়েছে —

ব্লকের নাম	আর. সি. সি. ওয়েল	স্যানিটারী ওয়েল	মেসিনারী ওয়েল
	মোট খননকৃত সংখ্যা	মোট খননকৃত সংখ্যা	মোট খননকৃত সংখ্যা
১	২	৩	৪
খোয়াই	-	২	-
পদ্মবিল	-	-	-
তুলাশিখর	১০	-	-
কল্যাণপুর	১	১	-
তেলিয়ামুড়া	৩০	৪	-
জিরানীয়া	-	-	-
মান্দাই	-	৩১	-
হেজামারা	১৮	-	-
মোহনপুর	৩	৫০	-
ডুকলী	-	-	-
জম্পুইজলা	-	-	-
বিশালগড়	৩	৫	-
মেলাঘর	-	৪	-
বকস্নগর	-	-	-
কাঁঠালিয়া	-	-	-
	৬৫টি	৯৪টি	১টি

২। তার মধ্যে খোয়াই মহকুমায় আর.সি.সি. ওয়েল খননকৃত সংখ্যা হল ৪১টি, স্যানিটারী ওয়েল ৭টি।

Admitted Un-starred Question No. : 10

Name of Member : Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industries and Commerce Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় সর্বমোট কয়টি আইসক্রীম ফ্যাক্টরী আছে (নাম মহকুমাভিত্তিক হিসাব) ?

২। এইসব আইসক্রীমের গুণমান বিচার এবং মূল্য নির্ধারণ করার ব্যবস্থা আছে কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৫৪ (চৌয়ান্ন)টি আইসক্রীম ফ্যাক্টরী আছে। নাম সহ মহকুমাভিত্তিক হিসাব ক্রোড়পত্র 'ক'-তে দেয়া হল।

২। আইসক্রীমের গুণমান বিচার করার ব্যবস্থা স্বাস্থ্য দপ্তরে আছে। মূল্য নির্ধারণ করার ব্যবস্থা শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের জানা নেই।

ক্রোড়পত্র - 'ক'

LIST OF ICE-CREAM FACTORY

DISTRICT : WEST TRIPURA

Sadar Sub-Division

1. M/s. Ram Krishna Industries
55/3, N. S Road, Agartala, West Tripura
Prop Sri Kanai Lal Saha

2 M/s Ananya Ice Candy
Battala, Agartala, West Tripura

3 M/s. Sarajini Ice Factory
Prop. : Sri Amulya Das
Battala, Agartala, West Tripura

4 M/s Bandhab Ice Products
N S Road, Agartala, West Tripura

5 M/s. Golden Freedge
Prop. : Sri Anil Baran Paul
Akhaura Road, Agartala, West Tripura

6. M/s Agartala Ice & Cold Stores
Banamalipur, Agartala, West Tripura

7. M/s Jantra Lekha
Prop : Ratanmoy Kar
H. G. Basak Road, Agartala, West Tripura

8 M/s Nabadwip Ice Factory
Prop. : Sri Maran Ch Das
Maharajganj Bazar, Agartala, West Tripura

9. M/s. Sree Krishna Ice Factory
Prop. Sri Sachindra Ch. Das
Maharajganj Bazar, Agartala, West Tripura

10. M/s Brinda Ice Fac
Prop : Sri Nanda Lal Saha
Math Chowmuhani Bazar,
Agartala, West Tripura

11 M/s. Anita Ice Factory,
Prop. Sri Dulal Das
Jagatpur Kalibari, P.O. : Abhoynagar,
Agartala, West Tripura

12. M/s. Polar Ice Factory
Prop. : Sri Manoranjan Das
Joynagar, Agartala, West Tripura

13. M/s. New Santa Industries
Prop. : Smt. Sushmita Choudhury
Vill. & P.O. : Barjala,
Agartala, West Tripura

14. M/s. Bhai Bhai Ice Factory
Prop. : Sri Pradip Debnath
Ranirbazar, West Tripura

15. M/s. Maa Ganga Ice Factory
Gajaria, P.O. : S. D. Mission,
Agartala, West Tripura
Part : 1. Sri Dhirendra Ch. Das
2. Sri Pradip Das

16. M/s. Joyasree Ice Factory
Prop. : Sri Sukhlal Debnath
A. A. Road, Ranir Bazar, West Tripura

17. M/s. Biswakarma Ice Factory
Prop. : Sri Kartik Ch. Das,
Office Chowmuhani, Jirania,
P.O. : Birendranagar, West Tripura

18. M/s. Laxmi Narayan Ice Factory
Prop. : Sri Fulan Debnath,
Nalgaria, Ranir Bazar, West Tripura

19. M/s. Capital Milk Products
Indranagar, ITI Road,
Agartala, West Tripura
Part : 1. Sri Biswanath Saha
2. Sri Dilip Lal Saha
3. Smt. Jayanti Majumder (Sarkar)
4. Smt. Anu Debnath
5. Smt. Anima Saha

20. M/s. Star Ice Factory
Vill. : Bordowali, (Near Jowhar Bridge)
P. O. : Arundhutinagar, Agartala, Tripura (W).
Part : 1 Sri Sujit Mandal
2. Sri Kallol Saha
3. Smt. Kamala Roy
4. Smt. Purnima Sutradhar

21. M/s. Radha Krishna Ice Factory
Prop. : Smt. Renubala Debnath
Mohanpur, P.O. : Majlishpur, West Tripura

22. M/s. Quality Ice Factory
Prop. : Sri Binoy Bhushan Paul
Bidhyasagar Chowmuhani,
Jogendranagar, Agartala, Tripura (West)

Sub-Division : Bishalgarh

1. M/s. Laxmi Ice Candy Factory
Prop. : Sri Rajib Kumar Saha
Bishalgarh, West Tripura

Sub-Division : Teliamura

1. M/s. Maa Bipadnashini Co.
Prop. : Sri Ratan Banik
Teliamura Bazar, West Tripura

Sub-Division : Khowai

1. M/s. Mina Ice Factory
Prop : Sri Biswajit Prasad Biswas
Khowai, West Tripura

Sub-Division : Sonamura

1. M/s. Saroj Ice Factory
Prop. : Sri Binoy Bhusan Paul
Melaghar, West Tripura

2. M/s. Rabindra Ice Factory
Prop. : Mir Kasim
Durgapur, Sonamura, West Tripura

3. M/s. Uma Ice Factory
Prop. : Judhisthir Ch. Das
Sonamura, West Tripura
4. M/s. Kiran Ice Factory
Prop. : Sri Ajit Mukherjee
Melaghar, Sonamura, West Tripura

DIST : DHALAI

Sub-Division : Ambassa

1. M/s. Biswajit Ice Factory
Gandacharra Road, Ambassa
2. M/s. Jiban Kanti Ice Factory
Ambassa
3. M/s. Salil Ice Factory
Chuta Sorma, Ambassa
4. M/s. Abala Ice Factory
Ambassa
5. M/s. Joykali Ice Factory
Prop. : Sri Amar Ch. Roy
Dulubari, Ambassa, Dhalai
6. M/s. Saheli Ice Factory
Dulubari, Ambassa

Sub-Division : Kamalpur

1. M/s. Samrat Ice Factory
Manik Bhander, Kamalpur
2. M/s. Das Brothers
Manik Bhander, Kamalpur

Sub-Division : Gandachhara

1. M/s. Joy Guru Ice Factory
Gandachhara

Sub-Division : Manu

1. M/s. Rani Ice Factory
Manu

DIST : SOUTH TRIPURA

Sub-Division : Udaipur

1. M/s. Das Ice Factory
Central Road, Udaipur, South Tripura
2. M/s. Himalayan Ice Factory
No. 1, Fulkumari, Udaipur
South Tripura

Sub-Division : Belonia

1. M/s. Mitra Ice Factory
Belonia Bazar, South Tripura

DIST : NORTH TRIPURA

Sub-Division : Kumarghat

1. M/s. Mahendra Ice Factory
Prop. : Mohan Lal Das
Pabiachhara, Kumarghat, North Tripura
2. M/s. T. K. Ive Factory
Prop. : Kumari Laxmi Darlong
Darchai, Kumarghat, North Tripura

Sub-Division : Dharmanagar

1. M/s. Srinath Ice Factory
Prop. : Smt. Shikha Rani Nath
Nayapara, Dharmanagar, North Tripura
2. M/s. Renu Bala Ice Factory
Prop. : Krishna Pada Nath
Dharmanagar, North Tripura
3. M/s Pramode Ice Factory
Prop. : Sri Pramode Ranjan
Dharmanagar, North Tripura
4. M/s. Kishore Ice Factory
Prop. : Jaba Mandal
Dharmanagar, North Tripura
5. M/s. Amar Ice Factory
Prop. : Amar Ch. Paul
Dharmanagar, North Tripura

6. M/s. Suniti Ice Factory
   Dharmanagar, North Tripura

7. M/s. Noakhali Stall
   Prop : Krishna Pada Dutta
   Dharmanagar, North Tripura

Sub -Division : Kailashahar

1 M/s. Bandhab Ice & Factory
  Kailashahar, North Tripura
2 M/s. Sapu Ice Factory
  Kailashahar, North Tripura
3 M/s Kalpana Ice Cream Factory
  Kailashahar, North Tripura

Admitted Un-starred Question No . 21

Name of Member : Shri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ওয়ার্কিং জার্নালিষ্টদের ক্ষেত্রে বাচোয়াত কমিটির রিপোর্ট কার্যকরী করার প্রতিবন্ধকতাগুলি কি কি?

২। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। বাচোয়াত ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশকৃত বেতন ভাতাদি কার্যকর করার বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রের মালিক, কর্মরত সাংবাদিকদের প্রতিনিধিদিগকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক স্তরে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সংবাদপত্রের মালিকদের পক্ষ থেকে সন্তোষজনক সাড়া না পাওয়ায় বাচোয়াত কমিটির রিপোর্ট কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি।

২। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর গত ১৮-১-১৯৯৯ ইং তারিখে ডঃ অনিরুদ্ধ সিন্‌হা মহাশয়ের সভাপতিত্বে ত্রিপুরার সংবাদপত্রগুলির আর্থিক সঙ্গতি, কর্মরত সাংবাদিকদের কল্যাণ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়ে পর্যালোচনা করে সরকারের কাছে সুপারিশ করার জন্য একটি ত্রিপাক্ষিক কমিটি গঠিত হয়। ঐ কমিটির রিপোর্ট রাজ্য সরকারের নিকট পেশ করেছেন।

এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কয়েকবার *Working Journalist Act* এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করার অনুরোধ করা হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. 23

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের নিয়মিত ও অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য ২০০১ ইং সালের মে মাসে salary এবং wages বাবদ কত টাকা প্রদান করা হয়েছে (পৃথক হিসাব)?

২। রাজ্য সরকারের নিয়মিত কর্মচারীদের ২০০২ ইং সালের মার্চ মাসের বেতন ভাতা বাবদ মোট কত টাকা প্রদান করা হয়েছে?

৩। উক্ত মাসে কর্মচারীদের wages বাবদ মোট কত টাকা বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রদান করা হয়েছে?

৪। ২০০২ ইং সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বেতন ভাতা এবং wages বাবদ কোন্ কোন্ ট্রেজারীর অধীনে কত জন করে কর্মচারীকে কত টাকা প্রদান করা হয়েছে?

উত্তর

Name of the Minister : Sri Badal Choudhury, Finance Minister, Tripura, Agartala

১নং, ২নং, ৩নং এবং ৪নং প্রশ্নের উত্তর তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-starred Question No . 25

Name of Member · Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries & Commerce be pleased to state

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার চা শিল্পকে উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের মতো কৃষি আয়কর রাজ্যে কমানো হবে কিনা?

২। চা-শিল্প বাঁচাতে রাজ্যে আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য কৃষি আয়কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হবে কিনা?

৩। রাজ্যে 'চা' এর উপর থেকে ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য বিক্রয়কর প্রত্যাহার করা হবে কিনা?

৪। না হলে এর কারণ?

উত্তর

১। ত্রিপুরার চা শিল্পকে উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মত কৃষি আয়কর রাজ্যে কমানোর প্রস্তাবটি রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। না।

৩। এমন কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই।

৪। যেহেতু চা-শিল্পে বিক্রয়করটি, সব রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে গড়া Empowered Committee নির্ধারণ করে থাকেন তাই রাজ্য সরকারের একার পক্ষে এই বিক্রয়কর প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়।

Admitted Un-starred Question No. : 26

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries & Commerce be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় সরকারী এবং বেসরকারী কয়টি চা বাগান রয়েছে (পৃথক, পৃথক হিসাব)?

২। সারা রাজ্যে সরকারী এবং বেসরকারী চা বাগানগুলিতে মোট কতজন চা শ্রমিক রয়েছে (স্থায়ী ও অস্থায়ী আলাদা হিসাব)?

৩। ইহা কি সত্য ইদানিং ত্রিপুরার চা বাগানগুলিতে বা চা-শিল্পে মন্দা দেখা দিয়েছে?

৪। যদি সত্য হয় তবে বিপন্ন চা-শিল্প এবং চা-শ্রমিকদের বাঁচাতে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। ত্রিপুরাতে মোট ৫৮ টি চা বাগান রয়েছে। পৃথক পৃথক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল —

ক) ব্যক্তিগত মালিকাধীন	ঃ	৪২টি
খ) সরকার অধিগৃহীত সংস্থাধীন	ঃ	৭টি
গ) সমবায় পরিচালিত	ঃ	৯টি
মোট		**৫৮টি**

২। সারা রাজ্যে চা বাগানগুলিতে মোট ১৩,০৮৭ জন চা-শ্রমিক রয়েছে।

এর মধ্যে স্থায়ী	ঃ	৮,০৬০ জন
অস্থায়ী	ঃ	৫,০২৭ জন
মোট		**১৩,০৮৭ জন**

৩। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

৪। চা-শিল্পের মন্দাভাব ও চা শ্রমিকদের বিপন্নতা থেকে কাটিয়ে উঠতে ভারত সরকার এবং চা-পর্ষদ যৌথভাবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছে ঃ---

ক) গুণগতমান সম্পন্ন চা প্রস্তুতিকরণ।
খ) দেশীয় বাজারে চায়ের consumption বৃদ্ধির লক্ষ্যে promotional campaign.
গ) দেশীয় চা-শিল্পকে বাঁচাতে আবগারীশুল্ক হ্রাস। (কেজি প্রতি ২.০০ টাকা থেকে ১.০০ টাকা)
ঘ) চা আমদানীর ক্ষেত্রে আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি। (৭৫% থেকে ১০০%)
ঙ) চা রপ্তানীর সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য subsidy প্রদান।
চ) আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় চায়ের পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন promotional campaign, fair ইত্যাদি।
ছ) চা প্রক্রিয়াকরণ কারখানা আধুনিকীকরণের জন্য subsidy প্রদান ইত্যাদি।

Admitted Un-starred Question No. : 38

Name of M.L.A. : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের অধীনে বর্তমানে কতজন চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার, কতজন সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার, কতজন এগ্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, কতজন এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার এবং জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার রয়েছেন? (দপ্তরভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর

১। রাজ্য সরকারের অধীনে বর্তমানে মোট ৩ জন চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার, ২৩ জন সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার, ১০৭ জন এগ্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, ৫০২ জন এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার এবং ১৩৮১ জন জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার রয়েছেন। দপ্তরভিত্তিক হিসাব **'সংযোজনী - ক'**-তে দেখানো হয়েছে।

দপ্তরভিত্তিক হিসাব

দপ্তরের নাম	চীফ ইঞ্জিনীয়ার	সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার	এগ্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার	এসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার	জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার	মন্তব্য
পূর্ত দপ্তর	০২	১৬	৭৩	৩৩৩	৭২৪	ক) সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার ঃ নিয়মিত - ০৭ জন, সি.ডি.সি. - ০৯ জন খ) এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ঃ নিয়মিত - সিভল - ৪৯জন, মেকানিক্যাল - ০২ জন, বিদ্যুৎ - ০১ জন, সি.ডি.সি. - সিভিল - ২১ জন
বিদ্যুৎ	০১	০৫	২৪	১৪২	৪১৪	
কৃষি	-	০১	০৫	১৫	৯৬	
নগর উন্নয়ন	-	-	০১	০১	-	
মৎস্য	-	-	০১	-	১১	
আর.ডি.	-	০১	০৩	০৯	১২৩	ক) সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার ঃ পূর্ত দপ্তর থেকে ডেপুটেশনে আছে খ) এসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার ঃ ডেপুটেশনে আছে - ৩জন জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার ঃ ডেপুটেশনে আছে - ৩৪ জন
শিক্ষা	-	-	-	-	০৬	
হস্ত তাঁত ও কারু শিল্প	-	-	-	০১	০১	
তথ্য, সংস্কৃতি	-	-	-	-	০৬	
সর্বমোট	০৩	২৩	১০৭	৫০২	১৩৮১	

Admitted Un-starred Question No. : 39

Name of Member Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে বর্তমানে মোট কতজন গেজেটেড অফিসার রয়েছেন? (দপ্তরভিত্তিক আলাদা হিসাব এবং পদবীসহ আলাদা হিসাব)

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-starred Question No . 46

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries & Commerce be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে টি-প্রসেসিং সেন্টার কতগুলি?

২। দক্ষিণ ত্রিপুরার চা উৎপাদকদের তথা রাজ্যে চা-শিল্পের উন্নতির স্বার্থে বগাফা ব্লকের অন্তর্গত যথার্থ স্থানে একটি টি প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হবে কিনা?

৩। হলে কবে এবং না হলে এর কারণ কি?

উত্তর

১। বর্তমানে ত্রিপুরাতে ২৬টি টি প্রসেসিং সেন্টার আছে।

২। বর্তমানে এ ধরনের কোন পরিকল্পনা নেই।

৩। প্রশ্ন উঠে না। না হওয়ার কারণ নিম্নরূপ —

বিগত বৎসরে দক্ষিণ ত্রিপুরার উৎপাদিত সবুজ চা'পাতার পরিমাণ ছিল প্রায় ৫ লক্ষ কেজি। এর মধ্যে ক্ষুদ্র চা-চাষীদের উৎপাদিত পাতার পরিমাণ ছিল ৬০ হাজার কেজি সবুজ পাতা। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক টি প্রসেসিং কারখানা স্থাপনের জন্য কমপক্ষে ১০ লক্ষ কেজি সবুজ চা পাতার প্রয়োজন।

গত ১৩-৬-২০০২ ইং তারিখে লীলাগড় সমবায় পরিচালিত চা বাগানে একটি ২ লক্ষ কেজি উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন অত্যাধুনিক টি প্রসেসিং কারখানা চালু করা হয়েছে। এই কারখানায় সমগ্র দক্ষিণ ত্রিপুরার ক্ষুদ্র চা-চাষীরা তাদের উৎপাদিত সবুজ পাতা বিক্রয় করার সুযোগ পেয়েছে। এমতাবস্থায় নূতন কোন কারখানা স্থাপন করার প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. : 47

Name of M.L.A. : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। আগরতলায় প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলিতে ATM ব্যবস্থা শীঘ্রই চালু করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে কিনা?

২। করা না হলে নাগরিকদের সুবিধার্থে উক্ত ব্যবস্থা চালু করার জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হবে কিনা এবং করা না হলে এর কারণ কি?

উত্তর

১। বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাঙ্কের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

২। ব্যাঙ্কসমূহ রাজ্য সরকারের অধীনে নয়। তবুও বিষয়টি নিয়ে লীড ব্যাঙ্ক বা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এবং স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া জানিয়েছেন যে তাদের UBI আগরতলা শাখায় ATM ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব তাদের হেড্ অফিসের বিবেচনাধীনে রয়েছে। স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া জানিয়েছেন যে তাদের আগরতলা মেন ব্রাঞ্চে ইতিমধ্যেই মেসিন পত্র এসে গেছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আশাবাদী যে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তারা এই সুবিধা চালু করতে পারবেন।

Admitted Un-starred Questions No. : 48

Name of M.L.A. : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ভূকম্পন বিজ্ঞানীদের অভিমত অনুসারে ত্রিপুরাকে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার অন্তর্ভুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে?

২। সত্য হলে কবে নাগাদ উক্ত ভূমিকম্প হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে?

৩। ভূমিকম্পে জীবন ও সম্পত্তিহানি লাঘবের জন্য রাজ্যবাসীকে সচেতন করতে রাজ্য সরকার কি ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ভূমিকম্প কবে হবে নাগাদ হতে পারে তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নহে।

৩। রাজ্য সরকার দুটি কমিটি গঠন করেছেন — (i) দালানবাড়ীর ভূমিকম্প প্রতিরোধ কমিটি, (ii) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি। এই দুই কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করতে চলেছে।

Admitted Un-starred Question No. : 49

Name of M.L.A. : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PHE Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যের সমতল এলাকায় ভূগর্ভস্থিত জলের উৎসের বর্তমান অবস্থান কিরূপ?

উত্তর

১। সেন্ট্রাল গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ড (CGWB) ত্রিপুরা শাখা হইতে প্রাপ্ত তথ্য হইতে অনুধাবন করা যায় যে সারা ত্রিপুরায় ভূগর্ভস্থিত জলের উৎসের বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক। সারা ত্রিপুরায় ভূগর্ভস্থিত জলের উৎস হইতে এখনো প্রচুর জল উত্তোলন করা যাবে।

Admitted Un-starred Questions No : 50

Name of M.L.A. : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। পূর্ত দপ্তরের অন্তর্গত ডিভিশন অফিসগুলির অধীনে সচল ও অচল রোলারের সংখ্যা কত (ডিভিশন ভিত্তিক)?

২। ১৯৯৮ ইং সাল থেকে ১০-৬-২০০২ ইং পর্যন্ত কতগুলি রোলার ক্রয় করা হয়েছে এবং এতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কত?

উত্তর

১। পূর্ত দপ্তরের অধীনে সচল ও অচল রোলারের সংখ্যা যথাক্রমে ৭১টি এবং ৪৪টি। সচল ও অচল রোলারের ডিভিশন ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী 'ক'-তে দেখানো হল।

২। ১৯৯৮ ইং সাল থেকে ১০-৬-২০০২ ইং পর্যান্ত মোট [illegible]টি রোলার ক্রয় করা হয়েছে এবং এতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১,৪[illegible],০৯,৬৩২ টাকা।

সংযোজনী - "ক"

সচল এবং অচল রোড রোলারের ডিভিশন ভিত্তিক হিসাব

ডিভিশনের নাম	সচল রোলার	অচল রোলার	মোট সংখ্যা
সার্কেল নং - ১			
কুমারঘাট ডিভিশন	৩টি	৭টি	১০টি
নর্দান ডিভিশন	৭টি	৪টি	১১টি
কৈলাশহর ডিভিশন	২টি	৫টি	৭টি
কাঞ্চনপুর ডিভিশন	৫টি	৩টি	৮টি

ডিভিশনের নাম	সচল রোলার	অচল রোলার	মোট সংখ্যা
আমবাসা ডিভিশন	৮টি	১টি	৯টি
সার্কেল নং - ২			
আগরতলা ডিভিশন নং - ১	৪টি	১টি	৫টি
আগরতলা ডিভিশান নং - ৩	-	-	-
তেলিয়ামুড়া ডিভিশন	৫টি	৩টি	৮টি
আই.ই. ডিভিশন	-	-	-
ষ্টোর ডিভিশন	-	-	-
সার্কেল নং - ৩			
সাউদার্ন ডিভিশন নং - ১	৪টি	২টি	৬টি
সাউদার্ন ডিভিশন নং - ২	৪টি	৪টি	৮টি
সাউদার্ন ডিভিশন নং - ৩	৩টি	৬টি	৯টি
আর অণ্ড বি ডিভিশন নং সাব্রুম	৩টি	৩টি	৬টি
অমরপুর ডিভিশন	৩টি	৫টি	৮টি
সার্কেল নং - ৪			
আগরতলা ডিভিশন নং - ২	৮টি		৮টি
ম্যাকানিকেল ডিভিশন	৫টি	-	৫টি
আগরতলা ডিভিশন নং - ৪	৭টি	-	৭টি
আগরতলা ডিভিশন নং - ৫			-
মোট	৭১টি	৪৪টি	১১৫টি

Admitted Un-starred Question No. : 51

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the department of Ind[illegible]ies & Commerce be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বহিঃরাজ্যের যে সকল শিল্প সংস্থা ত্রিপুরাতে কাজ করছে এই সকল শিল্প সংস্থার নাম [illegible] উল্লিখিত সংস্থাগুলি যথাক্রমে কত টাকা করে এই রাজ্যে শিল্প ক্ষেত্রে লগ্নী করেছে

উত্তর

১। বহিঃরাজ্যের যে সকল শিল্প সংস্থা ত্রিপুরাতে কাজ করছে সেই সকল শিল্প সংস্থাগুলোর নাম এবং উক্ত সংস্থাগুলি শিল্পক্ষেত্রে যত টাকা লগ্নী করেছে তার হিসাব ক্রোড়পত্র 'ক'-তে দেওয়া হল।

ক্রোড়পত্র - 'ক'

বহিঃরাজ্যের যে সমস্ত শিল্প সংস্থা ত্রিপুরাতে কাজ করছে তাদের নাম এবং এই সকল শিল্প সংস্থাগুলো শিল্পক্ষেত্রে যত টাকা লগ্নী করেছে তার হিসাব নিম্নরূপ —

ক্রমিক নং	শিল্প সংস্থাসমূহের নাম ও ঠিকানা		লগ্নীকৃত টাকার পরিমান
১।	মেসার্স ত্রিপুরা স্পানপাইপ কোম্পানী, অরুন্ধতীনগর, আগরতলা	টাঃ	৪৬,৪২,০০০
২।	মেসার্স ট্রিপকন, ডুকলী শিল্পনগরী, মধুবন, বার্নীর খামার, পশ্চিম ত্রিপুরা	টাঃ	১৫,৮১,০০০
৩।	মেসার্স হিমালয়ান ড্রাগস, ডুকলী শিল্পনগরী, মধুবন, পোঃ বার্নীর খামার, পশ্চিম ত্রিপুরা	টাঃ	১৪,৮৭,০০০
৪।	মেসার্স জৈন উদ্যোগ, অরুন্ধতিনগর শিল্পনগরী, আগরতলা	টাঃ	১৩,৪২,১০১
৫।	মেসার্স মহাঋষি উদ্যোগ, ডুকলী শিল্পনগরী, পোঃ বার্নীর খামার, পশ্চিম ত্রিপুরা	টাঃ	৪২,৪৮,০০০
৬।	মেসার্স সাই স্ট্রাকচারেল, ডুকলী শিল্পনগরী, মধুবন, পশ্চিম ত্রিপুরা	টাঃ	৩,৭৪,০০০
৭।	মেসার্স সাবিত্রী সল্ট সাপ্লায়ার্স, গান্ধীগ্রাম, আগরতলা	টাঃ	৩,৭৪,০০০
৮।	মেসার্স জৈন উদ্যোগ অটোমোবাইলস্, অরুন্ধতিনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা	টাঃ	১,১৮,০৪,০০০
৯।	মেসার্স ইন্টেনশন স্যাইচ্ গিয়ার প্রাইভেট লিঃ, সিনাইহানি, এয়ারপোর্ট	টাঃ	১,২৫,৮৩,৬১১
১০।	মেসার্স জেমিনী ডিষ্টিলারিজ প্রাঃ লিমিটেড, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল গ্রোথ্ সেন্টার	টাঃ	১,১৫,১১,০০০
১১।	মেসার্স ধরমপাল প্রেমচাঁদ লিঃ, অরুন্ধতিনগর শিল্পনগরী, আগরতলা	টাঃ	২,০৯,৩৬,০০০
১২।	মেসার্স আনন্দ ইলেকট্রিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ, সিনাইহানী, এয়ারপোর্ট, আগরতলা	টাঃ	২২,৭০,০০০

ক্রমিক নং	শিল্প সংস্থাসমূহের নাম ও ঠিকানা	লগ্নীকৃত টাকার পরিমান
১৩।	মেসার্স গ্লোবেল বিজনেস ইণ্ডিয়া প্রাঃ লিমিটেড, অরুন্ধতিনগর শিল্পনগরী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা	টাঃ ৪৭,০০,০০০
১৪।	মেসার্স এভারগ্রোয়িং আইরন এণ্ড ফাইনভেষ্ট লিমিটেড, বাধারঘাট শিল্পনগরী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা	টাঃ ৩৩,৫৪,০০
১৫।	রিমঝিম ভ্যালী প্রোডাক্টস্ প্রাইভেট লিমিটেড, বোধজংনগর	টাঃ ৯৭,৭৪,০০০
১৬।	ফ্রন্টিয়ার ষ্টীল ওয়ার্কস প্রাঃ লিমিটেড, বোধজংনগর	টাঃ ১৩,৫০,০০,০০০
১৭।	মেসার্স কনকাষ্ট ষ্টীলস্, বোধজংনগর গ্রোথ্ সেন্টার	টাঃ ১,৩৫,০০,০০০
১৮।	ট্রান্স ইণ্ডিয়া এগ্রোফুড প্রোডাক্টস্ প্রাঃ লিমিটেড, বোধজংনগর গ্রোথ্ সেন্টার	টাঃ ১১,৫৩,৪২,০০০
১৯।	ফটিকছড়া টি-এস্টেট, মোহনপুর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা	টাঃ ৫২,০০,০০০
২০।	গোপালগর টি এস্টেট, মোহনপুর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা	টাঃ ১,৪৬,৪১,৭৮২
২১।	মেসার্স হরিশনগর টি-এস্টেট, বিশালগড়, পশ্চিম ত্রিপুরা	টাঃ ৯৮,৩০,২৬০
২২।	নরেন্দ্রনগর টি-এস্টেট্, সিমনা, পশ্চিম ত্রিপুরা (সিধাই থানা)	টাঃ ৯০,৮৮,৬১৪
২৩।	গোলাকপুর টি এস্টেট্, কৈলাসহর, উত্তর ত্রিপুরা	টাঃ ৯০,৮৮,৬১৪
২৪।	মূর্তিছড়া টি-এস্টেট্, কৈলাসহর, উত্তর ত্রিপুরা	টাঃ ৯,৯১,০০০
২৫।	মনুভ্যালী টি-এস্টেট্, কৈলাসহর, উত্তর ত্রিপুরা	টাঃ ৮,৫০,০০০
২৬।	শোভা টি এস্টেট্, কৈলাসহর, উত্তর ত্রিপুরা	টাঃ ৭,০০,০০০

ক্রমিক নং	শিল্প সংস্থাসমূহের নাম ও ঠিকানা		লগ্নীকৃত টাকার পরিমান
২৭।	হাফলং ছড়া টি-এস্টেট্, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা	টাঃ	৯,১৮,০০০
২৮।	মহেশপুর টি-এস্টেট্, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা	টাঃ	১৩,০০,০০০
২৯।	পেয়ারা ছড়া টি-এস্টেট্, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা	টাঃ	৪,৫০,০০০
৩০।	রাণীবাড়ী টি-এস্টেট্, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা	টাঃ	২৩,৯৬,০০০
৩১।	বাউড়ি প্লাইউড্ লিমিটেড, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা	টাঃ	১,১২,৫৮,০০০
৩২।	মহাবীর টি-এস্টেট্, কমলপুর, ধলাই	টাঃ	৮৪,৯৬,০০০
৩৩।	রামদুর্লভ টি-এস্টেট্, কমলপুর, ধলাই	টাঃ	১৫,৪৯,০০০
৩৪।	আদরিনী চা বাগান, সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা	টাঃ	১৩,৭৬,০০০

Admitted Un-starred Question No 53

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। কোন্ শিল্পে কতজন শ্রমিক থাকলে পরে তার ন্যূনতম মজুরি কার্যকরী হতে পারে?

২। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি শিল্পে বর্তমানে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কার্যকর রয়েছে (শিল্পগুলির নামের তালিকা)?

উত্তর

১। *ন্যূনতম মজুরি আইন ১৯৪৮*এর *৩ (১-এ)* ধারা অনুযায়ী যে সমস্ত তালিকাভুক্ত শিল্প বা পেশায় রাজ্যে ১০০০ বা তার বেশী শ্রমিক নিয়োজিত আছে সে সমস্ত শিল্প বা পেশায় সরকার কর্তৃক ন্যূনতম মজুরি কার্যকরী হতে পারে।

২। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১১টি পেশায় বর্তমানে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কার্য্যকরী হয়েছে। পেশাগুলির নাম এবং পেশাগুলির অন্তর্গত সারা রাজ্যে শ্রমিকের সংখ্যা দেওয়া হল —

	পেশা বা শিল্পের নাম	শ্রমিকের সংখ্যা
	১	২
১।	দোকান ও সংস্থা	১৭,৩৯০
২।	কৃষিকার্য	১,৮৭,৫৩৪
৩।	চা বাগিচা	১৩,০৮৭
৪।	চাউল কল	১,৭৯১
৫।	বিড়ি তৈরী	২,৮৫১
৬।	ইট তৈরী	১০,১৬৫
৭।	রাস্তা ও গৃহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৫,১৮০
৮।	বেসরকারী যান পরিবহন	১৬,৮৭৪
৯।	রাবার বাগিচা	১০,০০০
১০।	পাথর ভাঙ্গা/চূর্ণ করা	১,৪৭০
১১।	পেট্রোল পাম্প	১,০০০

Admitted Un-starred Question No. : 54

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state .

প্রশ্ন

১। রাজ্যে হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের বর্তমানে ন্যূনতম দৈনিক মজুরী কত?

উত্তর

১। বর্তমানে রাজ্যে হস্ততাঁত, হস্তকারু শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের নির্ধারিত ন্যূনতম দৈনিক মজুরি নেই। শ্রমিকেরা দৈনিক ৪০.০০ (চল্লিশ) টাকা থেকে ৮০.০০ (আশি) টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করতে পারেন। হস্তকারু শিল্পে নিযুক্ত কারুশিল্পীদের ন্যূনতম মজুরি এখনো ধার্য্য করা হয়নি।

Admitted Un-starred Question No. : 55

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the department of Industries & Commerce be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ১৯৯৭ ইং সনে ত্রিপুরাতে হ্যাণ্ডলুম মার্কেটিং কমপ্লেকস্ -এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত কমপ্লেকস্ -এর কাজ শুরু করা হবে? এবং

৩। কবে নাগাদ কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়? এবং

৪। কবে উক্ত কম্‌প্লেকস্‌-এর দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হবে?

উত্তর

১। না, ইহা সত্য নহে। তবে ১৯৯৮ ইং সনে শকুন্তলা রোডের পশ্চিম পার্শ্বে আইতরমার নিকটে ত্রিপুবাতে হ্যাণ্ডলুম মার্কেটিং কম্‌প্লেক্‌সের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

২। ২০০১ ইং সন থেকে উক্ত কম্‌প্লেক্‌সের কন্‌স্ট্রাকশনের কাজ পুরো দমে চলছে।

৩। ২০০৩ ইং সাল নাগাদ উক্ত কম্‌প্লেক্‌সের কন্‌স্ট্রাকশনের কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

৪। ২০০৩ ইং সনে উক্ত কন্‌স্ট্রাক্‌শনের কাজ সম্পন্ন হলে দ্বার উদ্‌ঘাটন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

Admitted Un-starred Question No. : 56

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে বর্তমানে কতজন তাঁতশিল্পী, কতজন হস্তকারু শিল্পী এবং কতজন রেশম শিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিক রয়েছে (আলাদা আলাদা হিসাব এবং এস.টি. - এস.সি. আলাদা আলাদা হিসাব)?

২। উপরিউক্ত শিল্পীদের মধ্যে কতজন বাণিজ্যিকভাবে কাজ করছেন (তাঁত, হস্তকারু এবং রেশম শিল্পে এস.টি. - এস.সি. সহ আলাদা হিসাব)?

৩। এদের মধ্যে কতজন ফুল টাইম এবং পার্ট টাইম কাজ করছেন (তাঁত, হস্তকারু এবং রেশম শিল্পে পৃথক পৃথক হিসাব এবং পুরুষ, মহিলা ও শিশুর আলাদা হিসাব)?

উত্তর

১। হস্ততাঁত শিল্পী, হস্তকারু শিল্প ও রেশম শিল্পের সাথে নিযুক্ত শিল্পীর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক) তাঁত শিল্প ঃ ত্রিপুরাতে বর্তমানে ১,৩৬,৩৩৪ জন তাঁত শিল্পী, তাঁত শিল্পের সাথে যুক্ত রয়েছেন। এর মধ্যে —

এস.টি.	-	৯০,২৫০ জন
এস.সি.	-	৭,১০০ জন
জেনারেল এবং ও.বি.সি.	-	৩৮,৯৮৪ জন

খ) হস্তকারু শিল্প ঃ ১৯৯৫-৯৬ সনের কেন্দ্রীয় সমীক্ষা অনুযায়ী এই শিল্পের সাথে যুক্ত শিল্পীর সংখ্যা ২,৪৪,৪৯৫ জন। এর মধ্যে —

এস.টি.	-	১,০১,০৪৯ জন
এস.সি.	-	৫১,৪৪৩ জন
জেনারেল ও অন্যান্য	-	৯২,০০৩ জন

গ) রেশম শিল্প ঃ ত্রিপুরাতে বর্তমানে রেশম শিল্পের সাথে যুক্ত রেশম শিল্পীর সংখ্যা ৬,৯১১ জন। এর মধ্যে —

এস.টি.	-	৩,০৭০ জন
এস.সি.	-	২,১৯৯ জন
জেনারেল ও অন্যান্য	-	১,৬৪২ জন

২। ত্রিপুরায় বর্তমানে হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্পের সাথে বাণিজ্যিকভাবে যুক্ত শিল্পীর বিবরণ নিম্নরূপ —

ক) তাঁত শিল্প ঃ বাণিজ্যিকভাবে যুক্ত তাঁত শিল্পীর সংখ্যা ৩০,০০০ জন। এর মধ্যে —

এস.টি.	-	৫০০ জন
এস.সি.	-	৫০০ জন
জেনারেল ও ও.বি.সি.	-	২৯,০০০ জন

উল্লিখিত ৩০,০০০ জন বাণিজ্যিকভাবে যুক্ত তাঁত শিল্পীদের মধ্যে ১১,০০০ জন শিল্পী রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাস্টার সোসাইটির মাধ্যমে কাজ করছেন।

খ) হস্তকারু শিল্প ঃ বাণিজ্যিকভাবে যুক্ত হস্তকারু শিল্পীর সংখ্যার তথ্যচিত্র দপ্তরের জানা নাই।

গ) রেশম শিল্প ঃ রেশম শিল্পের সাথে যুক্ত শিল্পী সকলেই বাণিজ্যিকভাবে রেশম গুটি উৎপাদন করে থাকেন। এদের মধ্যে —

এস.টি.	-	৩,০৭০ জন
এস.সি.	-	২,১৯৯ জন
জেনারেল ও অন্যান্য	-	১,৬৪২ জন

৩। ত্রিপুরায় বর্তমানে হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্পের সাথে ফুলটাইম এবং পার্ট টাইম ভাবে কাজ করছেন এমন শিল্পীর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক) হস্ততাঁত ঃ	(১)	ফুলটাইম কাজ করছেন	-	২৬,১৬১ জন
	(২)	পার্ট টাইম কাজ করছেন	-	১,০৯,১৭৩ জন
	(৩)	পুরুষের সংখ্যা	-	৩৬,২৭৪ জন
	(৪)	মহিলার সংখ্যা	-	১,০০,০৬০ জন
খ) হস্তকারু ঃ	(১)	ফুলটাইম কাজ করছেন	-	৫,০০০ জন
	(২)	পার্ট টাইম কাজ করছেন	-	৬,০০০ জন
	(৩)	পুরুষের সংখ্যা	-	৪,০০০ জন
	(৪)	মহিলার সংখ্যা	-	১,[illegible]০০ জন

গ) রেশম শিল্প ঃ রেশম শিল্পের সাথে যুক্ত সবাই সারা বৎসর গুটি পোকার চাষ ও নিজেদের তাঁত বাগানের পরিচর্যা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত থাকেন। রাজ্যের রেশম শিল্পীগণ সবাই মহিলা। রাজ্যের রেশমচাষীর সংখ্যা - ৬,৯১১ জন।

Admitted Un-starred Question No. 60

Name of M.L.A. Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PHE Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যবাসীর পানীয় জলের সংস্থানের জন্য Central Water Mission এখন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকারকে কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে?

২। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থে কোথায় কোথায় কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে কি কাজ হয়েছে (বৎসরভিত্তিক হিসাব)?

১। ১৯৮৬-৮৭ ইং অর্থ বছর হইতে ২০০১-২০০২ ইং অর্থবছর পর্য্যন্ত ১৩,৪৭২.১৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। তাহা সংযোজনী 'ক'-তে দেওয়া হল।

২। ১৯৮৬-৮৭ সাল থেকে ২০০১-২০০২ সালের বছরভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। দপ্তর তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে।

সংযোজনী 'ক'

১।	১৯৮৬-৮৭	৩৫০.০০ টাকা
২।	১৯৮৭-৮৮	৩১৫.০০ টাকা
৩।	১৯৮৮-৮৯	৪৩০.০০ টাকা
৪।	১৯৮৯-৯০	৩২৯.৫০ টাকা
৫।	১৯৯০-৯১	৩৪০.০০ টাকা
৬।	১৯৯১-৯২	৩৫০.০০ টাকা
৭।	১৯৯২-৯৩	৩০৩.৩৪ টাকা
৮।	১৯৯৩-৯৪	৩৫০.০০ টাকা
৯।	১৯৯৪-৯৫	৯০৯.০০ টাকা
১০।	১৯৯৫-৯৬	৭৬০.০০ টাকা
১১।	১৯৯৬-৯৭	৮৬০.০০ টাকা
১২।	১৯৯৭-৯৮	৭৭২.০০ টাকা
১৩।	১৯৯৮-৯৯	২,১৪৪.৯৫ টাকা
১৪।	১৯৯৯-২০০০	১,৬৭২.০০ টাকা
১৫।	২০০০-২০০১	১,৫৪২.৯৩৬ টাকা
১৬।	২০০১-২০০২	২,০৪৩.৪১ টাকা
	মোট —	**১৩,৪৭২.১৩৬ লক্ষ টাকা**

টেনটেটিভ এলোকেশন ফর দি ইয়ার ২০০২-২০০৩ — ১,৭৩৪ ০০ টাকা।

Admitted Un-starred Question No. : 61

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। ২০০১ ২০০২ ইং অর্থবৎসরে [illegible] দপ্তরে মোট কত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল (দপ্তরভিত্তিক হিসাব)?

২। এর মধ্যে উক্ত অর্থ বৎসরে কত টাকা ব্যয়িত হয়েছে (দপ্তরভিত্তিক হিসাব)? এবং

৩। কত টাকা অব্যয়িত [illegible] হিসাব)?

উত্তর

২০০১ ২০০২ ইং অর্থবৎসরে [illegible] দপ্তরভিত্তিক বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ এবং অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান	মন্তব্য
1	2	3	4
1	Assembly Secretariat	424.45	
2	Governor's Secretariat	116 78	
3	Sectt. Administration	1231.86	
4	Election	536 46	
5	Law	968.59	
6	Revenue	4180.06	
7	Administrative Reforms	62.68	
8	T.P.S.C	106.53	
9	Siparu	115 35	
10	Statistical	265.79	
11	Police	23582.08	
12	Transport	1205 72	
13	Co-operation	1565.60	
14	Public Works (R & B)	26305.28	
15	Power	25200.37	
16	P.W (WR)	7487.00	

1	2	3	4
17	Health	4192.39	
18	I.C.A.T.	1022.27	
19	Political	60.44	
20	Tribal Welfare	9084.00	
21	S.C. Welfare	1750.22	
22	Food & Civil Supplies	1120.54	
23	Releif & Rehabilitation	1032.13	
24	Panchayati Raj	7915.64	
25	Industries	3476.00	
26	H.H. & Sericulture	1301.89	
27	Fisheries	1365.73	
28	Agriculture	6262.19	
29	Horticulture	2121.25	
30	Animal Resource Development	2391.31	
31	Forest	4243.21	
32	Rural Development	8226.37	
33	TRP & PGP	463.00	
34	Science & Technology	194.01	
35	Planing & Coordination	438.00	
36	Urban Development	1862.89	
37	Jail	629.94	
38	Labour Organisation	180.39	
39	Printing & Stationary	478.56	
40	Higher Education	3788.54	
41	School Education	38864.33	
42	Social Education	5716.02	
43	Sports & Youth Programme	1309.66	
44	Finance	47665.16	

1	2	3	4
45	Institutional Finance	206.67	
46	Taxes & Excise	286.70	
47	Treasuries	230.62	
48	C.M.'s Secretariat	44.94	
49	High Court	219.99	
50	Fire Service	902.31	
51	Civil Defence	32.87	
52	P.W. (PHE)	5612.89	
53	Family Welfare & P.M.	8098.78	
54	Tribal Welfare Research	32 79	
55	Factories & Boilers Organisation	46.89	
56	Employment	151.20	
57	Information Technology	240.00	
	Total	**266687.61**	

২। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে ব্যয়িত টাকার দপ্তরভিত্তিক চূডান্ত হিসাব A.G. Tripura অফিস হইতে পাওয়া যায় নাই; এই জন্য A.G. Tripura অফিস হইতে চূড়ান্ত হিসাবের তথ্য জানার পর এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে।

৩। যেহেতু ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ব্যয়িত টাকার চূড়ান্ত হিসাব A.G. Tripura হইতে এখনও পাওয়া যায় নাই সেই জন্য উক্ত বছরের অব্যয়িত টাকার দপ্তরভিত্তিক আলাদা হিসাব এখন দেওয়া সম্ভব নয়।

Admitted Un-starred Question No. : 62

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ২০০১-২০০২ ইং এবং ২০০২-২০০৩ ইং আর্থিক বছরের ১২ই জুন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কত টাকা মজুরী দিয়েছে?

২। উক্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিতে কোন্ কোন্ দপ্তর যথাক্রমে ৩১.০৩.২০০২ ইং তারিখ এবং ১২.০৬.২০০২ ইং তারিখ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ টাকা কি কি কাজে ব্যয় করেছে (তারিখ সহ দপ্তরভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া হল — **(Rs. in thousand)**

Sl. No.	Name of Department	Name of scheme	Fund Received		Expenditure		
			2001-02	2002-03	31.03.02	12.06.02	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Food and Civil Supplies and consumers Affairs, Agartala	Annapurna Scheme	1,24,46,001	-	1,24,46,001	-	
		Jagriti Shibir Joyoha	50,000	-	50,000	-	
		Const. of Godowns	35,06,900	-	-	35,06,900	
2	Revenue Department	AIY (New Construction)	3,63,81,000	1,36,43,000	3,63,81,000	-	
		IAY Up-Gradation	5,64,52,100	30,12,000	5,64,52,100	30,12,000	
		EAS	8,78,97,000	-	8,78,97,000	-	
		TSC	3,70,55,000	1,88,000	78,26,700	1,31,492	
		SGSY	3,67,24,300	39,98,000	3,47,11,000	11,47,000	
		SGRY	3,03,53,000	17,34,54,000	3,03,53 000	6,21,54,000	
		JGSY (SGRY)	71,41,9,000	-	71,419,000	-	
		PMGSY	9,85,00,000	-	1,14,54 000	-	
		JGSY	3,31,91,000	-	3 31,91,000	-	
		IWDP	61,74,000	-	61,74,000	-	
		JGSR	3,95,57,000	-	3,95,57,000	-	
		EAS (SGRY)	8,28,67,000	-	8,28,67,000	-	
		IAY (Construction)	7,79,14,300	-	7,79,14,300	-	
		IAY	-	3,10,17,000	-	-	
		Computerisation of Land records	1,30,00,000	-	-	-	
		Agri. Census	9,58,000	-	-	-	
		Strengthening of Land revenue of up-gradation	0,000	1,47,00,000	-	6,500,000	

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Urban Development	IDSMT	1,13,00,000	1,45.00,000	95,02,000	53,39,235	
4	Evolution & Statistics	Census	37,45,284	-	-	37,45,285	
5	GA (P & T) DEptt (SIPARD)	Grand in Aid	83,39,000	14,30,000	83,39,000	71,970	
		Training	4,32,000	28 000	4,32,000	28,000	
6	Horticulture Department	Technology Mission	5,12,40,000	-	-	-	Total received Rs. 10,91,29,790 & total expenditure Rs. 7,30,52,790
		National watershed development project raindedfed area	3,19,41,000	-	-	-	
		Watershed development project in shifting cultivation areas	1,96,00,000	-	-	-	
		State land use board	13,04,879	-	-	-	
		Addl Financial Assistance	50,00,000	-	-	-	
7	Agriculture Department	National Pulses Development Project	63,00,000	28,98,000	-	63,00,000	
		Accelarated Scheme for Production of Productivity of Jhum Crop.	25,00,000	-	-	25,00,000	
		Oil seed Production Programme	1,15,00,000	-	-	1,15,00,000	
		Special Jute Development Programme	17,69,000	-	-	1,15,00,000	
		Sustainable Development of Sugar cane based cropping	12,11,000	-	-	12,11,000	
		Integrated Cereal Development Programme	1,28,30,000	-	-	1,28,30,000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Jhum	89,90,000	-	-	89,90,000	
		Market Dev. (for Agri)	10,00,000	-	-	89,90,000	
		Pesticides Testing					
		Laboratories	-	30,00,000	-	-	
8	Social welfare & Social Education	General Component	10,47,27,889	5,53,07,000	7,38,68,882	9,88,02,000	
		Balika Samriddhi Yojana	10,25,000	25,00,000	10,25,000	-	
		Training	47,64,300	-	47,64,300	-	
		Sawayan Sidha	2,41,000	7,25,000	2 41,000	-	
		Construction	-	3,25,000	-	-	
9	Relief & Rehabilitation	Relief for Reang Refugee	10,00,00,000	-	8,68,36,000	-	
10	Tribal Research Institute	Research Training and Language dev. scheme	10,00,000	15,00,000	10,00,000	12,28,000	
11	Fisheries Deptt.	Fisheries Training & extension	9,00,000	-	9,00,000	-	
		Dev. of Inland fisheries	6,50,000	-	6,33,000	-	
		Fish Farmers Development Agency	71,68,000	-	49,45,000	-	
		National Welfare for Fishermen Families	9,60,000	-	9,60,000	-	
		Fresh water prawn seed hatchery at state level	-	20,50,000	-	20,50,000	

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Forest Deptt	Integrated Afforestation and Fodder Project	79,55,000	-	79,26,002	-	
		Area Oriented Fuel wood and Fodder project	57,48,000	-	57,60,884	-	
		Non. Timber Forest Produce	37,02,200	-	(-)37.85,1456	-	
		Eco Dev.	47,20,086	-	45,22,441	-	
		National Parks and Sanctuaries	45,25,000	-	(-)47,76,434	-	
		ASTRP	19,72,400	-	15,02,686	-	
		FFCM	49.48,700	-	49.43,301	-	
		Tree and Pasture seed Development	15,29,200	-	15,29,200	-	
		Elephant Project	3,00,000	-	3,35.618	-	
		River Valley Project	44;43,000	-	36,38.838	-	
		Bridge infrastructure in Forestry, Tripura	5,76,71.000	-	5,74,25,979	-	
13	Economics & Statistics	Census	37,45,284	-	-	37,45,285	
14	Higher Education	Stiphns	1,70,00,000	-	-	17,000	
		NSS	51,00,000	-	-	51,00,000	
		..nlapsable Pool	5,30,00,000	-	-	5,30,00,000	
		AICTE	15,00,000	-	-	15,00,000	
15	Urban Dev. Deptt.	Swarna Jayanti Shahari Rojgar Yojana	84,99,000	-	-	84,99,000	
		Small & Medium Urban Development Project	1,29,00,000	-	-	1,29,00,000	

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Animal Resource Development	Foot & Mouth Disease	24,18,876	30,00,000	23,22,237	14,96,000	
		Animal Disease Surveilience	9,00,000	13,00,000	9,47,807	-	
		Systematic Control of Livestock Diseases	18,96,154	12,98,000	18,96,210	-	
		Integrated Sample Survey	1,00,000	3,00,000	1,00,556	-	
		Professional Efficiency Development	23,00,000	5,69,000	22,99,997	-	
		National Project for Rinder Pest Eradication	20,81,363	14,33.000	20,99,997	-	
		Integrated Pigary Development Programme	56,34,991	26,30,000	28 32,130	-	
		National Bull Production Programme	6,81,408	-	6,82 148	-	
		Frozen Semen Technology	3,44,986	-	3,43,809	-	
		Life Stock Census	2,00,000	-	2,01,747	-	
		Integrated Diary Development	1,07,28,049	56,51,000	1,07.28,049	-	
		National Ram Bak Production Programme	-	17,29,000	-	-	
		A H. Extension Programme	-	11,50,000	-	-	
		Establishment of State Duck Farm	-	41,00,000	-	-	
		Feeds & Fodder Development	12,80,000	-	12,80,000	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Sports & Youth Programme	Promotion of National Integration Scheme	1,36,428	-	-	-	
		District Level Youth Festival	1,00,000	-	-	-	
		Prize Money	4,00,000	-	-	-	
		World Population Day	2,50,00,000	-	-	-	
		Promotion of Adventure	2,10,00,000	-	-	-	
		National Youth Festival	1,13,000	-	-	-	
18	School Education	District Institute Educational Training	34,00,000	97,50,000	32,00,000	-	
		Operation Black Board	3,00,90 000	-	3,00,90,000	-	
		TFG (Mid-day-meal)	30,83,000	-	30,83,000	-	
		SSA	46,20,000	4 45 37,000	46 20,000	-	
		Computer Literacy Studies	18,54 000	1,25,00,000	18,54,000	-	
		Improvement of Science Education in Schools	1,01,16,000	-	99,06,000	-	
		New Educational Technology Scheme	3,45,000	-	3,435 000	-	
		Grants to Madrassa	38,54,000	-	38,54,000	-	
		Special Central Assistance to RK Mission	1,00,00,000	1,50,00 000	1,00,00,000	-	
		Financial Assistance to Sanskrit Pandit	4,26,000	-	3,60,000	-	
		Promotion/Modernisation of Sanskrit Languages for State Govt. own Programme	2,80,00,000	-	28,000	-	
		Education Grantee & Alter-native & Innovation Education	5,00,000	-	5,00,000	-	
		RK Mission (Non-lapsable pool)	77,00,000	-	77,00,000	-	
		Nonlapsable Pool (Resources)	9,10,00,000	-	9,10,00,000	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
19	PWD (WR)	BADP	1,55,00,000	-	1,55,00,000	-	
		AIBP (MI)	12.23,80.000	11,75.00.000	12.23,80.000	5,50,00,000	
		MI (Statistics)	8,08,600	-	8 08 600	-	
		Non-lapsable (central pool for MI)	4 78,00,000	-	4,77 44 000	-	
		AIBP (Med)	3 26,50,000	18 [illegible]	3.3[illegible] 50 00[illegible]	-	
		3rd Census (MI)	1,14,000		[illegible]	-	
20	Co-operative Society	Dev of Co-operative	8,00,000			8,00,000	
		Development of Weaker Section Co-operative	7,00,000		-	7 00,000	
		Spl Asst for ST/SC member	10 00,000	[illegible]	-	[illegible],00 000	
21	Welfare of SCs & OBCs	Post-matric scholarship	1,38 71,000		[illegible]	-	
		Pre-matric scholarship	3 07,850	-	[illegible]	-	
		Upgradation of merit	1.20,000			-	
		Book grant	1,86,350			-	
		Boys hostel	18,57,850			-	
		Girls Hostel	9,45 500		-	-	
		Spl Central assistance to spl Compnend plan	83,45,000	74 [illegible]	-	-	
22	PWD (PHE)	ARWSP	15 81,32.000	4 37 70,000	15,8[illegible] 51 000	4 34,00.000	
		AUWSP	1 87,08.000	[illegible] 32 58 [illegible]	1,87 00,000	15,00,000	
23	RD	SGSY	6 22,08.000	1 99 80,000	-	3 [illegible],96 000	
		DRDA Admission	1,36,71,000	62 61,000	-	1,99,32 000	
24	H H. & Sericulture	Handloom	20,81,725	-	-	16,38,655	
		Handicraft	17,03,000	31,27.622	-	-	
		Silk Industries	10,00,000	89,00,000	-	18,00,000	

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Home Deptt.	Modernisation of Police Force	-	-	-	-	No fund was released by the F.D during 2001-02. This fund has been released during 2002-03
26	Power Department	Transmission Scheme (12 No)	15,35,00,000	5,00,00,000	15,35,00,000	5,00,00,000	
		21 MW GT Set (Ext.) Rokhia	20,50,00,000	5,00,00,000	20,50,00,000	5,00,00,000	
		PMGY	4,25,00,000	5,66,00,000	4,25,00,000	-	
		PMs Package	72,00,000	-	72,00,000	-	
		21 MW GT Set (Ext.) Baramura	30,00,00,000	-	30,00,00,000	-	
		ARDP	-	7,67,00,000	-	-	Works start in JUne 2002 & in progress
27	ICAT Department	-	-	-	-	-	(Central Finance Assistance)
			1,50,000	-	1,50,000	-	(-do-)
		Pilak Festival	1,64,000	-	1,64,000	-	(-do-)
		Tourist Lodge at Kalacherra	31,50.000	-	-	-	(-do-) Work in progress
		Information Technology	24,00,000	-	-	-	(-do-) Work in progress
28	Health Services	Establishment of New Nursing Sheme	37,500,000	-	-	-	
		Strengthening of Super Speciality Block at GB	50,00,00,000	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Strengthening of Emergency Faculty at TS Faculty at Udaipur	-	-	53,88,000	-	
		National Central Programme	-	-	30,00,000	-	
		Establishment of New Nursing School at BRAM Hospital	-	-	11,29,000	-	
		Strengthening of Civil Upgradation (CSS)	-	-	4,10,000	-	
29	Family welfare & Preventive Medicine	Family Welfare programme	16,779,900	-	192,026,000	28,978,000	
		NPCB	6,665,000	-	5,979,000	730,000	Rs 25 Lakhs is alloted to PWD for Construction
		Anti TB Programme	66,00,000	-	66,00,000	-	
		NAMP (Rural & Urban)	2,14,83,000	-	1,64,04,000	19,16,000	
		Goiter Control Programme	2,54,000	-	4,38,000	40,000	
		PH Pub	-	-	2,17,000	-	
		PH Labs	-	-	9,95,000	-	
30	TRP & PGP	Primitive Tribal Community Development Programme	83,37,590	86,31,400	-	64,66,900	
31	Tribal Welfare Deptt.	Special Central Assistance	10,41,03,000	-	10,28,23,000	-	
		Centrally Sponsered Schemes	1,96,01,800	-	1,93,19,000	-	
		Block Grant	5,62,50,000	-	37,00,000	-	
		Minor Forest Produce Operation	62,06,000	-	-	62,06,000	

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Industries & Commerce	Construction of Marketing Complex at Golchakkar, Agartala	93,95,000	-	25,00,000	-	
		PMRY	21,44,320	-	11,14,000	-	
		Technichal Assistance under the CSS of Establishment of Industrial Training Instt. in NES & Sikkim	1,96,000	-	20,000	-	
		Disbursement of CA to Industrial Growth Centre at Bodhjung Nagar	2,70,00,000	-	2,70,00,000	-	
		Sanction of Grant-in-Aid under the Scheme of Streng-thening of Nodal is Agency	1,00,000	-	Not yet spent the matter under process	-	
		Installation of High Power Sodium Vapour Street Light from TRTC to Agartala LCS	35,23,000	-	do	-	
		Release of fund for training and related travel expenses for 3rd Census of SSI	6,000	-	do	-	
		Release of 1st installment of Central Grant to Govt. of Tripura for development of infrastructural facilities at the EPIP at Bodhjungnagar.	300,00,000	-	do	-	
		Sanction of Grant to TIDC under th scheme ASIDE	-	1,50,00,000	-	-	Sanction letter receive but fund not yet released by GOI
		TOTAL	358,10,19,363	91,83,18,025	252,21,24,165	67,39,60,721	

Admitted Un-starred Question No. : 63

Name of M.L.A. : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। আগরতলা-কমলপুর, আগরতলা-ধর্মনগর, আগরতলা-কৈলাশহর এবং আগরতলা-শিলচর রুটে হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু করার জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে কিনা?

২। যদি পাঠানো হয়ে থাকে তবে প্রস্তাবটি বর্তমানে কি পর্য্যায়ে রয়েছে?

৩। কবে নাগাদ এইসব রুটে হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু হবে?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ২৯-৮-২০০০ ইং তারিখে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আগরতলার সাথে কমলপুর, কৈলাশহর, ধর্মনগর এবং শিলচরে হেলিকপ্টার সার্ভিস চালুর জন্য একটি প্রস্তাব পাঠান।

২। গত ১৪-৬-২০০২ ইং তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে Pawan Hans Helicopter Ltd. দ্বারা ত্রিপুরায় হেলিকপ্টার সার্ভিস চালুর ব্যাপারে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে নিম্নোক্ত শর্তমূলে —

ক) সার্ভিস চালুর খরচ কেন্দ্রীয় সরকার ৭৫% এবং রাজ্য সরকার ২৫% বহন করবে। রাজ্য সরকার Pawan Hans -এর বিল অনুযায়ী মাসিক ভাড়া প্রদান করবে। পরবর্তীকালে রাজ্য সরকারের reimbursement claim অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার তার ৭৫% রাজ্য সরকারকে প্রদান করবে।

খ) মাসে ৪০ ঘন্টার বেশী উক্ত সার্ভিস চলবে না। ৪০ ঘন্টার বেশী চলতে হলে পূর্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে।

গ) রাজ্য সরকার ও M/s. Pawan Hans Helicopter Ltd. এর মধ্যে একটি চুক্তিপত্র করতে হবে।

ঘ) কোন্ কোন্ স্থানে হেলিকপ্টার চলবে তার রুট রাজ্য সরকার নির্ধারিত করবে ভ্রমণকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী।

ঙ) হেলিকপ্টার সার্ভিস শুধু কর্মচারীর জন্য হবে না জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত থাকবে।

তদানুসারে Pawan Hans Helicopter Ltd. একটি খসড়া চুক্তিপত্র রাজ্য সরকারের নিকট পাঠিয়েছে যা বর্তমানে পরীক্ষাধীন আছে।

চ) হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু করার তারিখ এখনও ঠিক করা হয়নি। চুক্তিপত্রে উভয় পক্ষের স্বাক্ষর হলে পরে হেলিকপ্টার সার্ভিস চালুর দিন (তারিখ) নির্ধারিত করা হবে।

Admitted Un-starred Question No. : 71

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি ছয়মাস অন্তর অন্তর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ডি.এ. প্রদান করে থাকেন?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কেন্দ্রীয় সরকারের মতো রাজ্য সরকারও প্রতি ছয়মাস অন্তর অন্তর রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ডি.এ. প্রদান করবেন কিনা?

৩। না করলে এর কারণ কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি ছয়মাস অন্তর অন্তর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ডি.এ. প্রদান করে থাকেন। তবে এ বছর ১লা জুলাই থেকে প্রদেয় মহার্ঘভাতার কিস্তি মঞ্জুরির ঘোষণা কেন্দ্রীয় সরকার এখনও করেনি।

২। রাজ্য সরকার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতি সাপেক্ষে রাজ্য সরকারী কর্মচারীগণকেও কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেওয়া হবে। সেই হিসেবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীগণ নীতিগতভাবে তাদের মূল বেতনের ১৭ শতাংশ মহার্ঘভাতা পাওনা হয়েছেন। (বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীগণ ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন এবং রাজ্য সরকারী কর্মচারীগণ ৩২ শতাংশ হারে মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন)।

৩। আর্থিক অসঙ্গতির কারণে এখনই ডি.এ. দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

Admitted Un-starred Question No. : 74

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারের অর্থবিধি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ড্রয়িং এণ্ড ডিসবার্সমেন্ট অফিসারের সংখ্যা কত?

২। ২০০১-২০০২ ইং অর্থবছরের শেষ সময়ে রাজ্য সরকারের কোন কোন দপ্তর কি পরিমাপ করে অর্থ পি.এল. একাউন্টে জমা রেখেছিল (দপ্তরভিত্তিক হিসাব)?

৩। দপ্তরগুলির আর্থিক ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করতে তথা বিভিন্ন দপ্তরের আর্থিক অনিয়ম, অপব্যয়, অতিরিক্ত ব্যয় ইত্যাদি রোধ করা সহ অর্থবছরের শেষ সময়ে পি.এল. একাউন্ট ব্যবহার রোধে দপ্তরগুলির ডি.ডি. ও.-দের সতর্ক করার পাশাপাশি ট্রেজারীগুলিকে ঢেলে সাজানো হবে কিনা? এবং

৪। করা না হলে এর যথার্থ কারণ কি?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ্য সরকারের অর্থবিধি সম্পর্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ড্রয়িং এণ্ড ডিসবার্সমেন্ট অফিসারের সংখ্যা ৯৯৭ জন (নয়শত সাতানব্বই জন)।

২। ২০০১-২০০২ ইং অর্থবছরের শেষ সময়ে রাজ্য সরকারের নিম্নলিখিত দপ্তরগুলির কি পরিমাণ করে অর্থ পি.এল. একাউন্টে জমা রেখেছিল নিম্নে ট্রেজারী/সাব ট্রেজারী হিসাব দেওয়া হইল --

ক) ট্রেজারী নং ২

ল্যাণ্ড রেকর্ডস এণ্ড সেটেলম্যান্ট : বিগত ২০০১-২০০২ ইং অর্থবছরের শেষ সময় মোট ৪,৫৫,৬৯৭ (চার লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার ছয়শত সাতানব্বই) অর্থ এন.সি.পি.এল. একাউন্টে জমা রেখেছিল।

খ) সাব ট্রেজারী, খোয়াই : (১) খোয়াই নগর পঞ্চায়েতে ২০০১-২০০২ ইং অর্থবছরের শেষ সময়ে মোট ১৩,৪৩,৬৭০ টাকা (তের লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার ছয়শত সত্তর) অর্থ পি.এল. একাউন্টে জমা রেখেছিল।

(২) তেলিয়ামুড়া নগর পঞ্চায়েতে ২০০১-২০০২ ইং অর্থবছরের শেষ সময়ে মোট ৫৮,৮৭,০০০ /- (আটান্ন লক্ষ সাতাশি হাজার) অর্থ পি.এল. একাউন্টে জমা রেখেছিল।

(নোডাল ডিপার্টমেন্ট আরবান)

গ) ডিস্ট্রিক ট্রেজারী, কৈলাশহর : (১) কৈলাশহর নগর পঞ্চায়েতে মোট ১২,৩৭,৫০০ /- (বার লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশত) অর্থ পি.এল. একাউন্টে জমা রেখেছিল।

(নোডাল ডিপার্টমেন্ট আরবান)

(২) কুমারঘাট নগর পঞ্চায়েতে মোট ৮,২৫,০০০ /- (আট লক্ষ পঁচিশ হাজার) অর্থ পি.এল. একাউন্টে জমা রেখেছিল।

(নোডাল ডিপার্টমেন্ট আরবান)

(৩) এফ.এফ.ডি.এ. কুমারঘাট মোট ৮,০০,০০০ /- (আট লক্ষ) অর্থ পি.এল. একাউন্টে জমা রেখেছিল।

(নোডাল ডিপার্টমেন্ট মৎস্য দপ্তর)

ডিস্ট্রিক্ট ট্রেজারী : ল্যাণ্ড অ্যাকুজিট কালেক্টর নর্থ মোট ৮,০৩,৪০০ /- (আট লক্ষ তিন হাজার চারশত) অর্থ পি.এল. একাউন্টে জমা রেখেছিল।

ঘ) সাব ট্রেজারী, কমলপুর : (১) কমলপুর নগর পঞ্চায়েতে মোট ৩৯,৩৩,৪৫০ /- (মোট উনচল্লিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার চারশত পঞ্চাশ) অর্থ পি.এল. একাউন্টে জমা রেখেছিল।

(নোডাল ডিপার্টমেন্ট আরবান)

(২) চীফ একজীকিউটিভ অফিসার, এফ.এফ.ডি.এ. আমবাসা মোট ৭২,৫০০ /- (বাহাত্তর হাজার পাঁচশত) অর্থ পি.এল. একাউন্টে জমা রেখেছিল।

(নোডাল ডিপার্টমেন্ট মৎস দপ্তর)

ঙ) সাব ট্রেজারী, ধর্মনগর : ধর্মনগর নগর পঞ্চায়েতে মোট ৩০,৬৩,০৯৮.৮৮ /- (মোট ত্রিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার আটানব্বই টাকা অষ্টাশি পয়সা) অর্থ পি.এল. একাউন্টে জমা রেখেছিল।

(নোডাল ডিপার্টমেন্ট মৎস্য দপ্তর)

চ) ডিস্ট্রিক্ট ট্রেজারী : দক্ষিণ ত্রিপুরা মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা উদয়পুর মোট ৩,০০,০০০ /- (তিন লক্ষ) অর্থ পি.এল. একাউন্টে জমা রেখেছিল।

(নোডাল ডিপার্টমেন্ট মৎস্য দপ্তর)

ল্যাণ্ড এ্যাকুজিট কালেক্টর সাউথ, মোট ৭,৭১,০২২ /- (সাত লক্ষ একাত্তর হাজার বাইশ টাকা) পি.এল. একাউন্টে জমা রেখেছিল।

ছ) ট্রেজারী নং ১
কৃষি দপ্তর : রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর ২০০১-২০০২ ইং অর্থ বছরের শেষ সময়ে সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার (কৃষি) পি.এল. একাউন্টে পুলিশ দপ্তরের ১,০০,০০০,০০ /- (মোট এক কোটি) টাকা জমা ছিল এবং মোহনপুর কৃষি তত্ত্বাবধায়কের পি.এল. একাউন্টে ৪,২৮,৭১৩ /- (চার লক্ষ আটাশ হাজার সাতশত তের) অর্থ জমা রাখা ছিল। কৃষি দপ্তরে মোট ১,০৪,২৮,৭১৩ /- (এক কোটি চার লক্ষ আটাশ হাজার সাতশত তের) টাকা পি.এল. একাউন্টে জমা রেখেছিল।

জ) ল্যাণ্ড এ্যাকুজিট কালেক্টর
ডি.এম. ওয়েস্ট : মোট ২,১০,৭০,০২২ /- অর্থ পি.এল. একাউন্টে জমা রেখেছিল।

৩। দপ্তরগুলির আর্থিক ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করতে তথা বিভিন্ন দপ্তরের আর্থিক অনিয়ম, অপব্যয়, অতিরিক্ত ব্যয় ইত্যাদি রোধ করা সহ অর্থবছরের শেষ সময়ে পি.এল একাউন্ট ব্যবহার রোধে দপ্তরগুলির ডি.ডি.ও.-দের সতর্ক করার পাশাপাশি (ট্রেজারীগুলিতে computerisation এর কাজ শুরু হইয়াছে এবং আগরতলা ২নং ট্রেজারীতে computerisation চালু করা হয়েছে।

৪। যেহেতু সমস্ত ট্রেজারীগুলিতে computerisation করার কাজ শুরু হইয়াছে, সেইজন্য এই প্রশ্নের উত্তর অপ্রয়োজনীয়।

Admitted Un-starred Question No. : 83

Name of M.L.A : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে জোত ভূমি এবং খাস ভূমির পরিমাণ কত?

২। ২০০১ ইং সালে কি পরিমাণ খাস ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে? এবং

৩। ২০০২ ইং সালে কি পরিমান খাস ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার পরিকল্পনা আছে?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে জোত এবং খাস ভূমির পরিমাণ নিম্নরূপ

জোত ভূমি = ৭,৩৪,৮৪৪.৫৪১ একর

খাস ভূমি = ৩,২৯,৬৮২.১৯৪ একর

২। ২০০০-২০০১ ইং সালে মোট ১,১২২.০৭ একর খাসভূমি ১,২১৬ জনকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে।

৩। রাজ্য সরকার অবশিষ্ট খাস ভূমির ৪০% সরকারী প্রয়োজনে রেখে বাকী সমস্ত খাস ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। যার জন্য মৌজা ভিত্তিক বন্দোবস্ত কাজ চলছে।

Admitted Un-starred Question No . 90

Name of M.L.A. Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Water Resource Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। খোয়াই নদীর ভাঙ্গন থেকে সোনাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবতোষপাড়া ও বাজার এলাকাকে রক্ষার স্বার্থে বোল্ডার নির্মাণের জন্য কতবার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে? এবং

২। কাজটি করার দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে কিনা?

উত্তর

১। ভবতোষপাড়া এবং তৎসংলগ্ন বাজার এলাকা রক্ষার স্বার্থে চারবার (১৪-৯-২০০০, ২৩-১২-২০০০, ৭-৮-২০০১ এবং ৯-৭-২০০২) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

২। প্রথম তিন ক্ষেত্রে দরপত্র উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় কাজটি রূপায়ণের নিমিত্ত আদেশ পত্র দেওয়া যায়নি। চতুর্থবার দরপত্র আহ্বান করার জবাবে ১৪-৮-০২ এ জমা পড়া দরপত্রগুলো বর্তমানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে আছে।

Admitted Un-starred Question No 91

Name of M.L.A Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD (PHE) Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়ী বাড়ী (Domestic) পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন্ নগর পঞ্চায়েত এলাকার লক্ষ্যমাত্রা গত ২০০০-২০০১ ইং এবং ২০০১-২০০২ ইং অর্থবর্ষে কত ছিলো এবং তন্মধ্যে কোন্‌টিতে কতটি বাড়ীতে কানেকশান দেয়া হয়েছে? এবং

২। বর্তমান অর্থবর্ষে নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক Domestic connection দেবার লক্ষ্যমাত্রা কত?

উত্তর

১। কোন লক্ষ্যমাত্রা ছিল না। তবে ডিপ টিউবওয়েলের এবং পাইপ লাইনের জল সরবরাহের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে এবং নগর পঞ্চায়েতের অনুমোদন সাপেক্ষে নিম্নলিখিত অর্থ বছরে বাড়ী বাড়ী (Domestic) পানীয় জল সরবরাহের কানেকশান দেওয়া হয়েছে।

নগর পঞ্চায়েতের নাম	কানেকশান দেওয়ার অর্থ বছর	
	২০০০-২০০১ ইং	২০০১-২০০২ ইং
১। উদয়পুর	৪৫০	৪৭০
২। অমরপুর	-	১৬৯
৩। বিলোনীয়া	-	৩০০
৪। সাব্রুম	-	১০০
৫। খোয়াই	২৭০	১৩৮
৬। তেলিয়ামুড়া	১০৪	৭৮
৭। সোনামুড়া	৫০	৯০
৮। ধর্মনগর	-	২২২
৯। কৈলাসহর	-	৪৫
১০। কমলপুর		৩৮
	৮৭৪টি	**১৬৫০টি**

২। পানীয় জলের প্রকল্পগুলির তৎসহ পাইপ লাইনগুলির জল সরবরাহের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে এবং নগর পঞ্চায়েতগুলির সঙ্গে আলোচনা করে বর্তমান অর্থবর্ষে Domestic connection দেবার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য হবে।

Admitted Un-starred Question No. : 92

Name of M.L.A. : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD (PHE) Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। খোয়াই ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব রামচন্দ্রঘাট, পহড়মুড়া, অজ[illegible], বারবিল, উত্তর সিঙ্গিছড়া, জাম্বুরা গ্রামে পানীয় জলের জন্য DTW খননের কাজ কোন্ অর্থবর্ষে সম্পন্ন হয়েছিলো? এবং

২। কোন্ প্রকল্পে এখন অব্দি কতটুকু পাইপ লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে?

উত্তর

১। নিম্নলিখিত অর্থ বছরে পানীয় জলের জন্য ডিপ টিউবওয়েল খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১।	পূর্ব রামচন্দ্রঘাট	১৯৯৭-১৯৯৮
২।	পহড়মুড়া	১৯৯৯-২০০০
৩।	পশ্চিম সোনাতলা (অজগরটিলা)	২০০০-২০০১
৪।	বারবিল	২০০০-২০০১
৫।	উত্তর সিঙ্গিছড়া	২০০০-২০০১
৬।	জাম্বুরা	২০০০-২০০১

২। নিম্নলিখিত প্রকল্পের পাইপ লাইন সম্প্রসারণের হিসাব দেওয়া হল —

১।	পূর্ব রামচন্দ্রঘাট	২.৫২ কি.মি.
২।	পশ্চিম সোনাতলা (অজগরটিলা)	৪.৮৫ কি.মি.
৩।	উত্তর সিঙ্গিছড়া	২.৭৪ কি.মি.
৪।	পহড়মুড়া	৬.৯৫ কি.মি.
৫।	বারবিল	১.৬৫ কি.মি.
৬।	জাম্বুরা	১.৪৭ কি.মি.

Admitted Un-starred Question No. : 93

Name of M.L.A. : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PHE Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। খোয়াই নগর পঞ্চায়েত এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের স্বার্থে কোন্ কোন্ পাড়ায় এখনো পাইপ লাইন সম্প্রসারণ হয়নি (পাড়া ও ওয়ার্ড ভিত্তিক হিসাব)?

২। গত ২০০০-২০০১ ইং এবং ২০০১-২০০২ ইং অর্থবর্ষে খোয়াই নগর পঞ্চায়েত এলাকায় পাইপ লাইন সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা কত ছিলো? এবং

৩। তন্মধ্যে কত পরিমাণ কাজ হয়েছে? এবং

৪। বর্তমান অর্থ বর্ষে লক্ষ্যমাত্রা কত?

উত্তর

১। খোয়াই নগর পঞ্চায়েত এলাকায় নিম্নলিখিত পাড়া ও ওয়ার্ডে এখনো পানীয় জল সরবরাহের জন্যে পাইপ লাইন সম্প্রসারিত হয়নি।

ওয়ার্ড নং	পাড়া
১নং	পূর্ণিমা স্কুল হইতে রূপচরণ দেবনাথের বাড়ী পর্য্যন্ত এবং খোয়াই নদীর বাঁধ সংলগ্ন মুসলীম পাড়া পর্য্যন্ত।
২নং	পূর্ণিমা স্কুল হইতে লালমোহন সিং এর বাড়ী পর্য্যন্ত।
৪নং	খোয়াই উধ্বা রাস্তা হইতে হঠাৎ কলোনী ভায়া প্রফুল্ল বণিকের বাড়ী পর্য্যন্ত।
৫নং	খোয়াই উধ্বা রাস্তা হইতে মনু ভঞ্জন কুফির বাড়ী ভায়া উমেশ পালের বাড়ী পর্য্যন্ত।

২। ২০০০-২০০১ ইং অর্থ বছরে পাইপ লাইন সম্প্রসারণের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ১ কি.মি. ছিল। ২০০১-২০০২ ইং অর্থবর্ষে পাইপ লাইন সম্প্রসারণের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ১.৫০ কি.মি. ছিল।

৩। ২০০০-২০০১ ইং অর্থ বছরে ১ কি.মি. পাইপ লাইন সম্প্রসারিত হয়েছে এবং ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে ১.২ কি.মি. পাইপ লাইন সম্প্রসারিত হয়েছে।

৪। বর্তমান অর্থ বছরে আনুমানিক ১.৫ কি.মি. পাইপ লাইন সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. : 98

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সংগঠিত শ্রমিক ক্ষেত্র কতটি এবং কোন্ কোন্টি?

২। সংগঠিত ক্ষেত্রে মোট কতজন শ্রমিক কাজ করেন?

উত্তর

১। রাজ্যে সংগঠিত শ্রমিক ক্ষেত্র ৫টি। শ্রমিক ক্ষেত্রগুলির নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল —

ক) চা বাগিচা
খ) রাবার বাগিচা
গ) মোটর পরিবহন
ঘ) চটকল
ঙ) বিড়ি তৈরী

২। সংগঠিত ক্ষেত্রে মোট ৪৪,৩০৬ জন শ্রমিক কাজ করেন।

Admitted Un-starred Questions No. : 99

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে দোকান কর্মচারীদের সংখ্যা কত (মহকুমাভিত্তিক হিসাব)?

২। দোকান কর্মচারীদের নিয়োগ পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আছে কিনা?

৩। বেশীর ভাগ দোকান কর্মচারীদের আট ঘন্টার বেশী কাজ করানো হয় এ সম্পর্কে দপ্তর অবগত আছেন কিনা?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট দোকান কর্মচারীদের সংখ্যা — ১৭,৩৯০ জন। মহকুমাভিত্তিক দোকান কর্মচারীদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল —

পশ্চিম ত্রিপুরা

(ক)	সদর	-	৬,৫৩৭ জন
(খ)	বিশালগড়	-	৬৯০ জন
(গ)	সোনামুড়া	-	৪৫০ জন
(ঘ)	খোয়াই	-	৬২০ জন
	মোট	-	**৮,২৯৭ জন**

দক্ষিণ ত্রিপুরা

(ক)	উদয়পুর	-	১,১৫৬ জন
(খ)	অমরপুর	-	৩৭২ জন
(গ)	বিলোনীয়া	-	৭৮৩ জন
(ঘ)	সাব্রুম	-	২৯৩ জন
	মোট		**২,৬০৪ জন**

উত্তর ত্রিপুরা

(ক)	কৈলাশহর	-	১,২২১ জন
(খ)	ধর্মনগর	-	৩,৪১৪ জন
(গ)	কাঞ্চনপুর	-	১,১২৮ জন
	মোট	-	**৫,৭৬৩ জন**

ধলাই

(ক)	আমবাসা		১০৭ জন
(খ)	গণ্ডাছড়া		৫১ জন
(খ)	কমলপুর		৫০৭ জন
(ঘ)	লংতরাইভ্যালী		৬১ জন
	মোট	-	**৭২৬ জন**

২। ত্রিপুরা দোকান ও সংস্থা আইন, ১৯৭০ -এর ধারা ১৮ এবং ত্রিপুরা দোকান ও সংস্থা নিয়মবিধি, ১৯৭০ -এর বিধি ৪৫ (ii) অনুযায়ী কোন দোকান ও সংস্থায় কোন শ্রমিক নিয়োগ করার পূর্বেই নিয়োগ কর্তা ঐ শ্রমিককে নিয়োগ পত্র দিতে বাধ্য।

৩। শ্রম পরিদর্শকরা সময়ান্তরে দোকান ও সংস্থা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ঐ রকম কোন অভিযোগ থাকলে সেটা দূর করার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেন এবং অতিরিক্ত কাজের অতিরিক্ত মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

Admitted Un-starred Question No. : 101

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯-২০০০ ইং, ২০০০-২০০১ ইং এবং ২০০১-২০০২ ইং অর্থবর্ষে খোয়াই নগর পঞ্চায়েত এলাকায় কত কি.মি. সড়ক মেটেলিং ও কার্পেটিং করা হয়েছে?

২। ২০০২-২০০৩ ইং অর্থবর্ষে খোয়াই নগর পঞ্চায়েত এলাকায় মেটেলিং ও কার্পেটিং -এর লক্ষ্যমাত্রা কত ছিল এবং এ পর্য্যন্ত কতটুকু কাজ হয়েছে?

উত্তর

১। ১৯৯৯-২০০০ ইং, ২০০০-২০০১ ইং এবং ২০০১-২০০২ ইং অর্থবর্ষে খোয়াই নগর পঞ্চায়েত এলাকায় মোট ৩.৩৪৪ কি.মি. মেটেলিং এবং ৪.২৯৪ কি.মি. কার্পেটিং করা হয়েছে। বছরভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল —

বছর	মেটেলিং	কার্পেটিং
১৯৯৯-২০০০ ইং	১.১৭৭ কি.মি.	১.২২৭ কি.মি.
২০০০-২০০১ ইং	-	-
২০০১-২০০২ ইং	২.১৬৭ কি.মি.	৩.০৬৭ কি.মি.
মোট	**৩.৩৪৪ কি.মি.**	**৪.২৯৪ কি.মি.**

২। ২০০২-২০০৩ ইং অর্থবর্ষে খোয়াই নগর পঞ্চায়েত এলাকায় মোট ২.০০ কি.মি. রাস্তা মেটেলিং এবং ২.০০ কি.মি. রাস্তা কার্পেটিং -এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল এবং এ পর্য্যন্ত ০.৯০০ কি.মি. মেটেলিং এবং ০.৯০০ কি.মি. কার্পেটিং -এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. : 108

Name of Members : Shri Joy Gobinda Deb Roy
Shri Subodh Nath and
Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে তাঁত সমবায় সমিতি এবং হস্ততাঁত, হস্তকারু এবং রেশম শিল্পের কয়টি ক্লাস্টার এরিয়া রয়েছে (বিভাগভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)?

২। এই ক্লাস্টারগুলির উন্নয়নে কি কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

৩। Quality Dyeing Unit কয়টি স্থাপন করা হয়েছে?

৪। কত বর্গ কিলোমিটার এলাকা উক্ত কোয়াটারগুলির মাধ্যমে কভার হচ্ছে (হস্ততাঁত, হস্তকারু এবং রেশম শিল্পের আলাদা আলাদা হিসাব)?

৫। উৎপাদক তাঁত সমিতি বা Wearing Cluster Village এ কত পরিমান ও কি কি প্রকার কাপড় বৎসরে উৎপাদন হয়?

৬। ইহা কি সত্য যে, প্রয়োজনীয় সরবরাহের অভাবে রাজ্যের পূর্বাশার বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রির হার কমে গেছে? এবং

৭। প্রয়োজনীয় কাপড় উৎপাদনের দপ্তর কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে হস্ততাঁত, হস্তকারু এবং রেশম শিল্পের মোট ৪৩টি ক্লাস্টার রয়েছে। এর মধ্যে হস্ততাঁত শিল্পের অধীনে ২৪টি। হস্তকারু শিল্পের অধীনে ৯টি এবং রেশম শিল্পের অধীনে ১০টি।

ক) হস্ততাঁত শিল্পের ক্লাস্টারগুলির অবস্থান যথাক্রমে ঃ

(১) তাঁরানগর, (২) বামুটিয়া, (৩) নতুননগর, (৪) দুর্জয়নগর, (৫) আগরতলা, (৬) জিরানীয়া (নওগাঁও), (৭) যোগেন্দ্রনগর, (৮) অরুন্ধতীনগর, (৯) গকুলনগর, (১০) নবীনগর, (১১) চড়িলাম, (১২) নলছড়, (১৩) গণকী (খোয়াই) (১৪) তেপানীয়া, (১৫) দুধ পুস্করনী, (১৬) শিলাঘাটি, (১৭) অমরপুর, (১৮) করবুক, (১৯) বারচন্দ্রনগর, (২০) মুহুরীপুর, (২১) ভাউলিয়াবস্তী (আমপাশা), (২২) গোবিন্দপুর, (২৩) দেওছড়া-রামনগর এবং (২৪) বিলাশপুর।

(খ) হস্তকারু শিল্পের ক্লাস্টারগুলির অবস্থান যথাক্রমে ঃ

(গ) রেশম শিল্পের ক্লাস্টারগুলির অবস্থান যথাক্রমে ঃ

(১) চম্পকনগর, (২) বিশ্রামগঞ্জ, (৩) টাকারজলা, (৪) উদয়পুর (গকুলনগর), (৫) অমরপুর, (৬) শান্তিরবাজার, (৭) পানিসাগর, (৮) হুরুয়া, (৯) কাঞ্চনপুর এবং (১০) হালাহালি।

২। এই ২৪টি ক্লাস্টারের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন —

হস্ততাঁত ঃ (ক) প্রজেক্ট প্যাকেজ স্কীম, (খ) ইন্টিগ্রেটেড হ্যাণ্ডলুম ভিলেজ ডেভলেপমেন্ট স্কীম, (গ) থ্রিপট্ ফাণ্ড স্কীম, (ঘ) গ্রুপ ইনসিওরেন্স স্কীম, (ঙ) মার্জিন মানি স্কীম, (চ) হাউজিং স্কীম ফর ডেস্টিটিউট উইভার্স, (ছ) কোয়ালিটি ডাইং ইউনিট স্কীম (জ) এইচ.ডি সি. স্কীম, (ঝ) দীনদয়াল হস্ত চরখা প্রোৎসাহন যোজনা (ডি.ডি.এইচ.পি.ওয়াই.) (ঞ) স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প ইত্যাদি।

হস্তকারু ঃ হ্যাণ্ডিক্র্যাফট্স ক্লাস্টার ভিত্তিক কারুশিল্পীদের উন্নতি কল্পে ত্রিপুরা মহিলা হস্তকারু প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে —

	বিষয়	পরিবারের সংখ্যা	মোট খরচ
১।	প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে	৮০৫ জন কারুশিল্পী	১৩,৫০ লক্ষ টাকা
২।	যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য	৮০৫ জন কারুশিল্পী	৪,০২৫ লক্ষ টাকা
৩।	কার্যকারী মূলধনের জন্য	৮০৫ জন কারুশিল্পী	৬,০৩ লক্ষ টাকা
৪।	অফিস কাম গো-ডাউন তৈরীর জন্য	৫টি ক্লাস্টার অফিস তৈরী	১০,০০ লক্ষ টাকা
৫।	কর্মশালা তৈরীর জন্য	৮০৫ জন কারুশিল্পী	২৯,৭৮৫ লক্ষ টাকা
৬।	সু-চেতনা শিবির	৮০৫ জন কারুশিল্পী	১২,০০ লক্ষ টাকা

উপরোক্ত প্রকল্পে ৯ (নয়)টি ক্লাস্টার মোট ২৫০০ জন (দুই হাজার পাঁচশত) জন কারুশিল্পীকে আওতাধীন করা হবে।

রেশম ঃ ত্রিপুরায় মোট ১০(দশ)টি গুচ্ছ এলাকা বা ক্লাস্টারের মাধ্যমে রেশম চাষ প্রকল্পগুলি রূপায়িত হচ্ছে। পশ্চিম ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় ক্লাস্টারগুলির মাধ্যমে বিশেষ মহিলা রেশম প্রকল্প রূপায়িত হয় এবং এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০০০ জন মহিলাকে রেশমচাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। অনুরূপ, একটি প্রকল্প ধলাই ও উত্তর ত্রিপুরা জেলায় বর্তমানে চালু রয়েছে যার মাধ্যমে প্রকল্পের শেষে ৩০০০ জন মহিলা রেশমচাষীকে তুঁত রেশমচাষের আওতায় আনা হবে। বর্তমানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনসাধারণের জন্য একটি বিশেষ এস.জি.এম.ওয়াই. প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে যার মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী ১৫০০ জন বেনীফিসিয়ারীকে তুঁত রেশমচাষের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে।

৩। এখন পর্য্যন্ত রাজ্যে মোট ১০টি কোয়ালিটি ডাইং ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এইগুলি নিম্নে দেওয়া হল —

ক) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ঃ— ৭টি। যেমন —

১) নতুননগর তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, নতুননগর।

২) আদর্শ তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, গকুলনগর, বিশালগড়।

৩) মহর্ষি বিবেকানন্দ তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, নোয়াগাঁও।

৪) সুরভী তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, ইন্দ্রনগর।

৫) সুকান্ত তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, চড়িলাম।

৬) নলছড় অঞ্চল তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, নলছড়।

৭) মিলন তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ, খোয়াই।

খ) উত্তর ত্রিপুরা জেলায় — ১টি। যেমন —

৮) গোবিন্দপুর তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, ধর্মনগর।

গ) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় — ২টি। যেমন —

৯) মুহুরীপুর তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, বিলোনীয়া।

১০) বীরচন্দ্রনগর গাঁওসভা তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, মনপাথার, বিলোনীয়া।

৪। উক্ত ক্লাস্টারগুলির আওতাভুক্ত অঞ্চলের পরিমান যথাক্রমে —

ক) হস্ততাঁতশিল্প অধীনে ৫ বর্গ কিলোমিটার ব্যাধ।

খ) হস্তকারু শিল্পের অধীনে ৭০৭.১৪ বর্গ কিলোমিটার।

গ) রেশম শিল্পের অধীনে ৯০০ বর্গ কিলোমিটার।

৫। উক্ত সমিতিগুলিতে বছরে প্রায় ৮ লক্ষ বর্গ মিটার কাপড় তৈরী হয়।

বিভিন্ন ধরনের শাড়ী, ধুতী, লুঙ্গী, তোয়ালে, বেডসীট, বেড কভার, অ্যার্কলিক সার্টিং, মণিপুরী চাঁদর।

৬। ইহা সত্য যে, পূর্বাশার বিক্রয়কেন্দ্রগুলি হইতে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁতশিল্পজাত বস্ত্রের বিক্রয় কমে গেছে। কিন্তু ইহা সরবরাহের কারণে নহে।

৭। প্রয়োজনীয় কাপড় উৎপাদনে দপ্তর নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিয়েছে —

ক) উন্নতমানের বস্ত্র উৎপাদনের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা।

খ) পাকা রং -এর সূতা ব্যবহারের জন্য রং ঘর স্থাপন।

গ) কমন ফেসিলিটি সেন্টার স্থাপন।

ঘ) উন্নতমানের তাঁত সরঞ্জামের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান।

ঙ) মিল-হেট স্কীমে সূতা সরবরাহ, ইত্যাদি।

Admitted Un-starred Question No : 113

Name of Members : Shri Ratan Lal Nath and
Shri Jawahar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা বর্তমানে কত শতাংশ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা পাওনা রয়েছেন?

২। উক্ত মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দেওয়ার মত অর্থ চলতি অর্থবছরে বাজেটে সংস্থান রয়েছে কিনা?

৩। থাকিলে, কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন?

৪। কর্মচারীদের জন্য বাজেটে salary and wages বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে শীঘ্রই বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দেওয়া হবে কিনা? এবং

৫। দেওয়া না হলে উক্ত খাতের বরাদ্দকৃত টাকা বেতন ভাতা ছাড়া অন্য কি কি খাতে খরচ করা হবে?

উত্তর

১। রাজ্য সরকার নীতিগত ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতি সাপেক্ষে রাজ্য সরকারী কর্মচারীগণকেও কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে, সেই হিসাবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীগণ ১৭ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা কম পাচ্ছেন কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের তুলনায়। বর্তমানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীগণ ৩২ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীগণ ৪৯ শতাংশ হারে তা পাচ্ছেন।

২নং এবং ৩নং

২০০২-০৩ ইং অর্থবছরে বাজেটে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা প্রদানের জন্য আলাদা ভাবে কোন ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়নি।

৪নং এবং ৫নং

২০০২-০৩ ইং অর্থবছরে কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান খাতে মোট 1075.80 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এর মধ্যে ৩২ শতাংশ মঞ্জুরীকৃত মহার্ঘ ভাতাও ধরা আছে।

উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ শুধুমাত্র বেতন ভাতা এবং মঞ্জুরীকৃত ৩২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতার জন্যই ধরা আছে। সুতরাং অন্য খাতে খরচ করার প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. : 116

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ক্রেতা স্বার্থ সুরক্ষায় বিক্রেতারা বর্তমানে ওজন ও পরিমাপক হিসাবে যে ধরনের দাড়িপাল্লা ব্যবহার করছে সেটা পরিবর্তন করে আধুনিক ধরনের ওজন পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করানোর ব্যাপারে দপ্তর কি ব্যবস্থা নিচ্ছে?

২। নেওয়া না হলে ক্রেতা স্বার্থ সুরক্ষার স্বার্থে দপ্তর কি পদক্ষেপ নিচ্ছে?

উত্তর

১। বর্তমানে ওজনের পরিমাপক যন্ত্র হিসাবে দাড়িপাল্লা ও অন্যান্য আধুনিক ওজনের যন্ত্র উভয়ই বাজারে ব্যবহার করা আইনত বৈধ। কাজেই বর্তমানে ওজন ও মাপ আইন অনুযায়ী কোন পরিবর্তন করার প্রয়োজন নাই।

২। প্রশ্ন ওঠে না।

Admitted Un-starred Question No. : 120

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে ডি.এইচ.এইচ.এস. দপ্তরে কতজন কর্মচারী রয়েছে (টেক্‌নিকেল, নন্-টেকনিকেল সহ অন্যান্য আলাদা আলাদা হিসাব)?

২। উক্ত কর্মচারীদের জন্য বর্তমানে মাসিক বেতন ভাতা বাবদ কত অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে?

উত্তর

১। হস্ততাঁত, হস্তকারু এবং রেশম শিল্প দপ্তরে বর্তমানে মোট ৬৭৮ (ছয়শত আটাত্তর) জন কর্মচারী আছে। এর মধ্যে টেক্‌নিকেল ৩০১ জন। নন্-টেকনিকেল ২২১ জন এবং অন্যান্য ১৫৬ জন।

২। উক্ত কর্মচারীদের জন্য বর্তমানে মাসিক বেতন ভাতা বাবদ ৪৩,৭৫,০০০ (তেতাল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা খরচ হয়।

Admitted Un-starred Question No. : 121

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। Tripura Apex Weavers Cooperative Society Ltd. বর্তমানে কতজন কর্মচারী রয়েছে (Technical, Non-Technical সহ আলাদা আলাদা হিসাব)?

২। উক্ত কর্মচারীদের জন্য বর্তমানে মাসিক বেতন ভাতা বাবদ কত অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে?

উত্তর

১। Tripura Apex Weavers Cooperative Society Ltd. এ বর্তমানে মোট ১৫৭ জন কর্মচারী রয়েছে। উক্ত কর্মচারীদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল —

১)	টেকনিকেল (নিয়মিত)	—	৪ জন।
২)	নন্-টেকনিকেল (নিয়মিত)	—	১০৪ জন।
৩)	ডি.আর.ডব্লিউ	—	৮ জন।
৪)	ক্যাজুয়েল	—	—
৫)	ফিক্স্ট পে	—	৪১ জন
	মোট	—	**১৫৭ জন**

২। উক্ত কর্মচারীদের জন্য বর্তমানে মাসিক বেতন ও ভাতা বাবদ মোট ৭,০৭,৪১৫০০ টাকা ব্যয়িত হয়।

Admitted Un-starred Question No. : 122

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ ইং সন হইতে ১০ই জুন, ২০০২ ইং পর্য্যন্ত ডি.এইচ.এইচ.এস. দপ্তরের আওতায় কত পরিমান সিল্ক কোবন এবং কত পরিমান সিল্ক সূতা উৎপাদিত হয়েছে (সিল্ক কোবন সিল্ক সূতার আলাদা আলাদা এবং বৎসরভিত্তিক হিসাব এবং কেজির অংকের হিসাব)?

২। প্রতি কেজি সিল্ক সূতার মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হয়?

৩। রাজ্যে বর্তমানে প্রতি কেজি সিল্ক সূতার মূল্য কত?

উত্তর

১। ১৯৯৮ ইং সন হইতে ১০ই জুন, ২০০২ ইং পর্য্যন্ত ডি.এইচ.এইচ.এস. দপ্তরের আওতায় উৎপাদিত কোরন (রেশম গুটির) বৎসরভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ —

১৯৯৮-৯৯ ইং	—	৩০,০০০ কেজি
১৯৯৯-২০০০ ইং	—	৩৫,০০০ কেজি

২০০০-২০০১ ইং	—	৩৮,০০০ কেজি
২০০১-২০০২ ইং	—	৩৯,৫০০ কেজি
২০০২-২০০৩ ইং ১০ই জুন পর্য্যন্ত	—	১১,৫০০ কেজি
	—	১৫৪,০০০ কেজি

(সিল্ক সূতার বৎসরভিত্তিক হিসাব)

১৯৯৮-৯৯ ইং	—	৩,০০০ কেজি
১৯৯৯-২০০০ ইং	---	৩,৫০০ কেজি
২০০০-২০০১ ইং	—	৩,৮০০ কেজি
২০০১-২০০২ ইং	—	৩,৯০০ কেজি
২০০২-২০০৩ ইং ১০ই জুন পর্য্যন্ত	—	১,১০০ কেজি
		১৫,৩০০ কেজি

২। প্রতি কেজি সিল্ক সূতার মূল্য নির্ধারিত হয় নিম্নরূপ —

১ কেজি সিল্ক সূতা তৈরী করতে প্রয়োজনীয় গুটির (কোকন) ক্রয়মূল্য, জ্বালানী খরচ ও সূতা উৎপাদনকারীর পারিশ্রমিক।

৩। বর্তমানে রাজ্যে প্রতি কেজি সিল্ক সূতার মূল্য — ১,১৭০ টাকা (১৪/১৬ ডিনিয়ার বিশিষ্ট)। ১,১৪০ টাকা (ভ ২০/২২ ডিনিয়ার বিশিষ্ট)।

Admitted Un-starred Question No. : 123

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। টি.এইচ.এইচ.এস. লিমিটেড এ ১৯৯৮ ইং সন হইতে ২০০২ ইং সনের ১০ই জুন পর্য্যন্ত উৎপাদিত সামগ্রীর মোট মূল্য কত (বৎসরভিত্তিক হিসাব)?

২। টি.এ.ডব্লিও.সি.এস লিমিটেড এ ১৯৯৮ ইং সন হইতে ২০০২ ইং সনের ১০ই জুন পর্য্যন্ত উৎপাদিত সামগ্রীর মোট মূল্য কত (বৎসরভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১। উক্ত বৎসরভিত্তিক টি.এইচ.এইচ.ডি.সি. লিমিটেড কর্তৃক বস্ত্র সামগ্রীর ক্রয়ের মূল্য নিম্নে দেওয়া হল —

ক)	১৯৯৮ ইং (এপ্রিল হইতে মার্চ)	—	২,০৮,৪৩,৬৮২.৭৭
খ)	১৯৯৯-২০০০	—	১,৫২,২৩,৯২৫.৬৫
গ)	২০০০-২০০১	—	১,৩১,৬৮,২৭০.০১
ঘ)	২০০১-২০০২	--	১,১২,০৭,৮৬৫.১৫
ঙ)	২০০২-২০০৩ (১০ই জুন পর্য্যন্ত)	—	১৪,৯৩,৭৪১.৯০
	সর্বমোট	—	৬,১৯,৩৭,৪৮৫.৪৮

উক্ত বৎসরভিত্তিক টি.এইচ.এইচ.ডি.সি. লিমিটেড কর্তৃক কারুশিল্প সামগ্রীর ক্রয়ের মূল্য নিম্নে দেওয়া হইল —

ক)	এপ্রিল হইতে মার্চ - ১৯৯৯ ইং	—	৬৩,২৭,১৩২.৪৫
খ)	এপ্রিল ১৯৯৯ - মার্চ ২০০০ ইং	—	৭০,৪২,৮০৯.৮০
গ)	এপ্রিল ২০০০ - মার্চ ২০০১ ইং	—	৭০,১১,৮২২.০০
ঘ)	এপ্রিল ২০০১ - মার্চ ২০০২ ইং	—	৫৩,০০,০২২.০০
ঙ)	এপ্রিল ২০০২ - জুন ২০০২ ইং	—	১৭,১৮,২৭৮.০০
	সর্বমোট	—	২৭১,০০,০৬৪.৯৫

২। ত্রিপুরা এ্যাপেক্স উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড -এ ১৯৯৮ ইং সন হইতে ২০০২ ইং সনের ১০ইং জুন পর্য্যন্ত উৎপাদিত সামগ্রীর মোট ক্রয়ের মূল্য ৬,৬৫,২২,১৮৭.০০ টাকা।

নিম্নে বৎসরভিত্তিক হিসাব উপস্থাপন করা হল —

ক)	১৯৯৭-১৯৯৮ ইং (অর্থ বৎসর)	—	১,৪২,৬৪,১৪১.০০
খ)	১৯৯৮-১৯৯৯ ইং	—	১,৫৬,৫০,৭২৫.০০
গ)	১৯৯৯-২০০০ ইং	—	১,২১,১৪,৬০৯.০০
ঘ)	২০০০-২০০১ ইং	—	১,১৪,২৩,১৮৫.০০
ঙ)	২০০১-২০০২ ইং	—	১,৩০,৬৯,৫২৭.০০
চ)	২০০২-২০০৩ ইং (বৎসর শেষ হয় নাই)	—	
	সর্বমোট	—	৬,৬৫,২২,১৮৭.০০

Admitted Un-starred Question No. : 126

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। গত পাঁচটি অর্থ বৎসরে রাজ্য সরকার কর্তৃক বৎসরভিত্তিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ কত (বৎসরভিত্তিক, দপ্তরভিত্তিক ও অর্থ বৎসরভিত্তিক)?

২। গত অর্থ বৎসরে রাজ্য সরকারের কোন্ দপ্তর সবচেয়ে বেশী রাজস্ব আদায় করছেন এবং কত?

৩। বর্তমান অর্থ বৎসরে এখন পর্য্যন্ত ক্ষেত্রভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের পরিমান কত?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-starred Question No. : 129

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বর্তমান উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিবহন আধিকারিক মোটর ভ্যাহিকেলস্ আইন কানুনকে তোয়াক্কা না করে উৎকোচ নিয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন এবং রোড পারমিট সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে ইস্যু করছেন?

২। ইহাও কি সত্য উক্ত আধিকারিক উৎকোচ নিয়ে ট্রাক গাড়ীর বা বাৎসরিক রোড টেকস্ এর হার ৪,২০০ টাকার পরিবর্তে ২,১০০ টাকা আদায় করে রাজ্য সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা রাজস্ব ক্ষতি করেছেন এবং ক্রমিক নম্বর ভেঙ্গে পছন্দ মত বে-আইনীভাবে গাড়ীর নাম্বার দিয়ে দিচ্ছেন?

৩। যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে অবিলম্বে উক্ত দুর্নীতির নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করা হবে কিনা? এবং

৪। না করা হলে এর কারণ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। না, ইহাও সত্য নয়।

৩। ১ এবং ২ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৪। ১ এবং ২ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. : 130

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। উগ্রপন্থী হামলায় নিহত পরিবারের সরকারী চাকুরী প্রাপক ব্যক্তিদের সরকারী আবাসন বন্টন করার ক্ষেত্রে এস.টি. এস.সি. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মত অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে কিনা?

২। অগ্রাধিকার দেওয়া না হলে এর কারণ কি?

উত্তর

১। সাধারণতঃ উগ্রপন্থী হামলায় নিহত পরিবারের সরকারী চাকুরী প্রাপকদের পোষ্টিং নিজ বাড়ী এলাকাতেই দেয়া হয়। তবু কিছু কিছু ক্ষেত্রে Home Town -এর বাইরে পোষ্টিং দেয়া হলে তারা যদি সরকারী আবাসনের জন্য দরখাস্ত করেন তাহলে সরকারী নিয়ম অনুসারে কোয়াটার বন্টনের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-starred Question No . 131

Name of Member Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PHE Department be pleased to state .

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট কয়টি ডিপ টিউবওয়েল এবং কয়টি মিনি ডিপ টিউবওয়েল রয়েছে (ব্লকভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)?

২। এর মধ্যে কয়টি ব্যবহারযোগ্য (ব্লকভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)?

৩। বর্তমান অর্থ বছরে সারা রাজ্যে কয়টি ডিপ টিউবওয়েল এবং কয়টি মিনি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে এবং কোথায় কোথায়?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট ৬৩৮টি ডিপ ডিউবওয়েল আছে। তন্মধ্যে ৫৬১টি গ্রামীণ অঞ্চলে এবং ৭৭টি শহরাঞ্চলে। ব্লকভিত্তিক ৫৬১টি গ্রামীণ অঞ্চলস্থিত ডিপ টিউবওয়েলের হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

মিনি ডিপ টিউবওয়েল জন স্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর নির্মাণ করে নাই।

	ব্লকের নাম	ডিপ টিউবওয়েলের সংখ্যা
১।	মেলাঘর	১৯টি
২।	খোয়াই	১৫টি
৩।	জিরানীয়া	৩৩টি
৪।	পদ্মবিল	২টি
৫।	মান্দাই	৭টি
৬।	তলাশিখর	৬টি

ব্লকের নাম	ডিপ টিউবওয়েলের সংখ্যা
৭। তেলিয়ামুড়া	১৬টি
৮। কল্যাণপুর	৬টি
৯। মোহনপুর	৪৭টি
১০। হেজামারা	৮টি
১১। বিশালগড়	৩৪টি
১২। ডুকলী	৪৫টি
১৩। জম্পুইজলা	৮টি
১৪। কাঁঠালিয়া	১৩টি
১৫। বক্সনগর	৮টি
১৬। সাতচাঁদ	২৫টি
১৭। রূপাইছড়ি	৬টি
১৮। বগাফা	৩১টি
১৯। রাজনগর	১৯টি
২০। ঋষ্যমুখ	১১টি
২১। অমরপুর	১৭টি
২২। করবুক	৮টি
২৩। মাতাবাড়ী	২৫টি
২৪। কিল্লা	৪টি
২৫। কাকড়াবন	২২টি
২৬। পেচারথল	৪টি
২৭। দশদা	১১টি
২৮। পানিসাগর	২৪টি
২৯। গৌরনগর	১২টি
৩০। কদমতলা	১৮টি
৩১। কুমারঘাট	১৫টি
৩২। আমবাসা	১০টি
৩৩। ডম্বুরনগর	৭টি
৩৪। মনু	১০টি
৩৫। সালেমা	১১টি
	৫৬১টি

২। প্রতিটি ডিপ টিউবওয়েলই ব্যবহারযোগ্য এবং সামগ্রিকভাবে চালু আছে। ইহার ব্লকভিত্তিক হিসাব ১নং প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হয়েছে।

৩। বর্তমান অর্থ বছরে ৮১টি ডিপ টিউবওয়েল খননের পরিকল্পনা রয়েছে এবং তালিকা সংযোজনী 'এ' -তে দেওয়া হল। মিনি ডিপ টিউবওয়েল নির্মানের কোন পরিকল্পনা নেই।

PROGRAMME FOR DRILLING OF DEEP TUBEWELL DURING 2002-2003

ĀNNEXURE - A

Districtwise name of Block	Schemes under PMGY	Date of Sinking	Schemes under ARWSP	Date of Sinking
1	2	3	4	5
SOUTH TRIPURA DISTRICT				
1. Rupaichari	1. Chalita Bankul		1 West Ludhua	
			2. Dasram Khamar	
2. Satchand	2. Harbatali		3 Taichama	
			4 Sakbari	
			5 Poangbari	
3. Hrishyamukh	3. Krishnapur		6. Gajaria	
			7 Nalua	
4 Bagafa	4. Patichari (near drop gate)		8. Padmamohanpara	
			9 Takma Chara	
			10. Ramraibari	
			11. Bamanchara (near Fishery Firm)	
5. Karbook	5. Bhagaban Tilla		12. Jatanbari ITI	
			13. Bairagi Dokan	
6. Rajnagar	6. Mundapara		14. Gauranga Bazar	
			15. Bhairabnagar	
7. Amarpur	-		16 Burburia	
			17. Purba Dalua	
			18. South Taidu	
			19. Ampi-II	
8. Killa	7. East Kupilong		20. Uttar Brajendranagar	
			21. Raisyabari	
			22. Bagma (Khamarbari)	

1	2	3	4	5
9. Kakrabon	8. Dakshin Murapara		23. Basichandra Murasing para	
			24. Jamjuri (near Market)	
10.Matabari	9. Simsima		25. Adhipur	
			26. Laxmipati	
			27. Karaiyamura	
DHALAI DISTRICT				
1. Ambassa	1. Kamalachara-II		1. Harinamura	
	2 Ganganagar-II		2. Raipasha	
2. Salema	3. Chankap		3. Kartikgram	
	4. West Daluchara		4. Panbua	
			5. Bishalcharra	
3. Manu	5 Sudhan Kumarpara		6. Marachara	
4. Chawmanu	-		7. Kshetrichara	
5. Dumburnagar	6. Pancharatan		8. Raima	
	7 Dalapati		9. Laxmipur	
			10. Tuichakma	
			11 Ramnagar	
NORTH TRIPURA DISTRICT				
1. Panisagar	8. Pekuachara		12. Rajnagar	
	9 Indurail		13. Lalchara colony	
			14. Balidrum	
			15. Padmabil (Nutanbazar)	
2. Kadamtala	10. East Huruah		16. Balichara	
			17. East Ichail[illegible]ara	
			18. Fulbari	
			19. Rajkandi	
3. Pecharthal	11. South Machmara		20. Laxmipur	
4. Gournagar	12. Devipur S.C. Colony		21. Ichabpur-II	
			22. Coldapur	
			23. Rangauti	
			24. Jamthaibari	

1	2	3	4	5
5. Kumarghat	13. Ratanchara		25. Ambedkarnagar 26. Chandrakapur 27. Krishnanagar 28. Laljuri	
6. Dasda	14 Dakshin Dasda		29 Dashamanipara	
7. Damchara	15. Khedachara		30. Bahadurpara	

Total of All District : 24 57

Admitted Un-starred Question No. : 132

Name of M.L.A. : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বর্তমান জেলাশাসকগণ বিশেষ ক্ষমতাবলে বিবাহ রেজিষ্ট্রী করে থাকেন?

২। ইহাও কি সত্য জেলাশাসকগণ বর্তমানে সপ্তাহে মাত্র দুইদিন এই রেজিষ্ট্রী করে থাকেন?

৩। ইহাও কি সত্য জেলাশাসকগণ হিন্দু বিবাহ আইনে এবং স্পেশাল ম্যারেজ এ্যাক্ট মোতাবেক এই রেজিষ্ট্রী করে থাকেন?

৪। জনগণের সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যান্য রাজ্যের মত ত্রিপুরাতে অবিলম্বে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার নিয়োগ করা হবে কিনা?

৫। না হলে, এর কারণ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য যে, বর্তমান জেলাশাসকগণ বিশেষ ক্ষমতাবলে বিবাহ রেজিষ্ট্রী করে থাকেন।

২। রেজিষ্ট্রী ম্যারেজ সপ্তাহের সমস্ত কাজের দিনেই হয়।

৩। হ্যাঁ, ইহা সত্য যে, জেলাশাসকগণ হিন্দু বিবাহ আইন এবং স্পেশাল ম্যারেজ এ্যাক্ট মোতাবেক এই রেজিষ্ট্রী করে থাকেন।

৪। হ্যাঁ, এই ধরনের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন।

৫। প্রশ্ন ওঠে না।

Admitted Un-starred Question No. : 134

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কতটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কতজন যাজক, পুরোহিত, সেবক ও অন্যান্য কাজে ব্রতীদের সরকার থেকে ভাতা প্রদান করা হয় (প্রতিষ্ঠানসমূহের নামসহ)?

২। আগরতলা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনসহ অন্যান্য নগর পঞ্চায়েত সমূহ থেকে মোট কতটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কতজনকে ভাতা দেয়া হয় (প্রতিষ্ঠানসমূহের নামসহ হিসাব)?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট ১০টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ৪৫ জন যাজক, পুরোহিতসহ অন্যান্য কাজে ব্রতী ব্যক্তিদের সরকার থেকে মাসিক মোট ৫৬,৯৫০ টাকা ভাতা প্রদান করা হয়।

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম
১	চতুর্দশ দেবতা বাড়ী, পুরানো আগরতলা
২	দুর্গাবাড়ী মন্দির, আগরতলা
৩	লক্ষ্মীনারায়ণ দেবতা বাড়ী, আগরতলা
৪	নৃসিংহ দেবতা বাড়ী, আগরতলা
৫	বুদ্ধ মন্দির, আগরতলা
৬	রাধামাধব দেবতা বাড়ী, রাধানগর, আগরতলা
৭	কমলেশ্বরী কালিমাতা বাড়ী, কমলাসাগর
৮	নবগ্রহ দেবতা বাড়ী, আগরতলা
৯	মাতাবাড়ী, উদয়পুর
১০	মহাদেববাড়ী, উদয়পুর

২। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি আগরতলা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন ও নগর পঞ্চায়েতের সাথে যুক্ত নয়।

Admitted Un-starred Question No. : 135

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। খোয়াই চম্পাহাওড় (ভায়া জাম্বুরা) সড়কটি সম্প্রসারণের জন্য সড়কের উভয় পার্শ্বের মালিকদের L.A. Notice দেওয়া হয়েছে কিনা?

২। দেওয়া হয়ে থাকলে কবে নাগাদ জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। খোয়াই চম্পাহাওড় (ভায়া জাম্বুরা) সড়কটি সম্প্রসারণের জন্য সড়কের উভয় পার্শ্বের জমির মালিকদের L.A. Act এর 9নং ধারানুযায়ী L.A. Notice কিছুদিনের মধ্যেই দেওয়া হবে।

২। আগামী তিন মাসের মধ্যে জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Un-starred Question No. : 137

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার পাব্লিক লাইব্রেরীর জন্য বাড়ী তৈরীর কাজ কবে শুরু হয়েছিলো? এবং

২। কবে নাগাদ কাজটি সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। খোয়াই মহকুমার পাব্লিক লাইব্রেরীর জন্য বাড়ী তৈরীর কাজ গত ২৫-৬-২০০০ ইং তারিখে শুরু হয়েছিলো।

২। কাজটি অক্টোবর, ২০০২ ইং নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Un-starred Question No. : 138

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার লালছড়া গার্লস হাইস্কুল এর পাকা বাড়ী নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান শেষে কাজ বন্টন করা হয়েছে কিনা?

২। বন্টন করা হয়ে থাকলে কবে নাগাদ কাজটি শুরু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ। ইতিমধ্যেই ৫০ (পঞ্চাশ) শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রাবাসের কাজ ঠিকাদারকে বন্টন করা হয়েছে।

২। অতি শীঘ্রই কাজটি শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Un-starred Question No. : 139

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। খোয়াই সরকারী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল -এর পাকাবাড়ী নির্মাণের কাজ কবে শুরু হয়েছিল?

২। কবে নাগাদ কাজটি সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। খোয়াই সরকারী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল -এর পাকা বাড়ী নির্মাণের কাজ গত ১৭-৬-২০০০ ইং তারিখে শুরু হয়েছিল।

২। কাজটি ২০০২ ইং সনের অক্টোবর মাস নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Un-starred Question No. : 140

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। খোয়াই শহরে ডি. কে. রোড এর উপর লালছড়া গ্রামে মানিক সাহার বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মাণের কাজ কবে শুরু হয়েছিল?

২। কবে নাগাদ কাজটি সম্পন্ন হবে আশা করা যায়?

উত্তর

১। খোয়াই শহরে ডি. কে. রোড -এর উপর লালছড়া গ্রামে মানিক সাহার বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মাণের কাজ গত ১০-১২-২০০১ ইং তারিখে শুরু হয়েছিল।

২। কাজটি ডিসেম্বর, ২০০২ ইং নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Un-starred Questions No. : 141

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার তাঁত চৌমুহনী শেওড়াতলী রাস্তাটি মেটেলিং ও কার্পেটিং এর জন্য টেণ্ডার ডাকা হয়েছে কিনা?

২। হয়ে থাকলে, কবে নাগাদ কাজটি শুরু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রথম কলে উঁচু দরপত্র এবং দ্বিতীয় কলে কোন টেণ্ডার পাওয়া যায়নি। তাই তৃতীয় বার টেণ্ডার কল করা হয়েছে এবং এই কলে ন্যায্য দরপত্র পাওয়া গেলে কাজটি শীঘ্রই শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Un-starred Question No. : 142

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বছরে তেলিয়ামুড়া-খোয়াই সড়কটি প্রশস্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

২। থাকিলে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ল্যাণ্ড সার্ভে করার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে কিনা?

উত্তর

১। প্রশস্ত করার কোন পরিকল্পনা নাই। তবে রাস্তাটির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কাজ হাতে নেয়া হবে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-starred Question No. : 144

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বে-আইনী দখলকৃত উপজাতিদের জমি ফেরৎ দেবার পর অউপজাতি গরীব, ভূমিহীনদের সরকার থেকে যে আর্থিক সাহায্য দেবার কথা ছিল দীর্ঘ দিন যাবত বেশ কিছু ব্যক্তি মহকুমা শাসকদের অফিসে যোগাযোগ করেও তা পাচ্ছে না?

২। সত্য হলে, মহকুমাভিত্তিক কতজন প্রাপক এবং টাকার পরিমাণ কত?

উত্তর

১। হ্যাঁ, সত্য।

২। মহকুমাভিত্তিক প্রাপকের নাম এবং টাকার পরিমান নিম্নরূপ ঃ

মহকুমার নাম	প্রাপকের সংখ্যা	টাকার পরিমান
সদর	৮৯ জন	৭,১০,০০০ টাকা
খোয়াই	১৩১ জন	৩,৪২,৩৬০ টাকা
কৈলাশহর	২ জন	১৬,০০০ টাকা
ধর্মনগর	২ জন	১৬,০০০ টাকা
কাঞ্চনপুর	৫ জন	৩৬,০০০ টাকা
উদয়পুর	৬০ জন	৪,৩২,০০০ টাকা
অমরপুর	২৯ জন	
	৩১৮ জন	**১৫,৫২,৩৬০ টাকা**

Admitted Un-starred Question No. : 145

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries & Commerce be pleased to state :

<u>প্রশ্ন</u>

১। *ইহা কি সত্য যে, নির্মাণ কার্য্য বেড়ে যাবার কারণে রাজ্যে ইটের চাহিদা মারাত্মক বৃদ্ধি পাওয়ায় ইট ভাট্টার মালিকগণও অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি করে ইট বিক্রি করছেন ?*

<u>উত্তর</u>

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

Admitted Un-starred Question No. : 146

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

<u>প্রশ্ন</u>

১। ১৯৯৫-৯৬ ইং অর্থ বৎসর থেকে অদ্য পর্যন্ত Calamity Relief Fund (প্রাকৃতিক দুযোর্গ ত্রাণ তহবিল) -এ কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাকে কত অর্থ দিয়েছে (অর্থ বছর ভিত্তিক হিসাব) ?

২। উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকার কত অর্থ উক্ত তহবিলে জমা দিয়েছে এবং কি পরিমাণে অর্থ ব্যয়িত হয়েছে (বছরভিত্তিক হিসাব) ?

<u>উত্তর</u>

১। ১৯৯৫-৯৬ ইং অর্থ বৎসর থেকে অদ্য পর্যন্ত Calamity Relief Fund (প্রাকৃতিক দুর্যোগ ত্রাণ তহবিল) -এ কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাকে মোট ২৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা দিয়েছে।

বছরভিত্তিক হিসাব দেয়া হল —

	বৎসর	অর্থের পরিমাণ
ক)	১৯৯৫-৯৬	৩১৮.০০ লক্ষ
খ)	১৯৯৬-৯৭	৩৩৭.০০ লক্ষ
গ)	১৯৯৭-৯৮	৩৫৬.০০ লক্ষ
ঘ)	১৯৯৮-৯৯	৩৭৪.০০ লক্ষ
ঙ)	১৯৯৯-২০০০	৩৯০.০০ লক্ষ
চ)	২০০০-২০০১	৩৯০.০০ লক্ষ
ছ)	২০০১-২০০২	৪১০.০০ লক্ষ
	মোট	**২৫৭৫.০০ লক্ষ**

২। রাজ্য সরকার কর্তৃক উক্ত তহবিলে বরাদ্দকৃত অর্থের বৎসরভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ —

	বৎসর	অর্থের পরিমান
ক)	১৯৯৫-৯৬	১০৬.০০ লক্ষ
খ)	১৯৯৬-৯৭	১১২.০০ লক্ষ
গ)	১৯৯৭-৯৮	১১৯.০০ লক্ষ
ঘ)	১৯৯৮-৯৯	১২৫.০০ লক্ষ
ঙ)	১৯৯৯-২০০০	১৩০.০০ লক্ষ
চ)	২০০০-২০০১	১৩০.০০ লক্ষ
ছ)	২০০১-২০০২	১৩৭.০০ লক্ষ
	মোট	৮৫৯.০০ লক্ষ

অর্থাৎ, মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৮৫৯.০০ লক্ষ।

বৎসরভিত্তিক ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ —

	বৎসর	ব্যয়িত অর্থের পরিমান
ক)	১৯৯৫-৯৬	১৩৭.৮৫০ লক্ষ
খ)	১৯৯৬-৯৭	৬০.১৪০ লক্ষ
গ)	১৯৯৭-৯৮	৬০.৭৫০ লক্ষ
ঘ)	১৯৯৮-৯৯	১৩২১.৭২৩ লক্ষ
ঙ)	১৯৯৯-২০০০	৮১৯.৯১৭ লক্ষ
চ)	২০০০-২০০১	১৩৯.৭৮৫ লক্ষ
ছ)	২০০১-২০০২	১১০.০০০ লক্ষ
	মোট	২৬৫০.১৬৫ লক্ষ

অর্থাৎ, উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকার মোট ২৬৫০.১৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন।

Admitted Un-starred Question No. : 149

Name of Member : Shri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কোন্ কোন্ দপ্তরে কতগুলি কি ধরনের গাড়ী ভাড়া করে ব্যবহার করা হচ্ছে?

২। এই সমস্ত দপ্তরগুলিতে ভাড়া করা গাড়ী ব্যবহারের জন্য ২০০১-০২ ইং অর্থ বছরে কত টাকা করে ব্যয় হয়েছে? এবং

৩। কি ধরনের শর্তাবলীর ভিত্তিতে গাড়ীগুলি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩। রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নলিখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে গাড়ীগুলি ভাড়া নেওয়া হয়।

Sl. No.	Type of vehicle	Upper ceiling of rates
a)	For Jeep (Commander)	Detention charge : Rs. 210/- per day and Rs. 2.25 per km run
b)	For Maruti Van (Omni)	Detention charge is Rs. 200/- per day and Rs. 2.25 per km run
c)	For Ambassador Car	Detention charge is Rs. 210/- per day and Rs. 3.00 per km run

উপরিউক্ত ভাড়া থেকে ১০ শতাংশ বেশী ভাড়া দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং ধলাই জেলার জন্য এবং ২০ শতাংশ বেশী গণ্ডাছড়া, কাঞ্চনপুর, লংতরাইভ্যালী এবং অমরপুর মহকুমার জন্য ধরা হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. : 150

Name of Member .: Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী আবাসনের সংখ্যা কত (প্রতিটি মহকুমায় টাইপ ভিত্তিতে সরকারী আবাসনের সংখ্যা সহ বিস্তৃত বিবরণ)?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী আবাসনের সংখ্যা ৭৬০২টি। মহকুমা এবং টাইপ ভিত্তিক আবাসনের সংখ্যা সংযোজনী 'ক' -তে দেখানো হল।

সংযোজনী 'ক'

রাজ্যের মহকুমাগুলিতে সরকারী আবাসনের টাইপ ভিত্তিক বিবরণ

মহকুমা	সরকারী আবাসনের সংখ্যা							
	টাইপ-১	টাইপ-২	টাইপ-৩	টাইপ-৪	টাইপ-৫	টাইপ-৬	নন্ টাইপ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
সদর	৪২৩	৭৪২	৪৪৯	৩৪৩	৫৯	৩২	৫৬	২১০৪
উদয়পুর	২৬০	১৮৬	১২৩	৫৮	৩	—	২০	৬৫০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
বিলোনীয়া	১২৩	১৩১	৭৭	৩০	—	—	১২	৩৭৩
সোনামুড়া	৯৪	৮২	২২	১৯	—	—	৬	২২৩
খোয়াই	১০০	১৫৫	৬৪	২২	১	—	১৭	৩৫৯
ধর্মনগর	১০২	১৫৫	৪৭	২২	১	—	৭২	৩৯৯
কৈলাশহর	৩০৬	৩৩৫	১৭০	৯৫	৬	২	১৭	৯৩১
কাঞ্চনপুর	১৪৩	১৬৮	৫৩	৪০	৪	—	৪	৪১২
লংতরাই ভেলী	৬২	৩৬	৩১	৩	—	—	৫	১৩৭
আমবাসা	১২০	১৯৬	৭৭	৩৩	১	—	১২	৪৩৯
গণ্ডাছড়া	৭৩	৪৪	২৪	১১	—	—	—	১৫২
কমলপুর	১৪৯	১৯৯	৪২	১৭	২	—	—	৪০৯
বিশালগড়	১১৪	১৭৫	৪৩	১৮	১	—	২৬	৩৭৭
সাব্রুম	১০২	১১৯	৩০	১৭	—	—	৩	২৭১
অমরপুর	৯১	১৩৯	৪৮	৩২	১	—	৫৫	৩৬৬
সর্বমোট	**২২৬২**	**২৮৬২**	**১৩০০**	**৭৬০**	**৭৯**	**৩৪**	**৩০৫**	**৭৬০২**

Admitted Un-starred Question No. : 153

Name of Member : Shri Prakash Ch Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। আগরতলা পুর পরিষদ কর্তৃপক্ষ কি কি কারণে গত এক বছরে কতগুলি জলাশয় ভরাটের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-starred Question No. : 157

Name of Member : Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য সর্বনিম্ন বেতন ক্রম কত?

উত্তর

১। ১৯৯৯ বেতন বিন্যাস অনুসারে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের সর্বনিম্ন বেতনক্রম হল ৩০৫০-৮০-৪০১০-৯০-১০০-৫৯১০।

Admitted Un-starred Questions No. : 160

Name of Member : Shri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বর্তমান অর্থ বছরে বামুটিয়া এলাকায় কোন্ কোন্ রাস্তাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারের কাজ করা হবে এবং কোথায় কোথায় নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হবে?

উত্তর

১। বর্তমান অর্থ বছরে বামুটিয়া এলাকায় যে যে রাস্তাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারের কাজ করা হবে তা সংযোজনী 'ক'-তে দেখানো হল। উক্ত এলাকায় বর্তমান অর্থ বছরে কোন নতুন রাস্তা নির্মাণ করার পরিকল্পনা নাই।

সংযোজনী 'ক'

ক) সংস্কারের কাজ চলছে ঃ—

১। বামুটিয়া ---- কলকলিয়া রাস্তা।

২। শান্তিপাড়া — বরজুষ রাস্তার ড্রেইন এবং বক্স কালভার্টের কাজ।

৩। কামালঘাট তহশীল কাছারি থেকে ছেছুরিয়া বাজার (৪.৩০ কি.মি.) পর্য্যন্ত রাস্তার সলিং এবং প্যাচ রিপেয়ারিং এর কাজ।

৪। শান্তিপাড়া থেকে নোয়াগাঁও, কালিবাজার হয়ে বরজুষ পর্য্যন্ত রাস্তায় নোয়াগাঁও-এ (Ch. 4.50 k.m.) এস.পি.টি. ব্রিজটিকে আর.সি.সি. বক্স কালভার্টে রূপান্তরিত করা।

৫। বামুটিয়া থেকে ফটিকছড়া রাস্তার ৩.৫০ কি.মি. থেকে ৭.০০ কি.মি. অংশ।

৬। শালবাগান - বামুটিয়া রাস্তার ৬.৫০ কি.মি. থেকে ১২.০০ কি.মি. অংশ।

৭। শালবাগান - বামুটিয়া রাস্তার ৪.০০ কি.মি. থেকে ৬.৫০ কি.মি. অংশ।

৮। বামুটিয়া - ফটিকছড়া রাস্তার ০.০০ কি.মি. থেকে ৩.৫০ কি.মি. অংশ।

খ) টেণ্ডারের কাজ চলছে ঃ—

১। দাস চৌমুহনী — কৃষ্ণনগর বি.এস.এফ. ক্যাম্প রাস্তা।

২। ছেছুরিয়া — কলকলিয়া ভায়া ইন্দিরা বিকাশ নগর রাস্তা।

গ) ইষ্টিমেট তৈরীর কাজ চলছে ঃ—

১। বামুটিয়া — ফটিকছড়া রাস্তার রিকার্পেটিং, গ্রাউটিং এবং সীল কোটের কাজ।

২। লেম্বুছড়া — ছেছুরিয়া রাস্তার সলিং -এর কাজ।

৩। কামালঘাট তহশীল — ছেছুরিয়া রাস্তার সলিং, মাটি ভরাট এবং ড্রেইনের কাজ।

ঘ) সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হবে ঃ—

১। লেম্বুছড়া — কলকলিয়াা ভায়া নোয়াগাঁও, বাজালঘাট রাস্তা।

২। গান্ধীগ্রাম বাজার — পোলট্রি ফার্ম রাস্তার ০ কি.মি. থেকে ১.৮০ কি.মি. রাস্তার রিকার্পেটিং, গ্রাউটিং এবং ড্রেনের কাজ।

Admitted Un-starred Question No. : 161

Name of Members : Shri Prakash Ch. Das and Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। দেশের কোন্ কোন্ রাজ্যের সচিবালয় প্রশাসনগুলির কর্মচারীরা ঐ সকল রাজ্যের অন্যান্য দপ্তরগুলির কর্মচারীদের তুলনায় উচ্চতর বেতনক্রম পাচ্ছে?

২। সচিবালয় প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের কাজের দায়িত্ব, কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে রাজ্যের বিভিন্ন সচিবালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের উচ্চতর বেতনক্রম দেওয়ার বিষয়টি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা?

৩। নেওয়া না হলে এর কারণ কি?

উত্তর

১। দেশের কোন্ কোন্ রাজ্যের সচিবালয় প্রশাসনগুলির কর্মচারীরা ঐ সকল রাজ্যের অন্যান্য দপ্তরগুলির কর্মচারীদের তুলনায় উচ্চতর বেতনক্রম পাচ্ছে অর্থ দপ্তরের জানা নাই।

২ ও ৩ নং

সচিবালয় প্রশাসনের কাজের দায়িত্ব ও গুরুত্ব বিষয়গুলি বিবেচনা করে ১-১-৮৯ ইং থেকে মহাকরণ কর্মচারীদের জন্য "Tripura Secretariat Service Rules, 1989" নামে Cadre Service প্রবর্তন করা হয়। এই Service Rules এর Grade-III/IV (১৯৯৯ সংশোধিত) অর্থাৎ Accounts Officer/Section Officer/Administrative Officer পদ পর্য্যন্ত মহাকরণ ও রাজ্যের অন্যান্য ডাইরেক্টরিয়েট/জিলা প্রশাসনের নীচুস্তরের কর্মচারীদের বেতনক্রম এবং প্রমোশন পাওয়ার সুযোগ সমান হলেও মহাকরণ কর্মচারীরা এর উপরদিক অর্থাৎ অবর সচিব থেকে উপ-সচিব এবং উপ-সচিব থেকে যুগ্ম-সচিব পর্য্যন্ত প্রমোশন পেয়ে থাকেন এবং তার জন্য প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে

আলাদা উচ্চতর বেতনক্রমের ব্যবস্থার রয়েছে। কিন্তু এই সুযোগটি রাজ্যের অন্যান্য ডাইরেকটরিয়েট বা জিলা প্রশাসনের মিনিষ্টারিয়াল কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নেই। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় যে, পরোক্ষভাবে ১-১-৮৯ ইং থেকেই মহাকরণ কর্মচারীদের জন্য উচ্চতর বেতনক্রম চালু হয়েছে। সুতরাং নূতনভাবে মহাকরণ কর্মচারীদের জন্য উচ্চতর বেতনক্রম চালু করার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

Admitted Un-starred Question No. : 166

Name of Member : Shri Bijoy Kumar Hrangkhawl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

Question

1. What is the total number of S.T. Gazetted Officers under the State Government of Tripura, Departmentally and category wise ?

Answer

1. Information is under collection.

Admitted Un-starred Question No. : 167

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্যি আসাম-আগরতলা রাস্তার কাশীপুর থেকে বৃদ্ধিনগর পর্য্যন্ত এবং আগরতলা-সাব্রুম রাস্তার এ.ডি. নগর হইতে সাব্রুম পর্য্যন্ত রাস্তার যে কাজ হয়েছে তাহা অত্যন্ত নিম্নমানের?

২। ইহাও কি সত্য যে উক্ত কাজে মেটেলিং করা হয়েছে তা 10 x 12 MM পাথর দিয়ে করা হয়েছে যাহা specification অনুযায়ী কম?

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে উক্ত ঘটনা তদন্ত করা হয়েছে কিনা?

৪। না হলে এর কারণ? এবং

৫। উক্ত কাজগুলি সম্পন্ন করার দায়িত্ব কোন্ সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। না, ইহা সত্য নয়।

২। না, ইহাও সত্য নয়। ৫০ মি.মি. থেকে ২০ মি.মি. সাইজের ঔভ্যার ব্রান্ট ঝামা ব্রিক্স দিয়ে মেটেলিং করা হয়েছে এবং ব্ল্যাক টপিং -এর টপ অয়েরিং কোসের জন্য ১৩.২ মি.মি. থেকে ১১.২ মি.মি. সাইজের স্টোন চিপ্‌স ব্যবহার করা হয়েছে যা কাজের চুক্তিপত্রে বর্ণিত কোয়ালিটি প্যারামিটার অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য।

৩। ১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৪। ১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন প্রযোজ্য নয়।

৫। উক্ত কাজগুলি সম্পন্ন করার দায়িত্ব সীমান্ত সড়ক সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. : 168

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজস্ব দপ্তরের Commissioner's Cell-এ দীর্ঘ দিন ধরে অডিট হচ্ছে না?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে কোন্ সাল থেকে অডিট হচ্ছে না? এবং

৩। অডিট না হওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ সত্য।

২। সেল -এর জন্ম লগ্ন থেকে অর্থাৎ ১৯৭৫ ইং সাল থেকে।

৩। প্রতি বৎসরই A.G.-এর সঙ্গে Reconciliation করা হচ্ছে তাতে কোন অসঙ্গতি পাওয়া যায়নি তাই অডিট হয়নি।

Admitted Un-starred Question No. : 171

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে যে সকল Monthly Rated Contingent Worker (Group-C & D) Daily rated Contingent Worker (Group-C & D) Contract Group D and Folk Artist রয়েছে, তাদের মধ্যে কত জনকে ২২শে মার্চ ২০০১ থেকে আজ পর্য্যন্ত নিয়মিত করা হয়েছে (দপ্তরভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১। এখন পর্য্যন্ত ৩৮টি দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কোন Monthly Rated Contingent Worker (Group-C & D) Daily rated Contingent Worker (Group-C & D) ইত্যাদি কর্মচারী এখন পর্য্যন্ত নিয়মিত হয়নি। তবে কয়েকটি দপ্তর থেকে এখনও কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য আসেনি। সে সব দপ্তরকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. : 177

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বছরে খোয়াই মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে সিঙ্গিছড়া বি.এস.এফ. ক্যাম্প (ভায়া পূর্ণিমা হাই স্কুল) রাস্তায় সিঙ্গিছড়ার উপর বক্স কালভার্ট নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

২। থাকিলে কবে নাগাদ তা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ, সিঙ্গিছড়ার উপর একটি ৮.০০ মিটার দৈর্ঘ্য স্ল্যাব কালভার্ট নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের আছে।

২। উক্ত কাজের জন্য দরপত্র বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে। ২০০২-২০০৩ আর্থিক বৎসরে কাজটি হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Un-starred Question No. : 179

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। গত অর্থ বৎসর এবং বর্তমান অর্থ বৎসরের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত মৎস্য দপ্তরের আর্থিক সাহায্যে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সারা রাজ্যে কি কি প্রকল্পে কি কি কাজ হয়েছে (অর্থ বৎসর ভিত্তিক হিসাব)?

২। উক্ত সময়ে কত অর্থ ব্যয়িত হয়েছে (অর্থ বৎসর, প্রকল্প ভিত্তিক এবং পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-starred Question No. : 190

Name of Members : Shri Joy Gobinda Deb Roy and Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে রিক্সা শ্রমিকের মোট সংখ্যা কত (মহকুমা ও বিভাগভিত্তিক হিসাব)?

২। সমস্ত রিক্সা শ্রমিক পরিবার বি.পি.এল. -এর আওতায় এসেছে কিনা?

৩। তাদের মধ্যে কত পরিবারের নিজস্ব রিক্সা রয়েছে (মহকুমাভিত্তিক হিসাব)?

৪। রাজ্যে মোটর শ্রমিকের সংখ্যা কত?

৫। রাজ্যে বর্তমানে অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা কত (ট্রেড অনুযায়ী হিসাব)?

৬। এই শ্রমিকদের জন্য কি প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে?

৭। এর ফলে তারা কি কি সুযোগ-সুবিধা পাবে?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে রিক্সা শ্রমিকের মোট সংখ্যা ১৩,৩৭৬ (মহকুমা ও বিভাগভিত্তিক সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল) —

পশ্চিম ত্রিপুরা

(ক)	সদর	-	৪,৫৫৭ জন
(খ)	বিশালগড়	-	১,৪০২ জন
(গ)	সোনামুড়া	-	৩৫১ জন
(ঘ)	খোয়াই	-	৭০১ জন
	মোট	-	৭,০১১ জন

দক্ষিণ ত্রিপুরা

(ক)	উদয়পুর	-	২,০০০ জন
(খ)	অমরপুর	-	৩৫ জন
(গ)	বিলোনীয়া	-	৬৯০ জন
(ঘ)	সাব্রুম	-	১১ জন
	মোট	-	২,৭৩৬ জন

উত্তর ত্রিপুরা

(ক)	কৈলাশহর	-	৫৭৫ জন
(খ)	ধর্মনগর	-	২,০১৬ জন
(গ)	কাঞ্চনপুর	-	৯৫ জন
	মোট	-	২,৬৮৬ জন

ধলাই

(ক)	কমলপুর	-	৬১৩ জন
(খ)	আমবাসা	-	৩৩০ জন
(গ)	গণ্ডাছড়া	-	-
(ঘ)	লংতরাইভ্যালী	-	-
	মোট	-	৯৪৩ জন

২। সমস্ত রিক্সা শ্রমিক পরিবার বি.পি.এল. -এর আওতায় আসে নাই।

৩। তাদের মধ্যে ৪,৩৪২ পরিবারের নিজস্ব রিক্সা রয়েছে। মহকুমাভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল —

পশ্চিম ত্রিপুরা

(ক)	সদর	-	১,১৬৫ জন
(খ)	বিশালগড়	-	৫০৫ জন
(গ)	সোনামুড়া	-	২০৫ জন
(ঘ)	খোয়াই	-	৩৬০ জন
	মোট	-	২,২৩৫ জন

দক্ষিণ ত্রিপুরা

(ক)	উদয়পুর	-	৫৭৮ জন
(খ)	বিলোনীয়া	-	৩৫৫ জন
(গ)	অমরপুর	-	১৬ জন
(ঘ)	সাব্রুম	-	৪ জন
	মোট	-	৯৫৩ জন

উত্তর ত্রিপুরা

(ক)	কৈলাশহর	-	৩৫০ জন
(খ)	ধর্মনগর	-	৫১৮ জন
(গ)	কাঞ্চনপুর	-	৬০ জন
	মোট	-	৯২৮ জন

ধলাই

(ক)	কমলপুর	-	১২৩ জন
(খ)	আমবাসা	-	১০৩ জন
(গ)	গণ্ডাছড়া	-	-
(ঘ)	লংতরাইভ্যালী	-	-
	মোট	-	২২৬ জন

৪। রাজ্যে মোটর শ্রমিকের সংখ্যা ১৬,৮৭৪ জন।

৫। রাজ্যে বর্তমানে অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা ৫,৬১,২৭৮, ট্রেড অনুযায়ী হিসাব নিম্নে দেওয়া হল —

ক)	দোকান ও সংস্থা	—	১৭,৩৯০
খ)	চাল কল	—	১,৭৯১
গ)	ইট ভাট্টা	—	১০,১৬৫
ঘ)	নির্মাণ কার্য	—	১৫,১৮০
ঙ)	পাথর ভাঙ্গা ও চূর্ণ করা	—	১,৪৭০
চ)	পেট্রোল পাম্প	—	১,০০০
ছ)	কাঠের মিল	—	১৬৬
জ)	রিক্সা শ্রমিক	—	১৩,৩৭৬
ঝ)	মাল বোঝাই ও খালাস করা	—	৬০২
ঞ)	অন্যান্য	—	১,৫২,৮৯২
ট)	কৃষিকার্য	—	৩,৪৭,৬৯৬
	মোট	—	**৫,৬১,২৭৮**

৬। অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার "অসংগঠিত শ্রমিক সহায়িকা প্রকল্প" চালু করেছে।

৭। এই প্রকল্পের উপকৃত শ্রমিক প্রতি মাসে তার নির্দিষ্ট এ্যাকাউন্টে ২৫ টাকা জমা দেবেন রাজ্য সরকারও ঐ এ্যাকাউন্টে সমপরিমান অর্থ প্রদান করবে। ব্যাঙ্ক চাঁদা প্রদানকারীর জমানো মোট টাকার উপর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে বার্ষিক সুদ দেবে। ৫৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হলে উপকৃত শ্রমিক সমস্ত টাকা সুদ সহ ফেরত পাবেন। ৫৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে উপকৃত শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে অথবা দুর্ঘটনাজনিত কারণে সম্পূর্ণ রূপে শারীরিক অক্ষম হলে, কিংবা দুর্ঘটনায় দুটি চোখ বা দুটি পা নষ্ট হলে অথবা একটি চোখ বা একটি পা নষ্ট হলে অথবা চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল দেয় চাঁদা দিতে না পারলে কর্মীকে বিভিন্ন সময়ের ঘোষিত সুদসহ তার জমানো মোট টাকা ফেরত দেওয়া হবে।

Admitted Un-starred Question No. : 191

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

<u>প্রশ্ন</u>

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট কতজন সরকারী কর্মচারী রয়েছেন (নিয়মিত এবং অনিয়মিত আলাদা আলাদা হিসাব)? এবং

২। এদের মধ্যে Group A, B, C এবং D এর দপ্তরভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব?

৩। রাজ্যে বর্তমানে সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলিতে কতজন সরকারী কর্মচারী রয়েছেন (নিয়মিত এবং অনিয়মিত গ্রুপ এ, বি, সি এবং ডি এর দপ্তরভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব?

উত্তর

১, ২ এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর — তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-starred Questions No. : 197

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে কোন্ কোন্ মহকুমায় কয়টি সিনেমা হল আছে (সিনেমা হলগুলির নামসহ মহকুমাভিত্তিক হিসবা)?

২। উক্ত সিনেমা হলগুলিতে নিযুক্ত নিয়মিত ও অনিয়মিত শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা কত?

৩। ইহা কি সত্য যে, বিভিন্ন সমস্যাজনিত কারণে সম্প্রতি রাজ্যে কয়েকটি সিনেমা হল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে?

৪। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে সিনেমা হলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ এবং সমস্যাগুলি কি কি? এবং

৫। জনগণের সাথে সিনেমা হলগুলির শ্রমিক কর্মচারীদের ও মালিকদের সমস্যাগুলি সমাধান করে পুনরায় খোলার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা?

উত্তর

১। রাজ্যে ২৩টি স্থায়ী সিনেমা হল ও ১১টি অস্থায়ী সিনেমা হল, মোট ৩৪টি সিনেমা হল আছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ —

মহকুমা	স্থায়ী সিনেমা হলের সংখ্যা	স্থায়ী সিনেমা হলের নাম
সদর	৪টি	রূপসী, রূপছায়া, চিত্রকথা ও সূর্য্যঘর
খোয়াই	২টি	রাধা এবং জ্যোতি
কৈলাশহর	৩টি	তারা, রাজলক্ষ্মী, জয়মা
ধর্মনগর	৩টি	মায়া, প্রেমদা, উত্তরা
কাঞ্চনপুর	১টি	মা রেণুকা
কমলপুর	২টি	স্বপনপুরী, বাবা লোকনাথ
লংতরাই ভ্যালী	১টি	সঙ্গীতা
আমবাসা	১টি	আমবাসা
উদয়পুর	৩টি	চিত্রঘর, প্রিয়া, মির্জ্জা
বিলোনীয়া	৩টি	নিউ ইন্দ্রপুরী, সৈকত, মা-সুমতী

২। উক্ত সিনেমা হলগুলিতে নিয়মিত শ্রমিকদের সংখ্যা মোট ১৫৩ জন ও অনিয়মিত শ্রমিকের সংখ্যা মোট ৫ জন।

৩। হ্যাঁ, মালিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্প্রতি কিছু হল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

৪। কেবল টি.ভি. ও ভি.ডি.ও.-র মাধ্যমে চলচিত্র প্রদর্শিত হওয়ার ফলে, হলগুলিতে দর্শক সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত হ্রাস পাওয়ার ফলে, মালিকগণ আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার কারণে, হলগুলি মালিক কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেয়। উপরন্তু হলগুলির গঠন সংক্রান্ত (Structural fitness) অগ্নি-নির্বাপক ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা যথাযথ না থাকার ফলেও হলগুলি বন্ধ হয়ে আছে। জেলাশাসকগণ (Licensing Authority) উক্ত বিষয়ে সিনেমা হল মালিক পক্ষকে যথাযথ সংস্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন।

৫। রাজ্য সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেষ্ট এবং সকল বন্ধ সিনেমা হলগুলি খোলার জন্য বিভিন্ন উপযোগী উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রী মালিক কর্তৃপক্ষকে নিয়ে সমস্যা নিরসনে বৈঠক করেছেন এবং মালিক কর্তৃপক্ষ তাদের দাবীগুলি মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পেশ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশানুসারে সমস্যাগুলি দূরীকরনের লক্ষ্যে অর্থ কমিশনারকে চেয়ারম্যান করে ৬ সদস্যের সরকারী পর্যায়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটি তাদের রিপোর্ট ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে জমা দিয়েছেন এবং তাহা রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন।

Admitted Un-starred Question No. : 201

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের অনুকরণে পেটারনিটি লিভ ত্রিপুরা সরকারের পুরুষ কর্মচারীদের জন্য চালু করা হবে কিনা?

২। করা না হলে, এর কারণ কি?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য পেটারনিটি লিভ চালু করার বিষয়টি বর্তমানে সরকারের পরিকল্পনায় নেই।

২। বস্তুতঃ পঞ্চম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মচারীদের জন্য পেটারনিটি নিয়ে ব্যবস্থা চালু করেন; কিন্তু ত্রিপুরা ৪র্থ বেতন কমিশন এ ব্যাপারে তাঁদের প্রতিবেদনে এ ধরনের কোন সুপারিশ না করায় রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি।

Admitted Un-starred Question No. : 202

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। Extremist Violence স্কীমে কতগুলি আবেদন পত্র চাকুরীর জন্য এখনও রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন (জেলাভিত্তিক হিসাব)?

২। উক্ত প্রকল্প অনুসারে চাকুরীগুলি শীঘ্রই দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে? এবং

৩। ইহা কি সত্য Extremist Violence স্কীমে ঘটনার ১ (এক) বছরের মধ্যে চাকুরী অথবা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে?

উত্তর

১। Extremist Violence স্কীমে মোট ৫৫টি আবেদন পত্র চাকুরীর জন্য এখনও রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন।

জেলাভিত্তিক হিসাব

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা	—	১৮টি
উত্তর ত্রিপুরা জেলা	—	৯টি
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা	—	১৫টি
ধলাই জেলা	—	১৩টি
মোট	—	৫৫টি

উল্লেখ থাকে যে জেলা স্তরে ১৪৮টি আবেদন পত্র পরীক্ষাধীন জেলাভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল —

পশ্চিম ত্রি পুরা জেলা	—	৮৮টি
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা	—	২৭টি
উত্তর ত্রিপুরা জেলা	—	১০টি
ধলাই জেলা	—	২৩টি
মোট	—	১৪৮টি

২। রাজ্য সরকার স্মারকলিপি নং এক ১০ (২৭) রেভিনিউ। ৯৮ ইং তাং ৫ই মে ১৯৯৯ অনুসারে রাজ্য সরকার উক্ত প্রকল্প অনুযায়ী চাকুরী দেওয়ার জন্য সমস্ত রকম পদক্ষেপ নিয়েছেন।

(স্মারকলিপির প্রতিলিপি সঙ্গে দেওয়া হইল)

২। হ্যাঁ। উল্লেখ থাকে যে, কোন ব্যক্তি যদি উগ্রপন্থী দ্বারা অপহৃত হন এবং এই অপহরণের কাল যদি দুই বা ততোধিক বৎসর হয় তবে সেই ব্যক্তির পরিবার ও রাজ্য সরকারের Extremist Violence scheme এ চাকুরী অথবা সাহায্যের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন। এই প্রসঙ্গে অর্থ দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত এক ১১ (১) ফিন (জি)/৯৪ তাং ১৪ই মে ১৯৯৯ স্মারকলিপি সঙ্গে দেওয়া হইল। উল্লেখ থাকে যে, স্মারকলিপিতে,উল্লিখিত সময়সীমা ১০-৪-১৯৯৮ এর পরিবর্তে ১০-৪-১৯৯৩ পড়িতে হইবে।

২নং উত্তরের স্মারকলিপি

NO. F. 10 (27) - REV / 98 - I
GOVERNMENT OF TRIPURA
REVENUE DEPARTMENT

Dated, Agartala, the 5th May, 1999

MEMORANDUM

Subject : Death due to Extremist Violence provision of Government employment expeditious disposal cases.

Attention of all concerned is invited to the Governemnt decision to provide employment to next of kin of persons killed in extremist violence within a month of the date of death. It has been observed that in a large number of cases this time frame has not been maintained Some added initiative on the part of the field level officials for conducting enquiry, collection of the duly filled in application forms, testimonials etc. after proper verification of the documents, if considered necessary, and prompt remitence of these to the Revenue Deaprtment is called for in order to improve the position considerably.

2. With above in view it has been decided that :-

i) Soon after a death due to extremist violence is reported, the concerned District Magistrate would detail a responsible officer, preferably of the rank of a Deputy Collector, who should visit the place of occurance, meet the surviving kind of the deceased within a week's time and initiate proposals for providing immediate relief. The District Magistrate should also call for a police report from the concerned SP who will furnish the same within fifteen days.

ii) The visiting officials will take into account the details of the survivors in the family of the deceased in such a manner as to ensure that need for furth er inspection is minimized for issue of survival certificate by the Sub-Divisional Officer.

iii) In case there is only one surviving member eligible for Government job in the family of the deceased the vi siting official should collect the application from the concerned person and arrange for making the same available to the concerned Sub-Divisional Offi cer within 14 (fourteen) days of the concerned date of occurence.

iv) In case there is more than one surviving member eligible for Government job in the family of the deceased, the visiting official should consult them and help in reaching a consensus, opinion as to who amongst them should be provided with the Governemnt job. Once they decide, a no objection certificate from such eligible persons in the family who decide not to apply for Government job should be obtained either jointly or separately and forwarded to the Sub-Divisional Officer along with the application form duly filled in.

v) It is imperactive that the application as also inspection shall have to be as per proforma prescribed for the purpose. It is emphasized about the marital status of the deceased as well as the candidate.

vi) The Sub-Divisional Officer, on receipt of the report of the inspecting official, should arrange for collection of all necessary documents such as (i) survival certificate, (ii) certifiacte of educational qualification etc. and (iii) citizenship certificate and such other documents as may be required to support the candidature the person applying for job.

vii) Once certificates and documents as stated herein above been collected, the Sub-Divisional Officer should arrange for their verifi cation, If considerd necessary and on being satisfied that the papers are genuine and complete in all respect, send the application to the concerned District Magistrate in such a way as to reach him by the 21st day of concurrence.

viii) On receipt of the papers from the Sub-Divisional Officer, the District Magistrate should undertake necessary scrutiny of the application as also the SP's report, conduct such further inquiries as he may consider necessary and being satisfied that the application is complete in all respect shall forward the same to the Under Secretary (By name) Revenue Deptt. along with recommendations in the prescribed form. It has to be ensured that the papers from the District Magistrate's office reach the Revenuie Department not later than the 25th day of the date of occurence.

ix) The proposal, when received in the Revenue Department should be put up by the 3rd day of the date of receipt, while putting up the case the check list showing the particulars of the candidates, the status of the papers forwarded by the District Magistrate & Collectors etc. should be prepared individualy, particulars of the case should be enetred into the relevant register soon for the purpose in the department.

x) Soon after approval of the Government is obtained on a proposal for providing employment to next of the kin of a person killed by extremist violence, the same should be communicated to the concerned District Magistrate & Collector and the Head of the Department under which the person is approved to be employed, and such communication must be dispatched within a period of two days of the date of approval.

xi) On receipt of the approval as above, the Head of the Department should arrange for appointment of the person(s) against vacant post(s) available in the Department withing seven days. In case no vácant post(s) is (are) available immediate steps for certain of supernumerary post(s) should be taken to avoid delay in making the appointment and consequent hardship to the distressed family.

3. All cocerned are requested to follow the above guidelines, which would also apply, mutates mutandis, to grant of financial benefit in such cases.

Sd/-
(N.K. Maitra)
Additional Secretary to the
Government of Tripura

To

All District Magistrate & Collector

All Dist. Supdt. of Police

All Sub-Divisional Officers

Copy to :-

1. All Heads of Department
2. S. A. to Cheif Secretary
3. Secretary to the Chief Minister

Admitted Un-starred Question No. . 214

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ২০০১-২০০২ ইং অর্থ বৎসরে এবং ২০০২-২০০৩ ইং অর্থ বৎসরের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত হ্যাণ্ডলুম, হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌টস ও সেরিকালচার দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সারা রাজ্যে কি কি কাজ হয়েছে (অর্থ বৎসরভিত্তিক, প্রকল্পভিত্তিক এবং পঞ্চায়েতভিত্তিক হিসাব)?

২। উক্ত সময়ে কত অর্থ অব্যয়িত হয়েছে (অর্থ বৎসরভিত্তিক, প্রকল্পভিত্তিক এবং পঞ্চায়েতভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১। গত অর্থ বৎসরে এবং বর্তমান অর্থ বৎসরের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত হস্ততাঁত, হস্তকারু এবং সেরিকালচার শাখার কোন প্রকল্পের কাজই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত হয়নি।

২। উত্তরের অপেক্ষা রাখে না।

Admitted Un-starred Questions No. : 215

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজস্ব দপ্তরের Calamity Relief এ রাজ্যে বর্তমানে কত অর্থ রয়েছে?

২। এই অর্থ বর্তমানে কোন্ কোন্ ব্যাঙ্কে কি পরিমাণে জমা আছে?

৩। জমাকৃত অর্থের সুদের হার কত (ব্যাঙ্ক অনুযায়ী আলাদা হিসাব)? এবং

৪। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কে সুদের হার বেশী থাকা সত্বেও Calamity Relief Fund -এ বেশী অর্থ জমা না রাখার কারণ কি?

উত্তর

১। বর্তমানে রাজস্ব দপ্তরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ত্রাণ তহবিল (Calamity Relief Fund) -এ অর্থের পরিমাণ — ১৪২২.৯৬৪৮৫ লক্ষ টাকা।

২। উক্ত অর্থ পরিমাণ হতে ১৪০০.০০ লক্ষ টাকা বিভিন্ন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। ব্যাঙ্কভিত্তিক টাকার বন্টন নিম্নে দেয়া হল —

স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit) ঃ—

ক)	কানাড়া ব্যাঙ্ক	—	৮০০.০০ লক্ষ
খ)	ত্রিপুরা ষ্টেট্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক	—	১০০.০০ লক্ষ
গ)	ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	—	১০০.০০ লক্ষ
	মোট	—	১০০০.০০ লক্ষ

সহজবশ্য স্থায়ী আমানত (Flexible Fixed Deposit) ঃ—

কানাড়া ব্যাঙ্ক — ৪০০.০০ লক্ষ

অবশিষ্ট টাকা ট্রেজারীতে H/A ৮২৩৫ -এ গচ্ছিত আছে।

৩। (i) কানাড়া ব্যাঙ্কে জমাকৃত অর্থ —

Fixed Deposit — ৮০০.০০ লক্ষ এবং

Flexible Fixed Deposit — ৪০০.০০ লক্ষ -এর সুদের হার উভয় ক্ষেত্রেই ৮.২৫%।

(ii) ত্রিপুরা ষ্টেট্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে জমাকৃত অর্থ ১০০.০০ লক্ষ -এর সুদের হার ৮.০০%।

(iii) ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কে জমাকৃত অর্থ ১০০.০০ লক্ষ -এর সুদের হার ৮.৫০%।

৪। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগ ত্রাণ তহবিল (CRF) -এর অনুদান নিম্নলিখিত পরিকাঠামোয় জমা রাখতে হবে —

i) Central Government dated Securities.

ii) Auctioned Treasury Bills.

iii) Interest earning deposits and certificates of deposits with scheduled commercial Banks

iv) Interest earning deposits in Co-operative Banks.

এখন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক উপরিউক্ত পরিকাঠামোর মধ্যে আসে না (C) Scheduled Commercial Banks। তাই সর্বোচ্চ সুদের হার দেয়া সত্ত্বেও ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কে বেশী পরিমাণ অর্থ জমা রাখা হয়নি। তবে ত্রিপুরার আর্থ সামাজিক প্রগতিতে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উল্লেখনীয় ভূমিকা দেখে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ১০০.০০ লক্ষ টাকা গচ্ছিত রাখা হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. : 217

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PHE Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। গত অর্থ বৎসরে এবং বর্তমান অর্থ বৎসরের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত 'জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী দপ্তরের' আর্থিক সহায়তায় পাইপের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সারা রাজ্যে কি কি কাজ হয়েছে (অর্থ বৎসরভিত্তিক ও পঞ্চায়েতভিত্তিক হিসাব)?

২। উক্ত সময়ে কত অর্থ ব্যয়িত হয়েছে (অর্থ বৎসরভিত্তিক ও পঞ্চায়েতভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১। জন স্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর থেকে পঞ্চায়েতকে দিয়ে কোন পাইন লাইন করার জন্য কোন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় নাই।

২। ১নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-starred Question No. : 218

Name of Members : Shri Ratan Lal Nath and Shri Jawahar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, কেন্দ্রীয় সরকার গত এবং বর্তমান আর্থিক বৎসরে (২০০১-২০০২ এণ্ড ২০০২-২০০৩) ডম্বুর জলাশয়ের কচুরিপানা পরিষ্কার করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন?

২। সত্য হলে টাকার পরিমান কত (বৎসরভিত্তিক হিসাব)?

৩। ২০০২ ইং সনের ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত উক্ত বরাদ্দকৃত টাকা কোথায় কোথায় কিভাবে খরচ করা হয়েছে? এবং

৪। ইহাও কি সত্য, বরাদ্দকৃত অর্থের একটা বিরাট অংশ কাজ না করিয়ে গায়েব করে দেওয়া হয়েছে?

৫। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে উক্ত ঘটনা তদন্ত করা হয়েছে কিনা?

৬। না হলে, এর কারণ?

উত্তর

১। ইহা সত্য যে, রাজ্য সরকার গত ২০০১-২০০২ ইং আর্থিক বৎসরে ডম্বুর জলাশয়ের কচুরীপানা, জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি পরিষ্কার করার জন্য অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রকল্পে মৎস্য দপ্তরকে ৩০.০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ করেছেন, কিন্তু ২০০২-২০০৩ ইং অর্থ বৎসরে এই প্রকল্পে কোন অর্থ বরাদ্দ করেন নাই।

২। ২০০১-২০০২ ইং অর্থ বৎসরে উপরোক্ত প্রকল্পে ৩০.০০ (ত্রিশ লক্ষ) অর্থ বরাদ্দ করেছেন।

৩। ২০০২ ইং সনের ১৫ ইং জুলাই পর্য্যন্ত উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মোট ১৩,০৩,০৫০.০০ (তের লক্ষ তিন হাজার পঞ্চাশ) টাকা। নিম্নলিখিত জায়গায় খরচ করা হয়েছে এবং বাকী টাকার খরচের কাজ চলছে।

সংশ্লিষ্ট মৎস্য তত্ত্বাবধায়কের নাম ও কাজের জায়গা	কাজের নাম	কাজের সাফল্য (হেক্টারে)	ব্যয়িত টাকার পরিমান
১	২	৩	৪
মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক, যতনবাড়ী			
ক) মন্দীরঘাট	কচুরীপানা ও জলজ উদ্ভিদ পরিষ্কার করা	৮.০০	৭০,০০০ টাকা
খ) বীরমোহন কারবাড়ী পাড়া	ঐ	২০.০০	২,৩৬,৯০০ টাকা
গ) গোমতীবাড়ী (১নং)	ঐ	২০.০০	২,৩৬,৯০০ টাকা
ঘ) গোমতীবাড়ী (২নং)	ঐ	১৫.০০	১,২২,২২০ টাকা
ঙ) চাম্প্রিহছড়া	ঐ	১০.০০	৫৬,০০০ টাকা
চ) নারায়ণবাড়ী	ঐ	১৮.০০	১,৪১,০৩০ টাকা
	মোট —	৯১.০০	৮,৬৩,০৫০ টাকা
মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক, গণ্ডাছড়া			
ক) বোলংবাসা	কচুরীপানা, ক্ষুদেপানা, গাজা (হাইড্রেলা) এবং অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ পরিষ্কার করা	৮.৮৮	১৮,২০০ টাকা
খ) রামনগর	ঐ	১৯৯.৯২	৩,৫০,০০০ টাকা
গ) রামনগর ও কালাঝারী	ঐ	৩.২০	৪৪,৮০০ টাকা
ঘ) বুদ্ধ মন্দির আওড়	ঐ	৮.০০	২৭,০০০ টাকা
	মোট —	২২০.০০	৪,৪০,০০০ টাকা
	সর্বমোট —	৩১১.০০	১৩,০৩,০৫০ টাকা

৪। ইহা মোটেই সত্য নহে।

৫। প্রশ্নই উঠে না।

৬। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Un-starred Questions No. : 224

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ ইং সালের এপ্রিল মাস হইতে চলতি বছরের জুলাই মাস পর্য্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে (জায়গার নাম ও তারিখসহ) কতগুলি প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে? এবং

২। উক্ত প্রতিটি শিবিরে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কত ছিল (প্রতিটি শিবিরভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-starred Question No. : 228

Name of Member : Shri Jawahar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বরাদ্দ অর্থের বৃহদাংশ বিভিন্ন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে দেয়া হয়েছে?

২। সত্য হলে কোন্ কোন্ সালে, কোন্ কোন্ ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়া হয়েছে (১৯৯৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৫ই জুন ২০০২ ইং পর্যন্ত পৃথক পৃথক বিবরণ)?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। রাজ্য সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত তহবিল পূর্বে রাজ্য কোষাগারে জমা রাখতেন। পরে ২১-০১-২০০০ ইং তারিখে ভারতীয় স্টেট্ ব্যাঙ্কের আগরতলা শাখাতে ১২,৫০,০০০/- টাকা দিয়ে একটি S/B একাউন্ট খোলেন। ২০০১-০২ সাল হতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ব্যাঙ্কে সহজবশ্য স্থায়ী আমানত (Flexible Fixed Deposit) এবং স্থায়ী আমানত রূপে টাকা জমা রাখতে শুরু করেন। বছরভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেয়া হল —

বছর	ব্যাঙ্ক	গচ্ছিত অর্থের পরিমান	বিনিয়োগের ধরন
২০০১-০২	কানাড়া ব্যাঙ্ক	৫২৫.০০ লক্ষ	স্থায়ী আমানত
ঐ	ঐ	২০০.০০ লক্ষ	সহজবশ্য স্থায়ী আমানত
ঐ	ত্রিপুরা স্টেট্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক	১০০.০০ লক্ষ	স্থায়ী আমানত
ঐ	ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	৬০.০০ লক্ষ	ঐ

বছর	ব্যাঙ্ক	গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ	বিনিয়োগের ধরন
২০০২-০৩	কানাড়া ব্যাঙ্ক	৮০০.০০ লক্ষ	ঐ
ঐ	ঐ	৪০০.০০ লক্ষ	সহজবশ্য স্থায়ী আমানত
ঐ	ত্রিপুরা ষ্টেট্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক	১০০.০০ লক্ষ	স্থায়ী আমানত
ঐ	ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্ক	১০০.০০ লক্ষ	ঐ

Admitted Un-starred Question No. : 230

Name of Member : Shri Kajal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে তেলিয়ামুড়া থানাধীন তৃষ্ণাবাড়ী ও মোহরছড়ার লালটিলায় যথাক্রমে ১০-১০-১৯৯৮ ইং এবং ২০-১১-২০০০ ইং তারিখে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন তাদেরকে কি কি ধরনের সরকারী সাহায্য প্রদান করা হয়েছে (সাহায্যপ্রাপ্তদের নাম, ঠিকানাসহ)?

২। উল্লিখিত ঘটনায় যে সকল ক্ষতিগ্রস্থদের এখন পর্যন্ত কোন প্রকার সরকারী সাহায্য প্রদান করা হয় নাই, তাদেরকে কবে নাগাদ, কি ধরনের সরকারী সাহায্য প্রদান করা হবে?

উত্তর

১। সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে তেলিয়ামুড়া থানাধীন তৃষ্ণাবাড়ী ও মোহরছড়ার লালটিলায় যথাক্রমে ১০-১০-৯৮ ইং এবং ২০-১১-২০০০ ইং তারিখে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন, তাদেরকে নিম্নলিখিত সাহায্য প্রদান করা হয়েছে —

ক) নিহতদের নিকট আত্মীয়দেরকে 5000/- টাকা করে প্রত্যেককে সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

খ) সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ মোট তিনটি পরিবারকে জন প্রতি 2000/- টাকা করে আর্থিক সাহায্য ও 24টি করে GCI শীট দেয়া হয়েছে।

গ) আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ মোট চারটি পরিবারের প্রত্যেককে 1000/- টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়েছে।

ঘ) রিলিফ ক্যাম্পে 5 দিনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, যেমন - কম্বল, বাসনপত্র ও কাপড় দেয়া হয়েছে। তার জন্য মোট 34,528/- টাকা সরকারের খরচ হয়েছে।

ঙ) 7 জন ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেককে 100 টাকা করে মোট 700 টাকা নতুন বই কেনার জন্য সাহায্য দেয়া হয়েছে।

সরকারী চাকুরী প্রাপকদের নাম ও ঠিকানা সংযোজনী তালিকায় দেয়া হল —

Sl. No.	Name of deceased	Applicant's Name	Relation	Sub-Div.	Received	Post	Deptt.	Status	File Number	Date	Month	Year
1.	Manmohan	PrantoshBaishya	Son	KHW	1999	IV	Panchayat	A JOB	10(25)-REV/99(5)	15th	June	1999
2	Sumala	Maran Paul	Son	KHW	1999	IV	Panchayat	A JOB	10(25)-REV/99(2)	15th	June	1999
3.	Ajoy Chouchury	Pratima Basu (Choudhury)	Wife	KHW	1999	IV	RD	A JOB	10(95)-REV/99	30th	Dec	1999
4.	Dharma Prasad	Jahar Manik Jamatia	Brother	KHW	1999	IV	Sch Edn.	A JOB	10(32)-REV/99(3)	29th	July	1999
5.	Amrit Chowdhury	Amiya Chowdhury	Brother	KHW	2001			FA	10(52)-REV/2001	27th	April	2002
6.	Chitta Rn	Arati Chowdhury (Mallik)	Husband	KHW	2001	IV	RD	A JOB	10(109)-REV/2001	15th	June	2001
7.	Abhijit	Rabindra Paul	Father	KHW	1999	IV	Panchayat	A JOB	10(32)-REV/99(1)	29th	July	1999
8.	Bir Charan Chowdhury	Amiya Chowdhury		KHW	Rejected							
9.	Mithu Chowdhury	Amit Chowdhury		KHW	under enquiry vide letter No. of DM (W) dated 31-8-2002							

Admitted Un-starred Question No. : 232

Name of Member : Shri Kajal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ২০০০ ইং সালে কল্যাণপুরের কমলনগর গাঁওসভা থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাজনিত কারণে কতজন বাঙালী ও কতজন উপজাতি বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন?

২। বাস্তুচ্যুত উক্ত গাঁওসভার ব..ন্দাদের কি কি ধরনের সরকারী সাহায্য প্রদান করা হয়েছে (সাহায্যপ্রাপ্তদের নাম, ঠিকানাসহ)?

৩। ইহা কি সত্য যে, ক্ষতিগ্রস্থ বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর মধ্যে একটি সম্প্রদায়কে অদ্যাপি পর্যন্ত কোন প্রকার সাহায্য রাজ্য সরকারের প্রশাসন থেকে করা হয় নাই?

৪। সত্য হলে এর কারণ কি?

৫। শীঘ্রই সাহায্য প্রদান করা হবে কিনা?

উত্তর

১। ২০০০ ইং সালে কল্যাণপুরের কমলনগর গাঁওসভা থেকে সাম্প্রদায়িক কারণে ৩জন বাঙালী ও ৯৪জন উপজাতি বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন।

২। বাস্তুচ্যুত উক্ত গাঁওসভার বাসিন্দাদের মধ্যে ৭২ (বাহত্তর) পরিবারকে ২০০০ (দুই হাজার) টাকা করে আর্থিক সাহায্য ও প্রত্যেক পরিবারকে ২৪ (চব্বিশ)টি করে GCI শীট দেওয়া হয়েছে। বাকী যোগ্য পরিবারগুলোকে শীঘ্রই সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে। সংযোজনী তালিকায় নাম, ঠিকানা দেওয়া হল।

৩। ইহা সত্য নহে।

৪। প্রশ্ন ওঠে না।

৫। প্রশ্ন ওঠে না।

LIST OF PERSONS UNDER KAMALNAGAR GAON PANCHAYAT

Sl. No.	Name of Father's / Husband's name with address	Benefit extended		Remarks
		Exgratia	GCI sheets	
1	2	3	4	5
1.	Shri Pradip Debbarma, S/o Kali Kinkar of Kamalnagar	Rs 2,000/-	24 sheets	
2.	Shri Uttam Debbarma, S/o Kali Kinkar of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
3.	Smt. Lalmati Debbarma, W/o Samprai of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
4.	Shri Kshirode Debbarma, S/o Kshepengrai of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
5.	Smt. Jamuna Debbarma, W/o Hira Manik of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
6.	Shri Sukhu Debbarma, S/o Khepengrai of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
7.	Smt. Sandhya Debbarma, W/o Dilip of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
8.	Shri Hari Charan Debbarma, S/o Krishna Ch. of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
9.	Shri Khepengrai Debbarma, S/o Ram Krishna of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	

1	2	3	4	5
10.	Shri Brajendra Debbarma, S/o Hari Charan of Kamalnagar	Rs. 2000/-	24 Sheets	
11.	Shri Sachindra Debbarma, S/o Biswa Ch. of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
12.	Shri Sunil Debbarma, S/o Dinadayal of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
13.	Smt. Sushila Debbarma, W/o Braja Kr. of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
14.	Shri Kantia Debbarma, S/o Chandra Kr. of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
15.	Shri Ramesh Debbarma, S/o Balaram of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
16.	Shri Ashu Debbarma, S/o Sambhu of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
17.	Smt. Budhu Laxmi Debbarma, W/o Suresh of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
18.	Shri Nishi Kr. Debbarma, S/o Chandra Kr. of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
19.	Shri Badal Debbarma, S/o Kumaria of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
20.	Shri Raj Kr. Debbarma, S/o Mani Ch. of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
21.	Shri Sandia Debbarma, S/o Mangal of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
22.	Shri Sanjit Kr. Debbarma, S/o Mangal of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
23.	Shri Sachindra Debbarma, S/o Manik of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
24.	Shri Kamini Debbarma, S/o Sova Ram of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
25.	Shri Rabi Debbarma, S/o Iswar of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	

1	2	3	4	5
26.	Smt. Sumitra Debbarma, W/o Jamini of Kamalnagar	Rs. 2000/-	24 Sheets	
27.	Shri Mangal Debbarma, S/o Hariroy of Kamalnagar	Rs 2000/-	do	
28.	Shri Rabindra Debbarma, S/o Krishna of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
29.	Shri Biswa Debbarma, S/o Sakiroy of Kamalnagar	Rs 2000/-	do	
30.	Shri Tejaram Debbarma, S/o Hari Charan of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
31	Shri Sandhiram Debbarma, S/o Hari Charan of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
32.	Shri Samatia Debbarma, S/o Ekiroy of Kamalnagar	Rs 2000/-	do	
33.	Shri Hakiroy Debbarma, S/o Ram Charan of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
34.	Shri Sushil Debbarma, S/o Hakiroy of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
35.	Shri Rana Kr. Debbarma, S/o Bisa Ch. of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
36.	Smt. Manakannya Debbarma, W/o Bisa Ch. of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
37.	Smt. Puspa Laxmi Debbarma, S/o Birendra of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
38.	Shri Dulu Debbarma, S/o Birendra of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
39.	Shri Ram Charan Debbarma, S/o Sishu Kr. of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
40.	Shri Gourpada Debbarma, S/o Dhananjoy of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
41.	Shri Surjya Kr. Debbarma, S/o Mahesh Kr. of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	

1	2	3	4	5
42.	Shri Bikram Debbarma, S/o Surjya Kr. of Kamalnagar	Rs. 2000/-	24 Sheets	
43.	Shri Gobindalal Jamatia, S/o Brikalal of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
44.	Shri Amrit Sadhan Jamatia, S/o Gobinda of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
45.	Shri Shib Narayan Jamatia, S/o Anil Kr. of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
46.	Smt. Amra Kanya Jamatia, S/o Bhabesh of Kamalnagar	Rs 2000/-	do	
47.	Shri Pabitra Kr. Jamatia, S/o Brikalal of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
48.	Shri Sukhahari Jamatia, S/o Pabitra of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
49.	Shri Ananda Hari Jamatia, S/o Gobinda of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
50.	Shri Gobinda Kr. Jamatia, S/o Brikaal of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
51.	Shri Gobinda Hari Jamatia, S/o Pabitra of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
52.	Shri Jaga Manik Jamatia, S/o Pabitra of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
53.	Shri Sachindra Jamatia, S/o Adhanya Kr. of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
54.	Shri Mani Ch. Debbarma, S/o Hariroy of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
55.	Shri Mangal Debbarma, S/o Mani Ch. of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
56.	Shri Nagurai Debbarma, S/o Mani Ch. of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
57.	Shri Joy Kr. Debbarma, S/o Ram Ch. of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	

1	2	3	4	5
58.	Shri Chintamani Debbarma, S/o Ranjit of Kamalnagar	Not Yet Paid	24 Sheets	
59.	Shri Sachindra Debbarma, S/o Naren Ch. of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
60.	Shri Juddhamani Debbarma, S/o Rabi of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
61.	Shri Rabi Debbarma, S/o Bir Mohan of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
62.	Shri Mon Mohan Debbarma, S/o Rajendra of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
63.	Shri Hirendra Debbarma, S/o Samprai of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
64.	Shri Joydhan Debbarma, S/o Bishrath of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
65.	Shri Renu Debbarma, S/o Kangrai of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
66.	Shri Kamala Kanta Debbarma, S/o of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
67.	Shri Bisarath Debbarma, S/o Ananta of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
68.	Shri Budhu Kr. Debbarma, S/o Mani Ch. of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
69.	Shri Iswar Debbarma, S/o Falguna of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
70.	Shri Dulal Debbarma, S/o Samprai of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
71.	Shri Kartik Debbarma, S/o Bir Mohan of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
72.	Shri Dhan Kr. Debbarma, S/o Durga Mani of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
73.	Shri Ranjan Debbarma, S/o Mungkarai of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	

1	2	3	4	5
74.	Shri Budhrai Debbarma, S/o Kusum of Kamalnagar	Not Yet Paid	24 Sheets	
75.	Shri Sukumar Debbarma, S/o Kusum of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
76.	Shri Amrit Debnath, S/o Harendra of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
77.	Shri Kanu Das, S/o Abani of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
78.	Shri Haradhan Das, S/o Guna Ballav of Kamalnagar	Not Yet Paid	do	
79.	Shri Mon Mohan Debbarma, S/o Kunja Mohan of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
80.	Smt. Sona Laxmi Debbarma, W/o Sovaram of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
81.	Smt. Surjya Laxmi Debbarma, W/o Mangal of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
82.	Shri Rabindra Debbarma, S/o Manik of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
83.	Smt. Bina Rani Debbarma, W/o Rabindra of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
84.	Shri Manik Debbarma, S/o Sikrai of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
85.	Smt. Kamali Debbarma, W/o Bidhu of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
86.	Smt. Biswapati Debbarma, W/o Krishna Kr. of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
87.	Shri Sashi Kr. Debbarma, S/o Sandhiram of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
88.	Shri Sanjit Debbarma, S/o Kshirode of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
89.	Shri Chikania Debbarma, S/o Ram Krishna of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	

1	2	3	4	5
90.	Shri Sukhu Debbarma, S/o Chikania of Kamalnagar	Rs. 2000/-	24 Sheets	
91.	Smt. Naba Laxmi Debbarma, S/o Sambhu of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
92.	Shri Hirendra Debbarma, S/o Mahendra of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
93.	Smt. Repati Kannya Debbarma, W/o Pradip of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
94.	Shri Mangal Debbarma, S/o Samprai of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
95.	Shri Rabi Charan Debbarma, S/o Suresh of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
96.	Smt. Basanti Debbarma, W/o Braja of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	
97.	Shri Suku Debbarma, S/o Samprai of Kamalnagar	Rs. 2000/-	do	

Admitted Un-starred Question No. : 238

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার কর্তৃক ত্রিপুরার চা শিল্প উন্নয়নের জন্য রাজ্যের চা প্রসেসিং ফ্যাক্টরীগুলিতে কয়লার পরিবর্তে পাইপ লাইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কিনা ?

২। হলে কবে নাগাদ করা হবে ?

৩। না করা হলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা ন্যাচারেল গ্যাস কোম্পানী সার্ভে করে একটি প্রকল্প তৈরী করেছেন।

২। চা প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিকগণ নির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে আসলে, TNGC গ্যাস সরবরাহ করতে চেষ্টা করবে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. : 245

Name of Member : Shri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। সদর মহকুমার অন্তর্গত জিরানীয়া ব্লকের উত্তর মজলিশপুর গ্রামের একমাত্র পথ চলাচলের রাস্তাটি পাকা করার জন্য শীঘ্রই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা (ব্রজনগর পাকা রাস্তার নিকট সুনীল দেবনাথের বাড়ী হইতে সন্তোষ ভৌমিকের বাড়ীর নিকট পর্য্যন্ত কাঁচা রাস্তাটি)?

২। করা হলে কবে নাগাদ পাকা করা হবে এবং করা না হলে তার কারণ কি?

১। উক্ত রাস্তাটি পাকা করার কোন পরিকল্পনা আপাতত নেই।

২। উক্ত রাস্তাটি বর্তমানে পূর্ত দপ্তরের অধীনে নেই।

Admitted Un-starred Question No. : 246

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে Kunjaban Township এ Type-I, II and III Quarters এর internal road এর improvement work যথা metaling, carpetting, sand seal coat ও side soldering এর ২০০০-২০০১ ইং সনে হাতে নিলেও তা এখনও সম্পন্ন হয় নাই (under Division No. I)?

২। সত্য হলে কাজটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণ কি এবং সঠিক পর্যবেক্ষণ সহকারে কাজটি কবে নাগাদ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ইট ও পাথরের অপ্রতুলতা এবং এ বছরের প্রলম্বিত বর্ষার কারণে কাজটি সম্পন্ন করতে বিলম্ব হচ্ছে। তবে বর্তমান অর্থ বছরেই (২০০২-২০০৩ ইং) কাজটি সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Un-starred Questions No. : 247

Name of Member : Shri Birajit Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯২ ইং সনের জানুয়ারী থেকে ২০০২ ইং সনের জুলাই পর্য্যন্ত পূর্ত দপ্তরের অধীনে Degree / Diploma প্রাপ্ত যে সকল ST / SC সহ অন্যান্য জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ারদের Asstt. Engineer (Civil) পদে এড হক্ ভিত্তিতে promotion দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে কতজনকে ইতিমধ্যে regular করা হয়েছে?

২। ঐসব ক্ষেত্রে তাদের প্রমোশন এর effect কি Ad-hoc promotion এর Date থেকে দেওয়া হয়ে থাকে?

৩। এই সব Ad-hoc Asstt. Engineer দের regular করার ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কি?

৪। যদি থাকে তবে কি কি নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে কবে থেকে উক্ত Ad-hoc Asstt. Engineer দের Regular করা হয়?

৫। এই রকম কতজন Ad-hoc Asstt. Engineer কে এখনও Regular করা হয় নাই এবং তার কারণ?

উত্তর

১। ১৯৯২ ইং সনের জানুয়ারী থেকে ২০০২ ইং সনের জুলাই পর্য্যন্ত J.E. থেকে Ad-hoc ভিত্তিতে প্রমোশনপ্রাপ্ত Asstt. Engineer দের কাউকেই এখনও পর্য্যন্ত regular করা যায় নাই।

২। এড হক ভিত্তিতে প্রমোশনপ্রাপ্ত Asstt. Engineer দের Regular করার সময় কোন্ তারিখ থেকে effect দেওয়া হবে তা নির্ধারণের দায়িত্ব D.P.C অর্থাৎ Departmental Promotion Committeeর উপর ন্যস্ত।

৩। J.E. থেকে Ad-hoc ভিত্তিতে প্রমোশনপ্রাপ্ত Asstt. Engineer দের regular করার ব্যাপারে সরকারের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে।

৪। ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস রুলস্ এর নিয়ম অনুযায়ী এবং সিনিয়রিটি, বিভাগীয় পরীক্ষায় পাশ, ভিজিলেন্স ক্লিয়ারেন্স সারটিফিকেট এবং প্রাসঙ্গিক ACR ইত্যাদি নিয়ম-নীতির নিরিখে এবং D.P.C. সুপারিশ ক্রমে Ad-hoc দের নিয়মিত করা হয়। Ad-hoc Assistant Engineer দের কবে থেকে regular করা হবে তার দায়িত্ব Departmental promotion committee -র উপর ন্যস্ত।

৫। এই রকম Ad-hoc Assitt. Engineer এর সংখ্যা মোট ১১৫ জন। Ad-hoc দের regular করার জন্য যথানিয়মে T.P.S.C. তে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি মানার পরিপ্রেক্ষিতে Regular করার কাজ বিলম্বিত হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. : 252

Name of Member : Shri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। পূর্ত দপ্তরে কতগুলি case বর্তমানে Arbitrator এর কাছে pending আছে?

২। তারমধ্যে ১০-২৫ বৎসর ধরে পরে আছে এমন case এর সংখ্যা কত?

৩। এত দীর্ঘ সময় ধরে caseগুলি Arbitrator এর অধীনে থাকার কারণ কি?

উত্তর

১। ১৩৪টি কেইস।

২। মোট ১১টি কেইস। এর মধ্যে ১৫ বছরের ২টি, ১২ বছরের ২টি, ১১ বছরের ৪টি এবং ১০ বছর ধরে আছে ৩টি।

৩। বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে Arbitrator -এর আওতাধীন। দপ্তরের সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ারদের Arbitrator হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এমনিতে প্রতিটি সার্কেল অফিসে কাজের চাপ অত্যাধিক। তাসত্ত্বেও সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ারগণ Arbitrator হিসাবে দপ্তরের কাজের পাশাপাশি Arbitration এর শুনানী গ্রহণ করে থাকেন। সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ারদের চাকুরী থেকে অবসর অথবা বদলী, কন্ট্রাকটরের মৃত্যু অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে Arbitrator নিযুক্তির বিরুদ্ধে কেইসের কোন পক্ষের আপত্তি ইত্যাদি কারণে মাঝে মধ্যে Arbitrator পরিবর্তন করতে হয়। তাছাড়া কেইসের পক্ষগুলির (পার্টি) পক্ষে মামলার প্রয়োজনীয় নথিপত্র উপস্থাপনে বিলম্ব ঘটানো, সময়ের জন্য আবেদন ইত্যাদি নানা কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় লেগে যায়।

Admitted Un-starred Question No : 256

Name of Member . Shri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries & Commerce be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮-২০০২ ইং জুলাই পর্য্যন্ত শিল্প স্থাপনে টি.আই.ডি.সি. থেকে কতজনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে (বিভাগভিত্তিক হিসাব)?

২। সেই ঋণের মোট পরিমাণ কত?

৩। ঋণ প্রাপকরা সেই ঋণ পরিশোধের জন্য কি কি ভূমিকা নিচ্ছেন?

উত্তর

১। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিগৃহীত সংস্থা ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম (টি.আই.ডি.সি.) থেকে ১৯৯৮-২০০২ ইং জুলাই পর্য্যন্ত ১০৬ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

২। ১৭৭.০৪ লক্ষ টাকা।

৩। টি.আই.ডি.সি. থেকে তিন মাস অন্তর অন্তর ডিমাণ্ড নোটিশ পাঠানো হয় এবং কিছু কিছু ঋণগ্রহীতা সেই ডিমাণ্ড নোটিশ অনুসারে ঋণের টাকা ফেরৎ দেন। কর্পোরেশনের সকল অফিসার প্রত্যেক মাসে সব জিলাতে ঋণ আদায়ের তাগাদায় যান এবং কিছু ঋণ আদায় করেন। বাকী ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

Admitted Un-starred Question No. : 257

Name of Member : Shri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে কত হেক্‌টর জলাশয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলির নিকট রয়েছে ও কত হেক্‌টর জলাশয় দপ্তরের অধীন রয়েছে? এবং

২। সমবায় সমিতিগুলির বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা?

৩। থাকিলে ব্যবস্থাগুলি কি ধরনের?

উত্তর

১। বর্তমানে রাজ্যে ২৬০.০০ হেক্‌টর জলাশয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলির নিকট রয়েছে (রুদ্রসাগর জলাশয় ছাড়া) ও ১৯৪.০০ হেক্‌টর জলাশয় মৎস্য দপ্তরের অধীন রয়েছে।

২। হ্যাঁ, সমবায় সমিতিগুলির বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

৩। সমবায় সমিতিগুলির বাৎসরিক হিসাব সমবায় দপ্তরের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়।

Admitted Un-starred Question No. : 259

Name of Member : Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় রেজিস্ট্রীকৃত সর্বমোট যানবাহনের সংখ্যা কত (লরী, বাস, কার, অ্যাম্বেসেডার, মারুতি অন্যান্য ব্রাণ্ড সহ অটো এবং রিক্‌সার পৃথক হিসাব)?

২। বহিঃরাজ্যে রেজিস্ট্রীকৃত কিন্তু ত্রিপুরায় চলাচল করে এমন লরী, বাস, কার, অটো এবং রিক্‌সার সংখ্যা কত (পৃথকভাবে)?

৩। ঐসব গাড়ীর মধ্যে কয়টি রোড ট্যাক্‌স আইন লঙ্ঘন করে চলেছে এবং মোট প্রাপ্য টাকা কত?

৪। পাওনা আদায়ের জন্য সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছেন বা নিচ্ছেন?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় ৩১শে মার্চ ২০০২ ইং পর্য্যন্ত রেজিস্ট্রীকৃত যানবাহনের সংখ্যা নিম্নরূপ —

ক) ট্রাক — ৫৪৭৩টি

খ) বাস/মিনিবাস — ১৪০২টি

গ) জীপ, টেক্‌সি, মারুতি — ৫৪৩২টি

ঘ) অটো রিক্‌সা — ৩৮৪৪টি

ঙ) অটোভ্যান — ২৯১টি

চ) প্রাইভেট গাড়ী — ৬২৯৮টি

ছ) মোটর সাইকেল/স্কুটার — ৩২৮০৫টি

জ) অন্যান্য — ৬০৮৪টি

ঝ) রিক্সা — তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। বহিঃরাজ্যে রেজিস্ট্রীকৃত কিন্তু ত্রিপুরায় চলাচল করে তার সংখ্যা নিম্নরূপ —

ক) বাস — ৫টি

খ) প্রাইভেট গাড়ী — ৮টি

গ) স্কুটার/মোটর সাইকেল — ১০৬টি

এই গাড়ীগুলি আগরতলা মোটর ভ্যাহিকেল অফিসে রোড ট্যাক্স দিয়েছে।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না।

৪। পাওনা আদায়ের জন্য বিভিন্ন সময়ে এন্‌ফোর্সমেন্ট করা হয় এবং কিছুদিন আগে মোট ৫টি ট্যুরিষ্ট বাস আটক করা হয়েছে এবং বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. : 262

Name of Member : Shri Birajit Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PHE Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, গত কয়েক বছর ধরে ত্রিপুরায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বেও পার্বত্য এলাকার মতো শহর ও শহরতলীতে শুখা মরশুমে জল সংকট সৃষ্টি হচ্ছে?

২। সত্য হলে সমস্যা সমাধানে দপ্তর কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

উত্তর

১। গত কয়েক বছরে শুখা মরশুমে জন স্বাস্থ্য ও কারিগরী দপ্তর পরিচালিত জল সরবরাহ প্রকল্পগুলিতে কোন জল সংকট সৃষ্টি হয় নাই।

২। ১নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-starred Question No. : 264

Name of Member : Shri Birajit Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ২০০১ সনের জানুয়ারী মাস হইতে ৩১শে জুলাই, ২০০২ ইং সন পর্য্যন্ত সদর মহকুমা শাসক কতগুলি জলাশয়, পুকুর, ডোবা ভরাট করার অনুমোদন দিয়েছেন?

২। এই সকল জলাশয়, পুকুর, ডোবা ভরাট করিবার অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে আগরতলা পুর পরিষদ ও ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের মতামত নেওয়া কি আবশ্যক?

৩। আগরতলা পুরসভা ও ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট পুর এলাকার কোন্ কোন্ জলাশয়, পুকুর ও ডোবা ভরাট করার মতামত কবে ও কোন্ তারিখে কাদেরকে দিয়েছেন (জায়গার নামসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য)?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-starred Question No. : 268

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলুম এ্যাণ্ড হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্টস ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন লিমিটেড এ বর্তমান কতজন কর্মচারী রয়েছে (টেকনিকেল, ডি.আর.ডব্লিও., কেজুয়েল সহ আলাদা আলাদা হিসাব)?

২। উক্ত কর্মচারীদের জন্য বর্তমানে মাসিক বেতন ভাতা বাবদ কত অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে?

উত্তর

১। ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলুম হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্টস ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন লিমিটেড -এ নিম্নে দেওয়া হিসাব অনুসারে বর্তমানে ৩৫৯ জন কর্মচারী রয়েছে —

১)	রেগুলার (টেকনিকেল)	—	৩২ জন
২)	রেগুলার (নন্-টেকনিকেল)	—	১০০ জন
৩)	গ্রেড-I	—	১ জন
৪)	কনট্রাক্ট নন্-টেকনিকেল	—	১ জন
৫)	ফিকস্ট পে ক্লাশ-III	—	৬ জন
৬)	ফিকস্ট পে ক্লাশ-III নন্-টেকনিকেল	—	১৯ জন
৭)	ফিকস্ট পে ক্লাশ-IV নন্-টেকনিকেল	—	৫১ জন
৮)	ফিকস্ট পে সিকিউরিটি গার্ড নন্-টেকনিকেল	—	৫ জন
৯)	ডি.আর.ডব্লিও নন্-টেকনিকেল	—	৩৩ জন
১০)	পার্ট টাইম নন্-টেকনিকেল	—	৯ জন
	সর্বমোট	—	**৩৫৯ জন**

২। উক্ত কর্মচারীদের জন্য বর্তমানে মাসিক বেতন ভাতা বাবদ মোট ১৭৫৫০০ টাকা ব্যয়িত হয়।

Admitted Un-starred Question No. : 273

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বিগত অর্থবর্ষে (২০০১ ০২) যোজনা এবং যোজনা বহির্ভূত খাতে ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যথাক্রমে কি পরিমাণ অর্থ পেয়েছে? এবং

২। চলতি অর্থ বছরে উক্ত দুটি খাতে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কত টাকা পেয়েছে?

উত্তর

১। ২০০১-০২ অর্থবর্ষে যোজনা খাতে মোট ৮৬৪,৯৯,৮৪,০০৬ টাকা এবং যোজনা বহির্ভূত খাতে ৭৪০,৯১,০৩,০০০ টাকা ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পেয়েছে।

২। চলতি অর্থ বছরে (২০০২-২০০৩) ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত যোজনা খাতে মোট ১৯৭,১৬,৩৫,০০০ টাকা এবং যোজনা বহির্ভূত খাতে মোট ২০৯,২৮,৪২,০০০ টাকা ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পেয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. : 284

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PHE Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে আগরতলা মিউনিসিপাল কাউন্সিল সহ নগর পঞ্চায়েত সমূহে ১৯৯৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২০০০ ইং সনের ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত মোট কতটি বাড়ীতে পানীয় জলের Domestic connection দেওয়া হয়েছে (নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)?

উত্তর

১। পি.এইচ.ই. দপ্তরের আওতাধীন ১৯৯৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল হইতে ২০০০ ইং সনের ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত মিউনিসিপাল কাউন্সিল এলাকায় মোট ৮০২টি বাড়ীতে ডোমেষ্টিক কানেকশন দেওয়া হয়েছে। তাহা নিম্নরূপ —

বছর ভিত্তিক		কানেকশন দেওয়া হয়েছে
১। ১৯৯৮-৯৯ ইং	—	৬৯০টি
২। ১৯৯৯-২০০০ ইং	—	১১২টি
মোট	—	৮০২ টি

এবং উদয়পুর নগর পঞ্চায়েতে মোট ৪৬,৪৫৬টি বাড়ীতে ডোমেষ্টিক কানেকশন দেওয়া হয়েছে।

১। ১৯৯৮-৯৯ ইং — ৪৫৬টি

২। ১৯৯৯-২০০০ ইং — নাই।

এছাড়া উক্ত সময়ে অন্য কোন নগর পঞ্চায়েত এলাকায় কোন ডোমেষ্টিক কানেকশন দেওয়া হয় নাই।

Admitted Un-starred Question No. : 285

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries & Commerce be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ সাল থেকে ত্রিপুরার জুট মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অফিস কক্ষে ব্যবহৃত টেতলফোনটিতে I.S.D. সুবিধা ছিল কিনা এবং না থাকলে কোন্ তারিখ থেকে ছিল?

২। উল্লিখিত টেলিফোনটিতে I.S.D. সুবিধা কি কারণে চালু ছিল এবং I.S.D. সুবিধা থাকাকালীন সময়কালে উক্ত টেলিফোনের জন্য প্রতি বিল পিছু কত টাকা Bill payment করা হয়েছে?

৩। উক্ত টেলিফোনে I.S.D. সুবিধা চালু থাকাকালীন সময়ে M.D. পদে যারা ছিলেন তাদের নাম কি?

উত্তর

১। ১৯৯৮ সালের মে মাস থেকে ত্রিপুরা জুট মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অফিস কক্ষে স্বল্প সময়ের জন্য I.S.D. সুবিধা ছিল। পরবর্তী সময়ে কেটে দেওয়া হয়েছে।

২। উক্ত সময়ে বিশেষ প্রয়োজনে I.S.D. সুবিধা নেওয়া হয়েছিল। I.S.D. -এর জন্য কোন আলাদা বিল পাওয়া যায়নি। তবে 16.03.1998-15.7.1998 পর্য্যন্ত টেলিফোনের বিল বাবদ মোট ১৪,১৭০ টাকা খরচ হয়েছে।

৩। উক্ত টেলিফোনে I.S.D. সুবিধা থাকাকালীন সময়ে M.D. পদে ছিলেন শ্রী বি. কে. সাউ, আই.এ.এস. (B. K. Sahu, IAS)

টেলিফোনের বিল বাবদ মোট ১৪,১৭০ টাকা খরচ হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. : 299

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ২০০০-২০০১ ইং অর্থ বছরে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের Salary এবং Wages বাবদ যথাক্রমে কত টাকা ব্যয় হয়েছে?

উত্তর

১। ২০০০-২০০১ ইং অর্থ বছরে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের Salary বাবদ ৯০৭,৭৮,৪৬,০০০ (নয়শত সাত কোটি আটাত্তর লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার) এবং Wages বাবদ ২৮,১৩,৬৩,০০০ (আটাশ কোটি তের লক্ষ তেষট্টি হাজার টাকা) ব্যয় হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. : 301

Name of Member : Shri Birajit Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকারের কতগুলি পদ রয়েছে এবং এর মধ্যে তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য কতগুলি সংরক্ষিত রয়েছে?

২। উক্ত তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমাধারী নির্বাহী বাস্তুকারের সংখ্যা কত?

৩। বর্তমানে এই পদে কতজন কর্মরত অবস্থায় আছেন?

উত্তর

১। পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকারের পদের সংখ্যা নিম্নরূপ —

ক) নির্বাহী বাস্তুকার (সিভিল) ৭০ (সত্তর)টি।

খ) নির্বাহী বাস্তুকার (যান্ত্রিক) ২(দুই)টি।

গ) নির্বাহী বাস্তুকার (বিদ্যুৎ) ১(এক)টি।

নির্বাহী বাস্তুকার (সিভিল) এর ৭০টি পদের মধ্যে ১২টি পদ তপশিলি জাতি এবং ২২টি তপশিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত। নির্বাহী বাস্তুকার (যান্ত্রিক) -এর ২টি পদের মধ্যে ১টি পদ এস.টি./এস.সি.'র জন্য সংরক্ষিত। নির্বাহী বাস্তুকার (বিদ্যুৎ) -এর ১(এক)টি পদ সংরক্ষণমুক্ত।

২। উক্তদের মধ্যে ডিগ্রীধারী এস.টি. ৪জন, এস.সি. ৭ জন এবং ডিপ্লোমাধারী এস.টি. নেই। এস.সি. ৪ জন অর্থাৎ মোট ১৫ জন।

৩। বর্তমানে কর্মরত নির্বাহী বাস্তুকারের সংখ্যা ৪৯ (উনপঞ্চাশ) জন।

Admitted Un-starred Question No. : 302

Name of Member : Shri Birajit Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ত দপ্তরে কতজন সহকারী বাস্তুকার এড-হক পদে কর্মরত রয়েছেন?

২। উক্ত সহকারী বাস্তুকারদের আর কতদিন এড্-হক ভিত্তিতে কাজ করানো হবে?

৩। এড্-হক বাস্তুকারদের ক্ষেত্রে কোন্ তারিখ থেকে তাদের রেগুলার হিসাবে গণ্য করা হবে?

৪। পরবর্তী প্রমোশনের ক্ষেত্রে এড্-হক সহকারী বাস্তুকারদের কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা থাকবে কিনা?

উত্তর

১। পূর্ত দপ্তরে এড্-হক ভিত্তিতে প্রমোশন প্রাপ্ত সহকারী বাস্তুকারের সংখ্যা বর্তমানে ১১৫ (একশত পনের) জন।

২। এড্-হক ভিত্তিতে প্রমোশন প্রাপ্তদের দ্রুত নিয়মিতকরণের যথাবিহিত উদ্যোগ অব্যাহত আছে।

৩। এড্-হক ভিত্তিতে প্রমোশন প্রাপ্ত বাস্তুকারদের কোন্ তারিখ থেকে ঐ পদে regular করা হবে তা নির্ধারণের দায়িত্ব D.P.C. (Departmental promotion committee) T.P.S.C. -র উপর ন্যাস্ত।

৪। রেগুলার হওয়ার পর, পরবর্তী প্রমোশনে প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

Admitted Un-starred Question No. : 303

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। অর্থ দপ্তর ১৯৯৮ ইং সালের জানুয়ারী মাস থেকে ১৪ই আগষ্ট ২০০২ ইং তারিখ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের নতুন করে মোট কতগুলি পোষ্ট এর ক্রিয়েশান করেছে (কর্মচারীদের গ্রুপ ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ১৯৯৮ ইং সনের জানুয়ারী মাস থেকে ১৪ই আগষ্ট ২০০২ ইং তারিখ পর্য্যন্ত অর্থদপ্তর থেকে নিম্নলিখিত পদগুলির সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন দপ্তরকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

Name of Deptt.	Category of post	No. of post in Total
Forest Deptt.	Group - D	28
Forest Deptt.	Group - C	50
Panchayat Deptt.	Group - D	17
Panchayat Deptt.	Group - C	69
Panchayat Deptt.	Group - C	469
Panchayat Deptt.	Group - C	14
Panchayat Deptt.	Group - C	1
Panchayat Deptt.	Jr. Surveyor	5

Name of Deptt.	Category of post	No. of post in Total
Statistics	Group - D	2
Satistics	Inspector	2
GA (P & T) Deptt.	Ex-cadre TCS Gr - I	1
GA (P & T) Deptt.	Ex-cadre TCS Gr - II	4
GA (P & T) Deptt.	Ex-cadre Post of Addl. Director TCS Gr - I	1
GA (P & T) Deptt.	OSD	1
GA (P & T) Deptt.	Ex-cadre Post of CF	1
GA (P & T) Deptt.	Ex-cadre Post of ADM	1
GA (P & T) Deptt.	Ex-cadre Post of SP (TPS Gr - I)	1
GA (P & T) Deptt.	Ex-cadre Post of Director Higher Education	1
GA (P & T) Deptt.	PA - II	31
GA (P & T) Deptt.	Ex-cadre Post of Secretary	1
GA (P & T) Deptt.	Ex-cadre Post of Addl. SP	1
GA (P & T) Deptt.	Ex-cadre Post of Director Fire Service	2
GA (P & T) Deptt.	Ex-cadre Post of DIG	1
GA (P & T) Deptt.	Ex-cadre Post of DG	1
GA (P & T) Deptt.	Gr - D	1
Transport Deptt.	M.V.I.	1
Transport Deptt.	Group - C	7
Sale Tax Deptt.	Group - D	1
Home Deptt.	Group - D Group - C	250 1384
Jail Deptt.	Group - C	118
Printing and Stationary Department	Group - C	3
C.M. Secretariat	Group - D	1

Name of Deptt.	Category of post	No. of post in Total
Man power employment	Group - D	1
Industries Deptt.	Group - A	7
	Group - B	23
	Group - C	90
	Group - D	20
I.C.A.T.	Group - D	50
	Group - C	32
Agriculture Deptt.	Group - D	19
Science and Tech.	Group - A	1
	Group - B	3
	Group - C	3
	Group - D	2
A.R.O.D.	Group C	140
Food and Civil Supplies	Group - C	6
	Group - D	14
P W Deptt.	Group - C	30
Power Deptt.	Group - D	15
	Group - A	1
	Group - C	2
	Helper	54
Education Deptt.	Lecturer Gr - B	9
	Addl. Director	1
	Joint Director	2
	Dist. Education Officer	4
	Professor	1
	Asstt. Professor	1
	Group - D	96
	Group - C	1966
R. D. Deptt.	Group - C	198
	Group - D	41

Name of Deptt.	Category of post	No. of post in total
S. A. Deptt.	Group - D	61
	Group - C	12
Revenue Deptt.	Group - D	53
Revenue Deptt.	Group - C	95
Law Deptt.	Group - D	3
Law Deptt.	Group - C	1
Planning Deptt.	Group - B	1
Labour Deptt.	Group - D	3
Labour Deptt.	Group - C Group - B	19 1
Law Deptt.	Group - A	4
Law Deptt.	Group - C	15
Law Deptt.	Group - D	11
Helth Deptt.	Group - C	104
Health Deptt.	Part time lecturer	5
Health Deptt.	Group - A	2
Health Deptt.	Group - D	31
Co-operative Deptt.	Group - C	1
Governor Sectt.	Group - C	4
Governor Sectt.	Group - D	3
Tribal Welfare Deptt.	Group - B Group - C	1 571

Admitted Un-starred Question No. : 309

Name of Member : Shri Prakash Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

<u>প্রশ্ন</u>

১। কমলা সাগর মন্দির সংলগ্ন এলাকা থেকে আগরতলা-বিশালগড় সড়কের সংযোগস্থল পর্য্যন্ত পাকা রাস্তাটির প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য শীঘ্রই যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা? এবং

২। নেওয়া না হলে এর কারণ কি?

উত্তর

১। বর্তমানে রাস্তাটি যান চলাচলের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং ভালই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-starred Question No. 310

Name of Member Shri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries & Commerce be pleased to state :

প্রশ্ন

১। আগরতলা বটতলাস্থিত যে শ্মশানটিতে ত্রিপুরার প্রাক্তন মহারাজা বীরবিক্রম বাহাদুর, মহারানী কাঞ্চন প্রভাদেবী সহ রাজ পরিবারের অন্যান্যদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে সেই শ্মশানটিতে গ্যাসের চুল্লি বসানোর জন্য রাজ্য শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের কাছে কোন প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে কিনা?

উত্তর

১। প্রস্তাবটি রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের কাছে এখনো আসেনি।

WRITTE STATEMENT LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE
(Reference cases)

ANNEXURE - C

Reference Period notice raised by Shri Kajal Ch. Das, M.L.A. regarding -

গত ১৮ই আগষ্ট ২০০২ ইং দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত "ফর্ম-১১, স্পট্ কোটেশনের রমরমা তেলিয়ামুড়া পূর্ত সাব ডিভিশনে ৩ কোটি টাকার কেলেঙ্কারী" সংবাদটি বিভ্রান্তিমূলক, অতিরঞ্জিত, সত্যের অপলাপ ও ভিত্তিহীন।

তেলিয়ামুড়া পূর্ত সাব ডিভিশনে ১৯৯৯-২০০০ ইং থেকে ২০০১-২০০২ ইং পর্যন্ত তিন বছরে ৭৪,৩৬,০৭৩ টাকার কাজ ৪৩৭টি ফর্ম-১১ এর মাধ্যমে করা হয়। ফর্ম-১১ এ ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া প্রচলিত নিয়ম-নীতির মধ্যেই পড়ে। সাধারণত যেসব কাজ খুব জরুরী ভিত্তিতে করার প্রয়োজন হয় ও অন্যান্য প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তার জন্য টেণ্ডার কল করার পর কাজ বন্টন করা সম্ভব হয় না, সেই সব ক্ষেত্রে ফর্ম-১১ এর মাধ্যমে কাজ করানো হয়। ইহা ছাড়া ত্রিপুরার অসংখ্য বেকারদের কিছুটা কর্ম সংস্থানের জন্য পূর্ত দপ্তরের উপর ন্যস্ত হয়েছে এবং সেটা সম্ভব ফর্ম-১১ এ কাজ বন্টন করার মধ্য দিয়েই। প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপজাতি বেকারদের কর্ম সংস্থানের জন্য ফর্ম-১১ এ কাজ দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া বেকার ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ারদের কিছু কিছু কাজ দেওয়া হয়। বিশেষ বিশেষ জরুরী প্রয়োজনানুসারে এবং বিশেষ কাজের অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে কিছু কাজ ফর্ম-১১ এর মাধ্যমে করানো হয়।

সংবাদ স্পট্ কোটেশনের মাধ্যমে কাজ বিলি করাকে খুবই অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। কারণ এই তিন বছরে স্পট্ কোটেশনের মাধ্যমে মাত্র ৬(ছয়)টি কাজ বিলি করা হয়েছে যার আর্থিক মূল্য ১,৬৬,৫৩৫ টাকা। এই কাজগুলোর প্রতিটির আর্থিক মূল্য নির্বাহী বাস্তুকারের ক্ষমতা ৩০ হাজার টাকার মধ্যেই ছিল। এই কাজগুলো করা হয়েছিল বইমেলা, বিজ্ঞানমেলা ও পুষ্প প্রদর্শনীর জন্য।

গত তিন বছরে তেলিয়ামুড়া পূর্ত সাব ডিভিশনে ফর্ম-১১ এর মাধ্যমে ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করার বিবরণ নীচে দেওয়া হইল।

	১৯৯৯-২০০০		২০০০-২০০১		২০০১-২০০২	
	নং	মূল্য	নং	মূল্য	নং	মূল্য
১। উীড পার্টি	৬৪	১১,৮০,০৪১.০০	৭৮	২২,৫৭,৮০৯.০০	৪২	১২,৩২,৩০২.০০
২। ট্রাইবেল বেনিফিট স্কীম (TBS)	৯৮	৫,৪০,৮৬১.০০	৪৪	৪,১৪,৩২৩.০০	১৮	১,৬৫,১৯৮.০০
৩। বেকার ইঞ্জিনীয়ার	১২	২,৪৮,২১৬.০০	০৫	১,২৮,৪৪২.০০	০৬	১,৭৯,৭৫৯.০০
৪। ইনডিভিজুয়াল	২৭	২,৫১,৬৩৯.০০	২৫	৪,৪৯,২৯৭.০০	১২	২,২১,৬৫১.০০
৫। স্পট কোটেশন	—	—	—	—	০৬	১,৬৬,৫৩৫.০০
	২০১	২২,২০,৭৫৭.০০	১৫২	৩২,৪৯,৮৭১.০০	৮৪	১৯,৬৫,৪৪৫.০০

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ফর্ম-১১ এর মাধ্যমে সাধারণত ছোট ছোট কাজ যথা রাস্তা, কাঠের সেতু, বিল্ডিং ইত্যাদি মেরামত ও রাস্তার ড্রেইন, রাস্তার পাশে জঙ্গল কাটা, বন্যায় রাস্তা ও সেতু নষ্ট হয়ে গেলে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পুনঃস্থাপনের জরুরী ভিত্তিতে যেসব কাজ প্রয়োজন হয় সেসব কাজই ফর্ম-১১ এর মাধ্যমে করা হয়।

সংবাদে খোয়াই পূর্ত সাব ডিভিশন নং - ২ এর অধীনে নির্মিয়মান রামচন্দ্রঘাট টি.এস.আর. ব্যাটেলিয়ান হেড কোয়ার্টার নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত আরো কিছু অসত্য সংবাদও পরিবেশিত হয়েছে, যথা - রাস্তায় মাটি ফেলা, গাছ কাটা, বাঁশের বেড়া নির্মাণ সম্বন্ধে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে রামচন্দ্রঘাট টি.এস.আর. ব্যাটেলিয়ান হেড কোয়ার্টারে কোন বাঁশের বেড়া দেওয়া হয় নাই এবং বাঁশের বেড়া দেওয়ার জন্যে কোন ঠিকাদারকে কোন টাকা দেওয়া হয় নাই।

তেলিয়ামুড়া-খোয়াই রাস্তা হইতে টি.এস.আর ব্যাটেলিয়ান হেড কোয়ার্টাব পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণের জন্য ১৫,৯৫,৫২৫ টাকা একটি টেণ্ডারের মাধ্যমে এগ্রিমেন্ট করা হয়। এই এগ্রিমেন্টে ২৯,৩৫০ কাম ম্যাকানিকেল ট্রান্সপোর্ট দ্বারা মাটি ফেলার সংস্থান রাখা হয়। এখন পর্য্যন্ত ২১,৩৭৮.৮৫ কাম মাটি ফেলা হয়েছে এবং ৩,৩৫,০০০.০০ টাকা ঠিকাদারকে আংশিকভাবে পেমেন্ট করা হয়েছে, যদিও এই কাজের বিল হয়েছিল ১৩,৮৮,৯৯০.০০। এই কাজে মাটি ফেলার পরিমান কারিগরি নিয়ম অনুসারে প্রোফাইল মেজারমেন্ট নিয়ে করা হয়েছে। এই কাজে রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজনানুসারে কিছু গাছ কাটা হয় এবং এখন পর্য্যন্ত ৫৮টি গাছ কাটার পেমেন্ট করা হয়।

উপরের এইসব তথ্য থেকে বোঝা যাবে যে, সংবাদটি মনগড়া ও উদ্দেশ্যপ্র[illegible] যার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই।

International Community appealed to discuss Borok Nations problems - Shri Bijoy Kumar Hrankhawl demands "Right to self determination in [illegible]" সম্পর্কে —

মাননীয়, বিধায়ক শ্রী বিজয় রাঙ্খল, প্রেসিডেন্ট ইণ্ডিজেনাস ন্যাশনালিস্ট পার্টি অফ ত্রিপুরা গত ২২শে জুলাই পর্য্যন্ত জেনেভায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ অফ ইণ্ডিজেনাস পপুলেশন (W.G.I.P.) নামে একটি সংস্থার ২০তম অধিবেশনে যোগদান করেছেন বলে দাবী করেছেন। ঐ সম্মেলন থেকে ফিরে আসার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন এবং উনার

প্রদত্ত ভাষণের প্রতিলিপি সাংবাদিকদের নিকট বিতরণ করেন। সেই ভাষণের প্রতিলিপি আমাদের হাতে এসেছে।

জেনেভায় প্রদত্ত উক্ত ভাষণ থেকে দেখা যায় —

ত্রিপুরার অতীত ইতিহাস, জনসংখ্যা, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর হিসাব, উদ্বাস্তু আগমন ইত্যাদি নিয়ে তাঁর বক্তব্যের বিরাট অংশ জুড়ে শ্রী রাঙ্খল অনেক কথা বলেছেন। ইতিহাস বরাবরই বিতর্কিত এবং এই মর্মে শ্রী রাঙ্খলের বক্তব্য ও পরিবেশিত তথ্যাদি বিতর্কের উর্ধ্বে থাকবে বলে মনে করার কারণ নেই।

সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত 'সেংক্রাক' দলের সাথে এক সারিতে ফেলে গণমুক্তি পরিষদের দেশ ও জাতিগঠনের মহান উদ্দেশ্য ও কর্মধারাকে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে শ্রী রাঙ্খল তাঁর প্রদত্ত ভাষণে বিকৃত করার চেষ্টা করেছেন। নিজের সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী ও মানবতা বিরোধী অতীত কার্যকলাপ সম্পর্কে শ্রী রাঙ্খলের যে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই তা তাঁর ভাষণে TNV গঠনের গর্বভরা উল্লেখের মধ্যে স্পষ্ট।

উদ্বেগজনক হচ্ছে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সাথে ১৯৪৯ -এর ১৫ই অক্টোবর ত্রিপুরার সংযুক্তিকরনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য ব্যতীত উপস্থাপিত শ্রী রাঙ্খলের বক্তব্য ও ব্যাখ্যা উস্কানীমূলক। এই বক্তব্য বিশেষ করে ত্রিপুরার জনগণের মধ্যে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ ছড়াতে এবং বিভাজন সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে। রাজ্যের সামাজিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করতে ইন্ধন যোগাতে পারে।

সর্বাধিক বিপদজনক হচ্ছে ভারত সরকার কর্তৃক বে-আইনী ঘোষিত NLFT এবং ATTF -এর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সাথে ত্রিপুরাকে ভারত রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে নেবার বিচ্ছিন্নতাকামী দাবীকে শ্রী রাঙ্খলের ঢক্কা নিনাদে সমর্থন করে বক্তব্য রাখার বিষয়টি। পূবর্তন আই.পি.এফ.টি. বর্তমান আই.এন.পি.টি. নামধারী দলটি সংবিধানের ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক গঠিত ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এর বর্তমান শাসক দল। শ্রী রাঙ্খল হচ্ছেন সেই আই.এন.পি.টি. দলের সভাপতি। প্রদত্ত ভাষণ থেকে এটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে শ্রী রাঙ্খল বাহ্যত সন্ত্রাসবাদের পথ পরিহার করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসলেও, ভারত রাষ্ট্রের সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করলেও মনে প্রাণে তিনি পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা ISI -এর মদতপুষ্ট NLFT এবং ATTF এর দেশবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী, বিচ্ছিন্নতাকামী, সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী হিংস্র কার্যকলাপকে সমর্থন করেন।

Speech of Shri B. K. Hrankhawl, MLA, President of the Indigenous Nationalist Party of Tripura at the 20th meeting of the working group of Indigenous Population (WGIP) - 2002 held at Geneva, from 22nd July to 26th July, 2002

TRIPURA, a tiny state of federal India was perhaps oldest kingdom in world history, ruled by Borok nation. In the Sabha Parva, Chapter XXXI, the sixtieth verse of the Mahabharata, the great epics of the Aryan it has stated that, Sahadeva, the youngest brother of the Pandavas conquered the inmeasurably efflugent Tripura. In verse 9 to 11 of Chapter CCL-III (253) of Vana Parva of the Mahabharata it has been stated that, Karna, a bosom friend of Duryadhan conquered and subjugated kingdom like Moloana, Pattana, Tripura and Kolsala. In the Visma Parva, at Chapter LXX-IV (74) the 8th and the 9th verses says that, the General of the Tripura empire joined the ever biggest warfare of Kurukshetra in support of the Kurus.

Considering all above mention aspect Mr. E. F. Sandys, ICS and writer of the

HISTORY OF TRIPURA maintained that - "whether the great war of the Mahabharata took place or a merely Lunar myth, yet in kingdom of Tripura in exist before vyasa, who complied the great epics. That is before 600 B.C. otherwise he could not have mentioned it in his list of kings.

In the Ashoka Pillar, now preserved at the Allahabad cantonment, at the instant Emperor Akbar we find clear mention of Tripura alongwith Samatal (now Bengal) Nepalok (now Nepal) and Kamaruya (now Assam). The full versus of the inscriptions are as below - 'whose imperiors commands were fully gratified by the payment of taxes and execution of his (Ashoka) orders by the frontier kings are the Nepalok, Kamaruya, Samatal and Tripura and tribes namely Matavasa, Yadheyas, Ahiras and Kakas (now Kuki).

According to Rev. James Long, a historian, critic member of the Asiatic Society maintained in his ANALYSIS OF THE RAJMALA OR CRONICLES OF TRIPURA, that - 'A country little known to Europeans, Tripura, the highlands, the last country that yielded to the tide of Moslem invasion, and which it its mountain fastnesses retained for so long a period the tradition unmixed with views that might stream in from other countries. The people of Tripura (Borok) like the sikhs were a military race, and their soldiers often played the same part as the prictorian guards did in Rome.

The well known Chinese tourist Huen Tsang who travelled India from north to south and east to west also observed that the Brahmaputra valley was under the rule of the GR EAT BOROS (BOROKS) in the first part of the 7th century who have rich cultural heritage.

The size of the Tripura kingdom started to reduce from the 14th century and present area of Tripura state was determined by way of Mughul assession in 1929. During British rule the question of independent Tripura arised several times before the rulers. The Commissioner of Chittagong wanted to annex Tripura state forcefully in 1861. But the Governor General instructed him to refrain from such action saying that the Raja has a large independent Territory since time immemorial. In a succession case the privy council also admitted that the Raja has Independent state beside zamindari and in his kingdom his word is law. Tripura was an independent state till 14 October, 1949 and joined the Indian dominion, the next day under the tre of INSTRUMENT OF ACCESSION signed between Lord Mountbaten, the Governor General of India and Maharani Kanchanprabha, Regent of Tripura on 13.1947. According to the Pact, Defence, External Affairs, Communication and Ancillary were supposed to remain with the Federal Government while remaining subjects shall be exercised by the state Government. But the Bengali employees and the intelligentia started giving presure to Maharani Kanchanprabha for merger with India. Accordingly merger agreement was signed on 9.9.1949 and came into being from the 15th October, 1949.

As soon the Marger Agreement came in force, influx of refugees from the than

East Pakistan was started. In a democratic country population of particular caste, creed and religion is a big factor. Infact, democracy means rule of majority people. Tripura was an oldest kingdom in India, perhaps in the world having cronicles of 184 kings without break. The Borok people has such a glorious history, second to none. The oldest ruling dynasty of India as believed by the historians is the Rajput. History says the Rajputs are decendent of Emperor Samudra Gupt, who ruled India during 3rd century. But Tripura kingdom existed 600 B.C. as hhas been revealed by Mr. E.F. Sandys.

How the refugees overpowered the indigenous people of Tripura is best example. In 1901, according to census report total population of Independent Tripura was 173,325 out of it caste / community / religious wise population was as below :-

1.	Borok People	-	75,781
2.	Other indigenous people	-	16,696
3	Bengali Hindu	-	15,072
4.	Muslims	-	44,426
5.	Manipuri & Manipuri Muslims	-	13,256
6.	Others	-	3,000

It is noteable that, at that time the Bengali Hindu used to represent less than one percent After partition of India all the Muslims were compelled to leave Tripura and Bengali Hindus are ruling with absolute majority The population of Tripura during the last century are as below :-

Year	Total Population	Indigenous Population	Other Population
1901	173,325	92,477	80,848
1951	645,707	237,953	407,754
1961	11,42,005	360,070	781,935
1971	15,56,342	450,544	1,105,798
1981	20,53,058	583,920	1,469,138
1991	27.57,205	853,345	1,900,560
2001	31,97,000	N.A.	N.A.

It is clear that violating all norms including the UN charter on human rights and fundamental rights of the Indian constitution foreigners ruling our dear mother land and we the indigenous people are deprived of fundamental rights like right to self determination. The Borok people of Tripura, the sons of the soils are, in real scense refugees in their own country. This is a tragic feature of Tripura, the sole and serviving ruling dynasty of

India. Here I like to give an account of the refugees influx in Tripura, soon after merger, as per Govt. record.

Year		No. of infiltrators
1950	-	67,151
1951	-	2,016
1952	-	80,000
1953	-	32,000
1954	-	4,700
1955	-	37,500
1956	-	50,700
1957	-	3,600

Thus within a span of 7 years the sons of the soil were outnumbered by the outsiders and the Government machinery was captured by the refugees. This is the reason behind extremism in Tripura. The first extremist organisation, the 'Sangkrak' was formed by the Royal family members in 1945, with a view to resisrt probable Bengali infiltration in Tripura, after achieving Independence of India. It did not worked because of isolation of the royal family members from the Borok community who live in villages and hills.

The second venture was initiated in 1948, led by Dasharath Deb forming Mukti Parishad, meaning Liberation Council. The idea behind the organisation was to drive away the Bengalee Refugees from Tripura. It became useless as soon the Mukti Parishad involved with the Communist Party of India in 1950.

In 1968, the third venture under the name of Sangkrak was organised by one Anant Reang with a target to drive away Bengali Refugees from a particular valley. The organisation was confined within a group of Borok people. Ultimately the outfits were compelled to surrender.

The forth initiative was ventured by Binand Jamatia under the nomenclature of All Tripura Peoples' Liberation Organisation (ATPLO). In 1980, the first communal riot took place in Tripura. Thousand of Borok people have been killed by the Bengalee Refugees. Nearly three lakhs indigenous people were compelled to take shelter in the camps. But Jamatia could not continue the fight and had to surrender

You will be astonished to know that, it was me to form Tripura National Volunteer (TNV) an arm outfits in 1978 with a view to fight for the Borok nation, sons of the soil of Tripura. My achievement was tremendous. The Government of India agreed to increase reserved seats for indigenous people in the state Legislative Assembly of Tripura

by way of Constitution ammendment. I agreed to sign. a Memorandum of understanding with the Govt. of India and returned home alongwith fi ve hundred volunteers on 12th August, 1988. The Govt. of India increased reserved seats of the Tripura Legislative Assembly of which is I am representing new. But the other aspect, related to development of indigenous people has remained neglected. The younger generation could not compromise with the increasing incidents of negligence and trechury upon the Borok people, the indigenous people of Tripura. Thus the National Liberation Front of Twipra (NLFT), the All Tripura Tiger Force (ATTF) came forward to fill up the gaps demanding fundamental, constitutional and human rights of the Borok people of Tripura. Their demand is right to self determination which is a born right of every man and woman. They are not cessessionist at all as Tripura was never an integral part of India from time immemorial to till India achieved independence.

The great pain that the suffering of the Borok people of Tripura is unexplainable. It is a matter of feeling. A nation starting from the age of Mahabharata survived till the British rule, honourably our is the only nation to have a list of 184 kings. The partition of India and merger of Tripura with India caused great miseries to Borok Nation. So, it requires discussion in the international Forum to formulate minimum human rights for the Borok nation for survival. I am greatful to the organisers of the WGIP for giving me scope to tell you about a deminishing nation, who ruled a big part of India-subcontinent from time immemorial.

With regards,

Yours

B. K. Hrankhawl

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY, ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House,
Agartala on Wednesday, the 4th September, 2002 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Speaker in the Chair, The Deputy Speaker,
The Chief Minister, 16 Ministers and 38 Members

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ- আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বলিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী রতন লাল নাথ।

শ্রী রতনলাল নাথ (মোহনপুর) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নাম্বার ১।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নাম্বার ১।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে হেপাটাইটিস-বি রোগে আক্রান্তের সংখ্যা কত এবং গত পাঁচ বছরে রাজ্যে উক্ত রোগাক্রান্তে মৃতের সংখ্যা কত।

২। উক্ত রোগের ব্যাপারে জন সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গত পাঁচ বছরে রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৩। রাজ্যের সরকারী হাসপাতালগুলিতে উক্ত রোগের প্রতিষেধক বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা এবং করা না হলে এর কারণ কি?

উত্তর

১। ২০০২ ইং সনে হেপাটাইটিস বি রোগে আক্রান্তের সংখ্যা (জুলাই মাস ২০০২ পর্যন্ত) ১২৪ জন।

১৯৯৭ ইং থেকে এখন পর্যন্ত অর্থাৎ জুলাই মাস ২০০২ ইং পর্যন্ত উক্ত রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৭৯৩ জন।

গত ৫ বছরে উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজ্যের কোন হাসপাতালে কেউ মারা জাননি।

২। হেপাটাইটিস বি একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ। যার সংক্রমনের ফলে যকৃত (লিভার) -এ ক্ষত দেখা দেয়। এইড্‌স -এর মত একই পদ্ধতিতে এই রোগ সংক্রমিত হয়। তাছাড়া রোগীর ঘাম ব্যবহৃত জামা কাপড় ইত্যাদি থেকেও এই রোগ সংক্রমিত হয়ে থাকে।

সরকার এই বিষয়ে জনচেতনা গড়ে তোলার জন্য এইডস্ সোসাইটির সঙ্গে বা এইডস্ কর্মসূচীর সঙ্গে এই রোগটিকে আমরা ব্যাপক প্রচারে নিয়ে গিয়েছি বা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাজ্যের প্রায় সর্বত্র আলোচনা সভা, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, বৈদ্যতিক প্রচার মারফৎ স্বাস্থ্য শিবির করে কর্মশালা ইত্যাদি সংগঠিত করেছে। সরকার ছাড়াও সরকারের সহযোগিতায় বিভিন্ন এন. জি. ও এই বিষয়ে প্রচার কর্মসূচী গ্রহন করেছেন।

রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর জোড় দিয়ে কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন।

৩) এই রোগের প্রতিষেধক টীকা দেওয়ার কর্মসূচী রাজ্য সরকার গ্রহন করেন নি। আর্থিক অসংগতিই এই কর্মসূচী গ্রহন না করার প্রধান কারন।

ভারত সরকার বর্তমান বর্ষে এই কর্মসূচী গ্রহন করে। সারা দেশে মাত্র ৪০টি জেলায় করা হয়েছে। যার মধ্যে আমাদের রাজ্যের কোন জেলা ধরা নেই।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, হেপাটাইটিস এ. বি. সি. ডি. ই পর্যাপ্ত আছে। এর মধ্যে এফ এখনও অজানা। মাননীয় মন্ত্রী এই মার্চ মাসের বিধানসভায় একটা প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন ১৯৯৭ ইং সাল থেকে ২০০১ ইং সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট ১৪,৪৫১ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এখানে আবার উনি আজকে বলছেন ৭৯৩ জন। এটা মাননীয় মন্ত্রী কি বলছেন আমি বুঝলাম না এটা কি যাই হোক একই প্রশ্নের উত্তর সবগুলি আমার কাছে আছে। ২৯-৮-২০০১ ইং সনে মাননীয় মন্ত্রী আবার বলেছিলেন ৩৪৫ অথবা ৩৯২। পরিসংখ্যানটা যাতে বিভ্রান্ত না হয় এই ব্যাপারটা দেখলে ভাল হবে। এ জলবাহিত, বি এবং সি হল রক্তবাহিত, একর্ডিংলি এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী উত্তরও দিয়েছেন। এই রোগ আমাদের রাজ্যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে তথ্য অনুযায়ী এটাই দেখা যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড হেলথ্ অর্গানাইজেশান ১৯৯৬-৯৭ ইং সালে একটা সমীক্ষায় বলছেন যে ৭৩টি দেশে এই হেপাটাইটিস গ্রুপ বি রোগ মারাত্বক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এর মধ্যে ইনক্লুডিং ইন্ডিয়া এবং উনারা একটা রিকমানডেশান করেছেন যে, ভারতবর্ষে যেন এই রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা হয়।

স্যার, এটা ভেরি ইমর্পটেন্ট বলে সর্ট নোটিশ উইদিন থ্রি ডেইস করতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- রতন বাবু ব্যাপারটা হচ্ছে কি আপনি আপনার ক্লগারিফিকেশন বলুন, এটাতো অন্য দেশের রেফারেন্স।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- এখানে তিনটা প্রশ্নে তিনটা ক্ল্যারিফিকেশন হবে, আমি কি একসঙ্গে বলব নাকি?

মিঃ স্পীকার ঃ- হ্যাঁ, বলুন।

শ্রী রতনলাল নাথ :- ওয়ান্ড হেলথ অর্গানাইজেশান -এর সমিক্ষায় বলেছে ৭৩টা দেশে প্রতিষেধক ব্যবস্থা করার জন্য, ইনক্লুডিং ভারত। থাইল্যান্ডে টাইওয়ান সি অলরেডি দেওয়া শুরু করেছে। আমাদের রাজ্যে প্রচন্ডভাবে এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ১৯৯৮ ইং সালের প্রথম শেসানে তৎকালীন প্রয়াত স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিনহা ও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ও এটা স্বীকার করেছিলেন তখন এন জি এস বি ছিল প্রতিষেধক। এখানে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, রাজ্যে যেহেতু এটা কেটা উদ্বেগজনক অবস্থায় আছে সেহেতু সরকারী উদ্যোগে ডি ডি টি এবং পলিওর মত বাধ্যতামূলক করা হবে কিনা, মানে যেমন ওটা বাধ্যতামূলক অ্যাপ্রভড্ হসপিট্যাল এ এবং বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্রভূড পি এ সি করা হচ্ছে সরকারী উদ্যোগে সেরকম ভাবে করার ব্যবস্থা করা হবে কি না?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **ঃ –** স্যার, হেপাটাইটিস বিভিন্ন ধরনের আছে, আমি ১৪ হাজারের সংখ্যাটা বলেছি সেটা হল এ বি সি ডি ইত্যাদি মিলিয়ে সমস্ত এটা হয়েছে হেপাটাইটিস এ এবং বি সি ডি এগুলি হচ্ছে সবচেয়ে বেশী মারাত্বক আকারের, অন্যগুলি এতবেশী মারাত্বক নয় জলবাহিত রোগ, আমরা যাকে জন্ডিস বলে থাকি। হেপাটাইটিস বি হচ্ছে সবচেয়ে বেশী মারাত্বক এবং এতে যারা আক্রান্ত হন তাদের মধ্যে নাইনটি পারসেন্ট রোগী ভাল হয়ে যায়। আর টেন পারসেন্ট এর মত থাকে তারা এটাকে কেরিয়ার হিসাবে বহন করে এবং এগুলি অন্যদের শরীরে ছড়ায়। তাই এই ব্যাপারটাকে আমরা রাজ্যসরকার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নেওয়ার চেষ্টা করছি। কেন্দ্রীয় সরকার এত দিন এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেন নি, এবার তারা এটা করেছেন কিন্তু সব জায়গায় তারা তাদের এই প্রোগ্রামটা কার্য্যকরী করেন নি। আমরা যখন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করি তখন কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে যে, যেহেতু এই গ্রোগ্রামটা খুব কস্টলী তাই এটা সব জায়গায় দেওয়া যাচ্ছে না। যে সব জায়গায় বা রাজ্যে বা জেলায় এইডস রোগাক্রান্ত রোগীর সংখ্যা

বেশী সেই সব জায়গায় প্রাথমিকভাবে এই কর্ম সূচীটা নেওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্যে যেহেতু এইডস রোগাক্রান্ত রোগী মাত্র একজন আছে মানে কম সংখ্যাটা সেই জন্য আমাদের রাজ্যকে তারা বিবেচনায় আনেনি।

সেটা না আনলেও রাজ্য সরকারের তো একটা দায়িত্ব আছে। আমরা এই ব্যাপারে একটা স্কীম গ্রহন করি এবং স্কীমটা করতে গিয়ে আমরা এটাকে দুইভাগে ভাগ করি। একটা হচ্ছে, জিরো থেকে দশ বছর পর্যন্ত বাচ্চা যারা আছে তাদের জন্য, কারণ এদের মধ্যে ৭০ থেকে ৮০ ভাগ বাচ্চা কেরিয়ার হিসাবে এটাকে ব্যবহৃত করে। আর একটা হচ্ছে দশ বছরের উর্দ্ধে অন্যান্যদের জন্য। এভাবে দুটো ভাগ করে আমরা এই স্কীমটাকে তৈরী করতে চেষ্টা করি। এখন হেপাটাইটিস বির প্রতিষেধকটাকে চারটা ডোজে দিতে হয় এবং এই চারটার মধ্যে তিনটা ডোজ প্রথম অবস্থায় পর পর দিতে হয়, আর ৫ বছর পর আর একটা বোস্টার ডোজ দিতে হয়। এখন এই ডোজগুলি দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকম দাম নিচ্ছে। আমরা এই ব্যাপারে কোম্পানীগুলির সঙ্গে আলোচনা করি, তাতে তারা বলেছে বাচ্চাদের জন্য পার ডোজ ৪০ টাকা আর বয়স্কদের জন্য ফুল ডোজ যেটা তাতে পার ডোজ ৯০ টাকা করে ওরা দিতে পারবে। এই হিসাবে আমরা হিসাব করে দেখেছি যে, জিরো থেকে দশ বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের সংখ্যা হচ্ছে ৯ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩৫০ জন, তাদেরকে এই স্কীমের আওতায় আনতে ১১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা আমাদের রাজ্যে দরকার। আর তার পরের অংশে যারা আছেন তাদের সংখ্যা হচ্ছে ২২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮১০ জন এবং তাদের জন্য দরকার হচ্ছে পার ডোজ ৯০ টাকা করে তিনটা ডোজ দিতে মোট ৬০ কোটি ৩১ লক্ষ ৩০ হাজার ৮০৭ টাকা।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া অম্পিনগর ঃ কলেরার টিকা যেভাবে দেওয়া হয় সেরকম ভাবে এটাকেও দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না সেটা বলুন।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- সেটাইতো বলছি, আমরা রাজ্য সরকার কেন সেটা নিতে পারছি না আমি সেটাইতো বলছি।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ এই টিকাটা দেওয়ার ব্যাপারে বয়সের কোন ব্যাপার নেই। সকলের টিকা নেওয়া প্রয়োজন। যার জন্য টোটাল খরচ হবে ৭১ কোটি ৮০ লক্ষ ১২ হাজার ৮৬০ টাকা। যেটা বহন করা রাজ্য সরকারের পক্ষে খুবই দুরুহ ব্যাপার। আপনারা সকলেই জানেন আমরা একটা ডাইরেকটরেটের জন্য সমস্ত বাজেট প্রভিশানও এত কোটি টাকার হয় না। সেজন্য এই কর্মসূচী নেওয়া রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমরা অন্ততঃ শূন্য থেকে ১০ বৎসর অবদি চালু করতে পারি কিনা তার জন্য বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানাই যাতে অন্যান্য প্রোগ্রামের মত তারাও আমাদের এই ব্যাপারে সাহায্য করেন, যাতে আমরা এই ধরনের কর্মসূচী নিতে পারি।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আগরতলা শহরে এবং শহরের আশেপাশে বিভিন্ন কোম্পানীগুলি একইদিনে ৪০-৪৫ টা সেন্টারে একসাথে হেপাটাইটিস বি-র প্রতিষেধক নিচ্ছে। এই কোম্পানীগুলি বেসরকারী। সেই ভ্যাক্সিনগুলির পটেনসি আছে কিনা, রেফ্রিজারেটরে রাখা হয়েছে কিনা, কোন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে কিনা, এই ব্যাপারে উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে কিনা, এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তর নীরব কেন ? এইগুলি রাজ্যসরকারের কোন অ্যাপ্রুভ জায়গা থেকে দিচ্ছে না, ফার্মেসী থেকে দিচ্ছে না, যে কোন জায়গা থেকে দিচ্ছে। একসাথে ৩০-৪০ টা জায়গার দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কি ভূমিকা ?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, যতটা আমাদের জানা এই সংক্রান্ত নামটা ওকার্ড সংস্থা। আসাম থেকে এই সংস্থাটা এসেছে। তারা এই কর্মসূচীটা এখানে চালাচ্ছে। এতে আমি যতদুর খবর নিয়েছি এই কর্মসূচীটি প্রথম শুরু করেন আগরতলা হাসপাতালে। শুরু অনুষ্ঠানে আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তখন যতটা আমি খবর নিয়েছে সেখানে ডাঃ আলেখ্য দাসগুপ্ত ছিলেন তাদের যে ভেক্সিন রাখা হয়েছে সেটা প্রপারলি রাখা হয়েছে। সেই হিসাবে আমরা এই কর্মসূচী শুরু করি। এখন পর্যন্ত লেটেস্ট যে সংস্থা খবর আমাদের রাজ্যে ধরা কম বেশী ৩৩ হাজার টার মত বেক্সিন ওরা করেছেন। আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরে এইরকম কোন মেশিনারী নেই সেটাকে রাখার জন্য। আমরা যতদূর খবর নিয়েছি, তারা

এটাকে প্রপারলি এই বেক্সিনটা মেইনটেইন করছেন। অন্য কোন রিয়েকশানের খবর এই ব্যাপারে আসে নাই, তাতে মনে হয় এগুলি ঠিকঠাক রাখা হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত চালু আছে। এগুলি প্রাইভেট সংস্থা দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, কনটাক্ট মেনটেইন করছি। অন্য কোন খবর আসেনি। যদি কোন এই ধরনের খবর থাকে তাহলে মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যাতে তারা দয়া করে কনটাক্ট করেন যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা আমরা নিতে পারি।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ২০০০ ইং সনে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে হেপাটাইটিস বি নেওয়ার জন্য একটা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, এখন এটা বন্ধ আছে। এইরকম প্রচেষ্টা রাজ্য সরকার থেকে নেওয়া হবে কিনা ? ২ নং হচ্ছে কিছুদিন আগে পত্রিকায় দেখলাম একটা এন জি ও বিজ্ঞাপন দিয়েছে এই বলে এই বৎসর ১০ লক্ষ লোক মারা যাবে। কাজেই যারা হেপাটাইটিস বি-র ইনজেকশান নিতে চান তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে এই জায়গায় ৫০০ টাকা করে। এটা উইদাউট কনসেনট্রেশান অফ দি গর্ভণমেন্ট, উইদাউট গর্ভণন্টে অ্যাপ্রভেল কি করে একটা এন জি ও এইরকম করল এবং কেন গর্ভণমেন্ট এটা অ্যানকোয়ারী করল না এবং এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া তাদের অধিকারভুক্ত কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কিনা ?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এই ধরনের কোন ইনফরমেশান আমার কাছে নেই যে ১০ লক্ষ লোক মারা যাবে এই কথা বলেছেন। যদি এইরকম কেউ করে থাকে এটা সম্ভব না, এটা পারে না। তো হেপাটাইটিস বি যেভাবে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে ওকে ডিটেক্ট করার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন তারা ফিরছেন কি না, তারা স্ক্রীনিং করছেন কি না সেটা আমার জানা নেই। কারন এইগুলি করতে হলে এলাইজার মেসিনের দরকার। সে ধরনের মেসিন রয়েছে কি না জানি না। তবে স্বাস্থ্যের উপরে তারা বিভিন্ন কর্মসূচী ইত্যাদি গ্রহন করেন। ব্লাড ডোনেশন, তারপর ক্যাটারেক্ট অপারেশন এইসব ধরনের কর্মসূচী তারা করে থাকেন। বাকি ক্লিক আছে সেটা আমার জনা নেই।

আর আমাদের রাজ্যে এখন পর্যন্ত আমাদের যতগুলি ব্লাড ব্যাংক আছে তারমধ্যে আমাদের এলাইজার মেসিন বসানো হয়েছে। সেখানে আমরা ব্লাড স্ক্রীনিং করছি। এই পর্যন্ত প্রায় ৬০,০০০ ইউনিট ব্লাড আমরা স্ক্রীনিং করেছি। এর বেশী আমরা করতে পারিনি। এর বাইরেও থাকতেই পারে যে সমস্ত রক্ত এখনো স্ক্রীনিং করা সম্ভব হয়নি। স্বাভাবিকভাবে এর কর্মসূচীকে গ্রামেগঞ্জে নিয়ে গিয়ে ব্লাড কালেকশান করে এটাতে স্লাইড না ব্লাড কালেকশান করতে হয়, এবং এই জন্য আলাদা স্ক্রীনিং করতে হয়। সুতরাং আমরা যে সমস্ত রক্ত সংগ্রহ করি প্রতি বছর প্রায় ১২০০০ বোতলের মত রক্ত আমাদের দরকার হয়, এই রক্ত যেটা সংগৃহীত হয় সেটাকে আমরা স্ক্রীনিং করি। তারমধ্যে থেকে এই সংখ্যা আমাদের বেরিয়েছে। কাজেই এটা স্ক্রীনিং এর ব্যবস্থাটা আমাদের আছে আবার অনেকে বলেছেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে - এটা আমার জানা নাই। তবে আমাদের রাজ্যে যারা কাজ করছেন তারা এখন শিশুদের জন্য ৫০ টাকা এবং বয়স্কদের জন্য মাথাপিছু ১০০ টাকা করে দিচ্ছেন। এখন যদি কেউ বেশী টাকা দিয়ে নেন তাহলেতো কিছু করার নেই।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় (রাধাকিশোরপুর) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের রাজ্যে যে সমস্ত বি পি এল পরিবার আছে তাদের অন্যান্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় সেভাবে এই হেপাটাইটিস-বি ইন্‌জেকশান বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন স্কীম এখন পর্যন্ত আমরা নিইনি। এটা শুধু বি পি এল যারা তাদের দিলেই যে আমাদের এর হাত থেকে বাচা যাবে তা নয়। যেহেতু এটাতো ক্যারিয়ার থেকে প্রসারিত হয়। তাহলে সবটা ব্যাপারই একসঙ্গে করা উচিৎ। সেজন্য আমরা একটা স্কীম তৈরী করে সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। তারা অনুমোদন করলে আমরা সকলের জন্যই এই ব্যবস্থা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৮।

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ৮।

প্রশ্ন

১) টি টি এ ডি সি-র কয়টি বিল এখনো পর্যন্ত রাজ্যপালের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে?

২) বিলগুলির নাম এবং ঐগুলির সম্মতি পাওয়ার ক্ষেত্রে দেরীর কারন।

৩) সম্মতি পেতে রাজ্য সরকার কোন পদক্ষেপ নিবেন কি না? এবং

৪) না নিলে কারন?

উত্তর

১) টি টি এ, এ ডি সি-র আটটি বিল এখনও পর্যন্ত রাজ্য পালের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

২) বিলগুলির নাম, যথা -

i) The TTAADC (Forest Management and Central) Bill, 1992.

ii) The TTAADC (Establishment Management and Control of Market) Regulation, 1987.

iii) The TTAADC Service Rules, 1988

iv) The TTAADC Fund Rules, 1987

v) The TTAADC Primary School (Language) Regulation, 1992 Amend ment, 2001.

vi) The TTAADC (Constitution, Election and Conduct of Business) Rules, 1985 (16th Amendment, 2001)

vii) The Salaries, Allowances and Pensionary benefits of the Chairman, CEM, EM., Leader of opposition and MDCs (9th Amendment) Rules, 2001.

viii) The TTAADC Constitution Election and conduct of Business) Rules, 1985, (17th Amendment) 2001.

বিভিন্ন পর্যায়ে বর্তমানে বিলগুলি রাজ্য সরকারের নিকট পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। তাই সম্মতি পাওয়ার ক্ষেত্রে দেরী হয়ে যাচ্ছে।

৩) যে যে পর্যায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা অবস্থায় আছে সেগুলি সম্পন্ন হলেই রাজ্যপালের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে।

৪) প্রশ্নই উঠে না।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে ৮৮ বিল পর্যন্ত আছে। সার্ভিস রুল সরকারী কর্মচারীদের সুরক্ষা এবং স্বার্থের ব্যাপার এটা কেন এত দিন আটকিয়ে থাকবে? তারপরে তাদের সার্ভিস রেগুলারাইজেশন এবং আদার বেনিফিটস এটা কি করে দেওয়া যাবে, যদি এটা রেগুলার না হয়। এইভাবে যেখানে ভিলেজ সেই পুরানো হউক আর নতুনই হউক যদি এরমধ্যে কোন কনট্রোভারসি থাকে আইনে কোন রিপাগনেন্ট থাকে তাহলে এটা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলে হয়। এটা রিপাগনেন্সী আছে এটা সংশোধন করে আবার পাঠাও তাহলে পরে এইভাবে স্টেপ নেওয়া যাবে। কিন্তু এটা ঘুম পারিয়ে রাখা হবে নাইদার রিজেকশন অ্যাসেন্ট এইরকম হলেতো একটা প্রতিষ্ঠানকে অচল করে রাখারই নামান্তর। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কোন বক্তব্য আছে কিনা?

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, বিলের যে অবস্থানটা এখানে আছে সবগুলি বিলই এক রকম পজিশনের মধ্যে নেই। যেমন টি টি এ ডি সি ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট বিল এটা এ ডি সিতে পাঠানো হয়েছে তাদের কিছু কিছু বিষয়ে মানে ক্লেরিফিকেশনের জন্য তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

আর সার্ভিস রুলসের প্রশ্নে যেটা আপনারা বললেন সেটা আসলে এ ডি সিতো ফ্রম দি ভেরি বিগেনিং যে দিন

থেকে এটা শুরু হল তখন থেকেই কমন একটা ডিসিশন সেটা নেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়ে আইন তৈরী না হবে ততক্ষন পর্যন্ত রাজ্যসরকারের যে রুলসটা আছে সেটাই সেখানে কাজে লাগানো হবে, পরে তারা এটা করবেন। আমাদের এখানে আসার পরে এটা আলোচনা হয়নি তা না, আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু এটা শর্টআউট হয় নি। আমরা ঐ বিলটার সবদিক দিয়ে আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে সব দিক বিবেচনা করে কিভাবে এটা করা যায় তার ব্যবস্থা আমরা নেব। আর বাকি যে বিলগুলি আছে তারমধ্যে কোনটা অলরেডি যোগাযোগ হয়েছে রাজ্যপালের সঙ্গে। কোনটা যেমন ফ্রেন্স রুলস বলা হয়েছে। যেমন আমরা ক্লেরিফিকেশন চেয়েছি এ ডি সির কাছে তারা আমাদের কাছে বিলটা পাঠানোর পরে। ফ্রেমরুলস তারা আমাদের কাছে দেওয়ার পরে আমরা কিছু বিষয় জানতে চাইলাম তাদের কাছে। ডাইরেক্টলি আবার এ জি কাছে পাঠানো হয়েছে। এটা ক্লিয়ারেন্স হয়ে তাদের কাছে আসে নাই। ফলে যেটা জানতে চেয়েছিলাম তাদের কাছে এ ডি সি-র কাছে এটাও তাদের ভিউজ সহ আমাদের কাছে আসে নি। এগুলি এখন পেন্ডিং আছে।

আর মার্কেটের ক্ষেত্রে এগ্রিজেসবটিং যা আছে যেমন এখানে রেগুলেটেড মার্কেট কিছু কিছু এ ডি সি এলাকায় আছে। রেগুলেটেড মার্কেট মানে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের। এমনকি আমরা এটা পঞ্চায়েতের হাতে পর্যন্ত দিতে পারছি না। এটা সংবিধানেব সংশোধন করার জন্য আমাদের নেক আগে এই সরকার থেকে একটা উদ্যোগ নিয়ে একটা সংশোধন করতে চেয়েছিল কিন্তু প্রেসিডেন্ট এটা আবার ফেরত দিয়ে দিয়েছে। এগুলি পেন্ডিং আছে। এইজন্য এটা চট করে করা যায় না। আমরা এটা থেকেও পঞ্চায়েত এলাকায় যে সমস্ত রেগুলেটেড মার্কেট আছে বা নোটিফায়েড হউক আমরা তাদের হাতে কিভাবে এটা হ্যান্ড অভার করতে পারি এগুলি আমরা এখন নতুন করে একটা ওয়ে আউট তৈরী করার জন্য চেষ্টা করছি। এটা যদি হয়ে যায় তাহলে সব জায়গায় হবে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মন্ত্রী মহোদয় ঠিকই বলেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিয়োগনীতি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত রাজ্যসরকারের সার্ভিস রুলস ফলো করবে। কিন্তু আপনি এবং রনঞ্জিত দেববর্মা যখন সি ই এম ছিলেন তখন হয়নি। রনঞ্জিৎ দেববর্মা এবং হরিনাথ দেববর্মা যখন সি ই এম ছিলেন তখন প্রচুর নিয়োগ করা হয়েছে এমনকি গ্রেড-টু পোস্টেও। কিন্তু সার্ভিস রুল না থাকার ফলেএখন একটা বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। হয় এটাকে সাজেশান দিয়ে ব্যবস্থা করুন অথবা এটাকে বাতিল করে নতুন করে আইন তৈরী করার জন্য পরামর্শ দিন।

দ্বিতীয়তঃ ঃ হচ্ছে ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট এটা সংবিধানে পরিস্কার আছে আদার দেন রিজার্ভ ফরেস্ট এটা সবটাই এ ডি সি-র আন্ডারে থাকবে। কিন্তু ইন কেইস অব্ তুরা ডিস্ট্রিকট, মেঘালয় সেখানে দেখা গেছে ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট ওরকম আছে এ. ডি. সির আন্ডারে আছে রাজ্য সরকারের আছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আন্ডারেও আছে। ঐ নীতি আমরা কেন এখানে ফলো করব না, এটা ফলো করতে গেলে কিভাবে এটা করা যায় এটা আপনারা বিবেচনা করে দেখবেন কিনা ?

তৃতীয়তঃ ঃ এটা আমার আশা মার্কেট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে এমন গন্ডগোল হয়েছে ছামনু বাজার রাজ্যসরকারের না এ ডি সি-র ? এ ডি সি থেকে ডাক দিয়ে একজনকে দিয়ে দিয়েছে তুমি এখন থেকে কালেকশন কর। এরমধ্যে এস আই ছৈলেংটা তিনি আর একজনকে কাগজ দিয়ে বললেন যে তুমি কালেকশন করবে। খেন কে করবে ? এটা নিয়ে এখন কোর্টে কেইস চলছে। কাজেই, এটা একটা ফয়সালা হওয়া দরকার। কে মালিক ? রাজ্যসরকার না এ. ডি. সি. ? রাজ্যসরকারের হলে রাজ্যসরকারের থাকুক আর এ. ডি. সির হলে এ ডি সির থাকুক। এটা খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হওয়া উচিৎ। আমি এটা ট্রোন্সপিরিয়ান্সির জন্য বলছি স্বচ্ছ যাতে হয় সেই ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, যে বিষয়গুলি মাননীয় সদস্য বলার চেষ্টা করছেন এটা কিছু সমস্যা আছে সন্দেহ নাই। এগুলি আসতেই পারে। এগুলি কিছু কিছু প্রশ্ন আসে সেগুলি আমরা দেখছি কিভাবে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। কাজেই এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে কি হয় এটা অপেক্ষা করতে হবে। ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট আদার দেন রিজার্ভ ফরেস্ট মানে এ. ডি. সি. এলাকার বেশীর ভাগ জমি হচ্ছে রিজার্ভ ফরেস্টের আন্ডারে। আসামে এক

ধরনের আইন এটা আমাদের এখানে নেই এটা কেন্দ্রীয় সরকার বহু বছর আগে থেকে এই আইন করে দিয়েছে। এখানে এইভাবে হয়নি। আমাদের এখানে অন্যভাবে হয়েছে।

এগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রশ্ন আছে। এ. ডি. সি-র এগুলি আমাদের আন্ডার-এ এগজা মিনেশনের মধ্যে আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী সমীরদেব সবকার।

শ্রী সমীরদেব সরকার (খোয়াই) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ১৮।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ১৮।

প্রশ্ন

১) জি. বি. পন্থ হাসপাতালে এখন পর্যন্ত কতজন রোগীর দেহে পেস্ মেকার বসানো হয়েছে এবং

২) ডাঃ বি. আর. আম্বেদকর হাসপাতালে এখন পর্যন্ত কতজন অন্ধ ব্যক্তির চক্ষু প্রতিস্থাপন করা হয়েছে?

উত্তর

১) জি. বি. পন্থ হাসপাতালে এখন পর্যন্ত ৬ (ছয়) জন রোগীর দেহে স্থায়ী পেস্ মেকার বসানো হয়েছে।

২) ডাঃ বি আর. আম্বেদকর হাসপাতালে এখন পর্যন্ত ৬ (ছয়) জন রোগীর উপর কর্ণিয়েল গ্রাফটিং করা হয়েছে।

শ্রী সমীরদেব সরকার ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে, ৬ (ছয়) জন রোগীর চক্ষু সেখানে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এইসমস্ত রোগীর নাম এবং ডাক্তারবাবু যারা করেছেন তাদের নাম এবং চক্ষু দাতা যারা এই ৬ (ছয়) জনকে চক্ষু দিয়েছে তাদের নাম জানা আছে কিনা, জানা থাকলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, যাদের কর্ণিয়া গ্রাফটিং করা হয়েছে এদের মধ্যে প্রথমজন হচ্ছেন শ্রীমতি সন্ধ্যা দেবনাথ (৫৫), প্রযত্নে সুনীল দেবনাথ, ইন্দ্রনগর, এটা করা হয়েছে ১৬-৫-২০০১ ইং। দ্বিতীয়জন হচ্ছে, শ্রীমতি সাধনা দাস (২০), প্রযত্নে - অতীন্দ্র দাস, তুইসিন্দ্রাই, এটা করা হয়েছে ১৬-৫-২০০১ ইং, একই দিনে দুইজনকে করা হয়েছে। তৃতীয় জন হচ্ছে, শ্রীমতি শিক্ষা সাহা (৩৫), প্রযত্নে - সুনীল সাহা, ব্রজপুর, বিশালগড়, এটা করা হয়েছে ১৯-৬-২০০১ ইং। চতুর্থজন হচ্ছে, সুরেশ চন্দ্র দেবনাথ, প্রযত্নে - সতীশ দেবনাথ, মলয়নগর, শ্রীনগর, এটা করা হয়েছে ১৯-৬-২০০১ ইং তারিখ। পঞ্চম জন হচ্ছে, কাননবালা ত্রিপুরা (১৮), কোয়াইফাং বাড়ী, একটা করা হয়েছে ১১-৭-২০০১ ইং। যষ্ঠ জন হচ্ছে, জীবন দেবনাথ (৪৭), যোগেন্দ্রনগর, এটা করা হয়েছে ১১-৭-২০০১ ইং।

জীবন দেবনাথ, যোগেন্দ্রনগর বাড়ী, ৪৮ বৎসর বয়স, ১১-০৭-২০০১ ইং এই গ্রাফটিং করা হয়েছে। যারা চক্ষু দান করেছেন তাহা হলো – লেইট মাধব লাল চাটার্জী, ধলেশ্বর, প্রভাবতি ভট্টাচার্য্য, রামনগর, মনিন্দ্র চন্দ্র দাস, রামনগর, বেনুকা পন্ডিত, ধলেশ্বর, এই চারজন চক্ষু দান করেছেন। এবং এই চক্ষু জনকে গ্রাফটিং করা হয়েছে।

শ্রী সমীরদেব সরকার ঃ- সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, অন্ধ জনের আলো দেওয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী সরকার নিয়েছেন এবং যারা চক্ষু দান করবেন বলে সরকারের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন সংখ্যা কত। বা চক্ষু দানে উৎসাহিত করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমরা ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নিয়েছি। এতে সুফলও পাওয়া গেছে। আমরা বিভিন্ন হেলথ কেম্পের মাধ্যমে চক্ষু দানের জন্য প্রচার করেছি এবং করছি। এই পর্যন্ত যারা চক্ষু দান করাব ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাদের সংখ্যা পাঁচশতাধিক। সঠিক নাম্বার এখন বলা সম্ভব নয়। এটা দিন দিন বাড়ছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- সাপলিমেন্টারী স্যার, চক্ষু ড্রাফটিং -এর নিয়মটা কি? অন্ধতো অনেক আছেন, তাদের মধ্যে কোন অন্ধকে চক্ষু দেওয়া হবে এই রকম কিছু আছে কিনা? এবং সব অন্ধকে চক্ষু দেওয়া সম্ভব?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ স্যার, আমি তো ম্যাডিকেল ম্যান না। সুতরাং এই সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আমার

পক্ষে বলা মুসকিল, তবে যতটুকু আমি চিকিৎসকদের কাছ থেকে শুনেছি সব অন্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। যাদের কর্ণিয়া শুকিয়ে গেছে তাদের দৃষ্টিশক্তি ফেরানো সম্ভব নয়। এমনিতে হয়তো একটা চক্ষু নষ্ট হয়েগেছে এবং তার মধ্যে কর্ণিয়াটা একদম শুকিয়ে যায়নি সেই রকম ক্ষেত্রে কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন করা সম্ভব এটা ডাক্তার বাবুরা বলে। এর বাইরে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- যে সব রেজিস্টার অন্ধ তাদেরকে কি বেসিসে চক্ষু দেওয়া হচ্ছে? এর জন্য আলেদা কোন টাকা পয়সা লাগেকিনা?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, যা আমরা চক্ষু পাই তাকে সংগ্রহ করে আমরা আনি এবং যাদের পাওয়ার জন্য দরখাস্ত দিয়েছেন তাদের খবরা খবর দিয়ে আমাদের হাসপাতালে চক্ষু প্রতিস্থাপন করি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী বিজয় কুমার রাংখল।

শ্রী বিজয়কুমার রাংখল ঃ- মিঃ স্পীকার আমার এডমিটেড স্ট্যার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার ৩৫।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্ট্যার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার ৩৫।

প্রশ্ন

i) How many District Hospitals are there in Tripura (With Location).

ii) How many P.H.C. and Dispensaries are there in Tripura (With Location Categorically)?

উত্তর

১) রাজ্যে ২টি ডিস্ট্রিক হাসপাতাল আছে একটি হচ্ছে উদয়পুরে, আরেকটি হচ্ছে কৈলাসহরে।

২) পি. এইচ. সি - হচ্ছে ৬৫টি এবং সাব-সেন্টার হচ্ছে ৫৩৮ টি। স্যার সবগুলির নাম দেওয়া সম্ভব নয়। আমি এইগুলি লে করে দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার ঃ ঠিক আছে আপনি এইগুলি লে করে দিন।

শ্রী বিজয়কুমার রাংখল ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পি. এইচ. সি. এই গুলিতে এম্বুলেন্স এই গুলির আরো এফেকটিভ করা যায় কিনা? এবং আরো কিছু বাড়ানো যায় কিনা?

দ্বিতীয় হচ্ছে রেফার কেইসে ডিস্ট্রিক হাসপাতাল হউক বা পি. এইচ. সি. ই হোক যখন আমরা রেফার হয়ে আসি তখন একই চিকিৎসা এখানে করা হয়। এবং অবজারভেশানের জন্য ৭, ৮ দিন রাখা হয়।

বাই দ্যাট টাইম আমার এক বড় দিদি মারা গেলেন, বলছে যে আমরা অবসার্ভ করিতেছি। এটা কোন রেমিডি হইতে পারে কিনা, দপ্তরের উপর তো আমাদের কিছু বলার নেই, ডিসট্রিক্ট হাসপাতালই হউক, প্রাইমারী হেলথ্ সে টারই হউক আমরা চিকিৎসা করিয়া এ থেকে ফেইল - ইউর হয়ে আমরা রেফারে এসেছি। সাম মেডিসিন, সাম অবসার্ভেশান যখন আমাদেরকে এক সপ্তাহ করা হয় আমার পেশান বাই দ্যা টাই মাই পেশান ফিনিস। এটার কোন রি-এড্রেসিং বা কোন ফরমোসেইট হতে পারে কিনা নাম্বার ওয়ান।

দ্বিতীয়তঃ হাসপাতাল গুলো খুব গরীব এবং এফোর্ড করতে আমরা এখনও পারি না। যখন আমাদেরকে ডিস-চার্জ করা হলো, তার সেলাইন চলল না তখন এক ইমার্জিন্সি ডক্টরকে আমি বললাম ডক্টর সাহেব ইউ আর ইন দ্যা স্টেচ, কাইন্ডিলি হেলপ মি, আপনি এসে সুই টা বসিয়ে দেন। ডক্টর আস প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত, বাইরে আসল না এবং বলল ইট ইজ নট মাই ডিউটি। তখন আমি বললাম প্লিজ হেলপ মি, সো দ্যাট দ্যা সেলাইন কেন বী রিপোর্ট দেয়ার। তখন বলল যে এটা আরেক জনের ডিউটি। আরেকজনকে ডাকতে গিয়ে আমার বড় ভাই ফেইনটেড। তারপর পনের বিশ মিনিট পর ঐ ইউনিট থেকে আসল। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কিনা। এটার উত্তর আমার প্রয়োজন আছে তা নাহলে

আমার মনে খুব দুঃখ আছে স্যার। কারন আপনারওতো হতে পারে।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, প্রথম প্রশ্ন এ্যামবুলেন্স এর ব্যাপারে আমি মাননীয় সদস্যদেরকে বলব যে আমাদের এ্যামবুলেন্স -এর অভাব আছে এবং এই অভাব দূরীকরনের জন্য শেষ পর্যন্ত যখন আমরা আমাদের দপ্তর থেকে টাকা পয়সা খরচ করার কোন সুযোগ ছিল না তখন আমরা আমাদের এম. পি. দের আমরা অনুরোধ করি এবং আমাদের এম. পিরা এই পর্যন্ত সব মিলিয়ে প্রায় ৪০টার মত আমাদেরকে দিয়েছেন এবং সেই এ্যামবুলেন্সগুলো আমরা বিভিন্ন হাসপাতালে দিয়েছি। এর সংখ্যা বাড়ানো এখনই আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, ভবিষ্যতে যদি ব্যবস্থা করা যায় নিশ্চয় হাসপাতালগুলোতে দেব কারন এ্যামবুলেন্স ছাড়া চলবে না সেগুলো নিশ্চয় রাজ্যসরকার দেখবে।

দ্বিতীয়তঃ রেফার হয়ে যারা আসেন তাদের কেয়ারের প্রশ্ন। স্যার, এটাতো আমি সরাসরি এই সম্পর্কে বলতে পারব না কে কি ব্যবহার করেছেন। আমরা সাধারণত যারা এই ধরনের ব্যাবহার করে থাকেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমাদের নজরে আসে আমরা তখন তার বিরোদ্ধে ব্যাবস্থা নেই। স্যার, আমি অনুরোধ করব মাননীয় সদস্যদেরকে যদি এই ধরনের গাফিলতি করে, গাফিলতি হওয়া উচিৎ না কারন চিকিৎসক যারা আছেন তাদের কাছে জীবন রক্ষার জন্য মানুষ আসেন। সুতরাং এটা পালনে যদি কেউ ব্যার্থ হন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নজরে এলে ব্যাবস্থা নেব। আমি অনুরোধ করব আমাদের মাননীয় সদস্যদের এই ধরনের হলে সঙ্গে সঙ্গে যাতে আমাদের নজরে আনেন। আমরা ব্যাবস্থা নেব।

শ্রী বিজয়কুমার রাংখল ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উনি যে বক্তব্য রেখেছেন এটা আমরা কিছু অনুভব করি। যেহেতু দপ্তরের উপরে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু একটা পদ্ধতিতো আমাদের তৈরী করতে হবে, দরুন গর্ভমেন্ট যে ভাবে ফরমোলেট করব। দ্বিতীয়ত ঃ গতকাল আমার ঘরের একজন মেয়ে তাকে আমি হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। এখন ব্লাড টেস্ট, ইউরিন টেস্ট আমরা দিলাম গতকাল সেমপল, তারপর বলল যে ফ্রাইডেতে এটার রিজন আনবেন। এটা ভাইরালস, পজেটিব। তার পরে আমি হাসপাতালে নিয়ে গেলাম অনেক ঘুরাফেরা করলাম তারপরে বার করলাম এটা রেজাল্ট পাওয়া গেছে যাদ এটা শুক্রবার অপেক্ষা করতাম আমার পেশান মারা যেত। কারন আমার কিছু বলার ক্ষমতা এই জন্য সেটা বার করলাম। আজকে আমার ক্ষেত্রে এই রকম হয়েছে কিন্তু অনেক গ্রাম থেকে পেশান আসে তারা কি করবে। সাম ডক্টর ট্রিটমেন্ট করবে কারন সে তো সপ্তাহে দুইবার বা তিনবার আসে। কাজেই টোর সিদ্ধান্তটা পরিবর্তন করা যায় কিনা এবং ব্লাড টেস্ট, ইউরিন টেষ্ট এবং স্টোল টেস্ট ডায়োনিসেষ্টটা যাতে ইমিডিয়েট করা যায় এটা আমাদের গর্ভমেন্ট হাসপাতালগুলোতে এডিকুয়েট রেগুলেশান কিংবা এডিকুয়েট আনসার যাই হউক বা স্টাফের হউক টো করা যায় কিনা এই ব্যাপারে মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কিনা?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এই সিষ্টেম তো আছেই এবং সঙ্গে সঙ্গে এর পরীক্ষা নিরীক্ষা করার ব্যবস্থাও আছে এবং মাননীয় সদস্যকে বলতে চাই ডায়েগনস্টিক করার মত ব্যবস্থা আমাদের স্টেট হসপিটালে করা হয়েছে অন্য হাসপাতালে করা হয়েছে কি না, আমি জানি না, এই ব্যবস্থা গুলি রিপোর্ট পাওয়ার ক্ষেত্রেতে যদি এই সব ব্যবস্থা হয় নিশ্চই আমরা দেখব যাতে রিপোর্টটা পাওয়া যায়, আর ডায়েগনোসিস্ না হলে তো ট্রিটমেন্টই হয় না, ডায়েগনোসিসের ক্ষেত্রে যাতে কোন রকম গাফিলতি না হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যাতে রিপোর্ট পাওয়া যায় সেই সম্পর্কে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- আমি তো মাসে একবার এইম্‌সে যাই, আমি দেখেছি সেখানে ব্লাড টেষ্ট, ইউরিন টেষ্ট এটা সঙ্গে সঙ্গে করা সম্ভব হয় না, প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে তারিখ দেয়। কিন্তু আমাদের এখানকার যে একটা ব্যবধান আমরা দেখেছি, সেটা হচ্ছে যে এখানে একজন ডাক্তার রোগী দেখবেন অন্য ডাক্তার আর দেখবেন না। আর সেই ডাক্তার যদি কোন কারনে ছুটিতে যান তাহলে আর সেই রোগীর যতই অবস্থা খারাপ হউক না কেন কেউ আর দেখবেন না, কেন যে এটা হয় এটা বুঝতে পারিনা। কাজেই এই নয়মটা এখানে বদলানো দরকার। আরেকটা হচ্ছে এখানে আমি যেটা দেখেছি যে কোন একটা রোগী আসলে তারা টিমলী দেখে, টিম নিয়ে বসে, এটা নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু এখানে যে ডাক্তার

দেখবেন এর বাইরে কেউ সেখানে যেতে পারেন না বা যেতে দেন না এই যে এখানে আলাদা ভাবে চলার থেকে আর ভাল হত যদি টিম নিয়ে চলে। আরেকটা যেটা এম্বুলেন্সের কথা হয়েছে। আম্পিতে এম্বুলেন্স আছে কিন্তু এটা নষ্ট রিপেয়ার হয় না। আমি বারে বারে জিজ্ঞেস করি যে আছে কিন্তু চলছে না, ঠিক করার কথা বললে বলে, দিন লাগবে। আমাদের পয়সা নেই, হেড্ কোয়ার্টারে বলা হয়েছে, সেখান থেকে এখনো কোন রেসপন্স আসেনি। দুই বছর ধরে একটা এম্বুলেন্স অচল আছে কিন্তু আবার না থাকে এটা আরেক ব্যাপার কিন্তু টাকা নেই এটা হতে পারে কিন্তু যা আছে এটাই বা কেন চলবে না? যার জন্য ডাক্তাররা মুভ করতে পারেন না। ঐ যে তখন দুই তিন জন ছেলে মারা গেছেন, বাচ্চা মারা গেছে, আমি মন্ত্রীর কাছে মেসেজ্ পাঠিয়েছি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছি, এখনো এই এম্বুলেন্স কোথায় আছে জানা নেই, ডাক্তার বলছে যে এটা হেড্ কোয়ার্টার এ চলে গেছে, এখন হেড্ কোয়ার্টারের কোথায় আছে কেন এইভাবে রাখা হলো এইরকম আরও এম্বুলেন্স থাকতে পারে কাজেই মিনিষ্টার তদন্ত করে দেখবেন এটা।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমি শেষের প্রশ্নটা দিয়েই শুরু করছি, এম্বুলেন্সের সরকারী কতগুলি নিয়ম আছে এর থেকে তো বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়নি, যেটা খারাপ হয় এটা কি কি যন্ত্রপাতি লাগবে বা না লাগবে এর একটা এসেস্মেন্ট হয়, এইগুলি সব সরকারী বিধান আছে সেই অনুযায়ী এসেস্মেন্ট হয় যখন দপ্তরে যায় তারপর সেংসং বা অন্য কাজ যেটা হয়, তার জন্য বেশ কিছু সময় যায়, যত আমরা চেষ্টা করি এটা তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হয় না, আমি সেই হিসাবে এটা করে এখন এটা মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আসে, কিছু দিন আগে উনাকে আমরা একটা গাড়ি টেম্পোরারি, আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এখানে একটা সিস্টেম আছে যে দুই তিনটা করে ইউনিট আছে, ইউনিটে ডাক্তাররা একটা ইউনিটেই থাকেন, এটা একটা সিস্টেম করে নিয়েছেন, এটা সরকারী সিষ্টেম না হলেও যারা হাসপাতালে কাজ করেন চিকিৎসক তাদের নিজস্ব কিছু ক্ষেত্রে সিষ্টেমটা করেছেন, কিন্তু ইউনিটে একাধিক ডাক্তার আছেন একজন যদি না থাকেন তাহলে রোগীর অবস্থা খারাপ হলে অন্য চিকিৎসকরা তা দেখে থাকেন। তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, যে বোর্ড করা হয়ে থাকে, আমাদের এখানেও বোর্ড হয়, সেটা হচ্ছে সব পেসেন্টের ক্ষেত্রেই বোর্ড হয় না, কোন জায়গায় হলো। সেটা এইমসেও হয় না, অন্য কোন জায়গায়ও হয় না। যারা সিরিয়াস পেসেন্টদের তাদের জন্য একাধিক চিকিৎসকের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য, সাজেশন নেওয়ার জন্য তারা মেডিকাল বোর্ড আমরাও তৈরী করি। এই নজর এখানে বহুই আছে আমরা এই ধরনের করে থাকি। আর যেটা বলেছেন ঐ ডাইয়াগনেসিস এর রিপোর্ট, যখন পেসেন্ট বেশী থাকে অমনিই দেরী হতেই পারে। এটা সারা ভারতবর্ষেই হয়ে থাকে। আমাদের এখানেও হচ্ছে, তবে সেটা আবার কোন একসকিউস না। আমরা দেখব, যত তাড়াতাড়ি এই রিপোর্টগুলি দেওয়া যায়।

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (র‍্যাইমাভ্যালি) ঃ- স্যার, আমি তিন বার দাড়িয়েছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- আপনার তো অনেকগুলি হয়েছে, উনি বলুক না। প্রশ্নকর্তা দুটো তিনটে করেছে। তারপরে নগেন্দ্রবাবু করেছেন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- আমি তো এটার মধ্যে তিনবার দাড়িয়েছি, আপনি তো আমার দিকে দেখছেন না।

শ্রী সমীরদেব সরকার ঃ- সব সাব-ডিভিশান হাসপাতালগুলিতে মোটারনেটি, ও টি সেখানে করা হয়েছে, সেখানে রক্তের যোগানের অভাবে অপারেশন করার ক্ষেত্রে খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সাবডিভিশান হাসপাতালগুলিতে ব্লাড ব্যাংক যদি না থাকে, তবে সেখানে ব্লাড রির্জাবেশন সংস্থান করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা। এবং সেখানে কোথায় কোথায় চালু হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এ সিংক্রান্ত তো কিছু প্রশ্ন আছে, একটা প্রশ্নের রিলেশানে যদি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকি তাহলে তো খুব মুশকিল। এটার অন্য প্রশ্ন আসলে আমি তখন উত্তর দিয়ে দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র বাবু বলুন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি খুব সংক্ষেপে বলল! স্যার আমার জানার বিষয় হচ্ছে যে এ্যাম্বুলেন্সের ব্যাপারে এবং এটা নিয়ে তাকে কথা হয়েছে। রইস্যাবাড়ীতে একটা এ্যাম্বুলেন্স আছে, এটা দুর্গম অঞ্চল, এটা নিয়ে সারা ত্রিপুরা খুব কথা হয়েছে। রাইস্যাবাড়ীতে যে ডিসপেনসারি আছে, সেখানে বিল্ডিং প্র ও আছে। সেখানে আপনার থানার সঙ্গে নিরাপত্তার কোন --- বোধ করার কথা না। সেখানে থেকে এটা সরিয়ে -এ ফিসারির একটা ভাঙ্গাঁ ঘরের মধ্যে এখন বসে এবং সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে একটা এ্যাম্বুলেন্স ছিল, এই এ্যাম্বুলেন্টটা এখন নেই, ডাক্তার্য নেই, এটার জবাব আমি চাই। দ্বিতীয়ত তীর্থমুখে একটা এ্যাম্বুলেন্স আছে কিন্তু ডাক্তার থাকে না। যখনই ডাক্তার থাকেন তখন উনি গাড়ীটা চালান, উনি ড্রাইভ জানেন, তিন বছর হল সেখানে কোন ড্রাইভার নেই। গাড়ীটা নতুন অকেজ্য হয়ে পড়ে আছে, এটা - কেন হবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে গন্ডাছড়াতে সবচেয়ে বেশী মানুষ মারা গেছে, এবং আমি লিষ্ট ও দিয়ে ছিলাম। সেখানে স্বাস্থ্য শিবির ও করা হয়। সেখানে রুটিন মাফিক দুইজন ডাক্তার দেওয়া হয়। কিন্তু রেজাল্ট কিছুই হয় না। এখানে যে এক নম্বর দুই নম্বর ঔষধ দেওয়া হয় এখন সেখানে জনসাধারণ বলছে, এক নম্বর দুই নম্বর ছাড়িয়ে গিয়ে ৯৯ নম্বব ঔষধ দেওয়া হচ্ছে। যার কারনে রোগ কমছে না। এই রকম ঔষধ দেওয়া হচ্ছে কেন।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এটার কোন অর্থই বুঝা গেল না, আর এই প্রশ্নের সঙ্গে রইস্যাবাড়ীর সম্পর্ক তাও আমি বুঝতে পারলাম না। তবে মাননীয় সদস্য যখন উত্থাপন করছেন, তা আমি বলছি রইস্যাবাড়িতে ডাক্তার রুকুম সেখানে কর্মরত, উনি যেদিন গেছেন সেই দিন হয় তো নাও থাকতে পারেন বা কি ব্যাপারে গেছেন আমি জানিনা। ডাক্তার রুকুম সেখানে আসেন, ডাক্তার পোষ্টেড ইট ইজ ফাং শানিয়। স্যার, তীর্থমুখেও ডাক্তার রয়েছে এবং এ্যাম্বুলেন্সও আছে সবই ওখানে আছে। আর কি ঔষধ দেয় এক নম্বর, দুই নম্বর এবং ৯৯ নম্বর আমার মনে হয় এই ধরনের ফর্সিক্যাল ঔষধ এপ্রাচ বোধ হয়। হ্যালথ এর পক্ষে সঠিক না। এবং মানুষের ও কোন উপকারে আসে না। কি রোগের কি ঔষধ যাবে সেইগুলি ডাক্তারাই ভাল বুঝবেন এবং তারাই দেবেন। আমরা তো ডাক্তার নয়, কোন সদস্য যদি মনে করেন যে আমি ডাক্তার দুই নম্বর না ৪ নম্বর ঔষধ দেব কিন্তু টা ঠিক না। ওটা ডাক্তারই বুঝবেন কি ঔষধ দেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী জয়গোবিন্দ দেব রায়,

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ- মিঃ স্পীকার এড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নং - ২০।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্ স্টার্ট কোয়েশ্চন নং ২০।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে কয়টি আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারি রয়েছে (বিভাগ ও ভিত্তিক হিসাব)।

২) দক্ষিণ ত্রিপুরায় জেলা সদর আর. কে. পুর এ একটি আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল খোলার পরিকল্পনা আছে কিনা।

৩) থাকলে, কোন অর্থ বৎসরে চালু হবে, এবং

৪) না থাকলে, কারন কি?

উত্তর

১) রাজ্যে বর্তমানে ১০ শয্যা বিশিষ্ট একটি আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল আছে এবং ৩৪টি আয়ুর্বেদিক উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। নিম্নে বিভাগ ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল ঃ

মহকুমার নাম		উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা
সদর	–	৬

বিশালগড	–	৪
খোয়াই	–	৫
সোনামুড়া	–	১
উদয়পুর	–	৪
বিলোনিয়া	–	৪
সাব্রুম	–	১
অমরপুর	–	১
কমলপুর	–	৩
কৈলাসহর	–	২
ধর্মনগর	–	৩

২) পরিকল্পনা নেই।

৩) প্রশ্ন আসে না।

৪) অর্থনৈতিক সংকট থাকার দরুন এবং পরিকাঠামোর না থাকার দরুন নতুন করে কোন হাসপাতাল গড়ার সরকারী সিদ্ধান্ত নেই।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের রাজ্যেও এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক এবং আয়ুর্বেদিক এই তিন পদ্ধতিতে চিকিৎসা চালু আছে। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার প্রতি অনেক গরীব মানুষ তারা অল্প খাতে এই চিকিৎসাটা পেতে পারেন। সেই কারনে এই দিকটা চিন্তা করে আর কে পুরে একটা আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল না হোক অত্যন্ত পরে কেটা ডেসপেনস্যারী খোলা যায় কিনা এটা চিন্তা করে দেখবেন কিনা ?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **ঃ-** স্যার, আমরা আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারী বা এই ধরনের সাব সেন্টার খোলার কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু শহরগুলিকে আপাততঃ বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ এই শহরগুলিতে সরকারী উদ্যোগ ছাড়াও অনেক প্রাইভেট উদ্যোগও রয়েছে, অনেক কবিরাজও আছেন। সেই সব সুবিধা যারা চান তারা এই চিকিৎসাগুলি নিতে পারেন। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে যেখানে কোন রকমের চিকিৎসার সুযোগ আমরা পৌঁছাতে পারিনি কাছাকাছি সেই সব জায়গাতে প্রথমে এই ব্যাপারগুলি করা এবং সেইগুলিকে একসৃষ্ট্যাষ্ট করা। এই ভিত্তিতেই আমরা করছি। সেই জন্য এটা আপাততঃ আর. কে. পুর শহরের মধ্যে খোলার পরিকল্পনা আমাদের নেই।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ- স্যার, আর কে পুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধিন পিত্রা গাঁও পঞ্চায়েতে হাসপাতাল বা ডিসপেনসারী খোলার জন্য এই গাঁও সভায় জায়গা ও দেওয়া আছে। ঐখানে আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল বা ডিসপেনসারী খোলার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **ঃ-** এখনও পর্যন্ত এই ধরনের কোন পরিকল্পনা আমরা নেই নি।

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই চলতি অর্থ বর্ষে রাজ্যে কয়টা আয়ুর্বেদিক সাব সেন্টার খোলার কথা ছিল এবং ইতিমধ্যে কয়টা খোলা হয়েছে। সেগুলি আমাদের টারগেট ছিল সেইগুলি খোলা হয়েছে কিনা ?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এটা তো আমি বলেছি আমাদের আর্থিক অসঙ্গতি রয়েছে। তিন বছর যাবৎ চেষ্টা করছি কিন্তু নতুন কোন সাব সেন্টার এবং ডিস্পেনসারী খোলতে পারছিনা। তিন বছরে সিদ্ধান্ত ছিল যে ১০টা আমরা

করব সেই ব্যবস্থা আমরা করতে পারিনি। জায়গা আগে থেকেই সিলেকশান হয়েছে তার মধ্যেও এই পর্যন্ত আমরা কমলা সাগরে একটা, মির্জাতে একটা করতে পেরেছি। এছাড়া বামুটিয়া, গান্ধীগ্রাম, সোনাপুর, আমতলী এবং মনু বাজার এতে আমরা নতুন করে সেন্টারগুলি খোলার চেষ্টা করছি এবং এই গুলির সিদ্ধান্ত আছে। এছাড়া রয়েছে চোড়াইবাড়ী, মানিকভান্ডার এর কাছে একটা আর পশ্চিম খুপিলং। এখানে অনেক আঘে থেকে একটা সিদ্ধান্ত ছিল সেইগুলিতে, এইগুলিতেও খোলার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু এখনও ডেট ইত্যাদি হয় নি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্ স্টার্ট কোয়েশ্চেন নং - ৫০।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্ স্টার্ট কোয়েশ্চেন - ৫০।

প্রশ্ন

১) চুক্তিকর ভিত্তিতে স্বাস্থ্য দপ্তরে ১৫০ জন মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগের বিষয়টি কি পর্যায়ে রয়েছে?

উত্তর

১) ১৫৬টি মেডিক্যাল অফিসার, ৩০০ টি স্টাফ্ নার্স এবং অন্যান্য ৫৩০ টি পদ সহ মোট ৯৮৬টি পদ সৃষ্টির জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে একটি প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। উক্ত পদগুলির সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন সরকারী পর্যায়ে বৈঠকও হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে সরকার অতি সত্বর এই পদগুলির সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেবেন।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের একটা রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় ত্রিপুরা রাজ্যে ৪৪২ জন ডাক্তার, ৪৪৭ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, এর অভাব রয়েছে এবং এছাড়াও রাজ্যের বিধানসভার তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় ৫৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র তিনটা গ্রামীন হাসপাতালে দাঁতের ডাক্তার নেই এবং চক্ষু ডাক্তার নেই ৬১ টা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৮টি গ্রামীন হাসপাতাল, ৮টি মহকুমা হাসপাতালে। নাক, কান, গলার ডাক্তার নেই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৬২টিতে, গ্রামীন হাসপাতাল ৭টি, মহকুমা ৭টি। এখানে যে পোষ্ট ক্রিয়েশান হয়েছে অর্থমন্ত্রী এই বিধানসভায় উত্তর দেয় সেখানে দেখলাম হেলথের জন্য ডাক্তারের কোন পোষ্ট ক্রিয়েশান হয় নি আপ টু ফরটিন্ আগষ্ট। কিন্তু এই দিকে আবার দেখলাম এড্‌ভাডাইজমেন্টে ৮২ জন ডাক্তার নেওয়ার জন্য এড্‌ভাডাইজ্‌মেন্ট। এখানে বলছে পদ সৃষ্টি হলে নেওয়া হবে আবার এখানে এড্‌ভাডাইজ্‌মেন্ট। এই ব্যাপারটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু খোলে বলবেন।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, মাননীয় সদস্য নিশ্চয় জানেন আমরা রাজ্যের সুপারস্পেশালিস্ট ব্লক তৈরী করেছি। সেই রকম মানুযরা চাইছে। সুতরাং পদ দু-ভাগে সৃষ্টি করছি। কে, জেনারেল হেলথ সার্ভিস হসপিটালগুলি তত্বাবধানে আর একটা প্রসাদ রাও কমিটির বিবেচনা ধীনে। ইনফ্রাকচারে যা বললেন ৪৪২-৪৪৭ বর্তমানে সেই ইনফ্রাকচারে আছে। এই ইনফ্রাকচারগুলিতে সর্টেজ থাকায় এই পদগুলি সৃষ্টি করার জন্য এক সঙ্গে তো সব নেওয়া যাবে না। আমরা পারিনা পদগুলি পুরোন করতে। আর্থিক সংগতিও নেই। তার মধ্যে চেষ্টায় আছে ১৫০ জন আমাদের যে গসপিটালগুলি সেই গসপিটাল গুলিতে গ্রান্ট করতে পারবো। আমরা সেই জন্য আমরা ১৫০টি পদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তাছাড়া সুপার স্পেসালিটি চালু করার জন্য আমাদের আলাদা লোকের প্রয়োজন। পদ সৃষ্টি করে দিলেই তো চলবেনা। পদগুলির মধ্যে সুপার স্পেসিলিটি - ৯, মেডিকেল অফিসার ৮২, স্টাফ নার্স - ১৭৪, ও টি - ২০, জে ডি ৩০, টেকনিক্যাল স্টাফ - ২৮, প্যারা মেডিকেল ব্লক ৪৩। এই পদগুলি হল ৩৮৬টি মোট। সুপার স্পেসালিটির জন্য ৮২টি সৃষ্টি করা আছে। ডেভেলাপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এডভার্টিসমেনে আছে। এই হল বিষয়।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- এই ৮৪ জন ডাঃ মধ্যে সুপার স্পেসালিস্ট ডি. এম জন্য কত জনের পদ আছে।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- ৮৪ বাইরে ৯টা সুপার স্পেসালিস্টের জন্য পদ সৃষ্টি করা হয়েছে মোট পদ হল ৮২ প্লাস ৯-৯১। সুপার স্পেশালিটি ডাক্তার জন্য ৮২ পদ সৃষ্টি করা আছে। নরমাল ইনফ্রাকটাকচারে আমাদের যা পদ আছে

তার মধ্যে ১৫০টি ইতিমধ্যে আমরা পেড়েছি। যেহেতু সুপার স্পেসালিটি ২৪ হওয়ার একসটারন্যাল করতে হবে। তার জন্য অতিরিক্ত চিকিৎসক আমাদের লাগবে তার জন্য ৮২ পদ ক্রিয়েটেড করা আছে। এডর্ভাটিসমেন্টও হয়েছে। আরও ১৫০ জন পদের জন্য --- পোষ্ট ক্রিয়েশন হলে একধাপ এডর্ভাটিসমেন্টে যাবো।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, বেকার ডাক্তার হচ্ছে ১৫০ জন, দরকার ১৫০ পদ। ডাক্তার চুক্তির ভিত্তিতেই নেওয়া হবে তাহলে কবে নাগাদ এটা নেওয়া হবে?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমরা পদ সৃষ্টির চেষ্টা করছি। পদ ক্রিয়েটেড হওয়ার পরেই এডর্ভাটিসমেন্ট করব।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- এটা নিয়ে কেবিনেট মিটিং ডাকা হয়েছে কিনা?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- এটা ক্যাবিনেট আকারে নিতে গেলেতো অনেক দপ্তরগুলি ঘুরে আসতে হয়। তারপরে পোষ্ট ক্রিয়েট করতে হয় এটা মাননীয় সদস্যারা জানা আছে সে পদ রাখাব পদ্ধতি চলছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- প্রশ্ন পর্ব শেষ হল। এখন যে সমস্ত তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির উত্তর পত্রগুলি এবং তারকাবিহীন প্রশ্নের উত্তরগুলি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রী সুদীপ রায়বর্মণ (আগরতলা) ঃ- গত ২৯শে আগস্ট আমি একটি কোশান এনেছিলাম ইউসুফ কমিশন রিপোর্ট অব দি হাউস প্লেইস করার জন্য আপনি আমাকে এব্যাপারেজানালেন না এবং এটা একসেপ্ট করেছেন কিনা এটাকে কেন বিজনেস এডভাইজারি কমিটিতে আনা হল না। দি রিপোর্ট অব দি ইউসুফ কমিশন টুবি প্রেজেন্টড বিফোর দি হাউস এবং সে ব্যাপারেও আপনার সঙ্গে আলাদাভাবে ডিসকাশ করলাম তার পরেও আপনি কিছু করলেন না।

মিঃ স্পীকার ঃ- এটা গৃহীত হয়নি।

শ্রী সুদীপ রায়বর্মণ ঃ- আন্ডার দি প্রভিসান ইট নট বিন একসেপটেড। যদি গৃহীত না হয়ে থাকে তাহলে কি করে জানব!

মিঃ স্পীকার ঃ- এটা গৃহীত হয় নি।

শ্রী সুদীপ রায়বর্মণ ঃ- গৃহীত যদি না হয়ে থাকে হাউ এ্যাম আই বো? আন্ডার হোয়াট প্রভিশান ইট হ্যাজ নট বীন এ্যাকসেপ্টেড?

মিঃ স্পীকার ঃ- গৃহীত হলেই জানানো হয়।

শ্রী সুদীপ রায়বর্মণ ঃ- আন্ডার হোয়াট প্রভিশান ইট হ্যাজ বীন টানর্ড ডাউন? ইউ শুড লেট মী নো।

মিঃ স্পীকার ঃ গৃহীত হলেই তো জানানো হয়। গৃহীত না হলে জানানোর প্রয়াজন নেই। এই হচ্ছে নিয়ম।

শ্রী সুদীপ রায়বর্মণ ঃ- না স্যার। আপনি নিজে আমাকে বললেন যে এটা রিজিলিউশান আকারে না এটা মোশান

আকারে আনুন। আমি অনলাম, ইউসুফ কমিশন রিপোর্ট টু বী প্লেসড। আপনি বললে ইউ উইল ফিকস আপ এ ডেট। আপনিতো বললেন আমাকে?

মিঃ স্পীকার ঃ- এটা থরো চিন্তা করে দেখা গেছে এটা গ্রহন করা যায় না। ইট ইজ এ মেটার আনডার সাব-জুডিস।

শ্রী সুদীপ রায়বর্মণ ঃ- কোনটা সাব-জুডিস?

মিঃ স্পীকার ঃ- এই ব্যাপারটা। এই জন্যেই এটা গ্রহন করা হয় নি।

শ্রী সুদীপ রায়বর্মণ ঃ- রিপোর্ট কাইন্ডিংস এর সঙ্গে সাব-জুডিসের ব্যাপার কি স্যার?

মিঃ স্পীকার ঃ- সাব-জুডিসের ব্যাপার আছে।

শ্রী সুদীপ রায়বর্মণ ঃ- আই থিংক ইন দ্যা এইটথ সেশান যখন এই ব্যাপারে ডিবেট হয়েছিল তখন লীডার অব দ্যা হাউস বলেছিলেন যেহেতু এটা এখন ইনকোয়ারী পজিশানে আছে সুতরাং উনি এটা লে করতে পারেছেন না। এখন ক্রাইম স্টেজে আছে, ট্রায়াল স্টেজে আছে। ইনকোয়ারী ইজ ওভার। নাউ হোয়াট ইজ দ্য হার্ম ফর প্রেজেন্টিং দ্য রিপোর্ট বিফোর দ্য হাউস। তারপরও যদি আপনি এ্যাকসেপ্ট না করে ইউ শুড লেট মা নো?

মিঃ স্পীকার ঃ- গৃহীত হলে জানানো হয়। গৃহীত না হলে জানানোর নিয়ম নেই। এই হচ্ছে নিয়ম।

শ্রী সুদীপ রায়বর্মণ ঃ- আপনি কি এক এক সময় নতুন নিয়ম করেন? আপনি যখন প্রশ্ন ডিস-এলাউ করেন হোয়াই ইউ সেন্ড এ নোটিশ দ্যাট আন্ডার সাচ এ্যান্ড সাচ প্রভিশান ইট হ্যাজ বীন টানর্ড ডাউন। আপনি নিজে নিয়ম বানাবেন না।

মিঃ স্পীকার ঃ- এটা সাব-জুডিস ম্যাটার। সুতরাং গৃহীত হলে পরে জানানো হয়। এটা গৃহীত হয় নি।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- যদি গৃহীত না হয় তাহলে মেম্বার কি করে জানবে যে এটা গৃহীত হয় নি?

মিঃ স্পীকার ঃ- এখনতো জেনেছেন যে এটা গৃহীত হয় নি।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- আপনিতো জানিয়ে দেবেন যে এটা গৃহীত হয় নি।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখানে এই প্রভিশান নেই। কতগুলি ব্যাপার আছে জানানো হয়, আর কতগুলি ব্যাপার আছে জানানোর নিয়ম নেই। সুতরাং এটা জানানোর প্রয়োজন নেই।

শ্রী সুদীপ রায়বর্মণ ঃ- অনেক কিছু বেড় হয়ে যাবে। মন্ত্রী সভা জড়িত।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- প্লীজ আপনারা বসুন।

(গন্ডগোল)

শ্রী সুদীপ রায়বর্মণ ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার ফ্রম দ্য গভার্ণমেন্ট এ্যাকসচেকার মোর দ্যান ২০ লাখস অব রুপীস হ্যাজ বীন স্টেট ফর দিস ইউসুফ কমিশন রিপোর্ট। সো দ্য পিউপ্যল হ্যাজ রাইট টু নো ইট।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ প্লীজ আপনারা বসুন।

(গন্ডগোল)

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- সমস্ত কমিশনের রিপোর্ট পেস হয় এ্যাকসেপ্ট বিমল সিনহা। এর কারন কি? এটা প্লেস হতে বাধা কোথায়? কারনটা হচ্ছে ঝোলা থেকে বিড়াল বেড় হবে।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- প্লীজ আপনারা বসুন।

(গন্ডগোল)

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগে বলেছিলেন মামলাটির সি. আই. ডি তদন্ত চলছে তাই রিপোর্ট প্রকাশ করা যাবে না কিন্তু এখন তদন্ত হয়েছে। বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন তাই এই অবস্থায় রিপোর্ট প্রকাশে কোন বাধা থাকতে পারে না।

মিঃ স্পীকার ঃ প্রশ্ন এটা নয়। এটা তো সাব-জুডিশিয়ালি ব্যাপার তাই গ্রহন করা যায় না।

(গন্ডগোল)

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- সরকারী পয়সায় কমিশন বসান হয়েছে কেন করা যাবে না?

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- কেন করা যাবে না এটা আপনারা দেখুন।

শ্রী সুদীপ রায়বর্মণ ঃ- মাননীয় চীফ মিনিষ্টার বলেছিলেন তখন যে-হেতু সি. আই. ডি. এনকোয়ারী চলছিল তাই রিপোর্ট প্রকাশ করা যাবে না কিন্তু এখন তো সি. আই. ডি. তদন্ত শেষ হয়ে গেছে। এখন কেন রিপোর্ট প্রকাশ করা যাবে না?

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- প্লিজ আপনারা বসুন।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, রিপোর্ট প্রকাশ হলে তো ঝুলি থেকে বিড়াল বেড়িয়ে যাবে।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ ঃ- চার্জসীট হয়েছে কেন এখন করা যাবে না ...

(গন্ডগোল)

(মাননীয় বিরোধী সদস্যরা ভীষণ রেগে ওয়েলের সামনে চলে গেছেন)।

মিঃ স্পীকার ঃ- এই সভা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী রহিল।

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE
(Questions and Answers)

ANNEXURE-A

Admitted Starred Question No. 19

Name of the Member :- Shri Bijoy Kumar Hrangkhawl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Welfare of Sch Tribes Department be pleased to state:-

Question

Is it a fact that most of the jhumia families have deserted their rehabilitation center after disposing of their movable and immovable belonging only because they were not issued documents in favour of their right on land such s lands title deeds and parcha etc. possession ?

Answer

No, this is not a fact.

Admitted Starred Question No. 27

Name of MLA : - Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) আগরতলা পুর পরিষদের অধীনে যে নয়টি বাজার রয়েছে, সেই বাজারগুলির প্রতিটির সামগ্রিক উন্নয়নে চলতি অর্থ বছরে কি কি কাজ চলছে; এবং

২) আগামী দিনে কি কি কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় তাহার বিবরণ?

উত্তর

Name of the Minister : Shri Sudhir Ch. Das.

১) আগরতলা পুর পরিষদের অধীনস্থ (৯) নয়টি বাজারের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আগরতলা পুর পরিষদ নিম্ন বর্ণিত কাজগুলি চলতি আর্থিক বছরে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে।

বাজারের নাম	কি কাজ হচ্ছে	কি কাজ হবে
১। বটতলা বাজার	খুচরা মাছ বিক্রির জন্য মৎস শেড নির্মান	আভ্যন্তরীন ড্রেইন ও রাস্তা নির্মান।
২। মহারাজ গঞ্জ বাজার	খুচরা মাছ বিক্রির জন্য মৎস শেড নির্মান	আভ্যন্তরীন ড্রেইন ও রাস্তা নির্মান।
৩। দূর্গা চৌমুহনী বাজার	সুলভ শৌচালয় ও মার্কেট স্টল নির্মান	আভ্যন্তরীন ড্রেইন ও রাস্তা নির্মান।
৪। লেইক চৌমুহনী বাজার	————————	মৎস শেড সংস্কার ও মার্কেট স্টল নির্মান
৫। জি. বি. বাজার	————————	মৎস শেড ও আভ্যন্তরিন রাস্তা ও ড্রেইন নির্মান
৬। অভয়নগর বাজার	————————	আভ্যন্তরিন রাস্তা ও ড্রেইন নির্মান।
৭। ধলেশ্বর বাজার	মৎস শেড নির্মান	আভ্যন্তরিন রাস্তা ও ড্রেইন নির্মান।
৮। চন্দ্রপুর বাজার	————————	মৎস শেড ও রাস্তা নির্মান।
৯। এম. বি. টিলা বাজার	————————	মৎস শেড, রাস্তা ও ড্রেইন নির্মান।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত কাজগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পর আগামী দিনে প্রয়োজনের ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহন করা হবে।

Admitted Starred Question No. 28

Name of Member :- Shri Subodh Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে টি. আর. পি. সি. থেকে ধর্মনগর এস. ডি. ও কে জানানো সত্বেও ধর্মনগর মহকুমার এ.ডি.সি ভিলেজ -এর ৫০ জন এস. টি. বেনিফিসিয়ারী রাবার চাষের কোনও সুযোগ পাচ্ছেন না।

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এস. ডি. ও. এর উক্ত স্কীম রূপায়নে অনীহার কারন অনুসন্ধান করা হবে কিনা।

৩) উক্ত রাবার চাষ প্রকল্পের টি. আর. পি. সি. কত অর্থ বরাদ্ধ করে ছিলেন, এবং

৪) উক্ত ৫০ জন বেনিফিসিয়ারী কবে থেকে তাহাদের প্রকল্পে সুযোগ গ্রহন করতে পারবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) ইহা সত্য যে, টি. আর. পি. সি-র ডেপুটি মেনেজার (উত্তর ত্রিপুরা) তাঁর চিঠি নং - এফ. ৩ (২) টি. আর. পি. সি. এন জেড, ডেপুটি, এম. ডি ই ডি - ৯৩ (পার্ট)। ২২-২৫, তাং - ২-১-০২ মূলে ধর্মনগর মহকুমার বাগ্নিছড়ায় ৫০ পরিবার এস. টি. বেনিফিসিয়ারীস য কালাগাং - এ ৫০ এস. টি. পরিবারের জন্য রাবার বাগান করে দেওয়ার অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধের জন্য ধর্মনগরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করেছিল।

২) রাবার প্রকল্প অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধের কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা ধর্মনগর এস. ডি. এম. -র নেই। উপজাতি কল্যান দপ্তর রাবার বাগান করার জন্য প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থ সংস্থান করে থাকে।

৩) উক্ত প্রকল্পের জন্য টি. আর. পি. সি. কোন অর্থ বরাদ্দ করে নাই।

৪) যেহেতু টি. আর. পি. সি, উপরিউক্ত এলাকার জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করে নাই। অতএব এই প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 31
Name of Member :- Shri Narayan Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Deartment be pleased to State:-

প্রশ্ন

১) ২০০২-২০০৩ ইং অর্থবৎসরে কোনও পি. এইচ. সি. কে গ্রামীন হাসপাতালে উন্নিত করার পরিকল্পনা দপ্তরের আছে কিনা ?

২) যদি থাকে, মধুপুর পি. এইচ. সি. কে গ্রামীন হাসপাতালে উন্নিত করা হবে কিনা, এবং

৩) না করা হলে, তার কারন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ২০০২-২০০৩ ইং অর্থবছরে ৫ (পাঁচ) টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীন হাসপাতালে উন্নিত করার পরিকল্পনা আছে যথা –

ক) শান্তিরবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র।

খ) কাকড়াবন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র।

গ) মনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র।

ঘ) দামছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র।

ঙ) শিলাছড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র।

২) বর্তমানে আর্থিক বছরে মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীন হাসপাতালে উন্নিত করার কোন পরিকল্পনা নেই।

৩) চলতি আর্থিক বছরে উপরোক্ত ৫ (পাঁচ) টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীন হাসপাতালে উন্নিত করার সরকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, তাছাড়া একটি গ্রামীন হাসপাতাল গড়তে হলে যে ধরনের পরিকাঠামো এবং অর্থ বরাদ্দ থাকা দরকার তা বর্তমানে নেই এবং সেজন্যেই মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীন হাসপাতালে গড়ে তোলার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

Admitted Starred Question No. 33

Name of Member :- Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) রাজ্যে উৎপাদিত আইসক্রীম-এ ব্যবহৃত রং, দুধ ও জলের গুণমান পরীক্ষা করা হয় কি ?

২) হলে প্রতি আইসক্রীম ফ্যাকটরীতে মাসে, বছরে কয়বার এই ধরনের পরীক্ষা করা হয় ?

৩) না হলে কারন :

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) রাজ্যের প্রত্যেকটি জিলার আইসক্রীম ফ্যাকটরী গুলি থেকে প্রতিবছরই স্বাস্থ্য দপ্তরের খাদ্য পরিদর্শকগন রোটিন মাফিক আইসক্রীম তৈরীর সামগ্রীক নমুনা সংগ্রহ করে এবং উক্ত নমুনাগুলি তৎক্ষনাৎ পরীক্ষার জন্য খাদ্য লেবরেটারীতে পাঠান। পরীক্ষার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নেই, কারন যখনই উক্ত নমুনা পরীক্ষাগারে আসে তখনই এইগুলি পরীক্ষা করা হয়।

৩) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. : 34

Name of Member : Shri Sudhan Das
Shri Khagendra Jamatia
Shri Pranab Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, ২০০২-২০০৩ ইং অর্থবছরে নতুন পি. এইচ. সি. খোলা হবে ?

২) যদি সত্য হয় তবে কোথায় কোথায় খোলা হবে ?

৩) হেজামারা ব্লক এলাকাতে একটি পি. এইচ. সি. খোলা হবে কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, নতুন পি. এইচ. সি. খোলার পরিকল্পনা আছে।

২) নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী হেজামারা, গর্জি, চন্দ্রপুর, তৈদু, চানকাপ, সাবওয়াল, রইস্যাবাড়ী এবং সোনামুড়া মহকুমায় ১টি করে নতুন পি. এইচ. সি. খোলা হবে।

তাছাড়া পুর্বের পরিকল্পনায় অসম্পূর্ণ এবং যে সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বহির্বিভাগ হিসাবে চালু হয়েছে এবং যেগুলির পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি এমন আরও ১৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নিম্নে উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির নাম দেওয়া হল যথা –

তৈবান্দাল, রাজনগর, আমপুরা, কাঞ্চনমালা, বেহালাবাড়ী, নলুয়া, বরপাথারী, গঙ্গানগর, ধনবিলাগ, শনিছড়া, দয়ারামবাড়ী, তুলামুড়া, থালছড়া, জগবন্ধু-পাড়া, তুলাশিখড়।

৩) হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. : 36

Name of Member : Shri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য আগরতলা পৌরসভা এবং অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিসহ রাজ্যের সবকয়টি নগর পঞ্চায়েতে মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে;

২) পরিকল্পনা গ্রহন করা হলে সেগুলি রূপায়নে মোট কত টাকার প্রয়োজন;

৩) ইহাও কি সত্য রাজ্যের সবকয়টি নগরোন্নয়নের জন্যও মাষ্টার প্ল্যানের প্রয়োজনীয়তা আছে;

৪) প্রয়োজনীয়তা থাকিলে প্ল্যান তৈরী হয়েছে কিনা এবং কত টাকার প্রয়োজন ?

উত্তর

১) ইহা সত্য যে আগরতলা পৌরসভা ও অন্যান্য নগর পঞ্চায়েত গুলোর জন্য মাষ্টার প্ল্যান তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২) সম্পূর্ণ মাষ্টার প্ল্যান রূপায়নে যে টাকার প্রয়োজন তা এক্ষুনি বলা সম্ভব নয়।

৩) হ্যাঁ, রাজ্যের সুষ্ঠ নগর উন্নয়নের জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরীর প্রয়োজনীয়তা আছে।

৪) সম্পূর্ণ কোন মাস্টার প্ল্যান তৈরী করা হয় নাই, কাজেই ঠিক কত টাকার প্রয়োজন তা এক্ষুনি বলা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. : 37

Name of Member : Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে আমবাসা মহকুমার গঙ্গাঁনগরে চিকিৎসার পরিষেবার সুযোগ আছে কি ?

২) না থাকলে তার কারন ?

উত্তর

১) গঙ্গাঁনগরে ১টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু আছে, উক্ত উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির মাধ্যমে জনসাধারন চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকে।

২) প্রশ্ন আসে না।

(Question and Answer)

Admitted Starred Question No. : 38

Name of Member : Shri Padma Kr. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যে বিভিন্ন ব্লকে একের অধিক Panchayat Extension Officer posting দেওয়া আছে।

২) সত্য হলে তার কারন ?

৩) ইহাও কি সত্য যে পদ্মবিল আর. ডি. ব্লকে বর্তমানে একজনও এক্সটেনশন অফিসার পোস্টিং দেওয়া হয় নাই।

৪) সত্য হল ইহার কারন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, মাত্র চারটি ব্লকে একের অধিক পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার রয়েছেন।

২) বিস্তৃতি ও কাজের ব্যাপকতার ভিত্তিতে এবং মানবিক কারনে বর্তমানে বিশালগড়, কুমারঘাট, পেচারথল ও কল্যানপুর ব্লকে দুইজন করে পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার পোস্টিং দেওয়া হয়েছে।

৩) সত্য নহে। অস্থায়ীভাবে একজন পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার সপ্তাহে দুইদিন কাজ দেখছেন। তবে উল্লেখ থাকে যে পদ্মবিল ব্লকে স্থায়ী ভাবে পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার পোস্টিং দেওয়া সাপেক্ষ তুলাশিখর ব্লকের পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসারকে প্রতি সপ্তাহে দুইদিন করে পদ্মবিল ব্লকের সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের কাজকর্ম তদারকি করার জন্য প্রশাসনিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৪) পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসারের অপ্রতুলতার দরুন পদ্মবিল ব্লকে এখনও কোন পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসারকে স্থায়ীভাবে পোস্টিং দেওয়া সম্ভব হয়নি।

Admitted Starred Question No. : 39

Name of Member : Smti. Sandhya Rani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমান অর্থবর্ষে এস. টি. কর্পোরেশনের মাধ্যমে কত জন যুবতী মহিলাদের ঋণ দিয়ে স্বাবলম্বন করে তোলা সম্ভব হয়েছে, এবং

২) এস. টি. করপোরেশনে কি কি বিষয়ে যুবতী মহিলাদের ঋণ দেওয়া হইয়া থাকে ?

উত্তর

১) রাজ্যে বর্তমান অর্থ বর্ষে (অর্থাৎ এপ্রিল - ০২ হইতে জুলাই - ০২ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে) এস. টি. কর্পোরেশনের মাধ্যমে মোট ১৬ জন উপজাতি যুবতী মহিলাকে ঋণ দিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে সাহায্য করা হয়েছে।

২) এস. টি. করপোরেশন থেকে (নিম্নে) উল্লেখিত স্কীমগুলোর জন্য যুবতী মহিলাদেরকে ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে যথা –

ক) শূকর পালন।

খ) পাওয়ার টিলার।

গ) মৎস্য চাষ।

ঘ) ব্রয়লার মুরগী পালন।

ঙ) মুদির দোকান।

চ) ফটো কপিয়ার মেশিন (ক্রয়)।

ছ) কাপড়ের ব্যবসা।

জ) বিউটি পার্লার

ঝ) শূকনো মাছের ব্যবসা ইত্যাদি।

Admitted Starred Question No. : 40
Name of Member : Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে পঞ্চায়েত সচিবের অভাবে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম চালাতে অসুবিধা হচ্ছে?

২) সত্য হলে এই সবের নিরসনে রাজ্য সরকার কি পরিকল্পনা নিয়েছেন?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. : 41
Name of Member : Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State : -

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য, ২৮-৩-২০০০ ইং তারিখে গেজেট নোটি-ফিকেশান করে ত্রিপুরা সরকার নয়টি দপ্তর এ. ডি. সি-র হাতে হস্তান্তরের প্রস্তাব করেছিলেন।

২) সত্য হলে উক্ত প্রস্তাব কবে নাগাদ কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩) কার্যকরী করা না হলে তার কারন কি?

উত্তর

১) সত্য নহে।

২) প্রশ্ন আসে না।

৩) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. : 42
Name of Member : Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) আঠারমুড়ায় ৩৭ মাইল ও ৪৩ মাইল এলাকায় স্বাস্থ্যের পরিষেবার সুযোগ আছে কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ, আঠারমুড়ায় ৩৭ মাইলের মুঙ্গিয়াবাড়ীতে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। বর্তমানে উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির মেরামতের কাজ চলছে ফলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির বর্হিবিভাগ উক্ত এলাকার পঞ্চায়েত অফিস ঘরে চালু আছে। ৪৩ মাইল এলাকায় একটি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু আছে।

(Question and Answer)

Admitted Starred Question No. : 45

Name of Member : Shri Padma Kr. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ২০০২-২০০৩ ইং অর্থ বর্ষের জুন মাস পর্যন্ত রাজ্যের কতজন উপজাতি বেকার যুবকদের এস. টি. করপোরেশন থেকে গাড়ী দেওয়া হয়েছে?

২) উক্ত গাড়ীগুলোর মধ্যে কতগুলো বর্তমানে সচল অবস্থায় আছে, এবং

৩) কতগুলো অচল অবস্থায় আছে?

উত্তর

১) ২০০২-২০০৩ অর্থ বর্ষের জুন মাস পর্যন্ত মোট ৮ জন উপজাতি বেকার যুবককে এস. টি. করপোরেশন থেকে গাড়ী দেওয়া হয়েছে।

২) উক্ত গাড়ীগুলোর সবগুলিই সচল অবস্থায় আছে।

৩) উপরোক্ত ৮টি গাড়ীর মধ্যে কোনটাই অচল অবস্থায় নেই।

Admitted Starred Question No. : 46

Name of Member : Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে আগরতলা পৌর সভার অধীনে মহারাজগঞ্জ বাজার, বটতলা, ধলেশ্বর সহ মাছ বাজারগুলি মাছ বিক্রি অনুপোযুক্ত হয়ে পরেছে?

২) সদি সত্য হয় তবে ঐ বাজারগুলি সংস্কার করার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কি উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে?

উত্তর

১) ইহা সত্য যে আগরতলা পৌর পরিষদের অধীনে মহারাজগঞ্জ বাজার, বটতলা, ধলেশ্বর বাজার সংস্কার ও উন্নয়নের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

২) এই বাজারগুলি সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য বর্তমান অর্থ বছরে নিম্নোক্ত উন্নয়ন কর্মসূচী পৌর পরিষদ হাতে নিয়েছে ঃ

ক) মহারাজ গঞ্জ বাজার — পুরাতন মৎস শেডটি ভেঙ্গে বর্তমানে সেই স্থানে মৎস দপ্তরের সহোযোগিতায় একটি উন্নত আধুনিক মৎস বাজার শেড নির্মানের কাজ চলছে।

খ) বটতলা বাজার — আগরতলা পৌর পরিষদের তরফে বর্তমান মৎস শেডটি পুনঃ নির্মান কল্পে উন্নততর মৎস শেড নির্মানের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং পুনঃ নির্মান কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে।

গ) ধলেশ্বর বাজার — ধলেশ্বর বাজারে আগরতলা পৌর পরিষদের পক্ষে নুতন মৎস শেড নির্মানের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

Admitted Starred Question No. : 47
Name of Member : Shri Pranab Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে Tribal Research Institution এর মিউজিয়াম হলটিতে জায়গার অভাবে সবধরনের পুরোনো জিনিষ পত্রাদি রাখার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে, এবং

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এই অসুবিধা দূর করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২) অদূর ভবিষ্যতে বর্তমানে ছোট মিউজিয়ামটিকে বৃহৎ আকারের রূপ দেওয়ার জন্য দপ্তরের পরিকল্পনা আছে এবং উপজাতি উন্নয়ন নিগমের অফিসটি স্থানান্তরিত হলে প্রয়োজনীয় কাজ হাতে নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. : 49
Name of Member : Shri Joy Gobinda Deb Roy
Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) রাজ্যে হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালের সংখ্যা কত (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ;

২) রাজ্যে নতুন কোন হোমিও-সাব-সেন্টার খোলা হবে কি না;

৩) খোয়াই শহরের সুভাষ পার্কে একটি হোমিও-সাব-সেন্টার এবং উদয়পুর নগর পঞ্চায়েত এলাকায় একটি হোমিও ডিস্‌পেনসারী বর্তমানে অর্থ বছরে খোলা হবে কিনা;

৪) খোয়াই শহরের সাব-সেন্টারটিকে হাসপাতালে উন্নীত করা হবে কিনা ?

উত্তর

১) রাজ্যে বর্তমানে একটি হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল আছে এবং উক্ত হাসপাতালটি পশ্চিম ত্রিপুরা জিলার সদর মহকুমার সুভাষনগরের রেন্টার্স কলোনীতে অবস্থিত।

২) ২০০২-২০০৩ আর্থিক বছরে রাজ্যের নিম্নলিখিত স্থানে মোট ৯ (নয়) টি হোমিওপ্যাথিক ডিস্‌পেনসারী খোলার পরিকল্পনার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে যথা –

স্থানের নাম		মহকুমার নাম
ক) কলমচৌড়া	–	সোনামুড়া
খ) বিজয়নগর	–	সাব্রুম
গ) চম্পকনগর	–	সদর
ঘ) ধর্মনগর	–	ধর্মনগর
ঙ) চাকমাঘাট	–	খোয়াই

চ)	মারওয়ালী কিলা	–	উদয়পুর
ছ)	মনু	–	লংতরাইভ্যালী
জ)	ডলুগাঁও	–	কৈলাসহর
ঝ)	মানিকভান্ডার	–	কমলপুর

৩) খোয়াই শহরের সুভাষ পার্কে এবং উদয়পুর নগর পঞ্চায়েত এলাকায় নতুন হোমিও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন নেই।

৪) বর্তমানে এ ধরনের কোন প্রস্তাব নেই।

Admitted Starred Question No. : 50
Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) চুক্তির ভিত্তিতে স্বাস্থ্য দপ্তরে ১৫০ জন মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগের বিষয়টি কি পর্যায়ে রয়েছে?

উত্তর

১) ১৫৬ টি মেডিক্যাল অফিসার, ৩০০টি স্টাফ্ নার্স এবং অন্যান্য ৫৩০ টি পদ সহ মোট ৯৮৬ টি পদ সৃষ্টির জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে একটি প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। উক্ত পদগুলির সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন সরকারী পর্যায়ে বৈঠকও হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে সরকার অতি সত্ত্বর এই পদগুলির সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেবেন।

Admitted Starred Question No. : 95
Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের প্রতিটি মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের প্রয়োজনে রক্ত যোগান ও রক্ত সংরক্ষনের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে?

২) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে রক্ত সংরক্ষনের ব্যবস্থা কবে নাগাদ করা হবে?

উত্তর

১) ইহা সত্য।

২) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে রক্ত সংরক্ষনের ব্যবস্থা বর্তমান আর্থিক বছরেই চালু করা হবে।

Admitted Starred Question No. : 98
Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) রাজ্যে উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য মোট কতটি আবাসিক বিদ্যালয় আছে;

২) কত সংখ্যক ছাত্র ও ছাত্রী আবাসিক বিদ্যালয় সমূহে পড়াশুনা করেন, এবং

৩) খোয়াই মহকুমার আমপুরা কিংবা পদ্মবিল এলাকায় একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১) রাজ্যে উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য মোট ১০ (দশ) টি আবাসিক বিদ্যালয় রয়েছে।

২) আবাসিক বিদ্যালয়ে মোট ৫৫১ জন ছাত্র এবং ৫০৯ জন ছাত্রী পড়াশুনা করেন।

৩) খোয়াই মহকুমায় আমপুরা কিংবা পদ্মবিল এলাকায় আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা উপজাতি কল্যান দপ্তরের আপাততঃ নেই।

Admitted Starred Question No. : 152

Name of Member : Shri Narayan Ch. Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Dev. Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত বিশালগড় বাঁধারঘাট নগর পঞ্চায়েত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি;

২) থাকিলে কবে নাগাদ আশা করা যায়;

৩) না থাকিলে তাহার কারন সম্পর্কে ?

উত্তর

১) বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত বিশালগড় ও বাধারঘাট কে নগর পঞ্চায়েত করার কোন পরিকল্পনা আপাতত নগর উন্নয়ন দপ্তরের নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) বিশালগড় একটি মহকুমা শহর। ঐ মহকুমা শহরের অন্তর্গত বিশালগড় ও বাধারঘাট কে ট্র্যানজিশন্যাল মিউনিসিপ্যাল এলাকা হিসাবে ঘোষনা করার জন্য ঐ এলাকা ত্রিপুরা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট ১৯৯৪ এর সংশ্লিষ্ঠ ধারায় বর্নিত শর্তাবলী পূরনে সক্ষম কিনা তাহা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর উক্ত এলাকাকে ট্র্যানজিশন্যাল মিউনিসিপ্যাল এলাকা (যাহা নগর পঞ্চায়েত নামে পরিচিত) হিসাবে ঘোষণা করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

(Question and Answer)

Admitted Starred Question No. : 188

Name of Member : Shri Bijoy Kumar Hrangkhwal

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Welfare of Sch. Tribes Deptt. be please to state :-

Question

1) How many jhumia hard core S.T. families have so far been physically rehabilitated during the year from 1990 to 2000 A.D. year wise breakup with location ?

Answer

1) Total 6387 jhumia families had been assisted for rehabilitation during the year from 1990 to 2000 A.D. by Tribal Welfare Department.

Year wise break up as follows :

Sl.No	Financial year	No. of families
1	1990 - 1991	155
2	1991 - 1992	100
3	1992 - 1993	661
4	1993 - 1994	534
5	1994 - 1995	1186
6	1995 - 1996	361
7	1996 - 1997	1757
8	1997 - 1998	755
9	1998 - 1999	421
10	1999 - 2000	457
	TOTAL	**6387**

Year wise and location wise break up in **Annexure - A**

Starred AQ. 188 Year and Location Wise Break up of Jhumia Rehabilitation Project Annexure-A

Starred AQ. 188 Year and Location Wise Break up of Jhumia Rehabilitation Project Annexure-A

Sl.No	Financial Year	Sub-Division	No. Projects	Project area	No of families
1	1990 - 91	Dharmanagar	1	Halenpur	105
	1990 - 91	Dharmanagar	2	Makunicherra	50
	1990-91	**TOTAL**			**155**
2	1991 - 92	Gandhacherra	1	Tuichakma, Raima	97
	1991 - 92	Gandhacherra	2	Thakurcherra	3
	1991-92	**TOTAL**			**100**
3	1992 - 93	Amarpur	1	South Kalagang	12
	1992 - 93	Belonia	1	Radhanagar	14
	1992 - 93	Belonia	2	Anandapur	21
	1992 - 93	Belonia	3	Sidhinagar	10
	1992 - 93	Belonia	4	Bhairabnagar	5
	1992 - 93	Dharmanagar	1	Indurail	80
	1992 - 93	Gandhacherra	1	Purba Raima	60
	1992 - 93	Kailashahar	1	Rajkandi	25
	1992 - 93	Kamalpur	1	Chancup	80
	1992 - 93	Kanchanpur	1	Balianchip	25
	1992 - 93	Kanchanpur	2	Tuisama	101
	1992 - 93	Khowai	1	East Champacherra	20
	1992 - 93	Khowai	2	North Pulinpur	11
	1992 - 93	Khowai	3	North Ramchandra Ghat	18
	1992 - 93	Sadar	1	Ujanghaniamara	13
	1992 - 93	Sadar	2	Bangsibari	25
	1992 - 93	Subroom	1	Tuisama	30
	1992 - 93	Subroom	2	Kalapania	20
	1992 - 93	Subroom	3	Sindukpathar	28
	1992 - 93	Udaipur	1	Brahamcherra	63
	1992-93	**TOTAL**			**661**

Starred AQ. 188 Year and Location Wise Break up of Jhumia Rehabilitation Project Annexure-A

Sl.No	Financial Year	Sub-Division	No. Projects	Project area	No of families
4	1993 - 94	Amarpur	1	Majrapara	4
	1993 - 94	Amarpur	2	Pancherra	1
	1993 - 94	Amarpur	3	Sarkipara	1
	1993 - 94	Amarpur	4	Brahamatilla	1
	1993 - 94	Amarpur	5	Satraipara	1
	1993 - 94	Amarpur	6	Muini Bari	6
	1993 - 94	Amarpur	7	Khubiongbari	3
	1993 - 94	Amarpur	8	Palku	20
	1993 - 94	Amarpur	9	Taidudepa	13
	1993 - 94	Belonia	1	Kamalpur	26
	1993 - 94	Belonia	2	R. K. Ganj	40
	1993 - 94	Belonia	3	Taburia	14
	1993 - 94	Belonia		R. K. Ganj	40
	1993 - 94	Dharmanagar	1	Kanchancherra	50
	1993 - 94	Gandhacherra	1	Tuichakma	2
	1993 - 94	Gandhacherra	2	Dalapati	43
	1993 - 94	Gandhacherra	3	Ratannagar	10
	1993 - 94	Gandhacherra	4	Gandhacherra	10
	1993 - 94	Gandhacherra	5	Kalyansingh	1
	1993 - 94	Gandhacherra	6	Bhagirath	2
	1993 - 94	Gandhacherra	7	Sarma	1
	1993 - 94	Gandhacherra	8	Pancharatan	1
	1993 - 94	Gandhacherra	9	Ramnagar	1
	1993 - 94	Kailashahar	1	Jamtalibari	18
	1993 - 94	Kailashahar	2	Chagaldema	12
	1993 - 94	Kailashahar	3	Samucherra	20
	1993 - 94	Longtharai Velley	1	Lalcherra	50
	1993 - 94	Longtharai Velley	2	Kanchancherra	25
	1993 - 94	Longtharai Velley	3	Mainama	25
	1993 - 94	Sabroom	1	Sonacharri	18
	1993 - 94	Sabroom	2	East Ludua	25
	1993 - 94	Udaipur	1	Badhurpathar	33
	1993 - 94	Udaipur	2	East Brajendranager	17
	1993 - 94	**TOTAL**			**534**

Starred AQ. 188 Year and Location Wise Break up of Jhumia Rehabilitation Project Annexure-A

Sl.No	Financial Year	Sub-Division	No. Projects	Project area	No of families
5	1994 - 95	Kailashahar	1	Radhanagar	50
	1994 - 95	Amarpur	1	Tentuibari	50
	1994 - 95	Amarpur	2	West Tuisclung	17
	1994 - 95	Belonia	1	East Pilak	26
	1994 - 95	Belonia	2	Tebaria	4
	1994 - 95	Belonia	3	Kamalpur	20
	1994 - 95	Belonia	4	Hetalia	50
	1994 - 95	Dharmanagar	1	Selpur	50
	1994 - 95	Dharmanagar	1	Kachariacherra	20
	1994 - 95	Dharmanagar	2	Indurali	30
	1994 - 95	Kailashahar	1	Jamtalibari	23
	1994 - 95	Kailashahar	2	Chagaidema	27
	1994 - 95	Kailashahar	3	Jamtalibari	50
	1994 - 95	Kailashahar	4	Deoracherra	50
	1994 - 95	Kamalpur	1	Satrai	50
	1994 - 95	Kamalpur	2	Panboa, Aparashkar	50
	1994 - 95	Kanchanpur	1	Kanchancherra	100
	1994 - 95	Kanchanpur	2	Sabual	50
	1994 - 95	Kanchanpur	3	Vangmungh	24
	1994 - 95	Kanchanpur	4	Belianchip	26
	1994 - 95	Kanchanpur	5	Tuisama	21
	1994 - 95	Kanchanpur	6	Subual	50
	1994 - 95	Khowai	1	Ratanpur	57
	1994 - 95	Khowai	2	North Padmabil	2
	1994 - 95	Khowai	3	Ganki	11
	1994 - 95	Khowai	4	Sonataia	2
	1994 - 95	Khowai	5	North Pulinpur	20
	1994 - 95	Khowai	6	East Singicherra	6
	1994 - 95	Longtharai Velley	1	Longtharai RF	50
	1994 - 95	Sabroom	1	Suknachari	37
	1994 - 95	Sabroom	2	Hajachabi	13
	1994 - 95	Sadar	1	Madhupur	31
	1994 - 95	Sadar	2	Debipur &N.C Nagar	23
	1994 - 95	Sadar	3	Kalyadepa	6
	1994 - 95	Sonamura	1	Urmai	40
	1994 - 95	Udaipur	1	Chargaria	24
	1994 - 95	Udaipur	2	North Brajendranagar	26
	1994 -95	**TOTAL**			**1186**

Starred AQ. 188 Year and Location Wise Break up of Jhumia Rehabilitation Project Annexure-A

Sl.No	Financial Year	Sub-Division	No. Projects	Project area	No of families
6	1995 - 96	Belonia	1	Hetalia	50
•	1995 - 96	Dharmanagar	1	Selpui	50
	1995 - 96	Kailashahar	1	Jamtalibari	50
	1995 - 96	Kailashahar	2	Radhanagar	50
	1995 - 96	Kailashahar	3	Deoracherra	50
	1995 - 96	Kamalpur	1	Panboa & Aprashkar	50
	1995 - 96	Kanchanpur	1	Tuisama	21
	1995 - 96	Sonamura	1	Urmai	40
	1995 - 96	**TOTAL**			**361**
7	1996 - 97	Amarpur	1	West Duluma	24
	1996 - 97	Amarpur	2	Taidu Depha	20
	1996 - 97	Amarpur	3	Singtumg	40
	1996 - 97	Amarpur	4	Uttar Chellagang	13
	1996 - 97	Ambassa	1	Simhuhari	45
	1996 - 97	Ambassa	2	Aichokni pahar (Nalicherra)	50
	1996 - 97	Belonia	1	Kowaifung	40
	1996 - 97	Belonia	2	North Bharat Chow para	50
	1996 - 97	Belonia	3	Kowaifung	40
	1996 - 97	Bishalgarh	1	Indramani	15
	1996 - 97	Bishalgarh	2	Harapur & Amarendranagar	50
	1996 - 97	Bishalgarh	3	Indramani Colony	49
	1996 - 97	Dharmanagar	1	Selpul	30
	1996 - 97	Dharmanagar	2	Selpul	30
	1996 - 97	Kailashahar	1	Panchamnegar	100
	1996 - 97	Kailashahar	2	Panchamnagar	100
	1996 - 97	Kamalpur	1	Ashapuran Roajapara	45
	1996 - 97	Kanchanpur	1	Rahumcherra	40
	1996 - 97	Kanchanpur	2	Nanci Cherra	50
	1996 - 97	Kanchanpur	3	Nilajoy Para	50

Starred AQ. 188 Year and Location Wise Break up of Jhumia Rehabilitation Project Annexure-A

Sl.No	Financial Year	Sub-Division	No. Projects	Project area	No of families
	1996 - 97	Kanchanpur	4	Rahumcherra	40
	1996 - 97	Khowai	1	North & South Padmabil	50
	1996 - 97	Khowai	2	South & North Padmabil	60
	1996 - 97	Khowai	3	North & South Padmabil	50
	1996 - 97	Khowai	4	North & South Padmabil	60
	1996 - 97	Longtharai Velley	1	Chichiangcherra Lalcherra	40
	1996 - 97	Longtharai Velley	2	Mainama	30
	1996 - 97	Longtharai Velley	3	Mainama	30
	1996 - 97	Sabroom	1	Bijoypur	41
	1996 - 97	Sabroom	2	Uttar Bijoy Pur	37
	1996 - 97	Sabroom	3	Manu Bankui & Rupaicherrai	50
	1996 - 97	Sabroom	4	Uttar Bijoypur	41
	1996 - 97	Sabroom	5	Uttar Bijoypur	36
	1996 - 97	Sadar	1	Barkathal, Patni & Kathairam	50
	1996 - 97	Sonamura	1	Sibnagar & Valuarchar	25
	1996 - 97	Sonamura	2	Sibnagar & Valuarchar	25
	1996 - 97	Udaipur	1	Tingariya	25
	1996 - 97	Udaipur	2	Tuibaklai	25
	1996 - 97	Udaipur	3	Dhukli	25
	1996 - 97	Udaipur	4	Chaklabari	25
	1996 - 97	Udaipur	5	Rani	20
	1996 - 97	Udaipur	6	Potamati	41
	1996 - 97	Udaipur	7	Teengaria	25
	1996 - 97	Udaipur	8	Tuibaklai	25
	1996 - 97	**TOTAL**			**1757**

Starred AQ. 188 Year and Location Wise Break up of Jhumia Rehabilitation Project Annexure-A

Sl.No	Financial Year	Sub-Division	No. Projects	Project area	No of families
8	1997 - 98	Amarpur	1	West Duluma	24
	1997 - 98	Amarpur	2	Taldudepa	47
	1997 - 98	Amarpur	3	Singlumg	40
	1997 - 98	Amarpur	4	Uttar Chellagang	39
	1997 - 98	Ambassa	1	Simhuhari (Shibbari)	45
	1997 - 98	Belonia	1	North Bharat Ch. Nagar	50
	1997 - 98	Bishalgarh	1	Indramani	15
	1997 - 98	Bishalgarh	2	Hirapur & Amarendranagar	50
	1997 - 98	Bishalgarh	3	Indramani Colony	49
	1997 - 98	Kamalpur	1	Ashapura Roaja Para	45
	1997 - 98	Kanchanpur	1	Nabajoy Para &	50
	1997 - 98	Longtharai Velley	1	Chichiangcherra &	40
	1997 - 98	Sabroom	1	Manu bankul & Rupaicherrai	50
	1997 - 98	Sadar	1	Kalacherra	50
	1997 - 98	Sadar	2	Burakha, Patni & Kathiram	50
	1997 - 98	Udaipur	1	Duptali & Kukibari	25
	1997 - 98	Udaipur	2	Chankhala bari	25
	1997 - 98	Udaipur	3	Rani	20
	1997 - 98	Udaipur	4	Photamati	41
	1997 - 98	**TOTAL**			**755**
9	1998 - 99	Amarpur	1	Rambhadra	30
	1998 - 99	Amarpur	2	Paticharri	32
	1998 - 99	Ambassa	1	Dhancherra	20
	1998 - 99	Belonia	1	Nihalnagar	25
	1998 - 99	Belonia	2	Ramraibari	24
	1998 - 99	Gandhacherra	1	Bishnurampara	24
	1998 - 99	Kanchanpur	1	Hmunpull	25

Starred AQ. 188 Year and Location Wise Break up of Jhumia Rehabilitation Project Annexure-A

Sl.No	Financial Year	Sub-Division	No. Projects	Project area	No of families
	1998 - 99	Khowai	1	South Padmabil & Gayamani bari	64
	1998 - 99	Sabroom	1	Rupaicharri	32
	1998 - 99	Sabroom	2	North & South Kaladepa	50
	1998 - 99	Sadar	1	Kalacherra	38
	1998 - 99	Sonamura	1	Shibnagar & Valuarchar	23
	1998 - 99	Udaipur	1	Photamati	18
	1998 - 99	Udaipur	2	Phulkumari	27
	1998-99	**TOTAL**			**421**
10	1999-2000	Belonia	1	Munda Para	14
	1999-2000	Belonia	2	Dimatali	30
	1999-2000	Belonia	3	Ramraibari	20
	1999-2000	Bishalgarh	1	Ramnagar	31
	1999-2000	Dharmanagar	1	Belicherra	50
	1999-2000	Kailashahar	1	Nichan chow. para	51
	1999-2000	Kanchanpur	1	Nabincherra	25
	1999-2000	Kanchanpur	2	Kanchancherra	27
	1999-2000	Khowai	1	Akhrabari & Paglabari	81
	1999-2000	Longtharai Velley	1	S K Para	49
	1999-2000	Sabroom	1	Fulcharri	30
	1999-2000	Sadar	2	Rangacherra	49
	1999-2000	**TOTAL**			**457**
		GRANT TOTAL			**6387**

Admitted Starred Question No. : 190
Name of Member : Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) রাজ্যের পৌর সভা ও নগর পঞ্চায়েতের স্লাম এলাকা উন্নয়নের কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১) রাজ্যের পৌর পরিষদ এলাকায় ও নগর পঞ্চায়েত লোকায় স্লাম (বস্তি) এলাকার উন্নয়নের জন্য জাতীয় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পে বস্তি এলাকায় পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত, কমোনিটি বাথরুম এবং লেট্রিন নির্মান, আবর্জনা নিষ্কাশন, রাস্তাঘাট নির্মান ও উন্নয়ন, নর্দমা নির্মান ও উন্নয়ন, গলি রাস্তা নির্মান ও উন্নয়ন এবং "বাল্মীকি আম্বেদকর মলিন আবাস যোজনায়" দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মান প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. : 199
Name of Member : Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) আগরতলা পৌর এলাকায় খাস জমিতে বসবাস করছে এবং খাস জমিতে বাড়ি নির্মানের পাশাপাশি মিউনিসিপ্যালিটি থেকে হোল্ডিং নাম্বার সংগ্রহ করেছে এই ধরনের হোল্ডিং নাম্বার প্রাপকদের মোট সংখ্যা কত?

উত্তর

১) সরকারী খাস জমিতে বাড়ি নির্মান করে আগরতলা পুর পরিষদ থেকে হোল্ডিং নাম্বার সংগ্রহ করেছে এই মর্মে কোন তথ্য পুর পরিষদে কোন নির্দিষ্ট ফর্মে / বহিতে রেকর্ড করা নাই। সুতরাং সংখ্যা নির্নয় করা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. : 215
Name of Member : Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) রাজ্যে ট্রপিক্যাল মেডিসিনের চিকিৎসা ব্যবস্থা কোন সরকারী হাসপাতালে রয়েছে কিনা?

২) ইহা কি সত্য যে রাজ্যে ট্রপিক্যাল মিডিসিন বিশেষজ্ঞ মাত্র দুইজন ডাক্তারের মধ্যে একজন ডাক্তার ডাঃ বি আর আম্বেদকর হাসপাতালে কর্মরত আছেন।

৩) সত্য হলে কি কারনে ট্রপিক্যাল মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ অপর চিকিৎসক জি. বি. পন্থ হাসপাতালে কর্মরত আছেন। এবং

৪) জি. বি. পন্থ হাসপাতালে দন্ত ও চক্ষু বিশেষজ্ঞদের পোস্টিং দেওয়া হবে কিনা?

উত্তর

১) প্রকৃতপক্ষে ট্রপিক্যাল মেডিসিনের কোন বিভাগ রাজ্য হাসপাতালে নেই। বর্তমানে হাপানিয়ার ডঃ বি. আর. আম্বেদকর হাসপাতালে সি. ডি. সি ব্রাঞ্চ আছে। (সেখানে সংক্রমক জাতীয় রোগ যেমন ডাইরিয়া, সংক্রমক ব্যাধি

ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা হয়। আর অন্যান্য ট্রপিক্যাল রোগ যেমন ম্যালেরিয়া, ফাইলারিয়া ইত্যাদি রোগের ব্যবস্থা জি. বি. পন্থ হাসপাতালে করা হয়)।

২) না ইহা সত্য নহে।

৩) প্রশ্ন আসে না।

৪) দন্ত ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ জি. বি. পন্থ হাসপাতালে পোস্টিং দেওয়ার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নেই।

Admitted Starred Question No. : 217
Name of Member : Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) জি. বি. হাসপাতালের সুপার স্পেশিয়ালিটি ইউনিটটি কবে নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) বর্তমানে আর্থিক বৎসরে জি. বি. সুপার স্পেশিয়ালিটি কমপ্লেক্সটি চালু হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. : 231
Name of Member : Shri Padma Kr. Deb Barma
Shri Khagendra Jamatia
Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state .-

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি পঞ্চায়েত আছে; এবং
২) সব কয়টি পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েত অফিস আছে কিনা;
৩) ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের অনেক পঞ্চায়েতের অফিস বিল্ডিং নেই;
৪) ইহাও কি সত্য যে, কোন কোন ব্লকে পঞ্চায়েত অফিস ঘর থাকা সত্বেও ঐ ব্লকেই নতুন করে অফিস ঘর নির্মানের জন্য অর্থ বরাদ্ধ হয়ে থাকে;
৫) সত্য হলে ইহার কারন;
৬) ইহা কি সত্য, পঞ্চায়েত সতিমি ও বি. এ. সি.-র জন্য এখনও পর্যন্ত বিল্ডিং হয়নি;
৭) সত্য হলে, কবে নাগাদ বিল্ডিং তৈরী শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৫৪০টি পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত) আছে।
২) না।
৩) হ্যাঁ।
৪) প্রয়োজন ভিত্তিক কোন কোন ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে।
৫) পুরনো কাঁচা বা মাটির ঘরের পরিবর্তে পাকা ঘর নির্মানের জন্য নতুন অর্থ বরাদ্ধের প্রয়োজন হয়ে থাকে।
৬) রাজ্যে ২৩টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ১৮টি তে বিল্ডিং তৈরী হয়ে গেছে এবং ৩টির ক্ষেত্রে বিল্ডিং এর কাজ চলছে। অবশিষ্ঠ ২টির ক্ষেত্রে জায়গা নির্বাচন এবং অর্থের সংকুলান হলেই করা হবে।

বি. এ. সি. -র জন্য পৃথক বিল্ডিং তৈরীর কোন পরিকল্পনা এই দপ্তরে নেই।

৭) ২টি অবশিষ্ঠ পঞ্চায়েত সমিতির বিল্ডিং এর জায়গা নির্বাচন এবং অর্থের যোগানের উপর নির্ভর করবে।

Admitted Starred Question No. : 237

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the General Administration (AR) Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে তরুণ দত্ত কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সরকারী তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে শীঘ্রই আইন প্রনয়নের ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

২) না হলে এর কারন কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, বিষয়টি বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

২) ত্রিপুরা রাজ্যে তরুণ দত্ত কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সরকারী তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে একটি বিলের খসড়া তৈরী করা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. : 244

Name of Member : Shri Prakash Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনস্ত কতগুলি সোসাইটি রয়েছে এবং উক্ত সোসাইটি গুলির চেয়ারম্যান পদে ৩১-০৫-২০০২ ইং পর্যন্ত কোন পদাধিকারী বা পদাধিকারীরা ছিলেন ?

উত্তর

১) স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে নিম্নলিখিত সোসাইটি গুলি রয়েছে যথা ঃ

ক) এইডস্ সোসাইটি।

খ) লেপ্রসি সোসাইটি।

গ) ব্লাইন্ডনেস সোসাইটি।

ঘ) টি. বি. সোসাইটি

ঙ) ব্লাড্ ট্রান্সফিউশন সোসাইটি।

চ) হেলথ্ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

ছ) মেন্টাল হেলথ্ সোসাইটি।

জ) স্টেট ইলনেস সোসাইটি

ঝ) রিহেবিলিটেশান অফ ডিসেএবল সোসাইটি

উপরোক্ত সোসাইটিগুলির চেয়ারম্যান পদে আসীন আছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তবে ব্লাড ট্রান্সফিউশান

কাউন্সিল সোসাইটির চেয়ারম্যান পদে আসীন আছেন দপ্তর সচিব।

Admitted Starred Question No. : 249
Name of Member : Shri Billal Mia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) বকস্‌নগর ব্লকের অন্তর্গত আনন্দনগর গাঁও পঞ্চায়েতে গত ১৯৯৯ ইং সনের মার্চ মাস হইতে ২০০২ সনে ৩০শে জুন পর্যন্ত কতজন পঞ্চায়েত সচিব কাজ করেছে তাদের নাম।

২) বর্তমানে আনন্দনগর পঞ্চায়েতে কত মাস যাবৎ সচিব নাই। এবং

৩) কতদিনের মধ্যে পঞ্চায়েত সচিব দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়; এবং

৪) না থাকিলে তাহার কারন কি?

উত্তর

১) উক্ত সময়ের মধ্যে ৪ (চার) জন সচিব কাজ করেছেন।

যথা ঃ ১) শ্রী সুনীল দেববর্মা, ২) শ্রী জয়ন্ত বিশ্বাস, ৩) শ্রী আশীষ ভট্টাচার্য ও ৪) শ্রী গগন দেববর্মা।

২) বর্তমানে আনন্দনগর পঞ্চায়েথে সচিব আছেন।

৩) প্রশ্ন আসে না।

৪) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. : 261
Name of Member : Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) তৈদু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ার কাজ কতদূর এগিয়েছে; এবং

২) এ পর্যন্ত কত ব্যয় হয়েছে?

উত্তর

১) তৈদু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ার জন্য পূর্তদপ্তরকে গত ২৬-৪-০২ ইং তে চিঠির মাধ্যমে ইস্টিমেট পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে এবং উক্ত ইস্টিমেট পাওয়া মাত্রই সহসাই কাজ শুরু করার পরিকল্পনা আছে।

২) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. : 263
Name of Member : Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে এ্যাম্বুলেন্স না থাকায় অম্পি গ্রামীন হাসপাতালে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিচ্ছে;

২) যদি সত্য হয় তবে ঐ হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্সটি কতদিন ধরে অচল আছে;

৩) সত্য হলে, প্রতিকারের ব্যবস্থা না নেওয়ার কারন কি?

উত্তর

১) ইহা সত্য।

২) গত মে মাস ২০০২ ইং হইতে উক্ত এ্যাম্বুলেন্সটি অচল আছে।

৩) অতি সহসাই উক্ত এ্যাম্বুলেন্সটি মেরামতের কাজ হাতে নেওয়ার জন্য অর্থদপ্তরের নিকট ফাইল প্রেরন করা হয়েছে এবং অনুমতি পেলেই মেরামতের কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. : 292
Name of Member : Shri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) আগরতলা জগন্নাথ মন্দিরের নিকট এস. টি. ছাত্রী নিবাস -এর নির্মান কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে।

২) এর নির্মান ব্যয় বাবদ কত টাকা খরচ হবে।

৩) কবে নাগাদ ইহা চালু করা হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১) আগরতলা জগন্নাথ মন্দিরের নিকট এস. টি., এস. সি. কমবাইন্ড ছাত্রী নিবাস -এর নির্মান কার্য সেপ্টেম্বর, ২০০২ -এর প্রথম সপ্তাহেই শেষ হবে।

২) এর নির্মান বাবদ প্রাথমিক ভাবে ব্যয় বরাদ্ধ ধরা হয়েছে ২৪৮.২১ লক্ষ টাকা (২ কোটি ৪৮ লক্ষ ২১ হাজার টাকা)।

৩) উক্ত ছাত্রী নিবাসটি সেপ্টেম্বর, ২০০২ -এর মাঝামাঝি নাগাদ চালু করা যাইবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Un-Starred Question No. : 22 ANNEXURE-B
Name of Member : Shri Ratan Lal Nath
Shri Kajal Ch. Das ,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) রাজ্যের প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজটি কোথায় স্থাপন করা হচ্ছে।

২) কবে নাগাদ মেডিক্যাল কলেজটি চালু হবে বলে আশা করা যায়।

৩) মেডিক্যাল কলেজটির মোট আসন সংখ্যা কত।

৪) বহি: রাজ্যের শিক্ষার্থীদের জন্য কত শতাংশ আসন বরাদ্ধ থাকবে?

উত্তর

১) রাজ্যের প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজটি ডাঃ বি. আর. আম্বেদকর মেমোরিয়াল হাসপাতাল, হাপানিয়াতে স্থাপন করার জন্য সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে।

২) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মেডিক্যাল কলেজের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত অনুমোদন পাওয়া যায়নি।

৩) মেডিক্যাল কলেজটির মোট আসন সংখ্যা শুরুতে হবে পঞ্চাশ (৫০)।

৪) বহিঃরাজ্যের শিক্ষার্থীদের জন্য আসন বরাদ্দের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No. : 27

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে কি কি সংক্রামক রোগ রয়েছে।

২) ঐ সকল সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য দপ্তর কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন।

৩) ঐ সকল সংক্রামক রোগে ১৯৯৮ ইং সন হইতে অদ্য পর্যন্ত রাজ্যে কতজন আক্রান্ত হয়েছে এবং কতজন মারা গেছেন? (রোগ অনুযায়ী পৃথক হিসাব)।

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যে সাধারণত যে সমস্ত সংক্রামক রোগ দেখা দেয় সেই সমস্ত রোগের নামের তালিকা সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।

২) ঐ সকল সংক্রামক প্রতিরোধে স্বাস্থ্য দপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করেছে যথা – রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল, গ্রামীন হাসপাতাল ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে প্রতি নিয়ত নজর দারী রাখা। কোনরকম সংক্রামক রোগের বৃহদাকারে বিস্তৃতি লাভের সময়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্য প্রতিনিধি দলের এলাকা সফর এবং তৎক্ষনাৎ স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করা ও এম. পি. ডব্লিও. (পুরুষ) ও মহিলা কর্মীদের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা, স্বাস্থ্য কর্মশালা, স্বাস্থ্য বিষয় আলোচনা চক্রের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

৩) উপরোক্ত সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগী এবং মৃত্যুর হিসাব ১৯৯৮ ইং থেকে ২০০২ ইং সনের মে মাস পর্যন্ত বাৎসরিক রোগের হিসাব অনুযায়ী পৃথক পৃথক ভাবে তথ্য জুড়ে দেওয়া হল।

Name of Communicahle Diseases

Sl.No.	Name of Discases
1	Acute Ddiseases Diseases Mciuding Gsuoenteritis & Choiera
2	Diphinena
3	Acute Pohomyclitis
4	Tetanus otiner tian Neonatal
5	Wnooping Cough
6	Neonatal Tetanus
7	Measles
8	Acute respiratory infection mehuang infruena & excluding preumcia
9	Pneumonie
10	Entenc fever
11	Viral Hepatitis
12	Japanese Encapinalins
13	Menungococal Meningins
14	Rabies
15	Syprilis
16	Conococal infection
17	pulumoray Tuberculosis
18	Ali other diseases treated in institutions excluding above mentioned discases

1998

Sl.	Name of Discases	OPD	IPD	Total	Deat
1	Acute Ddiseases Diseases Mciuding Gsuoenteritis & Choiera	95222	16270	111492	7
2	Diphinena	—	—	—	—
3	Acute Pohomyelitis	—	—	—	—
4	Tetanus otiner tian Neonatal	—	18	18	6
5	Wnooping Cough	184	463	647	8
6	Neonatal Tetanus	—	3	3	1
7	Measles	391	—	391	—
8	Acute respiratory infection mehuang infruena & excluding preumcia	105565	1304	118869	107
9	Pneumonie	113	120	233	17
10	Entenc fever	609 .	461	1070	2
11	Viral Hepatitis	145	155	300	—
12	Japanese Encapinalins	8	13	21	4
13	Menungococal Meningins	4	6	10	4
14	Rabies	—	4	4	4
15	Syprilis	36	36	72	—
16	Conococal infection	26	1	27	—
17	pulumoray Tuberculosis	46	1	47	—
18	Ali other diseases treated in institutions excluding above mentioned discases	606492	110784	717276	1760
	Grand Total	**808841**	**141639**	**950480**	**1987**

1999

Sl.	Name of Discases	OPD	IPD	Total	Deat
1	Acute Ddiseases Diseases Mciuding Gsuoenteritis & Choiera	75513	9921	85434	31
2	Diphinena	—	—	—	—
3	Acute Pohomyelitis	—	—	—	—
4	Tetanus otiner tian Neonatal	—	12	12	1
5	Wnooping Cough	116	—	116	—
6	Neonatal Tetanus	—	6	6	3
7	Measles	239	—	239	—
8	Acutc respiratory infection mehuang infruena & excluding preumcia	90029	12685	102714	40
9	Pneumonie	1175	369	1544	16
10	Entenc fever	2266	92	2358	—
11	Viral Hepatitis	84	44	128	—
12	Japanese Encapinalins	—	6	6	6
13	Menungococal Meningins	5	18	23	—
14	Rabies	—	2	2	2
15	Syprilis	62	—	, 62	—
16	Conococal infection	112	—	112	1
17	pulumoray Tuberculosis	—	—	—	—
18	Ali other diseases treated in institutions excluding above mentioned discases	553015	104673	657688	1005
	Grand Total	**722616**	**127828**	**850444**	**1105**

MONTHLY STATEMENT SHOWING INSTITUTIONAL CASES & DEATHS DUE TO COMMUNCABLE DISEASES

1. Name of the State : Tripura 2 Month Year : January, 2000 to December 2000
2. Total no of existing institutions the State
3. Total no of Reporting institutions for the Month in the State
4. Total no of Defaulting institutions for the Month in the State
5. Reported Cases & Deatails due Communication Diseases

Sl. No	Name of Discases	O.P.D		Panent Treated I.P.D		Total		Deatils (I.P.D. Unity		
		M	F	M	F	M	F	M	F	Total
1	Acute Ddiseases Diseases Mciuding Gsuoenteritis & Choiera	18591	18364	3389	3678	22480	22042	07	08	15
2	Diphinena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Acute Pohomyelitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tetanus otiner tian Neonatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Wnooping Cough	71	157	19	19	90	176	-	-	-
6	Neonatal Tetanus	-	-	-	-	-		-	-	-
7	Measles	97	70	14	10	111	80	-	-	-
8	Acute respiratory infection mehuang infruena & excluding preumcia	30230	29185	6806	4809	37036	33994	20	19	39
9	Pneumonie	572	561	239	192	811	753	03	04	07
10	Entenc fever	1215	1456	147	127	1362	1583	-	-	-
11	Viral Hepatitis	312	168	245	57	557	225	-	-	-
12	Japanese Encapinalins	01	-	-	01	01	01	-	01	01
13	Menungococal Meningins	15	11	10	07	25	18	01	01	02
14	Rabies	04	-	03	01	07	01	-	-	-
15	Syprilis	17	15	02	01	19	16	-	-	-
16	Conococal infection	43	118	03	04	46	122	-	-	-
17	pulumoray Tuberculosis	659	184	11	07	670	191	-	-	-
18	Ali other diseases treated in institutions excluding above mentioned discases	169775	165810	26651	25183	196426	190993	272	212	484
	Total	**221602**	**216099**	**38039**	**34096**	**259641**	**250177**	**303**	**245**	**548**

MONTHLY STATEMENT SHOWING INSTITUTIONAL CASES & DEATHS DUE TO COMMUNCABLE DISEASES

1. Name of the State : Tripura
2. Total no of existing institutions the State
3. Total no of Reporting institutions for the Month in the State
4. Total no of Defaulting institutions for the Month in the State
5. Reported Cases & Deatails due Communication Diseases

Sl. No	Name of Discases	O.P.D	Panent Treated					Deatils (I.P.D. Unity		
				I.P.D		Total				
		M	F	M	F	M	F	M	F	Total
1	Acute Ddiseases Diseases Mciuding Gsuoenteritis & Choiera	35638	38545	6604	5428	42242	43973	10	04	04
2	Diphinena	07	0	0	0	08	02	Nil	Nil	Nil
3	Acute Pohomyelitis	–	–	–	–	–	–	–		–
4	Tetanus otiner tian Neonatal	11	11	06	0	17	12	07	02	09
5	Wnooping Cough	107	69	24	14	131	83	–	–	–
6	Neonatal Tetanus	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Measles	1113	1061	218	470	1331	1531	Nil	Nil	Nil
8	Acute respiratory infection mehuang infruena & excluding preumcia	65923	68122	21041	8003	86964	76125	15	10	25
9	Pneumonie	1340	1128	290	248	1630	1376	05	07	12
10	Entenc fever	1933	1534	203	406	2136	1940	01	–	01
11	Viral Hepatitis	207	161	102	58	399	219	Nil	Nil	Nil
12	Japanese Encapinalins	01	–	04	03	05	03	03	02	05
13	Menungococal Meningins	09	01	02	08	13	09	01	01	02
14	Rabies	07	01	03	01	10	02	Nil	Nil	Nil
15	Syprilis	83	22	03	–	36	22	–	–	–
16	Conococal infection	235	240	05	06	209	243	Nil	Nil	Nil
17	pulumoray Tuberculosis	1749	1036	245	170	1994	1205	Nil	Nil	Nil
18	Ali other diseases treated in institutions excluding above mentioned discases	345860	362137	51541	50973	397401	413110	441	343	783
	Grand Total	**454313**	**474069**	**802941**	**65787**	**534607**	**539856**	**482**	**369**	**851**

MONTHLY STATEMENT SHOWING INSTITUTIONAL CASES & DEATHS DUE TO COMMUNCABLE DISEASES

1. Name of the State : Tripura
2. Total no of existing institutions the State
3. Total no of Reporting institutions for the Month in the State
4. Total no of Defaulting institutions for the Month in the State
5. Reported Cases & Deatails due Communication Diseases

Sl. No	Name of Discases	Panent Treated						Deatils		
		O.P.D		I.P.D		Total		(I.P.D. Unity		
		M	F	M	F	M	F	M	F	Total
1	Acute Ddiseases Diseases Mciuding Gsuoenteritis & Choiera	14927	14013	3372	2332	18299	16345	06	04	10
2	Diphinena	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Acute Pohomyelitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Tetanus otiner tian Neonatal	—	—	06	05	06	05	02	02	04
5	Wnooping Cough	12	07	15	14	27	21	—	—	—
6	Neonatal Tetanus	—	—	02	03	02	03	—	01	01
7	Measles	79	45	30	16	109	61	—	—	—
8	Acute respiratory infection mehuang infruena & excluding preumcia	22532	22332	3080	3236	25612	25568	07	07	14
9	Pneumonie	202	164	63	49	265	213	05	02	07
10	Entenc fever	104	149	145	149	249	298	—	01	01
11	Viral Hepatitis	152	88	26	15	178	103	—	—	—
12	Japanese Encapinalins	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Menungococal Meningins	01	—	01	01	02	01	01	—	01
14	Rabies	08	04	01	01	09	05	—	—	—
15	Syprilis	31	05	—	—	31	05	—	—	—
16	Conococal infection	17	10	—	—	17	10	—	—	—
17	pulumoray Tuberculosis	186	86	01	—	187	86	—	—	—
18	Ali other diseases treated in institutions excluding above mentioned discases	113889	120054	24963	23568	138852	143622	123	68	191
	Grand Total	**152140**	**156957**	**31705**	**29389**	**183445**	**186346**	**144**	**85**	**229**

(Question and Answer)

Admitted Un-Starred Question No. : 28

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) ১৯৯৮ ইং সন হইতে ১৫ই জুন ২০০২ ইং পর্যন্ত জননেন্দ্রিয়ের সংক্রামক অসুখে বা আক্রান্ত হয়েছেন রাজ্যে এমন রোগীর সংখ্যা কত;

২) উক্ত সময়ে ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক, মেনেনজাইটিস্, জলাতঙ্ক, কালাজ্বর, হেপাটাইটিস, এনকেফেলাইটিস এবং ডাইরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছেন রাজ্যে এমন রোগীর সংখ্যা কত (পৃথক পৃথক হিসাব)

৩) উক্ত সময়ে ঐ সব রোগে আক্রান্ত এর মধ্যে কয়জন মারা গেছেন? (পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১)

সন	জননেন্দ্রিয়ের সংক্রামক রোগে আক্রান্তের সংখ্যা
১৯৯৮	২৬১
১৯৯৯	১৮৪
২০০০	২০৩
২০০১	৫৯১
২০০২	৬৩

(১৫ই জুন পর্যন্ত)

২)

সন	রোগের নাম	আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা
১৯৯৮	ম্যালেরিয়া	১২,৫৯৬
১৯৯৮	আন্ত্রিক/ডাইরিয়া	১,২০,৬৬৪
১৯৯৮	মেনানজাইটিস	২,১৩১
১৯৯৮	জলাতংক	৭
১৯৯৮	কালাজ্বর	নাই
১৯৯৮	হেপাটাইটিস (এ)	২,৭৭২
	হেপাটাইটিস (বি)	১১৯
১৯৯৮	এনকেফেলাইটিস	২০৩

সন	রোগের নাম	আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা
১৯৯৯	ম্যালেরিয়া	১৪,৪০৮
১৯৯৯	আন্ত্রিক/ডাইরিয়া	২০,২০৮
১৯৯৯	মেনানজাইটিস	২,১৮৮
১৯৯৯	জলাতংক	২৫

১৯৯৯	কালাজ্বর	নাই
১৯৯৯	হেপাটাইটিস (এ)	১,৩৯৫
	হেপাটাইটিস (বি)	১২৪
১৯৯৯	এনকেফেলাইটিস	৯৮
২০০০	ম্যালেরিয়া	১২,২৪৪
২০০০	আম্রিক/ডাইরিয়া	৯,২৯৫
২০০০	মেনানজাইটিস	৪৩
২০০০	জলাতংক	৮
২০০০	কালাজ্বর	নাই
২০০০	হেপাটাইটিস	৭৮২
২০০০	এনকেফেলাইটিস	২
২০০১	ম্যালেরিয়া	১৮,৫০২
২০০১	আম্রিক/ডাইরিয়া	১৮,৬৭৬
২০০১	মেনানজাইটিস	২২
২০০১	জলাতংক	১২
২০০১	কালাজ্বর	নাই
২০০১	হেপাটাইটিস	৬১৮
২০০১	এনকেপেলাইটিস	৮
২০০২	ম্যালেরিয়া	২,৮৫১
২০০২	আম্রিক/ডাইরিয়া	১৩,২৪৭
২০০২	মেনানজাইটিস	৩
২০০২	জলাতংক	১৪
২০০২	কালাজ্বর	নাই
২০০২	হেপাটাইটিস	২৮১
২০০২	এনকেফেলাইটিস	নাই

৩) উক্ত সময়ে ঐ সব রোগে আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল –

	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২
ম্যালেরিয়া	০৫	১১	০৬	০৯	০২
আম্রিক/ডাইরিয়া	৮৮	৬০	৩৭	৫৫	৬৪

মেনানজাইটিস	৭৩	১৮	০২	০২	০১
জলাতংক	০৭	২৫	নাই	নাই	নাই
কালাজ্বর	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই
হেপাটাইটিস (এ)	০৭	নাই	নাই	নাই	নাই
হেপাটাইটিস (বি)	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই
এনকেফেলাইটিস	১৪	০২	০২	০৫	নাই

Admitted Un-Starred Question No. : 29
Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে নবজাতকের প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার কত ?

২) রাজ্যে নবজাতকের মৃত্যুর হার কমানোর জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১) ১৯৯৯ ইং সনের স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিষ্টেম অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যে শিশু মৃত্যুর (আই. এম. আর) হার প্রতি হাজারে ৪২(বিয়াল্লিশ)।

২) রাজ্যে নবজাতকের মৃত্যুর হার কমানোর জন্য রাজ্য সরকার প্রতিটি গর্ভবতী মাকে প্রথমেই স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতায় আনা সহ, মায়েদের এন্টি-ন্যাটল চেক আপ, গর্ভাবস্থায় দুই ডোজ টিটেনাস টক্সায়েক ইনজেকশন দেওয়া, আর-সি-এইচ প্রকল্পের আওতায় হাসপাতালে ২৪ ঘন্টা ডেলিভারী সার্ভিস চালু করা, ধাইয়ের ট্রেনিং দেওয়া, প্রয়োজন স্থলে এম. পি. ডব্লিও. (ফিমেল), নার্স, ডক্টর এর মাধ্যমে প্রসবের ব্যবস্থা করা, টি. বি. এ. ট্রেনিং এর মাধ্যমে গ্রামীন ধাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, সর্বোপরি যে সকল মায়েরা একান্তই হাসপাতালে আসতে না পারেন বাড়ীতে ঐ সকল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রামীন ধাত্রীদের মাধ্যমে তাদের নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. : 42
Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) আগরতলা পুর পরিষদের অফিসার ও বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের জন্য ত্রিপুরা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক সর্বমোট অনুমোদিত পদের সংখ্যা কত (পদ সমূহের নামের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ সহ)?

উত্তর

১) আগরতলা পুর পরিষদের অফিসার ও বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের জন্য ত্রিপুরা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত পদের নাম ও অনুমোদনের তারিখ নিম্নে দেওয়া হল। এখানে উল্লেখ্য যে আগরতলা পুর পরিষদ শতাধিক বৎসরের পুরানো প্রতিষ্ঠান – কাজেই সমস্ত পুরানো রেকর্ড বর্তমানে পাওয়া না যাওয়ায় কিছু কিছু পদের অনুমোদনের তারিখ উল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই।

	আগরতলা পুর পারষদের অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	অনুমোদনের তারিখ
১.	একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার	০১	২১.০৯.১৯৮১
২.	স্পেশ্যাল অফিসার	০১	৩১.০৫.১৯৮৬
৩.	এসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার	০৩	৩১.০১.১৯৭৩
			২৯.০৯.১৯৮১
১৫.	এসেসমেন্ট ইনেসপেক্টর	০১	৩১.০১.১৯৭৩
১৬.	মিউনিসিপ্যাল কালেক্টর	০১	১৯.০৫.১৯৭৮
১৭.	ফিল্ড এসিসটেন্ট/ টেক্স কালেকটিং সরকার	২১	১৯.০৫.১৯৭৮
১৮.	সার্ভেয়র	০৩	১৯.০৫.১৯৭৮
			২১.০৯.১৯৮১
১৯.	ব্রার্মা অপারেটর	০১	১৯.০৫.১৯৭৮
২০.	আমিন	০৪	১৯.০৫.১৯৭৮
২১.	ড্রাফ্টস ম্যান	০১	২১.০৯.১৯৮১
২২.	ট্রেসার	০১	১৯.০৫.১৯৭৮
২৩.	গেস্টেটনার অপারেটর	০১	
২৪.	মিউনিসিপ্যাল সুপার ভাইসর/টাউন সুপার ভাইসর	০৩	৩১.০১.১৯৭৩
২৫.	ওয়ার্ক এসিসটেন্ট	১৭	১৯.০৫.১৯৭৮
			০৯.১২.১৯৮১
২৬.	সাব ওভারসিয়ার	০৫	৩১.০১.১৯৭৩
২৭.	এসিসটেন্ট টিউবওয়েল মেকানিক / মেকানিক	০৪	৩১.০১.১৯৭৩
			১৯.০৫.১৯৭৮
২৮.	এসিসটেন্ট মোটর মেকানিক/মেকানিক	০৪	৩১.০১.১৯৭৩
			১৯.০৫.১৯৭৮
২৯.	স্যানিটারী ইনেসপেক্টর	০৪	
৩০.	ভ্যাক্সিনেটর	১৭	১৯.০৫.১৯৭৮
			২৮.০৫.১৯৮১
৩১.	কম্পাউন্ডার	০১	
৩২.	ইনিউমারেটর	০১	
৩৩.	ভেক্সিনেটর কাম কম্পাউন্ডার	০১	
৩৪.	ড্রাইভার	২২	৩১.০১.১৯৭৩
			১৯.০৫.১৯৭৮
৩৫.	পাম্প ড্রাইভার	০৪	১০.১১.১৯৮১

৩৬.	ওয়েল্ডার	০১	১৯.০৫.১৯৭৮
৩৭.	হরটি সুপার ভাইসর	০১	
৩৮.	এসিসটেন্ট ফোর ম্যান	০১	৩১.০১.১৯৭৩
৩৯.	মেইট	১৬	
৪০.	হরিজন জমাদার	০৬	১৯.০৫.১৯৭৮
৪১.	ইলেকট্রিসিয়ান	০১	
৪২.	এস. ই. ডব্লিউ	০১	
৪৩.	ক্লীনার	১৪	
৪৪.	ক্লীনার	১৪	৩১.০১.১৯৭৩
			৩১.০৫.১৯৮৬
৪৫.	লেবার/সুইপিং এন্ড ক্লীনিং এসিসটেন্ট	৪২৪	৩১.০১.১৯৭৩
	মোট	৭৫৪	১০.১১.১৯৮৯
			৩১.০৩.১৯৮৪

Admitted Un-Starred Question No. : 43
Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon`ble Minister-in-charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) আগরতলা পৌর পরিষদের কর্মরত অফিসার এবং কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমে কতজন;

২) তাদের মধ্যে অনিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা কত;

৩) কোন কোন পদে কতজন অফিসার এবং অন্যান্য স্তরের কর্মচারী আগরতলা পৌর পরিষদে ডেপুটেশনে কর্মরত আছেন?

উত্তর

১) আগরতলা পৌর পরিষদে বর্তমানে কর্মরত অফিসারের সংখ্যা ১৬ জন এবং অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৬৩৭ জন (অনিয়মিত কর্মচারী ছাড়া)।

২) আগরতলা পৌর পরিষদে অনিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা বর্তমানে ২২৫ জন।

৩) আগরতলা পৌর পরিষদে বর্তমানে ডেপুটেশানে কর্মরত অফিসার এবং অন্যান্য স্তরের কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হল –

১. এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার	–	১ জন
২. একাউন্টস অফিসার	–	১ জন
৩. জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	–	৪ জন
	মোট	৬ জন

Admitted Un-Starred Question No. : 44
Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) আগরতলা পৌর পরিষদে কর্মরত অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীর সংখ্যা কত;

২) ইহা কি সত্য, রাজ্য সরকারের স্বীকৃতিহীন এমন কতকগুলি পদে অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী পৌর পরিষদে কর্মরত রয়েছেন;

৩) যদি সত্য হয়, কিসের ভিত্তিতে উল্লেখিত পদে নিযুক্তি পত্র দেওয়া হয়েছে (সেক্ষেত্রে নামের পাশে পদ ও যোগদানের তারিখ)?

উত্তর

১) আগরতলা পৌর পরিষদে কর্মরত অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীর বর্তমানে ৬ জন।

২) ইহা আংশিক সত্য।

৩) পৌর পরিষদের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময় ভিত্তিতে অনারেরিয়াম প্রদানের মাধ্যমে উল্লেখিত অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়েছে। আগরতলা পৌর পরিষদে কর্মরত অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের নাম, পদের নাম ও অবসর গ্রহন করার পর পৌর পরিষদে কাজে যোগদানের তারিখ নিম্নে দেওয়া হল

অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীর নাম	পদের নাম	কাজে যোগদানের তারিখ
১. শ্রী গৌর চাঁদ রায়	রেভিনিউ অফিসার	০৮-০৩-১৯৯৬ ইং
২. শ্রী তুলসী রঞ্জন লোধ	ও. এস. ডি (গ্যারেজ)	১৯-১২-১৯৯৭ ইং
৩. শ্রী জগদীশ চন্দ্র ভৌমিক	প্রজেক্ট অফিসার	১৯-০৫-১৯৯৯ ইং
৪. শ্রী রনেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী	সুপার ভাইসর	০১-০২-২০০০ ইং
৫. শ্রী রবি রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	ও. এস. ডি. (একাউন্ট)	০১-০৬-২০০১ ইং
৬. শ্রী বকুল লাল সেনগুপ্ত	মাল্টিপারপাস সুপারভাইসর	০১-০৬-২০০১ ইং

Admitted Un-Starred Question No. : 45
Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) আগরতলা শহরে বর্ষার জল জমা বন্ধে দপ্তর কি ধরনের কার্য্যকরী ব্যবস্থা নিয়েছে;

এবং

২) অদূর ভবিষ্যতে যাহাতে বর্ষার জল না জমে তাহার জন্য দপ্তর কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন তার বিবরণ?

উত্তর

১) আগরতলা শহরে বর্ষার জল জমা বন্ধ করার জন্য আগরতলা পুর পরিষদ এলাকার প্রধান ড্রেইনগুলি পুনঃ নির্মানের জন্য ন্যাশন্যাল বিল্ডিং কনসট্রাকশন কর্পোরেশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ড্রেইন গুলি জবরদখল

মুক্ত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও নালাগুলি পরিষ্কার করার জন্য এলাকা ভিত্তিক ব্যাপক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত উদ্যোগ ছাড়াও শহরের জমা জল নিষ্কাশনের্র জন্য জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী দপ্তর কর্তৃক আগরতলা শহরের ১০টি (দশটি) জায়গায় পাম্প বসানো আছে। অতি বর্ষনের সময় জমাট জল এই পাম্পগুলির সাহায্যে কাটা খাল ও হাওড়া নদীতে নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে। শহরের যে সমস্ত স্থানে পাম্পগুলি বসানো হয়েছে তার নাম নিম্নে দেওয়া হল ঃ

১. পূর্ব পুলিশ স্টেশন	–	২ টি
২. আই. জি. এম. এর নিকটে	–	২ টি (১টি স্ট্যান্ড বাই)
৩. মাষ্টার পাড়া	–	১ টি
৪. টাউন প্রতাপগড়	–	১ টি
৫. সেন্ট্রাল রোড এক্সটেনশন	–	১ টি
৬. রবীন্দ্র পল্লী	–	১ টি
৭. জয়নগর ব্যাক লেইক	--	২ টি
৮. হরিজন কলোনী	--	২ টি (১টি স্ট্যান্ড বাই)
১০. রঞ্জিত নগর	–	২ টি (১টি স্ট্যান্ড বাই)

২) বর্ষার জমে থাকা জল আগরতলা শহর থেকে তাৎক্ষনিক ভাবে বের করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই অনুসারে প্রথম ধাপের কাজ ন্যাশন্যাল বিল্ডিংকনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন NBCC কে দেওয়া হয়েছে। এই সব কাজের মধ্যে প্রধান দুটি নিকাশি খাল যথা আখাউড়া ও কালাপানিয়া খাল সংস্কার করা হবে। এছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ শাখা খালের কাজও এর অন্তর্ভূক্ত।

তিনটি নূতন পাম্প স্টেশন এর কাজও NBCC কে দিয়ে করানো হবে।

১) ধলেশ্বর ১ নং রোড সংলগ্ন কাটাখালের বাঁধের নিকটের স্থান।

২) সুকান্ত পল্লী।

৩) ইন্দ্রনগর হরিজন কলোনী।

এই কাজগুলি বর্ষার পরে পূর্ণ উদ্যোমে শুরু করা হবে বলে NBCC থেকে আশ্বাস পাওয়া গেছে।

Admitted Un-Starred Question No. : 52
Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Hon'ble Minister-in-charge of the GA (AR) Department will be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ১৯৯৮ ইং সন হইতে ২০০২ সনের ১০ই জুন পর্যন্ত রাজ্যের কতজন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে ? (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)।

২) এর মধ্যে কতজনের বিরুদ্ধে তদন্ত করে চার্জশীট দেওয়া হয়েছে (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১) ১৯৯৮ ইং সন হইতে ২০০২ সনের ১০ই জুন পর্যন্ত রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তরে মোট ৩৪৩ জন বিভিন্ন গ্রেড্ ভুক্ত (Gr. A. B. C. D) কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর কেডারভুক্ত গেজেটেড্ অফিসারদের অভিযোগগুলি তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহন করে। ১৯৯৮ ইং সন হইতে ২০০২ সনের ১০ই জুন পর্যন্ত মোট ২২৮ জন কেডার ভুক্ত গেজেটেড্ অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিচে দেওয়া হল ঃ

১)	পূর্ত দপ্তর (Engg. Cadre)	–	৩৯ জন।
২)	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান (Health Cadre)	–	৬৯ জন।
৩)	বিদ্যুৎ দপ্তর (Engg. Cadre)	–	১৭ জন।
৪)	বন দপ্তর (Forest Service)	–	২৩ জন।
৫)	পশুপালন	–	০৮ জন।
৬)	টি. সি. এস. সার্ভিস	–	৪৭ জন।
৭)	কৃষি (Agri Service)	–	০৩ জন।
৮)	টি. পি. এস	–	০৯ জন।
৯)	আই. পি. এস	–	০১ জন।
১০)	স্টেনোগ্রাফার সার্ভিস	–	০৪ জন।
১১)	আই. এ. এস	–	০৬ জন।
১২)	সেক্রেটারিয়েট	–	০২ জন।
	মোট	–	**২২৮ জন।**

২) উক্ত সময়ের মধ্যে মোট ৬৫ জন কেডারভুক্ত গেজেটেড্ অফিসারের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেওয়া হয়েছে। দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিচে দেওয়া হল ঃ

১)	বিদ্যুৎ দপ্তর	-	১০ জন।
২)	পূর্ত দপ্তর	-	১৩ জন।
৩)	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান	-	১৫ জন।
৪)	টি. পি. এস	-	০৫ জন।

৫)	প্রাণী সম্পদ বিকাশ	-	০৪ জন।
৬)	টি. সি. এস	-	১৪ জন।
৭)	বন দপ্তর	-	০২ জন।
৮)	কৃষি	-	০২ জন।
	মোট	-	৬৫ জন।

Admitted Un-Starred Question No. : 77
Name of Member : Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ১৯৯৫-১৯৯৬ ইং থেকে ২০০১ - ২০০২ ইং অর্থবছরে এ. ডি. সি-র প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দ কত ছিল (বছর ভিত্তিক)

২) উক্ত সময়ে রাজ্য সরকারের বার্ষিক বাজেটে অনুমোদিত অর্থের পরিমান কত টাকা ছিল (বছর ভিত্তিক), এবং

৩) উক্ত সময়ে রাজ্য সরকার এ ডি সি-কে কত টাকা দিয়েছেন, (বছর ভিত্তিক),

উত্তর

১) ১৯৯৫-৯৬ ইং থেকে ২০০১-২০০২ ইং অর্থ বছরে এ ডি সি-র প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্ধ ছিল নিম্নরূপ ঃ

১৯৯৫ - ৯৬ ইং সনে	-	৫৭২৬.৯৫ লক্ষ টাকা
১৯৯৬ - ৯৭ ইং সনে	-	৫৯০০.১৬ লক্ষ টাকা
১৯৯৭ - ৯৮ ইং সনে	-	৯৭৬১.৩৭ লক্ষ টাকা
১৯৯৮ - ৯৯ ইং সনে	-	৯৭৪১.২৭ লক্ষ টাকা
১৯৯৯ - ০০ ইং সনে	-	৬৭০৬.৮৬ লক্ষ টাকা
২০০০ - ০১ ইং সনে	-	৮৪৯৩.০৮ লক্ষ টাকা
২০০১ - ০২ ইং সনে	-	১২৯৩৯.৭১ লক্ষ টাকা

২) উক্ত অর্থ বছরে রাজ্য সরকার এ ডি সি-র জন্য নিম্নরূপ ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদর্ন করেছিল ঃ

১৯৯৫ - ৯৬ ইং সনে	-	৪১৫২.৬৯ লক্ষ টাকা
১৯৯৬ - ৯৭ ইং সনে	-	৪৫৫৬.১৫ লক্ষ টাকা
১৯৯৭ - ৯৮ ইং সনে	-	৪৯১১.৯১ লক্ষ টাকা
১৯৯৮ - ৯৯ ইং সনে	-	৫২৩০.০২ লক্ষ টাকা
১৯৯৯ - ০০ ইং সনে	-	৬৫৬০.৭২ লক্ষ টাকা
২০০০ - ০১ ইং সনে	-	৬৮১১.৮৯ লক্ষ টাকা
২০০১ - ০২ ইং সনে	-	৮০৩৮.৩১ লক্ষ টাকা

৩) উক্ত অর্থ বছরে রাজ্য সরকার এ ডি সি-কে যে পরিমান টাকা দিয়েছিলেন তাহার হিসাব নিম্নরূপ ঃ

১৯৯৫ - ৯৬ ইং সনে	-	৪২৮১.৫৮ লক্ষ টাকা

১৯৯৬ - ৯৭ ইং সনে	-	৪৭৭৩.১৪ লক্ষ টাকা
১৯৯৭ - ৯৮ ইং সনে	-	৫১৮৫.৯২ লক্ষ টাকা
১৯৯৮ - ৯৯ ইং সনে	-	৫২৪৯.৯০ লক্ষ টাকা
১৯৯৯ - ০০ ইং সনে	-	৭৫০৬.০৭ লক্ষ টাকা
২০০০ - ০১ ইং সনে	-	৭৩১৫.৬৬ লক্ষ টাকা
২০০১ - ০২ ইং সনে	-	৮৫১৬.০৮ লক্ষ টাকা

Admitted Un-Starred Question No. : 78

Name of Member : Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য, ট্রেন্সফার ফান্ড খাতে (কর্মচারীদের বেতন, ভাতা) এ ডি সি রাজ্য সরকার থেকে প্রচুর টাকা প্রাপ্য রয়েছেন।

২) সত্য হলে, বছর ভিত্তিক হিসাব (১৯৯৫-১৯৯৬) ইং থেকে ২০০১-২০০২ ইং পর্যন্ত)।

৩) এ ডি সি-র প্রাপ্য বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা।

৪) থাকিলে কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৫) না থাকিলে তার কারন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য যে, এ ডি সি রাজ্য সরকারের এডুকেশন এবং সোসিয়েল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে ডেপুটেশনে কর্মরত কর্মচারীদের বেতন, ভাতা বাবদ কিছু বকেয়া টাকা প্রাপ্য রয়েছে।

২) ১৯৯৫-৯৬ ইং থেকে ২০০১-২০০২ ইং পর্যন্ত এ ডি সি-র প্রাপ্য টাকার বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ

(লক্ষ টাকার হিসাব)

বৎসর	মোট টাকার পরিমান
১৯৯৫-৯৬	১৬৫.৭৮ টাকা
১৯৯৬-৯৭	১১৮.৮১ টাকা
১৯৯৭-৯৮	৮১.৫৪ টাকা
১৯৯৮-৯৯	--
১৯৯৯-০০	--
২০০০-০১	--
২০০১-০২	--
মোট	৩৬৬.১৩ লক্ষ টাকা

৩) হ্যাঁ, আছে।

৪) আগামী ২০০৪-২০০৫ ইং সালের মধ্যে উক্ত বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

৫) প্রশ্ন উঠে না।

(Question and Answer)

Admitted Un-Starred Question No. : 79

Name of Member : Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) টি. টি. এ., এ. ডি. সি-তে রাজ্য সরকারের সর্বমোট কতজন সরকারী কর্মচারী ডেপুটেশনে রয়েছেন, (দপ্তর ভিত্তিক এবং ক্যাটাগরী ভিত্তিক)

উত্তর

১) বর্তমানে রাজ্য সরকারে সর্বমোট ৩৯০৪ জন কর্মচারী টি টি এ, এ ডি সি-তে ডেপুটেশনে রয়েছে। দপ্তর ও ক্যাটাগরী ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ

পূর্ত দপ্তর

সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার	- ১ জন
নির্বাহী বাস্তুকার	- ২ জন
হেড ক্লার্ক	- ১ জন
উচ্চ করনি	- ২ জন
সিনিয়র সার্ভেয়র	- ১ জন
ওয়ার্ক এসিস্ট	- ১ জন
	মোট ৮ জন

কৃষি দপ্তর

এগ্রিকালচার অফিসার	- ৩ জন
কৃষি পরিদর্শক	- ৩ জন
	মোট ৬ জন

শিক্ষা দপ্তর

ডেপুটি প্রিন্সিপ্যাল অফিসার	- ২ জন
স্কুল পরিদর্শক	- ৫ জন
উপ: পরিদর্শক	- ১১ জন
সহ পরিদর্শক	- ১ জন
সহকারি শিক্ষক	- ২৯৭১ জন
	মোট ২৯৯৪ জন

সমাজ শিক্ষা দপ্তর

	- ৩ জন
অফিস সুপারিনটেনডেন্ট	- ২ জন
হেড ক্লার্ক	- ৩ জন
এল. ডি. ক্লার্ক	- ৬ জন
এল. ডি. ক্লার্ক	- ৩ জন
সোসিয়াল এডুকেশন ওয়ার্কার	- ৮৬২ জন
	মোট ৮৭৯ জন

প্রশ্ন

১) উক্ত কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, বাবদ মাসিক কত টাকা ব্যয় হয়।

২) এই টাকা রাজ্য সরকার এ ডি সি-র কাছে হস্তান্তর করেন কি না, এবং

৩) না করিলে তার কারন ?

উত্তর

উপজাতি কল্যান দপ্তর

সুপারভাইজার	- ১ জন
সর্বমোট	১ জন

সাধারন প্রশাসনিক দপ্তর

আই এ এস অফিসার	- ১ জন
টি সি এস অফিসার গ্রেড-১	- ৩ জন
টি সি এস অফিসার গ্রেড়-২	- ৫ জন
আই এফ এস ? অফিসার	- ১ জন
সহকারী সচিব	- ৫
	১৫ জন

পরিকল্পনা দপ্তর

সহকারী অধিকর্তা	- ১ জন
মোট	১ জন

সর্বমোট সংখ্যা - ৩৯০৪ জন

১) উক্ত কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ মাসিক ব্যয় ২,৬৫,০৫,৫৮২ টাকা।

২) হ্যাঁ, করে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. : 802
Name of Member : Shri Ratan Lal Nath
Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা কত?

২) তার মধ্যে কয়টি অ্যাম্বুলেন্স সচল অবস্থায় আছে?

৩) কোন কোন গ্রামীণ হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অ্যাম্বুলেন্স নেই এবং থাকলেও চালু অবস্থায় নেই?

৪) জি. বি., আই. জি. এম এবং বি. আর. আম্বেদকর হাসপাতাল সহ সব জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা কত (পৃথক হিসাব)

৫) ২৭-২-২০০২ ইং তারিখ পর্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তরের ড্রাইভারের তেত্রিশটি শূন্য পদের মধ্যে কতগুলি পূরণ করা হয়েছে?

উত্তর

১) মোট অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা ৮৭ টি।

২) তার মধ্যে ৮০টি অ্যাম্বুলেন্স সচল অবস্থায় আছে।

৩) মতিনগর, চাচু বাজার, তুলাশিখর, রাণীরবাজার, কলসী, কলাছড়া, গর্জি, উপ্তাখালি, জলেবাসা, আমবাসা, কুলাইহাওয়ার ও সালেমা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অ্যাম্বুলেন্স নেই এবং সেখানে অচল অবস্থায় কোন অ্যাম্বুলেন্স নেই।

৪) জি. বি., আই জি এম, বি আর আম্বেদকর হাসপাতাল সহ সব জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

জি. বি - হাসপাতাল	ঃ	নেই।
আই. জি. এম. হাসপাতাল	ঃ	৯ (নয়) টি।
বি. আর. আম্বেদকর হাসপাতাল	ঃ	নেই।
কেন্সার হাসপাতাল	ঃ	নেই
ষ্টেইট হোমিওপাত (রেন্টাল কলোনী)	ঃ	১ টি।
ষ্টেইট আয়োরবেদিক	ঃ	নেই।
রাজীব গান্ধী ম্যামোরিয়াল	ঃ	৩ টি।
জেলা হাসপাতাল (কৈলাসহর)		
ত্রিপুরা সুন্দরী জেলা হাসপাতাল (উদয়পুর)	ঃ	৩ টি।
বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল	ঃ	১ টি।
মেলাঘর মহকুমা হাসপাতাল	ঃ	১ টি।
খোয়াই মহকুমা হাসপাতাল	ঃ	২ টি।

অমরপুর মহকুমা হাসপাতাল	ঃ	২ টি।
বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতাল	ঃ	১ টি।
সাব্রুম মহকুমা হাসপাতাল	ঃ	নেই।
কমলপুর মহকুমা হাসপাতাল	ঃ	২ টি।
গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতাল	ঃ	১ টি।
ছৈলেংটা (লংতড়াইভেলী) মহকুমা হাসপাতাল	ঃ	১ টি।
কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতাল	ঃ	১ টি।
ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতাল	ঃ	১ টি।

৫) ২৭-০২-২০০২ ইং পর্যন্ত তেত্রিশটির মধ্যে একটিও পুরণ করা হয় নি।

Admitted Un-Starred Question No. : 82
Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই ভ্রুনের আগাম লিঙ্গ নির্ধারন করা সম্ভব।

২) ইহাও কি সত্য যে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে মেয়ে ভ্রুন হত্যার ঘটনা ত্রিপুরাতে গত কয়েক বছর ধরে অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ১৯৯৮ ইং সন থেকে ১০-০৬-২০০০ ইং পর্যন্ত এই রাজ্যে কয়টি ভ্রুন হত্যার ঘটনা ঘটেছে, এবং ভ্রুনের লিঙ্গ নির্ধারন বিরোধী আইনে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট কতজনের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন।

৪) জনসংখ্যায় পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পেছনে এটাও কি অন্যতম কারন ?

উত্তর

১) ইহা সত্য।

২) ইহা সত্য নহে।

৩) প্রশ্ন আসে না।

৪) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Starred Question No. : 86
Name of Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ১৯৯৮ ইং সন হইতে ১৫ ই জুন, ২০০২ পর্যন্ত রাজ্যে উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ড্রপ-আউটের সংখ্যা কত (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২) উক্ত সময়ে ড্রপ-আউট ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষ কোচিং-এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকারের কাছে মোট কত অর্থ এসেছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

৩) এর মধ্যে কত অর্থ এদের কোচিং-র জন্য ব্যয়িত হয়েছে? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

৪) উক্ত সময়ে কতজন ড্রপ-আউট-ছাত্র ছাত্রী কোচিং পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব এবং শতকরা মানে।

উত্তর

১) উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ড্রপ-আউটের হার নিম্নরূপ ঃ

শিক্ষার ড্রপ আউটের হার (শতকরা হিসাবে পর্যায় ঃ

	১৯৯৮-৯৯ ইং	১৯৯৯-২০০০ ইং	২০০০-২০০১ ইং
ক) প্রাথমিক পর্যায় (I-V)	৬৬.৫৮	৬৩.৮৮	৬৩.৫৯
খ) ইলিমেন্টারী পর্যায় (VI-VIII)	৮১.৫৪	৮০.৭৮	৭৭.৯২
গ) মাধ্যমিক পর্যায় (IX-X)	৮৮.১৪	৮৬.৯৯	৮৬.৭২

২) না। এই রকম কোন অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে রাজ্য সরকারের কাছে আসেনি।

৩) প্রশ্নই উঠে না।

৪) উক্ত সময়ে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর পরিচালিত মাধ্যমিক ড্রপ-আউট কোচিং সেন্টার মারফৎ মোট ২৯৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. : 87

Name of Member : Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) রাজ্যের কয়টি এন. জি. ও. ২০০২ ইং সনের মাধ্যমিক পরীক্ষার পূর্বে ড্রপ-আউট উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষ কোচিং দিয়েছেন, (ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা সহ এন. জি. ও.দের নাম ঠিকানা) এবং

২) রাজ্য সরকারের তরফ থেকে উল্লিখিত এন. জি. ও. দের উক্ত বৎসরের বিশেষ কোচিং এর জন্য কি কি ধরনের সাহায্য করা হয়েছে? (এন. জি. ও. ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১) ২০০১-২০০২ ইং সনে ২৪টি এন. জি. ও. ১৩৭৫ জন উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদেরকে ৩১টি কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে কোচিং দিয়ে ছিল। এন. জি. ও. দের নাম ও ঠিকানা সংযোজনী 'ক'তে দেওয়া হল।

২) ড্রপ-আউট কোচিং স্কীমের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতি কোচিং সেন্টারে ৫০ জন পর্যন্ত ৮ (আট) মাস কোচিং ক্লাসের জন্য ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষক নিয়োগ করতে পারে। প্রতিটি শিক্ষকের জন্য ১৫০০ টাকা প্রতি মাসে মজুরী বা বেতন দেওয়ার সংস্থান নির্দেশিকায় রয়েছে। তাছাড়া দূর থেকে আগত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দৈনিক ১৫ টাকা হারে স্টাইপেন্ড দেওয়ার সংস্থান স্কীমের নির্দেশিকায় রয়েছে। তদুপরি প্রতি সেন্টারের জন্য একজন সেন্টার ইন্‌চার্জ থাকবে এবং তাদেরকেও মাসে ১৫০০ টাকা সম্মানিক দেওয়ার সংস্থান আছে। কোচিং সেন্টার বা এজেন্সি ঠিক করাও স্কীম বাস্তবায়নের দায়িত্ব জেলা প্রশাসনের উপর। উপজাতি কল্যান দপ্তর জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজন মত অর্থ বরাদ্ধ

করে থাকে। জেলাশাসক প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে অর্থ বন্টন করে থাকে। তবে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে উপজাতি কল্যান দপ্তর থেকে কয়েকটি এন. জি. ও. কে সরাসরি অর্থ বন্টন করে ছিল। ২০০১-২০০২ সনে সরকার ২৪টি এন. জি. ও. কে ১৩৭৫ ছাত্র ছাত্রীকে কোচিং ক্লাসের খরচবাবদ মোট ৫৮,১৯,৯৭৯ টাকা দিয়েছিল। বিভিন্ন এন. জি. ও. কে অর্থ বন্টনের পরিমান সংযোজনীর 'ক'র চতুর্থ কলমে দেওয়া হয়েছে।

DETAILS OF NGO'S AND AMOUNT PLACED TO THEM
FOR DROP-OUT COACHING DURING 2001-02

Sl. No	Name of NGO's	No. of Centre	Amount Sanction	No. of Student
1.	Tripura Adibashi Mahila Samity, Krishnagar, Agartala.	3 Nos	Rs.11,04,100/-	240 ,,
2.	Emanual Society, Mandaibazar.	3 Nos	Rs. 5,27,170/-	120 ,,
3.	Multripurpose & Borok Welfare Society, Khumlwng, Jirania	1 No	Rs. 1,67,887/-	30 ,,
4.	Yapri Welfare Society, Mandai, Sadar.	2 Nos	Rs. 2,96,838/-	70 ,,
5.	Human Uplittman Society, Jampui Jala, Bishalgarh.	1 No	Rs. 1,52,338/-	36 ,,
6.	Tripura Rural Dev. Organisation, Takarjala, Bishalgarh.	1 No	Rs. 1,42,696/-	40 ,,
7.	Changkreng Coaching Centre.	1 No	Rs. 1,61,744/-	50 ,,
8.	Khumtoya Hamari Motha, Krishnagar, Agartala.	2 Nos	Rs. 2,55,824/-	79 ,,
9.	Lampra Goriya Bodal, Darjiling Tilla, Teliamura, Khowai.	1 No	Rs. 1,39,374/-	50 ,,
10.	Lama Coaching Centre, Jirania, Dina Thakurpara.	1 No	Rs. 1,66,945/-	50 ,,
11.	Twiphang Kaham Bodol, Kamalghat Sadar	1 No	Rs. 1,89,972/-	50 ,,
12.	Tuimukh Welfare Society, Ramnagar, Bishalgarh	1 No	Rs. 1,68,926/-	45 ,,
13.	Bidhyarthi Educational Social Welfare Society, 79-tilla, Agartala	1 No	Rs. 1,52,079/-	30 ,,
14.	Rwungsungsama, Mandai Sadar.	2 Nos	Rs. 3,01,371/-	70 ,,
15.	Udyog Nari Siksha Kendra, Krishnanagar, Agartala	1 No	Rs. 51,000/-	32 ,,
16.	Khumbar Coaching Centre, Khumlwng, Jirania.	1 No	Rs. 40,000/-	30 ,,
17.	Borok Hoda Thong Society, Rao, Killa, Udaipura	1 No	Rs. 2,57,000/-	36 ,,

Sl. No	Name of NGO's	No. of Centre	Amount Sanction	No. of Student
18.	Salka Society for Science Fromotion & Rural Dev.	1 No	Rs. 1,83,140/-	32 ,,
19.	Hamkrai Motha, Bagafa, Belonia.	1 No	Rs. 3,49,000/-	65 ,,
20.	St. Thomas School, Vagmung, Jampuihil, Kanchanpur	1 No	Rs. 1,40,585/-	29 ,,
21.	Carier Building Coaching Centre, Kailashahar	1 No	Rs. 3,46,812/-	60 ,,
22.	Sachin Mukumu Bodol, Manik - Bandar, Kamalpur	1 No	Rs. 2,00,000/-	42 ,,
23.	Kokborok Sahitya Songkriti Maracharra, Kamalpur.	1 No	Rs. 1,15,000/-	28 ,,
24.	Larima Welfare Society, Baijalbari, Khowai	1 No	Rs. 2,10,183/-	60 ,,
		31 Nos	Rs.58,19,979/-	1375 nos

Admitted Starred Question No. : 97

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be Pleased to State :-

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে ট্রাইবেল সাব-প্ল্যান আওতাধীন গ্রাম পঞ্চায়েত -এর সংখ্যা কতটি ?

২) তন্মধ্যে কতটি গ্রাম পঞ্চায়েত টি টি এ, এ ডি সি অন্তর্ভুক্ত।

৩) কতটি গ্রাম পঞ্চায়েত টি টি এ, এ ডি সি অন্তর্ভুক্ত নহে ?

উত্তর

১) রাজ্যে ট্রাইবেল সাব-প্ল্যান (টি এস পি) এলাকাগুলি রেভেনিউ মৌজা ভিত্তিক চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই পঞ্চায়েত ভিত্তিক টি এস পি এলাকায় সঠিক তথ্য বর্তমানে নাই।

২) টি টি এ, এ ডি সি, এলাকায় অন্তর্ভুক্ত ৫২২টি গ্রাম (ভিলেজ) আছে।

৩) ৫৪০টি গ্রাম পঞ্চায়েত টি টি এ, এ ডি সি-র অন্তর্ভুক্ত নহে।

Admitted Un-Starred Question No. : 104

Name of Member : Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) কোন কোন আর. ডি. ব্লক-এ এ ডি সি এলাকা অন্তর্ভুক্ত পঞ্চায়েত ভিলেজ কমিটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ?

উত্তর

১) নিম্নলিখিত আর. ডি. ব্লকগুলিতে এ ডি সি এলাকা অন্তর্ভুক্ত ৪৫৬টি ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

জেলা		আর. ডি. ব্লক		এডিসি এলাকায় অন্তর্ভুক্ত পঞ্চায়েত ভিলেজডেভেলপমেন্ট কমিটির সংখ্যা
উত্তর ত্রিপুরা :	১)	কদমতলা	—	১ টি
	২)	পানিসাগর	—	৬ টি
	৩)	দশদা	—	২৭ টি
	৪)	পেচারথল	—	১৩ টি
	৫)	দামছড়া	—	৯ টি
	৬)	জম্পুই পাহাড়	—	৭ টি
	৭)	গৌরনগর	—	৪ টি
	৮)	কুমারঘাট	—	৬ টি
	মোট উত্তর ত্রিপুরা		—	**৭৩ টি**
ধলাই জেলা :	১)	মনু	—	২৬ টি
	২)	ছামনু	—	১৪ টি
	৩)	সালেমা	—	৮ টি
	৪)	আমবাসা	—	১৯ টি
	৫)	ডম্বুরনগর	—	১৯ টি
	মোট ধলাই জেলা		—	**৮৬ টি**
দক্ষিণ ত্রিপুরা :	১)	মাতাবাড়ী	—	১১ টি
	২)	কিল্লা	—	১৬ টি
	৩)	কাঁকড়াবন	—	৫ টি
	৪)	অমরপুর	—	১৬ টি
	৫)	অম্পি	—	২১ টি
	৬)	করবুক	—	১৬ টি
	৭)	ঋষ্যমুখ	—	৮ টি
	৮)	রাজনগর	—	২ টি
	৯)	বগাফা	—	২৪ টি
	১০)	সাতচাঁদ	—	১৮ টি

জেলা		আর. ডি. ব্লক		এডিসি এলাকায় অন্তর্ভুক্ত পঞ্চায়েত ভিলেজডেভেলপমেন্ট কমিটির সংখ্যা
	১১)	রূপাইছড়ি	—	২৬ টি
	মোট দক্ষিণ জেলা		—	**১৬৩ টি**
পশ্চিম জেলা ঃ	১)	তুলাশিখর	—	১৬ টি
	২)	পদ্মবিল	—	১৫ টি
	৩)	মুঙ্গিয়াবাড়ী	—	১০ টি
	৪)	কল্যানপুর	—	১ টি
	৫)	তেলিয়ামুড়া	—	৬ টি
	৬)	জিরানীয়া	—	১৪ টি
	৭)	মান্দাই	—	২১ টি
	৮)	মোহনপুর	—	৩ টি
	৯)	হেজামারা	—	১২ টি
	১০)	বিশালগড়	—	১২ টি
	১১)	জম্পুইজলা	—	১৭ টি
	১২)	মেলাঘর	—	৩ টি
	১৩)	কাঁঠালিয়া	—	৩ টি
	১৪)	বক্সনগর	—	১ টি
	মোট পশ্চিম ত্রিপুরা		—	**১৩৪ টি**

মোট ৩৮ টি আর. ডি. ব্লক -এ এডিসি এলাকা অন্তর্ভুক্ত ৪৫৬টি ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রশ্ন

২) ব্লক ভিত্তিক এডিসি অন্তর্ভুক্ত পঞ্চায়েত - ভিলেজ কমিটির নাম।

৩) ঐ সব ব্লক পুর্নগঠনের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

৪) থাকিলে কবে ?

৫) না থাকিলে কারণ ?

উত্তর

২) তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩) এই মুহর্তে এই রকম কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নেই।

৪) প্রশ্নই উঠে না।

৫) বিগত ৮ (আট) বছর সময়ের মধ্যে রাজ্যে ব্লকের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুন হয়েছে। নতুন ব্লকগুলিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তোলার কাজ এখনও বাকী রয়েছে। তাছাড়া বর্তমান ব্লকগুলির গঠন আপাতত কাজের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। তাই এই মুহূর্তে নতুন কোন ব্লক সৃষ্টি করার কথা ভাবা হচ্ছে না।

Admitted Un-Starred Question No. : 106

Name of Member : Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) রাজ্যের সর্বমোট কয়টি ড্রপ-আউট কোচিং সেন্টার রয়েছে, (৩১.৩.২০০২ ইং পর্যন্ত ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

২) কোচিং সেন্টার গুলির নাম।

৩) প্রতি সেন্টারে ছাত্র-ছাত্রীর নাম ও সর্বমোট সংখ্যা।

৪) কোন কোন কোচিং সেন্টারকে কতটাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে, (৩১.৩.৩২ ইং পর্যন্ত)।

৫) কোন কোন কোচিং সেন্টার অনুদান পায়নি, এবং

৬) না পেয়ে থাকলে তার কারন?

উত্তর

১) ২০০১-২০০২ নন অর্থাৎ ৩১.৩.২০০২ পর্যন্ত রাজ্যে সর্বমোট ৩৬টি মাধ্যমিক ড্রপ-আউট কোচিং সেন্টার ছিল। ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী 'ক'তে দেওয়া হল।

২) কোচিং সেন্টারগুলির নাম সংযোজনী - 'ক' - এতে দেওয়া হল। (ব্লক ভিত্তিক)

৩) প্রতি সেন্টারে ছাত্র-ছাত্রীর নাম সংগ্রহাধীন। তবে কোচিং সেন্টার ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর সর্বমোট সংখ্যা সংযোজনী - 'ক' -এতে দেওয়া হয়েছে।

৪) সেন্টার ভিত্তিক অর্থ মঞ্জুরীর হিসাব সংযোজনী - 'ক' -এতে দেওয়া হয়েছে।

৫) উপজাতি কল্যান দপ্তর কোচিং সেন্টারগুলো পরিচালনা সংক্রান্ত একটি গাইড লাইন তৈরী করেছে। যে সব কোচিং সেন্টার এই গাইড-লাইন অনুসারে কোচিং সেন্টার চালনা করেছে তাদেরকেই ডি. এম.-রা আর্থিক সাহায্য দিয়েছে।

৬) যে সব কোচিং সেন্টার উপজাতি কল্যান দপ্তরের গাইড লাইন অনুসারে পরিচালিত হয়নি, সেই সেন্টারগুলি অনুদান নাও পেতে পারে।

DETAILS OF DROP OUT COACHING CENTRE DURING THE YEAR OF 2001-2002

সংযোজনী - 'ক'

District /Sub-Division	Block	Name of Implementing Agencies	Name of Centres	Amount Placed to Centres (inRupees)	Nos. of Students Enrolled
1	2	3	4	5	6
SADAR	Mandai	1. Emanual Society	1. Emanual Coaching Centre	175084	40
	Do	Do	2. Dasarath Mukum	178027	40
	Do	Do	3. Damprai Coaching Centre	174059	40
	Agartala Pura Parishad	2. Jgyntita Ganatu Nytga	4. Progati Unit	143100	60
	Do	3. Bidhyarthi Educational & Social Welfare Society, 79 Tilla, Rishnanagar	5. Bidhyarthi Education & Social Welfare Society Agartala	152079	30
	Do	4. Udyog Nari Siksha Kendra, Krishnanagar	6. Udyog Nari Siksha Kendra, Krishnanagar	51000	32
	Hezamara	5. Khumtoya Hamari Motha (Sl.No. -2)	7. Hezamara Unit	112724	29
	Mandai	6. Yapri Welfare Society	8. Unit - I	160745	40
	Do	Do	9. Unit - II	136093	30
	Do	7. Chang Kreng Coaching Centre	10. Chang Kreng Coaching Centre	161744	50
	Do	8. Rwngsong Sama	11. Unit - I	189432	50
	Do	Do	12. Unit - II	111939	20
	Jirania	9. Tripura Multi Purpose Borok Welfare Society Khumlwng	13. Pohor Condense School	167887	30
	Do	10. Lama, Dinathakurpara	14. Lama	166945	50
	Do	11. Khumbar Choaching Centre, Khumlwng	15. Khumbar Choaching Centre	40000	30
	Do	12. Tripura Adhibasi Mohila Samity	16. Gnan Manjuri Acad-emyaPragati Rd.,Agartala	609300	100
	Do	Do	17. Pohar-ni-Yapri Belbari, A.D.C.	318800	70
			BUB-TOTAL (c.f) :	**3048958**	**741**

1	2	3	4	5	6
			SUB-TOTAL (b.f.):-	3048958	741
	Do	Do	18. Hamari Yakhili Mandai	176000	70
	Padmabil	13. Larima Iribal Women Welfare Society, Baijalbari	19. Baijalbari Coaching Centre	2,10183	60
	Khamal-ghat Mohanpur	14. Tuiphang Kaham Bodol	20. Borok Coaching Centre	189972	50
Khowai	Near TSR 2nd Bn. H.Q. (Jirania)	15. Lampra Goriya Bodol Darjiling Tilla, Khowai	21. Goriya Coaching Centre	139374	50
Bishal-garh	Bishalgarh	16. Tuimukh Welfare Society, Ramnagar	22. Tuimukha Dasarath Deb Coaching Centre	168926	46
	Takarjala	17. Tripura Rural Development Organi-sation (Boboom Club)	23. Aitorma Coaching Centre	142695	40
		18. Human Upliftment Society, Takarjala	24. Human Upliftment Society	152334	36
			SOUTH		
Sabroom	Satchand	Sub-Divisional Magistrate	25. Sabroom H.S. Govt School	201860	43
		19. Salka Society for Science Promotion & Rural Development	26. Kalacharra	183140	32
Udaipur	Killa	20. Borok Hoda Thang Society, Rio	27.Rio Coaching Centre	257000	36
Bekibua	Bagafa	21. Hamkrai Motha	28. Hamkari Motha	349000	65
Amarpur	Ompi	Sub-Divisional Magistrate	29. Tuidubari H.S. School	146490	34
			DHALAI		
L.T. Valley	Chamanu	Sub-Divisional Magistrate	30. Chamanu	55678	22
Kamalpu	Salema	Sub-Divisional Magistrate	31. Kamalpur	200000	50
		22. Sachin Mukumu Bodol	32. Manik Vandar	135000	42
		23. Kokborok Sahitya Sanskrit	33. Maracharra	115000	28
			NORTH		
Manch-anpur	Dasda	Sub-Divisional Magistrate	34. Kanchanpur Coaching Centre	489405	34
Do	Jampuihill	Do	35. St. Thomas School	140585	29
Kailash-ahar	Do	24. Career Building Coaching Centre (NGO)	36. Career Duilding Coaching Centre	346812	60
			GRAND TOTAL	6848412	1568

Admitted Un-Started Question No. 128
Name of the Member :- Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ ইং সনের যে মাস হইতে জুন ২০০২ইং পর্যন্ত রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে এইড্স্ সোসাইটি লেপ্রসি সোসাইটি, রিপ্রোডাকটিভ সোসাইটি, চাইল্ড হেলথ কেয়ার সোসাইটি, ব্লাইন্ডনেগ সোসাইটি, ক্যান্সার সোসাইটি, ব্লাড ট্রান্সমিশান সোসাইটি, টি. বি. সোসাইটির নামে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কত টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে ঃ (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২। ইহা কি সত্য কেন্দ্রীয় সরকারের সুষ্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, উল্লিখিত সোসাইটিগুলির চেয়ারম্যান হবেন দপ্তরের যে কোন অফিসার;

৩। ইহাও কি সত্য যে উল্লিখিত সময়ে এই সকল সোসাইটিগুলির নামে যে অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাওয়া গেছে সেই অর্থ ব্যয়ে দুনীতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে;

৪। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে কি পরিমান অর্থ নয়ছয় হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে;

৫। অভিযোগের সত্য উদ্‌ঘাটনে সি.বি. আই. তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। ১৯৯৮ ইং সনের মে মাস হইতে জুন ২০০২ইং পর্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে উপরোক্ত সোসাইটিগুলির বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান নিম্নরূপ যথা—

সোসাইটির নাম	সন	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকার হিসাব)
এইডস্ সোসাইটি	১৯৯৯-২০০০	৭০,২৩,০০০.০০
॥	১৯৯৯-২০০০	৮২,০০,০০০.০০
॥	২০০১-২০০২	১,৯১,৬৭,০০০.০০
॥	২০০২-২০০৩	১৫,০০,০০০.০০
লেপ্রসি সোসাইটি	১৯৯৮- ১৯৯৯	৫০,৩৫,০০০.০০
॥	১৯৯৯-২০০০	২৩,১৮,০০০.০০
॥	২০০০-২০০১	১০,০০,০০০.০০
॥	২০০২ -২০০৩	২০,০০,০০০.০০
ওয়েলফেয়ার সোসাইটিক্ষ	১৯৯৮-১৯৯৯	৩,১১,২৪,২৭৬.০০
॥	১৯৯৯-২০০০	১,৬৮,৫৩,৫২৬.০০
॥	২০০০-২০০১	১,৬৮,৫৩,৫২৬.০০
॥	২০০১-২০০২	৪,৫০,০০০.০০
ব্লাইন্ডনেস কন্ট্রোল সোসাইটি	২০০২-২০০৩	৪,৫০,০০০.০০

টি. বি. সোসাইটি	২০০১-২০০২	৯,০৮,০৬৫.০০
।।	২০০২-০৩	৩৪,৬৫,০০০.০০
মেন্টাল হেলথ্ সোসাইটি	২০০১-২০০২	২৮,৫০,০০০.০০
ব্লাড ট্রান্সফিউশান সোসাইটি	২০০০-০১	৫,০০,০০০.০০

ক্যান্সার সোসাইটির কোন অর্থ এখনো বরাদ্দ হয়নি।

২। ইহা সত্য। উপরোক্ত সবগুলি সোসাইটির চেয়ারম্যান হবেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব। তবে রাজ্যে কাজ কর্মের সুবিধার জন্য চেয়ারম্যান দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কেও করা যায়। যেমন মনিপুরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এইড্স্ক সোসাইটিরও চেয়ারম্যান। তাছাড়া অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে ও দপ্তরের মন্ত্রী চেয়ারম্যান আছেন - জানা যায়।

৩। ইহা সত্য নহে।

৪। প্রশ্ন আসে না।

৫। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Started Question No. 136

Name of the Member :- Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট জনসংখ্যা অনুপাতে সি. এইচ. জি. এর সংখ্যা কত হওয়া প্রয়োজন; (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। বর্তমানে মোট কতজন সি.এইচ. জি. কর্মরত আছেন; এবং

৩। সি. এইচ. জি. দের শূন্য পদগুলি পূরনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহ (লোকসংখ্যানুসারে যে স্থানে প্রয়োজন) কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কি না?

উত্তর

১। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতি হাজারে একজন সি.এইচ.ক জি. এই হিসাবে মোট ৩২০০ জন সি. এইচ. জি. প্রয়োজন। রাজ্যে বর্তমানে ৪০টি ব্লক আছে। সেই হিসাবে প্রতি ব্লকে গড়ে ৪০ জন সি.এইচ. জি. প্রয়োজন।

২। বর্তমানে রাজ্যে ১৩৭৭ জন সি. এইচ. জি. কর্মরত আছেন।

৩। হ্যাঁ।

Admitted Un-Started Question No. 151

Name of the Member :- Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Dev. Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। গত ১৯৯৯-২০০০ ইং, ২০০০- ২০০১ ইং, ২০০১-২০০২ ইং অর্থ বর্ষে খোয়াই নগর পঞ্চায়েতে মোট কত কিঃ মিঃ পাকা নালা নির্মান করা হয়েছে;

২। ২০০২-২০০৩ ইং অর্থ বর্ষে খোয়াই নগর পঞ্চায়েত এলাকায় পাকা নালা নির্মানের লক্ষ্যমাত্রা কত ছিল; এবং

৩। ৩০ শে জুন ২০০২ ইং পর্যন্ত কতটুকু কাজ হয়েছে?

উত্তর

১। খোয়াই নগর পঞ্চায়েত কর্তৃক ১৯৯৯-২০০০ ইং সনে ২০০০-২০০১ এবং ২০০১-২০০২ ইং অর্থবর্ষে নির্মিত নালার হিসাব বৎসর ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হল ঃ

১৯৯৯ - ২০০০	—	.০৭২ কিঃ মিঃ
২০০০ - ২০০১	—	.২১৪ কিঃ মিঃ
২০০১ - ২০০২	—	.০৫০ কিঃ মিঃ

২। ২০০২ - ২০০৩ ইং অর্থবর্ষে খোয়াই নগর পঞ্চায়েত এলাকায় পাকা নালা নির্মানের লক্ষ্যমাত্রা .৮১০ কিঃ মিঃ।

৩। এখনও কাজ আরম্ভ হয় নাই।

Admitted Un-Started Question No. 154
Name of the Member :- Sri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family WelfareDepartment be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। মুমূর্ষ রোগীর নার্সিং হোমে অস্ত্রোপচারের সময় জরুরী ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন হলে সরকারী হাসপাতাল থেকে রক্ত সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সমপরিমান রক্ত দেওয়া সহ ব্লাড ব্যাঙ্কে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করার কারণ কি?

উত্তর

১। নার্সিং হোমের যে কোন মুমূর্ষ রোগীর রক্তের প্রয়োজন হলেই প্রথমতঃ উক্ত রোগীর রক্তের নমুনা সরকারী হাসপাতালে পরীক্ষা নীরিক্ষা করিয়া রক্তোর গ্রুপ নির্ণয় করা হয় এবং নার্সিং হোমের চাহিদা ও আবেদন মূলে উক্ত নির্ণয় করা হয় এবং নার্সিং হোমের চাহিদা ও আবেদন মুলে উক্ত রোগীর পরীক্ষাকৃত রক্ত ব্লাড ব্যাংক থেকে যোগান দেওয়ার পূর্বেই উক্ত রোগীর পক্ষে রক্ত দাতাদের পক্ষে রক্তের নমুনায় এইডস্, হেপাটাইটিস (বি এবং সি), ম্যালেরিয়া এবং সিফেলিস জাতীয় রোগ জীবানু আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয় এবং সকল প্রকার রোগ জীবানুমুক্ত হলেই রক্তদাতাদের কাছ থেকে রক্ত সরকারী হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে মজুত রাখা হয় এবং পরীক্ষাকৃত সমপরিমান রক্ত ব্লাড ব্যাংক থেকে যোগান দেওয়া হয়। এই সমস্ত পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট ব্যায় ভার (সার্ভিস চার্জ) নার্সিং হোম থেকে আদায় করা হয়।

Admitted Un-Started Question No. 159
Name of the Member :- Sri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Dev. Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। স্ট্রিট লাইট জ্বালানোর জন্য ৩১. ০৫.২০০২ ইং তারিখ পর্যন্ত রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর বিদ্যুতের বকেয়া বিল বাবদ আগরতলা পুর পরিষদের কাছে কত টাকা পাওনা রয়েছে; এবং

২। বিলের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য পুর পরিষদ কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা নিয়েছে; এবং

৩। পুরসভার অন্তর্গত বিভিন্ন রাস্তাগুলিতে নিয়মিতভাবে স্ট্রিট লাইট জ্বালানোর জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?

উত্তর

১। স্ট্রিট লাইট জ্বালানোর জন্য ৩১. ০৫. ২০০২ ইং পর্যন্ত রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তব মোট ৩২৯.১৪৫ লক্ষ টাকা বিদ্যুৎ বিল বাবদ পুর পরিষদের নিকট পাওনা রয়েছে।

২। আর্থিক স্বল্পতার জন্য বিলের টাকা মিটিয়ে দেওয়া পুর পরিষদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

৩। আর্থিক অসুবিধার জন্য পুর পরিষদ কর্তৃক এখনও সকল রাস্তায় নিয়মিত স্ট্রিট লাইট দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

Admitted Un-Started Question No. 172

Name of the Member :- Sri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য এরিয়া ব্যাজ্‌ড রিহেভেলিটেশন স্কীম উপজাতি জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে,

২। সত্য হলে এ পর্যন্ত (৩১.৩.২০০২ইং) কোন্ ব্লকে কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক),

৩। ঐ স্কীমে মোট আর্থিক পরিমান কত এবং ক্যাশ এবং কাইন্ড কত?

৪। ইহা কি সত্য, ছাওমনু ব্লক অন্তর্গত উত্তর লংতরাং গাঁওসভায়, ২০০০-২০০১ ইং অর্থ বছরে ১৭৩ পরিবারকে পুর্নবাসন দেওয়া হয়েছিল,

৫। এ পর্যন্ত তাদের কি কি আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং দেওয়া হয়নি।

৬। যদি না দেওয়া হয়ে থাকে, তবে কবে নাগাদ উক্ত আর্থিক সুবিধা দেওয়া হবে বসে আশা করা যায়?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে,

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্নই উঠে না।

৪। প্রশ্নই উঠে না।

৫। প্রশ্নই উঠে না।

৬। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Un-Started Question No. 199

Name of the Member :- Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge General Administration (AR) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। তরুন দত্ত কমিশনের সুপারিশকৃত ১৯৩টি বিষয়ের মধ্যে রাজ্য সরকার যে ১৬৫টি সুপারিশ গ্রহন করেছেন তার মধ্যে এখন পর্যন্ত কয়টি কার্যকর করা হয়েছে?

২। যদি কার্যকর করে থাকেন, তবে সেগুলি কি কি? এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কেন?

৩। কার্যকর না করা হলে, কারন কি?

উত্তর

১নং এবং ২নং

তরুণ দত্ত কমিশনের সুপারিশকৃত ১৯৩টি বিষয়ের মধ্যে রাজ্য সরকার যে ১৬৫টি সুপারিশ গ্রহন করেছেন, তার মধ্যে এখন পর্যন্ত ৯৭টি কার্যকর করা হয়েছে। ১৬টি সুপারিশ কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। ৪৬টি সুপারিশ বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

(বিস্তারিত তালিকা সংযোজিত করা হল)

৩। ৬টি সুপারিশ কার্যকর সম্ভব নয় বলে বিবেচিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকে যে প্রশাসনিক সংস্কার একটি অবিচ্ছিন্ন ও চলমান প্রক্রিয়া।

STATEMENT SHOWING THE SERIAL OF THE RECOMMENDATIONS OF CAR WHICH WERE IMPLEMENTED/AT DIFERENT STAGES OF IMPLEMENTATION/BEING IMPLEMENTED ETC.

Implemented	Different stages of Implementation	Being Implemented	Can't be Implemented	Not approved
1.	2.	3.	4.	5.
01	02			
	03			
	04		05	
06				7
08				
09				
10				
11				
12				5
13				
14				
16				
17				
18		19		
20				
21				22
23	25			
24	26			
27				
28				29
30				31

32 35
33 36

38 37
39 40
41 42

43 44
45
46 48
47
49
50
51 52

53
54
55 56
57
58
59
60
61 62
63
65
64
67 66
68
69
70
71
72 75
74 76
78 79
77

80
81
83 82

84 to

86	87 & 88			
89 to 92				
	93 to 94			
95		96		97 to 98
99			100	
104 to 107				
109 to 111	112			
113 to 121				122
123		124		
	125 to 126			
127 to 128				
	131		132	
	133			134 to 138
139	140	141 to 143		
144 to 148	147	148		
149				150
151			152	
153 to 156	157s to 158		163	
159 to 162				164
	165			
166 to 167	168			
169	170			
171 to 175			176	
177				
178	179			
180				
182	181			
184	183			
185				
	186 to 187			
188 to 189				190
		191		
192				
193				
Implemented	-	97		
Different Stages of Implementation	-	46		
Being Implemented		-	16	
Can't be Implemented	-	06		

Not approved	-	28
	Total	193

Admitted Un-Started Question No. 200

Name of the Member :- Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge General Administration (AR) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সু-প্রশাসন (Good Governance) চালু করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

উত্তর

১। প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সরকারী কাজকর্মে উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্য সকার ১৯৯৮ ইং সালে এক সদস্যক প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি গঠন করে। এই কমিটি ১৯৩টি সুপারিশ সহ একটি রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেন।

এই রিপোর্ট পর্যালোচনার পর রাজ্য সরকার সংশোধিত আকারে ১৬৫ সুপারিশ রূপায়ণের জন্য গ্রহণ করেন। এই গৃহীত সুপারিশগুলির মধ্যে অধিকাংশই রূপায়িত হয়েছে অথবা রূপায়ণের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। সুপারিশগুলি রূপায়িত হওয়ার ফলে প্রশাসনিক কাজকর্মে উৎকর্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীকে জনগণের আরও কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াও Good Governance এর অঙ্গ। এই লক্ষ্যে উন্নয়ণ প্রক্রিয়াকে আরও সংহত করার জন্য এবং দুর্গম অঞ্চলের জনগণের কাছে প্রশাসনকে সহজলভ্য করতে রাজ্যে Block এবং Sub- Division - এর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৪০টি করা হয়েছে। পুর্বতন DC (Revenue) কার্যালয়গুলিকে শক্তিশালী করা হয়েছে এবং Deputy Collector (Revenue) পদমর্যাদার Officer- দের পদবী পরিবর্তন করে Deputy Collector & Magistrate করা হয়েছে। পদবী পরিবর্তনের সাথে এই আধিকারিকদের Magesterial এবং অধিক প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে দূর-দূরান্তের জনসাধারণ অতি সহজেই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সুফল ভোগ করতে পারছেন। এই সঙ্গে আরক্ষা প্রশাসনকেও জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে থানার সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামগুলিতে প্রশাসনিক শিবিরের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারী সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাকে আরও সংহত ও শক্তিশালী করা হয়েছে।

প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই যাতে জনসাধারণ আরও কম খরচে ও দ্রুত বিচারব্যবস্থার সুযোগ পেতে পারেন তার লক্ষ্যে আগরতলায় একটি স্থায়ী লোক আদালত স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও চলমান (Mobile) লোক আদালত ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রামস্তরেই মানুষ বিচার বিভাগের Service পেতে পারেন। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আদালতে যাওয়ার আগেই অধিকাংশ বিরোধের নিস্পত্তি করা সম্ভব।

সমাজের দুর্বলতর অংশের মানুষের আদালতে বিরোধ নিস্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় খরচ রাজ্য সরকার বহন করে থাকে। তাছাড়াও, জমে থাকা পুরনো মামলাগুলির দ্রুত নিস্পত্তির জন্য তিনটি First Track Court স্থাপন করা হয়েছে। আগরতলায় একটি Free Legal Councelling Centre প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রশাসনকে জনমুখী করার লক্ষ্যে প্রচলিত নিয়ম কানুন সরলীকরণ করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। প্রতিটি সরকারী নিয়মাবলী সরলীকরণের লক্ষ্যে পুনরায় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর সাথেই সব পর্যায়ে Delivery Mechanism আরও সুষ্ঠ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্রাম ও শহরাঞ্চলে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরও সুসংহত করার জন্য গ্রামোদয় ও নগরোদয় নামে দুটি Innovative প্রকল্প চালু করা হয়েছে। জনগণের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই প্রকল্পগুলির রূপায়ণ করা

হয়। এই ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রথম গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়াও উপজাতি জনগণের সার্বিক ও সুসংহত উন্নয়নের জন্য ২৫ দফা উপজাতি উন্নয়ণের গুচ্ছ কর্মসূচীর সাথে তপশীল জাতি, ও. বি. সি. ও সংখ্যালঘু অংশের জনগণের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ৪৪ দফা কর্মসূচী রূপায়ণ করা হচ্ছে। এর ফলে উপরে উল্লেখিত অংশের মানুষ আরও বেশী সংখ্যায় এবং অতিদ্রুত সরকারী সুযোগ সুবিধাগুলির লাভ করতে পারবেন।

জনসাধারণের অভিযোগ সমূহের দ্রুত ও সন্তোষজনক সুরাহার লক্ষে রাজ্য স্তরে ও বিভাগীয় স্তরে Public Grievance Cell স্থাপন করা হয়েছে এবং এই Cell গুলি অত্যন্ত সহানুভূতি সহকারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জনসাধারণের অভিযোগের নিস্পত্তির প্রয়াসে নিয়োজিত আছে।

প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে রাজ্যে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর সাথেই রয়েছে নির্বাচিত স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। তৃণমূল স্তরে এই সংস্থাগুলিকে প্রাণবন্ত ও সক্ষম করার উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণ আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতাও প্রদান করা হয়েছে।

সরকারী কাজকর্মে আরও গতি ও স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তির সহায়তা নেওয়া হচ্ছে। National Informatics Centre (NIC)' র কারিগরী সাহায্যে রাজ্যে একটি E- Governance Action Plan তৈরী করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার সহায়তায় জনসাধারণ অতি সহজেই বিভিন্ন সরকারী কর্মসূচীর সুফল লাভ করতে পারবেন। এর ফলে পঞ্চায়েত স্তর থেকে জেলা ও রাজ্যস্তর পর্যন্ত অতি দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব হবে।

একই লক্ষ্যে, ২৯টি Block Headquater- এ Computer নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার সাহায্যে দূরান্তের জনসাধারণ বিভিন্ন সরকারী সেবা, যেমন চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যাদি যাতে পারেন সেজন্য Community Information Centre (CIC) স্থাপন করা হয়েছে।

Good Governance- এ লক্ষ্যে উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলি পর্যায়ক্রমে রাজ্যক সরকার গ্রহণ করেছেন ইতিমধ্যেই। উল্লেখ্য, এই পদক্ষেপগুলি একটি প্রবাহমান ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার অঙ্গ।

Admitted Un-Started Question No. 206

Name of the Member :- Sri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the coop. Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১৯৯৯ - ২০০০ ইং অর্থ বছরে রাজ্য সরকারের কোন্ কোন্ দপ্তর রাজ্যের সমবায় দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিক্রয় কেন্দ্র গুলি থেকে অফিস স্টেশনারী পারচেইস করেছে (টাকার পরিমান সহ)

উত্তর

ত্রিপুরা সরকারের সমবায় দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কোন বিক্রয় কেন্দ্র নিই। সমবায় সমিতি গুলি কর্তৃক পরিচালিত বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। ঐ সমস্ত বিক্রয় কেন্দ্রগুলি থেকে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর অফিস স্টেশনারী ক্রয় করে থাকে।

১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ বছরে সরকারের থেকে দপ্তর উল্লেখিত বিক্রয় কেন্দ্রগুলি থেকে অফিস স্টেশনারীস্ ক্রয় করেছে তার বিবরণ টাকার পরিমান সহ অত্রসঙ্গে সংযোজিত করা গেল।

Name of the Deptt.	Amount Purchased.
P.W.D	Rs. 14, 78, 307. 00

High Court	Rs.	70,669.00
Health	Rs.	1,50, 37, 349.00
Transport	Rs.	45, 858.00
Police (Home)	Rs.	12, 39,109.00
Industry Deptt.	Rs.	3,44,825.00
T.I.D.C	Rs.	23,030.00
Employment Office	Rs.	40,631.00
Agriculture Deptt.	Rs.	20,34,099.00
Settlement	Rs.	3,08,760.00
S.A. Deptt.	Rs.	2,43,760.00
Labour	Rs.	1,94,337.00
Municipality	Rs.	1,34,438.00
Planning & Cordination	Rs.	58,411.00
Cooperative Deptt.	Rs.	2,53,585.00
Forest Deptt.	Rs.	89,646.00
Jail	Rs.	39,03,247.00
Fishery	Rs.	1,50,981.00
I.C.A.T.	Rs.	47,767.00
R.D. Deptt.	Rs.	35,04,705.00
G.A(AR) Deptt.	Rs.	12,002.00
S.T. Welfare	Rs.	7,45,763.00
Small Savings	Rs.	5,688.00
Social Welfare & Social Edu.	Rs.	11,78,316.00
Relief & Rehabilitation	Rs.	10,384s.00
District Administration (All)	Rs.	23,85,033.00
Higher Education	Rs.	19,30,373.00
Fectory & Voil.	Rs.	13,679.00
P.F. Commission	Rs.	15,032.00
T.L.Assembly	Rs.	15,051.00
Civil Defence	Rs.	8,209,00
T.P.S.C.	Rs.	22,927.00
Directorate of Rechers (TCRI)	Rs.	14,956.00
School Education	Rs.	6,13, 606.00

Law Department	Rs,	3,12,951.00
Science & Tech.	Rs.	1,99,177.00
Food Deptt.	Rs.	1,31,163.00
Jute Mill	Rs.	1,03.040.00
Weight & Mesures	Rs.	2,506.00
Panchyet Deptt.	Rs.	65,58,539.00
A.R.D. Deptt.	Rs.	9,58,999.00
Government Press	Rs.	1,25,137.00
Governor Secretary	Rs.	42, 472.00
Food I.C.	Rs.	1,33,075.00
Revenure Deptt.	Rs.	3,37,269.00
Women commission.	Rs.	31,295.00
Youth Affairs	Rs.	33,965.00
T.S.C. Bank Ltd	Rs.	6,584.00
Commissioner Texes	Rs.	27,700.00
Asstt.Defence (Estate)	Rs.	872.00
Tripura Wacough Board	Rs.	17,157.00
U.J.T.C. (Lamboo Chara)	Rs.	5,686.00
T.S.I.C.	Rs.	52,270.00
TH & HDC	Rs.	11,009.00
B.S.F.	Rs.	1,67,880.00
SIPARD	Rs.	6,373.00
TRP & PDP Deptt.	Rs.	7,739.00
Tripura Apex W.C. Society Ltd.	Rs.	65,479.00
Rajya Sainik Board	Rs.	7,245.00

Admitted Un- Started Question No. 222
Name of the Member :- Sri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২০০২ক ইং সনের ৩০ শে জুন পর্যন্ত রাজ্যের কোন কোন ব্লকের কোন কোন পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে,

২। ২০০২ ইং সনের ১লা জুলাই পর্যন্ত কতটি ক্ষেত্রে প্রশ্নে এবং কোন কোন ব্লকের কোন কোন পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে

তদন্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে,

৩। কতটি পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে; এবং

৪। উপরিউক্ত ব্যাপারে কি কি ধররে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

(ব্লক ও পঞ্চায়েতের নাম সহ বিবরণ)

উত্তর

১। ১৯৯৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২০০২ ইং সনের ৩০ শে জুন পর্যন্ত কোন পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অনিয়ম ও দুর্নীর্তির কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

২। যেহেতু কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি, সেহেতু তদন্তের প্রশ্ন আসে না।

৩। প্রশ্ন আসে না।

৪। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Started Question No. 223

Name of the Member :- Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ ইং সালের এপ্রিল মাস থেকে চলতি বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত রাজ্যের কোন কোন স্থানে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে; এবং

২। উক্ত শিবিরগুলিতে কি কি রোগের চিকিৎসা হয়েছিল; এবং

৩। উল্লেখিত স্বাস্থ্য শিবির গুলি করতে গিয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কি পরিমান অর্থ ব্যয় হয়েছে (প্রতিটি শিবির ভিত্তিক ব্যয়িত অর্থের পরিমান সহ)?

উত্তর

১। ১৯৯৮ ইং সনের এপ্রিল মাস থেকে ২০০২ ইং সনের জুলাই মাস পর্যন্ত রাজ্যের যে সকল স্থানে শিবির সংঘটিত করা হয়েছে তাদের জিলা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।

২। উক্ত শিবির গুলিতে ডাইরিয়া, জ্বর, আমাশয়, পেটখারাপ, কৃমি,ক মা ও শিশুদের (এনটি নেটাল চেক আপ) এবং রোগ প্রতিরোধক প্রতিষেধক ও (ইমিওনাইজেশন) ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা হয়েছিল।

৩। উপরোক্ত প্রতিটি স্বাস্থ্য শিবির গুলি সংঘটিত করার জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমান আলাদাভাবে কোন হিসাব রাখা হয়না কারণ রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর ও পরিবার কল্যান ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও অন্যান্য সামগ্রী মজুত ভান্ডার থেকে যোগান দেওয়া হয়।

তাছাড়া উক্ত শিবির গুলি সংঘটিত করার জন্য যে গাড়ী ব্যবহৃত হয় সে গাড়ীর পেট্রোল/ডিজেল ইত্যাদি নির্দিষ্ট মহকুমা থেকেই ব্যয় ভার বহন করে এর জন্য আলাদা কোন হিসাব রাখা হয় না।

ASSEMBLY QUESTION

NC. F. 19(42) / CMO / N/ HC/ 2002

GOVERNMENT OF TRIPURA

OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL OFFICER (NORTH)

DATED, 28TH AUGUST 2002

To

The Director of F.W. & P.M.

Sub : Reply of Assembly Question

Sir,

With reference to your Radio massage dated 5th August 2002 I am furnishing below the reply of Assembly question for favour of doing the needful please.

Name of Institution	Health Camp	organised	Total Pt. Treated		
	2001-2002	2002-2003	D/D	Fever	Other
1.N.L.M. **	85	20	1227	213	1582
2. Kumarghat F.H.	40	13	685	197	543
3. Fatikroy PHC	32	11	349	187	417
4. Kanchanbari PHC	23	10	312	123	349
5. Trani PH	27	12	297	210	453
Sub Div. Total	207	66	2870	930	3344
6. Dharmanagar Hosp.	18	8	196	112	349
7. Bungnung PHC	11	12	134	119	287
8. Kadamtala PHC	12	5	217	186	321
9. Brojendranagar PHC	12	4	187	114	286
10. Tiithai PHC	15	7	237	172	318
11. Uptakall PHC	16	3	186	119	286
12. Panisagor PHC	5	3	88	92	189
13. Jalebassa PHC	7	5	188	149	277
Sub-Div. Total	96	47	1433	1063	2313
14. Kanchanpur Hosp.	44	30	2319	458	2798
15. Dasda PHC	38	32	3341	645	4488s
16. Damcherra PHC	31	20	2897	448	5231
17. Anandabazar PHC	28	18	2170	542	2788
18. Jampi PHC	12	8	817	210	684
19. Pacharihal PHC	10	5	232	112	317
20. Machmara PHC	10	4	112	145	412
Sub. Div. Total	173	117	11,868	2360	16518

Grand Total	476	231	16,191	453	22175

Name of Institution : Mohanpur P.H.C

Year	Total No. of Health Camps organised during the year	Total No. of Pationts Treated in the camp	Type of disease Treated	Expenditure Incurred
1	2	3	4	5
1993	12	1696		Nil
1999	13	2249	Diarrhoeal,fever	Nil
2000	12	982	and others	Nil
2001	20	746		Nil
2002 (Upto July)	27	1834		Nil
Name of Institution : Norshingarh P.H.C				
1988				
2001	1	100	Diarrhoeal,fever	Nil
2002 (Upto July)	11	79	and others	Nil
Name of Institution : Bamutia, fever				
1998	12	421	Diarrhoeal, fever	Nill
2002 (Upto July)	9	292	and other	Nil
Name of Institution : Katiamara P.H.C				
1998	58	3305		Nil
1999	57	5119	Diarrhoeal, fever	Nil
2000	62	1836	and other	Nil
2001	78	690		Nil
2002 (Upto July)	43	289		Nil
Name of Institution : Jirania Pural Hospital				
1998	336	14971		Nil
1999	309	7695	Diarrhoeal,fever	Nil
2000	415	2843	and others	Nil
2001	397	1773		Nil
2002 (Upto July)	230	965		Nil

Name of Institution : Mandal P.H.C.				
1999	4	426		Nil
2000	4	33	Diarrhoeal, fever	Nil
2001	16	224	and others	Nil
2002 (Upto July)	18	152		Nil
Name of Institution : Bishalgarh Hospital				
1998	71	7824		Nil
1999	50	5030	Diarrhoeal, fever	Nil
2000	39	1256	& others	Nil
2001	1	5		Nil
2002 (Upto July)	9	68		Nil
Name of Institution : Madhupur P.H.C.				
1998	106	N.A.		Nil
1999	73	8286	Diarrhoeal, fever	Nil
2000	192	2302	& others	Nil
2001	96	116		Nil
2002 (Upto July)	23	52		Nil
Name of Institution : Bishramgonj P.H.C				
1999	3	194		Nil
2000	2	163	Diarrhoeai, fever	Nil
2001	38	151	& others	Nil
2002	16	5		Nil
Name of Institution : Anandanagar P.H.C				
1998	51	7265		Nil
1999	71	6273	Diarrhoeal, fever & others	Nil
2000	80	3990		Nil
2001	55	243		Nil
2002 (Upto July)	52	32		Nil
Name of Institution : Takarjala Rural Hospital				
1998	132	5034		Nil
1999	133	7601	Diarrhoeal, fever	Nil
2000	107	1325	and others	Nil
2001	263	300		Nil
2002	178	174		Nil

(Upto July)

Name of Institution : Melagarh Hospital				
1998	11	1762		Nil
1999	4	237	Diarrhoeal,fever	Nil
2000	4	346	& Others	Nil
2001	19	82		Nil
2002 (Upto July)	17	80		Nil
Name of Institution : Sonamura Rural Hospital				
1998	30	1756		Nil
1999	7	729	Diarrhoeal,fever	Nil
2000	11	265	& others	Nil
2001	27	34		Nil
2002 (Upto July)	56	343		Nil
Name of Institution : Boxanagar P.H.C				
1998	4	221		Nil
1999	5	208	Diarrhoeal, fever	Nil
2000	5	358	& others	Nil
2001	16	227		Nil
2002 (Upto July)	21	219		Nil
Name of Institution : Kamalnagar P.H.C				
1998	28	1441		Nil
1999	7	765	Diarrhoeal,fever	Nil
2000	4	208	& others	Nil
2001	12	34		Nil
2002 (Upto July)	8	12		Nil
Name of Institution : Kathalia, P.H.C				
1998	30	2027		Nil
1999	15	1189	Diarrhoeal, fever	Nil
2000	10	40	& others	Nil
2001	36	130		Nil
2002 (Upto July)	23	113		Nil
Name of Institution : Khowai Hospital				
1998	17	2729		Nil
1999	8(8)	681	Diarrhoeal,fever	Nil

2000	4	N.A.	& others	Nil
2001	14	1153		Nil
2002 (Upto July)	23	199		Nil

Name of Institution : Teliamura Rural Hospital

1998	15	1957		Nil
1999	9	1594	Diarrhoeal, fever	Nil
2000	193	858	& others	Nil
2001	32	262		Nil
2002 (Upto July)	25	244		Nil

Name of Institution : Baijalbari P.H.C

2001	9	36		Nil
2002 (Upto July)	12	53	Diarrhoeal, fever & others	Nil

HEALTH CAMP REPORT FROM 1998-30.7.2002

NAKASHIPARA P.H.C

Years	Total Health Camp.	Total Pts.	Total Diarr.	Others.	Expenditure.
1998	69	4921	981	3940	Nil
1999	74	4757	735	4022	Nil
2000	76	5180	1015	4165	Nil
2001	81	5270	918	4352	Nil
2002	34	2250	425	1825	Nil
	334	22378	4074	18304	Nil

KULAT P.H.C.

1998	127	9305	895	8410	Nil
1999	131	11095	925	10170	Nil
2000	145	12045	1275	10770	Nil
2001	139	11405	1531	9874	Nil
2002	85	7225	1391	5834	Nil
	627	51075	6017	45058	Nil

82-Miles PHC.

FROM 1998-30.7.02

Years	Total Health Camp.	Total Pts.	Total Diarr.	Others.	Expenditure.
1998	61	2957	591	2366	Nil
1999	59	3191	717	2474	Nil
2000	65	3734	698	3036	Nil
2001	71	4668	1095	3573	Nil
2002	45	3825	835	2990	Nil
	301	18375	3936	14439	Nil

Chawmanu PHC.

1998	56	3920	591	3329	Nil
1999	71	4171	897	3174	Nil
2000	90	3367	691	2676	Nil
2001	99	5065	961	4104	Nil
2002	44	3370	735	2635	Nil
	360	19893	3875	16018	Nil

GANDACHARA HOSPITAL
FROM 1998 - 30.7.02

Years	Total Health Camp.	Total Pts.	Total Diarr.	Others.	Expenditure.
1998	103	5255	712	4543	Nil
1999	125	5917	1191	4726	Nil
2000	147	8977	1675	7302	Nil
2001	165	12310	3431	8875	Nil
2002	111	8883	2175	6708	Nil
	651	41342	9184	32159	Nil

Health Camp Report From 1998-2002 30.7.2002
B.S.M. Hospital

Years	Total Health Camp.	Total Pts.	Total Diarr.	Others.	Expenditure.
1998	44	2915	301	2614	Nil
1999	42	2471	331	2140	Nil
2000	47	3542	293	3249	Nil
2001	49	4445	437	4008	Nil

2002	24	1752	172	1580	Nil
	206	15125	1524	13591	Nil

Marachara P.H.C.

1998	52	3722	490	3232	Nil
1999	61	4115	591	3524	Nil
2000	59	3933	405	3528	Nil
2001	66	4439	510	3929	Nil
2002	37	3191	340	2851	Nil
	275	19400	2336	14494	Nil

CHAILENGTA HOSPITAL

Health Camp Report From 1998 - 30.7.02

Years	Total Health Camp.	Total Pts.	Total Diarr.	Others.	Expenditure.
1998	61	3172	860	2312	Nil
1999	72	4040	985	3055	Nil
2000	85	6028	841	5187	Nil
2001	101	7090	1135	5955	Nil
2002	83	7810	793	7017	Nil
	402	28140	4614	23526	Nil

Manu PHC.

1998	80	5575	605	4970	Nil
1999	85	5410	711	4699	Nil
2000	97	6731	625	6106	Nil
2001	110	9503	810	8693	Nil
2002	59	6261	962	5299	Nil
	431	33480	3713	29767	Nil

82- Miles PHC.

Admitted Un-Started Question No :- 227

Name of Member : Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ বর্ষ থেকে ২০০২-২০০৩ ইং অর্থ বছরের ১০ই জুলাই পর্যন্ত মোহনপুর ব্লকের অধিনস্ত মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কোন্ কোন্ পঞ্চায়েতে কোন্ কোন্ প্রকল্পে কত টাকা করে অর্থ মঞ্জুর হয়েছিল এবং

মুঞ্জুকরীকৃত অর্থের মধ্যে অব্যয়িত অর্থের পরিমান কত (পঞ্চায়েত ভিত্তিক প্রকল্প ভিত্তিক এবং অর্থ বছর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

২। ১৯৯৯ - ২০০০ ইং অর্থ বর্ষ থেকে ২০০২- ২০০৩ ইং অর্থ বছরের ১০ ই জুলাই পর্যন্ত মোহনপুর ব্লকের অধিনস্ত মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অর্ন্তগত যে সকল পঞ্চায়েতে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য অর্থ মঞ্জুর হয়েছিল এবং মঞ্জুরীকৃত অর্থের মধ্যে যে টাকা অব্যয়িত রয়েছে তার পঞ্চায়েত ভিত্তিক, প্রকল্প ভিত্তিক এবং অর্থ বছর ভিত্তিক হিসাব যাহা বিডিও, মোহনপুর থেকে পাওয়া গিয়াছে তা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

	পঞ্চায়েতের নাম	প্রকল্পের নাম	মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমান	অব্যয়িত অর্থের পরিমান
	১	২	৩	৪
	১৯৯৯ - ২০০০			
১।	তারানগর	এস- আর. ই. পি. (অন টাইট)	২,২৫,৯৫৮ টাকা	১৬,৮৪৯ টাকা
		ই. এ.এস.	২৪,০০০ টাকা	—
		আই. এ. ওয়াই	৭৯,০৫৮ টাকা	—
		পি. ডি. এফ.	২,২০,০৭৯ টাকা	—
		এস. জি. এস. ওয়াই	২,৮৯,৮৪০ টাকা	—
২।	কালাছড়া	পি.ডি এফ -	১,৯৯,৬১৭ টাকা	—
		এস জি. এস ওয়াই	২,৬১,৯৯২ টাকা	—
৩।	বিজয়নগর	পি.ডি-এফ.	১,৬৮,৪৬৪ টাকা	—
		এস. জি. এস. ওয়াই	২,৭৫,৬৬৪ টাকা	—
৪।	মোহিনীপুর	পি.ডি.এফ.	২,৯৯,৬৬০ টাকা	—
		এস. জি. এস. ওয়াই	২,৭৪,১৪০ টাকা	—
৫।	মোহনপুর	পি.ডি.এফ	২,৮৬,১২৪ টাকা	—
		এস.জি.এস.ওয়াই	২,৯৯,৪৮০ টাকা	—
৬।	দক্ষিন তারানগর	পি.ডি.এফ.	২,৯১,৪১৩ টাকা	—
		এস.জি.এস.ওয়াই	২,৬১,২৮০ টাকা	—
৭।	পশ্চিম তারানগর	পি.ডি.এফ	৪,৩০,২৩৯ টাকা	—
		এস.জি.এস.ওয়াই	২,৬১,২৮০ টাকা	—
৮।	হরিনাখলা	পি.ডি.এফ.	২,৩৫,৩১৫ টাকা	—
		এস. জি. এস. ওয়াই	২,৮৬, ৯৬৮ টাকা	—
৯।	তুলাবাগান	পি.ডি.এফ.	১,৭৫,০৬২ টাকা	—
		এস.জি.এস.ওয়াই	৩,২১,১২০ টাকা	—
১০।	বোধজংনগর	এস.জি.এস.ওয়াই	২,৮৯,৪৮০ টাকা	—
১১।	উত্তর বোধজংনগর	এস.জি.এস.ওয়াই	২,৮২,৫৬০ টাকা	—
	২০০০-২০০১			

১।	তারানগর	পি.ডি.এফ.	৩,১৯,৪৮৪ টাকা	—
		ই.এ.এস.	৩৭,২৪০ টাকা	—
		এস.জি. এস.ওয়াই	৪,০৪,০৬০ টাকা	—
২।	কালাছড়া	পি.ডি.এফ.	১,২৫,১৭০ টাকা	—
		এস.জি.এস. ওয়াই	২,৪৫,০৪৭ টাকা	—
৩।	মোহিনীপুর	পি.পিট.এফ	১,৮৫,৯৫০ টাকা	—
		এস.জি.এস.ওয়াই	৪,৪৮,০০০ টাকা	—
৪।	বিজয়নগর	পি.ডি.এফ	১,০৬,২৭৩ টাকা	—
		এস.জি.এস.ওয়াই	২,১১,১৩০ টাকা	—
৫।	মোহনপুর	পি.ডি.এফ	১,৭৭,৭২৭ টাকা	—
		এস.জি.এস.ওয়াই	৪,৯২,৩৪০ টাকা	—
৬।	দক্ষিন তারানগর	পি.ডি.এফ.	১,৮০,৯৪০ টাকা	—
		এস.জি.এস.ওয়াই	৪,১৮,১২৭ টাকা	—
৭।	পশ্চিম তারানগর	পি.ডি.এফ.	২,৬৫,২৮২ টাকা	—
		এস.জি.এস.ওয়াই	৭,৬২,২০০ টাকা	—
৮।	হরিনাখলা	পি.ডি.এফ	১,৪৫,৮৫৭ টাকা	—
		এস.জি.এস.ওয়াই	২,৪৩,৮৪০ টাকা	—
৯।	তুলাবাগান	পি.ডি.এফ.	১,১০,২৫৪ টাকা	—
		এস.জি.এস.ওয়াই	৩,১৪,০৮২ টাকা	—
১০।	বোধজংনগর	এস.জি.এস.ওয়াই	২,৯৮,৩৫০ টাকা	—
১১।	উত্তর বোধজংনগর	এম.জি.এস.ওয়াই	৪, ২২,৪৫০ টাকা	—
১২।	বোধজংনগর	এস.জি.এস.ওয়াই	৪, ২২,৪৫০ টাকা	—
১		২	৩	৪

২০০২ - ২০০৩ ইং এর ১০ই জুলাই পর্যন্ত

১।	কালাছড়া	পি.ডি.এফ	৪৫,৬১৪ টাকা	—
২।	বিজয়নগর	পি.ডি.এফ	৩৭,৭৩৭ টাকা	—
৩।	মোহিনীপুর	পি.ডি.এফ	৭০,৯৫৩ টাকা	—
৪।	মোহনপুর	পি.ডি.এফ	৬৭, ৫২৫ টাকা	—
৫।	তারানগর	পি.ডি.এফ	৫০,৭৯৭ টাকা	—
৬।	দক্ষিন তারানগর	পি.ডি.এফ	৬৮,৮৬৪ টাকা	—
৭।	পশ্চিম তারানগর	পি. ডি. এফ	১,০৪,০২৬ টাকা	—
৮।	হরিনাখলা	পি. ডি.এফ	৫৪,৬৫৬ টাকা	—
৯।	তুলাবাগান	পি.ডি.এফ	৩৯,৩৯৫ টাকা	—

Admitted Un-Started Question : 229

Name of Member :- Shri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister -in -charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। কল্যানপুর গ্রামীন হাসপাতালে প্যাথলজি ইউনিট খোলা হবে কিনা;

২। খোলা হলে, কবে নাগাদ খোলা হবে;

৩। খোলা না হলে কারন?

উত্তর

১। কল্যানপুর গ্রামীন হাসপাতালের প্যাথলজি ইউনিটটি দীর্ঘদিন আগে থেকেই চালু আছে এবং ওখানে একজন লেবরেটরি টেকনিশিয়ান কর্মরত আছে।

২। প্রশ্ন আসে না।

৩। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Started Question : 233

Name of M.L.A. :- Shri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister -in -charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় কতগুলি মহকুমা হাসপাতাল, গ্রামীণ হাসপাতাল ও পি. এইচ্-সিতে ই.এন. টি., আই, চাইল্ড এবং গায়ানোকলজি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই (হাসপাতালের নাম সহ)?

উত্তর

১। মহকুমা হাসপাতাল, গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে ই.এন.টি., আই, চাইল্ড এবং গায়ানোকলজি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই। হাসপাতালের নাম যথাক্রমেঃ

মহকুমা হাসপাতাল	ই.এন. টি.	আই	চাইল্ড	গায়ানোকলজি
খোয়াই	নাই	—	—	—
বিশালগড়	নাই	নাই	নাই	—
মেলাঘর	—	নাই	নাই	—
অমরপুর	নাই	নাই	—	—
বিলোনীয়া	নাই	নাই	নাই	—
সাব্রুম	নাই	নাই	নাই	—
ধর্মনগর	—	—	নাই	—
কমলপুর	নাই	—	—	—
কাঞ্চনপুর	—	নাই	নাই	নাই
গন্ডাছড়া	নাই	নাই	নাই	নাই

ছৈল্যাংটা	নাই	নাই	নাই	নাই
গ্রামীন হাসপাতাল				
তেলিয়ামুড়া	নাই	নাই	নাই	নাই
কল্যানপুর	নাই	--	নাই	নাই
জিরানীয়া	নাই	নাই	নাই	নাই
টাকারজলা	নাই	নাই	নাই	নাই
জুলাইবাড়ী	নাই	নাই	নাই	নাই
সোনামুড়া	নাই	নাই	নাই	নাই
নতুনবাজার	নাই	নাই	নাই	নাই
অম্পি	নাই	নাই	নাই	নাই
কুমারঘাট	নাই	নাই	নাই	নাই

এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিনির্দেশিকানুসারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে () কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থাকার ব্যবস্থা নেই।

Admitted Un-Started Question No. 239
Name of Member :- Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :-

	প্রশ্ন		উত্তর
১।	উচ্চ শিক্ষার জন্য রাজ্যের বাইরে কতজন উপজাতি	(১)	()
	ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠানো হয়েছে, (২০০১-২০০২ ও		()
	২০০২-২০০৩) বর্ষে, (বিভাগ ভিত্তিক তথ্য),		()
			() তথ্য সংগ্রাহধীন।
২।	উক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কত করে স্টাইপেন্ড	(২)	()
	দেওয়া হয়েছে, এবং		()
			()
৩।	২০০২-২০০৩ ইং সালের মধ্যে কতজন	(৩)	()
	উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী উক্ত উচ্চ শিক্ষা শেষ		
	করে রাজ্যে ফিরে আসছে?		

Admitted Un-Started Question No : 240
Name of MLA'S :- Shri Ratan Lal Nath.
Shri Kajol Ch. Das.
Shri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। **উন্মত্ত বেওয়ারিশ ষাঁড়ের আক্রমনে গত দুই বছরে আগরতলা সহ অন্যান্য নগর পঞ্চায়েত এলাকায় কতজন প্রাণ হারিয়েছেন;**

২, **যারা ষাঁড়ের আক্রমনে প্রাণ হারিয়েছেন তাদের কতজনকে সরকারী সাহায্য (কি ধরনের) প্রদান করা হয়েছে;**

৩। বেওয়ারিশ ষাঁড়ের আক্রমন থেকে নগরবাসীদের রক্ষা করার জন্য দপ্তর এখনও অব্দি যথার্থ ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণ সম্পর্কে?

উত্তর

১। আগরতলা পুর পরিষদ এলাকায় বেওয়ারিশ ষাঁড়ের আক্রমনে গত দুই বছরে ২ জনের মৃত্যুর খবর পুর পরিষদের গোচরে এসেছে। নগর পঞ্চায়েত এলাকায় বেওয়ারিশ ষাঁড়ের আক্রমনে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এরূপ খবর সম্বন্ধেনগর পঞ্চায়েত অবগত নহে।

২। পুর পরিষদ থেকে এ ব্যাপারে কাউকে কোন সাহায্য প্রদান করা হয়নি। নগর পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য আগরতলা পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত গুলিকে বলা হয়েছে।

Admitted Un-Started Question No : 241

Name of MLA :- Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ২০০১- ২০০২ ইং অর্থবর্ষে আগরতলা পৌর পরিষদে জলকর বৃদ্ধি করার ফলে (Holdng Tax) সর্বমোট কত টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে, পূর্বতন অর্থবর্ষে ইহার পরিমান কত ছিল; (ওয়ার্ড ভিত্তিক হিসাব)

২। ২০০১-২০০২ ইং অর্থবর্ষে ও ২০০২-২০০৩ ইং অর্থবর্ষে জুলাই পর্যন্ত Trade Licence বাবদ কত আয় হয়েছে; এবং পূর্বের দুই বৎসর ১৯৯৯ - ২০০২, ২০০০-২০০১ ইং অর্থবছরে উল্লিখিত ক্ষেত্রে আয়ের পরিমান কত ছিল তার হিসাব;

৩। (Touji) তৌজি (Rrbate) এর ফলে ২০০১-২০০২ ইং অর্থবছরে পুর পরিষদের কত টাকা আয় হয়েছে?

উত্তর

১। ২০০১-২০০২ ইং অর্থবর্ষে আগরতলা পুর পরিষদে জলকর বৃদ্ধি করার ফলে সর্বমোট ১৮.৬১ লক্ষ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বতন অর্থবর্ষে ইহার পরিমান ছিল ৩৯.৯৮ লক্ষ টাকা।

নিম্নে ওয়ার্ড ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল ঃ---

ওয়ার্ড নং	২০০০-২০০১ ইং সালে পুরাতন জল করে আয়	২০০১-২০০২ ইং সালে জল কর বৃদ্ধির ফলে আয়	২০০১-২০০২ ইং সালে জল করে বৃদ্ধির পরিমান
	লক্ষ টাকা হিসাবে		
১ নং	১.৩৪	১.৭৪	০.৪০
২ নং	২.২২	৩.২৮	১.০৬
৩ নং	৩.৭৮	৪.৩৩	০.৫৫
৪ নং	১.৮২	৩.১১	১.২৯
৫ নং	২.২৮	২.৭৮	০.৫০
৬ নং	১.৬৩	২.৬৭	১.০৪
৭ নং	১.৯৫	৩.৯৬	২.০১
৮ নং	১.৭৮	২.৯০	১.১২

৯ নং	২.৭৯	৫.১৬	২.৩৭
১০ নং	১.৫৭	২.৯৬	১.৩৯
১১ নং	১.২২	১.৪৯	০.২৭
১২ নং	৩.০০	৪.১৭	১.১৭
১৩ নং	৪.৫৫	৫.২৬	০.৭১
১৪ নং	৪.৩৫	৬.৪৯	২.১৪
১৫ নং	১.২৭	২.৪০	১.১৩
১৬ নং	১.৩২	২.৭০	১.৩৮
১৭ নং	৩.১১	৩.১৯	০.০৮
	৩৯.৯৮	৫৮.৫৯	১৮.৬১

২। ২০০১-২০০২ এবং ২০০২-২০০৩ ইং অর্থ বর্ষের জুলাই পর্যন্ত এবং পুর্বের দুই অর্থ বর্ষে ১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০০-২০০১ ইং পর্যন্ত ট্রেড লাইসেন্স বাবদ পুর পরিষদের আয়ের হিসাব বছর ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হল।

অর্থ বছর	আয়ের পরিমান
১৯৯৯-২০০০	৬.২৩ লক্ষ টাকা
২০০০-২০০১	৫.৭০ লক্ষ টাকা
২০০১-২০০২	৫.৮০ লক্ষ টাকা
২০০২-২০০৩ (জুলাই পর্যন্ত)	২.২৬ লক্ষ টাকা

৩। তৌজি (Rrbate) এর ফলে ২০০১-২০০২ ইং অর্থবছরে পুর পরিষদের অধীন তৌজির ভূমি/ কোঠা ভাড়া বাবদ আয় হয়েছে ৩১.৪১ লক্ষ টাকা।

Admitted Un-Started Question No : - 243

Name of Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Co-operative Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত হালাহালিতে শিবা প্যাক্সের মাধ্যমে গত পাঁচটি অর্থবছরে কোন কোন্ সরকারী প্রকল্পে মাথা পিছু কতটাকা করে মোট কতজনকে ঋন প্রদান করা হয়েছে; (অর্থ বছর ভিত্তিক পৃথক হিসাব)।

২। উক্ত ঋন গ্রহীতাদের নাম, পিতা/স্বামীর নাম, গাঁও সভার নাম সহ সম্পূর্ণ ঠিকানা কি?

৩। উক্ত ঋন গ্রহীতারা কোন্ কোন্ প্রকল্পে কত টাকা করে এবং কোন তারিখে ঋনের টাকা পেয়েছিলেন। (ঋন গ্রহীতাদের নাম ঠিকানা সহ)

উত্তর

১। কমলপুর মহকুমার অন্তগর্ত হালাহালিতে অবস্থিত শ্রী শিব প্যাক্সের মাধ্যমে গত পাঁচটি অর্থ বছরে অত্র সঙ্গে সংযোজিত, অনুযায়ী মোট ৪২৮ জন সদস্যকে SGSY Scheme এ ঋন দেওয়া হয়েছে।

২। উক্ত ঋন গ্রহীতা সদস্যগনের নাম, পিতা-স্বামীর নাম, গাঁও সভার নাম সহ সম্পূর্ন ঠিকানা অত্রসঙ্গে সংযোজিত Annexure-1 এ দেওয়া গেল।

৩। উক্ত ঋন গ্রহীতা সদস্যগন SGSY Scheme-এ অত্র সঙ্গে সংযোজিত Annexure-II অনুযায়ী মোট ৪২৮ জন ঋন গ্রহীতা বিভিন্ন তারিখে মোট ৪৯,৫৩,৩৯৪/= টাকা ঋন গ্রহন করেছিলেন।

Local Disbursement Statement of Shri Siva PACS Ltd.
during the period from 1-4-1997 to 31-3- 2002.

Year	Scheme	No of Members	Total amount
1997-98	Nil	Nil	Nil
&			
1998-99	Nil	Nil	Nil
1999-2000	Piggary	40 Nos	Rs. 5,84,804.00
,,	Poultry	26 Nos	Rs. 2,75,700.00
,,	Diary	47 Nos	Rs. 5,47,416.00
,,	Hodioraft (Manipuri) handloom)	08 Nos	Rs. 66, 500.00
,,	Agarbati stiok making	05 Nos	Rs. 45,500.00
,,	Small Top Plantation	01 Nos	Rs. 31,500.00
,,	Grosscary & Statanory	11 Nos	Rs. 1,16,500.00
2000-2001	Piggery	60 Nos	Rs. 6,57,024.00
	Poultry	51 Nos	Rs. 4,86,762.00
	Diary	30 Nos	Rs. 3,54,210.00
	Vogitable Vander	21 Nos	Rs. 2,18,000.00
	Roadymade garment vander	05 Nos	Rs. 47,750.00
	Small Tee Plantation	02 Nos	Rs. 77,500.00
	Vatelying cultivation	03 Nos	Rs. 39,000.00
	Banana Cultivation	01Nos	Rs. 10,000.00
	Steel fumiture making	01 Nos	Rs. 47,500.00
	Handicraft	01 Nos	Rs. 48,000.00
2001-2002	Diary	18 Nos	Rs. 2, 78,560.00
	Piggery	37 Nos	Rs. 4,45,500.00
	Poultry	29 Nos	Rs. 2,95,364.00
	Vogetable Vender	19 Nos	Rs. 1,87,000.00
	Readymade garment vender	05 Nos	Rs. 38, 650.00
	Handicraft	01 Nos	Rs. 6,300.00
	Total :-	**428 Nos**	**Rs. 49,53,394.00**

শ্রীশিক্ষা প্যাক্স হইতে ঋন প্রাপকদের নামের তালিকা ঃ

	নাম, পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা	প্রকল্পের নাম	মাথাপিছু	ঋন বিলির তারিখ
১	মঃ বসির উদ্দিন পিতা — নসীব	গ্রাঃ হালহালী পোঃ হালহালী	মুরগী পালন (ব্রয়লার)	মং ৭১০০/=	০২/০৩/২০০২

		জেলা- ধলাই, ত্রিপুরা			
২	আব্দুল কবীর পিতা- আব্দুল হামিদ	,,	,,	মঃ ৭,১০০/=	,,
৩	গোবিন্দ বসাক পিতা -ँ জীতেন্দ্র	,,	ভোগ্যপন্য ও স্টেশনারী দোকান	মং ৭,৫০০/=	,,
৪	সদেশ রায় পিতাँ যামিনী	,,	,,	মং ৭,৫০০/=	,,
৫	অজিত দৈত্য পিতা ँ অনিল	,,	,,	মং ২০,০০০/=	,,
৬	শঙ্কর চৌধুরী পিতা- শচীন্দ্র	গ্রাম:- শিববাড়ী পো:- হালহালা জেলা - ধলাই, ত্রিপুরা	,, ,,	মং ১০,৫০০/-	,,
৭	হিমাংশু আচার্য্য পিতা- সুখময়	গ্রাম ঃ হালহালী পো: হালহালা জেলা: ধলাই ত্রিপুরা	,,	মং ২০,০০০/-	,,
৮	স্বপন বসাক পিতা- খগেন্দ্র	,,	,,	মং ৭,৫০০/-	,,
৯	বসি সিন্হা পিতা- সেম্বা	,,	দুগ্ধ উৎপাদন	মং ৭,৫০০/-	,,
১০	সুখময় সিন্হা পিতা - গোপী সিন্হা	,,	,,	মং ৭,৫০০/-	,,
১১	রঞ্জিত দেব পিতা- রবীন্দ্র	,,	,,	মং ৭,৫০০/-	,,
১২	চন্দ্র বাবু সিন্হা পিতা - জয়	,,	,,	মং ৭,৫০০/-	,,
১৩	বসন্ত সিন্হা পিতা- লেহাওবা	,,	,,	মং ২১,৫৮৮/-	,,
১৪	রামিজ উদ্দিন পিতা -ँ রহিম	,,	,,	মং ৭,৫০০/-	,,
১৫	চিত্তরঞ্জন সিংহ পিতা - পণ্ডিত	,,	,,	মং ১৬,৩২৮/-	,,
১৬	নীলমনি সিন্হা পিতা -ँগুন	,,	,,	মং ৭,৫০০/-	,,
১৭	কিশোর সিন্হা পিতা-বাবুসেনা	,,	,,	মং ৭,৫০০/-	,,
১৮	অঞ্জলী দেব	,,	ধূপকাঠি তৈরি	মং ৭,৫০০/-	,,

	স্বামী - অনিল				
১৯	থান পালাই সিন্‌হা স্বামী - ৺চন্দ্রমোহন	,,	দুগ্ধ উৎপাদন	মং ৭,৫০০/-	,,
২০	প্রমিলা দেব স্বামী সজল	গ্রাম- হালহালা পো-হালহালা জেলা-ধলাই, ত্রিপুরা	ভোগ্যপন্য ও স্টেশনারী দোকান	মং ৭,৫০০/-	,,
২১	ব্রজরানী সিংহ স্বামী-বিশ্বমোহন	,,	হস্ত তাঁত	মং ৭০০০/-	,,
২২	অঞ্জলী সিন্‌হা স্বামী-৺ ধলাই	,,	,,	মং ১২,০০০/-	,,
২৩	পদ্মা সিংহ স্বামী গৌরচান্দ	,,	,,	মং ৭,০০০/-	,,
২৪	শশীকলা সিংহ স্বামী-রাধামোহন	,,	,,	মং ৭,০০০/-	,,
২৫	থাম্‌পাল সিন্‌হা স্বামী- কৃষ্ণমনি	,,	,,	মং, ৭,০০০/-	,,
২৬	জানকী সিংহ স্বামী- আখসাই	,,	,,	মংক ৭,০০০/-	,,
২৭	সুরেন্দ্র সিন্‌হা পিতা- নিশিকান্ত	,,	ক্ষুদ্র চা বাগিচা	মং ৩১,৫০০/-	,,
২৮	সীমা রানী রায় স্বামী- হরেকৃষ্ণ	,,	দুগ্ধ উৎপাদন	মং ৭,৫০০/-	,,
২৯	সোনাচাঁদ দেবনাথ পিতা-৺নদীয়া	,,	,,	মং ৭,৫০০/-	,,
৩০	রহমৎ আলী পিতা-৺ আহমেদ আলী	,,	,,	মং ৭,৫০০/-	,,
৩১	বসিরা বিবি স্বামী- বাসু উদ্দিন	,,	,,	মং ৮,০০০/-	,,
৩২	সুধীর দেবনাথ পিতা-৺হৃদয়	,,	,,	মং ৭,৫০০/-	,,
৩৩	স্মৃতি রায় স্বামী- দেবেশ	,,	ভোগ্যপন্য ব্যবসা	মং, ৭০০০/-	,,
৩৪	সুধাংশু ধর পিতা -৺ কামিনা	,,	দুগ্ধ উৎপাদন	মং ৭,৫০০/-	,,
৩৫	লক্ষ্মী কুমার সিন্‌হা পিতা- বাবু	,,	,,	মং ৭,৫০০/-	,,

৩৬	অনিল সিন্‌হা পিতা- সাধু	,,	হস্ত শিল্প	মং ৭,০০০/-	,,
৩৭	গৌরহরি সিন্‌হা পিতা- যাসিনা	,,	,,	১২,৫০০/-	,,
৩৮	গোপাল পাল পিতা- গোপেন্দ্র	,,	ভোগ্যপন্য ব্যবসা	মং ৭০০০/-	,,
৩৯	অমিতাভ সিন্‌হা পিতা - মতাই	গ্রাম-হালহালা পো- হালহালা জেলা- ধলাই, ত্রিপুরা	ভোগ্যপন্য ব্যবসা	মং, ১২,০০০/-	,,
৪০	উমেশ চন্দ্র দেবনাথ পিতা -ঁনবীন	,,	দুগ্ধ উৎপাদন	মং, ৭৫০০/-	,,
৪১	নরেশ নম শুদ্র পিতা - রমেশ	গ্রাম-পশ্চিম হালহালা পো- হালহালা জেলা- ধলাই ত্রিপুরা	,,	মং ১০,০০০/-	,,
৪২	নেপাল দাস পিতা - গোপেন্দ্র	,,	,,	মং ১০,০০০/-	,,
৪৩	মনোরঞ্জন দাস পিতা-ঁপ্রফুল্ল	গ্রাম- হালহালা পো- হালহালা জেলা- ধলাই ত্রিপুরা	,,	মং ১০,০০০/-	,,
৪৪	নিবোধ শুক্লবৈদ্য পিতা-নরেন্দ্র	,,	,,	মং ১০,০০০/-	,,
৪৫	শচীন্দ্র দাস পিতা -ঁউপেন্দ্র	,,	,,	মং ২০,০০০/-	,,
৪৬	প্রহ্লাদ নমঃ শুদ্র পিতা-ঁ বিহারী	,,	,,	মং, ১০,০০০/-	,,
৪৭	হরেন্দ্র দাস পিতা -ঁবিপিন	,,	,,	মং ১০,০০০/-	,,
৪৮	আশীষ দাস পিতা- নিবারন	,,	ভোগ্যপন্য ও ষ্টেশনারী ব্যবসা	মং, ১০,০০০/-	,,
৪৯	চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস পিতা -ঁ রাজেন্দ্র	,,	মোরগী পালন	মং, ১০,০০০/-	,,
৫০	আরতী নমঃশুদ্র স্বামী- লক্ষ্মণ	,,	,,	মং,১০,০০০/-	,,
৫১	সন্ধ্যারানী নমঃ শুদ্র স্বামী- পরেশ	,,	দুগ্ধ উৎপাদন	মং ১৩,০০০/-	,,
৫২	ক্ষীরোদ মালাকার	,,	,,	মং, ১০,০০০/-	,,

	পিতা- হরিচরণ				
৫৩	রীনা শুক্লবৈদ্য স্বামী- করুনা	,,	,,	মং, ১০,০০০/-	,,
৫৪	সুষমা মালাকার স্বামী - রবি	,,	,,	মং, ১০,০০০/-	,,
৫৫	রেনু নমঃশুদ্র স্বামী-মন্টু	,,	,,.	মং ১০,০০০/-	,,
৫৬	দুলাল দাস পিতা- মনীন্দ্র	,,	,,	মং,১০,০০০/-	,,
৫৭	কৌশল্যা নমঃশুদ্র স্বামী- পিয়ঙ্কা	,,	,,	মং, ১০,০০০/-	,,
৫৮	সরোচন্দ্র দেববর্মা পিতা বসি চন্দ্র,,	গ্রামঃ কাইমাই ছড়া পোঃ দক্ষিন মানিক ভান্ডার বিমান বন্দর	ধুপকাঠি প্রকল্প	১০,০০০/·	,,
৫৯	মনমোহন দেববর্মা পিতা -ঁচন্ডি দাস	জে: ধলাই ত্রিপুরা	মোরগী পালন	১০,৫০০/-	,,
৬০	রাধা মোহন দেববর্মা পিতা -ঁ মঙ্গল নাথ	,,	,,	১১,০০০/·	,,
৬১	বিদ্যা চরন দেববর্মা পিতা -ঁকামিনী	,,	,,	১০,৫০০/-	,,
৬২	গীতা চরন দেববর্মা পিতা-ঁনন্দমনি	,,	,,	১০,৫০০/-	,,
৬৩	সুরেন্দ্র দেববর্মা পিতা- বাশী চন্দ্র	,,	গাভী প্রকল্প	১৮,৫০০/·	,,
৬৪	কৃষ্ণ কুমার দেববর্মা পিতা-ঁযামিনী ,,	,,	,,	১২,৫০০/-	,,
৬৫	সত্য চরন দেববর্মা পিতা- কৃষ্ণা ,,	,,	,,	১৮,৫০০/-	,,
৬৬	লক্ষ্মিনী দেববর্মা পিতা- শোভাচন্দ্র	,,	মোরগী পালন	১৮,৫০০/-	,,
৬৭	ললিতা দেববর্মা স্বামী তরুন কুমার	,,	শূকর পালন	১০,৫০০/-	,,
৬৮	মন কন্যা দেববর্মা স্বামী জীতেন্দ্র ,,	,,	,,	১২,৫০০/-	,,
৭০	ছায়া রানী দেববর্মা	,,	ধুপকাঠি	১০,০০০/-	,,

	স্বামী মনীন্দ্র,,		প্রকল্প		
৭১	কৃষ্ণারানী দেববর্মা স্বামী নব কিশোর ,,	,,	গাভী প্রকল্প	১০,৫০০/-	,,
৭২	কন্যাতি দেববর্মা স্বামী নকুল ,,	,,	শূকর পালন	১০,৫০০/-	,,
৭৩	বিশ্ববতী দেববর্মা স্বামী ভুবন ,,	,,	গাভী প্রকল্প	১৮,০০০/-	,,
৭৪	শুক্রা রানী দেববর্মা স্বামী সাচন্দ্র ,,	,,	শূকর পালন	১০,৫০০/-	,,
৭৫	মঙ্গরানী দেববর্মা স্বামী ললিত কুমার	,,	মোরগী পালন	১০,৫০০/-	,,
৭৬	সাবিত্রী দেববর্মা পিতা-বসি চরন	,,	শূকর পালন	১৫,০০০/-	,,
৭৭	ভানুমতি দেববর্মা পিতা-কুঞ্জ কুমার	,,	,,	১৫,০০০/	,,
৭৮	লক্ষিশ্বরী দেববর্মা স্বামী অশ্বিনী,,	গ্রাম দুরাইছড়া পোঃ দক্ষিন মানিক ভান্ডার বিমান বন্দর	,,	১২,০০০/-	,,
৭৯	ভারত কন্যা দেববর্মা স্বামী অরুন কুমার ,,	,,	,,	১৫,০০০/-	,,
৮০	নখাতী দেববর্মা স্বামী উকিন্দ্র ,,	,,	,,	১০,৫০০/-	,,
৮১	সন্ধ্যামতী দেববর্মা পিতা-শশি কুমার ,,	,,	,,	১৫,০০০/-	,,
৮২	গীতা রানী দেববর্মা স্বামী শশিকুমার ,,	,,	,,	১৫,০০০/-	,,
৮৩	ললিতা দেববর্মা পিতা-বিশ্বমনী ,,	,,	,,	১১,১৬৮/-	,,
৮৪	কৃষ্ণ কুমার দেববর্মা পিতা- বেখন্ড দেববর্মা	,,	মোরগী পালন	১০,০০০/-	,,
৮৫	বিদ্যাচরন দেববর্মা পিতা - জগৎরাম ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৮৬	রেবতী দেববর্মা স্বামী- লবসিং ,,	গ্রামঃ দুরাইছড়া	মোরগী পালন	১১,০০০/-	,,
৮৭	হরেন্দ্র দেববর্মা পিতা শীতল ,,	ঐ	ঐ	১১,০০০/-	,,

৮৮	রথীন্দ্র দেববর্মা পিতা-ঁসুরেশ চন্দ্র ,,	ঐ	ঐ	১১,০০০/-	,,
৮৯	দেব কুমার দেববর্মা পিতা - যোগমনি ,,	ঐ	ঐ	১১,০০০/-	,,
৯০	ভীম চরন দেববর্মা পিতা-ঁরাইদাস ,,	ঐ	ঐ	১১,০০০/-	,,
৯১	ভীম চরন দেববর্মা পিতা - ঁসৈল্য দাস ,,	ঐ	ঐ	১১,০০০/-	,,
৯২	পদ্ম চরন দেববর্মা স্বামী ধনেশ্বর ,,	ঐ	শূকর	২০,০০০/-	,,
৯৩	রামানন্দ দেববর্মা পিতা হরি চন্দ্র , ,	ঐ	ঐ	২০, ০০০/-	,,
৯৪	শ্যামা চরন দেববর্মা পিতা - চিকন ,,	ঐ	ঐ	২০,০০০/-	,,
৯৫	হেনুরায় দেববর্মা পিতা - ঁনট্টা ,,	ঐ	ঐ	১৬,০০০/-	,,
৯৬	রাজেন্দ্র দেববর্মা পিতা - ঁমঙ্গলনাথ,,	ঐ	ঐ	১৭,০০০/-	,,
৯৭	মঙ্গলবাশী দেববর্মা পিতা-ঁগৌর দাস ,,	ঐ	ঐ	১৫,০০০/-	,,
৯৮	আধমন্য দেববর্মা পিতা - ঁপদ্ম কুমার ,,	ঐ	ঐ	১৫,০০০/-	,,
৯৯	মনোরঞ্জন দেববর্মা পিতা-দুর্গা চরন ,,	ঐ	গাভী	১৮,০০০/-	,,
১০০	বিশ্ব কুমার দেববর্মা পিতা চন্দি দাস,,	ঐ	ঐ	১৫,০০০/-	,,
১০১	চন্দ্রনাথ দেববর্মা পিতা- কুসুমনন্দা	গ্রাম: দুরাইছড়া পো: দক্ষিন মানিক ভান্ডার বিমান বন্দর	গাভী পালন	১৬,০০০/-	,,
১০২	মতিন্দ্র দেববর্মা মোহন দেববর্মা	ঐ	ঐ	১২,০০০/-	,,
১০৩	সূর্য্য কুমার দেববর্মা পিতা-কুসুম ,,	ঐ	ঐ	১৫,৫০০/-	,,
১০৪	রাধকন্যা দেববর্মা স্বামী কৃষ্ণ কুমার ,,	ঐ	শূকর পালন	১৬,৫০০/-	,,
১০৫	সূর্য্যলক্ষী দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৬,৫০০/-	,,

	স্বামী মনমোহন ,,				
১০৬	রাধাশ্বরী দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৬,৫০০/-	,,
	স্বামী ঈশ্বুরচন্দ্র ,,				
১০৭	শোভলক্ষী দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৬,৫০০/-	,,
	স্বামী বারেন্দ্র ,,				
১০৮	দেবলক্ষী দেববর্মা	ঐ	ধূপকাঠি	৯,০০০/-	,,
	পিতা মনমোহন,,				
১০৯	নীরমলা দেববর্মা	ঐ	ঐ	৯,০০০/-	,,
	বীরমনি ,,				
১১০	নবলক্ষী দেববর্মা	ঐ	গাভী	১৪,৫০০/-	,,
	স্বামী রাধাচরন,,				
১১১	নিজপতী দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৪,৫০০/-	,,
	পিতা তপমনী ,,				
১১২	মহারানী দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৪,৫০০/-	,,
	পিতা মহেন্দ্র ,,				
১১৩	ভানুমতী দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৬,০০০/-	,,
	স্বামী পরিন্দ্র ,,				
১১৪	হেমন্তী দেববর্মা	ঐ	মোরগী পালন	১০,৫০০/-	,
	স্বামী মঙ্গলীয়া ,,				
১১৫	দেবকন্যা দেববর্মা	ঐ	ঐ	১০,৫০০/-	,,
	পিতা -কুসুমচন্দ্র ,,				
১১৬	শান্তিলক্ষী দেববর্মা	ঐ	ঐ	১০,৫০০/-	,,
	স্বামী দেবকুমার ,,				
১১৭	স্বর্নলক্ষী দেববর্মা	,,	,,	১০,৫০০/-	,,
	স্বামী সুকদেব ,,				
১১৮	যমুনা রানী দেববর্মা	ঐ	ঐ	১০,৫০০/-	,,
	স্বামী নরেশ ,,				
১১৯	নন্দকন্যা দেববর্মা	ঐ	ঐ	১০,৫০০/-	,,
	স্বামী দয়ানন্দ ,,				
১২০	মৌনবতী দেববর্মা	ঐ	ঐ	১০,৫০০/-	,,
	স্বামী রবীন্দ্র ,,				
১২১	মধুলক্ষী দেববর্মা	ঐ	গাভী পালন	২০, ০০০/-	,,
	স্বামী বুধুসিং ,,				
১২২	বানেশ্বরি দেববর্মা	ঐ	মোরগী পালন	১০,৫০০/-	,,
	স্বামী রথীন্দ্র ,,				
১২৩	তিলোতমা দেববর্মা	ঐ	শূকর	১৩,৩১৮/-	,,

	স্বামী রাধামোহন,,				
১২৪	বিজয় লক্ষী দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৬,০০০/-	,,
	স্বামী নরেশ ,,				
১২৫	পদ্মলক্ষী দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৬,০০০/-	,,
	স্বামী ক্ষীরদন,,				
১২৬	সূর্য্যকন্যা দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৬,০০০/-	,,
	স্বামী কিসারাম,,				
১২৭	নন্দরানী দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৬,০০০/-	,,
	স্বামী হরেন্দ্র ,,				
১২৮	বীনাপতি দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৩,৩১৮/-	,,
	স্বামী ললিত কুমার,,				
১২৯	নবলক্ষী দেববর্মা	,,	শূকর পালন	১৪,০০০/-	,,
১৩০	গোপাল দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৪,০০০/-	,,
১৩১	অঞ্জলি দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৪,০০০/-	,,
১৩২	তীর্থরানী দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৪,০০০/-	,,
১৩৩	সত্যলক্ষী দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৪,০০০/-	,,
১৩৪	বিশ্বরানী দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৪,০০০/-	,,
১৩৫	সত্য মোহন দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৪,০০০/-	,,
১৩৬	লক্ষীরানী দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৪,০০০/-	,,
১৩৭	শচীরানী দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৪,০০০/-	,,
১৩৮	পঞ্চকন্যা দেববর্মা	ঐ	ঐ	১৪,০০০/-	,,

নাম,	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা	প্রকল্পের নাম	মাথাপিছু	ঋন বিলির তারিখ
১	নিশিকান্ত দাস পিতা -ঁনগেন্দ্র দাস	গ্রাঃ হালহালী পো: হালাহালী কমলপুর ধলাই ত্রিপুরা	মুরগী পালন	১০,০০০/=	২৫/০১/২০০১
২	তনুবাবু সিংহ পিতা- ধালাসিংহ	,,	গাভী পালন	৭,৫০০/-	,,
৩	সুকল্যা শুক্লবৈদ্য স্বামী নিবোদ শুক্লবৈদ্য	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৪	মালতী নমশুদ্র স্বামী প্রহ্লাদ ,,	,,	ধূপকাঠি প্রকল্প	১০,০০০/-	,,
৫	শান্তি নমঃ শুদ্র স্বামী নরেশ	,,	গাভী প্রকল্পে	১০,০০০/-	,,
৬	পুলিন নমশুদ্র পিতা -ঁপরেশ ,,	,,	মোরগী পালন	১০,০০০/-	,,

৭	সুদেব ঘোষ পিতা- সুশীল ঘোষ	,,	,,	৬৩৬৪/-	,,
৮	দেবেশ রায় পিতামতে শোলো	,,	তৈয়ারী কাপড় ব্যবসা	১০,৩০০/-	,,
৯	আবুল মোমিন পিতা- মোঃ আলী	,,	মোরগী পালন	১৪,৮৫০/-	,,
১০	সত্যরঞ্জন বিশ্বাস পিতা যতীন্দ্র বিশ্বাস	,,	তৈয়ারী পোশাক	৭০৫০/-	,,
১১	সুভাষ সিংহ পিতা-ঁধালা ,,	,,	চা চাষ প্রকল্প	৩৭,৫০০/-	,,
১২	মনোজ সিংহ পিতা- বলরাম,,	,,	স্টীল ফার্নিচার	৪৭,৫০০/-	,,
১৩	মঙ্গল সিংহ পিতা- কালাচাঁদ ,,	,,	গাভী প্রকল্প	৭,৫০০/-	,,
১৪	সজল দেব পিতা - নরেন্দ্র দেব	,,	গাভী প্রকল্প	৭,৫০০/-	,,
১৫	শ্রীমতি কাজলী সিংহ স্বামী- গৌর সিংহ	,,	,,	২৬,৫৭০/-	,,
১৬	শ্রীমতি গৌরিদেব স্বামী জয়থিরমো	,,	তৈয়ারী পোশাক প্রকল্প	৬,৯০০/-	,,
১৭	শ্রীপলতান বোনাজ পিতা- দিলবাহাদুর	,,	গাভী প্রকল্প	৭,৫০০/-	,,
১৮	শ্রীকৃষ্ণকান্ত সিংহ পিতা-ঁগোপাল	,,	গাভী প্রকল্প	১০,০০০/-	,,
১৯	মোঃ রেহান উদ্দিন পিতা-ঁসাহতাস,,	,,	মোরগী প্রকল্প	৬,৩৬৪/-	,,
২০	শ্রী প্রদীপ সিংহ পিতা রাধা মোহন	,,	তৈয়ারী পোষাক প্রকল্পে	৭,০৫০/-	,,
২১	শ্রীমতি বিধুমোখীসিংহ স্বামী- বাবো	,,	হস্তকারুশিল্পপ্রকল্প	৪,৮০০/-	,,
২২	শ্রীমতি সৌভি সিংহ স্বামী দুম্বা,,	,,	আগরবাতী প্রকল্প	৫,৪৭৯/-	,,
২৩	শ্রীমতি রাবতী সিংহ স্বামী বসী	,,	গাভী প্রকল্প	৭,৫০০/-	,,
২৪	শ্রীমতি মার্জনা বিবি স্বামী বসির উদ্দিন	,,	মোরগী	৫,৩৫৪/-	,,

২৫	শ্রীমতি রেহেনা বিবি স্বামী মোঃ- সাহাজামাল মিয়া	,,	মোরগী	৫,৩৫৪/-	,,
২৬	শ্রী রাজার আলি পিতা-সুজলমান	,,	মোরগী	৬,৩৫৪/-	,,
২৭	নয়ন দেবনাথ পিতা-ঁহরি দে	,,	চা চাষ প্রকল্প	৪০,০০০/-	,,
২৮	শ্রীমতি রাজলক্ষ্মি সিংহ স্বামী কৃষ্ণ ,,	,,	গাভী প্রকল্প	৭,৫০০/-	,,
২৯	শ্রী অরুন আচার্য পিতা অনাথ,,	,,	সত্বী	৬০,০০০/-	,,
৩০	শ্রীবরজামোন সিংহ পিতা টম্বা	,,	ধূপকাঠি	৫,৪৭৯/-	,,
৩১	শ্রী বলরাম সিংহ পিতা রাধাকান্ত ,,	,,	গাভী	২৬,৫৭০/-	,,
৩২	শ্রী নিশিকান্ত সিংহ পিতা টনি	,,	গাভী	৭,৫০০/-	,,
৩৩	শ্রীমতি থাম্বানো বিবি স্বামী শচীন্দ্র দাস	,,	মোরগী	৬,৩৬৪/-	,,
৩৪	শ্রীমতি রোপারানী দাস স্বামী শচীন্দ্র দাস	,,	গাভী	২৪,০৭০/-	,,
৩৫	শ্রী হরেকৃষ্ণ রায় পিতা হর সুন্দর	,, ,,	গাভী	৭,৫০০/-	,,
৩৬	শ্রী নৃপেন্দ্র দাস পিতা, নরেন্দ্র	,,	মোরগী	১০,০০০/-	,,
৩৭	শ্রী বাবুসিংহ পিতা- সেম্বা ,,	,,	গাভী	৭,৫০০/-	,,
৩৮	শ্রীরায়মোহন সিংহ	,,	গাভী	৭,৫০০/-	,,
৩৯	শ্রীমতি মনলক্ষি সিংহ	,,	গাভী	২১,০০০/-	,,
৪০	শ্রী মনীন্দ্র দেববর্মা পিতা- রাধামোহন,,	,,	মোরগী	১০,০০০/-	,,
৪১	শ্রীমতি নন্দরানী দেববর্মা পিতা রাধামোহন ,,	গ্রাম: কাইমাছড়া পোঃ দ: মানিক ভান্ডার এয়ারপোর্ট জেলা: ধলাই ত্রিপুরা	শূকর	১৩,০০০/-	,,
৪২	শ্রীসোনামনি দেববর্মা স্বামী শশিকর ,,	,,	,,	১৩,০০০/-	,,

৪৩	শ্রী রবিমোহন দেববর্মা পিতা ঁশশি মোহন ,,	,,	,,	১৪,৫০০/-	,,
৪৪	শ্রীমতি রামেতি দেববর্মা স্বামী অভিমান্য,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৪৫	শ্রী উকিন্দ্র দেববর্মা পিতা-ঁমনমোহন ,,	,,	মোরগী	১০,০০০/-	২৭/০২/২০০১
৪৬	শ্রীকৃষ্ণকুমার দেববর্মা পিতা-ঁবিশ্বমনি ,,	,,	সব্জী	১০,০০০/-	,,
৪৭	শ্রীমতি মহেশ্বরী দেববর্মা স্বামী, যতীন্দ্র দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৪৮	শ্রীমতী ভানুমতি দেববর্মা স্বামী ফনিন্দ্র ,,	,,	শূকর	১০,০০০/-	,,
৪৯	শ্রীমতি নবালক্ষি দেববর্মা স্বামী রবিচরণ ,,	,,	,,	১২,০২৪/-	,,
৫০	শ্রী মনরঞ্জন দেববর্মা পিতা -ঁদূর্গা চরণ ,,	,,	,,	১৪,৫০০/-	,,
৫১	শ্রী অমূল্য দেববর্মা পিতা - ঁকৈসালা ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৫২	শ্রীসত্যচরন দেববর্মা পিতা-ঁকেশবালা ,,	,,	মোরগী	১০,০০০/-	,,
৫৩	শ্রীবিদ্যাচরণ দেববর্মা স্বামী কামিনি ,,	,,	শূকর	১০,০০০/-	,,
৫৪	শ্রীমতি সন্ধ্যারানী দেববর্মা স্বামী হরিচরণ ,,	,,	মোরগী	১০,০০০/-	,,
৫৫	শ্রীমতি সাবিত্রি দেববর্মা স্বামী হরিচরণ ,,	,,	শূকর	১০,০০০/-	,,
৫৬	শ্রীমতি বিশ্বপতি দেববর্মা স্বামী কিরন্য ,,	,,	মোরগী	১০,০০০/-	,,
৫৭	শ্রীমতি গীতা চরণ দেববর্মা ভাই রবীন্দ্র ,,	,,	পান চাষ	১০,০০০/-	,,
৫৮	শ্রীমতি গীত রানী দাস স্বামী হরেন্দ্র ,,	গ্রাম: দুরাইছড়া পো: দ: মানিক ভান্ডার এয়ার পোর্ট জে: ধলাই ত্রিপুরা।	মোরগী	১০,০০০/-	,,
৫৯	বীরজা দেববর্মা স্বামী ব্রজেন্দ্র ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,

৬০	শ্রী রোপীন্দ্র দেববর্মা ভা- অমৃত ,, পিতা- মঙ্গল বসি ,,	,,	শূকর	১০,০০০/-	,,
৬১	শ্রীসুখদেব দেববর্মা পিতা -ঁফতুসিংহ	,,	সব্জী	১০,০০০/-	,,
৬২	শ্রীমতি কুন্তমকন্যা দেববর্মা স্বামী মঙ্গলবাসী ,,	,,	শূকর	১০,০০০/-	,,
৬৩	শ্রীমতি ফোয়াতী দেববর্মা স্বামী পরেশ	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৬৪	শ্রীমতি নবলক্ষ্মি দেববর্মা স্বামী রবিচরণ ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৬৫	শ্রীশশি কুমার দেববর্মা পিতা- রবিরায় ,,	,,	সব্জী	১০,০০০/-	,,
৬৬	শ্রী ললিত কুমার দেববর্মা পিতা -ঁ বিশ্বমনি দেববর্মা	,,	শূকর	১৪,৫০০/-	,,
৬৭	শ্রী ললিত কুমার দেববর্মা	,,	,,	১৪,৫০০/-	,,
৬৮	শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র দেববর্মা পিতা-ঁচিকানী ,,	,,	গাভী	১৪,৫০০/-	,,
৬৯	শ্রীমতি বোধুলক্ষ্মি দেববর্মা স্বামী হাসি চরণ ,,	,,	শূকর	১৪,৫০০/-	,,
৭০	শ্রীমতি ভারতী দেববর্মা স্বামী যুধিষ্ঠির ,,	,,	মোরগী	১১,০০০/-	,,
৭১	শ্রীমতি পুষ্পরানী দেববর্মা স্বামী হরেন্দ্র ,,	,,	পানচাষ	১৪,৫০০/-	,,
৭২	শ্রীমতি বিশ্বপতি দেববর্মা স্বামী বোধুচরণ ,,	,,	শূকর	১১,০০০/-	,,
৭৩	শ্রীমতি সবিরানী দেববর্মা স্বামী বনিন্দ্র ,,	,,	,,	১৪,৫০০/-	,,
৭৪	শ্রীমতি বিদ্যারানী দেববর্মা স্বামী কৃষ্ণ মোহন ,,	,,	সব্জী	১০,০০০/-	,,
৭৫	শ্রী বোধু সিং দেববর্মা পিতা- মনগকরহ ,,	,,	শূকর	১০,০০০/-	,,
৭৬	শ্রীমতি বোধকন্যা দেববর্মা স্বামী বীর কুমার ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৭৭	শ্রীমতি বীনা রানী দেববর্মা স্বামী রজলা ,,	,,	মোরগী	১০,০০০/-	,,

৭৮	শ্রী দয়ানন্দ দেববর্মা পিতা- চিকনা ,,	,,	মোরগী	১০,০০০/-	,,
৭৯	শ্রীমতি অভিকন্যা দেববর্মা স্বামী ° মোহন কর ,,	,,	শূকর	১৪,৫০০/-	,,
৮০	শ্রী নরেশ কুমার দেববর্মা পিতা-° বিশ্বমনি ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৮১	ভালক্ষি দেববর্মা স্বামী ভরত চন্দ্র ,,	,,	ধোপকাঠি	৯,১৩২/-	,,
৮২	শ্রীমতি শ্রীলতা দেববর্মা স্বামী° রমা নন্দ ,,	,,	,,	৯,১৩২/-	,,
৮৩	শ্রীমতি সসত্যি দেববর্মা স্বামী লক্ষ্মি নারায়ন ,,	,,	গাভী	১৪,৫০০/-	২৩/৩/২০০১
৮৪	শ্রীমতি বোধুলক্ষি দেববর্মা স্বামী লক্ষ্মি নারায়ন ,,	,,	শূকর	১০,০০০/-	২৬/৩/২০০১
৮৫	শ্রীমতি রায়পতি দেববর্মা স্বামী ভীম ,,	,,	পানচাষ	১৪,৫০০/-	,,
৮৬	শ্রীমতি নন্দরানী দেববর্মা স্বামী প্রসাদ ,,	,,	শূকর	১৪,৫০০/-	,,
৮৭	শ্রীমতি গীতারানী দেববর্মা পিতা -° রবিন্দ্র ,,	,,	শূকর	১৪,৫০০/-	,,
৮৮	শ্রীমতি নিশিরানী দেববর্মা স্বামী নিকেন্দ্র ,,	,,	সব্জী	১০,০০০/-	,,
৮৯	শ্রীমতি রেনুবালা দেববর্মা স্বামী উত্তমকর ,,	,,	মোরগী	১০,০০০/-	,,
৯	,, শকুন্তলা দেববর্মা স্বামী রবিন্দ্র ,,	,,	শূকর	১৪,৫০০/-	,,
৯	শ্রীমতি বামোতী দেববর্মা স্বামী অভিমান্য ,,	,,	,,	১৪,৫০০/-	,,
৯	শ্রীমতি বিশ্বপতি দেববর্মা স্বামী বোধুচরণ ,,	,,	মোরগী	১০,০০০/-	,,
৯	শ্রীমতি সউারমতি দেববর্মা স্বামী রবিন্দ্র ,,	,,	সব্জী	১০,০০০/-	,,
৪	শ্রীমতি কীরন মালা দেববর্মা স্বামী বিনয় ,,	,,	শূকর	১০,০০০/-	,,
৯	শ্রীমতি সুবিনী দেববর্মা স্বামী বহন রয়	গ্রাম: দুরাইছড়া পো: দ: মানিক ভান্ডার	শূকর	১৪,৫০০/-	,,

	-.	এয়ার পোট জে: ধলাই ত্রিপুরা			
৯৬	শ্রীমনক্যা দেববর্মা স্বামী যোগেন্দ্র ,,	,,	মোরগী	১০,০০০/-	,,
৯৭	শ্রীমতি শান্তিরানী দেববর্মা স্বামী দেবকুমার ,,	,,	কলাচায	১০,০০০/-	,,
৯৮	শ্রীমতি ললিত কন্যা দেববর্মা স্বামী মনমোহন ,,	,,	শূকর	১০,০০০/-	,,
৯৯	শ্রীমালিনী দেববর্মা স্বামী অদ্ধ দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,
১০০	শ্রীবসন্তকর সিংহ পিতা-ঁ লেউবা ,,	গ্রাম· হালাহালী পো: হালাহালী জে: ধলাই ত্রিপুরা	গাভী	৭,৫০০/-	,,
১০১	জরনা দাস স্বামী ভুপেনশর,,	,,	সব্জী	১০,০০০/-	,,
১০২	শ্রী নাসীর উদ্দিন স্বামী ঁ কাশিম ,,	,,	গাভী	৭,৫০০/-	,,
১০৩	শ্রী রাজকিশোর সিংহ পিতা গৌর মোহন ,,	,,	,,	১৩,৫০০/-	,,
১০৪	শ্রী সুভাশিস গুপ্তা পিতা জয়ন্ত ,,	,,	,,	৭,৫০০/-	,,
১০৫	শ্রী অনাথব সিংহ পিতা সতাই ,,	,,	,,	১২,৫০০/-	,,
১০৬	নীয়তী দাস স্বামী অনিল ,,	,,	সব্জী	১০,০০০/-	,,
১০৭	শ্রী মনোরঞ্জন দেববর্মা স্বামী দুর্গাচরণ ,,	,,	মোরগী	১০,০০০/-	,,
১০৮	শ্রীমতি বিশ্বকন্যা দেববর্মা স্বামী রাধামোহন ,,	গ্রাম: কাইমাইছড়া পো: দ: মানিক ভান্ডার এয়ারপোর্ট জে: ধলাই ত্রিপুরা	মোরগী	১০,০০০/-	,,
১০৯	শ্রীমতি অপ্তামালা দেববর্মা শ্রীমতি সরু চন্দ্র ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
১১০	শ্রী রবিচরণ দেববর্মা স্বামী শশি কর ,,	,,	শূকর	১০,০০০/-	,,
১১১	শ্রীমতি প্রভারানী দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,

	স্বামী যোদ্যা চন্দ্র ,,				
১১২	,, বাবানী দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,
	শ্রী কৃষ্ণা কুমার ,,				
১১৩	শ্রী তরুন কুমার দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,
	পিতা ধন্যকুমার ,,				
১১৪	শ্রী শচীন্দ্র দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,
	স্বামী বসিক ,,				
১১৫	শ্রী মনীন্দ্র দেববর্মা	,,	মোরগী	১০,০০০/-	,,
	শ্রী রাধামোহন ,,				
১১৬	শ্রী হরিচরণ দেববর্মা	,,	শূকর	১০,০০০/-	,,
	শ্রী রাধামোহন ,,				
১১৭	শ্রীমতী সত্যলক্ষ্মি দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,
	স্বামী				
১১৮	শ্রীনব কিশোর দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,
	স্বামী- মোহন ,,				
১১৯	শ্রী ভুবন চন্দ্র দেববর্মা	,,	মোরগী	১০,০০০/-	,,
	স্বামী দুর্গাচরণ ,,				
১২০	শ্রী নরেশ কুমার দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,
	স্বামী বসিক ,,				
১২১	শ্রী প্রান কুমার দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,
	স্বামী মঙ্গল বসি				
১২২	শ্রীমতি ছায়ারানী দেববর্মা	,,	মোরগী	১০,০০০/-	,,
	স্বামী মনীন্দ্র ,,				
১২৩	শ্রীসত্যচরন দেববর্মা	,,	সব্জী	১০,০০০/-	,,
	স্বামী কেশবা ,,				
১২৪	শ্রীমতি ভানুমতি দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,
	স্বামী ফনিন্দ্র ,,				
১২৫	শ্রীমতি কৃষ্ণাচরণ দেববর্মা	,,	মোরগী	১০,০০০/-	,,
	পিতা পদ্মকুমার ,,				
১২৬	শ্রীমতি থম্বানী সিংহ	গ্রাম: হালাহালী	গাভী	১০,০০০/-	,,
	পিতা চন্দ্রন মোহন ,,	পো: দ: মানিক ভান্ডার			
		এয়ারপোর্ট			
		জে: ধলাই ত্রিপুরা			
১২৭	শ্রী স্বপন বসাক	,,	,,	৭,৫০০/-	,,
	পিতা খগেন্দ্র বসাক				
১২৮	শ্রী গমোল সিংহ	,,	,,	১৫,৫০০/-	,,

	স্বামী ইন্দ্র ,,				
১২৯	শ্রী সুভাষ চৌধুরী পিতা শচীন্দ্র ,,	,,	সব্জী	১৪,০০০/-	,,
১৩০	শ্রী আজির উদ্দিন পিতা নাজির ,,	,,	মোরগী	৬,৩৬৪/-	,,
১৩১	শ্রীমতি নিবেদিতা সিংহ স্বামী অশ্বিনী কুমার ,,	,,	গাভী	৭,৫০০/-	,,
১৩২	শ্রীমতি নীরমলা সিংহ স্বামী নীলমনি ,,	,,	,,	৭,৫০০/-	,,
১৩৩	শ্রীমতি লক্ষি দাস স্বামী রাধাকান্ত ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
১৩৪	শ্রী সফর মীয়া পিতা সামরো ,,	,,	মোরগী	৬,৩৬৪/-	,,
১৩৫	শ্রী কাতীক দাস পিতা সুরেন্দ্র ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
১৩৬	শ্রীমিহির মালাকার পিতা নিশিকান্ত ,,	,,	মোরগী	১০,০০০/-	২৯/০৩/২০০১
১৩৭	শ্রীমতি সন্ধ্যারানী নমঃশুদ্র স্বামী পরেশ ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
১৩৮	শ্রী স্বপন রায় পিতা হরে কিশোর ,,	,,	তৈয়ারী পোষাক	১৬,৪৫০/-	,,
১৩৯	শ্রীরবিন কুমার দেববর্মা পিতা বিশ্বমনি,,	গ্রাম: দুরাইছড়া পো: দ: মানিক ভান্ডার এরোড্রাম	শূকর	৮,০০০/-	,,
১৪০	শ্রীমতি রবিকন্যা দেববর্মা স্বামী কৃষ্ণকান্ত ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
১৪১	শ্রীমতি মোন্যাবতি দেববর্মা স্বামী রবিন্দ্র ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
১৪২	শ্রী অরুন কুমার দেববর্মা পিতা যুধিষ্ঠির ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
১৪৩	শ্রীমতি নীরমলা দেববর্মা স্বামী বীরমনি ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
১৪৪	শ্রীমতি বোধুলক্ষ্মি দেববর্মা স্বামী রথীন্দ্র ,,	,,		১০,০০০/-	,,
১৪৫	শ্রী ভূবন চন্দ্র দেববর্মা পিতা দুর্গা চরণ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,

১৪৬	শ্রীমতি লক্ষি রানী দেববর্মা স্বামী চরনি ,,	,,	মোরগী	১০,০০০/-	,,
১৪৭	শ্রীমতি নবলক্ষ্মী দেববর্মা স্বামী রবিচরণ ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
১৪৮	শ্রীমতি মহারানী দেববর্মা পুত্র মহেন্দ্র ,,	,,	সব্জী	৮,০০০/-	,,
১৪৯	শ্রীমতি বানেশ্বরী দেববর্মা স্বামী রপিন্দ্র ,,	,,	শূকর	১০,০০০/-	,,
১৫০	শ্রী নন্দ কুমার দেববর্মা পিতা দয়ানন্দ ,,	,,	মোরগী	১০,০০০/-	,,
১৫১	শ্রীমতি কিমন্তী দেববর্মা স্বামী মঙ্গলা ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
১৫২	শ্রীমতি দেবলক্ষ্মী দেববর্মা স্বামী মনমোহন ,,	,,	শূকর	৮,০০০/-	২৯/-৩/২০০:
১৫৩	শ্রীমতি নীরমলা দেববর্মা স্বামী বীরমনী ,,	,,	শূকর	১০,০০০/-	,,
১৫৪	শ্রী চন্দ্রনাথ দেববর্মা পিতা কুসুমানন্দ	ঐ	ঐ	১০,০০০/-	ঐ
১৫৫	শ্রীহরেন্দ্র দেববর্মা পিতা সিতল ,,	ঐ	মোরগী	১০,০০০/-	ঐ
১৫৬	শ্রীমতি সুফলক্ষ্মী দেববর্মা পিতা মনমোহন ,,	ঐ	শূকর	১০,০০০/-	ঐ
১৫৭	শ্রীমতি সুভালক্ষী দেববর্মা স্বামী বীরেন্দ্র	ঐ	মোরগী	১০,০০০/-	ঐ
১৫৮	শ্রী অরুরাম দেববর্মা পুত্র মনীন্দ্র ,,	ঐ	ঐ	১০,০০০/-	ঐ
১৫৯	শ্রীমতী সরজা কুমার দেববর্মা স্বামী কুসুম ,,	ঐ	ঐ	১০,০০০/-	ঐ
১৬০	শ্রীমতী সরলা লক্ষী দেববর্মা পিতা সুকদেব ,,	ঐ	শূকর	১০,০০০/-	ঐ
১৬১	শ্রী রথীন্দ্র দেববর্মা পিতা সুভাষ চন্দ্র ,,	ঐ	সব্জী	১০,০০০/-	ঐ
১৬২	শ্রীমতী ভরতকন্যা দেববর্মা স্বামী যুধিষ্ঠির	ঐ	শূকর	১০,০০০/-	ঐ
১৬৩	শ্রীমতী রবিকন্যা দেববর্মা স্বামী কৃষ্ণ কুমার ,,	ঐ	সব্জী	১০,০০০/-	ঐ

১৬৪	শ্রীমতী রাধেশ্বরী দেববর্মা স্বামী ঈশ্বর চন্দ্র ,,	ঐ	শূকর	১০,০০০/-	ঐ
১৬৫	শ্রীমতী বীনাপতি দেববর্মা স্বামী ললিত কুমার	ঐ	ঐ	১০,০০০/-	ঐ
১৬৬	শ্রী রমেন্দ্র দেববর্মা পিতা হরিচরণ ,,	ঐ	মোরগী	১০,০০০/-	ঐ
১৬৭	শ্রীমতী যমুনারানী দেববর্মা স্বামী পরেশ ,,	ঐ	শূকর	১০,০০০/-	ঐ
১৬৮	শ্রী মঙ্গলবাসী দেববর্মা স্বামী ধনেশ্বর ,,	ঐ	সব্জী	১০,০০০/-	ঐ
১৬৯	শ্রী অভিমান্য দেববর্মা পিতা পদ্ম কুমার	ঐ	শূকর	১০,০০০/-	ঐ
১৭০	শ্রী শ্যামাচরণ দেববর্মা স্বামী চীকন	ঐ	সব্জী	১০,০০০/-	ঐ
১৭১	শ্রীমতি বিশ্বরানী দেববর্মা স্বামী প্রমি কুমার ,,	ঐ	ঐ	১০,০০০/-	ঐ
১৭২	শ্রী ভীমচন্দ্র দেববর্মা পিতা রায় চরণ ,,	ঐ	ঐ	১০,০০০/-	ঐ

নাম,	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা	প্রকল্পের নাম	মাথাপিছু	ঋন বিলির তারিখ
১	নরেশ কুমার দেববর্মা পিতা শুভ চন্দ্র দেববর্মা	গ্রাম: কাইমা ছড়া পো: দক্ষিন মানিক ভান্ডার, বিমান বন্দর কমলপুর, ধলাই ত্রিপুরা	মুরগ পালন	১০,০০০/-	৯/৩/২০০১
২	হরেন্দ্র দেববর্মা পিতা মোহন কুমার দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৩	বিশ্বকন্যা দেববর্মা স্বামী রাধা মোহন দেববর্মা	,,	শূকর পালন	১০,০০০/-	,,
৪	সত্যচরণ দেববর্মা পিতা কেশবীয়া দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৫	অমূল্য দেববর্মা পিতা কেশবীয়া দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৬	মেয়শ্রী দেববর্মা স্বামী সুরেন্দ্র দেববর্মা	,,	মোরগ পালন	১০,০০০/-	,,
৭	অভিমুন্য দেববর্মা পিতা পদ্ম দেববর্মা	,,	শূকর পালন	১০,০০০/-	,,

৮	সত্যলক্ষী দেববর্মা স্বামী বিদ্যাচরণ দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৯	সন্ধ্যামলি দেববর্মা স্বামী শশীকুমার দেববর্মা	,,	মোরগ পালন	১১,০০০/-	,,
১০	তরুন কুমার দেববর্মা পিতা ঁধন্য কুমার দেববর্মা	,,	শূকর পালন	১০,০০০/-	,,
১১	মনুকন্যা দেববর্মা স্বামী জীতেন্দ্র দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,
১২	ভরত চন্দ্র দেববর্মা পিতা ঁদয়াল দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,
১৩	গীতা চরম দেববর্মা পিতা ঁনন্দমনি দেববর্মা	,,	মোরগ পালন	১০,০০০/-	,,
১৪	কৃষ্ণ কুমার দেববর্মা পিতা ঁযামিনী দেববর্মা	,,	শূকর পালন	১৫,০০০/-	,,
১৫	খিরনিয়া দেববর্মা পিতা ঁবনমালী দেববর্মা	,,	সব্জি	১৫,০০০/-	,,
১৬	রবি মোহন দেববর্মা পিতা শশী কুমার দেববর্মা	,,	শূকর পালন	১৫,০০০/-	,,
১৭	নখতী দেববর্মা স্বামী মনমোহন দেববর্মা	,,	,,	১২,০০০/-	,,
১৮	রাধাকান্ত সিন্‌হা পিতা ঁখোলা সিন্‌হা	গ্রা: হালাহালী পো: দঃ মানিক ভান্ডার বিমান বন্দর কমলপুর	সব্জি	৬,০০০/-	,,
১৯	রবীন্দ্র দেবনাথ পিতা ঁরাজেন্দ্র দেবনাথ	,,	বাঁশ বেতের কাজ	৬,৩০০/-	,,
২০	শান্তি লাল আচার্য পিতা ঁধীরেন্দ্র আচার্য	,,	দুগ্ধ	৩০,৬৪০/-	,,
২১	সোনাধন সিংহ পিতা ঁদামোদর সিংহ	,,	,,	৭,৫০০/-	,,
২২	মনীন্দ্র পাল পিতা ঁবিপিন পাল	,,	সব্জি	৬,০০০/-	,,
২৩	সুশমা পাল পিতা ঁমোহিত পাল	,,	মোরগ পালন	৬,৩৬৪/-	,,
২৪	গৌরী দেব স্বামী জ্যোতীর্ময় দেব	,,	তৈয়ারী পোষাক	৭,০৫০/-	,,

২৫	মানিক পাল পিতা ঁমুকুন্দ পাল	,,	,,	৭,০৫০/-	,,
২৬	শুক্লা শুক্লবৈদ্য স্বামী নীরেন্দ্র শুক্ল (রবি)	গ্রা: কাইমাছড়া পো: দ:মানিক ভান্ডার বিমান বন্দর, কমলপুর, ধলাই ত্রিপুরা	দুগ্ধ উৎপাদন	১০,০০০/-	,,
২৭	অরবিন্দ দেবনাথ পিতা ঁঅমূল্য দেবনাথ	,,	,,	২৩,১৪০/-	,,
২৮	শুধাংশু ধর পিতা ঁকামিনি ধর	,,	,,	৯,৫০০/-	,,
২৯	সীমা রায় স্বামী হরেকৃষ্ণ রায়	,,	তৈয়ারী পোষাক	১০,০০০/-	,,
৩০	উষা রানী মালাকার স্বামী বীরেন্দ্র মালাকার	,,	সব্জি	১০,০০০/-	,,
৩১	শঙ্কর চৌধুরী পিতা শচীন্দ্র চৌধুরী	,,	দুগ্ধ	২৩,১৪০/-	,,
৩২	নির্মলা সিন্হা স্বামী নীলমনি সিন্হা	,,	,,	৮,০০০/-	,,
৩৩	বিশু তেলী পিতা ঁশুধার তেলী	,,	শূকর পালন	১৪,০০০/-	,,
৩৪	পারুল মালাকার, স্বামী নীলমনি মালাকার	,,	দুগ্ধ	১০,০০০/-	,,
৩৫	নরেশ নমঃ শুদ্র পিতা রমেশ নমঃ শুদ্র	,,	সব্জি	১০,০০০/-	,,
৩৬	অমল দাস পিতা বিনোদ বিহারী দাস	,,	দুগ্ধ	৩০,৬৪০/-	,,
৩৭	রনজিৎ সিন্হা পিতা ঁধন সিন্হা	,,	সব্জি	১৪,০০০/-	,,
৩৮	সজল দেব পিতা ঁনরেন্দ্র দেব	,,	দুগ্ধ	১৫,০০০/-	,,
৩৯	স্মৃতি রায় স্বামী দেবেশ রায়	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৪০	জাহাদা খাতুন স্বামী মনিরুদ্দিন	,,	মোরগ পালন	১০,০০০/-	,,
৪১	মহঃ মনিরুদ্দিন পিতা রহিমুদ্দিন	,,	,,	১০,০০০/-	,,

৪২	কাজলী সিন্‌হা স্বামী গৌর হরি সিন্‌হা	,,	দুগ্ধ	৭,৫০০/-	,,
৪৩	মনোরঞ্জন দাস পিতা ৺প্রফুল্ল দাস	,,	সব্জি	১০,০০০/-	,,
৪৪	নিশা রানী দাস স্বামী নিরঞ্জন দাস	,,	মোরগ পালন	১০,০০০/-	,,
৪৫	রূপ চান সিন্‌হা পিতা তালুক সিন্‌হা	,,	দুগ্ধ	১৭,৫০০/-	,,
৪৬	সন্ধ্যারানী নমঃ শুদ্র স্বামী পরেশ নমঃ শুদ্র	,,	মোবগ পালন	১০,০০০/-	,,
৪৭	অমর বাবু সিন্‌হা পিতা৺হরিমোহন সিন্‌হা	,,	দুগ্ধ	৭,৫০০/-	,,
৪৮	রতন সিন্‌হা পিতা৺চন্দ্রমোহন সিন্‌হা	,,	সব্জি	৬,০০০/-	,,
৪৯	মৃনাল দেব পিতা গজেন্দ্র দেব	,,	,,	৬,০০০/-	,,
৫০	আলিম উদ্দিন পিতা ৺হাতিম আলী	,,	মোবগ পালন	১২,০০০/-	,,
৫১	স্বদেশ রায় পিতা৺যামিনী রায়	,,	তৈয়ারী পোযাক	৭,০৫০/-	,,
৫২	মালতী নমঃ শুদ্র স্বামী প্রল্লাদ নমঃ শুদ্র	,,	মোরগ পালন	১০,০০০/-	,,
৫৩	মহঃ রামিজ উদ্দিন পিতা রহিম উদ্দিন	,,	,,	১৪,০০০/-	,,
৫৪	বিপুলা নমঃ শুদ্র স্বামী ব্রজেন্দ্র নমঃ শুদ্র	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৫৫	জ্যোৎস্না মালাকার স্বামী ৺অবনী মালাকার	,,	সব্জি	১০,০০০/-	,,
৫৬	ইবেম সনা সিংহ স্বামী ৺বীরেন্দ্র সিংহ	,,	,,	১৪,০০০/-	,,
৫৭	ব্রজেশ্বরী সিংহ স্বামী ৺মনি সিংহ	,,	দুগ্ধ	১৮,৫০০/-	,,
৫৮	পূর্ণিমা সিন্‌হা স্বামী রাধামোনহ সিন্‌হা	,,	,,	২০,০০০/-	,,
৫৯	শশীকলা সিন্‌হা স্বামী রাধামোহন সিন্‌হা	,,	সব্জি	৭,৫০০/-	,,

৬০	মনমোহন সিন্‌হা পিতা পূর্নচাদ সিন্‌হা	,,	দুগ্ধ	১৫,০০০/-	,,
৬১	বাবুচান্দ সিন্‌হা পিতা ঁঅমুতল সিন্‌হা	,,	,,	১৫,০০০/-	,,
৬২	গোপাল নমঃ শুদ্র পিতা ঁরসময় নমঃ শুদ্র	,,	সব্জি	১০,০০০/-	,,
৬৩	নন্দরানী দেববর্মা স্বামী প্রসাদ দেববর্মা	গ্রা: দুরাইছড়া পো: দক্ষিন মানিক ভান্ডারক বিমান বন্দর কমলপুর,ধলাই	শূকর পালন	১২,০০০/-	১৫/৩/০২
৬৪	নবকিশোর দেববর্মা পিতা মোহন কুমার দেববর্মা	,,	মোরগ পালন	১০,০০০/-	,,
৬৫	পদ্মলক্ষী দেববর্মা স্বামী ক্ষীরধন দেববর্মা	,,	শূকর পালন	১০,০০০/-	,,
৬৬	কিরনমালা দেববর্মা স্বামী বিনয় দেববর্মা	,,	মোরগ পালন	১০,০০০/-	,
৬৭	নবলক্ষী দেববর্মা স্বামী কথাময় দেববর্মা	,,	সব্জি	১০,০০০/-	,,
৬৮	দেবলক্ষী দেববর্মা স্বামী মনমোহন দেববর্মা	,,	শূকর পালন	১০,০০০/-	,,
৬৯	সাবিত্রী দেববর্মা স্বামী সমীর দেববর্মা	,,	,,	১৪,০০০/-	,,
৭০	কুঞ্জুতী দেববর্মা স্বামী নকুল দেববর্মা	,,	,,	১৪,০০০/-	,,
৭১	গন্ডলক্ষী দেববর্মা স্বামী ভরত দেববর্মা	,,	মোরগ পালন	১১,০০০/-	,,
৭২	মধুলক্ষী দেববর্মা স্বামী বুদুসিং দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৭৩	যতীন্দ্র দেববর্মা পিতা- মোহন দেববর্মা	,,	সব্জি	১০,০০০/-	,,
৭৪	ফুইতি দেববর্মা স্বামী পরেশ দেববর্মা	,,	শূকর পালন	১২,০০০/-	,,
৭৫	রবীকন্যা দেববর্মা স্বামী কৃষ্ণ দেববর্মা	,,	মোরগ পালন	১০,০০০/-	২৪/৩/০২
৭৬	শান্তিরানী দেববর্মা স্বামী দেব কুমার দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,

৭৭	নিপতি দেববর্মা স্বামী নরেশ চন্দ্র দেববর্মা	,,	শূকর পালন	১২,০০০/-	,,
৭৮	যমুনা রানী দেববর্মা স্বামী নরেশ চন্দ্র দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৭৯	রাজেন্দ্র দেববর্মা স্বামী মঙ্গল নাথ দেববর্মা	,,	সব্জি	১০,০০০/-	,,
৮০	রবি কুমার দেববর্মা পিতা ভীমচন্দ্র দেববর্মা	,,	মোরগ পালন	১০,০০০/-	,,
৮১	সিন্দুর কন্যা দেববর্মা স্বামী কিত্তাচরন দেববর্মা	,,	শূকর পালন	১২,০০০/-	,,
৮২	নির্মলা দেববর্মা স্বামী বীরমনী দেববর্মা	,,	মোরগ পালন	১০,০০০/-	,,
৮৩	সূর্য্য কুমার দেববর্মা পিতা কুসুম দেববর্মা	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৮৪	সূর্য্য কন্যা দেববর্মা স্বামী খীচা রায় ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৮৫	নবলক্ষী দেববর্মা স্বামী রবীচরণ ,,	,,	শূকর পালন	১২,০০০/-	,,
৮৬	লক্ষীরানী দেববর্মা স্বামী চরনীয়া ,,	,,	,,	১২,০০০/-	,,
৮৭	বুদুলক্ষী দেববর্মা স্বামী রবীন্দ্র ,,	,,	মুরগ পালন	১০,০০০/-	,,
৮৮	হেন রায় দেববর্মা পিতা অনাতীয়া ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৮৯	সুবিনী দেববর্মা স্বামী বীরমনী ,,	,,	মুরগ পালন	১০,০০০/-	২০/৩/০২
৯০	ললিতা দেববর্মা স্বামী বিশ্বমনী ,,	,,	শূকর পালন	১২,০০০/-	,,
৯১	শুভলক্ষী দেববর্মা স্বামী বারীন্দ্র ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
৯২	কুসুমতি দেববর্মা স্বামী শ্যামাচরণ দেববর্মা	,,	,,	১২,০০০/-	,,
৯৩	নিশা রানী দেববর্মা স্বামী নীকেন্দ্র ,,	,,	সব্জি	১০,০০০/-	,,
৯৪	বিশ্বরানী দেববর্মা স্বামী প্রমী কুমার ,,	,,	শূকর	১৪,০০০/-	,,

৯৫	পঞ্চ কন্যা দেববর্মা স্বামী অভিরাম ,,	,,	শূকর পালন	১৪,০০০/-	,,
৯৬	ভরতকন্যা দেববর্মা স্বামী অরুন কুমার ,,	,,	,,	১৪,০০০/-	,,
৯৭	বিশ্ব রানী দেববর্মা স্বামী সুখীচরণ ,,	,,	,,	১৪,০০০/-	,,
৯৮	পুষ্প রানী দেববর্মা স্বামী হরেন্দ্র ,,	,,	,,	১৪,০০০/-	,,
৯৭	বনেশ্বরী দেববর্মা স্বামী রূপীন্দ্র ,,	,,	,,	১৪,০০০/-	,,
৯৮	নন্দ কন্যা দেববর্মা স্বামী দয়ানন্দ ,,	,,	,,	১৪,০০০/-	,,
৯৯	বীনা দেববর্মা স্বামী ললিত ,,	,,	,,	১৪,০০০/-	,,
১০০	চন্দ্র সিংহ দেববর্মা স্বামী মোহন কুমার ,,	,,	সব্জি	১০,০০০/-	,,
১০১	রাধেশ্বরী দেববর্মা স্বামী ঈশ্বর চন্দ্র ,,	,,	মোরগ পালন	১১,০০০/-	,,
১০২	মলিনী দেববর্মা স্বামী - পদ্ম চরণ ,,	,,	,,	১০,০০০/-	,,
১০৩	সত্য লক্ষী দেববর্মা স্বামী মঙ্গল ,,	,,	শূকর পালন	১০,০০০/-	,,
১০৪	গীতা রানী দেববর্মা স্বামী শশী কুমার দেববর্মা	,,	শূকর পালন	১৪,০০০/-	২৮/৩/০২
১০৫	বিদ্যারানী দেববর্মা স্বামী মনোরঞ্জন ,,	,,	,,	১৪,০০০/-	২৮/৩/০২
১০৬	ভীম দেববর্মা ,, পিতা রাইধন দেববর্মা	,,	সব্জি	১০,০০০/-	২৮/৩/০২

Admitted Un-Started Question No : - 244
Name of MLA : Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। আগরতলা পৌর সভায় বর্তমানে কোন কোন স্তরে কতজন করে অনিয়মিত কর্মচারী রয়েছেন;

২। এক নাগারে কতদিন ধরে উনারা কর্মরত আছেন;

৩। উক্ত অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে হান্ড্রেট পয়েন্ট রোষ্টার অনুসৃত হয়েছিল কিনা; এবং

৪। হয়ে থাকলে উক্ত অনিয়মিতদের মধ্যে কতজন কোন ক্যাটাগরি ভুক্ত কর্মচারী (ST/SC/PH/Ex-Serviceman/General) আলাদা আলাদা হিসাব?

উত্তর

১। আগরতলা পুর পরিষদে মোট ২২৫ জন অনিয়মিত কর্মচারী রয়েছেন। ২২৫ জন অনিয়মিত কর্মচারীর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণী স্তরে ৬৯ জন এবং চতুর্থ শ্রেণী স্তরে ১৫৬ জন কর্মচারী রয়েছেন।

২। উক্ত ২২৫ জন কর্মচারীর মধ্যে ১৯১ জন প্রায় ১৪ বৎসর যাবত এবং বাকী ৩৪ জন প্রায় ২ বৎসর যাবত পুর পরিষদে কর্মরত আছেন।

৩। উপরে উল্লেখিত কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে পুর পরিষদ কর্তৃক হান্ড্রেড পার্সেন্ট রোষ্টার মানা হয় নাই।

৪। ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Started Question No : - 248
Name of MLA : Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। আগরতলা পৌর পরিষদে রেভেনিউ অফিসার, O.S.D গ্যারেজ, O.S.D. Account ও Project Officer ইত্যাদি পদে যে সকল কর্মচারী আছেন, পদগুলি সরকারী স্বীকৃত কিনা;

২। যদি না হয় তাদের বাৎসরিক বেতন ভাতা বাবদ কত খরচ হয়;

৩। অনুমোদিত থাকিলে চিঠির নং ও তারিখ কত;

৪। আগরতলা পৌর পরিষদে O.S, Head Clerk, Assistant Private Secretary এবং U.D.C পদে সরকারী অনুমোদিত কতজনের জায়গায় কতজন কর্মরত আছেন তার বিবরণ?

উত্তর

১। আগরতলা পৌর পরিষদে রেভেনিউ অফিসার, ও এস ডি গ্যারেজ এবং ও এস ডি একাউন্ট পদগুলি সরকার অনুমোদিত নহে কিন্তু পুর পরিষদের প্রয়োজন অনুসারে পুর পরিষদ উক্ত পদগুলি অনুমোদন করেছে। প্রজেক্ট অফিসারের পদটি স্বর্নজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনায় অনুমোদিত।

২। উক্ত পদগুলিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ পুর পরিষদের বাৎসরিক মোট ২,৮৮,০০০/- (দুই লক্ষ অষ্টআশী হাজার) টাকা খরচ হয়।

৩। সরকারী অনুমোদন না থাকায় এ প্রশ্ন উঠে না।

৪। আগরতলা পৌর পরিষদে ও এস, হেড ক্লার্ক, এসিসটেন্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং ইউ ডি সি পদে সরকার অনুমোদিত পদের সংখ্যা ও পুর পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল।

পদের নাম	সরকার অনুমোদিত পদের সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা
১। এসিসটেন্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী	১	২
২। ও এস	২	২
৩। হেড ক্লার্ক	৩	৩

৪। ইউ ডি ক্লার্ক	২৩	৩৫

Admitted Un-Started Question No. : 249
Name of M.L.A. :- Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) আগরতলা পৌর সভার রাজস্ব উদ্দেশ্যে পৌরসভায় কর্মরত ফিল্ড এসিসট্যান্ট এবং ট্যাক্স কালেকটিং কর্মচারীদের (দুটি পোষ্টই ক্লারিং পোষ্ট) যৌথভাবে দায়িত্ব দেওয়া হবে কিনা।

২) দেওয়া হলে কবে নাগাদ উক্ত পদাধিকারীদের যৌথভাবে দায়িত্ব দেওযা হবে এবং

৩) যৌথভাবে উক্ত পদাধিকারীদের দায়িত্ব না দেওয়া হলে এর যুক্তি গ্রাহ্য কারণ ?

উত্তর

১) আগরতলা পুর পরিষদে কর্মরত ফিল্ড এসিসট্যান্ট এবং ট্যাক্স কালেকটিং কর্মচারীদের যৌথভাবে দায়িত্ব দেওয়া হবে না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) উভয় পদাধিকারীগন রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তারা নিজ নিজ কাজ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে করে থাকেন।

Admitted Un-Started Question No. : 250
Name of M.L.A. :- Shri Birjit Sinha.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে "Deligation of Finacial Power Rules Tripura, 1994" এর শর্ত লঙ্ঘন করে মূখ্যমন্ত্রী মূখ্য সচিব এর অনুমোদন ব্যতিত রাজ্য সরকারী কর্মচারী আগরতলা পৌর পরিষদে Deputation এ আছেন;

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তারা কোন কোন পদে নিযুক্ত আছেন ; এবং

৩) তাদের বেতন ভাতা কোন খাত হইতে প্রতিমাসে কত ব্যয় করা হয় ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে। যে সকল কর্মচারী পুর পরিষদে ডেপুটেশানে আছেন তাহার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদন ক্রমে পুর পরিষদ ডেপুটেশন আছেন।

২) ডেপুটেশনিষ্টদের পদের নাম ও সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল

	পদের নাম	ডেপুটেশনিষ্ট এর সংখ্যা
১.	এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার	১ জন
২.	একাউন্টস অফিসার	১ জন
৩.	জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার	৪ জন
	মোট	৬ জন

৩) আগরতলা পুর পরিষদের বাজেট বেতন ভাতা প্রদানের সুনির্দিষ্ট খাত থেকে ডেপুটেশনিষ্টদের বেতন দেওয়া হয় এবং প্রতিমাসে বেতন ভাতা বাবদ মোট ব্যয়ের পরিমান ৮৬,১৪১ (ছিয়াশি হাজার একশত একচল্লিশ) টাকা।

Admitted Un-Started Question No. : 251
Name of Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister In Charge of the Co-operative Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১) ধলাই জেলার হালাহালিতে মহকুমার অন্তগর্ত হালাহালি শিবা প্যাক্স কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গত ১৯-৪-০২ইং তারিখে উক্ত জেলার জেলা শাসকের কাছে কতজন ব্যক্তি সু নির্দিষ্টভাবে দুর্নীতির অভিযোগ জানিয়েছেন ; এবং

২) উক্ত অভিযোগ গুলির ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অদ্যাবদি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার বিবরণ ;

উত্তর

১) ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার অন্তগর্ত হালাহালিতে অবস্থিত শ্রী শিব প্যাক্সের বিরুদ্ধে কমলপুর মহকুমা শাসকের কাছে মোট ১৮ (আঠারোটি) সু-নির্দিষ্ট অভিযোগ জমা পড়েছে।

২) উক্ত অভিযোগ গুলির ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা হয়েছে।

Admitted Un-Started Question No. : 253
Name of M.L.A. Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১) রাজ্যের কোন কোন জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে আয়রন মুক্ত পাণীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে ? (নাম সহ তথ্য)

উত্তর

১) যে সমস্ত জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে আয়রন মুক্ত পাণীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে তাদের নাম নীচে দেওয়া হল ঃ-

জেলা হাসপাতাল

(ক) ত্রিপুরা সুন্দরী জেলা হাসপাতাল, উদয়পুর।

(খ) রাজীব গান্ধী ম্যামোরিয়াল হাসপাতাল, কৈলাশহর।

মহকুমা হাসপাতাল

(ক) সাব্রুম।

(খ) কাঞ্চনপুর (লংতরাইভ্যালী)।

Admitted Un-Started Question No. : 255
Name of M.L.A. Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state -

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালগুলিতে কতজন এলেপ্যাথি ফার্মাসিস্ট কর্মরত রয়েছেন ?

২) এলোপ্যাথি ফার্মাসিস্টের কতগুলি পদ পূণ্য রয়েছে (এস.টি, এস.সি এবং জেনারেল ক্যাটাগরি পৃথক হিসাব) ?

৩) উক্ত শূণ্যপদগুলি পূরণ করা জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হযেছে ; এবং

৪) এন.ই.সি. স্পনসর্ড ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করা এলোপ্যাথি ফার্মাসিস্টেদের উক্ত পদগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে কিনা ?

উত্তর

১) রাজ্যে বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালগুলিতে ২৬৮ জন এলোপ্যাথি ফার্মাসিস্ট কর্মরত রয়েছেন।

২) এলোপ্যাথি ফার্মাসিস্টের শূণ্য পদের সংখ্যা ৬২টি। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

এস.টি. - ৫৪টি।

এস. টি. - ৮টি।

৩) উক্ত পদগুলি পূরণের জন্য সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীণে আছে।

৪) এন.ই.সি. স্পনসর্ড ইনস্টিটিউট সহ সমস্ত এলোপ্যাথি পাশ করা ফার্মাসিস্টদের শূণ্য পদ অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগ করা হইবে।

Admitted Un-Started Question No. : 258

Name of M.L.A. :- Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state -

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে আই.জি.এম. হাসপাতাল সংলগ্ন উমাকান্ত একাডেমির ময়দানে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ক্রিড়ামোদি দর্শকদের উল্লাস, চিৎকার, চেঁচামেচি ও কাসর ঘন্টা সহ অন্যান্য বাদ্য যন্ত্র বাজানোর ফলে যে ধরনের বিকট আওয়াজের সৃষ্টি হয় তার ফলে প্রসুতি সদনের চিকিৎসারত মহিলা সহ সদ্যজাত শিশুদের প্রচন্ড অসুবিধার সম্মুখিন হতে হচ্ছে?

২) যদি সত্য হয় তবে সেটা বন্ধের জন্য রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

উত্তর

১) এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তরে এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ বা প্রস্তাব কোথাও থেকে আসে নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Started Question No. : 260

Name of M.L.A :- Shri Birjit Sinha.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, আগরতলা পুর এলাকার পুকুর, জলাশয়, ডোবা ইত্যাদি ভরাট করার ফলে পরিবেশের বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য এবং শুখা মরসুমে জল সংকট নেতিবাচক ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে ;

২) যদি হয়, তাহলে কিভাবে ইহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে (বিস্তারিত ব্যাখ্যা) ; এবং

৩) সমস্যা সমাধানে দপ্তর কর্তৃক কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে?

উত্তর

১) আগরতলা পুর পরিষদ এলাকায় পুকুর, জলাশয়, ডোবা ইত্যাদি ভরাট করার ক্ষেত্রে আগরতলা পুর পরিষদ কোন অনুমতি প্রদান করেনা। পুকুর, জলাশয় ও ডোবা ভরাটের ক্ষেত্রে রাজস্ব দপ্তরের অধীনস্থ সদরের মহকুমা শাসক অনুমতি প্রদান করে থাকেন। পুকুর, জলাশয় ও ডোবা ভরাট করার ফলে পরিবেশের বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য (শুখা মরসুমে জল সংকটের বিষয়) ইত্যাদি বিষয়ে পুর পরিষদ বা আমাদের দপ্তর কর্তৃক এখন পর্যন্ত কোন সার্ভে করা হয় নাই।

২) ও ৩) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Started Question No. : 272

Name Of M.L.A :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state

প্রশ্ন

১) আগরতলা পৌর এলাকায় পানীয় জলের সংযোগ পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন কিন্তু এখনও পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয় নাই - এইরূপ আবেদকারীর মোট সংখ্যা কত;

২) কবে নাগাদ উক্ত আবেদনকারীদের পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হবে বলে আসা করা যায় ; এবং

৩) পানীয় জলের সংযোগ পাওয়ার জন্য যারা আবেদন করেছেন কোন তারিখ পর্য্যন্ত তাদের পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে নামে তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে?

উত্তর

১) আগরতলা পুর পরিষদ এলাকায় যারা পানীয় জলের পাওয়ার জ্য আবেদন করেছেন কিন্তু এখনও পানীয় জলের সংযোগ পায় নাই এরূপ আবেদকারীর সংখ্যা ৬৪৭৮ জন।

২) উক্ত আবেদনকারীদের মধ্যে ২১৫৬ জন আবেদনকারীদের বর্তমান আর্থিক বছরে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

৩) ১৯৯৮ ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত যতজন আবেদনকারী পানীয় জলের সংযোগের জ্য পুর পরিষদে আবেদন করেছেন সবগুলি আবেদনই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

Admitted Un-Started Question No. : 274

Name Of M.L.A :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সবকারের বিভিন্ন চিকিৎসালয়ে যে সকল অনারারী হোমিও ফিজিসিয়ান রয়েছেন তাদের মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে নিয়মিতকরণের বিষয়টি বর্তমানে কি পর্য্যায়ে রয়েছে?

উত্তর

১) অনারারী হোমিও ফিজিসিয়ানদেরকে মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে নিয়মিত করনের বিষয়ে ত্রিপুরা সরকারের বিবেচনাধীণে নাই

Admitted Un-Started Question No. : 277

Name Of M.L.A :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, আগরতলা পৌর এলাকায় পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে পাকা রাস্তা কাটা আবশ্যক হলে সেই রাস্তা সঠিকভাবে ভরাটের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আগরতলা পৌর পরিষদ কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে অগ্রিম জমা রাখে ;

২) সত্য হলে, অগ্রিম টাকা প্রদান করা সত্বেও জনস্বার্থে সময়মত রাস্তার প্রয়োজনীয় মেরামত না করার কারণ ; এবং

৩) এই ব্যাপারে দপ্তর আগামী দিনে কি ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে?

উত্তর

১) হ্যাঁ। যে সকল বাড়ী জল সরবরাহের বিপরীত পাশে সেই সকল ক্ষেত্রে রাস্তা কাটা প্রয়োজন হয় এবং সেই

সকল ক্ষেত্রে রাস্তা ভরাটের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে নেওয়া হয়ে থাকে।

২) জলের লাইন দেওয়ার পর কাটা রাস্তা, মাটি, বালি ও কংক্রিট ইত্যাদি দিয়ে প্রয়োজনীয় মেরামত করা হয়। (কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো দেরী হয়ে থাকতে পারে।)

৩) ২নং প্রশ্নের উত্তরেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে।

Admitted Un-Started Question No. : 278
Name Of M.L.A :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে গত ৫টি অর্থ বছরে বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানী কর্তৃক রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর সরবরাহকৃত কতগুলি ঔষধের নমুনা গাজিয়াবাদের সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া ল্যাবরেটরীতে ঔষধপত্র গুণগত মান পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল,

২) সত্য হলে উক্ত ক্ষেত্রে কতগুলি ঔষধের গুণগত মান নিম্নস্তরের বলে উল্লিখিত ল্যাবরেটরীর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ও সংশ্লিষ্ট ঔষধের টাকার অংক সহ এবং

৩) রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

উত্তর

১) গত পাঁচটি অর্থ বছরে ৩১৭টি ঔষধের নমুনা গাজিয়াবাদে সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া ল্যাবরেটরীতে ঔষধের গুণগত মান পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপঃ-

১৯৯৭	-	১৯৯৮	-১৫টি
১৯৯৮	-	১৯৯৯	- ৩টি
১৯৯৯	-	২০০০	- ১টি
২০০০	-	২০০১	-৬৯টি
২০০১	-	২০০২	-২২৯টি

২) উপরোক্ত ক্ষেত্রে ৩৪টি ঔষধের নমুনার গুণগতমান নিম্নস্তরের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঔষধের ক্রয়মুল্য টাকার অংকে ১৭,৯১,১৩৫ টাকা।

৩) উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যথা-

১৯৯৭-১৯৯৮ ইং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ড্রাগস্ কন্ট্রোলারকে প্রস্তুতকারকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল এবং যথাযত ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন।

২০০০-২০০১ ইং তিনটি ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারকের লাইসেন্স ১ মাসের জন্য বাতিল করা হয়েছে। বাকী ছয়টির ক্ষেত্রে ডি এন্ড সি অ্যাক্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

২০০১-২০০২ ইং সবকয়টির ক্ষেত্রে ডি এন্ড সি অ্যাক্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Un-Started Question No. : 279

Name Of M.L.A :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) গত ৫টি অর্থ বছরে রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর কোন কোন ঔষধের কোম্পানী থেকে কত টাকা মূল্যের ঔষধ ক্রয় করেছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)-

১) গত ৫টি অর্থ বছরে নিম্নলিখিত কোম্পানীর গুলির থেকে ঔষধ কেনা হয়েছিল ঃ-

১৯৯৭-১৯৯৮		
শ্রীগুরু বন্ধু ড্রাগস	ঃ-	টাঃ ২৬,৪৯,০০০-০০
অজন্তা ফার্মা	ঃ-	টাঃ ২৭,৫৮,০০০-০০
নাথসীড এন্টারপ্রাইজ	ঃ-	টাঃ ১,০২,২৪৬-০০
বেঙ্গল ইমুনিটি (নিবেদিত)	ঃ-	টাঃ ৩, ৫ ৭০-০০
কোর হেলথ কেয়ার	ঃ-	টাঃ ২৩,৮৪ ৩১০-০০
নেসান্যাল কেমিকেল	ঃ-	টাঃ ২, ৭৭, ৫৬০-০০
গ্লোব এন্টারপ্রাইস	ঃ-	টাঃ ৩, ০৬,৫০০-০০
সি.আই.লেবরোটারিজ	ঃ-	টাঃ ২,৩০,৮৮০-০০
পারচ্ লেবরোটারিজ	ঃ-	টাঃ ২,১০,৪৮০-০০
বেঙ্গল ক্যামিক্যাল	ঃ-	টাঃ ১৪,৩৪,০০০-০০
মর্ডান ল্যাবরোটারিজ	ঃ-	টাঃ ২৩,১০ ৩২৬-০০
পি. পিস্মতলাল এন্ড কোং	ঃ-	টাঃ ২৯,০৩,০০০-০০
সাহা ড্রাগ ডিসট্রিবিউটাব	ঃ-	টাঃ ২,৪৬,৫০০-০০
রাণী সহী ফার্মাসিউটিক্যাল	ঃ-	টাঃ ৫৪,৪৫৪-০০
কমলা মেডিক্যাল এজেন্সি	ঃ-	টাঃ ৮৩,১৭৫-০০
লাইফ ফার্মাসিটিক্যাল	ঃ-	টাঃ ১, ০৮,৫২০-০০
মহারাষ্ট্র এন্টিবায়োটিক	ঃ-	টাঃ ৫,৯০,৪০০-০০
		টাঃ ১,৬৬,৫২,৯১২.০০
১৯৯৮-১৯৯৯		
স্টেলিজন লেবরোটারি	ঃ-	টাঃ ১৮,৪৮,৬৮০-০০
বি.ডি.এইস	ঃ-	টাঃ ২,৬৮,৮৩৬.০০
দেজ ড্রাগস এন্ড কেমিক্যাল	ঃ-	টাঃ ১৯,৫১ ১০০.০০
এলাইড কেমিক্যাল	ঃ-	টাঃ ১,৩২,০০০.০০
গ্লোব এন্টারপ্রাইজ	ঃ-	টাঃ ১,৬৯,২৫০০.০০

মেডিকাম্যান এন্টারপ্রাইজ	:-	টাঃ ১৯,১৪,৭৮০.০০
নাথসিডস্ এন্টারপ্রাইজ	:-	টাঃ ৩,৯১,৫৬৩.০০
সাহা ড্রাগস ডিসট্রিবিউটার	:-	টাঃ ৪২,০০০.০০
লার্ক লেবরোটরি	:-	টাঃ ৫,৯৯,৫৫০.০০
বি.সি.পি.এল	:-	টাঃ ১,৭৬,০০০.০০
কেমরন লেবরোটরি	:-	টাঃ ১,১২,৬৮০.০০
নর্থ বেঙ্গল অর্গানাইজেসন	:-	টাঃ ১, ৫৬,৩০০.০০
আগরতলা ফার্মাকো	:-	টাঃ ১৭,২৩,০০০.০০
সাগা লেবরোটরি	:-	টাঃ ৩২,৬০,০০০.০০
মর্ডান লেবরোটরি	:-	টাঃ ৮,৫৭,৬৩০.০০
নারায়নদাস ভগবানদাস	:-	টাঃ ১৩,৫৩,৯২৫.০০
ইন্ডিয়ান ফার্মা	:-	টাঃ ১০, ৮৮০.০০
		টাঃ ৫৫, ৮৫,০৮৪.০০

১৯৯৯-২০০০

আগরতলা ফার্মাকো	:-	টাঃ ২২,৩৬,৬০৭.০০
মেডিকাম্যান বায়োটেক	:-	টাঃ ২,৩৪,৫৫৫.০০
গ্লোব এন্টারপ্রাইজ	:-	টাঃ ১,৩৫,৪০০.০০
কে. ডি. এম. ফার্মাসিউটিক্যাল	:-	টাঃ ৪৫, ০০০.০০
ফিনপ ড্রাগস	:-	টাঃ ১,৪৩,৫০০.০০
রেমিডিস টিমিটেড	:-	টাঃ ৮৬,৫০০.০০
স্টারলিং ফার্মা ডিস্ট্রিবিউটার	:-	টাঃ ১,২৫,০০০.০০
বিফাম প্রাইভেট লিমিটেড	:-	টাঃ ৫৯, ১৯০.০০
নারায়নদাস ভগবানদাস	:-	টাঃ ১,৩৭,৫১৭.০০
শ্রীগুরু বন্ধু ড্রাগস	:-	টাঃ ২,৯৭,৮৬৫.০০
লার্ক লেবোরেটরি লিমিটেড	:-	টাঃ ২,২৭, ৭০৫.০০
বি.সি.পি.এল	:-	টাঃ ৮৮, ২৫০.০০
স্টেলিয়ন লেবরোটরি	:-	টাঃ ৯,১০০.০০
মান ফার্মাসিউটিক্যাল	:-	টাঃ ৩, ৪৯,২৫০.০০
এলপাহন ইন্ডাস্ট্রিস	:-	টাঃ ৫, ৫৩,৭৭০.০০
একরন প্রাইভেট লিমিটেড	:-	টাঃ ২০, ৮০০.০০
ইনডাস ফার্মাসিউটিক্যাল	:-	টাঃ ১,৯১,৫৮০.০০
টি.এস.আই.সি.	:-	টাঃ ১, ৮০,০০০.০০
নেসটার ফার্মাসিউটিক্যাল	:-	টাঃ ১, ২৮, ৯২০.০০
		টাঃ ৫২, ৫০, ৯০৯.০০

২০০০-২০০১ ইং

ব্রাউন লেবরোটরি	ঃ-	টাঃ ২,৫২, ৭৬৫.০০
শ্রীগুরু বন্ধু ড্রাগস	ঃ-	টাঃ ১, ২৩, ৬৬০.০০
এস.ডি. এন্টারপ্রাইজ	ঃ-	টাঃ ১০,০৮,০০০.০০
সেনবো ইন্ডাস্ট্রিজ	ঃ-	টাঃ ১০, ৫১,২০০.০০
এন.সি.পি.ডব্লি.পি.এল	ঃ-	টাঃ ১, ০৫, ৬০০.০০
দেজ ফার্মা	ঃ-	টাঃ ২, ২৬, ৭৫০.০০
নেস্টার ফার্মাসিউটিক্যাল	ঃ-	টাঃ ৪, ৪৭,৯০৪.০০
কে.ডি.এম. ফার্মা	ঃ-	টাঃ ২, ৩২, ১৩৫.০০
ফিনপ ড্রাগস	ঃ-	টাঃ ১, ৪৮, ০০০.০০
মান ফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড	ঃ-	টাঃ ৫৬, ১২০.০০
নাথ সিডস্	ঃ-	টাঃ ৯০, ২০০.০০
ফার্মা ইমপেকস	ঃ-	টাঃ ১, ১০, ৫৬০.০০
এন.সি.পি.এল.	ঃ-	টাঃ ১,১৭,৮৭২.০০
বিফাম প্রাইভেট লিমিটেড	ঃ-	টাঃ ৩১,০০০.০০
বি.সি.পি.এল.	ঃ-	টাঃ ৩২, ৮০০.০০
ইনডাস্ ফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড	ঃ-	টাঃ ৪৪, ৬১১.০০
গ্লোব এন্টারপ্রাইজ	ঃ-	টাঃ ৮৭, ৬৮৬.০০
রয়েল এসোসিয়েট	ঃ-	টাঃ ৯২, ৭২৭.০০
টি.এস.আই.সি.	ঃ-	টাঃ ১০, ২৪৬.০০
লার্ক লেবরোটরি	ঃ-	টাঃ ৩৬, ২৭০.০০
লিনকন	ঃ-	টাঃ ৫৯, ২৮০.০০
বেকন ফার্মা	ঃ-	টাঃ ১৬, ৬৮০.০০
এলপাইন ইনডাট্রিজ	ঃ-	টাঃ ৭২, ৮৫৬.০০
এন.সি.মেডিক্যাল	ঃ-	টাঃ ৫, ৫২০.০০
এ করন	ঃ-	টাঃ ৬৬, ৪৭৫.০০
অরাটন লেবরোটরি	ঃ-	টাঃ ১, ৩৩৫.০০
		টাঃ ৪৫, ২৮, ২৫২.০০

২০০১-২০০২

ইনজাস	ঃ-	টাঃ ৭৩, ৯৩৪.০০
মর্ডান লেবরোটারি	ঃ-	টাঃ ১১, ৭১, ৫৯৭.০০
ফার্মা ইমপেকড়া	ঃ	টাঃ ৫, ৪২, ১১২.০০
শ্রীগুরু বন্ধু ড্রাগস	ঃ-	টাঃ ২০, ৫২, ৫০৩.০০
টি.এস.আই.সি	ঃ-	টাঃ ২৭, ০০০.০০
গ্লোব এন্টারপ্রাইজ	ঃ-	টাঃ ২, ৮৫, ৯০০.০০
নিউ ম্যাডিকেল	ঃ-	টাঃ ৪০, ৫০০.০০
মেডিক্যামেন বায়োটেক	ঃ-	টাঃ ৩, ৯৮, ৪০০.০০

রাজস্থান ড্রাগস	ঃ-	টাঃ ১৮, ৪১৫.০০
এন.সি.মেডিক্যাল	ঃ-	টাঃ ৩, ৯৮, ৪০০.০০
লার্ক ফার্মাসিউটিক্যাল	ঃ-	টাঃ ১৬, ০৮,৩৮৯.০০
লিনকন ফার্মা	ঃ-	টাঃ ৯৮, ৪০০.০০
এন.সি.পি. ডব্লি.পি.এল.	ঃ-	টাঃ ২৬, ৯৮০.০০
ম্যাকলার্ন	ঃ-	টাঃ ২৮, ০৮০.০০
বি.সি.পি.এল.	ঃ-	টাঃ ৬, ৫১, ৩০০ ০০
এন.সি.পি.ডব্লি.	ঃ	টাঃ ৩১, ১৮২.০০
		টাঃ ৮৪, ৩৩, ৬৩৫.০০

Admitted Un-Started Question No. : 283
Name Of M.L.A. :- Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) গত ১,৪,২০০১ইং থেকে ৩১,৩,২০০২ইং পর্যন্ত খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে কত রোগী ই.সি.জি. করার সুযোগ নিয়েছেন ;

২) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে আলট্রা সাউন্ড ও সনোগ্রাফি মেসিনটি বর্তমানে চালু আছে কিনা ?

৩) গত ১,৪,২০০১ইং থেকে ৩১,৩,২০০২ইং পর্য্যন্ত কতজনকে আলট্রা সনোগ্রাফি করা হয়েছে ?

উত্তর

১) গত ১,৪,২০০১ইং থেকে ৩১,৩,২০০২ইং পর্য্যন্ত খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে ১৬ জন রোগীর ই.সি.জি করা হয়েছে।

২) আলট্রা সাউন্ড সনোগ্রাফি মেসিনটি ৪,৭,২০০১ থেকে অচল আছে।

৩) গত ১,৪,২০০১ইং থেকে ৩১,৩,২০০২ইং পর্য্যন্ত ৭ জন রোগীর আলট্রা সনোগ্রাফি করা হয়েছে।

Admitted Un-Started Question No. :-287
Name Of M.L.A. :- Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) আগরতলা শহরে বেসরকারী নার্সিং হোমের সংখ্যা কত এবং মোট কতজন চিকিৎসক কর্মরত (নার্সিং হোম প্রতি চিকিৎসকের পৃথক হিসাবে' ?

২) উক্ত নার্সিং হোমগুলিতে যে সকল চিকিৎসক কর্মরত আছেন তাদেরকে নিযুক্তিপত্র প্রদান করা হয় কিনা এবং তাদেরকে বেতন-ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে কি ধরনের নিয়মাবলী অনুসৃত হয় ; এবং

৩) বিভিন্ন নার্সিং হোমে চিকিৎসক ব্যতীত অন্যান্য কতজন কর্মী কর্মরত অবস্থায় আছেন এবং তাদের বেতন-ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে কি ধরনের নীতিমালা অনুসৃত হয় ?

উত্তর

১) আগরতলা শহরে বেসরকারী নার্সিংহোমের সংখ্যা ৯টি এবং ৬৫ চিকিৎসক কর্মরত আছেন। নার্সিংহোম প্রতি চিকিৎসকের কর্মরত আছেন। নার্সিহোম প্রতি চিকিৎসকের হিসাব নিম্নে বর্ণিত ঃ-

সরকার ক্লিনিক এন্ড নার্সিংহোম	-	৭জন
সনজিবনি নার্সিংহোম এণ্ড রিসার্চ সেন্টার	-	৫জেন
লাইফ লাইন নার্সিংহোম এণ্ড রিসার্চ সেন্টার	-	৫জন
মহামায়া নার্সিংহোম এন্ড পলিক্লিনিক এড রিসার্চ সেন্টার	-	৬জন
কেয়ার এণ্ড কিউর নার্সিংহোম এণ্ড রিসার্চ সেন্টার	-	৫জন
ট্রপিকেল অর্থপেডিক এন্ড রিলেটেড রিসার্চ	-	৬জন
ভৌমিক পলিক্লিনিক এন্ড নার্সিংহোম	-	৫জেন
তৃপ্তি মেডিকেয়ার এণ্ড রিসার্চ সেন্টার আগরতলা হসপিটেল	-	৮জন
আগরতলা হসপিটাল এন্ড রিসার্চ সেন্টার (প্রাইভেট লিমিটেড)	-	১৮জন

২) চিকিৎসকের ক্ষেত্রে কোন নিযুক্তি পত্র প্রদান করা হয় না। বেতন-ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদেরকে পার্টটাইম সান্মানিক ভাতা হিসাবে দেওয়া হয়।

৩) বিভিন্ন নার্সিংহোম চিকিৎসক ব্যতীত অন্যান্য কর্মীর সংখ্যা ১৩৩ এবং তাদেরকে কাজের বিনিময়ে ভাতা এই হিসাবে কাজে নিয়োগ করা হয়।

Admitted Un-Started Question No. : 288
Name of M.L.A. :- Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে বর্তমানে কোন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাওপর আছেন কিনা, থাকলে তাঁর নাম কি?

২) গত ২০০০ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২০০২ ইং সনের ১লা জুলাই অব্দি খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কতদিন ডিউটি করেছেন?

উত্তর

১) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছেন, উনাম নাম ডাঃ ব্রহ্মজিত দাম।

২) গত ২০০০ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২০০২ইং সনের ১লা জুলাই অব্দি খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে শিশু বিশেষজ্ঞডাক্তার মাত্র দুই দিন কাজ করেছেন (তারিখ ১৭-১-২০০১ এবং ১৮-৪-২০০১)।

Admitted Un-Started Question No. : 289
Name Of M.L.A. :- Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ১৯৯৮-১৯৯৯ইং, ১৯৯৯-২০০০ইং, ২০০০-২০০১ইং এবং ২০০১-২০০২ইং অর্থ বর্ষে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ও নগর পঞ্চায়েত গুলিতে মোট কতটি পরিবারকে স্বল্পমূল্যে শৌচাগার তৈরীর সুযোগ দেওয়া হয়েছে ; (পৃথক পৃথক হিসাব) এবং

২) বর্তমান অর্থবর্ষে Low Cost Sanitary Latrine নির্মান প্রকল্পে কতটি পরিবারকে সুযোগ দেওয়া যাবে?

উত্তর

১) ১৯৯৮-১৯৯৯ইং, ১৯৯৯-২০০০ইং, ২০০০-২০০১ইং এবং ২০০১-২০০২ইং অর্থ বর্ষে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ও নগর পঞ্চায়েত গুলিতে যত সংখ্যক পরিবারকে স্বল্পমূল্যে শৌচাগার তৈরীর সুযোগ দেওয়া হয়েছে তার হিসাব বৎসর ভিত্তিক, আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ও নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হল।

অর্থবর্ষ	সংস্থার নাম	পরিবারের সংখ্যা
১৯৯৮-১৯৯৯	কোন শৌচাগার তৈরীর সুযোগ দেওয়া হয় নাই	
১৯৯৯-২০০০	১) আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল	৭৮৫
	২) খোয়াই নগর পঞ্চায়েত	১২০
	৩) তেলিমুড়া নগর পঞ্চায়েত	৩০০
	৪) রানীরবাজার নগর পঞ্চায়েত	১৫০
	৫) সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত	২০০
	৬) উদয়পুর নগর পঞ্চায়েত	৩০০
	৭) অমরপুর নগর পঞ্চায়েত	৭৫
	৮) সাব্রুম নগর পঞ্চায়েত	১২০
	৯) বিলোনীয়া নগর পঞ্চায়েত	৩০০
	১০) ধর্মনগর নগর পঞ্চায়েত	৩২৫
	১১) কৈলাশহর নগর পঞ্চায়েত	৩০০
	১২) কুমারঘাট নগর পঞ্চায়েত	১০০
	১৩) কমলপুর নগর পঞ্চায়েত	১২৫
২০০০-২০০১	কোন শৌচাগার তৈরীর সুযোগ দেওয়া হয় নাই।	
২০০১-২০০২	কোন শৌচাগার তৈরীর সুযোগ দেওয়া হয় নাই।	

২) বর্তমান অর্থ বছরে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ও নগর পঞ্চায়েত এলাকা গুলিতে মোট ২৪৭৫টি পরিবারকে স্বল্পমূল্যে শৌচাগার তৈরীর সুযোগ দেওয়া যাবে।

Admitted Un-Started Question No. : 291
Name Of M.L.A. :- Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the of the Health and Family Welfare Departement by pleased to state :-

প্রশ্ন

১) রাজ্যে যে সকল নার্সিং হোমও সেবাসদন রয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটির রেজিস্ট্রেশন (স্বাস্থ্য দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত) রয়েছে কিনা ;

২) উক্ত নার্সিং হোম বা সেবা সদনগুলিকে রেজিষ্ট্রেশান দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তরে কি কি বিষয় খতিয়ে দেখা হয় ;

৩) নার্সিং হোম বা সেবা সদগুলিতে রোগীদের চিকিৎসার প্রয়োজনে কি কি ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক ?

উত্তর

১) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় মোট ৯টি রেজিস্টার্ড নার্সিং হোম আছে।

২) নার্সিং হোমগুলির রেজিস্ট্রেশান দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তরে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি ক্ষতিয়ে দেখা হয় ঃ যথা (ক) আবেদনপত্র, (খ) ডাক্তাব, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের যোগ্যতা, (গ) প্রয়োজনীয় বাসস্থান, (ঘ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ঔষধাদি, (ঙ) স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদি।

৩) নার্সিং হোমের চিকিৎসার প্রয়োজনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি থাকা আবশ্যক ঃ-

(ক) শয্যা সংখ্যা অনুপাতানুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্যতা সম্পন্ন ডাক্তার, নার্স ও বিভিন্নশ্রেণীর স্বাস্থ্যকর্মী।

(খ) প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও বাসস্থান।

(গ) ল্যাবরেটরীর ব্যবস্থা।

(ঘ) লেবার রুম / অপারেশন থিয়েটার।

Admitted Un-Started Question No. : 297
Name Of M.L.A :- Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে প্রচলিত নির্দেশিকা অনুসরণ না করে আগরতলা পুর পরিযদ কর্তৃপক্ষ বাড়ীর কর নির্ধারনের ক্ষেত্রে দুই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করছে;

২) সত্য হলে এর যথার্থ কারণ কি ; এবং

৩) নির্দিষ্ট নির্দেশিকা অনুসারে বাড়ীর কর সংগ্রহ করার জন্য যথার্থ ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) হ্যাঁ। নির্দিষ্ট নির্দেশিকা অনুসরণ করেই বাড়ীরক কর সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে।

Admitted Un-Started Question No. : 300
Name Of Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Panchayat Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) ২০০০-২০০১ইং এবং ২০০১-২০০২ইং অর্থ বছরে পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের অর্থে সদর মহকুমায় কোন কোন প্রকল্পে কত টাকা অর্থ ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

২) ২০০০-২০০১ইং এবং ২০০১-২০০২ইং অর্থ বছরে সদর মহকুমায় পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলে থেকে নিম্ন বর্ণিত প্রকল্পে ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হল ঃ-

আর্থিক বছর	প্রকল্পের নাম	অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ
	ও অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজ	
২।২০০১-২০০২	১। শ্রমনি বিড় কাজ	১,১৫,৭৬,২২৮ টা.
	২। কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল কাজ	২.৩১,৫২,৪৬০ টা.
	৩। বর্তমান সম্পদ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজ	১,১৫,৭৬,২২৮ টা.

Admitted Un-Started Question No. : 306
Name Of M.L.A :- Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) আগরতলা শহর ও শহরতলীর প্লাবন রক্ষার্থে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থা অথবা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকার কত টাকা পেয়েছে ; এবং

২) এ পর্যন্ত (১০-০৮-০২) কোন কোন খাতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

উত্তর

১) আগরতলা শহর ও শহরতলীর প্লাবন রক্ষার্থে এবং শহরের ড্রেইনেজ সিস্টেমের উন্নয়নের জন্য কাজ সরকার কোন সংস্থা বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সরাসরি কোন টাকা পায় নাই, তবে কেন্দ্রীয় সরকারের নগর উন্নয়ন ও দারিদ্র দুরীকরণ মন্ত্রনালয় ২০০১-২০০২ইং অর্থবছরে আগরতলা শহরের ড্রেইনেজ সিস্টেমের উন্নয়নের জন্য ১৩ কোটি ১১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন এবং এই মঞ্জুরীকৃত অর্থের প্রথম পর্য্যায়ে ৬ কোটি ৫৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ন্যাশন্যাল বিল্ডিং কন্সট্রাকসন কর্পোরেশন (NBCC) কে কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রদান করেন।

২) ন্যাশন্যাল বিল্ডিং কন্সট্রাকসন কর্পোরেশন (NBCC) কোন খাতে কত টাকা ব্যয় করেছেন এ ব্যাপারে কোন তথ্য রাজ্য সরকারকে প্রদান করেনি কাজেই ১০-০৮-০২ইং পর্যন্ত খরচের হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়।

Admitted Un-Started Question No. : 307
Name Of Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the General Administration (AR) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকারের দুর্নীতি দমন শাখায় ১৯৯৮ইং সনের জানুয়ারী মাস থেকে ১৪ই আগষ্ট ২০০২ইং তারিখ পর্যন্ত যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ রয়েছে, পেশা সহ তাদের নাম কি?

উত্তর

১) প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুলি পাওয়ার পর অধিকাংশ অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তের জন্য দুর্নীতি দমন শাখায় (Vig. org) পাঠানো হয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিযোগগুলির উপর বিভাগীয় প্রধানের মতামতের জন্য স্ব-স্ব দপ্তরে ও প্রেরণ করা হয়। ১৯৯৮ইং সালে জানুয়ারী মাস থেকে ১৪ইং আগষ্ট ২০০২ইং তারিখ পর্যন্ত Vigilance Organisation এ মোট ১৩৫ জন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অভিযুক্তদের নাম ও পদবীর তালিকা সংগে জুড়ে দেওয়া হল।

Statement Showing the Allegation Against the Goverment Employees Reveived by the Vigilance organisation During the Period fro 1998 to 14.08.2002 (1.1.1998 to 14.08.2002)

Sl No	Name	Designation
1	C. Krishnan	IFS, DCF/DFO
2	Sushil Adhockery	Addl. S.P. (Rcd)
3	D.S. Deb Choudhury	Commandant (HG)
4	Shyamsundar Acharjee	Physical Instructor
5	Aparna Das	Office Supdt.
6	Himangshu Sinha	Typist
7	Mudhusudhan Bhattacharjee	Sr. Cheimist
8	Sukamal Bhattacharjee	Asstt. Engineer
9	Dilip Chakaraborty	P.A.
10	Dipak Goswami	L.D.C
11	Makhan Jamatia	Asstt. Head Master
12	Pradip Kr. Das	Class IV
13	Sankar Kr. Singha	U.D.C
14	Tapas Rn. Saha	Asstt. Teacher
15	Dilip Kr. Bhattacharjee	Ex-Head Master
16	Dhirendra Debnath	Panchayet Secretary
17	Rabindra Debnath	S.D.T.W.O
18	A. B. Paul	Tribal Supervisor

19	Ranjit Lodh	Chief Engineer (Elect.)
20	Prabir Datta Gupta	Reader
21	R. Lodh	C. E. (Elect)
22	B. C. Saha	Chief Engineer (Elect)
23	A. K. Roy	AIG (HQ)
24	Gouranga Majumder	U.D.C (Rtd)
25	D. C. Das	Head Clerk (Retd)
26	Dr. B.P. Makherjee	O.S.D. (Retd)
27	B. C. Saha	Financial Advisor(Rtd)
28	A. K. Deb	Secretary
29	S. P. Chakraborty	ADHE (Rtd)
30	M. L. Das	Secretary.
31	Manikya Debnath	U.D.C.
32	N. G. Saha	O.S. (Rtd)
33	P. C. Dhar	O.S.D. (Rtd)
34	K.K. Debnath	F. A. (Rtd)
35	A. K. Mangota	Secretary
36	N. G. Saha	O.S. (Rtd)
37	N.G. Chakraborty	Joint Director (Rtd)
38	J.L. Debnath	U.D.C
39	P. Ghosh	Head Clerk
40	J. L. Sinha	O.S. (Rtd)
41	S. Das	D. H E.
42	Pulak Bhattacharjee	Information Asstt.
43	R. K. Debnath	Director, School Edu.
44	Surendra Kr. Debnath	Publication Officer
45	Jenendra Chakraborty	Accountant
46	Usha Rn. Debnath	Teacher
47	T. Bardhan	Inspector of Police
48	Utpal Debbarma	Addl. S. P.
49	Kshirode Debbarma	S.I.
50	Bhola Saha	Medical Officer
51	Kirit Mohan Debbarma	Ex-B.D.O.

52	Arun Kr. Das	Mechnics
53	Ukendra Reang	Junior Engineer
54	Durga Chran Jamatia	Junior Engineer
55	Partha Roy	Head Cleark
56	Kalipada Bhattacharjee	Health Edu. Officer
57	Dilip Mohan Sarkar	General Manager
58	Ratan Lal Chakraborty	Jr. S.E.O
59	Ratanlal Dey	Accountant
60	Badal Ch. Dey	U.D.C
61	Gita Banik (Das)	Jr. S.E.O
62	Rana Judbir Jang	Dev. Officer
63	Utpal Kanti Roy	Cashier
64	Subrata Datta	In-charge showroom
65	Shyamal Kn. Deb	In-charge showroom
66	Narayan Das	Head Librarian
67	B. C. Saha	Chief Engineer
68	Tapan Ch. Das	E. E.
69	Mohitosh Das	A. E.
70	Haripada Nath	A. E.
71	Sidhartha Bhattacharjee	Jr. Engineer
72	Pijush Saha	Foreman
73	Saikat Debbarma	Director
74	D. L. Banerjee	Addl. Director
75	Pallav Debbarma	Director
76	Biman Nath	Supdt. of Press
77	Sankar Chakraborty	In-Charge Estt. Section
78	K. D. Choudhury	Dy. Transport Commissioner
79	L. Darlong	Asstt. Director
80	Amal Deb	Acctt.
81	Dulal Routh	Acctt.
82	Sankar Chakraborty	Supdt. of Press
83	Bikash Paul	In-charge

84	Sukendu Bikash Sarkar	Supervisor
85	Biskash Bhattacharjee	Acctt.
86	Biswajit Dey	Sr. Information Officer
87	Nripendrajit Singh	Culcural Asstt.
88	Nani Bhusan Sarkar	Mechanic
89	Mridul Das	Ex. Executive Officer
90	Subhash Ch. Das	Ex. Assessor
91	Jagadish Bhowmik	Project Officer
92	Haridas Bandhu Sarkar	Head Clerk
93	Swapan Basu	UDC
94	Mrinal Kanti Paul	A. T.
95	Sadhan Kr. Mukerjee	S.E. (Elect)
96	Subir Das	J. E.
97	Jagadish Debbarma	B.D.O.
98	Dhiman Debbarma	UDC
99	B. C. Saha	Chief Engineer
100	Dinesh Debnath	Sr. Information Officer
101	Brajendra Singh	Cultural Asstt.
102	Mihir Kr. Dutta	E. E.
103	Swadesh Roy	L.D.C.
104	Sushendra Chakma	Dealing Asstt.
105	Manuj Kanti Chakma	L. D. C.
106	Pratap Debbarma	Inspector of Schools
107	Satya Bhushan Sarkar	Inspector of Schools
108	Bholanath Chatterjee	L. D.C
109	S. K. Nath	S. D.O.
110	G. K. Malakar	Chief Engnieer
111	Santunu Debbarma	Add. S. P. Radio
112	N. R. Bhattacherjee	S. E.
113	Sudhanya Rn. Sarkar	Cahier
114	Dr. Arup Dewan	Medical Officer
115	Susma Chetry	L.D.C.

116	Joyasree Debbarma	L.D.C.
117	Jiban Lal Debbarma	E.E.
118	R. Durai	Asstt. Head Master
119	Sailen Chakraborty	Acctt.
120	Ganesh Roy	L.D.C.
121	Bimal Biswas	Class IV
122	Rabindra Debbarma	BDO
123	Sajal Kanti Debnath	Ex. SDO
124	N. C. Das	Dy. Collector
125	Faird Miah	Agri. Asstt.
126	Gopal Sarkar	Panchayat Secretary
127	Bisharad Debbarma	B.D.O
128	Rina Das	Female Jail Warden
129	Rati Prava Singh	Female Jail Warden
130	Manju Bhowmik .	Female Jail Warden
131	Padma Devi Routh	Female Jail Warden
132	Dr. M. Ahamed	Director
133	C.R. Roy	Director
134	Manik Lal Chakraborty	Dy. Director
135	Kamalendu Bikash Das	Asstt. C. O. TSR

Admitted Un-Started Question No. : 312

Name Of M.L.A. :- Shri Bijoy Kr. Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

1) What is the total number of partients have so for been refeered to (1) G. B. Hospital and (2) I. G. M. Hospital from District Hospitals of Tripura, During the period from 1st Oct. 2001 to 31st July 2002

উত্তর

1) Total number of the patients has been referrd from the different District Hospital during the period from 1st Oct. 2001 to 31st July 2002 at G. B. Hospital 479 and I.G.M. Hospital 272.

Admitted Un-Started Question No. : 314

Name Of M.L.A :- Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে আগরতলা পৌর সভা থেকে বাড়ির হোল্ডিং নাম্বার পাওয়ার ক্ষেত্রে যে সকল আবেদনকারী আবেদন করে থাকেন - তাতে বাড়ির জায়গার পরচা সহ আবেদন করা বাধ্যতামূলক কিনা ?

২) যদি সত্য হয়, বাড়ির জায়গার পরচা ব্যতীত হোল্ডিং নাম্বার প্রদান না করা হলে সেটা কিসের ভিত্তিতে এবং কবে থেকে এই প্রথা চালু হয়েছে ?

উত্তর

১) বাড়ির হোল্ডিং নাম্বার দেওয়ার ক্ষেত্রে জমির সত্ব (মালিকানা) খতিয়ে দেখার প্রয়োজনে খতিয়ান চাওয়া হয়ে থাকে। তবে পুনঃ জরিপের অধীন এলাকায় যেখানে নতুনভাবে জমি ক্রয়ের মাধ্যমে নামজারী করা তৎক্ষনাৎ সম্ভব হয় না, সে ক্ষেত্রে হস্তান্তরিত দলিল ও অন্যান্য প্রমানাদি পরীক্ষার মাধ্যমে জমির সত্ব (মালিকানা) সম্পর্কে নিশ্চয়তা ক্রমে পুর পরিষদ কর্তৃক হোল্ডিং দেওয়া হয়ে থাকে।

২) পুর পরিষদ হোল্ডিং নাম্বার দেওয়ার স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। দীর্ঘদিন ধরেই এটা চলে আসছে।

Admitted Un-Started Question No. : 315

Name Of M.L.A :- Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) আগরতলা পৌর এলাকায় বাড়ী নির্মানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য আগরতলা পৌর পরিষদ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আবশ্যক কিনা ঃ-

ক) সিভিল ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে বাড়ী তৈরীর নক্সা করানো;

খ) সীমানা থেকে নূন্যতম চারফুট দুরত্বের ব্যবধানে বাড়ী নির্মান করা;

গ) বহুতল বাড়ী নির্মানের ক্ষেত্রে ;

২) যদি আবশ্যক হয়ে থাকে তবে কবে থেকে কিসের ভিত্তিতে এই প্রথা চালু করা হয়েছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, আগরতলা পৌর এলাকায় বাড়ী নির্মানের ক্ষেত্রে পৌর পরিষদ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আবশ্যক

ক) সিভিল ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে বাড়ী তৈরীর নক্সা করানো।

খ) সীমানা থেকে নূন্যতম চারফুট দুরত্বের ব্যবধানে বাড়ী নির্মান করা। এবং

গ) বহুতল বাড়ী নির্মানের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ইত্যাদি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাড়পত্র অনুমোদনের জন্য আবশ্যক।

২) পূর্বতন বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট ১৯৩২ ও বর্তমানে প্রচলিত ত্রিপুরা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট ১৯৯৪ অনুসারে এই প্রথা চালু রয়েছে।

Printed by :

Secretary,

Tripura Press Owner's Association

AGARTALA, TRIPURA

Price Rs. 512.00